সোমপ্রকাশ

১ ম ভাগ।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

[মা]সিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ [টা]কা অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ৫ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৬। ১৯ এ নবেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক [illegible] টাকা যাণ্মাসিক ৭, ৷ ইত্যাদি [illegible]

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুদিগের টিকীট সকল হাবড়া হইতে প্রদত্ত হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষার্থ এতদ্দ্বারা প্রকাশ [য]াইতেছে যে, যাহারা বাষ্পীয় রথে রেল [রো]ডে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, ([ত]াঁহাদিগের জন্য এ]ই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে [আগা]মী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের [শে]ষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেসন [হই]তে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনা [আপ]নের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমু[দা]য় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্রে বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভবন সমাগম করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকিপুর।
বারাণসী।
চুনার।
মৃজাপুর
আলাহাবাদ।
কানপুর।
আগ্রা
শাজাহানাবাদ এবং
দিল্লী।

[illegible] প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্রমণেচ্ছু[দিগে]র [illegible]।

[illegible] . ১২০ টাকা।
[illegible] ৭০ ঐ

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরো[হী]গণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনে লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ইষ্টেসনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরিউক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ইষ্টেসনের ডেপুটি ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেনসন।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারিলাল রায় প্রণীত "জয়াবতী" নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব বাঙ্গালা কাব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে সচরাচর প্রচলিত ছন্দ ব্যতীত, কতিপয় নূতন ছন্দও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য এক টাকা, এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে দুই আনার ডাকমাশুল পাঠাইতে হইবে। গ্রহণাভিলাষী মহাশয়েরা কলিকাতা কেথিড্রেল মিশন কালেজে অথবা নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা,
সুকেশ ষ্ট্রীট নং ১৫ } শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে [illegible] যাইতেছে উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের [illegible] ইংরাজী বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি [illegible] আগামী ডিসেম্বর মাসের ১[illegible], ১৮, ১[illegible] ২০ এ গৃহীত হইবে।

যে যে পুস্তকে ইং[রাজী] বাঙ্গলা ছা[ত্রবৃত্তি] পরীক্ষা হইবে, তাহা [নিম্ন]লিখিত হইল—

ইংরাজী। চারপার[illegible] ভাগ হইতে [illegible]
জীতে [illegible]
বাদ ক[illegible]
পরীক্ষা[illegible]
অনুবাদ করিবার [illegible]
ইংরাজী [illegible]
বর্ণ শুদ্ধ করিয়া [illegible]
তার পরীক্ষা [illegible]

২ য়। ইংরাজী পদ[illegible] ঘটিত শব্দের ব্যুৎপত্তির [illegible] দেওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা। পাঠাবলী[illegible]
পাঠ পুস্ত[ক] [illegible] ৪ র্থ [illegible]
মধ, হইতে [illegible] আর[illegible]
দিতে [illegible] হইবে।
হারা পরীক্ষার্থীদিগের [illegible]
সাকে অনুবাদ করিবার [illegible]
ও বাঙ্গলা ব্যাকরণ [illegible]
ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া [illegible]
পটুতার পরীক্ষা হইবে।

পাটীগণিত। শুভঙ্করী ত্রৈরাশিক।

ক্ষেত্রতত্ব। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যা[য়]

ভূগোল। পৃথিবীর চারিখণ্ডের বিব[রণ] [illegible] ভারতবর্ষের সাধারণ। ১[illegible]

পরীক্ষার্থীদিগকে ভারতবর্ষের অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া[illegible]

সোমপ্রকাশ

১ ম ভাগ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

[illegible]সিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ৫ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৬। ১৯ এ নবেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক [illegible] টাকা ষাণ্মাসিক ৭, এ ইত্যাদির [illegible]

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুদিগের টিকিট সকল হাবড়া হইতে প্রদত্ত হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষার্থ এতদ্বারা প্রকাশ যাইতেছে যে, যাহারা বাষ্পীয় রথে রেল বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, [illegible] বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে [illegible]মী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের [illegible] পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ষ্টেসন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনা [illegible]দের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমু[illegible] সুপ্রসিদ্ধ মনোহর এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান [illegible]দের সর্ব্বত্রে বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ [illegible] সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল [illegible]নের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাকীপুর।
[illegible]
চুনার।
মির্জ্জাপুর
আলাহাবাদ।
কানপুর।
আগ্রা
ফারুকাবাদ এবং
দিল্লী।

[illegible] প্রকার [illegible] বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুগ[illegible] [illegible]।

[illegible] ১২০ টাকা।
[illegible] ৭০ ঐ

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরো- হিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাহারা এই বিজ্ঞাপনে লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ষ্টেসনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরিউক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ষ্টেসনের ডেপুটি ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেনসন।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারিলাল রায় প্রণীত "জয়াবতী" নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব বাঙ্গালা কাব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে সচরাচর প্রচলিত ছন্দ ব্যতীত, কতিপয় নূতন ছন্দও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মূল এক টাকা, এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে দুই আনার ডাকমাশুল পাঠাইতে হইবে। গ্রহণাভিলাষী মহাশয়েরা কলিকাতা কেথিড্রল মিসন কালেজে অথবা নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা, হুকেল ষ্ট্রীট নং ১৫ } শ্রীব্রজগোপাল ভক্ত

বিজ্ঞাপন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে [illegible] [illegible]ক্ষে উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের [illegible] ইংরাজী বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি [illegible] আগামী ডিসেম্বর মাসের ১[illegible], ১৮, [illegible] ২০ এ গৃহীত হইবে।

যে যে পুস্তকে ই[illegible] বাঙ্গলা ছা[illegible] পরীক্ষা হইবে, তাহা [illegible]লিখিত হইল—

ইংরাজী। চারুপা[illegible] ভাগ হইতে [illegible] [illegible] বাদ ক[illegible] পরীক্ষ[illegible] অনুবাদ [illegible] ইংরাজী [illegible] বর্ণ শুদ্ধ [illegible] তার প[illegible]

২ য়। ইংরাজী পদ[illegible] ঘটিত শব্দের ব্যুৎপত্তির [illegible] দেওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা। পারসীকদিগের [illegible] পাঠ পুস্ত[illegible] ৪ র্থ [illegible] মৎ, হই[illegible] [illegible] [illegible]তে [illegible] হইবে। [illegible] পরীক্ষার্থীদিগের [illegible] নাকে অনুবাদ করিবার [illegible] ও [illegible] ব্যাকরণ [illegible] ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া [illegible] পটুতার পরীক্ষা হইবে।

পাটীগণিত। গুরু ত্রৈরাশিক।

ক্ষেত্রতত্ত্ব। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যা[illegible]

ভূগোল। পৃথিবীর চারিখণ্ডের বি[illegible] ভারতবর্ষের সাধারণ। ১০[illegible]

পরীক্ষার্থীদিগকে ভারতবর্ষের অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া

শেষ ১৩০ পৃষ্ঠার মধ্য হইতে প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

: পরীক্ষার নম্বর দিবার সময়ে হস্ত লিপি-বেচ্ছা হইবে।

ন। ... টাকা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির ১৭ ই ডিসেম্বরে আরম্ভ হইবে। অতএব ... বড়ের পর স্কুল খুলিবামাত্র পরীক্ষার্থিকে আপন আপন নাম স্থানীয় ডেপুটী ইন্স্পেক্টরের নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। ...সেম্বরের পর কাহারও আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। আবেদন মধ্যে নিম্ন লিখিত গুলি লিখিয়া দিতে হইবেঃ

(১) পরীক্ষার্থির নাম।
(২) তাঁহার পিতার নাম।
(৩) বাসস্থান।
(৪) বয়স।
(৫) ধর্ম্ম। যদি হিন্দু হয়, তবে জাতি।
(৬) যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে।
(৭) ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যে বিদ্যালয়ে ... ইচ্ছা করে।
(৮) যে স্থানে পরীক্ষা দিবে।

৬ষ্ঠ। পরীক্ষার্থিরা পরীক্ষা দিবার প্রথম দিবস প্রাতঃকালে সে ব্যক্তির প্রতি ফী আদায় ... ভার থাকিবে, তাঁহাকে ২ টাকা ফী দিবে।

৬ অব্দের বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পুস্তক।

...। তৃতীয়ভাগ চারুপাঠ এবং রচনা।
...করণ। ব্যাকরণ এবং চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ হইতে শ্রুতলিখন।
...হাস। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড।
...ভূগোল। পৃথিবীর চারিখণ্ডের ... ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণ পরীক্ষা হইবে, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার্থিদিগকে ভারতবর্ষের সমুদায় অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাইবে
প্রাকৃতভূগোল। রাজেন্দ্রলালের প্রাকৃতভূগোল
...গণিত। সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ কুসীদ ব্যবহার এবং চক্রবৃদ্ধি ও বর্গমূল।
...মিতি। প্রথম ৪ টী নিয়ম।
... ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

...তবে পরীক্ষার্থিদিগকে পরীক্ষার প্রথম দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার হস্তে ১ টাকা ফী প্রদান করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টম নিয়মানুসারে ডেপুটী ইন্স্পেক্টরের নিকট স্ব স্ব নাম লিখিয়া ডিসেম্বরের বড়ের অব্যবহিত পরেই আবেদন করিতে হইবে।

ই. জি, গোরির।
উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইন্স্পেক্টর।

—○●—

বিজ্ঞাপন।

যে যে স্কুলে এতদ্দেশীয় ও ইংরাজী ভাষা অধীত হয় তথাকার ছাত্রদিগের ধর্ম্মপুস্তক পাঠে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত কলিকাতার মিসনরি সভা কয়েকটী পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করিতেছেন। ইংরাজী বাইবলের কোন কোন নির্দ্দিষ্টাংশে যাঁহারা বিশেষ নৈপুণ্য দর্শাইতে পারিবেন, তাঁহারাই সেই সকল পুরস্কার লাভের উপযুক্ত হইবেন। ব্রিটিস ও বিদেশীয় বাইবল সোসাইটির অত্রত্য সহকারীদিগের অনুগ্রহে কলিকাতার মিসনরি সভা নিম্নলিখিত ১৩ টী পুরস্কার দানে সমর্থ হইয়াছেন। যথা ২৫ টাকা করিয়া আটটী ৫০ টাকা করিয়া চারিটী ১০০ টাকার একটী।

যে যে স্কুলে এতদ্দেশীয় ও ইংরাজী ভাষা অধীত হয়, তত্রত্য হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র যাহারা এল. এ. পরীক্ষা দেয় নাই, কেবল তাঁহারাই এই পরীক্ষার্থী হইতে পারিবেন।

পরীক্ষার্থীদিগের উৎকর্ষের একটী বিশেষ পরিমাণ করা হইবে, যাঁহারা সেই পরিমাণে উৎকর্ষ দর্শাইতে না পারিবেন, তাঁহারা পুরস্কার লাভের যোগ্য হইবেন না। আগামী ১৮৭১ অব্দের এপ্রেল মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

পরীক্ষার্থ লুক ও জন লিখিত সুসমাচার নির্দ্ধারিত হইল। আরও পরীক্ষার্থীদিগকে ধর্ম্ম পুস্তকের নিম্নলিখিত অংশগুলি কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। যথা মার্ক লিখিত সুসমাচারের ৫ ম, ৬ ষ্ঠ ও ৭ ম অধ্যায়, যাহাতে খ্রীষ্টের সার্ম্মন অন্ দি মাউণ্ট আছে, রোমানস ১২ শ অধ্যায় ও প্রথম কোরিন্থিয়ান্স ত্রয়োদশ অধ্যায়।

স্থান ও সময় ঘটিত বিশেষ সমাচার ভবিষ্যৎ বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

জন, ডি, ডন, সেক্রেটরি

—●○●—

বিজ্ঞাপন।

"বুঝলে কি না?" নামে একখানি প্রহসন ...ট্যালকোপ প্রেসে ... ১ এক টাকা মাত্র।

২রা নবেম্বর। ১৮৭০।

—●●—

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত পুস্তক সকল সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে।

নবীন তপস্বিনী (দ্বিতীয়বার মুদ্রিত) ১
সধবার একাদশী (নূতন) ১

শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ।

—○○—

বিজ্ঞাপন।

মির্জ্জাপুর ... গলি ১৫ নম্বর বাটীতে ... নীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক বিক্রয় হইতেছে—

প্রবন্ধ...	মূ
গ্রীসইতিহাস	১
রোমইতিহাস	
...শসার ব্যাকরণ	
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০
প্রকাশিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৬০

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

—

বিজ্ঞাপন।

কপালকুণ্ডলা।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উক্তগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে।

মূল্য ১ এক টাকা

সোমপ্রকাশ।

৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

কারেন্সি কমিসন।

কয়েক মাস হইল, গবর্ণমেণ্ট নোট ও স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন বিষয়ক এক কমিসন নিযুক্ত করেন। ইহাঁরা সম্প্রতি রিপোর্ট করিয়াছেন। কমিসন বলেন, টাঁকশালের অধ্যক্ষের ও নোট প্রচলনের কমিসনরের পদ স্বতন্ত্র করা উচিত। আর

[illegible] মফস্বলে নোট প্রচলনার্থ চক্রবাড় [illegible] বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। স্থানে স্থানে ধনাগার আছে, তথায় ২০০ টাকার [illegible] নোট গ্রহণ করিবার নিয়ম [illegible] বণিক সম্প্রদায়ের মত এই [illegible] কোন নোট প্রচলিত হয় না। এক্ষণে [illegible] কার্য্যের সৌকর্য্য হইবার বিলক্ষণ [illegible] আছে বটে কিন্তু এত অল্প মূল্যের [illegible] টি প্রচলিত হওয়া কঠিন। এই কেহ [illegible] অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

প্রথমে যখন অল্পমূল্য গবর্ণমেন্ট নোট প্রচলিত করিবার প্রসঙ্গ হয়, তখনও এ প্রস্তাব [illegible] ছিল। কিন্তু কেহ সাহেব ইহার [illegible] তা করেন। তিনি বলেন, অষ্ট্রিয়াতে [illegible] মূল্যের নোট আছে কিন্তু [illegible] অন্য রাজ্যে গিয়া অপে [illegible] মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিয়া [illegible] আইসে, তথাপি নোট [illegible] দ্বারাও ইহাই সপ্র- [illegible] যে আট কোটি [illegible] তেছে, তাহা প্রেসি- [illegible] প্রধানরূপে [illegible] মজুর ও সামান্য দ্রব্যের [illegible] নোট লয় না। তাহার বিশেষ কারণ এই, মফস্বলে নোট ভাঙ্গান সহজ নহে। সহজ হইবার সম্ভাবনাও অল্প। কমিসনর নোট প্রচলনার্থ নূতন কর্ম্মচারিনিয়োগ ও চক্রবাড় সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতেও এ অভীষ্টসিদ্ধির [illegible] নাই।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম কমিসনর [illegible] মুদ্রা প্রচলিত করিবার [illegible] করিয়াছেন। তাঁহারা ১৫। ১০ ও ৫ টাকার [illegible] এদেশীয় মোহর প্রচলিত করিতে [illegible] সবরেনের মূল্য সচরা- [illegible] ১০৷৵১০ হইয়া থাকে। [illegible] কমাইয়া দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। [illegible] বলেন, রৌপ্য ও স্বর্ণ ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। বার্ম্মেও তাহা দেখা যাইতেছে, অতএব অন্য অন্য সভ্য দেশের ন্যায় এখানে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলনের কোন বাধা দেখা যাইতেছে না। যাহারা বাটা প্রভৃতির আপত্তি করিবেন, তাঁহারা যেন স্মরণ করেন, টাকা ভাঙ্গাইতেও বাটা লাগে। নিয়মিত [illegible] কেবল নোট কাগজ মাত্র, [illegible] করা কাগজের ন্যায় তাহার কিছু মূল্য নাই। এইরূপ বিবেচনা করে। এবং সময়ে সময়ে এরূপ বিবেচনা করে, উহা গবর্ণমেন্টের এক প্রকার প্রতারণা। কিন্তু স্বর্ণের পক্ষে এরূপ জ্ঞান হইতে পারে না। বাণিজ্যের পক্ষে স্বর্ণমুদ্রা সবিশেষ উপকারী [illegible] সন্দেহ নাই।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, নোট গুলি এক্ষণে যে প্রকার বাগজে প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার পরিবর্ত্তে [illegible] কিঞ্চিৎ ভারী কাগজে হওয়া উচিত। অপর, নোট হারাইলে এক্ষণে যে কষ্টে নূতন নোট পাওয়া যায়, তাহার বিষয়ে কমিসনর কোন প্রতিকার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই। আমাদিগের বিবেচনায় [illegible] টাকা [illegible] ইহার প্রকৃত উপায়।

—০—

[illegible]

[illegible] চূড়িক [illegible] এক জন বিশেষ কমিসনর [illegible] করিয়াছেন। যখন দুর্ভিক্ষ [illegible] চতুর্দিক হইতে [illegible] হয়, তৎকালে [illegible] সাহেব [illegible] নিয়োগ করিয়া ছোট [illegible] লোক [illegible] করিতেন, কতকগুলি প্রজাগণের প্রাণরক্ষা হইত, এবং দুর্ভিক্ষ [illegible] কার্য্যে [illegible] ও [illegible] বলিয়া তাঁহার যে [illegible] ছিল, তাহার

[illegible] বৃদ্ধি হইত সংশয় [illegible] কিন্তু তাঁহার অনুমান এই [illegible] ধানতা তাঁহার ভূতপূর্ব্ব [illegible] পরিত্যাগ করিয়া ফেলিয়াছে, তাঁহার [illegible] অতিরিক্ত [illegible] হে। তিনি যদি [illegible] অথবা [illegible] হইতেন, তাহার এই [illegible] কার্য্য দেখিয়া আমরা [illegible] ক্রুদ্ধ হইতাম না।

"[illegible] কুতশ্চন
[illegible] পুমান্।
প্রকৃত [illegible]
[illegible] না।"

পূর্ব্বে যে বাস্তব গুণ ছিল, [illegible] তাহা নষ্ট হইয়াছে, তাঁহার [illegible] বিন্দুমাত্র গুণ নাই [illegible] যাহাতে যদি [illegible] ভাল, কিন্তু [illegible] হইয়াছিল, তাহা পরে তাহা [illegible] যাছে, সে [illegible] ভাল [illegible] দুর্ভিক্ষ দ্বারা দেশে [illegible] হইল, তদ্বিষয় জ্ঞান [illegible] আবশ্যক। এই হেতু এচ, এল, ডা [illegible] সাহেবের নিয়োগ আমাদিগের [illegible] নীয় হইতেছে না। ডাম্পিয়র [illegible] নিমনর ও রেবিনিউ বো [illegible]। বিশেষতঃ তিনি এ [illegible] অতএব [illegible] হইবে কি না আমাদিগের [illegible] রেভিনিউ বোর্ড [illegible] স্বরূপ [illegible] এক জন [illegible]

ডাম্পিয়র সাহেব [illegible] নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলী, [illegible] বাঁকুড়া, মানভূম ও সিংহভূমের [illegible]

ে গমন করিবেন। ২৪ [illegible] ও
তাঁহার বিভাগস্থ, অতএব এমক
পুনর্ব্বার অনুসন্ধান করা গবর্ণমে
অভিপ্রেত নহে। কিন্তু প্রথমতঃ
[illegible] দর্শন করিয়া অতঃপরে
যাইবেন। সাধ্যমত সরকারী
পত্র তাঁহাকে দেখাইবার আজ্ঞা
। গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে নিম্নলিখিত
বিষয় অনুসন্ধান করিতে বলি
...
.৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে যে
র্য্যা বরিষা যায় তখন কত শ..
নর গোলায় ছিল, এবং কোথা
?
র্ভিক্ষের প্রথম লক্ষণ;
.৬৫ অব্দের পূর্ব্বে অথবা পরে
পীড়িত প্রদেশে কত শস্য আম
থবা রপ্তানী হইয়াছে।
.৬৫ অব্দে কত আমন ধান হই-
।
শঃ কিপ্রকার মূল্য বৃদ্ধি হয়।
দেশের স্থানে স্থানে শস্য লইয়া
র ও রাস্তা ও খালের অবস্থা কি?
চলেচলের কি উপায় ছিল? এবং
কত দূর সেই উপায় অবলম্বন

ন্ট নিবারণার্থ লোকের নিজে,
কর্ম্মচারী ও অধিবাসিগণ এবং
মন্ট প্রথমে কি কি করিয়াছিলেন।
মীদার ও অন্য অন্য অধিবাসিগণ
র সাহায্য করিয়াছে।
নীয় চাঁদা কত হয়, এবং [illegible]
কত টাকা আইসে।
রকারী দুর্ভিক্ষ ফণ্ড হইতে কত
দেওয়া হইয়াছে।
নীয় ফণ্ড হইতে [illegible]
ছে।
রকারী রাস্তা [illegible] পূর্ত্তকার্য্যে
টাকা ব্যয় হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট কত চাউল আমদানী করিয়া আমল অথবা বাজার দরে বিক্রয় করিয়াছেন, অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে কত চাউল সাহায্যকারিণী সভা সমূহকে দেওয়া হইয়াছে, এবং গবর্ণমেন্ট কত চাউল দাতব্য স্বরূপ বিতরণ করিয়াছেন।

সাহায্যকারিণী সভা সকল কিরূপে স্থাপিত হয়।

তাঁহারা কি নিয়মে সাহায্য দিয়াছেন।

প্রতি সপ্তাহে বিনা শ্রমে অথবা কর্ম্ম করাইয়া কত লোককে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

কি কি কার্য্য দেওয়া হয়।

পীড়িত লোকদিগের আরোগ্য ও পীড়া নিবারণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হয়।

প্রথমতঃ আশ্রমার্থ অতিথি সমূহে দ্বিতীয়তঃ প্রদেশের অভ্যন্তরে, তৃতীয়তঃ অনাহারে এবং চতুর্থতঃ পীড়ায় কত লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

কোন্ কোন্ শ্রেণি দুর্ভিক্ষে কষ্ট পায়, কিন্তু কি কি বিশেষ কারণ প্রভাবে প্রত্যেক শ্রেণীর পক্ষে বর্ত্তে।

যে আশ্রয় দেওয়া হয় তাহা পর্য্যাপ্ত ও যথাসময়ে দেওয়া হইয়াছিল কি না? এবং সেই সাহায্য দান কোন্ কোন্ বিষয়ে অঙ্গহীন হয়?

স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ কি কি সাহায্য চাহিয়াছিলেন অথচ পান নাই, যদি তাঁহারা আরও টাকা পাইতেন তাহা হইলে আর কি অধিক আশ্রয় দিতে পারিতেন।

এই সকল উপদেশ দিয়া সেক্রেটারি ইডেন সাহেব ডাম্পিয়র সাহেবকে সম্বলপুর ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের শস্যের বাজারের এবং কলিকাতা ও উৎকল হইতে জাহাজে ও রেলওয়েতে গত কয়েক বৎসরাবধি চাউল রপ্তানী হওয়াতে দেশের কত দূর ইষ্ট অনিষ্ট হইয়াছে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অত্যা বিশ্বাস আছে, জমীদার ও মহাজনে একবাক্য হইয়া চাউল লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেক্রেটারি ইডেন সা[illegible] “ ১ মে পর্য্যন্ত স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ [illegible] নিশ্চিন্ত হইয়া আলস্যভাবে বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা অদ্যাপিও বলিতেছেন, [illegible] তাহা [illegible] দিগের ভরণ পোষণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইত, কিন্তু পুনর্ব্বার শস্য হইবে না মনে করিয়া মহাজন ও জমী[illegible] শস্য গোলাযাত করিয়া [illegible]ছিলেন। পক্ষান্তরে সর্ব্বসাধারণে [illegible] প্রথমাবধি শস্য অল্প সঞ্চিত [illegible] সমুদায় বাজারে প্রেরিত হইলে [illegible] আমদানী ভিন্ন জীবন ধারণ করিব[illegible] উপায় ছিল না। এটি সত্য কি [illegible] জোর সাধারণ নিয়ম [illegible] পরিমাণে কি জন্য চা[illegible] তাহা জানা অতিশয় আ[illegible] কমিসনরের রিপোর্টের [illegible] আমাদিগের অভিপ্রায় [illegible] করা বি... হইতেছে না, তথাপি [illegible] কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। শস্য না থাকিলে “ সাধারণ [illegible] নিয়ম বলে ” কি বাজার পরিপূর্ণ হইবে? লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর স্থানীয় কর্ম্মচারিদি[illegible] বাক্যে বিমোহিত হন। অদ্যাপি [illegible] অবস্থায় আছেন। যদি মহাজনের বিকট শস্য লুকাইয়া রাখিয়া [illegible] এরূপ প্রমাণ হয়, তাহা হইলেও [illegible]মেণ্ট ও স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ নির্দ্দো[ষ] [হই]তেছেন না। তাঁহারা [illegible] প্রাদুর্ভাব হয়, তাঁহারা [illegible] নের উপায় অবলম্বন করিলেন না। যে সকল কর্ম্মচারির উপরে [illegible]

স্থায় আছে, তাঁহাদিগের প্রতি লোকে সহজে কি প্রকার সংস্কার জন্মিবে ?

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থানের লোকেরই সংস্কার জন্মিয়াছে জলসেচনার্থ অধিকসংখ্যক খাল খনন করিলে দুর্ভিক্ষ নিবারণের সম্ভাবনা আছে। এদেশের ভূমি অতি উর্ব্বর, কিন্তু পর্জ্জন্যদেবের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হয়। বাঙ্গালা এক পসলা বৃষ্টির অভাবে গত বর্ষে দুর্ভিক্ষ হইয়া গেল। মেদিনীপুরে যে খাল হইয়াছে, তাঁহার দ্বারা কত দূর উপকারের সম্ভাবনা ? এপ্রকার খাল আর করা উচিত কি না ? গবর্ণমেণ্ট ইহাতে কত দূর সাহায্য করিতে পারেন ? কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত রাস্তার কি অবস্থা ? চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত করা উচিত কি না ? যে সকল জমীদারীতে এই বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহার জমীদার ও মেয়াদি বন্দোবস্তের অনুসরণকারী জমীদারদি[illegible] প্রজাও সাহায্যের প্রভেদ কি ?

এ সকল বিষয় ডাম্পিয়র সাহেবকে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে বলা হইয়াছে।

এ সকল গুরুতর বিষয়ের অনুসন্ধান এক জন লোকের দ্বারা এক মাসের মধ্যে সম্পাদিত হওয়া সহজ নয়। এক কমিসন নিযুক্ত করা আবশ্যক, ইহার মধ্যে বণিক, ইঞ্জিনিয়র প্রভৃতিকে লওয়া উচিত। কটকের রাস্ত সকল অতি জঘন্য। ভাল রাস্তা না থাকাতে উপকূলের চাউল মফস্বলে যাইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের আর এক বিষয়ের অনুসন্ধান আবশ্যক, যত জাহাজ চাউল লইয়া উৎকলে প্রেরিত হয়, উত্তম বন্দর না থাকাতে যথাসময়ে সে সকল নামান হয় নাই এবং অনেক চাউল নষ্ট হইয়াছে। চিল্কাহ্রদ ও ফলস পইণ্টে বন্দর করিলে উত্তম হয়। ভারতবর্ষের পক্ষে উপকূল অতি ভয়ঙ্কর। গবর্ণমেণ্ট যদি যথার্থই এদেশের কল্যাণাভিলাষী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এক কমিসন নিযুক্ত করিয়া এই সকল অনুসন্ধান করুন। ডাম্পিয়র সাহেবের রিপোর্ট যে পরিতোষজনক হইবে না তাহা এক প্রকার বুঝা যাইতেছে। ইহার তিনটী কারণ আছে।— প্রথম তিনি এক জন সিবিলিয়ান। দ্বিতীয়. তাঁহাকে বলা হইয়াছে মহাসভার অধিবেশনের পূর্ব্বে যেন তাঁহার রিপোর্ট সেক্রেটেরির হস্তে উপনীত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে মহাসভার অধিবেশন হইবে। ডিসেম্বরের প্রারম্ভে রিপোর্ট প্রেরণ না করিলে যথাসময়ে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই। ডাম্পিয়র সাহেব তিন সপ্তাহ মাত্র সময় পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে এত বিষয় সম্পন্ন করা সম্ভাবিত নয়। তৃতীয় তাঁহাকে যে প্রকারে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে সাধারণ মঙ্গলের জন্য যত না হউক, সর সিসিল বীডনের রাজনীতি সমর্থনার্থ তাঁহার রিপোর্ট লিখিত হইবে। সর সিসিল বীডন বিলক্ষণ জানেন, তাঁহার আত্মশুদ্ধি এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিতেছে। মহাসভায় দুর্ভিক্ষের আন্দোলন হইবে সন্দেহ নাই। যদি রেবেন্শা সাহেব প্রভৃতির কথা সত্য সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই সর সিসিল বীডনের রক্ষা। নচেৎ কলঙ্ক অপমান ও ভর্ৎসনা লাভ। তিনি [illegible] কেন [illegible] বঙ্গদেশের, আর যে সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্তা [illegible] হবেন, এমত বোধ হয় না।

—:০:—

হিন্দু-নারী।

আমাদিগের সমাজের [illegible] অবস্থা এক্ষণে সকলের [illegible] স্থল হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন সম্প্রদায় আক্ষেপ করেন, দেশের সনাতন ধর্ম্ম, সরল ব্যবহার, পরিমিত পান ভোজনাদি ও অন্যান্য সামাজিক গুণ ক্রমশ[illegible] হইতেছে। নব্য সম্প্রদায় এ[illegible] আক্ষেপ করিয়া থাকেন, আ[illegible] প্রথা অতি জঘন্য, ইহা উপ[illegible] একান্ত উপহত, সামাজিক ব্যব[illegible] চরম। বিদেশীয়েরা উভয় দলে[illegible] দোষারোপ করিয়া বলেন, আ[illegible] তাদৃশ সদনুষ্ঠান নাই, স্বদেশ[illegible] নাম মাত্র, সামাজিক উন্ন[illegible] প্রস্তাব মুখেই লীন হইয়া যা[illegible] এই দেশের জঘন্য প্রথানুসারে[illegible] থাকে, আমাদিগের অন্তঃপুর[illegible] কারিকা, যথাসম্ভব প্রকৃতি উ[illegible] বিরত হইয়া রহিয়াছে, আমরা [illegible] লীগণিগের বাহ্য আড়ম্বর ও প[illegible] দের অনুকরণে রত হইয়াছি[illegible] ভোজনে যত দূর হউক, [illegible] আমাদিগের কর্ত্তা[illegible] অধিক [illegible] থাকুক, আমরা আজিও [illegible] প্রথম উপায় অবলম্বন করিতে পা[illegible] নাম না, আমাদিগের গৃহনির্ম্মাণ কদর্য্য, বাটী পাকাপিঞ্জরের ন্যা[illegible] ও চতুর্দ্দিকে রুদ্ধ, তাহাও আ[illegible] পরিপূর্ণ, আমরা কষ্টভোগ করি[illegible] কষ্টের কারণ অবগত হইতেছি, [illegible] আলস্য ও ঔ[illegible] তত্ত্বজ্ঞানে সমর্থ ও নিয়ম[illegible] যত্নবান হইতেছি না [illegible] হইয়াছে, [illegible] মধ্যে [illegible] উজ্জ্বলিত হইয়া [illegible] কিন্তু আমরা [illegible] করিতে সমর্থ হইতেছি না। [illegible] যে পরিবর্ত্তন আমাদিগের [illegible] হইতেছে তাহার [illegible] সাছে, স্বল্প মাত্র আলোড়ন [illegible] পুনর্ব্বার [illegible] কর্দ্দম [illegible] হইয়া উঠে। এ অবস্থায় সংশো[illegible]

র্য শাস্ত্রের উপায় কিন্তু যদি এক শক্তি দ্বারা সে অভীষ্ট সাধিত ব। তাহা কত দূর যুক্তিসঙ্গত ও চিত, তাহা একবার বিবেচনা করা শ্যক।

সত্য বটে এদেশে এক্ষণে ইংল ক্ষমতা দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, পুরু মহারাণীর ক্রোড়ে শান্তিসুখ ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের পুনরা সম্ভাবনা নাই। দেশে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজমান হইতেছে, পার্লেমেন্ট কিম্বা সম্বন্ধীয় শাসনপ্রণালীর উৎকর্ষ সাধনে যুক্ত হইয়াছেন। যত দূর সম্ভব পদার্থ শাসনসংক্রান্ত উৎকর্ষ সাধন গবর্ণমে দ্বারা হইতেছে আরও হইবা ভাবনা আছে। কিন্তু সমাজে গবর্ণমে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কার থাকিলেও ইহাতে হস্তার্পণ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নহে। ইহ লেও সে হস্তক্ষেপে অধিক কিছু ইষ্ট সম্ভাবনা নাই। বিদ্রোহের আশা গকে দেওয়াই কর্ত্তব্য। সমাজের সাধন সমাজের নিজেরই কর্ত্তব্য। যদি রাজ দ্বারা না হইল, তবে াদিগের সমাজের উন্নতি কাহা ও কিরূপে হইবে? ধর্ম্ম, মহত্ত্ব ও প্রভৃতির কাল অতীত হইয়াছে। াদিগের দেশের একটী বিশেষ হা দাঁড়াইয়াছে। আমরা আদিম মেরিকান অথবা এশিয়া মোগলীয় বৌদ দিগের তুল্য পশুপ্রায় নাই যে, কোন উপদেশ আমাদিগের জন্য দৃঢ়তররূপে বদ্ধমূল হইবে। আমা প্রাচীন ধর্ম্ম ও প্রাচীন ব্যবহার ছ। যাঁহারা এ সকল ত্যাগ করিয়া তাঁহারা অসময়ে পরিপক্ক হইয়া । তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের মঙ্গল মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।

দেশেও সেইরূপ জাতিসাধারণের উন্নতি সাধন চেষ্টা করা আবশ্যক। আমাদিগের উদ্দেশ্য এই দেশের প্রধান প্রধান লোকেরা ইংলণ্ডের "সামাজিক বিজ্ঞান সভার" (সোসিয়াল সাইয়েন্স কনগ্রেসের) ন্যায় এক সভা করুন। মধ্যে মধ্যে দেশের স্থানে স্থানে সভার অধিবেশন হউক। রেলওয়ে হওয়াতে এই উপায় সহজ হইয়া উঠিয়াছে। সভাগণ সমাজের অবস্থা ও উন্নতির প্রস্তাব ও তৎসম্পাদন চেষ্টা করুন। তাহা হইলে যথার্থ কাজ হইবে। বাঙ্গালা, তিনটি রাজধানীর সভা সকল পরিচালনা ও অযোধ্যার তালুকদারেরা একবাক্য হইয়া বিবাহে অতিরিক্ত ব্যয় ও শিশু কন্যা হত্যা নিবারণ করিয়াছেন। একবার এই দেশ। কলিকাতা, উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, পঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের প্রধান প্রধান লোকেরা সভা করিয়া এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও তর্ক করুন। ইংলণ্ডীয় "সামাজিক বিজ্ঞান সভা" অনেক কাজ করিতেছেন, এদেশেও সে প্রকার না হইবে কেন? কেবলেও লর্ড সাহেব মধ্যে এই চেষ্টা পান, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। আমরা আপনারা চেষ্টা না পাইলে অভীষ্ট লাভ সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের কাজ আমাদিগেরই করা কর্ত্তব্য।

—:o:—

ভারতবর্ষীয় বিদ্যার্থীদের প্রতি ঔদাসীন্য নিবেদন।

দিন দিন কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্যের যত বৃদ্ধি হইতেছে, দেশজাত দ্রব্য জাত তত বিদেশে নীত হইতেছে, এবং তন্নিবন্ধন সামগ্রী ও শ্রমের মহার্ঘতা বৃদ্ধি হইতেছে, ততই কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী লোকের অবস্থার উন্নতি হইতেছে। কেবল যে শ্রম ও দ্রব্যসাম গ্রীর মহার্ঘতা এই উন্নতির কারণ এরূপ নয়, আর একটী বিশেষ কারণ আছে।

সে এই—ব্রিটিশ সভ্যতার তাপ লাগিয়া অনেকেই উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকেরই নূতন নূতন বিষয়ে ইচ্ছা সঞ্চারিত হইয়াছে, সুতরাং নূতন নূতন অভাবও উৎপন্ন হইয়াছে, কাজে কাজেই তৎপূরণার্থ চেষ্টা যত্ন ও শ্রমের বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয় এই, কতকগুলি এরূপ অনুষ্ণপ্রকৃতি লোক আছে, ব্রিটিশ সভ্যতাও তাহাদিগকে উষ্ণ করিতে না পারিয়া প্রত্যুত তাহাদিগের স্পর্শে শীতল হইয়া গিয়াছে। এই কারণে তাহারা নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। আমরা সচরাচর এরূপ কতকগুলি লোক দেখিতে পাই, তাহাদিগের রীতিমত ঘর দ্বার নাই, অঙ্গ আবৃত করিয়া বস্ত্র পরিধান করিল এরূপও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। পান ভোজন ও শয়নাদি ব্যবস্থা যে নিতান্ত নিকৃষ্ট এ কথা বলা বাহুল্য। ইহারা এরূপ অবস্থায় থাকিয়া ক্লেশ পায়, আর মরে। ইহাদিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সুখসম্ভোগে নির্ব্বৃত থাকি এটী উচিত হইতেছে কি না? যাঁহারা স্বসুখপরায়ণ, তাঁহারা আমাদিগের বাক্যের তাৎপর্য্য বোধে বিমুখ হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পরদুঃখকাতর হিতৈষী ব্যক্তিরা কখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারিবেন না। আমরা যে বিষয়ে যেরূপ প্রস্তাব করিতেছি, তাঁহারা যদি তদনুযায়ী হইয়া তাহাদিগের উৎসাহ শক্তির সন্ধুক্ষণ, নূতন নূতন বিষয়ে ইচ্ছার উদ্দীপন, এবং সেই সেই মনোরথ পূরণের উপায় সংঘটন করিয়া দেন, তাহাদিগের দীনতা ও হীনতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না।

প্রস্তাব এই, স্থানে স্থানে এক একটী সভা করা আবশ্যক। সভ্যগণকে মাসিক নিয়মে হউক, আর এককালে হউক,

কিছু কিছু দান করিয়া আবশ্যক মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই মূলধনের সাহায্য লইয়া তাহাদিগকে নিম্ন লিখিত রূপে কাজে খাটাইতে হইবে। যাহাদিগের কৃষিকার্য্যোপযোগী ভূমি নাই, পরিশ্রমবল ও পরিজন সংখ্যা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে মৌরসরূপে হউক বা ঠিকারূপে হউক কৃষিকার্য্যার্থ কিছু কিছু ভূমি সংগ্রহ ও সেই ভূমির কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহার্থ হাল গরু ও বীজধানের সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। যে সময় তাহাদিগের চাসের কাজ না থাকিবে সেইকালে তাহা সকলে তাহাদিগের অধ্যাবসায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ে প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। যখন তাহাদিগের কোন কর্ম্ম না থাকিবে, তখন তাহাদিগকে তাহাদিগের আপন আপন বাটী ও গৃহ নির্ম্মাণার্থ বিনিয়োজিত করিতে হইবে। পরস্পরের শ্রমবিনিময় দ্বারা যদি একাদিক্রমে পরস্পরের গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া লইবার চেষ্টা করা হয়, সমধিক উপকার দর্শিতে পারে। সভা এইরূপে সাহায্য ও উৎসাহ দান করিয়া কার্য্য করাইয়া লইলে তাহাদিগের শ্রম দ্বারা যে উপস্বত্ব লাভ হইবে, তাহার দুই অংশ অথবা যাহাতে তাহাদিগের পরিবারের ভরণপোষণ চলে এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট [illegible] গ্রহণ করিবেন এবং সেই উপায়ে [illegible] মূলধন পুষ্ট করিয়া লইবেন। [illegible] এই সভা প্রতিষ্ঠা [illegible] হওয়া উচিত। প্রজারা [illegible] তাঁহাদিগের আজ্ঞাবশবর্ত্তী [illegible] আছে তাঁহারা অল্প [illegible] সাধন করিয়া লইতে পারিবেন। প্রজারা যদি এইরূপে উপকৃত হয়, তাহারা আপনা হইতেই কৃতজ্ঞ ও বাধ্য হইয়া [illegible] হইবে সন্দেহ নাই। তখন যদি জমীদারেরা মনে করেন, সেই সেই অনুরক্ত প্রজা দ্বারা আপনাদিগের অধিকৃত ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিয়া লইতে পারিবেন। অপর, যাহাতে প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয় যদি তাঁহাদিগের এরূপ আন্তরিক চেষ্টা থাকে, তাঁহারা অনায়াসে তাহাদিগের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষাদানের উপায় বিধান করিয়া তাহাদিগের দরিদ্রাদি দোষ সংশোধনে সমর্থ হইবেন।

——:০:——

নব দল সম্বন্ধে।

গল্প আছে, কাক ময়ূরের পক্ষ লইয়া ময়ূর সাজিয়াছিল, শেষে সে কাক ও ময়ূর উভয় দল হইতেই তাড়িত হয়। আমরা একণে সেই ময়ূর সজ্জা পর্য্যক্ষ করিতেছি। নব্যদলের কতকগুলি অসার লোক ইংরাজী পড়িলাম সাহেব হইলাম মনে করিয়া সুরা ও দ্যাদের দ্রব্য ভোজ্যে অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাতে এই ফল লাভ হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দু ও ইংরাজ উভয় দলেরই অশ্রদ্ধা হইয়াছেন। তাঁহারা হিন্দুদিগের নিষিদ্ধ অভক্ষ্য ভক্ষণ ও অপেয় পান করেন বলিয়া হিন্দুরা ঘৃণা করেন। আর সাহেবেরা অসার ও অপদার্থ ভাবিয়া অশ্রদ্ধা করেন। উক্ত দলের এরূপ অপদস্থ হইয়া থাকা বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। ইংরাজেরা যে বড় লোক হইয়াছেন সে পানভোজনের গুণে নয়, তাঁহাদিগের বিশেষ গুণ ও বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাহাদিগের অনুকরণ প্রবৃত্ত হইয়া [illegible] ভোজনে রত হইলে নব্যদলের তত্তৎ গুণ অর্জ্জনে যত্নবান হওয়াই উচিত। [illegible] বলিবেন, আমাদিগের সমাজ এরূপ [illegible] যে তত্তৎগুণ অর্জ্জন চেষ্টা করিয়া কৃত কার্য্য হওয়া যায়। প্রতি পদক্ষেপে নানা প্রকার প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয়। নব্যদলের কর্ত্তব্য, সমাজ [illegible] সংশোধন করি। সেই সেই বিঘ্ন [illegible] ক্রম করিবার চেষ্টা পান। সমাজ সং[illegible] স্কৃত হইয়া যদি পরিশুদ্ধ হইয়া [illegible] ইংরাজেরা যে যে গুণের নিমিত্ত উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই সেই [illegible] ন্বিত বহুসংখ্য লোক এই হিন্দুস[illegible] হইতে প্রাদুর্ভূত হইবে সন্দেহ [illegible] একতা অধ্যবসায় ও সংক্রিয়া[illegible] থাকিলে না হয় এমন কর্ম্ম নাই। [illegible] গুণান্বিত লোক হিন্দুসমাজ মধ্যে [illegible] বটেন কিন্তু মধ্যে মধ্যে যে [illegible] এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাওয়া [illegible] তাঁহাদিগের তত্তদ্গুণ প্রভাবে হি[illegible] মাজের বহুতর উৎকর্ষ সাধিত হই[illegible] ও হইতেছে। যদি এরূপ হইল, [illegible] সংখ্য ব্যক্তির যত্ন হইলে যে হিন্দুস[illegible] দোষ সংশোধিত হইবে না, ইহা [illegible] বাক্য মাত্র। কালও অলক্ষিতভাবে [illegible] রূপ সহায়তা করিবে। কাল প্রভাবে [illegible] বৎসরই বহুল পরিবর্ত্ত নয়নগোচর [illegible] তেছে। উপসংহারকালে নব্যসম্প্রদা[illegible] প্রতি বক্তব্য এই, তাঁহারা শ্রীজনে[illegible] পানভোজনাদিতে মত্ত না হইয়া পু[illegible] চিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

——

নূতন পুস্তক।

এ সপ্তাহে নিম্নলিখিত পুস্তক [illegible] আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। মানসাঙ্ক, তৃতীয়ভাগ। [illegible] নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক [illegible] বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [illegible] রচনা করিয়াছেন। ইহাতে গুণন [illegible] শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে এবং [illegible] মহাশয়ের পাঠশালা নামক [illegible] যে রীতি আছে, তাহার কিঞ্চিৎ [illegible] করা হইয়াছে। যথা—" চারিকে [illegible] গুণ করিলে ৪ তিনে বার " ই[illegible] এ রীতিতে পাঠ করিতে গেলে [illegible]

...ক সময় ব্যয় হইবে, অতএব এ রীতি ...হত হয় কি না, সন্দেহ স্থল। গ্রন্থ ... বালকদিগের পাঠোপযোগী সরল ...য় লিখিত হইয়াছে।

২। নীতিপাঠ। শ্রীযুক্ত বাবু যাদব-...বসু ইহার প্রণয়নকর্ত্তা। ইহাতে ...স্তোত্র, বিদ্যাশিক্ষা, পিতামাতার ...ত ব্যবহার, শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের ...র, সময়, মানব মনের প্রতি উপ..., শিক্ষক ও ছাত্রের কথোপকথন ...কটি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ...নি পদ্যময়। অনেক স্থলেই গ্রন্থকা... কবিত্ব শক্তি ব্যাহত দৃষ্ট হইল।

৩। ষট্ কাল সন্দর্ভ। ঢাকার শ্রীযুক্ত ...কৈলাসচন্দ্র দে ইহার প্রণয়ন করি-...। ইহাতে গ্রীষ্ম বর্ষাদি ছয়টী ঋতু ... হইয়াছে। গ্রন্থে যেরূপ অনেক-...গুণ লক্ষিত হইল, নামটী তদনুরূপ ...ই। ইহাতে নূতনবিধ ভাব সকল ...শিত হইয়াছে। পাঠকগণের ...র্থ বর্ষা বর্ণনের কিয়দংশ উদ্ধৃত ... দেওয়া গেল।

বর্ষা।

[illegible] দাখিতে [illegible]
ধুম কায়, [illegible],
[illegible] আসি,
[illegible]।
[illegible] মেঘ দল,
[illegible],
[illegible] কাদম্বিনী [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

ন বহে পবন সদা ঢাকা ?
যায় না বুঝা অমা কি রাকা,
দেখা নাই কোথা শশী সবারে সলিল রাশি
পড়ে [illegible] ঘাসেতে থাকা।
[illegible] তাপিতা ধরা এবে
সুশীতল বর্ষণ প্রভাবে।
চাতক [illegible] কিঞ্চিৎ [illegible] তরে,
[illegible] ডাকে না দীনস্বরে।
[illegible] বহু নব ঘন,
[illegible] অন্তরে ঘন ঘন
[illegible] বিস্তারি বিচিত্র পুচ্ছ
[illegible] আহ্লাদে শিখিগণ।
মেঘ [illegible] প্রভঞ্জন,
[illegible]
[illegible] ঘোর ঘন দেখে,
[illegible], ভয়ে প্রকম্পান।
[illegible]
[illegible] ইন্দ্রধনু ভাতি,
প্রিয়তমা [illegible] অবনি ধরে,
[illegible] অতি।

৪। কবিতা কলাপ। এখানি শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানারায়ণ চৌধুরী প্রণীত। এখানির রচনাও মন্দ হয় নাই। কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত হইল।

শারদীয় পৌর্ণমাসী।

সুনীল আকাশে উদি পূর্ণ শশধর,
মরি কি মোহন রূপে মোহিল অন্তর।
শীতল কিরণে পূর্ণ করি ধরাতল,
সুবর্ণ বরণে যেন হইল উজ্জ্বল।
সুখেতে বসে সব নিমীলি নয়ন,
শাখীর শাখায় গিয়ে করিল শয়ন।
বৃক্ষের কোটর হতে পেচকাদি সব,
[illegible] চারি দিকে করি কোলাহল।
আনন্দে [illegible] তারা হরষিত হয়ে,
চরিতেছে, করিতেছে রব রয়ে রয়ে।
ক্ষুদ্রতর বিলবাসী কীট অগণিত,
করিছে মধুর রব সুতান মিলিত।
নিশা চর পশু যত প্রবেশি প্রান্তরে,
খুঁজে খাদ্য, ডাকিতেছে প্রহরে প্রহরে।
[illegible] সমস্ত [illegible],
বিরাজিছে যেন [illegible] নিরূপণ।
[illegible] সমুজ্জ্বল শশধর কর
হইয়াছে শোভা অতি পরম সুন্দর।
থেকে থেকে মন্দ ভাবে আসি সমীরণ,
যখন [illegible] দেহ করে আন্দোলন।
তখন তাহার সেই [illegible] লীলায়,
শশাঙ্কের প্রতিবিম্ব শতধা দেখায়।
বাতাহতে হীন হয় সলিল যখন,
দেখা যায় তার তলে দুস্তর গগন।
পূর্ণকলা নিশানাথ [illegible] জলে,
উজ্জ্বলিত [illegible] বায়ু কোলে দোলে।
মন সাধে [illegible] চাঁদে নিরখি তখন,
অমিত আনন্দে মগ্ন হয় মীনগণ।
মাঝে মাঝে সুবিরল তারকা সকল,
সুনীল গগনতল করিছে উজ্জ্বল।
তাহার যে প্রতিরূপ প্রবেশি জীবনে,
থেকে থেকে [illegible] কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে।
উপরে চকোর চলে [illegible]-সুধা তরে,
করে তারা প্রতিরূপ আশা মন হরে।
নিশা [illegible] চয়,
কোথা বা রয়েছে [illegible] হৃদয়।
বেলি [illegible] জাতি,
হইয়াছে বিকশিত কত নানা ভাতি।
নীল লাল, ধবল [illegible] বর্ণ আর,
[illegible]।
[illegible],
[illegible]।
[illegible]
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]।
[illegible]
[illegible]।
[illegible],
[illegible]।
যাবে পাপ, মনস্তাপ থাকিবে না আর
অবিলম্বে হবে দূর অজ্ঞান আঁধার।

—••—

কাশীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। কাশী পরিশূন্য হইয়াছে। আমাদিগের কমিসনর বাহাদুর, বিজয়নগরম্ মহারাজ, [illegible] রাজপুত্র, রাজা দেবনারায়ণ সিংহ ও অন্যান্য মহোদয়েরা মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক আগরায় যাত্রা করিয়াছেন। এবার দরবারের বড় ধুমধাম। রেলওয়ে কোম্পানি, সওদাগর ও অন্যান্য দোকানদারদের এবার পাথরে পাঁচ কীল। শুনিতেছি আগরায় এখন পয়সাতে তিন ছিলম তামাক ও তিন থালা টীকা বিক্রয় হইতেছে। [illegible] অন্যান্য বস্তুর মূল্যও এই প্রকার। কি সর্ব্বনাশ! দরবারের এই একটী মহৎ ফল বটে! দুঃখী হতভাগাদিগের আর রক্ষা নাই। মহাশয়! [illegible] ও বালকদিগের [illegible] হইতেছে।

২। আমাদিগের হিতৈষী কমিসনর সাহেব দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ ৫০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। দয়াশীল সাহেব নিজ হস্তে পত্র লিখিয়া ও [illegible] দ্বারা অতি [illegible] এখানকার কথা মহাজন মহাশয়দিগের নিকটে চাঁদা আদায় করেন। সেক্সপিয়র সাহেবকে এই সৎকার্য্যের নিমিত্ত আমাদিগের শত শত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

৩। ৩১ এ অক্টোবর ও ১ লা নবেম্বর [illegible]দিগের সাংবৎসরিক শিক্ষাসংক্রান্ত সভার কার্য্য

সমাধা হইয়া গিয়াছে। এই সভাতে বঙ্গ দেশের ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেকগুলি মিসনরি উপস্থিত ছিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু লোকনাথ মৈত্র এখানে সম্প্রতি হোমিওপেথিক মতে চিকিৎসা করিয়া অনেক লোককে আরোগ্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইহাঁর স্বভাব অতি উত্তম। রোগি বন্দ লোকদিগের সহিত ইনি অমায়িক ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। রোগিদিগের প্রতি ইহাঁর কিরূপ অনুগ্রহ নিম্ন লিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার পরিচয় হইবে। একটী দুঃখিনী স্ত্রী প্রসবের পর জ্বর ও বিকারগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিল। স্ত্রীটির এখানে আত্মীয় কেহই ছিল না এবং একটী পয়সা ব্যয় করে এমত ক্ষমতাও ছিল না। মৈত্র মহাশয় ইহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হন এবং যৎপরোনাস্তি কষ্ট স্বীকার করিয়া উত্তম ঔষধ ব্যবস্থা ও দুই বেলা চিকিৎসা করিয়া স্ত্রীলোকটীকে আরোগী করিয়াছেন।

৫। এখানে অনেক দিবস অবধি বৃষ্টি হয় নাই। শুনিতেছি ইহাতে এই সময়ের শস্যের কিছু ক্ষতি হইতেছে।

৬। কালীপূজা উপলক্ষে এখানে কয়েক দিবস জুয়াখেলার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল প্রতি বৎসর যে প্রকার হইয়া থাকে, সে সময়ে চুরি ডাকাইতী প্রভৃতিরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইবে।

৭। প্রেতত্ত্বের উন্নতি সাধনার্থ এখানে একটী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে।

জাহানাবাদস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গত ১৬ ই কার্ত্তিক ক্ষীরপাই অন্নসত্রে কমবেশ ৮০০ আট শত ক্ষুধার্ত্ত আহার করিতে যাইতেছে, এমন সময়ে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় স্বয়ং ১১০ এক শত দশ জন ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গালীকে তুলিয়া দিলেন। ইহার মধ্যে অনুমান ৪০ টী ৭।৮ সাত আট বৎসর বয়ঃক্রমের বালক, কতকগুলি বৃদ্ধ আর কতকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তৎকালে ক্ষীরপাই নিবাসী ও অন্যান্য গ্রামনিবাসী কয়েক জন ভদ্র লোক ডেপুটী বাবুকে এতৎ বিনয় বাক্যে বলিলেন, মহাশয়! কালিকার মত ইহাদিগকে কিছু কিছু আহার দিয়া বিদায় করিলে ভাল হয় আহার না দিয়া অনাহারে বিদায় দিলে দুর্ব্বলগণের পক্ষে বিলক্ষণ কষ্টকর হইবে। ডেপুটী বাবু তাঁহাদিগকে বলিলেন, এখানে কর্ম্ম করিলেই আহার পাইবে, বালকগণকে প্রত্যেক প্রত্যেককে তিন জোড়া করিয়া ঘোটিং কুড়াইয়া আনিতে হইবে। ইহা না করিলে এখানে খাইতে দেওয়া হইবে না. ইহা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন মহাশয়! আপনি দেড় পয়সায় দেড় ঝুড়ি ও ৶০ নয় পয়সায় ঘোটিং চান, এখানে ১ ঝোড়া ঘোটিংয়ের মূল্য নয় পয়সা. ৩ জোড়া ঘোটিং কুড়াইয়া আনিবার ক্ষমতা থাকিলে ইহারা অন্নসত্রে পড়িয়া থাকিয়া এক সন্ধ্যা খাইবে কেন? বালকগণকে আহার না দিয়া পশ্চিম দিকওয়ারে শিশুগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে চলিয়া গেল। বালকগণের রক্ষক [illegible] ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট [illegible] দয়ার উদ্রেক হইল না। ১৭ ই কার্ত্তিক ক্ষীরপাই অন্নসত্রের সম্পাদক মহাশয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুকে বলিলেন, মহাশয় এখানে আমি নিযুক্ত কর্ম্মচারী করিতেছি। অদ্য আপনি উপস্থিত আছেন, এই কারণে আজি আমি উপস্থিত না থাকিলেও চলিবে আপনি স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করুন। সম্পাদকের কর্ম্মচারিরা কমবেশ ৯০০ নয় শত লোকের আহার প্রস্তুত করিয়া সমস্ত দিন দিয়া দিতে লাগিল. এদিকে ডেপুটী বাবু লোক বাছাই করিয়া টিকিটবিলি উপলক্ষ করিয়া মহাগোল করিয়া রাত্রি ১০ দশ ঘণ্টার সময় ৩৮৫ তিন শত পঁচাশী কর্ম্মক্ষম লোককে টিকিট দিয়া অবশিষ্ট ৫।৭ পাঁচ সাত শত ক্ষুধার্ত্তকে অকর্ম্মণ্য জানিয়া আহার না দিয়া সেই অন্ধকার রাত্রিতেই অন্নসত্র হইতে তাড়াইয়া দিতে হুকুম দিলেন। ক্ষুধার্ত্ত নিরুপায় ৫।৭ পাঁচ সাত শত লোক চীৎকারশব্দ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, তথাপি বাবুর কিছুমাত্র দয়া হইল না। কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটকে বলিলেন, মহাশয়! কমবেশ হাজার লোকের আহার প্রস্তুত হইয়াছে। ৩৮৫ তিন শত পঁচাশী জন লোক এত খাইতে পারিবে না। আজিকার মত খাইয়া গেলে ভাল দেখায়। তাহা শুনিয়া বাবু বলিলেন থাকি না হয় ফেলে দাও। ✱ সম্পাদক এক দিন [illegible]

✱ ঐ রাত্রিতে তাড়িত ক্ষুধার্ত্তের মধ্যে প্রায় এক শত লোক রাত্রি দুই প্রহরের সময় বীরসিংহের বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নসত্রে উপস্থিত হইয়া কিছু কিছু আহার পাইয়া প্রাণরক্ষা করে। পর দিন প্রাতে ক্ষীরপাই গ্রামের পূর্ব্ব মাঠে বাম দেড়ে কয়েকটী দুর্ব্বল বালক ও বালিকা পড়িয়াছিল, শুনিয়া বীরসিংহার অন্নসত্রের রক্ষকগণ তুলিয়া আনিয়া রাখিয়াছে বোধ হয় ইহার মধ্যে অনেকেই শীঘ্র পঞ্চত্ব পাইবে।

উপস্থিত না থাকাতে ডেপুটী বাবুর বন্দোবস্তে কাঙ্গালীরা রাত্রিতে আহার পাইল, তাহাও [illegible] লের হইল না।

ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। গত ১ লা নবেম্বর অবধি তিন দিবস এখানে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ফল পশ্চাতে জানাইব।

২। ঢাকার বর্ত্তমান ডাক্তার বিটসন্ সাহেব লণ্ডনে গমন করিয়াছেন। তাঁহার পদে শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন. বিটসন্ সাহেবের [illegible] পরামর্শে অনেক স্কুলের [illegible] সন্তুষ্ট হইবে।

৩। আগামী ২৭ এ নবেম্বর অবধি পূর্ব্ব বিভাগের বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণের বাঙ্গলা ক্ষমতা পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এছাড়া [illegible] সা ইত্যাদি কয়েক বিষয় ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে এখানকার এম, এ, বাবু, বি এ বাবুগণ পরীক্ষক হইয়াছেন।

৪। সম্প্রতি এখানে ও এতন্নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে ধান চাউল সস্তা হইয়া গিয়াছে ১২। [illegible] সের চাউল টাকায় বিক্রীত হইতেছে। এবার [illegible] দেশে অত্যন্ত আউস ধান্য জন্মিয়াছে।

৫। আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, ঢাকার নিকটবর্ত্তী তেঘরিয়া গ্রামে কতিপয় ধর্ম্মানুরাগীর প্রযত্নে একটী ব্রহ্ম সভা স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি রবিবার ঐ সভার অধিবেশন হইয়া তাহাতে ঈশ্বরের উপাসনাদি হইয়া থাকে।

৬। বিক্রমপুরের স্কুল ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন [illegible] অবধি মীর কাদিম পর্য্যন্ত খালের সংস্কার করাইতে যত্নবান হইয়াছেন এবং খাল খননের আবশ্যকতা বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া ঐ খালের তীরবর্ত্তী গ্রাম সকলের প্রধান প্রধান লোকদিগকে উহা এক একখান উপহার দিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিকট তজ্জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এতদ্বারা বেঙ্কুণ্ঠ বাবু সৎপ্রবৃত্তি ও হিতৈষিতা গুণ প্রকাশ পাইতেছে।

৭। আমরা তাঁহার (বৈকুণ্ঠ বাবুর) আর এক সদনুষ্ঠানের কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তিনি নাকি বিক্রমপুরের পূর্ব্বাঞ্চলে (গোয়ালমহল যোগিনী গ্রামে) একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত হস্পিটাল সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন এতৎকার্য্য সম্পাদন করিলে বৈকুণ্ঠ বাবু সাধারণের অশেষ ধন্যবাদার্হ হইবেন।

৮। আমরা শুনিয়া [illegible] হইয়াছি যে ঢাকা নগরের লালবাগ নামক স্থানে নদীয়া কিশোর বসুর বাটীতে ও বাঙ্গালা [illegible]কার রামমোহন বাবুর বাটীতে দুটী ব্রাহ্ম সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথায় [illegible] আরাধনা হইয়া থাকে।

৯। আমি অবগত [illegible] এক প্রধান স্কুলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে শিক্ষকেরা অপরাধী ছাত্রগণের মস্তকে আঘাত করিয়া থাকেন। এতদ্বারা যে কত দূর অনিষ্ট হয় তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। বিবেচনা করা উচিত যে মস্তকে আঘাত করিলে বুদ্ধির [illegible] লাগিয়া থাকে। সুতরাং বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মিতে পারে না।

প্রেততত্ত্ব। ২৫ সংখ্যা।

(গত প্রকাশিতের পর)

ব্যাধির লক্ষণ ও ঔষধের ব্যবস্থা।

ডেবিস মহোদয় স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে বহু প্রকার রোগের লক্ষণ ও তৎপ্রতীকারের উপায় বিস্তারিতরূপে লিখিয়াছেন, তাহা অতি বাহুল্য প্রযুক্ত এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল না। যিনি উক্ত বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে বাঞ্ছা করেন, তিনি ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ফলতঃ ডেবিসের মতে আহার, নিদ্রা, পরিচ্ছদ, ব্যায়াম, জল, বায়ু, আলোক তাপ ও ম্যাগনেটিজম অর্থাৎ লৌহাকর্ষণী শক্তি এই কয়েকটী বিষয়ের যথোচিত ব্যবহার করা স্বাস্থ্য রক্ষার প্রকৃত উপায়। যে স্থানে ঐ সকল উপায় যথারূপে অবলম্বিত হয় তথাকার লোকেরা [illegible], সুখী ও [illegible] হইয়া থাকে।

ডেবিস শারীরিক সাধারণ চিকিৎসা নির্ব্বাহার্থ যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহাই তাঁহার চিকিৎসা প্রণালীর উদাহরণ স্বরূপ এস্থলে প্রকটিত হইল।

যে ব্যক্তি সাধারণ দৌর্ব্বল্যগ্রস্ত তাঁহার উচিত যে তিনি প্রাতঃকালে প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সমস্ত উপাঙ্গে বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক একটী কমলালেবু * খাইতে খাইতে ভ্রমণার্থ নির্গত হইবেন এবং [illegible] প্রত্যাগমন করিয়া অতিরিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্দ্ধঘণ্টা নিদ্রা যাইবেন। পরে শীতল জলে সমস্ত শরীর ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। সায়ংকালের আহারের পূর্ব্বেও সেই প্রকার অর্দ্ধ ঘণ্টা নিদ্রা গেলে ভাল হয় এবং নিদ্রা যাইবার কালে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে নিশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। প্রাতঃকালে প্রথম ভোজনের পূর্ব্বে কোন প্রকার মানসিক পরিশ্রম করা বিধেয় নহে, যেহেতু তৎকালে কোন সংবাদ পত্র বা পুস্তক পাঠ অথবা অন্য প্রকার মানসিক ক্লেশ করিলে শারীরিক যন্ত্র স্নায়ু, অন্ত্র ও রক্তের দৌর্ব্বল্য আরও বৃদ্ধি হইবে।

আমাদের পক্ষে বক্তব্য, এই যে ভোজনকালে তরকারির সহিত মশলাদি ভক্ষণ করা দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে ভাল নহে যেহেতু উহাতে আমাশয় মধ্যে রাসায়নিক কার্য্য দ্বারা অনেক প্রকার অপকারক বাষ্প উৎপন্ন হয় যাহা দ্বারা অল্প কালের মধ্যে অজীর্ণ প্রভৃতি উদরের পীড়া জন্মিতে পারে; অন্ন অথবা রুটীর সহিত দুইটী মাত্র উদ্ভিজ্জ দ্রব্য একত্রে আহার করা কর্ত্তব্য এবং কোন প্রকার মাংস অথবা পিষ্টক বা মিষ্টান্ন ভোজন করা অনুচিত।

যে সকল ব্যক্তির রীতিমত অত্যন্ত পরিশ্রম দ্বারা শরীরকে বিকৃত ও দুর্ব্বল করিয়াছে তাহাদের শারীরিক যন্ত্র সকলকে সমতা প্রাপ্ত করাইবার উপায় বিশেষরূপে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। যে দ্রব্য আহার করিবে তাহার স্বাদ ও গন্ধ পুলকিত ও কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ উহার গন্ধ, গুণ ও মধুরতা অন্তঃকরণে ভাবিবে। যে ভক্ষ্য বা পানীয় দ্রব্যের গন্ধ সুখকর বোধ না হয় তাহা ভক্ষণ বা পান করিবে না। যাবৎ ভোজন করিবে তাবৎ অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা করা উচিত নহে, যেহেতু তদ্দ্বারা স্বাস্থ্যের হানি হয়। তখন কেবল আহারের বিষয় লইয়াই আমোদপ্রমোদ অথবা কোন হর্ষজনক কথোপকথন করা কর্ত্তব্য। প্রফুল্লচিত্ত, সংস্বভাব ও কৃতজ্ঞ হৃদয় অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

দ্বিতীয়তঃ। প্রাতঃকালে চিন্তা, অধ্যয়ন, অভ্যাস ও ধ্যান করা ভাল কিন্তু অধিক চিন্তা করিলে স্বাস্থ্যের হানি হইবে। দিবা দুই প্রহরের পর কোন তর্ক বা বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিবে না ও অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার পর কোন কঠিন, গূঢ় বা আধ্যাত্মিক বিষয়ের চিন্তা হইতে বিরত থাকিবে এবং সায়ংকালিক আহারের পর বিস্ময় [illegible], [illegible], অথবা আত্মার গূঢ় বিষয়ক চালনা করিবে না।

তৃতীয়তঃ। আহার, পরিচ্ছদ ও ব্যায়াম বিষয়ক নিয়ম।

আহার। কোন প্রবল দ্রব্য আহার করিবার প্রয়োজন নাই। উদ্ভিজ্জ কিম্বা আমিষ অল্প পরিমাণে ভক্ষণীয়। ক্ষুধা না হইলে ভোজনের সুখ উপলব্ধি হয় না, অতএব যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা স্বাভাবিক ও বলবতী অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রাস উপাদেয় বোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত এক ঘণ্টা কি তদধিক কাল কোন প্রকার দ্রব্য আহার করিবে না এবং উত্তমরূপ ক্ষুধা হইলেও কেবল শিশুর ন্যায় অল্পে অল্পে আহার করিবে, ইহাতে যদিও পাকযন্ত্র "আরো দাও, আরো দাও" কহে, তথাচ খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পরিমিতরূপে আহার উদরস্থ করিবে।

পরিচ্ছদ। চক্ষের সুখজনক হয় এমত বস্ত্র পরিধান করিবে এবং শরীরের যে অংশ দুর্ব্বল তাহাতে সকল অঙ্গ অপেক্ষা অধিক বস্ত্র আচ্ছাদন করিবে।

ব্যায়াম। শরীরের অপূর্ণ ও ক্ষীণ অবয়ব সকলের বলোৎপাদন উদ্দেশে ব্যায়াম আবশ্যক, তন্নিমিত্ত প্রত্যেক ভবনে একটী ব্যায়াম স্থল অর্থাৎ আখড়া প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। পদব্রজে অনেক পথ ভ্রমণ করা ভাল নহে, তদপেক্ষা বৈকালে অন্ততঃ এক ঘণ্টা আরোহণ পূর্ব্বক বেড়ান উত্তম। ফলতঃ অশ্বারোহণে বেড়ান সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু এক প্রকার ব্যায়াম দ্বারা শরীরের বিশেষ উপকার দর্শে না, যেহেতু তদ্দ্বারা শারীরিক সমুদায় অঙ্গ সমানরূপে সঞ্চালন হয় না। আর ইহাও স্মর্ত্তব্য যে যাহাকে "বিশ্রাম" বলা যায় তাহাও নিতান্ত কর্ম্ম ত্যাগ নহে, প্রত্যুত কার্য্যের পরিবর্ত্তন স্বরূপ, অর্থাৎ সেই সকল পেশী ও বৃত্তি নিচয়কে প্রকারান্তরে সঞ্চালন করা মাত্র।

পরিশেষে এই উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে ধর্ম্মবিষয়ক কুসংস্কার ও ভ্রম সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমেশ্বরের অসীম প্রেম ও জ্ঞান যাহা এই পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিতে ও আপন শরীরেও দেদীপ্যমান তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রত্যহ আপন মনের ভাব ও চিন্তা এরূপ নিয়মে রাখিবে যাহাতে সুস্বাস্থ্য লাভজনিত নিত্য শান্তিসুখ আস্বাদন করিতে সক্ষম হওয়া যায়।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিবিধ সংবাদ।

২১ এ আশ্বিন সোমবার।

বোখারা হইতে এক জন দূত কাবুলে আসিয়াছেন। ইঁহার উদ্দেশ্য এই রুসিয়ার বিরুদ্ধে

---

* ডেবিস [illegible] যে [illegible]। কমলালেবু খাইলে এই উপকার দর্শে যে [illegible] আমাশয় পিত্তাশয় দুর্ব্বৃত্ত ও জঠরানলকে উদ্দীপিত করে।

আমীর, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও তুরকের সুলতানের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিবেন। ইউরোপে সুলতানের অধিক গৌরব নাই বটে কিন্তু মধ্য আসিয়ায় সকলে তাঁহার আজ্ঞা রুষিয়ার আজ্ঞা অপেক্ষা অধিক মান্য করে।

ইংলণ্ডের মজুরেরা গড়ে প্রতিপুরুষে ৮/১০ স্ত্রীলোকে ৩॥/ ও অল্প বয়স্কে ৫৸৶০ উপার্জন করে। ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডের মজুরেরা এই প্রকারে প্রতিবৎসর ৪,১৮ ৭০,০০,০০০ টাকা পাইয়া থাকে। শেষ সংখ্যাটী বড় বিশ্বাসযোগ্য নহে। কিন্তু সত্য হইলেও ইহার অর্দ্ধেক সুরাপানে যায় তাহা বলা যাইতে পারে।

উৎকলের দুর্ভিক্ষ লইয়া ইংলণ্ডে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। টাইমস স্পষ্টাক্ষরে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনবধানতার দোষ দিয়াছেন। স্পেক্টেটর ইহার অনুমোদন করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন ইংলণ্ডে এক জন লোক অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিলে সর্ব্বসাধারণে শোক ও ক্রোধ প্রকাশ করে কিন্তু বালেশ্বরে একটা ভাতে ৬০ জন করিয়া প্রাণত্যাগ করে তথাপি কেহই বিশেষ বিস্ময় ও শোক প্রকাশ করেন নাই। স্পেক্টেটর এখানকার ইংরাজদিগের এই বলিয়া দোষ দেন, তাঁহারা স্বাভাবিক বদান্যতা সহকারে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদিগের সাহায্য করিতেছেন বটে কিন্তু এতদ্দেশীয়দিগের মৃত্যুতে তাঁহাদিগের শোক হয় না। এটী সম্পূর্ণ সত্য। এতদ্দেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদিগের সমদুঃখ সুখতা নাই ইহাই কারণ।

জব্বলপুরে খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হওয়াতে তত্রত্য সেনাপতির নিকটে এক বিনামা আবেদন প্রেরিত হয়। আবেদনপত্রে লেখা আছে টেম্পল সাহেব সুখ্যাতি লইবার জন্যই ব্যস্ত, কিন্তু সিপাহীরা অন্ন পাইতেছে না। তাহারা রাজভক্ত এবং তাঁহার প্রতি ভক্তি করে, তাহা [illegible] কিন্তু অনাহারে কষ্ট পাইয়া [illegible] ১৮৫৭ অব্দের [illegible] কেহই [illegible] ব্রিগেডিয়ার এই পত্র পাইয়া [illegible] দিগুণ করাইয়া দেন।

বিশপ কলেজের [illegible] কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশপ [illegible] সাহিত্যশাস্ত্র বিভাগের [illegible]।

বালেশ্বরের জমীদারেরা [illegible] ধান্য ক্রোক করিতেছেন বলিয়া যে জনরব [illegible] তাহা অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কটকের কমিসনর টেলিগ্রাফ করিয়াছেন তথায় চাউল কিঞ্চিৎ সস্তা হইয়াছে অর্থাৎ /৮৶০ অর্থাৎ ১০॥০ সের বিক্রীত হইতেছে। পুরীতে অদ্যাপি ৩/০॥৶০ অবধি /৯।/০ [illegible] তথায় উপস্থিত লোকদিগের অনেক কষ্ট হইতেছে। বালেশ্বরের সহকারী কালেক্টর বলেন তথায় নূতন চাউল ৮॥০ অবধি ৯ সের বিক্রীত হইতেছে। চলেশ্বরে ১০ সের ও দাঁতনগরে ১০ সের [illegible] সম্বলপুর হইতে অনেক চাউল কটকে আসিতেছে।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে [illegible] কুলিসংক্রান্ত আইন পরিবর্ত্ত হইবে। বিশেষতঃ আসামে কুলিসংগ্রহ বন্ধ করিবার প্রস্তাব হইবে। এই আইন আসাম ও কাছাড়ের পক্ষে বর্ত্তিবে।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন ১৮৬৫ অব্দের ১৫ ই মে পর্য্যন্ত চট্টগ্রাম, কাছাড়, শ্রীহট্ট, দারজিলিং, কুমায়ন, কামরূপ, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ ও শিবসাগরে সর্ব্বশুদ্ধ ৪,১৬৪২৭ একার পতিত ভূমি ২৭,৮৬,০৬২ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৪,৬১ ০৫১ টাকা আদায় হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, ডাক্তর মাথ্ শীঘ্র দারজিলিঙে গমন করিয়া তথায় গোবীজে টীকা দিবার বন্দোবস্ত করিবেন। তাঁহার সীমাবন্ধের মধ্যে রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মালদহ, বগুড়া, রাজসাহী ও পাবনা থাকিবে।

পিয়নিয়র বলেন দরবার উপলক্ষে এত লোক আগরায় গমন করিতেছেন, যে গবর্ণমেণ্ট গোপনে বর্ত্তমান জেলার মাজিষ্ট্রেটদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যাহারা সম লোকে গমন করেন, তাঁহারা স চেষ্টা পাইবেন। আলাহাবাদ লোক শূন্য হইয়াছে। আগরায় ইহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য অগ্নিমূল্য হইয়াছে। সামান্য এক খানি গাড়ীর ভাড়া প্রতিদিন ২৫।৩০ টাকা হইয়াছে। মাংস দুগ্ধ, রুটী দুষ্প্রাপ্য। [illegible] রেলওয়েতে [illegible] হইতে দ্রব্য লইয়া যাইতেছেন।

টেলিগ্রাম আসিয়াছে মেক্সিকোর সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান [illegible] রাজ্য রক্ষা করিতে না পারিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী সম্রাট নেপোলিয়নের নিকটে সাহায্য চাহিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমেরিকার ভয়ে সম্রাট সাহায্য দানে সমর্থ হন নাই। সম্রাজ্ঞী উন্মত্ত হইয়াছেন। ম্যাক্সিমিলিয়ান পলায়ন করিতে গিয়া দেশ যুদ্ধ ও [illegible] সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিলেন।

১ লা মে অবধি ৯ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতার মিউনিসিপালিটী ১৭২৫ টি মৃতদেহ ও ২৯১৫ গলিতদেহ গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন মৃত্যুসংখ্যা এত হইয়াছে [illegible] মেথর ও নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে।

২১ এ অক্টোবর অবধি ২৮ এ অক্টোবর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে আরোহী দ্বারা ১,২৬ ৪৫০।১৫ টাকা, ও দ্রব্যের দ্বারা ২,৫৮[illegible] ৭৯০॥/০ অর্থাৎ সমশুদ্ধ ৩ ৮৪,৯২০॥/১৫ আয় হইয়াছে। প্রতি মাইলে ৩৪০/১৫ টাকা আদায় হইয়াছে দেখা যাইতেছে। এ পর্য্যন্ত এই রেলওয়ের ১৩২৯।১০ মাইল খোলা হইয়াছে। যখন এত লাভ হইতেছে তখন অদ্যাপিও [illegible] জন্য সরকারী খাজনা হইতে [illegible] দিগকে [illegible] ২৮০ টাকা দিতে হয় বলা যায় না, রেল[illegible] ভয়ানক চুরি হয়, ইহার নিবারণ করিলে [illegible] টাকা আদায় হইতে পারে।

সম্প্রতি এক ব্যক্তি খিদিরপুরের চারি [illegible] সঙ্গে বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা পায়। কিন্তু বেশ্যারা জানিতে পারিয়া তাহাকে পুলিসে দিয়াছে। আমাদিগের [illegible] হইতেছে চারিজন বেশ্যার কোন ষড়যন্ত্র থাকিতে [illegible]

[illegible] আক্ষেপ করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে যথাসময়ে ট্রেণ আইসে না। [illegible] কি নিরূপিত সময়ের ৮।১০ ঘণ্টার পর [illegible] আসিয়া থাকে। শীতকালে বাণিজ্যের অধিক বৃদ্ধি হওয়াতে ট্রেণের বিলম্ব হয়, এজন্য মাল গাড়ী ও আরোহী গাড়ী পৃথক করা আবশ্যক।

হিন্দুপেট্রিয়ট শ্রবণ করিয়াছেন, উৎকলের ভূমিতে জল সেচন করিবার উপায় বিধানার্থ গবর্ণমেণ্ট কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারকে কমিসনর [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন [illegible] সাহেব ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইহাকে গবর্ণমেণ্ট [illegible] বোর্ডের রিপোর্ট [illegible] করিতে [illegible] করিবেন।

উক্ত পত্র বলেন, কটক, পুরী, উৎকল [illegible] সমুদায় বন্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কেহ শস্য না কাটিলে বন্ধ [illegible] এক্ষণে পৌষের শেষ পর্য্যন্ত নূতন চাউল বিক্রী হইতে থাকিবে।

আমরা উক্ত পত্রে দেখিলাম, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর উৎকলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার [illegible] এক মিনিট লিখিয়াছেন। সর সিসিল বীডন প্রস্তাব করেন, যে সকল জমীদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যোগ্য হইয়াছে, তাহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে, অবশিষ্টের ৩০ বৎসরের বন্দোবস্ত হইবে। ইহার মধ্যে জমীদারেরা [illegible]

কারণ প্রদর্শন করিয়া আবেদন করবে ডিস্ত্রীক্ট বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন, কর্মচারিদিগকে শতকরা ৫০ টাকা মা নক না দেওয়া হইবে।

২৮ এ কার্ত্তিক শুক্রবার।

সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় সার ... ক বিজ্ঞান ... ভেস্তর ফ্রেমবল সর ... অর্থ ... ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের বিষয়ে এক পত্র পাঠ করিয়াছেন। এদেশের কৃষিকার্য্যের জন্য ... অত্যন্ত প্রয়োজন, কিন্তু যে সকল নদী আছে তাহাতে জলের অভাব নাই, বাঁধ বন্ধ ... জল ... করিয়া এই জল সেচন কাৰ্য্যে যথেষ্ট হয়। সর আর্থর কটন বলেন, ৮০ বৎসরাবধি ... এক স্থানে না এক স্থানে দুর্ভিক্ষ হয়। ... যে অংশে খাল হইতে জল সেচন করা হয় তথায় দুর্ভিক্ষ হয় না। গবর্ণমেণ্ট বলেন, খাল করিতে গেলে ... অনেক ক্ষতি হয়। সর আর্থর কটন ইহার ... যখন দুর্ভিক্ষ ঘটে তখন গবর্ণমেণ্ট ... টাকা দেন, দুর্ভিক্ষ না হইলে তাহার ... ব্যয় অপেক্ষা পূর্ব্বে অর্দ্ধ কোটি টাকা ব্যয় করিলে ভাল হয়। সর আর্থর কটন এক জন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়র, মাদ্রাজের খাল খনন প্রণালী তাঁহার কৃত। তিনি যে কথা কহিতেছেন, তাহা গ্রাহ্য করিলে বিশিষ্ট উপকার হইবার সম্ভাবনা।

সম্প্রতি ফতে ইস্লাম নামক সিঙ্গাপুরের এক খানি দেশীয় জাহাজ দর্পণ, ধূম, তামাক প্রভৃতি লইয়া নিকোবর দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যায়। ঐ স্থানের বন্যেরা জাহাজে আসিয়া অধ্যক্ষ ও নাবিকদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করিয়াছে। তিন জন নাবিক জাহাজের তলায় পলাইয়া রক্ষা পায়। সকলের পর তাহারা উপরে উঠিয়া দেখে কেবল শোণিত ও কয়েকটী বস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে। অধ্যক্ষকাদি ও মৃত নাবিকদিগের আর কোন চিহ্ন নাই। নাবিকেরা তৎক্ষণাৎ নোঙ্গর কাটিয়া দিয়া জাহাজ লইয়া পলায়ন করিয়াছে। ২৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রহস্যর রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, এজন্য ইউরোপের যাবতীয় লোকে উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, ... ইউরোপের শান্তি অনেকাংশে সম্রাটের উপর নির্ভর করিতেছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় ... পত্রে লিখিত হইয়াছে সম্রাটের রোগ সাংঘাতিক নহে, অবসর ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন আবশ্যক ... সম্রাট একণে বায়ারিটে আছেন। ... পরিশ্রম করিতে ... যে ... দুর্গ ... পত্র তাঁহাকে ... বিদেশে প্রেরণ করিতে পারেন না।

গবর্ণর জেনরেল যে সকল সর্দ্দারকে দরবারে আহ্বান করিয়াছেন তাহার মধ্যে কয়েক জন নানা কারণে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়াছেন। আফিগানের বাদশাহ সম্মানার্থ কামান বন্ধ হওয়াতে তিনি আসিবেন না। ভোপালের নবাব সেকন্দর বেগম খাঁ সম্প্রতি আত্মীয় বিবাহে বহুতর টাকা ব্যয় করিয়াছেন, দরবারে আসা ব্যয়সাধ্য, তাহা করিতে হইলে তিনি উৎসন্ন হই বেন। ... রাজার পিতাকে বাজহস্ত ... পদচ্যুত করা হয়, তিনি দরবারে আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ কামান হইবে না। এজন্য ... তিনি আসিবেন না। এই সকল দরবারে এতদ্দেশীয় রাজা ও সর্দ্দারগণের বিস্তর ব্যয় হয়। তাঁহারা আসিয়া কেবল শুনেন "আপনারা নিজ নিজ রাজ্য উত্তমরূপে শাসন করিবেন, রাজ্ঞীর প্রতি অনুরক্ত থাকিবেন তাহা হইলে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে রাজত্ব করিতে পাবেন। অন্যথা আমাদিগের ... খুব ... কথা অনেক বার এ কথা শুনিয়াছেন, ইহা পুরাতন হইয়াছে। আর দরবারে আসিয়া কেহ কেহ অপমানিত হইয়া যান। আমরা অবগত হইলাম এবারের দরবারে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা অধিক রাখা হইয়াছে, ... পাছে কোন দুশ্চেষ্টা করেন বলিয়া প্রত্যেক সৈনিককে ২০ টী অতিরিক্ত গুলিগোলা দেওয়া হইয়াছে। এ সকল আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? ইহাতে উভয় পক্ষে সৌহার্দ্দ বর্দ্ধন না হইয়া এক পক্ষের মনঃপীড়া অপর পক্ষের অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। উভয় পক্ষেরই বিস্তর টাকা অপব্যয় হয় মাত্র।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ফটগ্রাফর সিগুলি সাহেবকে বোম্বাইয়ের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের ফটগ্রাফ আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন।

২৯ এ কার্ত্তিক বুধবার।

বোম্বাই হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে, তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয় বণিক প্রেমচাঁদ রায়চাঁদকে এই নিয়মে পুনর্ব্বার ব্যবসায় করিবার অনুমতি দিয়াছেন যে এক বৎসরে তাঁহার যত আয় হইবে তিনি তাহার অর্দ্ধেক মহাজনদিগকে দিবেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের যে প্রকার বিষয় বুদ্ধি, তাহাতে তিনি যে এই ব্যবস্থায় পুনর্ব্বার মস্তকোত্তলন করিতে পারিবেন, এ কথা পূর্ব্বে বলা যাইতে পারে।

ব্যাঙ্গালোরে চাউল অগ্নিমূল্য হওয়াতে তত্রত্য আশ্রয় বাটী সকল প্রায় বন্ধ হইয়াছে। পুরী ও কটকে অদ্যাপিও উচ্চমূল্য রহিয়াছে।

মাদ্রাজ টাইমস বলেন জে, বি, নর্টন সাহেব মাদ্রাজ ত্যাগ করাতে পাচিয়াপা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ ৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি ঐ বিদ্যালয়ে রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিখ্যাত শিল্পী এফ, গ্রাণ্ট সাহেব চিত্র করিবেন। তিনি সাহেব এদেশীয় বিদ্যাশিক্ষার এক জন প্রধান উৎসাহদাতা।

সিভিল গেজেটে লিখিত হইয়াছে, সম্প্রতি লর্ড মেওর উপলক্ষে লাহোরের মিউনিসিপালিটি টাউনহলে যে আলোক দেন, তদর্শনার্থ কেবল ইউরোপীয় সমাজ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এদেশীয় যে সকল সর্দ্দার দরবারে আসিবার অনুমতি পাইয়াছেন তাঁহারাই কেবল উদ্যানে যাইতে পাইয়াছিলেন। এরূপ ভেদ করিবার কথাই আছে, তাহাতে আমরা বিস্ময়াপন্ন নহি, কিন্তু মিউনিসিপালিটি কি যুক্তিতে এদেশীয়দিগের টাকায় ইউরোপীয়দিগের মনোরঞ্জন করিলেন আর যাহাদিগের টাকা তাহারা দেখিতে পাইলেন না?

উক্ত পত্রের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন, মীর আবদুল রহমান খাঁ কান্দাহার জয় করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইতেছেন। তুর্কিস্থানের শাসনকর্তা ফয়েজ মহম্মদ খাঁকে শাসন করিবার জন্য একদল সৈন্য যাইতেছে, কান্দাহারের সর্দ্দারেরা অ কবুল খাঁকে আনাইয়াছেন তাহারা সিরায় আলির প্রতি অনুকূল নহেন।

টোমাস গেজেট বলেন মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার টেলগ্রাফ সম্পূর্ণ হইয়াছে পারস্যে সর্ব্বদা টেলিগ্রাফ ছিন্ন হয়।

ইংলিসমান বলেন, গাজিপুর ও শাহাবাদের বিস্তর ডাকাইত রেলওয়ের কর্মচারী হইয়া সর্ব্বদা আপনাদিগের দলে সংবাদ দিয়া লুট করায়। কর্তৃপক্ষ ইহা জানিতে পারিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রেলওয়েতেও এরূপ উপদ্রব আছে।

উক্ত পত্র অবগত করিয়াছেন, আগামী বর্ষের ১ লা জানুয়ারি অবধি কুচবেহারে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন প্রচলিত হইবে। ছয় মাসের পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া তথায় আদালত আইনও প্রচলিত করা হইবে। কুচবেহারের বিচার প্রণালীর অনেক সংশোধন হইয়াছে। এক জন এদেশীয় ও বক্তা উচ্চতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি, তাঁহার ও কমিসনর কর্ণেল হাউটনের চেষ্টায় এই উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। এতদ্দেশীয় রাজগণ এই সকল আইন আপন আপন রাজ্য মধ্যে প্রচলিত করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন ষ্টেটসেক্রেটারির অনুরোধে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক খান পুস্তক মুদ্রিত করিবেন। ইহার প্রথম অংশে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সির পতিত ভূমি বিক্রয়ের নিয়ম থাকিবে। দ্বিতীয় অংশে পতিত ভূমি জমা দিবার নিয়ম ও এবিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় আইন থাকিবে।

১ লা অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বিচারপতিগণ মকদ্দমার ব্যবস্থা যথেচ্ছ আজ্ঞা দিতে পারিবেন না। এক আজ্ঞা যে আদালতে হউক না কেন তাহার নিয়মিত অথবা খাস আপীল প্রধানতম বিচারালয়ে হইবে। বিচারপতিগণ মকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় যে পক্ষে প্রমাণ তাঁহাকে সেই ব্যয় দেওয়াইবেন আর যে ব্যবস্থা হইয়াছে যদি,পর্য্যাপ্ত মূল্যের ষ্টাম্প দেওয়া না হয় অথবা ভ্রম বশতঃ অযোগ্য আদালতে নালীশ হয় তাহা হইলে অধির মকদ্দমা একবারে অগ্রাহ্য না করিয়া বিচারপতি হয় অবশিষ্ট মূল্য লইয়া আবেদন সংশোধন করিবেন নতুবা আবেদন পত্র প্রত্যর্পণ করিয়া যোগ্য আদালতে যাইতে বলিবেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন গত পাঁচমাসে তত্রত্য পুলিসে ৩৫০৭ টি মকদ্দমায় ৬০৭৫ জন লোক বিচারার্থ অর্পণ করা হয়। ২৫, ৯৯১ টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছে। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ২৮ টি মকদ্দমা ও প্রতি মকদ্দমায় ৭ টাকা জরিমানা আদায় হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন এখন অবধি ১৪ বৎসরের নীচে কোন কয়েদিকে পোর্টব্লেয়ার বন্দরে প্রেরণ করা হইবে না। পোর্টব্লেয়ার বন্দর লোকপূর্ণ হইয়াছে। এবং অনেক কয়েদী তথায় বাস করিয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবের লোক সংখ্যা হইয়াছে। সমুদায় ১৪ ২০,৮৪৫ জন লোকের বসতি। গত এক বৎসরে ২,৫৩,৮০৮ লোকের অর্থাৎ শতকরা ২০৭১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পঞ্জাবে ওলাউঠা ও অন্য অন্য মারীভয় অতিঅল্প। মূলতানে অদ্যাপি এক ব্যক্তিরও ওলাউঠা হয় নাই। তথাপি আমাদিগের মৃত্যু সংখ্যা অল্প বোধ হইতেছে।

১৮৬৫ অব্দে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রেলওয়ে ৩১৫৩ মাইল খোলা হয়। ইহাতে ১,৫১, ৯৭ ৮০৪ জন আরোহী গমনাগমন করিয়াছেন। পূর্ব্ববৎসর ২৯৯৯ মাইল খোলা হয় এবং ১,২৫ ৪৬ ৭৫৭ জন আরোহী হন। আরোহিসংখ্যা বাড়াইগুণ হওয়া সুখের বিষয়। সর্ব্বশুদ্ধ ২৮৪ টি দুর্ঘটনার মধ্যে ২৭ জন আরোহীর প্রাণ নষ্ট হয় এবং ৫৯ জন আহত হন। রেলওয়ে কোম্পানি সমূহের ৫০০০ ভৃত্যের মধ্যে ১৮ জন হত ও ৫৯ জন আহত হয়. তাঁহাদিগের নিজের দোষে হয় নাই। আপনাদিগের অনবধানতায় ৭৮ জন হত ও ৩০৮ জন আহত হইয়াছেন। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিয়া ১১জন হত হন। অর্থাৎ সমুদায় ভারতবর্ষের রেলওয়েতে ১৭৯ জন হত ও ১৭৪ জন আহত হইয়াছেন। পূর্ব্ববৎসর যত লোকের মৃত্যু হয়, এবৎসর শতকরা ৪ জন কম হইয়াছে। অর্থাৎ শতকরা পাঁচজন অধিক আরোহী গমন করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন প্রতি ষ্টেসনে দেশীয় ভাষায় আরোহীদিগকে সতর্ক করিয়া এক বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইবে যেন কেহ গাড়ী স্থগিত হইবার পূর্ব্বে প্রবিষ্ট অথবা বহির্গত না হন, অথবা কেহ গাড়ার পার্শ্বে না দাঁড়ান। রেলওয়ে কর্ম্মচারিদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে যাঁহারা এসকল নিয়ম বিরুদ্ধ কার্য্য না করেন।

২ রা অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

সর জন লরেন্সের এই একটী গৌরবের বিষয় তাঁহার চেষ্টায় এদেশের রেলওয়ের অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

আগরার দরবার সোমবার অবধি আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস গবর্ণর জেনরল প্রাতঃকালে প্রকাশ্য দরবার ও বৈকালে গোপনীয় দরবার করেন। ঐ সময়ে প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ আইসেন। মঙ্গলবার আর এক গোপনীয় দরবার ও তাজমহল আলোক দ্বারা শোভিত করা হয়। গত কল্য গবর্ণর জেনরল সর্দ্দারদিগের তাম্বুতে গিয়া পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়াছেন। আগামী কল্য ষ্টার চিহ্ন দেওয়া হইবে। শনিবার মহারাজ সিন্ধিয়া গবর্ণর জেনরল লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সেক্রেটারি প্রভৃতি সর্ব্বশুদ্ধ ৫০০ লোককে ভোজ দিবেন। ঐ দিবস তাঁহার ব্যয়ে একেবারে প্রণালীতে তাজমহল আলোকময় হইবে। সোমবার সর্ব্বপ্রধান দরবার হইবে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর গবর্ণর জেনরলকে ভোজ দিবেন। মঙ্গলবার লেডি লরেন্স নৃত্য ও ভোজ দিবেন। আগরায় যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য যাইতেছে। এতদ্দেশীয় সামান্য লোকেরা তাঁহার নিকটে যাইতে পারিতেছেন না।

বিখ্যাত আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ সেনাণ্ডোয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। জাহাজখানি কুলিবাজারের নিকটে আছে। অনেকেই অবয়ব দেখিবার যোগ্য।

আসামের চা-ক্ষেত্রে বিস্তর মজুরের মৃত্যু হওয়াতে ইহার অনুসন্ধানার্থ এক কমিসন হইবে। কমিসনের রিপোর্টের পূর্ব্বে সর সিসিল বীডন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন। বাগানত প্রকৃতি স্থানের মারীভয়ের রিপোর্ট উইয়েব পেটে হজম হইয়াছে।

৩ রা অগ্রহায়ণ শনিবার।

ইংলিসম্যান বলেন, ২০ এ নবেম্বর গবর্ণর জেনরল আগরা ত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করিবেন। বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর ১৮ আসিতেছেন। এত শীঘ্র কেন?

উক্ত পত্র বলেন, গবর্ণমেণ্ট কুলিবাজার হইতে কমিসরিয়েট গুদাম সকল উঠাইয়া মাতলা নগরে হাবড়ায় লইয়া যাইবেন। গ্রামের নিকটে আড্ডা করা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। হাবড়ায়ই উত্তম স্থান, মাতলায় এক্ষণে গমন নিশ্চয় মৃত্যু।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, কুয়াইয়ে অহিফেন হইত, এ পর্য্যন্ত নেপালের গবর্ণমেণ্ট কাটমুণ্ডু দিয়া চীনে প্রেরণ করিতেন। পূর্ব্বে মতিহারির অহিফেনের কুটিতে এ অহিফেন ক্রয় করা হইত। বর্ত্তমান প্রথায় অলাভ হওয়াতে নেপালের গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন যাঁহারা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে শুল্ক দিয়া এখানকার কোন বন্দর দিয়া অহিফেন চীনে প্রেরণ করেন। ক্ষতি কি? গবর্ণমেণ্টেরও হাত থাকিতে

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য আর ৫০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন, এক্ষণে সর্ব্বত্র গবর্ণমেণ্ট নোট ও মনিঅর্ডর প্রণালী হইয়াছে। অতএব গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদিগের বেতনের কিয়দংশ বিনা মাশুলে প্রেরণ করিবার যে স্বত্ব ছিল, তাহা আর থাকিবে না।

—:•:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২৬ এ অক্টোবর--টাইমস পত্রের প্রস্তাবে মাদাম ফিনাসের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করা হইয়াছে সামরিক বিচারালয় অপরাধীকে ক্ষমা করিবার যে অনুরোধ করেন, তিনি গ্রাহ্য না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৯ এ অক্টোবর--বেষ্ট অষ্ট্রিয়ার বৈদেশিক মন্ত্রী হইয়াছেন। পোপ এক উপদেশ কালে বলিয়াছেন, তিনি রোম ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। কাণ্ডিয়াতে আর এক যুদ্ধ হইয়াছে। পরস্পর বিরুদ্ধ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ৩১ এ অক্টোবর--ব্রাইট সাহেবকে ডবলিনে এক ভোজ দেওয়া হইয়াছে। কি

গিবাল্টার ও আটাবানের সামুদ্রিক আড্ডা ত্যাগ করিয়াছেন। সাকানর রাজা ভেনুসহেলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

লণ্ডন ১ লা নবেম্বর। পদাতিক দল সমেত দৌড়িয়া যুদ্ধ করিবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। কাণ্ডিয়াতে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহিরা পরাভূত হইয়াছে। তাহারা অবশেষে স্বীকার করিতে চাহিয়াছে। পারস্য দেশে এক দুচতর যুদ্ধ হইয়া ব্রিটিশীয়েরা পুনর্জিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২ রা নবেম্বর— সংবাদ ফেনিয়ান্দিগকে এক পত্র লিখিয়া বাদিতাম ফেনিয়ানদিগকে ক্ষমা করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। প্রসিয়ার সহিত রুষিয়ার মৈত্রী হইয়াছে।

লণ্ডন ৩ রা নবেম্বর—রুষিয়ার সামুদ্রিক ও অন্যান্য সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণ সংখ্যা সংগ্রহ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

সাইমর ফিট্স জারলণ্ড বোম্বাইয়ের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতেছেন।

লণ্ডন ৫ ই নবেম্বর—সংবাদ আসিয়াছে, আমেরিকা মেক্সিকোর রক্ষাকর্ত্তা হইবেন। অষ্ট্রীয় মন্ত্রী বেষ্ট এক সরকুলার দ্বারা জানাইয়াছেন, অষ্ট্রীয় পূর্ব্ব রাজনীতি ত্যাগ করিয়া শান্তিমূলক শাসননীতি অবলম্বন করিলেন।

সংবাদ আসিয়াছে পুলিস কমিসনর রাজনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য করাতে বালটিমোরে অতিশয় গোলযোগ হইয়াছে।

লণ্ডন ৬ ই নবেম্বর—অষ্ট্রীয় সেনাদলের নূতন বন্দোবস্ত আরম্ভ হইয়াছে। আগামী বসন্তকাল পর্য্যন্ত ফেনিয়ানদিগের বিচার স্থগিত থাকিবে।

লণ্ডন ৭ ই নবেম্বর—আগরা ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রণালীর বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ...ও বিল্সন ঐ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হইবেন।

মাক্সিমিলিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন।

বোম্বাই হইতে।

জামেকা সভা ... অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের নামে মকদ্দমা ... মানস করিয়াছেন। জে, ... কেবল হইয়াছেন। ... সভা ... করিয়াছেন ... গবর্ণমেণ্ট দায়ী না হন তাহারা ... সহিত একত্রিত হইবেন।

কৃষি ... হইয়াছেন

মিউ ... হইয়া ... হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

রেবরেণ্ড এ, ও, ... সাহেব সেণ্টপল্স স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিনিধি চাপলেন হইবেন।

জে, ... সাহেবের অনুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় সি, টি, ... সাহেব যশোহরের প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

পি, এ, ... সাহেব রাজসাহীর প্রতিনিধি জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

আসিষ্টাণ্ট কমিসনর লেপ্টনণ্ট ডবলিউ এফ, ট্রটর সাহেব গোয়ালপাড়া জিলার ধুবড়ি উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

৮ ই নবেম্বর। ... পণ্ডিত বিশেষ কার্য্যে নিয়োজিত হওয়াতে যাবৎ তিনি উপস্থিত না হন সেই পর্য্যন্ত অথবা যাবৎ অন্য হুকুম না হয় তাবৎ বাবু ... মুখোপাধ্যায় ১৮৪৩ অব্দের ১৪ আইনের অনুসারে ছোটনাগপুর ডিবিজনে প্রতিনিধি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ১৮৩৩ অব্দের ৯ আইনের অনুসারে ডেপুটী কালেক্টর হইবেন। তিনি হাজারিবাগে থাকিবেন। আর ঐ বিভাগের কোন অথবা সমুদয় অংশে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

১০ ই নবেম্বর। এচ এল ... সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য হুকুম না হয় তাবৎ এচ ই জি ... সাহেব ঢাকার প্রতিনিধি ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

১২ ই নবেম্বর। যে পর্য্যন্ত ... অনুপস্থিত থাকেন অথবা অন্য হুকুম না হয় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু যদুনাথ বসু কিছুদিনের জন্য ... উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং সাহাবাদে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ জি ডিয়ার যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন অথবা অন্য কোন আজ্ঞা না হয় তাবৎ নড়াইলের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর ডবলিউ এম সাউটর সাহেব কিছু দিনের জন্য মাগুরা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইবেন।

এল, এচ, টমসন সাহেব যে পর্য্যন্ত অনুপস্থিত থাকিবেন অথবা অন্য কোন হুকুম না হয় জে, এচ, এ, ... সাহেব কলিকাতা ছোট আদালতের প্রতিনিধি দ্বিতীয় জজ হইবেন।

জি, সি ... সাহেব কলিকাতার দক্ষিণ বিভাগের প্রতিনিধি পুলিস মাজিষ্ট্রেট হইবেন।

১৩ ই নবেম্বর—যে পর্য্যন্ত কাপ্তেন ডবলিউ সি, এস, ক্লার্ক সাহেব বিশেষ কার্য্যে নিয়োগ হেতু অনুপস্থিত থাকেন তাবৎ এম, ও, ... আসামের আসিষ্টাণ্ট কমিসনরের প্রতিনিধি এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

লেপ্টনণ্ট জে, ... নাগাপর্ব্বতের ডেপুটী কমিসনর হইবেন।

এচ, এল, ডাম্পিয়র সাহেব বিশেষ কার্য্যে নিয়োগ হেতু যাবৎ অনুপস্থিত থাকিবেন অথবা অন্য কোন আজ্ঞা না হয় তাবৎ আর, বি, চাপমান সাহেব নদীয়া বিভাগের প্রতিনিধি রেবিনিউ কমিসনর হইবেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়! এই কাঁথি মেদিনীপুর জেলার এক বিভাগ, ইহার অধিকাংশ স্থান মৃত রাজা যাদব রাম রায় ও রাজা বীরনারায়ণ রায় মহাশয়ের জমীদারী। একণে যাদবরামের জমীদারী দশ অংশে বিভক্ত হইয়া উক্ত মহাত্মার দৌহিত্রগণকে ও বীরনারায়ণের জমীদারী দ্বি অংশে বিভক্ত হইয়া তাঁহার পৌত্র ও প্রপৌত্রকে অর্পিয়াছে। কিন্তু ১২৫৯ বঙ্গলী সন অবধি উপরি উক্ত জমীদারী চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত খাস হয়, ও খাসমহলের তত্ত্বাবধান জন্য এক জন স্বতন্ত্র ডেপুটী কালেক্টর নিয়োজিত আছেন। গত ইস্তাফাদনীতে চতুর্দ্দশ বর্ষ সমাপন হইয়াছে। এমত জনশ্রুতি যে উক্ত মহাত্মাদিগের উত্তরাধিকারিগণ স্ব স্ব ভূম্যাদিতে অধিকার শীঘ্র প্রাপ্ত হইবেন। কাঁথির পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, উত্তরে নদী, সমুদ্র, এবং নদী পরস্পর নিকট থাকাতে নদীর জলও সমুদ্রের ন্যায় লবণাক্ত। ঐ নদীর পার্শ্বে বহুসংখ্যক লাবণিক ভূমি আছে। ঐ সকল ভূমিতে লবণ গোলাদের জ্বালানী কাষ্ঠ ও তৃণ ভিন্ন অন্য শস্যাদি জন্মে না। বহু দিনাবধি ঐ সকল ভূমিতে লবণ প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমান রাজাধিকারে ঐ কার্য্য অতিশয় উন্নতি প্রাপ্ত হয়।

পোক্তানাদির কার্য্য সম্পাদনার্থ এক জন সিবিলিয়ান সল্ট এজেন্ট নামে ও এক জন সিবিল সার্জন ও দুই জন দেশীয় চিকিৎসক ও ছোট বড় বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োজিত ছিলেন। প্রজারা বর্ষা কয়েক মাস ধান্য উৎপাদনের ও অবশিষ্ট শীত ও গ্রীষ্মকাল লবণ পোক্তানের কার্য্য করিয়া ধান্য দ্বারা উদর পূরণ ও লবণের মূল্যাদির দ্বারা রাজস্ব দিয়া ও আচ্ছাদনাদি সংগ্রহ করিয়া সুখে কালযাপন করিত। অধিক কি, এই কাঁথি বিভাগস্থ ত্রিশ ক্রোশ পরিমাণ ভূমির মধ্যে অন্যূন বার্ষিক পাঁচ ছয় লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্টের লাভ হইত। বিদেশীয় লিবরপুলী লবণ আমদানী হইবাতে আমাদিগের গবর্ণমেন্ট এদেশীয় লোকের সেই জীবনোপায় লবণ পোক্তান একবারে রহিত করিয়াছেন কেহ স্বপ্নেও জানিত না যে লবণের কার্য্য রহিত হইবে। যখন প্রথমে ঐ কথা শুনা গেল অনেকে তাহা বিশ্বাস করেন নাই। যখন সল্ট এজেন্টি কর্ম্মচারীর পদ উঠিয়া গেল ও লবণিক ভূমি জমীদারকে পরিত্যাগ করা হইল তখন সাধারণের বিশ্বাস জন্মিল, দুঃখের পরিসীমা রহিল না। মহাশয়! এস্থলে কৃতবিদ্য বা সাহসিক মনুষ্য অতি বিরল। হৈমন্তিক ধান্য ও লবণ ব্যতীত এদেশীয় মনুষ্যের কোন উপায়ই নাই। কেহ কোন বাণিজ্য ব্যবসায় কি বিদেশ গমন করিয়া কোন প্রকারে কিছু উপার্জ্জন করিবে এমত সাধ্য নাই। এখন অবশিষ্ট একমাত্র হৈমন্তিক ধান্য সকলের জীবনোপায় রহিল, এবং ধান্য কর্ষণ কার্য্যে সকলে একান্ত অনুরক্ত হইল। বিপদ বিপদের সম্পদ সম্পদের সহায়তা করে, এ কথাটী আর ব্যর্থ কোথায়। এক বৎসর লবণ পোক্তানের কার্য্য রহিত হইতে না হইতে ১২৭১ সনের প্রবল ঝটিকা ও জলপ্লাবন ও ১২৭৩ সনের অনাবৃষ্টিতে এদেশের জীবনোপায় সেই ধান্যের অধিকাংশ ক্ষতি করিয়াছে। তাহা অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই মরুভূমি সদৃশ দেশের পক্ষে কি পর্য্যন্ত অনিষ্টকর সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। গত পূর্ব্ব বর্ষের ঝটিকা ও জলপ্লাবনে বরং অর্দ্ধেক ধান্য ছিল, এবং খাস মহল সংক্রান্ত কোন স্থানের অর্দ্ধেক ও কোন স্থানের তৃতীয়াংশ রাজস্ব গবর্ণমেন্ট হইতে মাপ হইয়াছিল। গত বর্ষের অনাবৃষ্টিতে ধান্য জন্মে নাই বলিলেও হয়, কিন্তু রাজস্ব মাপ হইল না। জানি না কোন বিচারে এ রাজস্ব দিতে হইল? অন্ন বিনা যাহা হানি সমুপস্থিত হইয়াছে, চারি দিক হইতে মনুষ্যের অনশনজনিত মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, মহাজনের ঘরে ধান্য যাহা সঞ্চিত ছিল, তাহা আর এক্ষণে নাই। আবার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, এই সময়ে খাসমহলের ইজারাদার মহাশয়েরা খাজনা আদায়ের উপায় করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়! যখন এদেশের মঙ্গলস্বরূপ লবণ পোক্তান রহিত হইয়াছে, তখন আর মঙ্গলের প্রত্যাশা কি? প্রজাবৎসল গবর্ণমেন্ট এদেশের লোকের চিরবৃত্তি রহিত ও সেই বৃত্তি অন্যে সমর্পণ করিয়া কি উচিত কার্য্য করিয়াছেন? অতএব যে যে দেশে বহুকালাবধি লবণ পোক্তানের কার্য্য সংস্থাপিত ছিল, সেই সেই দেশে প্রজাবৎসল গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বানুরূপ লবণ পোক্তানের কার্য্য পুনঃসংস্থাপন করিয়া দেশ রক্ষা করুন, নচেৎ সেই সেই দেশ উৎসন্ন হইবে সন্দেহ নাই।

উক্ত সল্ট এজেন্ট আফিসের পূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের বহুল আয়াসে কাঁথিতে গবর্ণমেন্টের সাহায্যকৃত একটী ইংরাজী ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। তাঁহার উপস্থিতি পর্য্যন্ত বিদ্যালয়টী ক্রমে উন্নতি লাভ করিতেছিল। লবণ পোক্তানের কার্য্য বন্ধ হওয়াতে দেওয়ান মহাশয়ের দেওয়ানী পদ গেলে পর ঐ বিদ্যালয়টী এদেশের ন্যায় দীন বেশ ধারণ করিয়াছিল, তাঁহার অভাবে বাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগটী উঠিয়া যায়। পরে জগদীশ্বরেচ্ছায় শ্রীযুক্ত এ রাটরে সাহেব মহোদয় পূর্ব্ব বৎসরে কাঁথি বিভাগের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইলে উক্ত মহোদয়ের যত্নে বিদ্যালয় পুনর্ব্বার উন্নতি প্রাপ্ত হয় এবং সৌভাগ্যক্রমে সেই অবধি প্রধান শিক্ষক পদে শ্রীযুক্ত বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিয়োজিত হইয়াছেন। ইনি বিদ্বান মিষ্টভাষী শিক্ষাদান বিষয়ে অতি নিপুণ। অধিক কি এতৎশিক্ষক মহাশয়ের আগমনে বিদ্যালয়টী বাঁচিয়াছে বলিলে হয়। খাসমহলের ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ...প্রসাদ ঘোষ মহাশয়েরও বিদ্যালয়টীর স্থায়িতা ও উন্নতি পক্ষে বিশেষ যত্ন আছে। কাঁথিতে উক্ত মহাত্মাগণের আগমন না হইলে বিদ্যালয়টী ভূতলশায়ী হইত সন্দেহ নাই। এক্ষণে উক্ত মহাত্মাগণের নিকট করপুটে প্রার্থনা করি যে বাঙ্গলা শিক্ষাবিভাগ পূর্ব্ববৎ সংস্থাপন করিয়া সাধারণের কীর্ত্তি বর্দ্ধিত করুন।

উপরি উক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয় চাঁদা সংগ্রহ করিয়া গত চৈত্রমাসাবধি অনাথ দীন দরিদ্রগণকে প্রতি দিন তণ্ডুল বিতরণ করিতেছিলেন, সম্প্রতি অন্নছত্র খুলিয়াছেন। অনেক কাঙ্গালী তণ্ডুল ও অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রাণ
করিতেছে। বসন্ত রোগে ও জ্বরে বিস্তর ম
প্রাণত্যাগ করিতেছে। এস্থানে হৈমন্তিক
উত্তম জন্মিয়াছে। বোধ হয়, মাসের
পর্য্যন্ত অন্নকষ্ট থাকিবে না।

এক জন কাঁথিস্থ পাঠক।

—:০:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পা
মহাশয় সমীপেষু।

গড়বেতা দাতৃগণের
বস্ত্রপ্রদায়িনী সভা।

মহাশয়! আমরা ৭ ই ভাদ্র বুধবার গড়বে
সমবেত হ দরিদ্রগণের নিশায় বস্ত্রকষ্ট দে
দুঃখিতান্তঃকরণে যাহাতে তাহারা এক এক
পায় তদ্বিষয়ে বস্ত্রদান প্রতিজ্ঞা গ্রহ
(ভা) সংস্থাপন পূর্ব্বক চাঁদা সংগ্রহের ভার
গ্রহণ করিয়াছিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এক্ষণে
বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছি। ১ লা কার্ত্তিক বু
মহাষ্টমী দিবসে ৩০২ খানি ধোবাধোত বস্ত্র বি
রণ করা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! আপ
ও সহৃদয় পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থ এই সভাতে
টাকা জমা হইয়াছিল এবং যে যে বিষয়ে
ব্যয় হইয়াছে, নিম্নে তাহা লিখিত হইতে
প্রকাশ করিয়া চিরবাধিত করিবেন:—

জমা—	ব্যয়—	
২৭০৸৶০	বস্ত্রখরিদ—	১৫
	বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য	
	ছলিয়া ক্রয় ও মজুরি	৩৬
	কাণ্টিজেন্ট	২৬
		১৬৩

অবশিষ্ট ১০৭ টাকা আমার নিকট
ছিল বস্ত্র দিবার উপযুক্ত দরিদ্র না পাইয়া
বন্যা রোগের রিলিফ কমিটির সভা
শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের হস্তে অ
করিয়াছি। তিনি ঐ সকল মুদ্রাতে চাউল
করিয়া কাঙ্গালীদিগের বিদায় দিবসে এক স
হের উপযুক্ত চাউল প্রদান করিবেন। পরি
যাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া এমত সৎ বি
সাহায্যদান করিয়াছেন কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁ
গকে বহু বহু ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি
তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী করুন।

গড়বেতা — বশংবদ।
সদরকুটি। — শ্রীজীবেন্দ্রচন্দ্র কর
২৫ এ কার্ত্তিক। — গড়বেতা ...প্রদায়ি
সভার ...ক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! মেদিনীপুরের অন্নকষ্ট দুর্ভিক্ষের বিষয় আমি কয়েকবার আপনার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এখন পর্য্যন্ত হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। গত শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে এখানে টাকায় ৮।৯ সের চাউল হইয়াছিল। আশ্বিন মাসের প্রথমে টাকায় ১০।১১ সের চাউল ও ১১।১২ সের ধান্যের অধিক হয় নাই, তাহাতে আবার কার্ত্তিক মাসের ৮।৯ দিবস পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হওয়াতে সকলের মনে অত্যন্ত আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। কিন্তু কার্ত্তিক মাসের ৮ ই ও ৯ ই এখানে একটী সুবৃষ্টি হওয়াতে শস্যের পক্ষে বিস্তর উপকার হইয়াছে এবং লোকের আশঙ্কাও দূরগত হইয়াছে। এবং সম্প্রতি এখানে আউস ধান্য, অপর্য্যাপ্তরূপ ও ষষ্ঠিক ধান্যও উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন এত যে প্রতিদিন দুবেলাই ধান্য ও চাউলের দর সস্তা হইতেছে এমন কি ১৫ ই কার্ত্তিক অবধি ২৮ এ কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কেবল ১২।১৪ দিনের মধ্যেই ধান্য ও চাউল অতিশয় সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে টাকায় নূতন চাউল ২০।২২ সের এবং ধান্য ৫৫।৫৬ সের পর্য্যন্ত হইয়াছে। কিন্তু এই দর এখন স্থায়ী হয় নাই, ২।১ দিন অন্তর ন্যূনাধিকও হইতেছে। যাহা হউক কার্ত্তিক মাসের মধ্যেই ধান্য ও চাউলের বাজার সস্তা দেখিয়া এখানকার সাধারণেই অপরিসীম আহ্লাদিত হইয়াছেন। আগামী পৌষ ও মাঘ মাসের মধ্যে আরো কিছু সস্তা হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে! শস্য এক্ষণে সুলভমূল্য হওয়াতে চতুর্দ্দিক হইতেই আনন্দধ্বনি হইতেছে এবং লোকের দুঃখেরও অনেকাংশে হ্রাস হইতেছে। লোকের যেরূপ দুঃখ হইয়াছিল তাহার অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। সকল দিন কখন সমান যায় না। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" কেবলই জগদীশ্বরের ইচ্ছা। পৃথিবীতে তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে [illegible] দিতেও পারেন এবং রক্ষা করিতেও পারেন।

মেদিনীপুর।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহাশয়ের কালনার প্রতি দিন দিন যত্নের ন্যূনতা হইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে আপনকার সোমপ্রকাশে অভ্যন্তরস্থ দেবসেবা অতিথিসেবার যে সমাচার প্রকাশ হইয়াছিল, মহারাজ তাহা দেখিয়াও সন্তুষ্ট হন নাই। ১ লা কার্ত্তিক অবধি এখানকার সদাব্রতেরও সংক্ষেপ করণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ১২৩৮ সালে এখানকার সদাব্রতে যে পরিমাণে টাকা ব্যয় হইয়া আসিতেছিল তাহাই হ্রাস হইতেছে। সেই অনুসারে এক্ষণে দশ আনা মাত্র চাউলের ব্যয় হইতেছে। সদাব্রত প্রার্থীরা নয় মণ সাড়ে দশ সের চাউল প্রত্যহ বিতরিত হইয়া আসিতেছিল এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট কয়েক টাকায় দুই মণ কয়েক সের মাত্র বিতরিত হইতেছে। অন্যান্য বিষয়েও এরূপ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। হা দুর্ভাগ্য কালনা! তুমি বর্দ্ধমান রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কীর্ত্তিস্থল বলিয়া বিখ্যাত ছিলে, বর্দ্ধমান মহারাজের অনুরাগ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিলে মহারাজের পর্য্যন্ত বাসই তদীয় ধনস্থানে শনি স্বরূপ হইয়া থাকে। এডুকেশন গেজেট সম্পাদক মহাশয় আপনকার মনোবাঞ্ছা ত পূর্ণ হইল। ৩০ এ আশ্বিনের এডুকেশন গেজেটে ও বর্দ্ধমান মহারাজের অতিথিসেবা ও এই শিরোনামার প্রস্তাবের ন্যায় আর একবার লেখনী ধারণ করিয়া যেসকল অবশিষ্ট বাকি তৎসমুদায়ের নিঃশেষ চেষ্টা করুন।

মহাশয়! কালনার নিকটবর্ত্তী শত্রাজপুর নামক স্থানে একটী নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। কাগজীপাড়া নিবাসী চারি জন মুসলমান একটী অনাথা ব্রাহ্মণীর গলস্থ স্বর্ণালঙ্কার লোভে তাহাকে হত্যা করে, তাহার গৃহের নিকটে লোকালয় ছিল না বলিয়াই চতুরেরা সন্ধ্যার পরেই উহার বধ সাধন করে। প্রাতঃকালে পুলিসের লোকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। একজন পলাইয়াছিল গতকল্য পাণ্ডুয়ায় ধরা পড়িয়া এখানকার জেলখানায় রুদ্ধ আছে। সকলেই দোষ স্বীকার করিয়াছে। বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।

কালনা }
২৮ কার্ত্তিক } কস্যচিৎ জনস্য

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নবসিংহ দত্ত বরাহনগর
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে ৫॥০
ঐ „ মহেন্দ্রনাথ সরকার শাঁকারিটোলা
১৮৬৬ সেপ্টেম্বর হইতে ৫॥০
ঐ „ তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শিবিরাক ১০
ঐ „ রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর ১০
ঐ „ ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় খোরা[illegible]
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে মাঘ ৩[illegible]

—:o:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০ তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিটি, মানিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকেট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাঁহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ২ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ১২ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৬। ২৬ এ নবেম্বর | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষি… টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক…

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুদিগের টিকীট সকল হাবড়া হইতে প্রদত্ত হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষার্থ এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, যাঁহারা বাষ্পীয় রথে রেল পথে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, (পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাঁহাদিগকে আগামী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেসন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনা দিগের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমু দায় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্র বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভ্রমণ সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকীপুর।
বারাণসী
চুণার।
মৃজাপুর
আলাহাবাদ।
কাণপুর।
আগ্রা
গাজিয়াবাদ এবং
দিল্লী।

উক্ত প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুগণের ভাড়ার হার।

১ প্রথম শ্রেণী	১২০ টাকা।
২ দ্বিতীয় ঐ	৭০ ঐ

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরোহিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনের লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ইষ্টেসনেও ঐরূপ সময়ে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ইষ্টেসনের ডেপুটী ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেন্সন
বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারিলাল রায় প্রণীত "জয়াবতী" নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব বাঙ্গালা কাব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে সচরাচর প্রচলিত ছন্দ ব্যতীত, কতিপয় নূতন ছন্দও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য এক টাকা, এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে দুই আনার ডাকমাশুল পাঠাইতে হইবে। গ্রহণাভিলাষী মহাশয়েরা কলিকাতা বেথিউন সিসন কালেজে অথবা নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা,
সুকেশ ষ্ট্রীট নং ১৫ } শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা… যাইতেছে উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের বর্ত্তমান … ইংরাজী বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির প… আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৭, ১৮, ১৯… ২০ এ গৃহীত হইবে।

যে যে পুস্তকে ইংরাজী বাঙ্গলা ছাত্র… পরীক্ষা হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

ইংরাজী। চারুপাঠ ২য় ভাগ হইতে… জীতে সহজ সহজ বিষয়ে… বাদ করিতে হইবে। উহার… পরীক্ষার্থীদিগের ইং… অনুবাদ করিবার ক্ষম… ইংরাজী ব্যাকরণে ব্যুৎপ… বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার… তার পরীক্ষা হইবে।

২ য় ' ইংরাজী পদ্য ও গদ্য হইতে ব্য… ঘটিত শব্দের ব্যুৎপত্তির ও বাক্য বিন্যাসে… দেওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা। প্যারীচরণ সরকারের প্র… পাঠ্যপুস্তকের ৪ র্থ অধ… মধ্য হইতে বাঙ্গলা অনুবা… দিতে দেওয়া হইবে। … দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের … লাতে অনুবাদ করিবার … ও বাঙ্গলা ব্যাকরণে ব্যু… ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লি… পটুতার পরীক্ষা হইবে।

পাটীগণিত। শুভঙ্করী ত্রৈরাশিক।

ক্ষেত্রতত্ত্ব। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যা…

ভূগোল। পৃথিবীর চারিখণ্ডের বিশে… ভারতবর্ষের সাধারণ বিবর…

পরীক্ষার্থীদিগকে ভারতবর্ষের স… অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাই…

ইতিহাস।	মার্শম্যান সাহেবকৃত বঙ্গদেশের ইতিহাসের ১০ দশ অধ্যায়ের পর ১৩০ পৃষ্ঠার মধ্য হইতে প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

৪ থ। পরীক্ষার উত্তর দিবার সময়ে হস্তলিপি- বিবেচনা হইবে

৫ ম এই পরীক্ষা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির ক ১১ ই ডিসেম্বরে আরম্ভ হইবে। অতএব দের বন্ধের পর স্কুল খুলিবামাত্র পরী- গকে আপন আপন নাম স্থানীয় ডেপুটী স্পেক্টরের নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। ডিসেম্বরের পর যাহারও আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। আবেদন মধ্যে নিম্ন লিখিত য়গুলি লিখিয়া দিতে হইবে –

(১) পরীক্ষার্থির নাম।

(২) তাহার পিতার নাম।

(৩) বাসস্থান।

(৪) বয়স।

(৫) ধর্ম্ম। যদি হিন্দু হয়, তবে জাতি।

(৬) যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে।

(৭) ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যে বিদ্যালয়ে হতে ইচ্ছা করে।

(৮) যে স্থানে পরীক্ষা দিবে।

৬ ষ্ঠ। পরীক্ষার্থিরা পরীক্ষা দিবার প্রথম নের প্রাতঃকালে যে ব্যক্তির প্রতি ফী আদায় বার ভার থাকিবে, তাঁহাকে ২ টাকা ফী ন করিবে।

১৮৬৬ অব্দের বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পুস্তক।

সাহিত্য।	তৃতীয়ভাগ চারুপাঠ এবং রচনা।
ব্যাকরণ।	ব্যাকরণ এবং চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ হইতে শ্রুতলিখন।
ইতিহাস।	ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড।
ভূগোল।	পৃথিবীর বিভাগের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণের পরীক্ষা হইবে, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার্থিদিগকে ভারতবর্ষের সমুদায় অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাইবে।
প্রাকৃত ভূগোল।	রাজেন্দ্রলালের প্রাকৃত ভূগোল
পাটীগণিত।	ন্যামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ কুসীদ ব্যবহার এবং চক্রবৃদ্ধি ও বর্গমূল।
[illegible]	[illegible] ও কী নিয়ম।

ক্ষেত্রতত্ত্ব। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ফী গ্রহণ করিবার জন্য যে ব্যক্তির উপর ভার থাকিবে পরীক্ষার্থিদিগকে পরীক্ষার প্রথম দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার হস্তে ১ টাকা ফী প্রদান করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টম নিয়মানুসারে ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট স্ব স্ব নাম লিখিয়া ক্রুসোৎসবের বন্ধের অব্যবহিত পরেই আবেদন করিতে হইবে।

ই, জি, পোটির।
উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর।

বিজ্ঞাপন।

"বুঝলে কি না?" নামে একখানি প্রহসন সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়া বহুবাজারস্থ ১০২ সংখ্যক ষ্ট্যানহোপ প্রেসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

২০ শে নবেম্বর। ১৮৬৬।

বিজ্ঞাপন।

কপালকুণ্ডলা

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে।

মূল্য ১ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

বলাগড় ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ আপাততঃ তিন মাসের নিমিত্ত শূন্য হইয়াছে। ঐ পদের মাসিক বেতন ৭০ টাকা।

কলিকাতা লালবাজার হিন্দু হোটেল ২১ এ নবেম্বর } শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটরি

বিজ্ঞাপন।

তিনখানি কোম্পানির কাগজ চুরি গিয়াছে।

৯৫২৬ নং ২৭২৮০। ২৮ এ ফেব্রুয়ারি। চারির পরসেন্ট ১০০০,

৪০১ নং ১২৮৭৮। ৫০ জুন ১৮৫৭। ক্ষোর পরসেন্ট ১০০০,

৮৩৫৯ নং ৫২৫২ নং ৩১ এ মার্চ ১৮৫৬। ক্ষোর পরসেন্ট ৫০০

কলিকাতা ২৭ এ অগ্রহায়ণ ১২৭৩। } শ্রীরাম পালিত বহুবাজার, রাজার কাটরা।

বিজ্ঞাপন।

ভূমি সম্পত্তি এবং নীলকুঠি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

কুঠি মোল্লাহাটি কনসরণের অন্তর্গত কুঠি রুদ্রপুর ডিবিজন আগামী ৩ ডিসেম্বর সোমবার ও তৎপর পর দিবসে প্রকাশ্য নিলামে কুঠি মোল্লাহাটী মোকাম বিক্রয় হইবেক।

উক্ত ডিবিজনের সামিল ডিহি উলাপীর ২৯ মৌজা, ও ডিহি গোগাআচড়ার ২৬ মৌজা ডিহি বাগআচড়ার ১৮ মৌজা, ডিহি সামটা পিপড়াগাছি ১৭ মৌজা, ডিহি চজিতা বাড়িকার ৩ মৌজা, তরফ বেনাপোলের ১ মৌজা ও লোয়েমকানন বন্দবস্তী ২ মৌজায়, এবং ৯ নয়টী নীলকুঠি ও অন্তর্গত পাট্টাই জমী ও জোত ও খরিদা বৃত্তি ও জলকর ইত্যাদি বিক্রয় হইবেক।

প্রতি দিন দিবা দুই প্রহরের সময় নিলাম আরম্ভ হইবেক বিক্রয়ের নিয়ম এবং অপরাপর বৃত্তান্ত নিম্নের লিখিত স্বাক্ষরকারীর নিকট পাওয়া যাইবেক।

শ্রীযুক্ত মেং জারচি, হিল সাহেব।
কুঠি মোল্লাহাটি
বন গ্রামের ডাক ঠিকানা।

বিজ্ঞাপন।

মির্জাপুর সিমলার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে –

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন ঘোষ কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। পাঠকগণের নিকটে ইহাঁর নূতন পরিচয় দিতে হইবে না। সিবিল সর্ব্বিস কমিসনরেরা এদেশের প্রতি যে অন্যায় করিয়াছেন,

ইনি তাহার মূর্ত্তিমান প্রমাণ। ইনি সাংবিষ্টর পদে অধিকার লাভ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা সোমপ্রকাশের এই কয়েক পংক্তি দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিলাম, দেশের সকলকেও অনুরোধ করিতেছি, কোন অভিনন্দন চিহ্ন প্রদান করিয়া তাঁহার ও তৎপথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করুন। মনোমোহন বাবুর প্রতিও এক অনুরোধ এই, তিনি ইংলণ্ডে বাস করিয়া ইংরাজদিগের স্বদেশানুরাগের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই, অতএব যদি তিনি অধিকাংশ হিন্দুযুবকের ন্যায় কেবল ইংরাজদিগের দোষানুকরণে শিক্ষিত না হইয়া গুণের অনুকরণে শিক্ষিত হইয়া থাকেন, দেশের যাবতীয় কল্যাণকর কার্য্যে অগ্রসর হইয়া স্বদেশানুরাগের পরিচয় প্রদান করুন।

—:০:—

টাইম্‌স পত্রে লিখিত হইয়াছে, ইংলণ্ডের বিস্তর লোক লণ্ডনের লার্ড মেয়রের নিকটে গিয়া ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষ পীড়িতের সহায়তার জন্য টাকা দিতেছেন। অনেকে ডাকে টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু লার্ড মেয়র এই টাকা প্রত্যর্পণ করিবেন। তাঁহার সংস্কার জন্মিয়াছে, লার্ড ক্রাণবোরণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে সরকারী ধনাগার হইতে যে টাকা দিতে বলিয়াছেন, তাহাই পর্য্যাপ্ত হইবে। সময়ে এই সাহায্য পাইলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি হইত না। এস্থলে আমরা একটী কথা কহিয়া রাখিতেছি, দুর্ভিক্ষনিবন্ধন ক্ষতি পূরণ করিয়া যদি ইনকমটাক্স করা হয়, অন্যায় করা হইবে।

———

যাঁহারা মহীসুর প্রত্যর্পণ ও এদেশীয়দিগকে উচ্চপদ দানে অনিচ্ছু, তাঁহারা নিম্নোদ্ধৃত দুটী বাক্যে এক বার কর্ণপাত করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এই অনিচ্ছানিবন্ধন এদেশীয়দিগকে কত অসুখিত করা হইয়াছে, এবং এতন্মূলক কত অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। কাই সাহেব বলিয়াছেন "ইংরাজেরা অহঙ্কার করিয়া ভ্রম বশতঃ যাহা বলুন না কেন ভারতবর্ষীয়েরা দেশীয় রাজগণের রাজত্ব ভাল বাসেন।" স্পেকটেটর বলেন "ভারতবর্ষীয়দিগের শাসন সম্বন্ধে উচ্চপদ লাভের পথ বন্ধ করা অসন্তোষের একটী প্রধান কারণ। আমাদিগের শাসনের এই গুরুতর দোষ আমরা বিদ্রোহেও সংশোধন করিতে শিখিলাম না, এক্ষণে যে সকল যুদ্ধপ্রিয় জাতি আমাদিগের সেনাদলে প্রবেশ করিতেছে আইন অনুসারে তাহারা অধ্যক্ষতা পদ পাইতে পারে না। কুমারসিংহের ন্যায় লোকেরা নিজ নিজ সেনাদলের অর্দ্ধেক আপন আপন জমীদারী হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন, তথাপি ইহাঁরা আপন আপন রেজিমেণ্টে এনসাইনের পদও পান না, ইহাঁদিগকে ইংলণ্ডের একটী বালককেও অধ্যক্ষ বলিয়া মানিতে হয়।" এদেশীয়েরা একবাক্যে এই অনিষ্টের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বধির হইয়া আছেন।

—০০—

অর্থ ও শারীরিক দণ্ড।

দণ্ডবিধির ধারাগুলি অস্ফুট নয়, অতএব তাহা লইয়া কুটিল তর্ক হইবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু সম্প্রতি ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয়ে একটী গুরুতর তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিচারপতি, ব্যবহারাজীব ও ব্যবস্থাপকদিগকে এ বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। ৬৭ ধারাতে লিখিত আছে যে অপরাধে কেবল অর্থ দণ্ডের বিধি আছে, তাহাতে যদি জরিমানা আদায় না হয়, ৫০ টাকার নীচে হইলে দুই মাস, এবং এক শত টাকার ন্যূন হইলে চারি মাস কারাবাস হইবে ইত্যাদি. কিন্তু

ছয় মাসের ঊর্দ্ধ কারাদণ্ড হইবে না
ধারায় আছে জরিমানা দিলে অথবা
দ্বারা সম্পত্তি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া
আদায় হইলে মিয়াদ হইবে না।
ধারায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিছু
মিয়াদ খাটিলে যদি অবশিষ্ট টাকা
কয়েদী মুক্ত হইবে। বোধ কর, এক
কির ১০০ টাকা দণ্ড হইল, সে দিতে
পারিয়া চারি মাসের জন্য জেলে গে
এক মাস পরে যদি সে ৭৫ টাকা
আইন অনুসারে মুক্ত হইবে। দুই
পরে ৫০, এবং তিন মাস পরে ২৫
দিলেও তাহার প্রতি ঐ প্রকার অ
প্রদর্শিত হইবে। এই কয়েকটী
পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়,
মানা না দিলে যে মিয়াদ খাটিতে
তাহাতেই তাহার পরিশোধ হইল।
পক্ষান্তরে ৭০ ধারায় আছে, দণ্ড
পর জরিমানা সম্পূর্ণ অথবা ত
অংশ অপ্রদত্ত থাকিলে ছয় বৎস
মধ্যে তাহা আদায় করিতে হইবে,
তার পর তামাদি ঘটিবে। ফৌজ
আইনের ৬১ ধারায় নির্ণীত হইয়াছে
অপরাধে অপরাধীর কেবল জরি
হইবার বিধি আছে, তাহাতে জরিম
পরিবর্তে মিয়াদের আজ্ঞা হউক না
বিচারপতি আইন অনুসারে স
প্রভৃতি বিক্রীত করিয়া জরিমানা অ
করিবেন। দণ্ডবিধির ৭০ ধারার স
ফৌজদারী আইনের ৬১ ধারার বি
বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। জরিমানা না
মিয়াদ খাটা হউক আর না হউক
রানর ছয় বৎসরের মধ্যে টাকা অ
করিতে পারিবেন, অনেক বিচার
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ
সারে হতভাগ্য অপরাধী মিয়াদ খা
সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। ইদানীন্তন ব্য
সকল যুক্তিমূলক। বিশেষতঃ দণ্ডবি
একটী বিশেষ গুণ এই যে যুক্তিই

ভাব। এতদনুসারে ব্যবস্থাপক-
র অভিপ্রায় বিবেচনা করিলে নিঃসন্দি
রূপ প্রতীয়মান হইবে. জরিমানার
বদলে মিয়াদ খাটিলে তাহার পরি-
শোধ হইল। বোধ কর, এক ব্যক্তি জেলে
কিয়া পরিশ্রম করিল, তাহার পরি
ম যে যে অর্থ উপার্জ্জিত হইল, তাহা
কীয় ধনাগারভুক্ত হইল, সে কারা-
থাকিয়া আপনি স্বাধীন পরিশ্রম
দ্বারা উপার্জ্জন করিতে পারিল না।
কারে মিয়াদের যন্ত্রণা ভোগ হইল.
উপার্জ্জনেরও ক্ষতি হইল, আবার তাহার
ত্তি বিক্রয় করা কি ন্যায়ানুগত হইতে
রে? ৬৯ ধারার অর্থ এই, জরিমানার
অংশ দেওয়া না হইবে, তন্নিমিত্ত
বাধিতে কারাগারে থাকিতে হইবে।
আংশিক জরিমানা দিয়া মুক্তিলাভ
তাহা হইলে অবশিষ্ট অংশ কিছু
ই প্রাপ্য হইতে পারে না। তবে
হ কেহ এই তর্ক করিবেন জরিমানার
যে মিয়াদ হয়, সে কেবল অপরা
ক আটক করা মাত্র. অর্থাৎ টাকার
তস্বরূপ অপরাধীর শরীর রুদ্ধ
হয়। যদি আইনের এ উদ্দেশ্য
ত, তাহা হইলে এক মাস মিয়াদ খা-
১৫ টাকা দিয়া মুক্ত হওয়া আইন
দ্ধ হইত সন্দেহ নাই। ১০০ টাকার
যদি আটক করা তাৎপর্য্য হয়, ২৫
টার জমা না হয় কেন? ২৭ পরগণায়
তর্ক উত্থিত হইয়াছে, প্রধানতম বিচা
য়ে তাহার মীমাংসা হইবে সন্দেহ
। এ বিষয়ের একটী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত
া একান্ত আবশ্যক। যদি প্রধানতম
ারালয়ের বিচারে মিয়াদের পরও
মানার দায় থাকে, তাহা হইলে
স্থাপক সভার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন
। কারণ, এক ব্যক্তির এক অপরাধে
বিধ দণ্ড হওয়াই সঙ্গত। কিন্তু তাহার
ধ শাস্তি সহ্য করা যুক্তিসিদ্ধ হয় না।

প্রথম, কারাবাস। দ্বিতীয়, কারাবাসানব-
ন্ধন তাহার অলাভকর পরিশ্রম ও নিজের
উপার্জ্জনরোধ। তৃতীয়, তাহার সম্পত্তি
নাশ। আইনের কখন এরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ
উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

———:০:———

মহীসুর।

সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় স্পেক্‌টেটর পত্র আক্ষেপ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি ছয় বৎসরান্তে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে লার্ড কানিঙ এতদ্দেশীয় রাজাদিগকে দত্তক গ্রহণের সনন্দ প্রদান করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলেন, যত দিন তাঁহারা রাজ্ঞীর প্রতি অনুরক্ত থাকিবেন, তত দিন আপন আপন রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে না। কিন্তু মহীসুরের বিষয়ে কার্য্যতঃ এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হইতেছে। রাজা দত্তকগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তাঁহাকে অধিকার প্রদান করিতেছেন না। স্পেক্‌টেটর হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুদিগের ব্যবহারের কোন প্রসঙ্গ না করিয়া সামান্যতঃ এই মাত্র কহিয়াছেন, মহীসুর পুনঃ প্রদান করা কর্ত্তব্য, ইহা না করিলে রাজনীতিবিরুদ্ধ কাজ হইবে. এবং ভারতবর্ষীয় রাজগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অবিশ্বাস করিবেন। ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির কৌন্সিলের অধিকাংশ সভ্য রাজার অনুকূল. মেজর ইবান্স বেল দ্বিতীয় বার এক পুস্তক প্রকাশ করিয়া কৌন্সিলের প্রিন্সেপ সাহেবের মত খণ্ডন করিয়াছেন। পুরুষোত্তম মুদলিয়রের তুল্য এতদ্দেশীয় রাজগণের মিত্র আর নাই। তিনি এই উপলক্ষে এক পুস্তক প্রচার করিয়া রাজার সাহায্য করিয়াছেন।

মহীসুর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বহস্তে রাখা কর্ত্তব্য অথবা রাজাকে ফিরিয়া দেওয়া উচিত, যদি ইহার মীমাংসা আবশ্যক হয়, অগ্রে দুই বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রথম, টিপুর পতন হইলে ১৭৯৯ অব্দের ২২ এ জুন যে সন্ধি হয়, তাহা রাজার উত্তরাধিকারিদিগের পক্ষেও বর্ত্তিবে কি না? দ্বিতীয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মোগল বাদশাহের পদস্থ হইয়াছেন, অতএব দত্তকগ্রহণ অগ্রাহ্য করিয়া উত্তরাধিকারী নাই বলিয়া রাজ্য আপনারা লইতে পারেন কি না? টিপুর সহিত যখন যুদ্ধ হয়, তৎকালে দাক্ষিণাত্যের নিজাম, মহারাষ্ট্রীয়েরা ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের রাজা একত্রিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষে জেতৃগণ রাজ্যের অধিক অংশ ভাগ করিয়া লইলেন। যে কিয়দংশ অগৃহীত রহিল, তাহা পূর্ব্বতন হিন্দুরাজবংশীয় এক বালককে দেওয়া হইল। তৎকালে যে সন্ধিপত্র হয়, তাহাতে এইরূপ লেখা আছে, যত দিন চন্দ্র সূর্য্য গগনে থাকিবেন, তত দিন রাজা ও তদীয় উত্তরাধিকারিগণ মহীসুরে রাজত্ব করিবেন। প্রিন্সেপ সাহেব এ বিষয়ে যে কথা বলেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, এবং সন্ধির একান্ত বিরুদ্ধ। লার্ড ওয়েলেস্‌লী বর্ত্তমান রাজাকে পদস্থ করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা একবাক্য হইয়া তাঁহার রাজ্যের প্রতিভূস্বরূপ হন, শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যত দিন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা থাকিবে, তত দিন সন্ধি অব্যাহত থাকিবে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুষিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার দায়ী, যদি এই তিন গবর্ণমেণ্টের অন্যতরের লোপ হয়, তাহা হইলে অপরেরা কি রাজা অর্জ্জের উত্তরাধিকারী না থাকিলে ঐ দেশ গ্রহণ করিতে পারিবেন? মহীসুরের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সম্বন্ধ, গ্রীসের

সহিতও রক্ষাকারী গবর্ণমেণ্ট সমূহের প্রায় সেই সম্বন্ধ। যাহার উত্তরাধিকারী না থাকিবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই রাজ্য গ্রহণ করিবেন, এটী লার্ড ডেলহৌসির স্বার্থপরতাদূষিত স্বকপোলকল্পিত মত। আমরা ভাবিয়াছিলাম ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহে ইহার অনিষ্টকারিতা সপ্রমাণ এবং রাজ্ঞীর ঘোষণা ও লার্ড কানিঙের সনন্দ ইহার শেষ করিয়াছে। বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের এক জন স্বদেশীয় উকীল এক পুস্তক প্রকাশ করিয়া এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। লার্ড ডেলহৌসি যখন বর্ণাট লইবার অভিলাষী হন, তৎকালে সর বার্ণেস পিকক তাঁহার মতে অনুমোদন করেন নাই। দত্তক কেবল গ্রহীতার নিজ সম্পত্তির অধিকারী হন, রাজ্যের অধিকারী হন না, এটী হিন্দুশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বাক্য। প্রিন্সেপ সাহেব ও সর চারলস জাকসন প্রভৃতি বলেন, যখন দত্তক গ্রহণ রাজাকে জানাইয়া করিতে হয়, তখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন, এক্ষণে ১৮৬০ অব্দের ২৭ আইন অনুসারে উত্তরাধিকারলব্ধ সম্পত্তির সার্টিফিকেট লওয়া অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টকে ষ্টাম্প করের স্বরূপ কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক। গবর্ণমেণ্টকে কিছু দিয়া সার্টিফিকেট লইতে হয় বলিয়া কি গবর্ণমেণ্ট উত্তরাধিকারিকে তাহার পৈতৃক বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন? ঐ প্রকার পূর্ব্বতন সম্রাটদিগকে দত্তকগ্রহণের সংবাদ দিয়া কিছু কিছু নজর দিতে হইত। কোন মোগল সম্রাট কি দত্তকগ্রহণ বিষয়ে অসম্মতিপ্রকাশে সমর্থ হইয়াছেন? দত্তকগ্রহণ কেন? ঔরসজাত পুত্র রাজা হইলেও সম্রাটকে জানাইতে হইত, তাহা বলিয়া কি প্রবল গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অমত প্রকাশ করিয়া রাজ্য আপনারা গ্রহণ করিতে পারেন?

দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ বা অসিদ্ধ এটী কাজের কথা নহে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজার হইয়া প্রায় ৩৫ বৎসর মহীশূর শাসন করিয়া আসিতেছেন। এই রাজ্য ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের অধীনে থাকিয়া অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। বিস্তর কাফিকর, বণিক প্রভৃতি মহীশূরে বাস করিয়াছেন। এই সকলের অনুরোধে মহীশূর প্রত্যর্পণ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কত শত ইংরাজ কর্ম্মচারী এখানে অন্ন করিয়া খাইতেছেন। গরু পোষাণী দিলে গোয়ালা যদি অধিক দুগ্ধ দেখিতে পায়, তাহার আর সে গরু ফিরিয়া দিবার ইচ্ছা হয় না। এক্ষণে বিবেচনা করা উচিত গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কি বলেন? আমরা গবর্ণমেণ্টের সহিত স্বীকার করিতেছি যত দূর সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা, বাণিজ্য ও ধন বৃদ্ধি এবং শান্তি ও সুবিচারের আশা করা যায়, তদ্বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় রাজাদিগের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। অযোধ্যা, নাগপুর প্রভৃতির এক্ষণে যে উন্নতি হইয়াছে দেশীয় রাজার অধীনে তাহা কদাচ হইত না। কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ যুক্তিতে পর রাজ্য গ্রহণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পৃথিবীর সমুদায় অংশের সমুদায় ক্ষুদ্র রাজ্য হস্তগত করিয়া লইতে হয়। বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় রাজত্বে ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতির যে একটী পথ মুক্ত আছে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে তাহা এককালে রুদ্ধ হইয়া যায়। স্পেক্টেটর যথার্থ কথাই বলিয়াছেন এই কারণে ভারতবর্ষীয়েরা দেশীয় শাসন প্রণালীর বিশৃঙ্খলা দেখিয়াও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইতে চাহেন না। দেশের স্বাধীনতার ক্ষতিপূরণ কিছুতেই করিতে পারে না। এই কারণে [illegible]
ধ্যার সমুদায় লোক ইন্দ্রিয়পরবশ [illegible]
জিদ আলীর স্ত্রীর জন্য অসি নিষ্কা[illegible]
করিয়াছিলেন।

ফলতঃ মহীশূর প্রত্যর্পণ কর[illegible]
র্ত্তব্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মনীতি, [illegible]
ও সন্ধি অনুসারে ইহার বিপরীত [illegible]
চার করিতে পারেন না। আমরা অ[illegible]
দিত হইলাম ইংলণ্ডের যে সকল [illegible]
এ দেশের বিষয়ে মনোযোগ দিয়া থা[illegible]
তাঁহারা প্রায় সকলেই একবাক্যে [illegible]
র্পণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন [illegible]
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের স্বকৃত অঙ্গী[illegible]
প্রতিপালন ও মহীশূরের কল্যাণ ক[illegible]
থাকে, তথায় এক জন উপযুক্ত [illegible]
ডেণ্ট রাখিয়া দিয়া ঐ রাজ্য প্রা[illegible]
করুন। রেসিডেণ্ট মন্ত্রিস্বরূপ থ[illegible]
রাজাকে সৎ পথে লইয়া যাইবার [illegible]
করিবেন। বিদ্রোহের পরও রা[illegible]
ঘোষণা ও লার্ড কানিঙের সনন্দ [illegible]
পরও যদি [illegible] হয়, এত[illegible]
রাজগণ কোনক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণ[illegible]
বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।

গবর্ণমেণ্টের রপোর্ট ও দেশীয় [illegible]
সম্পাদকগণ।

এক জন ফরাশী পণ্ডিত রু[illegible]
শাসনপ্রণালীর এই ব্যাখ্যা করি[illegible]
যথেচ্ছাচারিতা ইহার মূল, [illegible]
ক্ষমতা কেবল হত্যার ভয়ে সী[illegible]
হইয়া আছে। ভারতবর্ষের শাসন[illegible]
লীর বিষয়েও এই কথা বলা [illegible]
পারে, যে স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট [illegible]
চারী, কেবল তাঁহাদিগের নিজের [illegible]
শয়তা ও প্রজার [illegible]
ও তাহার প্রতি আ[illegible]
ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখি[illegible]
পৃথিবীতে যত যথেচ্ছাচারী শা[illegible]
লালী আছে, ভারতবর্ষীয় শাসন[illegible]

…কার সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ফ্রা…ন্সের সদৃশ সভ্যতম দেশেও সংবাদ…পত্রের স্বাধীনতা নাই। অন্য কোন গবর্ণমেন্ট প্রজার মনোগত ভাব ও সংস্কা…রের প্রতি এত আস্থা করেন না। …র্ড ডেলহাউসি কেবল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার ফলও হইয়াছিল। …অব্দের বিদ্রোহ আজিও সকলের …ন স্মরণপথ জাগরূক রহিয়াছে। সমা…চারপত্র সম্বন্ধে অত্রত্য গবর্ণমেন্টের রাজ…নীতি অতি উদার, ইহাতে জাতি…ভেদ ও বর্ণভেদ নাই। কি এতদ্দেশীয় … ইংরাজী সকল পত্রের কথা গবর্ণমেন্ট সমানরূপে শ্রবণ করিয়া থাকেন। …অনুবাদক নিয়োগ এই সদাশয়তার ফল। …এবটী বিষয়ে গবর্ণমেন্টের ত্রুটি …লক্ষিত হইতেছে। আমরা উহাকে অবি…লম্বে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি… …এবং আমাদিগের বিশ্বাস আছে, গবর্ণমেন্টের গোচর হইলেই ইহার সংশোধন …বে। আমরা অনিয়া যুক্তি ও ধর্ম্ম… …র বিরুদ্ধ কার্য্যই স্বীকার।

ভারতবর্ষীয় … স্থানীয় গবর্ণমেন্ট …ল মধ্যে মধ্যে আপনাদিগের কার্য্য …বরণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। সংবাদ…পত্রের সম্পাদকদিগকে উহার এক এক … দেওয়া হয় আমরা যত দূর অবগত …ছি বলিতে পারি গবর্ণমেন্টের নিতান্ত … …বার …অবগত হইয়া তাহার দোষ গুণ …বেচনা করিয়া আপনাদিগের অভি…প্রায় ব্যক্ত করেন। এদেশে জাতিসাধা… …প্রতিনিধি সভার কার্য্য সংবাদপত্রের …াই হইয়া থাকে। কিন্তু এক বিষয়ে …র দ্বারা গবর্ণমেন্টের বর্ণভেদ করা না …ক, জাতিভেদ করা হইতেছে। দেশী… …য় যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত … গবর্ণমেন্ট তত্তৎ পত্রের সম্পাদক…কে আপনাদিগের শাসন প্রণালী সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্টগুলি প্রদান করেন না। ইহার কারণ কি? গবর্ণমেন্ট কি মনে করেন, দেশীয় সমাচারপত্রের পাঠকগণ অধিক বিষয় জানিবার নিমিত্ত উৎসুক নহেন? আমরা জানি তাঁহাদিগের চিত্ত নানা স্থানের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, অযোধ্যা, নাগপুর, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির কোথায় কি হইতেছে জানিবার জন্য তাঁহাদিগকে একান্ত ব্যগ্র দেখিতে পাওয়া যায়। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে, বাঙ্গলা সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে ঐ রিপোর্টগুলি দেওয়া সবিশেষ আবশ্যক। যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহাদিগের অনেক উপায় আছে, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ, বাঙ্গলা সংবাদপত্র তাঁহাদিগের এক মাত্র গতি। অতএব বাঙ্গলা সমাচারপত্রের সম্পাদকদিগকে যদি প্রস্তাবিত রিপোর্টগুলি দেওয়া না হয়, তাঁহাদিগের পাঠকগণকে তদ্বিষয়ে অজ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইবে, আজিও আমাদিগের দেশের অনেকের এই সংস্কার আছে, ইংলণ্ডেশ্বরী কেবল ভারতবর্ষের অর্থ শোষণ করিবার জন্য এদেশ শাসন করিতেছেন। বাঘের তুল্য …

… না, তাহা আজিও অনেকে বুঝিতে পারেন নাই। স্বদেশীয় শাসন সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক ভ্রম আছে। সেদিন প্রাচীনতরের এক ব্যক্তির মুখে শুনা গেল, নাগপুরের বিষয় প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, তথায় যে সকল কারাগার আছে, সে সমুদায়ে মনুষ্য মস্তিষ্কের তৈল হয়!!! বাঙ্গলা সমাচারপত্র সম্পাদকদিগকে এই সকল কুসংস্কার দূর করিতে হয়। অতএব আমরা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহাদিগের ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সমূহের যে সকল রিপোর্ট ইংরাজী সম্পাদকেরা প্রাপ্ত হন দেশীয় সম্পাদকদিগকেও যেন সেগুলি দেওয়া হয়।

আগরার দরবার।

আগরার দরবারের শেষ হইয়াছে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বিস্তর রাজা, সর্দ্দার ও জমীদার এবং গবর্ণমেন্টের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অনেক প্রধান কর্ম্মচারী এই উপলক্ষে তথা গমন করেন। আগরা আকবরের প্রিয় রাজধানী, সাজিহানের সময় অবধি উহার ক্রমশঃ শ্রী হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু ১০ ই নবেম্বর অবধি ১৮ ই পর্য্যন্ত এই শুষ্ক তরু পুনর্ব্বার নূতন পল্লবে শোভিত হইয়াছিল। প্রায় এক লক্ষ লোক তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। আগরা ঐ কয় দিন ইহাঁদিগের পরিচ্ছদ বস্ত্রগৃহ, অশ্ব, হস্তী, শকট ও নানা বর্ণের বসন দ্বারা এমনি শোভিত হইয়াছিল যে এক জন উপযুক্ত চিত্রকর তাহা হইতে এক পরম রমণীয় চিত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন। ১০ ই নবেম্বর সর জন লরেন্স আগরার রেলওয়ে ষ্টেসনে উপনীত হন। নগরের প্রান্তভাগে যে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে, সেই স্থানে গবর্ণর জেনরল ও রাজাদিগের বস্ত্রগৃহ সন্নিবেশিত হয়। পর দিবস গবর্ণর জেনরল যথারীতি কয়েক জন পারিষদকে মহারাজ সিন্ধিয়া, ভুপালের বেগম ও যোধপুরের রাজার বার্ত্তা জানিবার জন্য প্রেরণ করেন। রাজগণও ঐ প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপরে দুই দিবস গোপনীয় দরবার হয়। প্রত্যেক সর্দ্দার ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনরলের সহিত কথোপকথন করিয়া শেষে আতর ও পান লইয়া বিদায় হন। প্রত্যেক সর্দ্দার ১৫ ও প্রত্যেক সহচর এক এক স্বর্ণমোহর

রাজ্ঞীর প্রতিনিধিকে উপঢৌকন দিয়াছেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক শত সর্দ্দারের আগমন হয়। মহারাজ হোলকার উদয়পুরের রাজা ও রামপুরের নবাব পীড়িত থাকাতে আসিতে পারেন নাই। ১৩ ই এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় যাবতীয় প্রধান লোক গবর্ণর জেনরলের প্রধান অভ্যর্থনা গৃহে গমন করেন। ঐ স্থানের উপরিভাগে একটী বৃহৎ বিতান, মধ্যে সিংহাসন ও তদুপরি স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ ছিল। উভয় পার্শ্বে উজ্জ্বল স্বর্ণজালমণ্ডিত আসনে সর্দ্দারগণ, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা ও প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি উপবেশন করেন। সর্দ্দারগণকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ পদ মর্য্যাদানুসারে গবর্ণর জেনরলের বামভাগে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। অন্য অন্য লোকেরা আপন আপন নামাঙ্কিত এক এক পত্র প্রদান করেন, এডিকঙ তাঁহাদিগের নাম পাঠ করেন। তাঁহারা এক দ্বার দিয়া আনীত হইয়া অপর দ্বার দিয়া বিসর্জ্জিত হন। তাঁহারা গবর্ণর জেনরলকে এক একটী সেলাম করেন, আর গবর্ণর জেনরল ক্রমাগত মস্তক কিঞ্চিৎ নত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন নাই। ফলতঃ এ সকল দরবারে প্রায় এইরূপই হইয়া থাকে। বিশেষ পরিচিত হইলে শাসনকর্ত্তা দুই এক কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু উপস্থিত স্থলে কিছু বিশেষ ছিল, সর জন লরেন্সের প্রথমাবধিই "ইংরাজদিগের প্রভাব প্রদর্শন" অতি শ্রেষ্ঠ ছিল, সুতরাং তিনি বরাবর এক ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন।

১৫ ই সৈন্যদিগের শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়। ৭০০০ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্য গবর্ণর জেনরলের সম্মুখে রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছিল, প্রধান সেনাপতি নিজে অধ্যক্ষতা করেন এবং একটী তামসিক যুদ্ধ হয়। গোলন্দাজদিগের ক্ষিপ্রহস্ততা, পদাতিকদিগের গমন কৌশল ও অশ্বারোহিদিগের তরবারিক্রীড়া দর্শনে সকলেই সবিশেষ সন্তোষলাভ করেন। কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় যাবতীয় সৈনিক পুরুষই সবিশেষ রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করে। এতদ্দেশীয় রাজগণ পূর্ব্বেই জানিতেন এবং এখনও দেখিলেন এই সকল সৈন্যের নিকটে তাঁহাদিগের অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্যগণ কোন কাজের নহে। এই তামসিক যুদ্ধে কয়েকটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই, এক জন অশ্বারোহী অগ্রসর হইবার সময়ে অশ্ব সহিত পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কামানের শব্দে কয়েকটী হস্তী ভয়ে পলায়ন করাতে তদ্দ্বারা তিন জন হত ও প্রায় ১০ জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে।

১৫ ই গবর্ণর জেনরল প্রধান প্রধান রাজাদিগের তাম্বুতে গিয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ সিন্ধিয়া ভুপালের বেগম প্রভৃতি কয়েকজন মাত্র এই সম্মানভাজন হন।

১৬ ই নবেম্বর প্রধান দরবার হইয়া নূতন ষ্টার প্রদান করা হয়। বেলা সাড়ে এগারটার সময়ে সর্দ্দারেরা তাম্বুতে আসিতে আরম্ভ করেন, যাঁহার যে প্রকার সম্মান, সেইরূপ তোপ হয়। দুই প্রহরের সময়ে গবর্ণর জেনরল উপস্থিত হইলেন, ২১ টি তোপ হইল; সকলেই তাঁহার সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে সেক্রেটারি মুইর সাহেব ইংরাজী ও হিন্দুস্থানীতে রাজ্ঞীর পত্র সকল পাঠ করিয়া জানাইলেন, তিনি অমুক অমুক সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নাইট পদ প্রদান করিয়াছেন। তৎপরে প্রধান সেনাপতি প্রত্যেক নাইটকে গবর্ণর জেনরলের সম্মুখে লইয়া গেলেন। সর জন লরেন্স স্বহস্তে গলদেশে ফিতা ও গলবন্ধ দিয়া হস্তে ষ্টার দিলেন। তৎপরে গবর্ণর জেনরল হিন্দুস্থানীতে এক বক্তৃতা করেন। যোধপুরের রাজাকে তিনি বলিলেন "আপনি পৃথিবীর মধ্যে অতি প্রাচীন রাজবংশোদ্ভব, আপনার যেমন কুলমর্য্যাদা আছে, সেইরূপ রাজ্য শাসন বিষয়ে প্রাধান হইলেই পদের শোভা হয়, আমার এই একান্ত প্রার্থনা।" অনন্তর করৌলির রাজা মদনপালকে সম্বোধন করিয়া বলা হইল, বিদ্রোহের সময়ে তিনি ও তাঁহার [illegible] রাজপুত সৈন্যগণ গবর্ণমেণ্টের সবিশেষ সহায়তা করেন, তাহাতে ইংলণ্ড ও ভারতেশ্বরী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই সম্মান করিতেছেন। স্বীয় রাজ্য উত্তমরূপে শাসন করিয়া তিনি যশস্বী হন, ইহাই ইংলণ্ডেশ্বরী ও গবর্ণর জেনরলের ইচ্ছা ও প্রার্থনা। ঐ প্রকার বলরামপুরের ও মায়ামাউএর রাজাকে বলা হইল। তৎপরে গবর্ণর জেনরল সাধারণ্যে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যাবতীয় নাইট ও সহচরকে (কম্পানিয়নকে) তিনি পৃথক পৃথক করিয়া সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সাধারণতঃ সকলকে এই অনুরোধ করা হইল, ভারতবর্ষীয় ষ্টার অতি প্রধান সম্মান চিহ্ন। রাজ্ঞী নিজে ইহা ধারণ করিয়াছেন। প্রিন্স অব ওয়েলস প্রধান নাইট। অতএব যাঁহারা এ সম্মানভাজন হইলেন, তাঁহারা রাজ্ঞীর ঔদার্য্য স্মরণ করিয়া যেন তাঁহার প্রতি ভক্তি ও তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করেন।

১৭ ই নবেম্বর মহারাজ সিন্ধিয়া ভোজ দেন। ঐ দিবস বিখ্যাত তাজমহল ও তন্নিকটবর্ত্তী উদ্যান নানা বর্ণের দীপমালায় ভূষিত হয়। সহস্র সহস্র দীপ যমুনার জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে আগরার মিউনিসিপালিটি ঐ

...র আলোক দিয়াছেন। রবিবার ... হয় নাই। সোমবার গবর্ণর জেন... দীক্ষা হওয়াতে দরবার বন্ধ হয়। ...লবার নগর প্রধান দরবার হয়। ঐ ...স বাবতীয় সদার ও গবর্ণমেণ্টের ...চারী তত্রাসন্নালোকে গমন করেন ...ল জেনেরল এক বক্তৃতায় আগন্তুক ...ও সদারদিগকে রাজ্ঞীর প্রতি ...ক্তি প্রদর্শন ও উৎকৃষ্ট রূপে আপন আপন ...শাসন করিবার অনুরোধ করেন। ...বক্তৃতা নূতন কিছুই ছিল না। জন... ...প্রদর্শন এই সকল দরবারের ...শ্য, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ...কানিঙ যে গাম্ভীর্য্য ও বিনয়ানত ...শন করিয়াছিলেন, সর জন লরেন্স ...প্রদর্শনে সমর্থ হন নাই। উ ভবাব ...কে নূতন শিরোপা হইয়াছে। যাহা ..., তিনি দরবারের আড়ম্বরে লাড ...ডকে জয় করিয়াছেন। আমরা ...র দরবারের বৃত্তান্ত মাত্র বর্ণন করি ..., কিন্তু ইহাতে যে ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ...রাজ হোলকার দরবারে আসিতে না ...তে ইংলিসম্যান যে সাক্ষী পাঠ ...রু করিয়াছেন, তদ্বিষয় অবগত হই... নিমিত্ত পাঠকগণকে আগামীবার ...ক প্রতীক্ষা করিতে হইল।

বিজ্ঞাপনী প্রস্তাবের ...

...দেশ কাহাদের বিজ্ঞাপনীতে ...সংক্রান্ত একটী প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে ...লোম চ প্রকাশে... ...পূর্ব ...তাহারা যে স্বীকারে লক্ষিত ...উ ... কাণ্ড ... যে বিষয়ে দোষারোপ করিয়াছি ...বিজ্ঞাপনীর প্রস্তাব-লেখক ... ...সংক্রান্ত শব্দকে মুক্ত করিয়াছেন। ...তাঁহার এই প্রসঙ্গ যে প্রস্তাবকে ...প্রস্তাবে ... হইয়াছে।

তিনি বলেন, এ অঞ্চলের লোকে নৌকে কে ...ৌকা বলে, অ মরা অগ্রে তাহার সংশোধন চেষ্টা না করিয়া পূর্ব্ব অঞ্চলের কথা সংশোধন করিতে গিয়াছি। এ বিষয়ে ...য় আমরা কি উত্তর দিব, বোধ হ... বিজ্ঞাপনীর প্রস্তাব লেখক কোন অজ্ঞ লোককে নৌকা উচ্চারণ করিতে শুনিয়া থাকিবেন, তাহাতেই তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এ অঞ্চলের সকল লোকে নৌকা উচ্চারণ করে, বাস্তবিক তাহা নহে, যদি কেহ অজ্ঞান বশতঃ কোন শব্দের অযথা-র্থ উচ্চারণ করে, সম চার পত্রের তৎসংশোধন প্রবৃত্তির সম্ভাবনা কি?

বিজ্ঞাপনীর প্রস্তাব লেখক এক স্থলে লিখিয়াছেন, আমরা এ অঞ্চলের গৌরব ...স্পৃহা হেতুই তাঁহাদিগের ভাষা দোষ ...র্ত্তন ও তৎসংশোধনের উপদেশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তিনি এই প্রসঙ্গে অভিমানের কথাও আনিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক, এ সকলের প্রসঙ্গ উপস্থিত করা তাঁহার বিবেচনাসিদ্ধ কার্য্য হয় নাই। ঢাকাপ্রকাশ আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষ দেখেন, আর তিনি আত্মগৌরবের আরোপ করিতেছেন, ইহার অন্য-তর কোনটী প্রমাণ হইবে। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, তাঁহাদিগের পরস্পরের বাক্য পরস্পরের দোষারোপের খণ্ডন করিতেছে। আমরা ইঁহার কোন দোষে দূষিত নহি, বাস্তবিক আমরা সুহৃদ্ভাবেই উপদেশ দিয়াছিলাম।

একণে আর একটী বিষয়ের প্রসঙ্গ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা বিধেয় হইতেছে না। বিজ্ঞাপনীর প্রস্তাব লেখক বলেন, যাবৎ সংস্কৃত ও সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করা না হইবে, তাবৎ পূর্ব্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয় উভয় ভাষার একতা হইবার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, সংস্কৃত বাঙ্গলা ভাষার মূল বটে, কিন্তু উভয় ভাষার রচনাগত বহু বৈলক্ষণ্য আছে। উভয় ভাষার ব্যাকরণও এক বিধ নয়। লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা হইতে যে যে ভাষা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তৎসর্ব্বত্রই এই নিয়ম। বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ লেখকেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের যত অনুকরণ করিতেছেন, ততই তাঁহাদিগের ব্যাকরণ অনুপযোগী হইতেছে। সংস্কৃতে লিঙ্গ নির্ণয়ের অভিধানই একমাত্র গতি। কিন্তু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা সর্ব্বদা সংস্কৃতের চর্চা করিতেছেন, তাঁহাদিগেরও সময়ে সময়ে লিঙ্গ নির্ণয়কালে ভ্রম জন্মে। বাঙ্গলা ভাষাতেও কি ঐ রূপ সংস্কৃত অভিধানের অনুসরণ করিয়া ... অকারণ কঠিন করিবার ... বিধেয় হয়? বুদ্ধিমান লোকেরা কি সংস্কৃতের এইরূপ অলৌকিক অনুসরণকে উপহাসকর জ্ঞান করেন না? "ইঁহার দ্বারা কার্য্য সাধন হয়" এস্থলে, ইহার এটী সম্বন্ধ কারক হয়। অথচ এস্থলে এইরূপ বলা অধিক সঙ্গত হয় না, উঁহার দ্বারা এটী করণ কারক এই রূপ বলিয়া নিশ্চিন্ত হও। উচিত হয়। বিভক্তির আকার কি এই রূপ? "বৃক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত" "আর বৃক্ষ অবধি এপর্য্যন্ত" এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, হইতে যদি অপাদান কারক বিভক্তি হইতে পারে, অবধি শব্দটী বিভক্তি বলিয়া পরিগণিত না হয় কেন? এস্থলে বিজ্ঞাপনীর প্রস্তাব লেখক ভূবনসারের প্রতি রহস্য সন্দর্ভে কটাক্ষ নিক্ষেপের যে প্রসঙ্গ করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদিগের মৌনাবলম্বনই বিধেয়। কারণ রহস্য সন্দর্ভ লেখক কেবল বিদ্বেষপরবশ হইয়াই ভুবনসারে দোষারোপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ এই, ভুবনসার কোন সম্পাদককেই দেখিতে হয় নাই, রহস্যসন্দর্ভকার

গালি দিবেন এই উদ্দেশ্য করিয়াই বাজার হইতে একখানি কিনিয়া আনেন। তিনি এমনি বিবেচনাশূন্য হইয়াছিলেন যে কোন্‌টী ভুবনবাবুর নিজের লেখা আর কোন্‌টী উদ্ধৃত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ভুবনবাবুর মতে বাঙ্গালায় উচ্চারণের নিয়ম নাই, অতএব তিনি সে নিয়মও করেন নাই। তবে সংস্কৃতে কিরূপ আছে দেখাইবার নিমিত্ত বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। রহস্যসন্দর্ভকার সেই অংশ লইয়াই যত আড়ম্বর করিয়াছেন। যে গ্রন্থখানি সর্ব্বাংশে সমস্তরূপে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে তাহার দূষণ চেষ্টাতে কি রহস্যসন্দর্ভকারের কেবল বিদ্বেষ প্রকাশমাত্র ফল হয় নাই? ভুবনবাবুর পরিশ্রম প্রসঙ্গে তাঁহার নিন্দা করাই বা কেন? আমাদিগের অধিকতর করুণা ও ঘৃণার বিষয় এই, ভুবনবাবুর [illegible] অপাদান কারকের কারকত্ব সংস্থাপন করিতে গিয়া রহস্যসন্দর্ভকার কেবল "সংস্কৃত ব্যাকরণে এরূপ নাই এরূপ নাই" বলিয়া চীৎকার করিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় অপাদান বলিয়া একটী স্বতন্ত্র কারক স্বীকার না করিলে যে কি দোষ হয়, তৎপ্রদর্শনে সমর্থ হন নাই।

বিবিধ সংবাদ।

৫ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

সম্প্রতি অযোধ্যার তালুকদারেরা এক সভা করিয়া কমিশনর [illegible] সাহেবকে [illegible] প্রদান করিয়াছেন। তালুকদারেরা [illegible] ভূমির বন্দোবস্তের বিষয়ে [illegible] প্রকার প্রণালী প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] কৃতজ্ঞতা স্বরূপ [illegible] দেওয়া হইয়াছে। [illegible] উপস্থিত ছিলেন।

তত্রস্থ জমীদারেরা [illegible] দিতেছেন। [illegible] খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। উক্ত [illegible] অনেক সাহায্য [illegible] করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে [illegible] কলেজের ডিরেক্টর আলেকজাণ্ডার সাহেব আক্ষেপ করিয়াছেন পুনা কলেজের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু এলফিনষ্টোন কলেজের সংখ্যা সমান রহিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা পারসী লোকের অপেক্ষা বিদ্যাশিক্ষায় অধিকতর অনুরক্ত। পারসীরা সন্তানদিগকে সামান্য মাত্র শিক্ষা দান করেন। ডিরেক্টর বলেন [illegible] আর কোন প্রধান পারসী বংশীয় ছাত্রকে কলেজে শিক্ষা পাইতে দেখা যাইতেছে না। পারসীরা বাণিজ্য [illegible] সুতরাং তাঁহাদের অধিক শিক্ষা প্রয়োজন ও অনুরাগ হয় না।

কলিকাতার [illegible] হইতে যত মকদ্দমা [illegible] উপস্থিত হয় তাহার প্রথম বিচারকালে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন উকীল থাকেন না। এজন্য অনেক সময় [illegible] আপনাদিগের [illegible] একজন উকীল [illegible]। [illegible] এক একজন গবর্ণমেণ্টের পক্ষের উকীল থাকা উচিত। নূতন কার্য্যের জন্য [illegible] টাকা মাসিক ব্যয় হইবে।

অনরেবল [illegible] বলেন মিস কার্পেণ্টার [illegible] প্রস্তুত করিবার জন্য এক [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। মিস কার্পেণ্টার [illegible] আসিয়া ভারতবর্ষীয় [illegible] সাহায্য করিবেন। [illegible] গমন করিবেন।

পূর্ব্বচন্দ্রোদয় একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তাব লিখিয়াছেন, [illegible] মাজিষ্ট্রেট [illegible] অনেক [illegible] সাক্ষাৎ [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন [illegible]।

ইনকমট্যাক্স [illegible] কর্ম্মচারী [illegible] টাকা [illegible] পারেন। [illegible]

একজন [illegible] চিকিৎসক [illegible] তিনি [illegible] বিস্তর [illegible] প্রচার করে। [illegible] কষ্ট [illegible]

প্রকাশ করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

কটকের কমিসনর টেলিগ্রাম করিয়াছেন তথায় পুরাতন চাউল ১০/ অবধি ।৫।০ সের এবং নূতন চাউল /৭/ সের বিক্রীত হইতেছে। পুরীতে পুরাতন /৮॥ সের নূতন ।৫ সের। বালেশ্বরের কালেক্টর বলেন তথায় [illegible] সের ও অন্য স্থানে ॥০ সের চাউলের দর। কলিকাতায় অদ্যাপিও দুর্ভিক্ষ [illegible] হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যার্থ এপর্য্যন্ত ২,৭৭,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। লণ্ডনের লার্ড মেয়র চাঁদা গ্রহণ করাতে [illegible] হইয়াছে। শীঘ্র ভারতবর্ষে বিস্তর টাকা প্রেরিত হইবে।

[illegible] বলেন বড়দিনের পর গবর্ণর জেনারল গোয়ালিয়রে গমন করিবেন। উচিত, এখনও এখানে ভাল শীত পড়ে নাই।

উক্ত পত্র সংবাদ পাইয়াছেন, [illegible] পেশোয়ারের দুর্গ নির্ম্মাণ বন্ধ করিবার [illegible] করিয়াছেন। এই দুর্গনির্ম্মাণ সর জন লরেন্সের এক কীর্ত্তি। এখানে আর ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার প্রস্তাব হয়।

আমরা বর্দ্ধমানের মিউনিসিপালিটির নিয়মাবলীর মধ্যে দর্শন করিলাম কোন ব্যক্তি কমিসনরদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন স্থানে কূপ, পুষ্করিণী খনন করিতে পারিবেন না। [illegible] কূপের পক্ষে কি এই নিয়ম? পুষ্করিণীর বিষয়ে অনুমতি গ্রহণ [illegible]। আমাদিগের দেশে যাঁহার সঙ্গতি হয় তিনিই একটা পুষ্করিণী করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেক স্থলে এগুলি সাধারণ অনিষ্টের হেতু হয়।

[illegible] বলেন, বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত [illegible] অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। সম্প্রতি [illegible] পরীক্ষায় [illegible] হইয়াছেন। [illegible] পরীক্ষকগণ [illegible] প্রশংসা পত্র [illegible] ক্ষেত্রবাবু [illegible] পরীক্ষা [illegible] তিনি কিছু দিন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে [illegible] ছিলেন, কিন্তু [illegible] তিনি [illegible] করিয়াছেন।

৬ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে [illegible] স্থির হইয়াছে। [illegible] কথা শুনা যাইতেছে।

অযোধ্যার [illegible] শান্তি হইয়াছে। [illegible] নামক বিদ্রোহী রাজকুমার [illegible] ও কারারুদ্ধ হইয়াছেন। কর্ণেল [illegible] এই গোলযোগ নিবারণ [illegible]। [illegible] আগামী বর্ষে দুর্ভিক্ষ হইবার সম্ভাবনা।

আমরা কলিকাতা [illegible]

মধি. হাবিংটন নামক এক জন ইউরোপীয় এক জন চৌকিদারকে প্রহার করাতে তাহার মা পরিশ্রমে দুই সপ্তাহ মেয়াদ হইয়াছে। ম উড ও হেনরি মার্গন ঐ প্রকার অপরাধ রাতে তাহাদিগের শান্তি পরিশ্রমের সহিত ই সপ্তাহ কারাবাস হইয়াছে। ব্রাউন সাহেব হলে দুই এক টাকা জরিমানা মাত্র করিতেন।

বোম্বাইয়ে পুনর্ব্বার তুলার বাণিজ্য বৃদ্ধি হই ছে। কিন্তু বণিকেরা অগ্রজাত স্থলে ধান্য ক চ্ছে তাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না। এবারও নেকে অংশ ক্রয় বিক্রয় নিবন্ধন অতি পুরণ রিবার সুযোগ পাইবেন। এবার তাঁহারা যেন ধান হন।

৭ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

১৭ ই নবেম্বর সর সিসিল বীডন আগরা তে দিল্লীতে গমন করিয়া তত্রত্য যমুনার সেতু দর্শন করিয়াছেন। পাঠকগণ অবগত থাকি ন, কার্য্যের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষীয় রেলও র সমুদায় অংশ লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অধীনস্থ, তএব এতদ্দর্শন তাঁহার আবশ্যক কর্ম্ম।

আসামে কয়েকটী নূতন উপবিভাগ হই ছে। উপবিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে উপ র আছে বটে, কিন্তু যদি যোগ্য লোকের র তাহার ভার সমর্পণ করা হয়।

তুরস্কের সুলতান আরব হইতে অধিক খ্য অশ্ব বিদেশে রপ্তানী করিতে নিষেধ করি ছেন। নিয়মিতরূপে অশ্ব প্রেরণ না হইলে তান আশঙ্কা করেন, আরব দেশ শীঘ্র অশ্ব হইবে। ইংরাজ কমান্ এ নিয়ম প্রবর্ত্ত করা র চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনু রক্ষা হয় নাই। বিদেশে অশ্ব প্রেরণের বন না করিয়া যাহাতে অশ্ব সংখ্যা বৃদ্ধি হয় াই করা উচিত ছিল।

সোমবার গবর্ণর জেনরলের পীড়া হওয়াতে দিবস দরবার হয় নাই।

চিকিৎসালয়ের সাত জন ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী স্পেক্টর জেনরল তাঁহাদিগের বর্ষের কাল হইবার পূর্ব্বেই ক্রাণবোরণের নূতন নিয়মা রে পেন্সনের আবেদন করিয়াছেন। ভারত য় চিকিৎসকদিগের প্রতি যে সদ্ব্যবহার করা তাহাতে তাঁহারা যে চটিয়া থাকেন ইহাই র্য্য।

লাহারণ মত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আজ্ঞাকে ন্ন করিয়াছে। সর সিসিল বীডন কেবল ম্পিয়র সাহেবকে উৎকলে প্রেরণ করিতে ক ছিলেন, কিন্তু গবর্ণর জেনরল এ আজ্ঞা ক করিয়া এক কমিসন নিযুক্ত করিয়াছেন। ম্পিয়র সাহেব বিচারপতি অর্দ্ধ কাবেল এবং র পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্ক াগের সেক্রেটারি লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল মটিন সনের সভ্য হইয়াছেন। আমরা ভরসা হইয়া সকল বিষয় প্রকাশরূপে বর্ণন বেন। কত দূর কি হইয়াছে? গবর্ণমেণ্ট র সাহায্য দান করিলে এত লোকের প্রাণ হইত কি না? যাহা হইয়াছে তাহা ও কি না এবং দুর্ভিক্ষ কালোপযুক্ত খাল খনন

প্রভৃতি কার্য দূর হওয়া সম্ভাবিত? এ সকল বিষ সম্যক্‌রূপে যেন বিবেচিত হয়।

অযোধ্যা, হাজারিবাগ ও মধ্যপ্রদেশে নূতন বারিক প্রস্তুত হইতেছে। বিবা হত সৈনিকদিগের অবস্থান জন্য স্থানে স্থানে নূতন বারিক হইবে। বিদ্রোহের সময়ে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে সম মাত্র যে বারিক হয়, এক্ষণে তাহা অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইতেছে। সেনানিবাসের অপব্যয়ই ভারতবর্ষের অকুলানের কারণ হইয়াছে।

আমরা টাইমস অব ইণ্ডিয়ার লিখিত সমাচারটীতে সংবাদ আহ্লাদিত হইলাম। জাউ নগরের রাজা আপন রাজ্যে কয়েকটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাহা বিচারপ্রণালীরও অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, সকলেই অল্প ব্যয়ে বাটীর নিকটে বিচার প্রাপ্ত হন এমত উপায় করা হইতেছে। জাউ নগর দরবারের গেজেট নামক এক সরকারী গেজেট প্রকাশিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের গেজেটের ন্যায় ইহাতে যাবতীয় নিয়ম প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

৮ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

পেনিনসুলার কোম্পানি আগামী জানুয়ারি অবধি বোম্বাই ও সুএজের মধ্যে সাপ্তাহিক ষ্টীমর লইয়া যাইবার মানস করিয়াছেন। কোম্পানির নির্দিষ্টপূর্ব্বস্থিত অংশ বিক্রীত হইবে।

আবিসিনিয়ার রুদ্ধ ইংরাজদিগের মুক্তির জন্য লার্ড ষ্টানলি কার্ড সাহেবকে রাজা থিওডোরের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। রাজ্ঞী উপঢৌকন ও একখানি পত্র প্রেরণ করিয়া রাজাকে রুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে মুক্ত করিতে অনুরোধ করিতেছেন। যদি হতভাগ্য কয়েদিগণ জীবিত থাকেন, তাহা হইলে এবার মুক্ত হইতে পারেন।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, ভারতবর্ষীয় সভার সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। সভা সচরাচর সাধারণের হিতকর বিষয়ে যে মনোযোগ প্রদর্শন করেন তাহা এতদ্দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। কলিকাতায় জষ্টিসেরা নগরের টাকার যে অপব্যয় করিতেছেন, সে বিষয়ে সভা লার্ড ক্রাণবোরণের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় সভার একটি বিশেষ ত্রুটি দেখিয়া আসিতেছি। সভা এ দেশের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে ভাল মন্দ কিছু বলেন না।

বিশপ কটনের স্মরণার্থ চিহ্নের জন্য প্রায় ১৫০০০ টাকা চাঁদা হইয়াছে। কিন্তু ৫০০০০ টাকার প্রয়োজন। আর্চ ডিকন প্রাট অনুমান করেন এক লক্ষ টাকা উঠিবে। কিন্তু ইহার সম্ভাবনা অতি অল্প।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সংবাদ পত্র সমূহ রাম পুরের অদ্ভুত বিচারপ্রণালীর ত্রুটী উদাহরণ দিয়াছেন। এক ব্যক্তি হত্যা করাতে তাহার প্রাণদণ্ডের নর আজ্ঞা হয়। মুসলমান আইন অনুসারে জল্লাদ তিন কোপ দেয়, ইহাতে যে বাঁচিয়া থাকে, তাহাকে আর বধ করা হয় না। এক ব্যক্তি এই কোপ হইতেও বাঁচিয়াছিল, তথাপি পুনর্ব্বার তাহাকে জল্লাদের হস্তে দেওয়া হয়।

আর এক ব্যক্তি চুরি করাতে তাহার ডান হস্ত কাটিয়া উক্ত তেলে ডুবান হয়। সে পোড় ...তে ও যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ... এ পৈশাচিক হস্তি শাসনে নিক্ষেপ দয়ার ... ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যদ পারিলে নিষ্ঠুর ... ক্রমে প্রথা উঠিয়া যাইতে পারে।

কুচবেহারে ক্রমশঃ অহিফেনের চাষ ... হবে। তথায় গবর্ণমেণ্টের অহিফেন বিক্র... হইবে। যে লাভ হইবে, তাহা রাজাকে দেওয়া ... হইবে। ইহা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ও ... উভয়ের সুবিধার বিষয়।

দিল্লী হইতে অমৃতসর পর্য্যন্ত রেলওয়ে ... প্রস্তুত হইতেছে। দুই বৎসরের মধ্যে ... প্রস্তুত হইবে।

সম্প্রতি জামালপুরে এক জন এবং চাক... কল হইতে কয়লার গাড়ীতে যাইবার সময় ... পতিত হইয়া হত হইয়াছে। রাণীগঞ্জে ... একখানি মাল গাড়ী যাইতেছিল তখন ... বাস্প রেল পার হইবার চেষ্টা পাওয়াতে ... তাহার উপর পড়িয়া তাহার প্রাণ নষ্ট ক... য়াছে।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, সম্প্রতি ... রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এক দরবার করেন ... ১০০০ প্রজা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন ... সকলকে বলিলেন এক্ষণে তিনি প্রাপ্তবয়... হওয়াতে প্রজাদিগের রক্ষার কার্য্যভার ... ছেন, এবং সকলে তাঁহার আজ্ঞানুসারে ক... করিবেন। রাজ্য শাসনের ভার উজীর, ... ও রাজার পিতৃব্য শীর্দবাগ সিংহের হস্তে ... হইয়াছে। প্রথম মন্ত্রী ভূমি, লবণ, লৌহ, ... ও দুর্ভিক্ষ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। দ্বিতী... মন্ত্রী পূর্ত্তকার্য্যের এবং সুপ্রিম কোর্ট... ও দেওয়ানী মকদ্দমা করিবেন। রাজা বলিলে... তিনি নিজে প্রত্যহ বিচার করিবেন, এবং বি... রপ্রণালী ও ধনাগারের ব্যয়ের প্রতি বিশে... দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি আরো বলিলেন, প্রতি... নিধিদিগের অধীনে উৎকোচ গ্রহণের প্র... ছিল, কিন্তু এক্ষণে যে কর্ম্মচারী এ দোষ করি... বেন তাঁহার গুরুতর দণ্ড হইবে। প্রজাদিগকে ... তিনি আপন আপন সন্তানদিগের বিদ্যাশিক্ষা... দিবার অনুরোধ করিয়াছেন। রাজা নিজে বিদ্যা... লয় চিকিৎসালয় ও চা-ক্ষেত্র করিয়াছেন... এতদ্দেশীয় রাজগণ শাসন বিষয়ে উৎকর্ষ সা... করিতে যত্নবান হইতেছেন, এটি বিশেষ আহ্লা... দের বিষয়। তাঁহারা যদি পূর্ব্বতন কাজি প্রভৃ... তির পরিবর্ত্ত করিয়া কলিকাতা, মান্দ্রাজ ... বোম্বাই হইতে কর্ম্মচারি ও বিচারপতি লইয়া ... যান তাহা হইলে ভাল কাজ হইতে পারে।

গবর্ণর জেনরল গোয়ালিয়রে গমন করিতে... তেছেন। এই উপলক্ষে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ... বলেন, "মহারাজ সিন্দিয়া সম্মানিত হইবে... বলিয়া সর জন লরেন্স গোয়ালিয়রে যাইতে... ছেন, তথায় মহারাজের সৈন্যদিগের শিক্ষা... কৌশল দর্শন করা হইবে। আমরা বোধ করি... দুর্গটী আমাদিগের হস্তে থাকিবে কি না এ... পুরাতন প্রস্তাব এক্ষণে উত্থাপিত হইবে না... সিন্দিয়া এক দল অতিরিক্ত কামানের জন্য যাহ...

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা কখন পুনর্ব্বার অর্পণ করা হইবে না।" স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই বটে, যেমন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক হায়দরাবাদের নিজাম বেরার দিয়াছেন, এবং অযোধ্যার রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন।

ইংলিসমান সংবাদ পাইয়াছেন, আফজুল খাঁর কাবুলীয় ও তুর্কী স্থানীয় সৈন্যদিগের পরস্পর দাঙ্গা হইয়া উভয় দলের কয়েক জন হত হইয়াছে।

৯ ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

২১ এ নবেম্বর বুধবার ভারতবর্ষীয় সভাগৃহে কানিঙ স্মরণার্থ সভার অধিবেশন হয়। জন কক্রেণ সাহেব সভাপতি। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের মৃত্যু হওয়াতে কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল সম্পাদক মনোনীত হন। লার্ড কানিঙের অশ্বারূঢ় প্রতিমূর্ত্তির জন্য ৫০০২১ টাকা চাঁদা হয়। ৩৫০০০ টাকা ভাস্কর ফোলি সাহেবকে দিতে হইবে। ১৮৬৮ অব্দের মে মাসের মধ্যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হইবে। এপর্য্যন্ত নানা বিষয়ে ২৮,০৮৪।১০ ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট ২২৬৪২৮৵১০ টাকা জমা আছে। ব্যয় হইয়া অনেক টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। দ্বিবিধ স্মরণার্থ চিহ্নের কি হইল?

বোম্বাইয়ের সাধারণ কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৩০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতেছেন। সুদ শতকরা পাঁচ টাকা। তিন বৎসরে কিস্তিবন্দী করিয়া ১০ ২০ ও ৩০ লক্ষ টাকা শোধ দেওয়া হইবে। সাধারণ কার্য্যের জন্য কর্জ্জ করিবার প্রথা ক্রমশঃ প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বারকের ব্যয় কমে কমিবে? তাহা হইলে যে টাকা আছে তাহাই যথেষ্ট হয়।

গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মনিঅর্ডার প্রচলিত করিবার মানস করিয়াছেন। মনিঅর্ডরের সহিত সেবিঙব্যাঙ্ক করিলে যথার্থ কাজ হয়। কিন্তু এদেশে গ্লাডষ্টোন সাহেবের ন্যায় লোক নাই।

ইংলিসমান শ্রবণ করিয়াছেন ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে দ্রব্য আনয়নের সময়ে অনেক চুরি হয়। শস্য দুর্মূল্য হওয়াতে চুরি অধিক হইতেছে। চোরেরা শকট যাইবার সময়ে বস্তায় হুক লাগাইয়া নীচে হইতে টানে। বস্তা ভূমিতে পড়ে এবং তাহারা অনায়াসে পলায়ন করে। এ অবস্থায় শকট স্থগিত করিয়া ধরা সম্ভাবিত নয়। নূতন প্রকার চুরি বটে।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন মহারাজ জঙ্গ বাহাদুর ১০,০০০ লোক ও ৫০০ হস্তী লইয়া অযোধ্যার অন্তর্গত জুলসীপুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত কাশীপুরের রাজার কন্যার বিবাহ দিতে আসিতেছেন। ডিসেম্বরের শেষে উপস্থিত হইবেন। এতদ্দেশীয় রাজগণকে বলা উচিত ইউরোপীয় রাজগণের ন্যায় তাঁহারা অল্প সংখ্যক লোক লইয়া অন্যত্র গমনাগমন করেন। যে গ্রাম দিয়া এত লোক যাইবে, তত্রত্য লোকের বিশেষ কষ্ট হইবে এবং পুলিসেরও সম্পূর্ণ রূপে শান্তিরক্ষা করা কষ্টকর হইবে।

১০ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

রেবেনশা সাহেব রিপোর্ট করেন কটকে চাউল অগ্নিমূল্য হওয়াতে লোকের কষ্ট অনেক কমিয়াছে। অনেক কৃষক অধিক শস্যের লোভে অপক্ক ধান্য কাটিয়াছে।

অদ্য মিস মেরি কার্পেণ্টর বহুবাজারের হিন্দু বালিকাবিদ্যালয় সন্দর্শন এবং বালিকাগণের ইংরাজী বাঙ্গালা ও শিল্প কার্য্যের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিলক্ষণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাইয়ের ন্যায় অত্রত্য সম্ভ্রান্ত ও কৃতবিদ্যেরা ভাবে তাঁহার সম্মাননা করিয়া দেশের গৌরব বর্দ্ধন করেন, এই আমাদিগের অভিলাষ।

সর সিসিল বীডন গত কল্য ১ টার সময়ে আগরা হইতে আগমন করিয়াছেন।

রেবিনিউবোর্ডের প্রার্থনানুসারে পুরীর দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যার্থ আর দশ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৯ ই নবেম্বর প্রাতঃকাল—সেরানো ও ভিলা ও কার বাড়িকাল দলের প্রধান মনোনীত হইয়াছেন। মাক্সিমিলিয়ান সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন, বলিয়া যে জনরব হয় তাহার তাহা অলীকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

কানিডাতে ফেনিয়ানদিগের দণ্ড হওয়াতে ইউনাইটেড ষ্টেটসের সর্ব্বস্থানে সভা হইয়া ইহার বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশ করা হইয়াছে। রাজ্ঞী বিক্টর ইমানিউএল প্রকাশ্যরূপে বিনিসে প্রবেশ করিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই নবেম্বর প্রাতঃকাল—ক্রীটের বিদ্রোহিদিগের ক্ষমা করা হইবে ঘোষণা করা হইয়াছে।

রোম হইতে সৈন্য প্রত্যানয়নের জন্য ফরাসী জাহাজ সকল যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

অক্টোবরে আমেরিকার ঋণের আড়াই কোটি ডলার কমিয়াছে। সেনাপতি সার্ম্মান মেক্সিকোতে গমন করিয়াছেন।

—:০:—

উদ্ধৃত।

(বিজ্ঞাপনী)

"সোমপ্রকাশ ও পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষা।

২ রা আশ্বিনের পত্রিকায় সোমপ্রকাশ পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষা শিরোনাম দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঢাকা প্রকাশ উহার প্রতিবাদ করেন। আমরা উক্তপ্রসঙ্গে এপর্য্যন্ত কিছুই বলি নাই। কিন্তু বিষয়টী অতি গুরুতর। এক্ষণে আমরা অদ্য উক্ত প্রসঙ্গে কয়েকটী কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

আচার ব্যবহার ভাষা রাজনীতি, সামাজিকতা প্রভৃতি মানব প্রকৃতি সম্বন্ধীয় সমুদয়ই ক্রমোন্নতি সাপেক্ষ। একমাত্র দোষ প্রদর্শনকেই এই ক্রমোন্নতির জন্মদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যে পর্য্যন্ত কোন একটী বিষয়ে স্পষ্ট দোষবুদ্ধি না হয় সেপর্য্যন্ত তাহার সংশোধন পক্ষে মনুষ্যের মনে কোন প্রকার চিন্তারও উদ্রেক হয় না। যদি তাহাই হইল, তবে সোমপ্রকাশ পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষাগত দোষ উদ্ঘাটন করিয়া অপরাধী হইয়াছেন, ইহা সমস্ত ব্যক্তি সভ্যতার বিরুদ্ধ। বরং এপক্ষে সোমপ্রকাশ যথার্থ বন্ধুরই কাজ করিয়াছেন এবং এতন্নিমিত্ত সোমপ্রকাশ পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতে পারেন। ইহাতে বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করিলে তাহা পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগেরই অগৌরব সন্দেহ নাই।

সোমপ্রকাশ সম্পাদককে বক্তব্য এই, সম্প্রদায় বা যে বিষয়েরই দোষ প্রদর্শন হউক, উহা সরলভাবেই করা কর্ত্তব্য। যাঁর কোন প্রসঙ্গ করা হয়, তাবতাঁরা দ্বারা স্পষ্ট অনুভব হইতে পারে, এক মাত্র তাঁহাদিগের হিতের নিমিত্তই ঐ কার্য্য করা হইতেছে। উপদেশকের উপদেশ প্রদান কালে এ ভাব স্পষ্ট প্রকাশিত না হয় তিনি উপদেষ্টার উপযুক্ত বান্ধব বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। তাঁহার উপদেশ দ্বারা কোন উপকারও দর্শে না। শিক্ষক যে ছাত্রবর্গকে উপদেশ প্রদান করেন, সেও যদি শ্লেষবাক্যে ছাত্রদিগকে সর্ব্বদা নিন্দা করিতে থাকেন, তবে ছাত্র বর্গও আপন দোষ সংশোধনে চেষ্টিত না হইয়া বরং শিক্ষকের প্রতি অভক্তি ভাবই প্রকাশ করে। এই সোমপ্রকাশ চিন্তা করিয়া দেখুন, সময়ে সময়ে যতবার পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষাগত দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার কিরূপ মানসিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে? সোমপ্রকাশ বলিয়াছেন, পূর্ব্বাঞ্চলীয়েরা প্রথমাবধি এতদঞ্চলের শিক্ষকের নিকটে শিক্ষিত না হইলে ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে পারিবেন না, এতদঞ্চলীয়দিগের লোক উপস্থিত হইলে এই বাক্যের মুখ্য অর্থ কি আপন দেশের গৌরব বর্দ্ধন স্পৃহা নহে পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা কি নির্দ্দোষ? অনেকগুলি শব্দ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে বিকৃত ভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে, তৎসংশোধন পক্ষে সোমপ্রকাশ কোন দিন একটী কথাও বলেন নাই।

এতদ্দেশীয় লোক যকন্দা দিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সোমপ্রকাশ উহারও সম্পূর্ণ পূর্ব্বাঞ্চলের প্রতি চাপান। ভাল করেন নাই। যদি উভয় অঞ্চলের আনুমানিক লোক সংখ্যা গণনা করিয়া কয়েক বর্ষের উভয় অঞ্চলের মকদ্দমার সংখ্যা ধরিয়া এরূপ বলা হইত, তাহা হইলে উহাকে ন্যায় সঙ্গত বলা যাইত।

পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগকে বাঙ্গাল বলিয়া প্রায়ই কিরূপ ঘৃণা ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, বোধ হয় সোমপ্রকাশও একথা অস্বীকার করিবেন না, আত্মগৌরব ও বিদ্বেষ জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের আত্মগৌরবের সামগ্রী। পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা তাহার কোন কারণ করুন? আমরা ত উহাদিগের কোনটীই ধারণ করিতে দেখিতে পাই না। তবে এরূপ ঘৃণা ভাবের কারণ কি? বিদ্বেষ ভিন্ন কথাই নাই। এই রূপ আভিজাত্য লইয়া বিবেচনা। পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা এপক্ষেও অগ্রগামী বলিয়া বোধ হইতেছে না: বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্ম...

...স্থ, বৈদ্য এই তিন শ্রেণীস্থ লোকই প্রধান
...সিংহ কর্ত্তৃক পঞ্চ গোত্রের যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ
...নীত হইয়াছিল, এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে
...তাঁরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রথম
...স্থান এই পূর্ব্বাঞ্চলে (বিক্রমপুর) এখনও বর্ত্ত
... আছে। উভয় অঞ্চলে ইঁহাদের সন্তান
...তির সংখ্যা করিলেও বোধ হয় এই অঞ্চলই
...উচ্চলাভ করিবে। বারেন্দ্রের মধ্যে যে দুইটী
...পতি সমাজপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার
...তিও এই পূর্ব্বাঞ্চলেই (যশোহর, বরিশাল)
...দিগের মধ্যে সেনহাটী প্রভৃতি স্থানই অপে-
...কৃত অধিক মান্য তাহাও এই পূর্ব্বাঞ্চলেই
...। তবে আর পশ্চিমাঞ্চলের আভিজাত্য
...রব কি রহিল? তবে কি তাঁহারা পূর্ব্বাঞ্চলের
... বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতিতে অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ
...ও করিয়াছেন বলিয়া গৌরব করিয়া থা-
...? আমাদের বিবেচনায় পশ্চিমাঞ্চল উহার
...ণ বলিয়া বোধ হয় না, উহা রাজধানীর
... যদি রাজধানীটী কলিকাতায় স্থাপিত না
...া, ঢাকায় স্থাপিত হইত, তাহা হইলে বোধ
...এইক্ষণ পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যা বুদ্ধিতে পূর্ব্বাঞ্চল
...য কিছু পশ্চাদ্গামী হইয়াছে, তাহা হই
...ইত না। বরং পূর্ব্বাঞ্চলেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি
..., আমরা কেবল কল্পনাশক্তির প্রতি নির্ভর
...য়া একথা বলিতেছি না। যখন সম্রাটদিগের
...কার সময়ে যখন এই পূর্ব্বাঞ্চলে রাজধানী
..., তখন সর্ব্ব বিষয়ে পূর্ব্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল
...ও এই অঞ্চলের অনেক ব্যক্তি অপরাঞ্চল
...ও পারস্য ভাষায় সর্ব্বাধিক পটু আছেন।
...ত্রে প্রধান বিদ্যালয় (কালেজ) স্থাপন ও
...মাঞ্চলের প্রাধান্য লাভের আর একটী কা-
... যদি উভয় অঞ্চলে এক সময়ে প্রধান বিদ্যা
...স্থাপিত হইত, তাহা হইলেও বোধ হয় পূর্ব্বা
...কে এখন যেটুকু হীন কল্প দেখা যাইতেছে
... ঐ অপবাদে থাকিত না।
...উভয় অঞ্চলের পরস্পর অনৈক্য ভাব আ-
... করিয়া সোমপ্রকাশ অত্যন্ত দুঃখ ভাব প্র
... করিয়াছেন। উহা সমনস্ক ব্যক্তি মাত্রেরই
...র বিষয় সন্দেহ নাই। সোমপ্রকাশ ভাষা
...তাকেই একমাত্র অনৈক্যের হেতু বলিয়া
... করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য উভয় অঞ্চলের
...র একতা সম্পাদনার্থ অনুরোধ করিয়াছেন,
...রা কেবল ভাষা ভিন্নতাকে অনৈক্যের হেতু
...য়া গ্রহণ করিতে পারি না। ধর্ম্ম আত্মগৌ
...রব ভাষা ভিন্নতা এই তিনটী উভয় অ-
... কারণ বলিয়া আমাদের প্রতীয়মান হই-
...। উভয় অঞ্চলে ধর্ম্মগত কোন অনৈক্য
... এইক্ষণ আত্মগৌরব বোধ ও ভাষা ভি
...। এই দুইটীর মধ্যে আমরা সর্ব্বাগ্রে পশ্চি
...লকে নিরাসন আত্মগৌরব পরিত্যাগ,
...ও উভয় অঞ্চলকে ভাষার একতা সম্পাদ
...অনুরোধ করিতেছি। সামান্য কারণে উভয়
...র একতা পরিত্যাগ করিলে বাঙ্গালীদিগের
...তা নাই ? বলিয়া যে একটী চিরপ্রবাদ

আছে, উহা আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়া দেশটীকে কলঙ্কিত করিবে। এবং দেশীয় দলের দুর্দ্দশার যে কি ক্ষুদ্র গৌরব আছে, তাহাও বিলয় প্রাপ্ত হইবে।

সোমপ্রকাশ পূর্ব্বাঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার অনুকরণ করিতে কহিতেছেন, ঐক্যতা স্থাপনার্থ বলিয়াছেন, ভাষার অনুগত ব্যাকরণ সুতরাং যে প্রদেশে অধিক সংখ্যক গ্রন্থকার উদ্ভূত হইয়া ভাষা বিস্তার করিতেছেন, সেই প্রদেশের ভাষাকে আদর্শ করিয়া দেশ শুদ্ধ লোকের চলা কর্ত্তব্য। এই হেতুর প্রতি নির্ভর করিয়া তিনি পূর্ব্বাঞ্চলকে পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার অনুকরণ করিতে কহিতেছেন, কারণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রন্থকারের সংখ্যা অধিক। আমরা একথা স্বীকার করি, কিন্তু এই অংশে সোমপ্রকাশ অন্যের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্গলা ভাষা এখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই। উহার পূর্ণতা লাভ একমাত্র সংস্কৃতের সাহায্যের প্রতিই নির্ভর করিতেছে। তবে যে যে স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণকে আদর্শ করিলে অনর্থক ভাষার কাঠিন্য হয়, সেই সেই স্থানেই বরং উপায়ান্তর অবলম্বন কর্ত্তব্য। আজি যদি বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের সংশ্রব পরিত্যাগ করে, তবে ইহার কিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা পাঠকবর্গই বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে কি বাঙ্গলা ভাষার সেই পূর্ব্বকার অবস্থা উপস্থিত হয় না। এইক্ষণ ত বাঙ্গলা ভাষাকে নানা মনি নানা পথে লইয়া টানা টানি করিতেছেন। কেহ অপর ভাষার শব্দমাত্র গ্রহণ না করিয়া কেবল সংস্কৃত শব্দ দ্বারাই ভাষার পূর্ণতা করিতে চাহিতেছেন, কেহবা এক্ষণকার চলিত প্রধান প্রধান যে ভাষা হউক শব্দ গ্রহণ করিয়া উহার পূর্ণতা করিতে অভিলাষী হইতেছেন; উহার কি সর্ব্ববাদী সম্মত কোন মীমাংসা হইয়াছে? সোমপ্রকাশ স্মরণ করিয়া দেখুন তিনি, বাঙ্গলা ব্যাকরণের নূতন প্রণালী সংস্থাপন করিতে গিয়া রহস্য সন্দর্ভকারের কিরূপ ভর্ৎসনা সহ্য করিয়াছেন। যাহা হউক আমরা উভয় অঞ্চলকেই সংস্কৃত ব্যাকরণ আদর্শ রাখিয়া ভাষার একতা সম্পাদনার্থ অনুরোধ করিতেছি তাহা হইলে শীঘ্রই কৃতার্থতালাভের সম্ভাবনা আছে। পূর্ব্বাঞ্চল যদি কেবল পশ্চিমাঞ্চলের অনুকরণ করিতেই থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বাঞ্চল সামান্য বিড়ম্বিত হইবেন না? পশ্চিমাঞ্চল হইতে যেমন উত্তম উত্তম গ্রন্থ নির্গত হইতেছে সেইরূপ "হদ্দ মজার শনিবার" "বড় সুখের রবিবার" "আও লক্ষ্ণৌ কলাপাহ" প্রভৃতি কত অসার পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, না আছে ভাব ভাষার লালিত্য না আছে রচনা প্রণালী, না আছে তাহাতে পাঠোপযোগী কথা। সোমপ্রকাশ কি পূর্ব্বাঞ্চলকে উহারও অনুকরণ করিতে কহিবেন।

সংস্কৃত ব্যাকরণকে আদর্শ করিয়া উভয় অঞ্চলের চলিবার আরও একটী বিশিষ্ট হেতু এই কতকগুলি শব্দকে পশ্চিমাঞ্চলীয়েরা অত্যন্ত বিকৃত করিয়াই উচ্চারণ করিয়া থাকেন যথা, "নৌকা" "আঁব" যখন উহার মূল সংস্কৃত শব্দ "নৌ" "আম্র" তখন "নৌকা" আম্র উচ্চারণ করাই অধিক ন্যায় সম্মত। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া তাহা করিবেন না। তাঁহারা ভাষার মিষ্টতা সাধনার্থ বিষ্ণু স্থলে বিষ্টু কৃষ্ণ স্থলে কৃষ্ট বলিতেও লজ্জিত হন না অধিক আক্ষেপের বিষয় এই সোমপ্রকাশ ভাষাগত দোষ বিচারকালে পশ্চিমাঞ্চলকে একদিনও এই কথাটী শুধাইতেও অবসর পান নাই। পূর্ব্বাঞ্চলের কোন কোন ব্যক্তি সোমপ্রকাশের বিদ্বেষ বুদ্ধির কথা যে উল্লেখ করিয়াছেন বোধ হয় তাহা এই হেতু ধরিয়াই বলা হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা বলেন "আমরা পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার অনুকরণ করিব কেন?" তাঁহারা সামান্য ভ্রমে পতিত হন নাই। কোন চির মলীন ব্যক্তিকে গাত্র ধৌত করিবার উপদেশ দিলে তাহার "কেন মলা ধৌত করিব" এই উত্তর যেমন উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের উত্তর তাহা হইতে বড় ভিন্ন নয়। উচ্চারণ দোষে পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষা যার পর নাই কর্কশ ভাব ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চলের স্নেহ সূচক হস্যালাপ শুনিয়া ও তন্মধ্যে মিষ্টত্ব অনুভব করা যায় না যাহা হউক, উপসংহার কালে বক্তব্য এই, উভয় অঞ্চলের ভাষাগত দোষ পরিত্যাগ করিয়া উৎকর্ষানুসারে পরস্পর পরস্পরের অনুসরণপর হওয়াই শ্রেয়ঃ।

সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয়কে ইহাও বক্তব্য, যে "হইবেক" "যাইবেক" "বলিয়াছেলেন না" ইত্যাদি দোষ গুলি পূর্ব্বাঞ্চলীয়দিগের অব্যাবর্ত্তক দোষ নয়। তিনি পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করুণ দেখিতে পাইবেন। ঐগুলি দোষ বলিয়া তাঁহার সংশোধনার্থ উপদেশ দান করুণ। কিন্তু উহা পূর্ব্বাঞ্চলের অব্যাবর্ত্তক দোষ বলিয়া যেন বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করা হয় না।*

প্রেরিত ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।

আমি এক দিবস একটী বিজ্ঞাপন দেখিলাম, ২৭ এ কার্ত্তিক রবিবার বেলা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনার্থ কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩০০ নং ভবনে এক সভা হইবে, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি আহ্বান করিতেছেন, ইহার উল্লেখ বিজ্ঞাপনে না থাকাতে আমাদিগের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। তথাপি ঘটনাটী স্বচক্ষে দেখিবার বাসনা করিয়া আমি কয়েক জন বন্ধুর সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলাম। সভা একটী বস্ত্র নির্ম্মিত গৃহে হইয়াছিল। সভাস্থলে প্রায় ২০০ শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে প্রথমেই সভা করিবার প্রস্তাব হইল এক ব্যক্তি আপত্তি করিলেন, কে অদ্যকার সভা আহ্বান করিতেছেন তাহার নিশ্চয় নাই। অতএব কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দল এ বিষয়ের অধ্যক্ষ স্বরূপ না থাকিলে সভা স্থাপন ন্যায়ানুগত হইতেছে না। আপত্তিকারী মহাশয়ের বাক্য আমাদের ন্যায়ানুগত বোধ হইল। কিন্তু ঐ আপত্তি গ্রাহ্য না হইয়া সভাস্থাপন প্রস্তাব স্থির হইলে পর এক ব্যক্তি সভাপতিত্ব পদে বৃত হইলেন। উপাসনা কার্য্য শেষ হইলে পর সভাপতি আপত্তিকারীর উত্তরদানচ্ছলে কহিলেন যে অদ্যকার সভায় আহ্বান কোন ব্যক্তির নহে, ইহা স্বয়ং জগদীশ্বরের আজ্ঞানুক্রমে ও তাঁহার ইচ্ছায় হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! যদি কেহ একটী মদ্যপানকারিণী সভা করিয়া বলে যে সেই সভা ঈশ্বরের আদেশে বা ইচ্ছায় হইয়াছে, তাহা হইলেও কি তাহাতে লোকে অনুরক্ত হইবে?

তৎপরে শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন একটী বক্তৃতা করিলেন, উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই ভারতবর্ষীয় সমাজ স্থাপন দ্বারা দেশ বিদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ সমুদায় ব্রাহ্মকে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রচার করাই ইহার উদ্দেশ্য, যে হেতুক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী থাকিলে মতের ভিন্নতা থাকিবে, অতএব সকল শ্রেণী একত্রিত করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় যাহা কিছু অনৈক্য দোষ আছে তাহা দূর করিয়া থাকাতে পরস্পর সৌহার্দ্দ করিয়া পরস্পরের উপকারিতা শক্তি ও সাহায্য দ্বারা প্রকৃতরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার বক্তৃতাটী অতি উত্তম হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে এক জন ব্রাহ্ম সভা প্রধান হইয়া সর্ব্বপ্রথমে বর্ত্তমান সভার উদ্দেশ্য বর্ণন করিয়া দুইটী প্রশ্ন করিলেন। প্রথম প্রশ্ন এই, স্থাপিত মাতৃসমাজ হইতে এরূপ পৃথক সমাজ সংস্থাপনের তাৎপর্য্য কি? মাতৃসমাজ হইতে কি দেশের সমধিক উন্নতি সাধন হইতেছে না? ঐ সভা হইতে কি দীক্ষিত ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্ম পরায়ণ আচার্য্য সকল দেশ বিদেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ বপন করেন নাই? ঐ সভা হইতে কি ভিন্ন ভিন্ন স্থানস্থ শাখা সমাজ ও বিদেশীয় জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগকে নীতি নিয়ম ও উপদেশ প্রদান করা হয় নাই? একণে কি সেই মাতৃসমাজ পূর্ব্বাপেক্ষা সুসময় প্রাপ্ত হইয়া নিয়মিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছেন না? তবে কি নূতন সমাজ সংস্থাপক মহাশয়েরা এরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন, যে মাতৃসমাজ যেরূপ আছে সেইরূপ থাকিবে কেবল ব্যবসায়াগার ও বিদ্যালয়ের ন্যায় সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে? অথবা কি তাঁহারা মাতৃসমাজের অনুষ্ঠানাদিতে বিরক্ত হইয়াছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশ্বাসের জন্যই বা এমন কি নিয়ম প্রচার আছে, যদ্দ্বারা সকলেই সেই নিয়মে বদ্ধ থাকিবেন? যদি এক মাত্র ঈশ্বরের ভজনা করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এদেশের বা ভিন্ন দেশের সমুদায় ব্যক্তিই ব্রাহ্ম, কারণ সকলেরই উপাস্য দেবতা এক ভিন্ন দুই নাই। যদি কেহ অন্যান্য স্থানে উপদেশ দ্বারা চৈতন্য, মহম্মদ ও খৃষ্টকে অবতার স্বরূপ বলিয়া আদৃত হন, তবে কে ব্রাহ্ম বা কে অব্রাহ্ম নিশ্চয় হইল না, অতএব প্রস্তাবিত বিষয় স্থগিত রাখিয়া দেশ, কাল, পাত্রোচিত এরূপ নিয়মবদ্ধ করা আবশ্যক, যে কেহ স্বেচ্ছাচারী না হন। তাঁহার কথাগুলি আমাদিগের যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাঁহার বাক্যগুলি এককালে অগ্রাহ্য হইল। তাহার পর কয়েকটী প্রস্তাব করা হইল। এক, উদার্য্য ও প্রীতিবিষয়ক। দ্বিতীয়, মানব জাতির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে সমাজে উপাসনার্থ আগমন করিতে পারেন।

তৃতীয়, জগতের সমুদায় গ্রন্থ হইতে নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ক সত্য গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য এক গ্রন্থ প্রস্তুত করা হইবে।

চতুর্থ, মাতৃসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, যেরূপ ক্লেশ স্বীকার করিয়া কায়মনোবাক্যে ও অর্থ দ্বারা ... সমাজের কার্য্য সকল মহাত্মা রামমোহন রা... বিলাত গমনাবধি নিরবচ্ছিন্নরূপে নির্ব্বাহ করি... আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহাকে পুরস্কার স্ব... মহর্ষি পদবী ও এক অভিনন্দন পত্র ... করা আবশ্যক।

কলিকাতা }
১ লা অগ্রহায়ণ } এক জন বিদেশী ব্রা...

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদ... মহাশয় সমীপেষু ।

মহাশয়! আপনি গত সোমবারের পত্রিকাতে ৩ য় ভাগ মানসাঙ্কের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া... প্রথমতঃ আপনি কোটেসনের মধ্যে লিখিয়াছেন "চারিকে তিন গুণ করিলে ৪ তিনে বার" ইত্যাদি। এই স্থানে একটী ভুল হইয়া... ৪ তিনে বার না লিখিয়া "৩ চারি বার..." লেখা উচিত ছিল: কারণ আমার নিয়মে গুণক পরে গুণ্য রাশি উক্ত হইবে। আ... লিখিয়াছেন "এ রীতিতে পাঠ করিতে ... কিঞ্চিৎ অধিক সময় ব্যয় হইবে" ইত্যাদি। ... কেন যে অধিক সময় লাগিবে আমি ... বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কোটেসনের মধ্যে যে যে কথা লিখিয়াছেন যদি প্রতি ... সেই সকল কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে অ... সময় লাগিতে পারে, কিন্তু আমার পাঠপ্র... সেরূপ নয়, আপনি ২৪ পৃষ্ঠার প্রথম অঙ্ক ... পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। (১)

শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা...

২১ এ নবেম্বর
১৮৬৬।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পা... মহাশয় সমীপেষু ।

সম্পাদক মহাশয়! নদীর দ্বারা যে কত ... উপকার লাভ হইয়া থাকে, তাহা সকলেই ... চনা করিতে পারেন। এমন কি, তদ্দ্বারাই ... নির গৌরব রক্ষা পায় ও লোকের নানা প্র... উপকার দর্শিয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের ... নগরীর নিম্নস্থ বুড়ীগঙ্গা নদীর আধুনিক অ... দর্শনে বোধ হইতেছে যে অল্প সময়ের ম... এ সহরের নাম সমুদায় ও শোভা প্রভৃতি বি... হইয়া যাইবে এবং লোকের বিবিধ ক্লেশ ও...

(১) বাস্তবিক প্রযুক্ত ভ্রম হইয়াছিল। ...

ও দুরবস্থা ঘটিবে। উক্ত নদীতে এরূপ বৃহৎ
ৎ চর পড়িয়াছে ও ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি পাই
ক্ষে যে কিছু দিন পরে ঐ নদী মজিয়া যাইবে
নই নদীর প্রায় অধিকাংশ চরে পূর্ণ হই-
ছ। এ জন্য উহাতে বড় বড় বাণিজ্য নৌকা
জাহাজাদি গমনাগমন করিতে পারে না।
রাং এখানে বাণিজ্যাদি বিষয়ে ব্যাঘাত
ইতেছে। যদি এক্ষণে উক্ত নদী কাটাইয়া
দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিশেষ উপকারের
বনা। যাহা হউক, এ বিষয়ে আমাদিগের
লেনর বকলাণ্ড সাহেবের মনোযোগী হওয়া
ব্য। এতদ্দ্বারা রাজা ও প্রজা উভয়ে-
মহোপকার সাধিত হইবে।
ঢাকার সমীপস্থ নারায়ণগঞ্জ নামক স্থানে
লেলক্ষা ও ধলেশ্বরী প্রভৃতি বিশেষ স্রোত
ী ও গভীরা কতিপয় নদী আছে। এ নিমিত্ত
ায় বৃহৎ বৃহৎ নৌকা স্লুপ ও জাহাজাদি
াতে পারে। সুতরাং সেখানে বাণিজ্য
ারের সুন্দর উন্নতি হইতেছে। ঐ স্থানে
দেশীয় লোক, মগ, ইংরাজ, আর্ম্মানি প্রভৃতি
ক লোকে বাণিজ্য করিয়া থাকে।
বর্ণমেণ্ট ঢাকাতে ইংরাজ পাগলের বাসের
শ দিয়াছেন।

াকা। শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র গুহ।

ান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

ত ২ রা অগ্রহায়ণ শুক্রবার রাত্রি অনুমান
ঘটিকার সময় এখানে একটী সভ্য বিবাহ
ধর্ম্ম মতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে শুনিয়া
াদিত হইবেন। পাত্র বৈদ্যকুলোদ্ভব গো-
নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার সেনের
শ্রীমান প্রসন্নকুমার সেন, কন্যা ব্রাহ্মণজাতি
পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল
ার কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী। কার্য্য হইবার
প্রায় ৩০০ ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা ও খৃষ্টিয়ান
প্রায় ১০। ১৫ এবং অন্যান্য লোক
ত ছিলেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই বিবা-
আহারাদি করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করি-
পাত্রটী একটী ব্রাহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্ম, বয়ঃক্রম
। ২৯ বৎসর, রেলওয়ের একটী প্রধান
একটী প্রধান কেরাণী। এটী ইহার
বার বিবাহ, প্রথম স্ত্রীর প্রায় ৫ বৎসর
কাল হইয়াছে। এত দিন বিবাহ করেন
তাহার কারণ কেবল ব্রাহ্মমতে বিবাহ করি
ই ইচ্ছা ছিল। কন্যার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর,
এটী একটী বেথুন স্কুলের প্রধান শ্রেণীর প্রধান
বালিকা, অনেক বার বহুমূল্য সোণার গহনা পুর
স্কার পাইয়াছেন। দুঃখের মধ্যে দেখিতে এখ-
নও নিতান্ত ছোট, ৮। ৯ বৎসরের মত দেখায়
বলিলেও হয়। প্রসন্ন বাবু যেমন এত দিন
অপেক্ষা করিয়া এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে একটী
দৃষ্টান্ত দেখাইলেন যদি আর কিছু দিন অপেক্ষা
করিয়া বাল্যবিবাহ মানবি ঘুচাইতেন তাহা হই-
লেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। যাহা হউক, আমা-
দের সংবাদ সন্দেহ নাই, একেবারে সকলই আশা
করা যাইতে পারে না। এই জন্য আপনাকে না
জানাইয়া থাকিতে পারিলাম না। বিবাহ যে
প্রণালীতে সম্পন্ন হয়, তাহা সংক্ষেপে বলি-
তেছি। সভাস্থ মহাশয়েরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ
করিলে পর আচার্য্য দ্বয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র
মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত বেদিতে
আসন গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিলেন এবং
বিবাহ কি, উপদেশ স্থলে বুঝাইয়া দিলেন ও পর
স্পরের সম্বন্ধ অদ্যাবধি যাহা হইল, তাহাও বলি
লেন, পরে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ব্রহ্মানন্দজী
কন্যার পিতাকে বলিতে বলিলেন যে "আমার
জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীর আর রাজল-
ক্ষ্মীর মনোনীত পাত্র শ্রীমান প্রসন্নকুমার সেনের
হস্তে প্রদান করিলাম" প্রসন্নকুমার বলিলেন
"আমি গ্রহণ করিলাম" পরে রাজলক্ষ্মীকে
বলিতে বলিলেন "সুখে দুঃখে তাঁহার অনুবর্ত্তী
হইয়া চলিব" প্রসন্নকুমার বলিলেন "আমি
অদ্যাবধি তোমাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলাম"
বেদি হইতে আচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন
"শ্রীমান প্রসন্নকুমার তুমি অদ্যাবধি শ্রীমতী
রাজলক্ষ্মীকে আপন অঙ্গ বলিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ
করিলে?" প্রসন্নকুমার বলিলেন "গ্রহণ করি-
লাম" পরে রাজলক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন
"শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী তুমি শ্রীমান প্রসন্নকুমারকে
আপন স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিলে" রাজলক্ষ্মী
বলিলেন "গ্রহণ করিলাম" পরে তাহাদিগকে
পুনরায় সুমধুর উপদেশ প্রদান করিলেন এবং
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া গান আরম্ভ হইল
এবং তিনটী গান হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

এক জন দর্শক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন মিদং।

মহাশয়! বাঙ্গলা সম্বাদপত্র পড়া আমার
অভ্যাস নহে, কিন্তু সোমপ্রকাশ পাঠে আমি
বিশেষ অনুরাগী। সোমপ্রকাশের অনেকগুলি
প্রস্তাব পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়া থাকি।
কিন্তু মহাশয়! নূতন গ্রন্থের সমালোচনায় যে
সকল প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন তাহা প্রীতিকরের
বিপরীত। ইহাতে মহাশয়কে দোষী করি না,
দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিলে মহাশয়ের
এ দোষ সুসঙ্গত বটে। আমাদিগের দেশে
এক্ষণে সুশিক্ষা এত অল্প, যে মহাশয়ের ন্যায়
ব্যক্তির নিকট এ বিষয়ে অধিক প্রত্যাশা
করিতে পারি না। সুশিক্ষা ব্যতীত গ্রন্থ প্রণয়ন
সম্ভবে, সুশিক্ষা ব্যতীত গ্রন্থ সমালোচন
সম্ভবে না।

এই জন্যে, প্রথম যখন মহাশয় দীনবন্ধু বাবুর
"সধবার একাদশীকে" অপদস্থ বলিয়া সমালো-
চন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তখন এ বিষয়ে
মহাশয়ের সহিত বিতণ্ডা উপস্থিত করা যুক্তি
সিদ্ধ বিবেচনা করি নাই। সধবার একাদশীর যে
গুণ আছে তাহাতে সোমপ্রকাশের নিকট প্রতি
ষ্ঠিত না হইলেও জনসমাজে ইহা আদৃত হইতে
পারিবেক। কিন্তু মহাশয়ের ২৭ এ কার্ত্তিকের
পত্রে দেখিলাম যে মহাশয় কথিত প্রহসনের
দোষোদ্ঘোষণ উপলক্ষে প্রহসনাদির দোষ গুণ
বিচার সম্বন্ধে কয়েকটী সূত্র সংস্থাপনের চেষ্টা
পাইয়াছেন। যদি তাহা মহাশয়ের পাঠক সমাজে
গৃহীত হয়, তবে কাব্য রসাস্বাদন ক্ষমতায়
তাঁহারা অনেক দূর বঞ্চিত হইবেন। এই জন্য
তৎখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইলাম। মহাশয়কে যেরূপ
উদারচরিত্র সম্পাদক বলিয়া বোধ আছে, যদি
আপনি সেইরূপ যথার্থ হন, তবে অবশ্য এই
লিপি আপনার পত্রস্থ করিবেন।

মহাশয়ের চক্ষে দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থের প্রথম
দোষ এই—"নাটকের গল্পটী মনোহর না হইলে
এবং গল্প রচনায় গ্রন্থকারের কৌশল প্রকাশ
না হইলে, চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। সধবার একা-
দশীর গল্পটী অতি সামান্য ইত্যাদি" এ যুক্তি
সর্ব্বাংশে ভ্রমাত্মক। প্রথম ভ্রম, সধবার একা-
দশী নাটক নহে, প্রহসন। প্রহসন, নাটক নহে।
যাহা নাট্যশালায় অভিনীত হইতে পারে, তাহা
কেহ নাটক বলিবে না। যাত্রা নাট্যশালায় অভি
নীত হইতে পারে, যাত্রাকে নাটক বলিব না।
যদি যাত্রা নাটক হয়, তবে "পুতুলের নাচ"
"ভাঁড়ের নাচ" "খেমটা নাচ" এ সকলও
নাটক। অধিক, কেবল কথোপকথনে গ্রন্থ রচিত
হইলেই যে নাটক হয় তাহাও নহে। বোধ হয়
অর্ব্বাচীন মহাকবি গেটের তুল্য এ বিষয়ে অভি

যোগ্য ব্যক্তি কখন লেখনী ধারণ করেন নাই। তিনি কহিয়াছেন যে কয়েকখানি পত্র (চিঠি) লইয়াও একখানি নাটক হইতে পারে। এ বিষয়ে সাহিত্য দর্পণাদিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিস্মৃত হউন। সে সকলের দিন কাল এক্ষণে নাই। যেরূপ আমাদিগের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌-দিগকে উপেক্ষা করিয়া লাপ্লাস ও হর্শেলের নিকট খগোল বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়, সেই রূপ প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগকে ত্যাগ করিয়া বিগেল ও গেটে নির্দিষ্ট অলঙ্কার অধ্যয়ন করুন। নাটক ও প্রহসনের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সুতরাং নাটকে যাহা প্রয়োজনীয় প্রহসনে তাহা প্রয়োজনীয় না হইতে পারে। নাটকে কৌশলময় গল্প আবশ্যক হইলেও প্রহসনে আবশ্যক নহে।

দ্বিতীয় ভ্রম, প্রথমে নাটক-বিষয়ে [illegible], গল্প রচনার কৌশলের বিশেষ [illegible] রাখে না। নাটকের গল্পের চাতুর্য্য [illegible] কিন্তু অতি সামান্য গুণ। যেমন সুন্দরী স্ত্রীলোকের দুই এক খানি সামান্য অলঙ্কারের অভাব থাকিলে তাহার সৌন্দর্য্যের লাঘব হয় না, তেমনি নাটকের এ গুণ না থাকিলে বিশেষ উৎকর্ষের লাঘব হয় না। বস্তুতঃ অতি সামান্য গল্প লইয়া অত্যুৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইতে পারে, অতি সামান্য গল্প (১) লইয়া পৃথিবীতে অনেক অত্যুৎকৃষ্ট নাটক রচিত হইয়াছে। সে সকল নাটকের নিকট গল্পাবলী প্রভৃতি কৌশলময় গল্প সংযুক্ত নাটক [illegible] নিকট খদ্যোতের ন্যায় বোধ হয়। গেটের অদ্বিতীয় নাটক ফষ্টের গল্পটি কি? কিছুই না। তাহা তিন ছত্রে বলা যায়। স্বর্গে ফষ্টের প্রশংসা শুনিয়া, মেফিষ্টফিলিস তাহাকে কুপথে লইয়া যাইবার জন্য ঈশ্বরের অনুমতি লয়েন। পরে ফষ্টের সহিত সৌহার্দ্দ করিয়া তাহাকে প্রণয় সুখ ও পিশাচ লোক দর্শন করান। এই মাত্র। ইহার অপেক্ষা সধবার একাদশীতে গল্পের কৌশল আছে। অথচ ফষ্টের তুল্য নাটক হ্যামলেটের পর আর রচিত হয় নাই। য়ুনানী নাটকের মধ্যে এস্কিলসের প্রণীত 'প্রোমিথিউস' অপেক্ষা আর নাটক নাই, বোধ হয় ভূমণ্ডলে তাদৃশ নাটক আর রচিত হয় নাই। কিন্তু এ নাটকের গল্প ফষ্টের অপেক্ষাও সামান্য। উক্ত কবির "সপ্তবাহু" নামক নাটক অতি বিখ্যাত। কিন্তু তাহার গল্প নাই বলিলেও হয়। দুই ভ্রাতা রাজ্য লইয়া বিবাদ করে, পরে পরস্পরের যুদ্ধে পরস্পরের আহত হইয়া উভয়েই মারিয়া যায়। এতদতিরিক্ত ঐ নাটকের গল্পে যথার্থই আর কিছুই নাই। অথচ যিনি এক বার উহা পাঠ করিয়াছেন, তিনি আর কখন উহা বিস্মৃত হইবেন না। সেক্ষপিয়রের ঐতিহাসিক নাটক গুলিতে কি চমৎকার গল্প আছে? চতুর্থ হেনরির দুই খণ্ডে, পঞ্চম হেনরী ও তৃতীয় রিচার্ডে, অষ্টম হেনরীতে কি গল্প আছে? যাহা কিছু আছে তাহা কাহার না বাল্যকাল অবধি অভ্যাসও থাকে? তবে কেন ঐ সকল নাটক নাটক বলিয়া পরিগণিত হয়?

বস্তুতঃ প্রহসনের গল্পের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিলে তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য বিফল হয়। প্রহসন ইংরাজী হইতে, সেমুএল ফুট ও ডেবিড গ্যারিক প্রভৃতি ইহার স্রষ্টা। তাঁহাদিগের রচিত বা অপরের রচিত এমত এক খানি ইংরাজী প্রহসন নাই যে তাহার গল্পে কিছু বিশেষ চাতুরী প্রকাশ আছে। তবে দীনবন্ধু বাবুর অপরাধ? আপনি লিখিয়াছেন "গল্পের রচনা বিষয়ে গ্রন্থকারের কিছু মাত্র নৈপুণ্য প্রকাশ হয় নাই। অতএব এতৎপাঠে যে চিত্তের বিরক্তি জন্মিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে।" যে ব্যক্তি ক্ষীরে লবণ রসের তত্ত্ব করে, ক্ষীরে যে তাহার বিরক্তি জন্মিবে তাহা আশ্চর্য নহে। দোষটী ক্ষীরের না আপনার? আপনার মতে সধবার একাদশীর দ্বিতীয় দোষ এই যে "সুরাপানের অনিষ্টকারিতা ও সুরাপাননিবারণী সভার উপযোগিতা প্রদর্শন করিয়া সুরাপান বিষয়ে লোকের বিরাগ উৎপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু তাহা সাধিত হয় নাই। নকুলেশ্বর ও নিমেচাঁদ যে কথোপকথন হয়, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সুরাপাননিবারণী সভায় কোন কাজ হইতেছে না, প্রত্যুত কপটতা দোষের সংস্কার হইতেছে।" আপনি এ প্রহসন খানি বুঝিতে পারেন নাই। সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করান লেখকের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু সুরাপান নিবারণী সভার উপযোগিতা দেখান যে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, এ কথা কোথায় পাইলেন? সুরাপাননিবারণী সভার অনুপযোগিতা প্রদর্শন (২) করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ আমারও বোধ হয়, এ সভা, [illegible] যোগী নহে. বস্তুতঃ এ সভায় কেবল [illegible] জন্মিতেছে। গ্রন্থকারের এ উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ [illegible] য়াছে তাহা মহাশয়ই স্বীকার করিয়াছেন [illegible] সুতরাং আপনি যাহা দোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করি[illegible] য়াছেন, তাহা একটী গুণ বলিয়া [illegible] হইবে।

ইহার পর আপনি লেখেন, "[illegible] উপসংহার করা হইয়াছে তাহাও [illegible] উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী নহে। রামধন [illegible] লের অবিনয় ও আচরণ দেখিয়া তাহাকে [illegible] করেন, এই মাত্র মাতালের [illegible] সামান্য মাত্র। সচরাচর এ ঘটনা [illegible] ইত্যাদি। আপনার কত জন দেখাইবে? [illegible] মাতালের শাস্তি হইল? আর কোন [illegible] নাই? অটলের মস্তপাত কি শা[illegible] চিত্তবৃত্তি সকল যে পশুবৎ নি[illegible] হইল, ইহা কি শাস্তি নহে [illegible] শিক্ষক, পরীক্ষক। সমুচিত হইয়া[illegible] নহে? সে যে বেশ্যার জন্য [illegible] ছিল, ইহা কি তাহার শাস্তি নহে [illegible] সে তার জন্য বেশ্যার নিকট [illegible] লেন ইহা কি শাস্তি নহে? [illegible] মনস্তুষ্ট হয় তবে কি তাহা[illegible] মরণান্তে কি তাহার অপেক্ষা [illegible] চিত্তের অধঃপাতই মনোদোষ [illegible] প্রকৃত বটে, তথাপিও বটে [illegible] মন্যপকে এই শাস্তি দিয়াছেন [illegible] মুক্ত বাদের বিশেষ পরিচয় [illegible] পারি অন্য প্রকার শাস্তি দিতেন [illegible] অমূলক ও সামান্য হইত [illegible] থাকিত না। এ দোষও গুণ [illegible]

আরও জিজ্ঞাসা করি, প্রথম [illegible] নকে যদি তাহার পিতা [illegible] তাহাই বা সামান্য শাস্তি কি [illegible] তদপেক্ষা কিসে ভয়ানক [illegible] আর [illegible] প্রকাশ [illegible] নহেন। দুই চারি জন [illegible] রুচিসম্মত হইলেই যদি এরূপ [illegible] কোন কার্য হইতেছে না, তাহা [illegible] কোন সৎ চেষ্টা করা হয় না। [illegible] বীতে জীবন থাকিতে পারেন না [illegible]।

---

(১) গল্পটী সামান্য এবং অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থকারের ক্ষমতা প্রকাশও সামান্য অথচ গ্রন্থ অসামান্য হয় এই আমরা তুক্তন শুনিলাম। স।

(২) আমরা জানি, যাঁহারা মদ্যপান অবলম্বন করিয়া কুক্রিয়া নিবারণের চেষ্টা পান গ্রন্থকারের তাঁহাদিগের সপক্ষতা [illegible] উৎসাহ দেওয়া উচিত, কিন্তু যিনি অভিনয় ব্যবহারকারী হইয়া তাঁহাদিগের চেষ্টার বৈফল্য সম্পাদন করেন, তিনি ইহার লক্ষ্য হউন আমাদিগের

(৩) চোরের যদি অপরাধ[illegible] বিবিধ থাকিত, অমুক চুরী [illegible] আ করিয়াছে, উহার চিত্তবৃত্তি নি[illegible] দিয়া আমি যদি চুরী করি আমার [illegible] দি হইয়া যাইবে, এই ভাবিয়া [illegible] কৌশল হইতে বিরত হইত? স।

[illegible] যাহা সচরাচর ঘটিনা থাকে তাহা কাব্যে সুচিত্রিত করা দোষ না গুণ?

ইহার পরে, অটল যে মদ ছাড়িল বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই, ইহাও গ্রন্থের দোষ বলিয়া উল্লেখিত করিয়াছেন। ইহাও গ্রন্থের গুণ। অটল মদ ছাড়িতে পারিল না ইহাও তাহার শাস্তি। মনুষ্যেরা এক বার মদ্যাসক্ত হইলে আর মদ ছাড়িতে পারে না। ইহা যদি গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করিতে [illegible] হইতেন, তবে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইত না।

তার পর গ্রাম্যতা। আপনি গ্রন্থের কয়েক [illegible] উদ্ধৃত করিয়া কহিয়াছেন "শালা [illegible] এ গুলি কি গ্রাম্য কথা নয়? যে [illegible] বিন্যাস হয় তাহা কি প্রীতিকর হইতে পারে?" আমার উত্তর এ কথাগুলি [illegible] কথা বটে, অতএব যে নাটকে এ গুলি বিন্যস্ত হয় তাহা প্রীতিকর (৪) হইতে পারে।

[illegible] গ্রাম্য কথা কাহাকে বলে? যাহা [illegible] ব্যবহার হয়? মানিলাম এ সকল গ্রাম্য কথা—বলুন দেখি নগরে ইহার পরিবর্ত্তে [illegible] ব্যবহার হয়? কলিকাতার লোক [illegible] কয়াসিস বলে না সংস্কৃত বলে? [illegible] ইতর লোকে ব্যবহার করে, [illegible], তবে আমার জিজ্ঞাসা, ভদ্র [illegible] কথার পরিবর্ত্তে কি বলেন? [illegible] কোষ খুঁজিয়া শব্দ বাহির [illegible]

[illegible] কথা হইলে, কেনই বা [illegible] অপ্রীতিকর হইবে? গ্রাম্য [illegible] কথিত কথা (৫) গ্রাম্য কথায় [illegible] আভিধানিক সংস্কৃতে হইবে?

[illegible] শেষে লিখিয়াছেন, "সধবার [illegible] অবর্ত হয় নাই। একথা স্বীকার [illegible] কি? আরও লিখিয়াছেন [illegible] যে হাস্য, ইহাতে তাহা [illegible] শেষে শুনিব যে মধুতে মিষ্ট (৬)"

সধবার একাদশীর আপনি যে যে দোষ আরোপিত করিয়াছিলেন, একে একে সকলের প্রতিবাদ করিলাম। কোনটীই দোষ নহে, তন্মধ্যে অনেকগুলিই গুণ, ইহা সিদ্ধ হইল। আপনি ইহা স্বীকার করিবেন না, কিন্তু আপনি যদি ন্যায়পর হন, তবে অবশ্য এ পত্রকে সোমপ্রকাশে স্থান দিবেন। আপনি, আপন পক্ষে সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, আমি আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত করিতে চেষ্টা পাইলাম, কে যথার্থ ন্যায়বাদী তাহা আপনার পাঠকেরা বিচার করুন। এই পত্র দীর্ঘ, সোমপ্রকাশে ইহার স্থান হইবে না, যদি এমত আপত্তি করেন, তবে আমার অনুরোধ ও ন্যায়পরতার অনুরোধে এক খানি ক্রোড়পত্রে ইহা মুদ্রিত করিবেন। তাহাতে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে, সে ব্যয় যদি স্বীকার না করেন, তবে যত ব্যয় হইবে তাহা পত্রান্তে প্রকাশ করিলে, তাহা আপনার নিকট অর্থ পৌঁছিবে; আর যদি কিছুতেই আপনি এ পত্র না প্রকাশ করেন, তবে তাহাও লিখিবেন, উপায়ান্তরে এ পত্র আমি আপনার পাঠকদিগের সমীপস্থ করিব (৭)।

কোন কবিবন্ধু।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় দেহকুলা
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক ১৩
„ „ মেদিনীপুর লাইব্রেরির সম্পাদক ৭
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ বৈশাখ ৭

শ্রীযুক্ত এস, রাউসলেন সাহেব বহরমপুর
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ বৈশাখ ৭

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফঃস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা. মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০. তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না।

হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও বর্ণাদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

---

(৪) [illegible] সুবিবেচক লেখকের মত কথা। [illegible] যাহাদিগের শোণিত স্বভাবতঃ উষ্ণ [illegible] কথা কহিয়া থাকেন। স।

(৫) [illegible] বিরক্তভাব প্রকৃতিসিদ্ধ, [illegible] কোন স্ত্রী অথবা পুরুষকে পথে [illegible] বর্ণনে বিরক্ত দর্শন ও শ্রবণ [illegible] বিরক্ত হইবেন কি না? স।

(৬) [illegible] মধুতে মিষ্টতা থাকে না।

(৭) শেষের এই লেখাটুকু দেখিয়া আমরা অধিকতর কৌতুকাবিষ্ট হইলাম। পত্রপ্রেরক লোক ও ভয় প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু সোমপ্রকাশের এ দুই রোগই নাই, দূর হউক, এ অকিঞ্চিৎকর কথা। দীনবন্ধু বাবুর লিখিবার কিঞ্চিৎ শক্তি জন্মিয়াছে, সধবার একাদশী ছেলে খেলা বলিয়া আমাদিগের বোধ হইয়াছিল, তিনি এরূপ ছেলেখেলা না করিয়া সে শক্তি ভাল বিষয়ে বিনিয়োজিত করেন, এই আমাদিগের ইচ্ছা। যদি সধবার একাদশী উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, আর ভ্রম প্রযুক্ত আমারা তাহার উৎকর্ষ বুঝিতে না পারিয়া থাকি, তাহাতে আমরা অপরাধী নহি, ভ্রম প্রযুক্ত বিপরীত জ্ঞান হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নয়, আর সে ভ্রম স্বীকার করাও অনাহ্লাদের বিষয় নহে। কিন্তু সে ভ্রম কাহার, পত্র প্রেরক যে তাহার নির্ণয় প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা আনন্দিত হইলাম। স।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ম ভাগ।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ১৯ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৭। ৩রা ডিসেম্বর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১[illegible] টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক [illegible]

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছু দিগের টিকীট সকল হাবড়া হইতে প্রদত্ত হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সজ্ঞোষার্থ এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, যাহারা বাষ্পীয় রথে রেল পথে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, (পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে আগামী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেসন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনা দিগের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমুদায় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্র বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভ্রমণ সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকীপুর।
বারাণসী
চুণার।
মির্জাপুর
আলাহাবাদ।
কানপুর।
আগ্রা
গাজিয়াবাদ এবং
দিল্লী।

উক্ত প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুগণের ভাড়ার হার।

১ প্রথম শ্রেণী	১২০ টাকা।
২ দ্বিতীয় ঐ	৭০ ঐ

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরোহিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনের লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ইষ্টেসনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ষ্টেসনের ডেপুটী ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ফিকেগান।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোং
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

—০—

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারিলাল রায় প্রণীত "জয়াবতী" নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব বাঙ্গালা কাব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে সচরাচর প্রচলিত ছন্দ ব্যতীত, কতিপয় নূতন ছন্দও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য এক টাকা, এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে দুই আনার ডাকমাশুল পাঠাইতে হইবে। গ্রহণাভিলাষী মহাশয়েরা কলিকাতা কেথিড্রল মিসন কালেজে অথবা নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা, সুকেশ ষ্ট্রীট নং ১৫ } শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

—

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের [illegible] ইংরাজী বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৭, ১৮, [illegible] এবং ২০ এ গৃহীত হইবে।

যে যে পুস্তকে ইংরাজী বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

ইংরাজী। চারুপাঠ ২য় ভাগ [illegible] ইংরাজীতে সহজ সহজ বিষয়ের অনুবাদ করিতে হইবে। [illegible] দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের [illegible] অনুবাদ করিবার [illegible] ও ইংরাজী ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

২ য়। ইংরাজী পদ্য ও গদ্য হইতে ব্যাকরণ ঘটিত শব্দের ব্যুৎপত্তির ও বাক্য বিন্যাসের প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা। প্যারীচরণ সরকারের [illegible] পাঠ্যপুস্তকের ৪ র্থ অধ্যায়ের মধ্য হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে দেওয়া হইবে। উহা দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের বাঙ্গলাতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা ও বাঙ্গলা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার পটুতার পরীক্ষা হইবে।

পাটীগণিত। শুভঙ্করী ত্রৈরাশিক।

ক্ষেত্রতত্ত্ব। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ভূগোল। পৃথিবীর চারিখণ্ডের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণ।

পরীক্ষার্থীদিগকে ভারতবর্ষের সমুদায় অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাইবে।

ইতিহাস। মার্শম্যান সাহেবকৃত বঙ্গদেশের ইতিহাসের ১০ দশ অধ্যায়ের শেষ ১৩০ পৃষ্ঠার মধ্য হইতে প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

...র্ব্ব পরীক্ষার নম্বর দিবার সময়ে হস্তালিপি ...বিবেচনা হইবে।

...ম। ...ই পরীক্ষা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির ...কা ...ই ডিসেম্বরে আরম্ভ হইবে। অতএব ...ৎসবের বন্ধের পর স্কুল খুলিবামাত্র পরী-...র্থিদিগকে আপন আপন নাম স্থানীয় ডেপুটী ...ক্টরের নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। ...ডিসেম্বরের পর কাহারও আবেদন গ্রাহ্য ...হইবে না। আবেদন মধ্যে নিম্ন লিখিত ...গুলি লিখিয়া দিতে হইবে:—

১) পরীক্ষার্থির নাম।
২) তাহার পিতার নাম।
৩) বাসস্থান।
৪) বয়স।
৫) ধর্ম্ম। যদি হিন্দু হয়, তবে জাতি।
৬) যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছে।
৭) ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যে বিদ্যালয়ে ...তে ইচ্ছা করে।
৮) যে স্থানে পরীক্ষা দিবে।

...৯ পরীক্ষার্থিরা পরীক্ষা দিবার প্রথম ...স প্রাতঃকালে যে ব্যক্তির প্রতি ফী আদায় ...র ভার থাকিবে, তাঁহাকে ২ টাকা ফী ...ন করিবে।

১৮৬৬ অব্দের বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পুস্তক।

...সাহিত্য।	তৃতীয়ভাগ চারুপাঠ এবং রচনা।
...ব্যাকরণ।	ব্যাকরণ এবং চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ হইতে শ্রুতলিখন।
...ইতিহাস।	ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড।
...ভূগোল।	পৃথিবীর চারিখণ্ডের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণের পরীক্ষা হইবে, এতদ্ভিন্ন পরীক্ষার্থিদিগকে ভারতবর্ষের সমুদায় অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাইবে।
...প্রাকৃতভূগোল।	রাজেন্দ্রলালের প্রাকৃতভূগোল
...পাটীগণিত।	সমানাংশ ও দশমিক ভগ্নাংশ কুসীদ ব্যবহার এবং চক্রবৃদ্ধি ও বর্গমূল।
ক্ষেত্রতত্ত্ব।	ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ফী গ্রহণ করিবার জন্য যে ব্যক্তির উপর ভার থাকিবে পরীক্ষার্থিদিগকে পরীক্ষার প্রথম দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার হস্তে ১ টাকা ফী প্রদান করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টম নিয়মানুসারে ডেপুটী ইনস্পেক্টরের নিকট স্ব স্ব নাম লিখিয়া দুর্গোৎসবের বন্ধের অব্যবহিত পরেই আবেদন করিতে হইবে।

ই, জি, পোটিস।
উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর।

বিজ্ঞাপন।

"বুঝলে কি না?" নামে একখানি প্রহসন সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়া বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ষ্টানহোপ প্রেসে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

১ লা নবেম্বর। ১৮৬৬।

বিজ্ঞাপন।

কপালকুণ্ডলা।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উক্তগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে।

মূল্য ১ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

তিনখানি কোম্পানির কাগজ চুরি গিয়াছে।

৯৫২৬ নং ২৭২৪০। ২৮ এ ফেব্রুয়ারি ১... ...াইব পরসেণ্ট ১০০০,

৪০১ নং ৩২৮৪৮। ৩০ জুন ১৮৫৪। ...ফাব পরসেণ্ট ১০০০,

৮৩৫৯ নং ৪২৩১ নং ৩১ এ মার্চ ১৮৩৬। ...ফোর পরসেণ্ট ৫০০

কলিকাতা ২ রা অগ্রহায়ণ ১২৭৩। } শ্রীরাম পালিত বড়বাজার, তালাব ঘাটের।

বিজ্ঞাপন।

মির্জাপুরের ... গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৷৴০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৷৴০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

মোল্লাহাটী কন্সর্নের অন্তঃপাতী রঙ্গপুর ডিবিজন বিক্রয়ের দিবস ৩ রা ডিসেম্বর তারিখে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল, এক্ষণে নিউ বেঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানির এজেণ্টদিগের আদেশানুসারে তাহা রহিত হইল।

এ হিলস।

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

কটকের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যে কমিসন নিয়োজিত করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে যে যে বিষয়ের অনুসন্ধানের উপদেশ দেওয়া হয়, সে সমুদায়গুলি মহোপকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু নিম্নলিখিত দুটী বিষয়ের বিশেষরূপে অনুসন্ধানের আদেশ দেওয়া অধিকতর আবশ্যক। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে কত রেজিষ্টরী ও কত ইষ্টাম্পবিক্রয় হইয়াছে? অন্য অন্য বর্ষে সচরাচর যেরূপ হয়, তদপেক্ষা যদি অধিক হইয়া থাকে, কি কারণে অধিক হইল? ইহার অনুসন্ধান হইলেই খাজনার দেনার নিমিত্ত কত আর উদারান্ন সংস্থানার্থই বা কত বিষয় বিক্রয় হইয়াছে, তাহার নিরূপণ হইবে। দ্বিতীয়, যে সময়ে জেলার শস্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া আসিয়াছিল, সে সময়েও ঐ স্থান হইতে শস্য ক্রীত হইয়া স্থানান্তরে নীত হইয়াছিল কি না? শেষোক্ত বিষয়টীর অনুসন্ধান হইলেই কি কারণে যে কটক অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের তত প্রকোপ হইয়াছিল, এবং মফস্বলস্থ হাকিমেরা দুর্ভিক্ষের ক্রম নিরীক্ষণ ও তন্নিবারণ চেষ্টায় কিরূপ যত্নবান ছিলেন, তাহার নির্ণয় হইবে।

দরবারের ফল।

আগরার দরবারে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইল? দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্ট ২০ লক্ষ টাকার শস্য পাঠাইয়া দেন, তাহার মধ্য হইতে উর্দ্ধসংখ্য পাঁচ লক্ষ টাকা লোকের কষ্ট নিবারণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট ১৫ লক্ষ টাকার শস্য বিক্রয় করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে, দরবারে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইল। এমত কষ্টের সময়ে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার প্রয়োজন কি? সর জন লরেন্স ও তাঁহার অনুরক্তিকারিরা বলেন, ইহার দ্বারা রাজনীতি সম্বন্ধে এই ফল লাভ হইয়াছে, ভারতবর্ষীয়-রাজারা আকবরের রাজধানীতে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধিকে সম্মান ও দর্শন করিতে আসিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা দর্শন করিলেন। ইহাঁদিগের অপর তর্ক এই, আসিয়ার লোক মাত্রেই বাহ্য আড়ম্বর ভাল বাসেন, সর জন লরেন্স প্রথমে যে পরিমাণে কৃপণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই পরিমাণে আড়ম্বর না করিলে তাঁহার প্রতি লোকের ভক্তি ও ভয় হয় কৈ?

ভারতবর্ষীয় রাজগণ কি পঞ্জাবের যুদ্ধে বিশেষতঃ ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ কালে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ও প্রভাব জানিতে পারেন নাই? তাঁহারা মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ, অগত্যা অধীনতা পাশে বদ্ধ হইয়া আছেন, সেই অধীনতাসূচক কোন ব্যাপার অথবা চিহ্ন যদি তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা অথবা অনুভব করান হয়, তাঁহারা কি তাহাতে সুখিত হন? অনেকের এই রূপ প্রকৃতি আছে, সেই চিহ্ন দর্শন করিয়া অধীনতা নিগড় ভঙ্গ করিবার চেষ্টা জন্মে। ইতিহাসও ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে। কোন্ রাজা স্বাধীনতা লাভের সুযোগ পাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন? আসিয়াখণ্ডেই চিরকাল এই রীতি চলিয়া আসিয়াছে, যিনি প্রধান রাজা হইতেন অধীন রাজারা নিয়মিতরূপে তাঁহার চরণ সেবা করিতেন। কিন্তু এটা কি রুচি ও ইষ্টকর প্রথা? আমরা কাব্য নাটকাদিতে যখন যখন

অস্তাপাস্তসমস্তভাসি নভসঃ
পারং প্রয়াতে বরা-
বাস্থানীং সময়ে সমং নৃপজনঃ
সায়ন্তনে সম্পাতন্।
সম্প্রত্যেব সরোরুহদ্যুতিমুষঃ
পাদাংস্তবাসেবিতুং
প্রীত্যুৎকর্ষকৃতো দৃশামুদয়ন-
স্যেন্দোরিবোদ্বীক্ষতে॥

পাঠ করিতাম, তখনই ইহা দূষিত বলিয়া বোধ হইত। এই দূষিত ও নিকৃষ্ট প্রথার অনুমোদন ও তাহাতে উৎসাহ দান কি সভ্য গবর্ণমেণ্টের বিধেয় হয়? যত দিন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন নাই, তত দিন কি গবর্ণমেণ্ট উপেক্ষণীয় ছিলেন? অপর, আসিয়ার লোকেরা আড়ম্বর ভাল বাসেন, কিন্তু এ আড়ম্বরকে তাঁহারা একটা তামাসা বলিয়া জ্ঞান করেন, অথবা ইহা প্রভুভক্তি বদ্ধমূল করিবার উপায় বলিয়া বিবেচনা করেন জানা উচিত। যদি বল রাজগণ দরবারে গবর্ণর জেনরলের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ভীত হইবেন। সে বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, সর্পকেও লোকে ভয় করেন, ব্যাঘ্রকেও ভয় করেন আবার যথার্থ শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানকেও ভয় করেন! এ ভয় কি প্রকার ভয়, তাহাও এক বার জানা আবশ্যক।

লার্ড কানিঙ যে দরবার করিয়াছিলেন, তাহাতে সর্দ্দারদিগের প্রতি স্নেহ ও সদ্ভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল। পিতা যে প্রকার পুত্রকে বলেন "যদি সুপথে না চল, তবে আমি তোমাকে আমার উত্তরাধিকারী করিব না।" সেই ভাবে লার্ড কানিঙ রাজাদিগকে প্রভুভক্ত হইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। রাজগণ বিদ্রোহা[নল] নির্ব্বাণ বিষয়ে সাহায্য দান করিয়া[ছিলেন] বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের নিকট[ে] কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর জন লরেন্স রাজাদিগকে এক এ[ক] প্রকারে অবমাননা করিয়াছেন। কেহ তাঁহার পদোচিত তোপের অনুমতি হ[য়] নাই বলিয়া বিরক্ত হইয়াছেন, কাহাকে[ও] যথাযোগ্য আসন দেওয়া হয় নাই, কেহ [বা] প্রবেশ কালে দৌবারিক দ্বারা নিষি[দ্ধ] হন, কেহ ভ্রম বশতঃ জুতা লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন বলিয়া তিরস্কৃত হইয়া[ছেন]। তিনি এদেশের ব্যবহার ও লোকের মনের ভাব জানেন বলিয়া আমাদি[গের] সংস্কার ছিল। কিন্তু রাজনীতিজ্ঞে[র] যাহা জানা উচিত তাহা তিনি জানে[ন] না। এদেশীয়েরা বাহ্য সম্মান লাভেই অ[তি]শয় লোলুপ। ১৮১৪ অব্দের ১২ ই মে সর আডমস সাহেব লক্ষ্ণৌয়ের রেসিডেণ্টকে লিখেন "যাবতীয় প্রকাশ্য কার্য্যে নবাবকে স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার করিবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ থাকিবেন। এটী নিশ্চয় থাকিলে বাহ্য সম্মান কি পরিমাণে দেওয়া গেল তাহা বিবেচনা করিবার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু সর জন লরেন্স ইহার বিপরীত কাজ করিতেছেন।

দ্বিতীয় অনিষ্টটি এতদপেক্ষা গুরুতর। তাজমহল বৈঠকখানা নহে, ইহা একটি কবর। মুসলমানের শবদেহ ইহার নীচে আছে। মোগল রাজত্বে মুসলমান ভিন্ন আর কেহ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কিন্তু গত দরবার উপলক্ষে "কাফেরেরা" কেবল যে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এমত নহে, এই বাটীতে ভোজ হইয়াছিল। শূকরের মাংস দ্বারা ইহার অপবিত্রতা সম্পাদিত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মুসল[মান]

মানের! ইহাতে কি যাহার পর নাই [illegible] ও বিরক্ত হন নাই? পরাজিত জাতির প্রতি ইহার অপেক্ষা আর কিসে অধিক ঘৃণা প্রকাশ করা হয়? কোন [illegible] মনে না ইহাতে কষ্ট হয়? যদি কোন জাতি ইংলণ্ড জয় করিয়া সেন্ট পলস গির্জায় বলিদান দেন, অথবা ওয়েষ্টমিনষ্টার অ্যাবি ভগ্ন করিয়া কবর সকল নষ্ট করিয়া তাহাতে উদ্যান করেন তাহা হইলে ইংরাজদিগের যে কষ্ট জন্মে তাজমহলে আহার পান করাতে মুসলমানদিগের সেই মনোবেদনা হইয়াছে।

—:০:—

ভারতবর্ষীয় দেশীয় রাজাদিগের অবস্থা।

অযোধ্যার নবাবকে যখন পদচ্যুত করা হয়, তৎকালে লার্ড ডেলহাউসি এই তর্ক করিয়াছিলেন, তিনি এপ্রকারে রাজত্ব করেন যে, তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অবমাননা হয়। নবাবের সহিত যেরূপ সন্ধি হয়, তদনুসারে কোম্পানিকে অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে নবাবকে রক্ষা করিতে হইত। এই প্রসঙ্গে ডেলহাউসি আপন মিনিটে লেখেন "নবাবের নিকটে ব্রিটিশ সৈন্য রাখা হইয়াছে। তাহারা এক বার নবাবের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রিদিগের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। বিবাদের মীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন নবাবের প্রজাদিগের সহিত বিবাদ হইয়াছে, তখনই সৈন্যগণ সাহায্য করিয়াছে, এক্ষণেও যখন সেই প্রজারা আজ্ঞা অগ্রাহ্য করে, তখনই সাহায্য দেওয়া হয়। অতি অল্প কাল গত হইল, রাজধানীর আট ক্রোশ দূরে এক জন বিদ্রোহী সর্দ্দারের দমনার্থে নবাব সাহায্য প্রার্থনা করেন, দুই বৎসরও হয় নাই, রাজধানীর দ্বারের নিকটে দৈনিক বিদ্রোহ দমনার্থে ব্রিটিশ সৈন্যগণকে উপস্থিত হইতে হয়।" লার্ড ডেলহাউসি ওয়াজিদআলির শাসন প্রণালীগত দোষের যথার্থ বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার অধিকারকালে অযোধ্যায় যে সুশৃঙ্খলা ছিল না, তাহা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু এ বিশৃঙ্খলার কারণ কি? ওয়াজিদআলির সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যে সম্বন্ধ ছিল, যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাহাই ইহার মুখ্য কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ওয়াজিদআলির নিজের দোষ যত হউক না হউক, যে প্রণালী প্রভাবে তাঁহার অবিরত সুরাপান, ভাঁড় ও বেশ্যা সংসর্গ সম্বন্ধে কোন নিষেধ ও আশঙ্কা ছিল না, সেই প্রণালীরই ঐ দোষ। যে সকল লোকের হস্তে শাসন ভার থাকে, প্রজাদিগের অসন্তোষ ও তন্মূলক বিদ্রোহ শঙ্কা অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে সদনুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করে। ধর্ম্মনীতির প্রতি অধিকতর ভক্তি, কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞান ও দেশহিতৈষিতা অন্য অন্য লোককে সৎ পথে লইয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু শাসনকর্ত্তার সম্বন্ধে এ সকলের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব থাকে না। তৃতীয় নেপলিয়ন ও সর হেনরি লরেন্সের ন্যায় ন্যায়পর শাসনকর্ত্তা কয় জন পাওয়া যায়? ভারতবর্ষীয় রাজগণকে যে প্রকার বন্দীর ন্যায় এক এক প্রদেশে রুদ্ধ ও অন্য অন্য অংশের সহিত সংস্রব হীন করিয়া রাখা হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদিগের শাসন সম্বন্ধে সদনুষ্ঠান প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা অতি অল্প; তাঁহারা অত্যাচার করুন, আপনারা আলস্য করিয়া সময় ক্ষেপণ করুন, আর ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত করুন, কোন চিন্তা নাই, প্রজারা বিদ্রোহী হয় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ আছে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দমন করিবে। কি কারণে প্রজারা অস্ত্র ধারণ করে, তাহার অনুসন্ধান ও তৎপ্রতীকারের চেষ্টা নাই। সৈনিক ও দৌত্য কার্য্য সম্বন্ধে রাজাদিগের হস্ত পা বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। কোন রাজা গবর্ণমেণ্টের অমতে একটী সিপাহী বৃদ্ধি করিতে পারেন না, কিন্তু শাসন বিষয়ে তিনি যাহা করুন গবর্ণমেণ্ট সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, কেবল বিপদ পড়িলে অগ্রসর হইয়া রক্ষা করেন। লার্ড ডেলহাউসি ও তাঁহার অনুবৃত্তিকারিদিগের এই মত যে লোহিত রেখা ভারতবর্ষের মানচিত্রের সর্ব্বত্র স্থান দিয়া গমন করুক, এদেশীয় রাজগণ বৃত্তিভোগী মাত্র হইয়া থাকুন। কিন্তু ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহে সপ্রমাণ হইয়াছে এদেশীয় রাজগণ না থাকিলে দেশব্যাপী একটী মহান বিদ্রোহ হইত, এবং দুই বৎসরে তাহা ৮০,০০০ ইউরোপীয় সৈন্যের দ্বারা নির্ব্বাপিত হইত না। তবে এদেশীয় রাজগণের বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য? আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহাদিগকে এক্ষণে যে প্রকার বদ্ধভাবে রাখা হইয়াছে, তাহা দূর করিয়া দেওয়া হউক, যাহাতে তাঁহাদিগের সৎ বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি, প্রজার কল্যাণ সাধন বাসনা এবং আপনারা সুশিক্ষিত ও প্রজাগণকে সুশিক্ষিত করিবার চেষ্টা হয়, তদুপায় অবলম্বন করা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। রাজগণকে পদস্থ রাখা গবর্ণমেণ্টের নিজেরই স্বার্থসিদ্ধের জন্য আবশ্যক। কিন্তু সুশাসন না হইলে এ সকল রাজ্য বিড়ম্বনা মাত্র। সর জন লরেন্স সেদিবস ইঙ্গিত করিয়াছেন সাধারণে এতদ্দেশীয় রাজ্য সকল সুশাসিত হয় না। আমরা বলিতেছি যত দিন সাহায্যকারী (সব সিডিয়ারী) প্রণালী থাকিবে, তত দিন এতদ্দেশীয় রাজাদিগের নিকটে যথার্থ সুশাসনের আশা করা বিফল।

আমরা এতক্ষ। ভারতবর্ষীয় গবর্ণ-

[illegible]

... অতএব ... বিচার ও পুলিশ ... কারণ।

... উপযুক্ত লোকের আবশ্যকতা আছে। ... নূতন ... ও নূতন ...

... ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ... ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের ...

... করিয়াছেন। ... বিচার ... নিযুক্ত হইতে পারি ... বাঙ্গালী ... অনেক ... চতুর্থ শ্রেণীর

... মাত্র। ... কর্ত্তব্য ...

—

... মিউনিসিপাল ...

... কিন্তু এই ... জানিতে পারিয়া আমরা ... করিতে পারিতেছি না, ইহাতে আমরা ... কোন ... আমরা ... করিয়া ... কোন ... স্বেচ্ছাচারী ... আমরা কি ... ? ... ও বিহারী বাবু ... ছিলেন না ... স্বেচ্ছাচারী ... ... করিয়া থাকেন, ... প্রমাণ ... কি ... গবর্ণমেণ্ট ... প্রকাশ পাইয়াছে ? বা ঢাকাপ্রকাশের সম্পাদক ... এক লোক ... বামনাথ ... সভার ... ধারণ করেন, তাহা কি গেজেটের।

... প্রকাশ হয় নাই ? ... মিনিষ্ট্রী ... বিহারী ... তিনি এক বার ... ঐ সকল ... মিনিষ্ট্রী ... ও প্রকাশ ... বাবু ... উত্তম ... কি ... প্রকাশ ... কি সমর্থ ... ও বিহারী বাবু ... দোষে দূষিত হইয়াছেন ... ও বিহারী ... যদি ...

[illegible] হইয়া থা[illegible] [illegible]

[illegible] উপায় [illegible]

[illegible] মার্জ্জিত হওয়া উচিত। [illegible]

[illegible] কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া [illegible]

[illegible] প্রতিবন্ধকতা [illegible]

[illegible]

[illegible] তাহারা অধিবাস করিবে।

—০০—

[illegible] পুস্তক।

[illegible]

[illegible] আমরা [illegible] প্রাপ্ত হই[illegible]

[illegible]

[illegible] কিছু [illegible]

[illegible] প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহাদিগের [illegible]

[illegible] অনিষ্ট [illegible]

[illegible]

[illegible] হইয়াছে। [illegible] পাঠ করিলে [illegible] বোধ হয় তিনি এক জন বিজ্ঞ [illegible] ব্যক্তি। বোধ হয়, তিনি [illegible] মানব হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সুন্দর স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া লিখিয়াছেন। যাহার যে চরিত্র

[illegible] তাহাও [illegible]

[illegible]

[illegible] পড়িয়া [illegible] কিন্তু [illegible]

[illegible] অবসান হইল [illegible]

[illegible] পাইলেন। [illegible]

[illegible] প্রথম করিয়া [illegible]

[illegible] মধ্যে মধুকু[illegible] পুরুষলক্ষ্মী [illegible] মহিত মা[illegible] [illegible] হইয়া [illegible] দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি [illegible] থাকিয়া তাঁহার [illegible] অনুরক্ত হইলেন। অতএব [illegible] তাঁহার যে আধিপত্য ছিল, [illegible] তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া মধুকুমা[illegible]রের সহধর্ম্মিণী হইলেন। কিন্তু মধুকুমার তাঁহার সহবাসে পরাঙ্মুখ হইলেন। পদ্মাবতী মনে করিলেন, [illegible] তাঁহার সপত্নী, তিনি গৃহে থাকিতে তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না।

অতএব কপালকুণ্ডলাকে দেশান্তরিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার চেষ্টা জন্মিল। ও দিকে সেই কাপালিক কপালকুণ্ডলার প্রতি বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া নবকুমারের বাটীর নিকটস্থ বনে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার সহিত পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হইল। এদিকে ঐ রাত্রিতে কপালকুণ্ডলা আপনার ননন্দৃপতিকে মনের বশীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত ঔষধ আনয়ন করিতে ঐ বন মধ্যে গিয়া উপস্থিত হন। পদ্মাবতী পুরুষ বেশে গিয়াছিলেন। এই সূত্র পাইয়া কাপালিক নবকুমারের মনে প্রথমে কপালকুণ্ডলার ব্যভিচার শঙ্কা তাহার পর তাহার প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইয়া দেয়। এমনি বিদ্বেষানল জ্বলিয়া উঠিল, যে কাপালিক তাঁহাকে স্বহস্তে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার অঙ্গীকার করাইয়া লইল। ওদিকে পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলাকে স্বামী ত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন। কপালকুণ্ডলা বাল্যাবধি বনে প্রতিপালিতা হইয়াছিলেন। বন ভ্রমণাদিতেই তাঁহার অনুরক্তি ছিল। গৃহ বা স্বামীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল না। স্বামিত্যাগে সম্মতি দানে তাঁহার কাতরতা জন্মিল না। যাহা হউক, ঈর্ষ্যানলদগ্ধ নবকুমার কাপালিক দত্ত সুরাপানে মোহিত হইয়া স্বহস্তে বলি দিতে গেলেন। কাপালিক পূজা আরম্ভ করিল এবং নবকুমারকে কহিল, কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আন। নবকুমারের পথি মধ্যে মনোবেগ কিঞ্চিৎ ব্যপগত হইল, তাঁহার স্নেহ ও দয়া প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইল। তিনি অশ্রু মোচন ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে গৃহে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি জলের ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। কূলের মূল প্রদেশ জলবেগে ক্ষত হইয়াছিল, অতএব উহা ভগ্ন হইয়া তিনি জলে মগ্ন হইলেন। নবকুমার তাঁহার উদ্ধারার্থ জলে পতিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার উদ্ধার সাধন করিতে পারিলেন না। শেষে কাপালিক আসিয়া নবকুমারকে তুলিল, কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে পাইল না।

যে কপালকুণ্ডলা যে নবকুমারের প্রাণ রক্ষা করেন, সেই নবকুমার সেই কপালকুণ্ডলাকে স্বহস্তে বলি দিতে উদ্যত হন। এটী অনেকে অনৈসর্গিক জ্ঞান করিতে পারেন, কিন্তু এতদ্দ্বারা গ্রন্থকারের সমধিক নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে। নবকুমারের মন একে ঈর্ষ্যানলে প্রদীপিত হইয়াছিল, তাহাতে সুরার যোগ হয়। এ উভয়ের একত্র যোগ হইলে মানুষ না করিতে পারে, এমন কুকর্ম্ম নাই। ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গ্রন্থকার মানুষের স্বভাব যে বিলক্ষণ জানেন, তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। অপর, স্ত্রীলোকের সপত্নীভাব যে কিরূপ দুঃসহ, পদ্মাবতী জাতি ও আচার পরিভ্রষ্ট হইয়াও কপালকুণ্ডলার সপত্নীভাব সহ্য করিতে পারেন নাই, এতদ্দ্বারা তাহা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। গ্রন্থকার কপালকুণ্ডলার যে স্বভাবটী বর্ণন করিয়াছেন, তাহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তিনি বনে পালিত হন, বন বিনা আর তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না।

" ক্ষিপ্তং পুরো ন জগৃহে
মুহুরিক্ষুকাণ্ডং
নাপেক্ষতে স্ম নিকটোপ
গতাং করেণুং।
সম্মার বারণপতিঃ পরি-
মীলিতাক্ষঃ
স্বেচ্ছাবিহারবনবাস মহোৎ-
সবানাং।"

আমরা এতক্ষণ গ্রন্থের গুণ বর্ণন করিলাম। গ্রন্থকার ও তাঁহার বান্ধবগণ আমাদিগের উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষগণ হয় ত আমাদিগকে চাটুকার মনে করিতেছেন। অতএব গ্রন্থের দোষ কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকেও কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত সন্তুষ্ট করা আবশ্যক। আবশ্যক এ কথা কহিতেছি, তাহার কারণ এই আমরা যে কর্ম্মে ব্রতী, তাহাতে আমাদিগের হইতে সকলের হৃদয় রঞ্জনের সম্ভাবনা নাই, যদি এই উপায়ে সেই বাসনাটী সাধিত হইয়া উঠে। গ্রন্থের ভাষাটী অধিকাংশ স্থলেই ললিত হয় নাই। যে স্থানে যে শব্দ প্রয়োগ করা আবশ্যক, স্থানে স্থানে তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। আর একটী দোষ এই, গ্রন্থ লিখিতদিগের কোন কোন ব্যক্তির প্রথমে যেরূপে বাক্য আরম্ভ করা হইয়াছে। শেষে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যথা—কাপালিক নবকুমারের স… কিন্তু সংস্কৃতে প্রথম কথা আরম্ভ করেন, শেষে বাঙ্গালা কয়, মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালার মধ্যে দুই একটী সংস্কৃত [illegible]ছে। এরূপে না করিয়া প্রথমাবধি বাঙ্গালাতে কথা কহাইলেই ভাল হইত। কাপালিক যদি কেবল পূজাকালে সংস্কৃত কহিত, তাহাতে আমরা আপত্তি করিতাম না। তদ্ভিন্ন সময়ে দুই একটী সংস্কৃত কহিয়াছে, আবার শেষে পূজাকালেও সংস্কৃত কয় নাই। এতদ্ভিন্ন, যে কিছু ভ্রমপ্রমাদকৃত দোষ আছে, তাহার উল্লেখ না করাই উচিত ছিল, কিন্তু বিপক্ষগণের প্রীত্যর্থ তাহারও প্রসঙ্গ করিতে হইল। যথা—মহতী আত্মগ… বিদা।

———•❋•———

কালনার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানকার চৌকিদারী ট্যাক্স [illegible] অনেকেই যথাসময়ে ট্যাক্স দিতে পারে না। [illegible] মিতরূপে ট্যাক্স না দিলেই সুতরাং সমন [illegible] সমন হইলেই অর্থিদিগকে [illegible] সহিত ট্যাক্স…

লাপ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে অনেক
অত্যাচার হইয়া থাকে। ১৬ ই অগ্রহায়ণ যে
ঘটনা হইয়া গিয়াছে, তাহা লেখা যাইতেছে।
পাড়া নিবাসী এনাত সেখ নামক এক
ক্ত ক্ষুদ্রাবকাল শীঘ্র আক্রমিতে পারেনাই, বা
ন নাই। উদের দাবগা বাবু রাধারমণ ঘজে।
য় সমন ও পদাদসহ উক্ত এনাতের বাটীতে
হইয়া তাঁহার গৃহদ্বারের তক্তা খুলিয়া
ক্রম করিতে প্রবৃত্ত হন। এনাত যদিও
লহান, নির্ধন হইলেও মান সম্ভ্রমের প্রতি
দেশ বর আছে। শুনিলাম দারগা বাবু একা
হার বাটীতে প্রবেশ করিলে এনাত এরূপ
াধপরবশ হয় যে তাহার হিতাহিত জ্ঞান
ল না। সে ছোরার দ্বারা উক্ত দারগা বাবুকে
ঘাত করে। ভাগ্যক্রমে আঘাতটী বক্ষে না
গিয়া বাহুমূলে লাগিয়াছে। আঘাতটী বড়
নহে। তিনি তৎক্ষণাৎ হসপিটলে আনীত
লে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। এনাত সেখ দারগা
তাহার ঘর দ্বার লুঠ করিয়াছেন বলিয়া
য় এজাহার দিতে আসিতেছিল ওয়ারেন্ট
াতে সেই খানেই ধৃত হইয়া হাজতে
ছে। বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।

কালনার নিকট কল্যাণপুর নিবাসী বাছ
র্ব এক চক্রে মনোমোহিনীর প্রাণবধ করার
পূর্বে সোমপ্রকাশে লেখা হইয়াছে। ঐ
ক সেশনের বিচারে খুনের দাবি হইতে মুক্ত
মৃতদেহ গোপন করার অপরাধে পুনর্বার
তে গিয়াছে। মাজিষ্ট্রেটের ইহার বিচার
। বিনগ্রামে রামনাথ রায়ের বাটীতে
কিদার কর্তৃক যে চোর হত হইবার বিষয়
লেখা হইয়াছিল, এক্ষণে সুযোগ্য ডেপুটী
তাহার মধ্যে শ্যাম সর্দারকে বেকসুর খো-
দিয়া রামদয়াল ও গিরিধারীকে সেশনে
করিয়াছেন। যথার্থ বিচার হইয়াছে বোধ
তেছে।

সম্প্রতি এখানে ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদু
হইয়াছে। বাস্তবিক ভাক্তারের মাহেন্দ্রযোগ।
বাঙ্গাল ত্যাগ করিয়া, কেহ দোকান
করিয়া, কেহবা কুলব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া
ারি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহাদের
ংশাবলী দেখিলে কে না বিস্মিত হয়।
হই এক মুষ্টি পুলিশ ও রোগী আরাম করিব
া টাকা গ্রহণ করিতে দেখা গিয়াছে। আপনি
করার এই দল লইয়া আন্দোলন করি-
, কত উপদেশ দিয়াছেন, কৈ কিছুতেই
দের ধর্ম্ম ও মহাপ্রাণি বধে ভয় হইল না।

দর ..... কত দিনে ইহার প্রতীকার হইবে বলা ও যায় না। প্রতীকার হইবে কি না সন্দেহ। এখানে এখন নূতন চাউল ২৸০ সিকা পুরাতন চাউলের দর ৩৷০ সিকা। অনেক মঙ্গল।

••—

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই অগ্রহায়ণ সোমবার।

আমরা দেখিতেছি, বোম্বাইয়ে দ্যূতক্রীড়া বন্ধ করিবার এক আইন হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতার অনেক থানার সম্মুখে জুয়া খেলিবার আড্ডা আছে।

এতদ্দেশীয় রাজাদিগের অধীনে যত ইউরোপীয় কর্ম্মচারী দেওয়ানী সৈনিক অথবা চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার এক হিসাব চাহিয়াছেন। পররাজ্য গ্রহণ প্রবৃত্তি যদি ইহার উদ্দেশ্য না হয় এ অনুসন্ধান প্রীতিকর বটে।

লর্ড সাহেব সম্প্রতি আলীগড়ে গমন করাতে তত্রত্য সভার সম্পাদক সৈয়দ আহম্মদ সভার প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন, মিসনারি দরিদ্রদিগের জন্য যে যত্ন করিয়া থাকেন, তাহাতে ভারতবর্ষের সকল লোকের তাহার উপর প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছে। যাঁহারা বলেন, ভারতবর্ষীয়দিগের কৃতজ্ঞতা নাই তাঁহারা এই সকল দৃষ্টান্ত দর্শন করিবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট উৎকলের দুর্ভিক্ষ কমিশনের মধ্যে এক জন চিকিৎসক ও কর্ণেল সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন। কর্ণেল সাহেব একাকী বেহারে যাইতেছেন।

ধরওয়াবে অদ্যাপিও অন্নকষ্ট রহিয়াছে। শস্য প্রচুর আছে, লোক দরিদ্র বলিয়া তাহা উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিতে পারিতেছেন না।

সম্প্রতি বারাকপুরস্থিত গোলন্দাজ দলের এক জন সার্জেণ্ট, এক জন করপোরাল ও দুই জন সৈনিক গবর্ণমেণ্টের ৬০০ টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহারা অদ্যাপিও ধৃত হয় নাই।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, গোকুল সিংহ নামক এক জন মণিপুরীয় সর্দার মণিপুরে দৌরাত্ম্য করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। লক্ষীপুর বিভাগের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারিগণ এতন্নিবারণার্থ পূর্ব্বে সাবধান হইয়া তন্নিবারণের উপায় অবলম্বন করিতেছেন।

উক্ত পত্র বলেন, ২৪ এ নবেম্বর শনিবার গবর্ণর জেনেরল গোয়ালিয়রে গমন করিয়াছেন, মঙ্গলবার আগরায় প্রত্যাগমন করিবার কথা আছে সব জন মরেল তৎপরে কলিকাতার দিকে আগমন করিবেন। এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণের সংস্কার ছিল ভারতবর্ষীয় প্রধান শাসন কর্ত্তাকে গরুর ন্যায় খাটিতে হয়। লার্ড ডেলহাউসি ও কানিঙ্ পরিশ্রম করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সর জন লরেন্স প্রদর্শন করিলেন বুদ্ধি থাকিলে ইহা সুখের চাকরী হয়।

উক্ত পত্র কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তত্রত্য বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তৃগণ মহম্মদ রুকখাঁকে তুর্কস্থান ও অন্য অন্য স্থানে প্রেরণ করিয়া সর্দারদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিশ্বস্ততার প্রতিভূ স্বরূপ একজন আত্মীয় ও ৫০ জন সহচরকে কাবুলে প্রেরণ করেন। আফজুল খাঁর সৈন্যগণ যখন তুর্কিস্থানে অগ্রসর হইবে তখন সর্দারদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আফজুল খাঁর এই সকল কার্য্য কাবুলের লোকদিগের অনুমোদনীয় নহে।

আমাদিগের বোধ হইতেছে, আবিসিনিয়ার বন্দীগণকে বধ করা হয় নাই। ক্যাড সাহেব স্বয়ং বন্দী ছিলেন, তিনি আপন স্ত্রী ও সন্তানদিগকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া ইংলণ্ডে রাজা থিওডোরের এক পত্র লইয়া যান। রাজ্ঞী তাঁহাকে সমাদরে অনবরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজা থিওডোর অনুরোধ করিয়াছেন, কয় জন উপযুক্ত ইংরাজ শিল্পিকে তাঁহার রাজ্যে প্রেরণ করা হয়, এবং ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার পূর্ব্ব ব্যবহার বিস্মৃত হন। রাজ্ঞী স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া এই প্রার্থনায় সম্মত হইয়া কয় জন শিল্পকারকে প্রেরণ করিয়াছেন। থিওডোর বন্য সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিতার প্রথম পিটরের কতক গুণ তাঁহাতে দেখা যাইতেছে। লার্ড ষ্টানলি এবিষয়ে লার্ড রসেলের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জে, এফ, বিটন লেও সাহেব হিন্দুপেট্রিয়টে এক পত্র প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য মণ্ডলী বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে জানাইয়াছেন তিনি তিন মাসের জন্য এপ্রদেশে আসিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি উপদেশ দিবেন, অতএব প্রার্থনা ইংরাজি ভাষাজ্ঞ এতদ্দেশীয়গণ তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করেন। উল্লিখিত সাহেবের উদ্দেশ্য উত্তম কিন্তু তাঁহার কৃতকার্য্যের সম্ভাবনা অল্প।

উক্ত পত্রের আগরাস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, দুর্গার ১৬,০০০ টাকা ব্যয়ে তাজমহল আলোকমালিত করা হইবে। এ টাকা কি মিছে

নিসিপালিটি দিবেন? সকল জন লোককে আমরা পরিমিত ব্যয়ী জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে তাহা কেবল পরের বেলা।

১০ ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

বালেশ্বরের কালেক্টর রিপোর্ট করিয়াছেন, চাউলের মূল্য সমান রহিয়াছে। কর্ম্মাক্ষম লোকের সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। এস্থানের অন্নছত্র সকল প্রায় বন্ধ হইল।

ভূপালের বেগম গবর্ণর জেনরলের সঙ্গে কলিকাতায় আসিতেছেন। টাঁকশাল, চিত্রশালিকা, দুর্গ ও অন্য অন্য বিচিত্র বস্তু সকল দর্শন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। নগরবাসিরা মিনকার্পোরেটরের সহিত বেগমের অভ্যর্থনা করেন, আমাদিগের এই অনুরোধ। সেকন্দরা বেগম সামান্য রমণী নন।

নেপালের দক্ষিণাংশের তরাইয়ে কাল হইয়াছে। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট সাতটী জেলার মধ্যে পাঁচটি জেলার কর গ্রহণ করেন নাই দেড়লক্ষ টাকা দরিদ্রদিগের আহারার্থ ও দেড়লক্ষ টাকা বীজক্রয় করিবার জন্য দেওয়া হইয়াছে। শেষোক্ত টাকা ক্রমশঃ আদায় হইবে। জঙ্গ বাহাদুর এবিষয়ে সর জিসিস বীডনের আদর্শ সন্দেহ নাই।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির লণ্ডনস্থ অধ্যক্ষগণ আপনাদিগের পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে রাখিতে সম্মত হইয়াছেন। আপাততঃ পরীক্ষার্থ ছয় মাসের জন্য ইহা হইবে। পুলিষ প্রহরীরা রেলওয়েরের অভ্যন্তরস্থ কোন বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের রেলওয়েতে নূতন পুলিষ সবিশেষ আবশ্যক হইয়াছে তথায় বিস্তর জুয়াচুরি হইয়া থাকে।

৮ ই নবেম্বর বেথুন সোসাইটির অধিবেশন হয়। লেফ্‌টনাণ্ট কর্ণেল মালিসন উপস্থিত না থাকাতে উড্রো সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উড্রো সাহেব আশঙ্কা করিলেন কর্ণেল মালিসনকে বোধ হয় কার্য্যানুরোধে সভার অধ্যক্ষতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে কলিকাতার লার্ড বিশপের মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করা হইল। বিশপ দয়া দাক্ষিণ্য ও এদেশীয় সমাজের উৎকর্ষ সাধন চেষ্টায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আসামে গমন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন তথায় তিনটি আবশ্যক বস্তু নাই খাদ্য নাই, ঘড়ী নাই, ও ভৃত্য নাই। রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিয়া সভাপতি বলিলেন রাজা অতিশয় সদাশয়, দাতা ও শিষ্ট ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হইল, এক দিবস বেথুন সোসাইটিতে যখন রাজা অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন তখন আমি নিয়মলঙ্ঘন করিয়া কথা কহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যেরূপ ভদ্রতা ও কর্ত্তব্যতৎপরতার সহিত আমাকে নিয়ম অবলম্বন করিতে বলিলেন আমি তাহা কখন বিস্মৃত হইব না। তাঁহার যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করা উচিত ছিল, তিনি তাহা করিলেন, কিন্তু এই ভাবে করিলেন যে তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, তিনি যোগ্য সভাপতি ও যথার্থ ভদ্রলোক ছিলেন। ঐ বিশপকটন ও রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ উভয়ের মৃত্যুই আমাদিগের দেশের ক্ষতির নিমিত্ত হইয়াছে।

লাহোরে এক বণিক সম্প্রদায় হইয়াছেন। লাহোরের সহিত কদাচিৎ রেলওয়ে দ্বারা সংযোগ হইলে পঞ্জাবের বাণিজ্য ভিন্নরূপ ধারণ করিবে। অতএব তথায় বণিক সম্প্রদায় কেবল শোভা মাত্র নহেন।

এবার সিমলাতে অতিশয় শীত হইয়াছে। প্রায় মধ্যে বরফ পাত ও শ্বেত কুয়াসা হইতেছে। এদেশীয়দিগের কথা দূরে থাকুক ইউরোপীয়েরা পশমের কাপড় পরিয়া ও সর্ব্বদা অগ্নি জ্বালিয়াও কাঁপিতে থাকেন। সিমলা হইতে প্রায় সকলেই প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল কয়েকজন স্ত্রীলোক আছেন।

৩ রা নবেম্বর অমর সিংহ নামক এক ব্যক্তি লাহোরের কিঞ্চিৎ দূরে এক বনের নিকটে গিয়া প্রথমে কাষ্ঠাহরণ করে। কাষ্ঠ রাশীকৃত হইলে সে তাহা পূজা করিয়া তাহাতে অগ্নি দিয়া তদুপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

বেরারের বাবডীয় ভীল ও বিস্তর আরব ও রোহিলা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছে। লুঠ করাই ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। হায়দারাবাদের নিজামের ও সাহায্যকারী ও সেনাদলের লেফ্‌টনাণ্ট মরিয়াটি তাহাদিগকে দমন করিতে গমন করিয়াছেন। বেরার ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ তথাপি তথায় গোলযোগ হয় কেন? নিজামের অধীনে হইলে মুসলমানীয় অযোগ্যতার কথা হইত।

১৪ ই অগ্রহায়ণ বুধবার।

গত বুধবার মহারাজ সিন্ধিয়ার দৃষ্টান্তানুসারে জয়পুরের রাজা পুরাতন গবর্ণমেণ্ট বাটীতে গবর্ণর জেনরলের সম্মানার্থ ভোজ ও নৃত্য দিয়াছিলেন।

কানপুর ও লক্ষৌ শাখা রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। উন্নাও পর্য্যন্ত এক্ষণে কল যাইতেছে। ১ লা জানুয়ারি সাধারণের জন্য রেইলওয়ে খোলা হইবে।

গবর্ণর জেনরল কলিকাতায় আসিবার সময়ে কাশীতে দুই দিবস ও এক দিন ভাগলপুরে অবস্থিতি করিবেন। কলিকাতা, সব জন লরেন্সের পক্ষে নানা প্রকারে অসুখকর।

আমীর সিয়র আলী খাঁ সম্প্রতি সিস্তানির নিকটবর্ত্তি কান্দারা আগোর নগর অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু স্থানান্তরে তাঁহার সৈন্যগণ ওমার খাঁর নিকটে পরাজিত হয়। আমীর বিস্তর টাকা কর্জ্জ করিয়া সৈন্যদিগকে নিয়মিত বেতন দিতেছেন। বেতনই আফগান সৈনিকের নিয়মানুবর্তিতার প্রধান উপায়। আবদুল খাঁও বলপূর্ব্বক কর্জ্জ লইতেছেন। আজিম খাঁ কান্দাহার ও সরওয়ার খাঁ তুর্কিস্থান আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। এরূপ জনশ্রুতি তুর্কিস্থানের শাসনকর্ত্তা কইজ মমদ খাঁ আফজুল খাঁর অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু আফজুল খাঁর বিস্তর সৈন্য দল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে।

সোমবার শিবপুরে অগ্নি লাগিয়া কএকখানি কুটীর দগ্ধ হইয়াছে। মিউনিসিপালিটির একটী মাত্র দমকল ছিল বলিয়া শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাণ হয় নাই।

কটকে পুরাতন চাউল ।৩॥ সের নূতন ।৬॥ সের। পুরীতে পুরাতন ।১ সের নূতন ।৩ অবধি ।৮।৵ সের। পুরীর ফসল নষ্ট প্রায় হইয়াছে। অদ্যাপিও কষ্ট রহিয়াছে। কমিসনর বলেন আর কয়েক মাস এখানে সাহায্য দেওয়া আবশ্যক। ২৪,০০০ মণ চাউল ফলস পাইণ্টে আসিয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে ৫০,০০০ মণ আসিতেছে। তিনেরের মধ্যে আর ১৮৩,০০০ মণ আনিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। মহাজন ও জমীদারেরা ষড়যন্ত্র করিয়া চাউল রাখিলে এখন ব্রহ্মদেশ হইতে চাউল আনিতে হইবে কেন?

বঙ্গদেশে হঠাৎ চাউল সস্তা হওয়াতে উত্তর ও পশ্চিম হইতে চাউল আমদানী বন্ধ হইয়াছে; রেইলওয়ে কোম্পানি বিশেষ ট্রেণ সকল স্থগিত করিয়াছেন। কলিকাতায় ৩। ৪ দিবসে মণকরা ১॥ মূল্য কমিয়াছে, আরও কমিবে। এবার দৈবে ফসল হইয়াছে, দুঃখের পর সুখ হয়ই।

বালেশ্বরের কালেক্টর রিপোর্ট করেন ৩রা নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয়, তন্মধ্যে ৩০৭ জন লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মন্দের ভাল বলিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি, পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ১২৮ জন কম মরিয়াছে। সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারে এমন ৪১,৯৮৯ জন লোক আছে, নিরাশ্রয় অক্ষমের সংখ্যা ৫,৪০০ টাকা

র জন্য মাসে ২,৪৪৪ টাকা ও ৩,৫৯৯ ৯০ ল বিতরিত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে শীঘ্র পঞ্জাব ও বোম্বা ওয়ের সহিত একত্রিত হইবে। এখনে ৫০ াকে পঞ্জাব ও বোম্বাই হইতে যে সকল গাড়ী াই হইয়া আসিবে একবারে তাহা বর্ত্ত হইয়া দ্রব্য ও আরোহীদিগকে শকটা লওয়া হইবে? না ঐ সকল শকট ও বক রেলওয়ের কলে আনীত হইবে? আমরা াক্ত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতেছি। নচেৎ সকল শকটান্তর করিবার সময়ে ক্ষতি হও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কোম্পানি সহজে পরস্পর াভ ও সাধারণের সুবিধা বুঝিয়া অনায়াসে াবস্ত করিতে পারিবেন। শকটের সংখ্যা ঘের নিয়ম থাকিলে যথেষ্ট হইবে।

কলিকাতায় জষ্টিসদিগের ওবর্নিয়র বা ট সাহেব আউনী স্তুইনহো সাহেবের বাটীর টে এক বৃক্ষ রোপণ করেন। ভূমি জষ্টিস র, কিন্তু স্তুইনহো সাহেবের জলপথ বন্ধ াতে তিনি বৃক্ষ উৎপাটন করেন, পুনর্ব্বার বসাইবাতে পুলিসে নালিশ হয়। ওবর্নিয়র লির নাম মাত্র এক টাকা জরিমানা হই । উচিত।

১৫ ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

এ পর্য্যন্ত শিবির সকলে চৌকিদারী টাক লিত ছিল না। গবর্ণমেণ্ট ইহা প্রচলিত করি আজ্ঞা দিয়াছেন। বাটী ভাড়ার শতকরা টাকার হিসাবে কর আদায় হইবে।

পঞ্জাব টাইমস নামক একখানি নূতন সংবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। লাহোর কেল পঞ্জাবের এক মাত্র মুখপাত্র আছেন, এ খানির লেখা প্রীতিকর নহে। নূতন স্বীকার করিয়াছেন কর্ম্মচারিগণ যাহা বলুন, াবের শাসনপ্রণালী দেশবাসিদিগের পক্ষে কর। আমাদিগের বরাবর এই সংস্কার ছে। লাড ডেলহাউসির যাবতীয় কার্য্যের ষ এক এক করিয়া প্রকাশ হইতেছে।

মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ে আর সিবি ান ও বারিষ্টর বিচারপতি এবং উকীল ও িষ্টরের প্রভেদ করা হয় না। সম্প্রতি সিবি- াম বিচারপতি হলওয়ে ফৌজদারী সেশিয়নে ,ক্ষতা করিয়াছেন। সর বার্ণেস পিকক প্র বিচারপতি থাকিতে আমরা কলিকাতায় দেখিতে পাইব না। অতিশয় আক্ষেপের য় সর বার্ণেস পিকক এমত উপযুক্ত ব্যক্তি য়াও জাতি ও শ্রেণী ভেদ করেন।

পঞ্জাবের আমলাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিবার স্থির হইয়াছে।

... পুরের রাজার পিতৃব্য বিদ্রোহী আওল ... লাহোরের দুর্গে রুদ্ধ আছেন। এই ... মুলতানের বিদ্রোহকালে সর হারবার্ট ... ও সেনাপতি হুইলের বিশেষ সহা- ... করিয়াছিলেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, বোম্বাইয়ের ...সের, দেশীয় বিদ্যালয় সকলের জন্য আ- গামী বর্ষে ১০,০০০ টাকা ব্যয় করিবার মানস করিয়াছেন। ইউরোপীয় মিউনিসিপালিটি সমূহ ইহা করিয়া থাকেন। কলিকাতায় জষ্টিসেরা ... সাহেবের উদর পূরণ করাই ইহকাল ও পরকালের কাজ স্থির করিয়াছেন।

রুষিয়েরা বোখারার সন্নিকটে আসিয়াছে। এক জন বোখারীয় দূত কাবুলে আসিয়া সক লকে জহাদে (ধর্ম্ম যুদ্ধে) প্রবৃত্ত করিবার চে ষ্টায় আছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে দূতকে মধ্যআসিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি এই সংবাদ দিয়াছেন।

অল্প দিন হইল, কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন আফিসের ২০০ টাকার অনধিক বেতনভোগী কেরাণীরা বেতন বৃদ্ধির যে আবেদন করিয়াছি লেন, গবর্ণর জেনরল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

লাড ক্রাণবোরণ লাড নেপিয়রকে এক পত্র লিখিয়া সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন "আপনি স্বচক্ষে উত্তর বিভাগ সকল দর্শন করিয়া যে সকল উপায় করিয়াছেন, তাহা উত্তম হইয়াছে, এজন্য আমি অতিশয় আহ্লা- দিত হইলাম। ৯ সামান্য বেতনের কর্ম্মচারি দিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে এবং ষ্টেট সেক্রেটারি লাড নেপিয়রকে বলিয়াছেন "আপনি নিশ্চয় জানিবেন, বর্ত্তমান কষ্ট নিবা- রণার্থ যে সকল বন্দোবস্ত করিবেন, আমি কায় মনোবাক্যে তাহার অনুমোদন করিব। ৯ লাড নেপিয়র ও সর সিসিল বীডনের কি প্রভেদ!

জনরব এইরূপ লাড ক্রাণবোরণ এক পত্র লিখিয়া লেপ্টনণ্ট গবর্ণরকে অতিশয় তিরস্কার করিয়াছেন। এপ্রেলের পূর্ব্বেই লেপ্টনণ্ট গবর্ণ- রকে পদত্যাগ করিতে হইবে। সর সিসিল বীডন যেরূপ কঠিন হৃদয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন তা- হাতে এ জনরব সত্য হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু সর জন লরেন্সও ভাল কাজ করেন নাই।

আসামের চা-করেরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে আক্ষেপ করিয়াছেন, কুলি আইন অনুসারে তাঁহাদিগকে মজুরদিগকে এক টাকা মণ চাউল দিতে হয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে তাঁহারা ২৸০ টাকার নীচে চাউল পান না। এ জন্য তাঁহাদিগের অতি শয় ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহার বিবে চনা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টসৈন্যগণের আহা রার্থ মাসিক নিয়মে নির্দ্ধারিত টাকা ব্যয় হয়, তাহার উপর অধিক ব্যয় হইলে গবর্ণমেণ্ট তাহা দিয়া থাকেন। কুলিদিগের নিয়মও সৈনিকদি- গের ন্যায়, অতএব তাহাদিগের আহারীয় দ্র- ব্যের একটী সঙ্গত নিদিষ্ট করা আবশ্যক। নচেৎ আইন রহিত হইয়া স্বাধীন শ্রম নিয়মের উপর নির্ভর করা হউক।

সিন্ধু নদীর নিকটস্থ রেলওয়ের নিম্নলিখিত প্রস্তাব হইয়াছে:—

১। মুলতান হইতে কোত্রি প্রায় ৫০০ মাইল
২। লাহোর হইতে পেসোয়ার ২৯০ ঐ
৩। সক্কর হইতে দাদর ১৬০ ঐ
৪। হায়দরাবাদ হইতে দিসা ২৬০ ঐ

গবর্ণর জেনরল স্থির করিয়াছেন, গবর্ণমে ণ্টের বনে অক্লেশে বৃক্ষচ্ছেদনের জন্য যে জরি মানা হইবে, তাহা সরকারী রাজস্ব বলিয়া পরি গণিত হইবে না। বন বিভাগে জমা হইবে, যাহারা অপরাধীকে ধৃত করিবে তাহাদিগকে বিশেষ কারণে পুরস্কার দেওয়া হইবে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি কাছ হইতে সীতারামপুর ও লক্ষীসরাই অবধি আলাহাবাদ পর্য্যন্ত দুই শ্রেণী রেলওয়ের আজ্ঞা দিয়াছেন। এটী বুদ্ধির কাজ।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, কাবুলে জনরব উঠিয়াছে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আমীর সিয়ার আলীকে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে চাহিয়া ছেন। সিয়ার আলি খাঁ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আগ্রহসহকারে কাবুলে অগ্রসর হইবার জন্য সজ্জা করিতেছেন। ইহাতে বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তা সর্দ্দার আজিম ও আফজুল খাঁ ভীত হইয়াছেন। কার্য্যতঃ প্রকাশ হইয়াছে, সিয়ার আলিই যথার্থ উপযুক্ত লোক।

উক্ত পত্রে এক জন কলিকাতার চাঁদনীর চিকিৎসালয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "চিকিৎসক গণ প্রত্যহ শত শত রোগীকে অসামান্য ধৈর্য্য ও পরিশ্রমসহকারে চিকিৎসা করেন। ডাক্তর বেলি ও হাইণ্ডারের নাম সকলেই জানেন।" ইহা ডাক্তর বেলির পর্য্যাপ্ত প্রশংসা নয়। চিকিৎ সালয় ভিন্ন তিনি প্রত্যহ আপন বাটীতে কয়েক ঘণ্টিকা বিনা অর্থ গ্রহণে রোগীদিগকে চিকিৎসা করেন। ডাক্তর আলেনের চিকিৎসা এই প্রকার ছিল। কিন্তু হারবার্ট বেলির ন্যায় কেহই এদে শীয়দিগের অধিকতর স্নেহভাজন হন নাই।

[illegible] দানী [illegible] করিয়াছে [illegible] অবস্থা [illegible] [illegible] ৮৬০ [illegible] হইয়াছে [illegible] জন [illegible] দিয়াছে। [illegible]

চট্টগ্রামের সংবাদ [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible]

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] হইবে। [illegible]

[illegible] অগ্রহায়ণ [illegible]।

সম্প্রতি [illegible] চক্রবর্তীর বাটীতে [illegible] [illegible] এই [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] চিকিৎসায় [illegible] আছে, [illegible] [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] বিষয় [illegible]।

[illegible] চৌর্য্যাপরাধে [illegible] হইয়াছেন।

[illegible] [illegible] [illegible] টাকা [illegible] দান করিয়াছেন।

১০ ই অগ্রহায়ণ শনিবার।

[illegible] বলেন, [illegible] বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] টাকা [illegible] হয়, তাহাতে [illegible] [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] বিবেচনা করিতেছেন।

উক্ত পত্র বলেন, [illegible] ভারতবর্ষের [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] বাধ্য হইবে।

উক্ত পত্র বলেন, [illegible] খাঁ [illegible] খাঁ [illegible] [illegible] খাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ [illegible] হইতেছে—

৪ টাকা	সিকা	৮৫৸০—৮৫৷৹
৪ "	কোং	৮৬—৮৫৷৹
৫ "	"	১০১৷০—১০১
৫ "	পবলিকওয়ার্ক	১০২—১০২৷০
৫৷০ "	কোং	১০৯—১০৯৷০

উদ্ধৃত।

(ঢাকাপ্রকাশ)

বরিশালের ব্রাহ্মগণ অন্যান্য বিষয়েও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অদৃষ্টের [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাকুল্যে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপার্জ্জন [illegible] [illegible] [illegible] কুসংস্কার হইতে মুক্ত [illegible] [illegible] আলাপ [illegible] [illegible] সেই আলাপে [illegible] হইয়াছিলেন। [illegible] [illegible] [illegible] আকাঙ্ক্ষিত হইয়াছিলেন যে [illegible] ঐ লোকের [illegible] [illegible] বাহাদুরের নিকট [illegible] [illegible] গবর্ণর বাহাদুর [illegible] হইয়া [illegible] সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছেন যে এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর [illegible] উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরো বলেন, [illegible] [illegible] এই প্রথা [illegible] [illegible] এই প্রথম হইয়াছে [illegible] এরূপ বিবাহ [illegible] প্রকাশ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর [illegible] বিষয় [illegible] [illegible] [illegible] হিতকর হইয়াছে সন্দেহ নাই। [illegible] লাকুটিয়ার [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরকে পত্র লিখিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া থাকে। [illegible] [illegible] [illegible] উপলক্ষে [illegible] বটে, কিন্তু [illegible] সময়েই লোকালয়ে [illegible] [illegible] প্রকার ব্যবহার করেন তাহা চিন্তা করিয়া, আমাদিগের আন্তরিক বোধ হয়, [illegible] পুনরায় [illegible] ঐ বালিকা [illegible] [illegible] দিতে [illegible] আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

[illegible] [illegible] হইয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] আছে। [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

ইউরোপীয় সমাচার।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কালাস্তায় যে সকল [illegible] [illegible] হইবে।

[illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] চীন ও জাপানের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কমিসনর [illegible] [illegible] [illegible] কমিসনর নিযুক্ত [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিনিধি নিযুক্ত [illegible] [illegible]

[illegible]

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

[illegible]

[illegible] বসু।

[illegible]

[illegible]

[illegible] কিন্তু [illegible]

● [illegible] তাঁহারা [illegible] অন্য লোকের সহিত আমাদের মধ্যে [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] পরিচয়ের [illegible] করিবে। ●

অবশ্য তাহা ভোগ করিবেন, পরকে গালাগালী দিলে কি হইবে ? প্রহসন ও নাটকের যে প্রভেদ বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে মহাশয়ের মত আমার গ্রাহ্য, কিন্তু প্রহসনের উদ্দেশ্য যদি শ্রোতৃবর্গকে হাসান হয়, দীনবন্ধু বাবু সে পার পাবেন না, তবে নিজগুণে বিশেষতঃ মহাশয়ের সমর্থনে লোক হাসান যথেষ্ট হইল।

গ্রন্থ। উদ্দেশ্যের বিষয়ে আপনি সম্পাদকের সহিত মিথ্যা বাক্যব্যয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সম্পাদক বলেন সুরাপানের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন [illegible] মহাশয় বলেন গ্রন্থকারের সে উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সুরাপাননিবারণী সভার অনুপযোগিতা প্রদর্শন করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, সেটী সম্পাদক বুঝিতে পারেন নাই। কপট উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, যিনি গ্রন্থকারের মুখে উদ্দেশ্য শুনিবার সন্ধান না পাইয়াছেন, তিনি কেমন করিয়া বুঝিতে পারেন না। সুরাপান নিবারণী সভা কপটতার উৎসাহ দিতেছেন, মহাশয়ের এ কথা বলা অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। সভা অভিলষিত কার্য্য করিতে পারিতে ছেন না বটে, কিন্তু সভার অধিকাংশ সভ্য অকপটহৃদয় এ কথা আপনি কি প্রকারে অস্বীকার করিতে পারেন ?

আপনার মতে দীনবন্ধু বাবু স্বভাব বর্ণনে বড় নিপুণ, তাঁহার কৃত একটী স্বভাব বর্ণন এখানে তুলিয়া দিলাম অনুগ্রহ করিয়া একবার শুনুন

"[illegible] মালতি মাল [illegible] ফুল।
মজালে মজালে মজালে কুল॥"

আমরা জানি এদেশের পুরুষে কখন "মজালে কুল" বলিয়া আক্ষেপ করেন না। তবে [illegible] যদি মারা [illegible] থাকে বলা যায় না।

আপনি মাতালের মানসিক [illegible] কথা যাহা বলেন তাহা আমার অনুমোদনীয়। কিন্তু গ্রন্থকার কি সেই গুণে সমর্থ হইয়াছেন, [illegible] মাত্রা [illegible] হইবেন, এ সকল মূর্খ মাতালের [illegible] নহে। এটী পরিপক্ব মাতালের [illegible]। মাতাল হইলে ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়, তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। [illegible], পরদার ও আত্মীয় [illegible] তাহাদের [illegible] বিষয়। [illegible] লোকে কি অনেক [illegible] অধঃপাত দর্শন করিয়া আপনার দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারে ? [illegible]

[illegible] কোনগুলি গ্রাম্য, কণা, যাঁহার এ বোধ নাই, তাঁহার সহিত গ্রাম্যতা দোষের প্রসঙ্গ করিয়া ঝগড়া করা আমার অনুচিত। অতএব এ বিষয়ে আমি মৌনাবলম্বী হইলাম।

উপসংহারকালে কবিবন্ধুকে আমি একটী অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন তাঁহার বন্ধুকে পরামর্শ দেন, যাঁহাতে কোন সদুপদেশ শিক্ষার সম্ভাবনা নাই, যাহা পড়িয়া কোন কৃতবিদ্যের বিশুদ্ধ মানসিক [illegible] সম্ভাবনা করা যায় না, যাহা কেবল কতকগুলি [illegible] রসিকতায় ও ইতরতায় পূর্ণ, এমন গ্রন্থ যেন না করেন। (১)

কবি। পাঠক বন্ধু।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

[illegible]

মহাশয় শুনিয়া থাকিবেন, বালীগ্রামের দক্ষিণপূর্ব্ব [illegible] নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তথায় শ্রীযুক্ত [illegible] ঘোষ নামে এক ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বাস করেন। অদ্য ১১৮ দিন হইল, বেলা ৫ টার সময় এক ব্যক্তি [illegible] দুই সন্দেশ সহিত এক পাত্রহস্তে তাঁহারই বাটীতে প্রবেশ করিয়া [illegible] মহাশয়! আমি [illegible] পালের (এই নামে এক জন প্রতিবেশী আছেন বটে, কিন্তু তিনি [illegible] জানেন না) বাটী হইতে আসিতেছি। [illegible] সময় আপনার বাটীতে [illegible] কিছুই পাঠান হয় নাই বলিয়া কর্ত্তা [illegible] সন্দেশ দিয়া এখন আমায় পাঠাইলেন [illegible] গ্রহণ করুন। [illegible] [illegible] উপস্থিত হওয়াতে [illegible] সন্দেশ [illegible] নাই। [illegible] [illegible] হইয়া পড়ে।

[illegible] বিবেচনা করিয়া চোরেরা [illegible] সময়ে [illegible] বাসায় প্রবেশ করিল এবং [illegible] প্রভৃতি [illegible] সকলে [illegible] হইল। তখন [illegible] বিপদ

বিপদসমুদ্রবর্ত্তিতে এই বাক্যই সপ্রমাণ হইল। পর দিবস ঐ সন্দেশ ভক্ষণ করাতে সেই বহু পরিবার মধ্যে অতি বিসূচিকা রোগ ঘটিল। কেহ বমন করিতে লাগিল, কেহ বিচেতন হইয়া পড়িল কাহারও সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তখন প্রসন্ন বাবু আপনার ও পরিবার বর্গের জীবনে নিরাশ হইয়া ও প্রতিবেশী যে দুই এক জনের বাটীতে ঐ সন্দেশ পাঠান হইয়াছিল, এক ব্যক্তিকে তাহার ভোজন নিষেধ করিতে পাঠাইয়া স্বয়ং ডাক্তর মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন ও তাঁহাকে সমস্ত সমাচার কহিলেন। তখন [illegible] জড়তা ও শরীরগ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। ডাক্তর উমেশ বাবু তৎক্ষণাৎ ঔষধ দেন [illegible] তাঁহাকে কিছু সুস্থ করিয়া শীঘ্র [illegible] বাটীতে আসিলেন ও ক্রমে ক্রমে সকলেই সুস্থ হইতে লাগিলেন। এমন সময় পুলিসের [illegible] আরম্ভ হইল। সম্পাদক মহাশয়, আপনি ও আপনার [illegible] পাঠকবর্গ আপনারা [illegible] পুলিসের গুণাগুণ কিছুই অবিদিত নাই। চোর পলাইলে যেরূপ ধুমধাম হইয়া থাকে, সেইরূপ হইতে লাগিল। এ স্থলে [illegible] সন্দেশ বিষাক্ত বলিয়া কতই সন্দেহ ও অনেক [illegible] আরম্ভ হইল [illegible] সর্ব্বত্র হইয়া [illegible] হইল।

কস্যচিৎ।
পাঠকস্য।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

[illegible]

মহাশয় [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] কত [illegible] না, বস্তুত [illegible] করিয়া [illegible] বিবেচনা করিয়া [illegible] এই সর্ব্বত্র [illegible] এই সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন [illegible] মহাত্মা কত উপায় কত কৌশল

(১) এ বিষয়ের কোন পত্র আর আমরা [illegible] করিব না। সং।

...ত পরিশ্রম করিয়া দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে ... জেলার সহস্র সহস্র দরিদ্রের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। অধিকন্তু এই ক্ষুদ্র মেদিনীপুর সাবডিবিজন ...সুচারুরূপে রক্ষা করে। সম্পাদক মহাশয়! বাবু হেমচন্দ্র কর কেবল যে দুর্ভিক্ষের ...অসীম পরিশ্রম করিয়া জনগণের পরম প্রেমাস্পদ ও অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন এমত ...য়? কি প্রজারঞ্জকতা, কি প্রজাহিতৈষিতা, কি ...ন্যায়পরায়ণতা, কি কার্য্যদক্ষতা সকল গুণেই ...লঙ্কৃত ও আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র। ...তা বাঁধা এটুক যেমন ... হইয়া ... পান করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে ইংলণ্ডেশ্বরীর ...গান করিতেছে, তেমনি যদি প্রজাবৎসল ...লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মহোদয় এই অসাধারণ বুদ্ধিমান ...মচন্দ্র বাবুর প্রতি কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, ...তাহা হইলে আমরা সজ্জনের সমুচিত পুরস্কার ...ন করিয়া নয়ন ও মনের চরিতার্থতা লাভ ...ব। ভরসা করি, সর সিসিল বীডন মহোদয় ... বিষয়ে অবশ্য মনোযোগ করিবেন।

২৯ এ কার্ত্তিক বুধবার অন্নসত্র, দুর্ভিক্ষনিবা...ণী সভার অধীন লোকালকমিটির সভা...তি ও মেম্বরগণ মেদিনীপুরের কালেক্টর সাহে...ব অভিমতে নিম্নোক্ত কারণ কতিপয়ে এখান...র অন্নসত্র উদযাপন করিয়াছেন। ' প্র...ম, এখানে আউস ধান্য যথেষ্ট জন্মিয়াছে, ...র্ত্তিক ধান্যও প্রচুর হইল এবং হৈমন্তিকও ...র্য্যাপ্ত হইবার সম্ভবনা, দিন দিন চাউলের বা...জার নরম হইয়া আসিতেছে এমন কি অগ্রহায়ণ ...সের ১৫ বা ১৬ দিবসে চাউলের মণ ১৮০ ...ক্রয় হইতে পারে। অতএব এক্ষণে আর দুর্ভিক্ষ ...ই। দ্বিতীয়, যদিও এক্ষণে এখানকার অন্ন...সত্রে প্রত্যহ ২০০ বা ৩০০ শত কাঙ্গালী উপ...স্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের অধিকাংশই ...দেশী নিবাসী ও কর্ম্মক্ষম। সমস্ত দিবস পরি...শ্রমান্তে তাহারা সকলে অভ্যাসবশতঃ দিবাব...সানে অন্নসত্রে উপস্থিত হয় ও প্রাপ্য ২ বা ৩ ...ভাত লইয়া বাটী গমন করে। অতএব তাহা...দিগকে অন্ন দেওয়া নিরর্থক। তৃতীয়, উহাদি...গের মধ্যে যাহারা নিতান্ত জরাজীর্ণ তাহাদিগের ...মিত্ত দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, (এই দাতব্য ...চিকিৎসালয়টী দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু হেমচন্দ্র বাবু ...র সংস্থাপিত হইয়াছে) ঐ স্থানে তাহারা ...ম আহার ও চিকিৎসা পাইতে পারিবে। ... মহাব্রতের উদযাপন দিবসে আমি অন্নসত্রে ...স্থিত ছিলাম, দেখিলাম প্রত্যেক কাঙ্গালীকে ...বিদায়ের উপযুক্ত আহারীয় চাউল পাথেয়

বস্ত্র প্রদান করিয়া বিদায় দেওয়া হইল, বিদায় সময়ে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল অগস্তী শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ সিংহ তথা শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ চন্দ্র সিংহ সবইনস্পেক্টর তথা শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন চন্দ্র হাজরা শ্রীযুক্ত বাবু সদরউদ্দীন মহম্মদ পেস্কার এবং শ্রীযুক্ত বাবু রামনারায়ণ পাঁড়ে প্রভৃতি মহাশয়গণ আহ্লাদে উপস্থিত ছিলেন, কাঙ্গালীগণ আপন আপন প্রাপ্য তণ্ডুল পাগমাদি মস্তকে করিয়া হেমচন্দ্র বাবুকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ধন্য হেম বাবু! আপনি যথার্থ প্রশংসাভাজন!!!

২৯ এ কার্ত্তিক গতবেলার বস্ত্রপ্রদায়িনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র কর সভার অবশিষ্ট ১০৭ টাকা দরিদ্রগণকে চাউল দিবার জন্য রিলিফ কমিটীর সভাপতি মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। দানের সময় এই।

ডেপুটী বাবু নানা কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও এখানকার পীড়ার কারণ গ্রাম অপরিষ্কারের বিষয়ে মন দিয়াছেন। জঙ্গল প্রভৃতি কাটান হইতেছে। গ্রাম পরিষ্কার মহামারীর চমৎকার ঔষধ। ইহা যেন সকলের মনে থাকে।

গড়বেতা	}	একান্ত বশম্বদ।
৭ ঠা অগ্রহায়ণ	}	শ্রীধা—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মিস কার্পেণ্টর।

' এস এস বিদেশিনী ! '

১

এস এস বিদেশিনি ! বহু দিন তরে
রয়েছি আমরা তব আশাপথ চেয়ে,
কি বলিব ! ! মনোগত আমার কি বলে
আনন্দে অধীরা বঙ্গ আজি দেখা পেয়ে।

২

তরিয়া অপার সিন্ধু, ছাড়িয়া ভবন
সুখের জনমভূমি করে পরিহার,
এ বিদেশে একাকিনী কিসের কারণ ?
কিবা আছে দয়াবৃত্তি ! হৃদয়ে তোমার ?

৩

' অভাগিনী বঙ্গবালা অজ্ঞান আঁধারে
কারাগারে নিরুপায় জীবন হারায় ! ! '
জান কি স্মরিত তার সাগরের পার

৪

অভাগিনী দুঃখ শুনে কাঁদিছে হৃদয় ?
এসেছ মুছাতে তার নয়নের জল ?
ঠেলেছ চরণে সুখ ফেলিয়াছ ভয়
এসেছ সকল ফেলে হইয়া পাগল ?

৫

বলনা তোমারে বল্ দেখি কি উপহার
দিবে আজি সুপণ্ডিত ! বঙ্গবাসি জন ?
ভক্তি গুণে প্রীতিপুষ্পে গাঁথিয়াছি হার
বিমল হৃদয়ে কর হৃদয়ে ধারণ।

৬

তাই বঙ্গ হতে তুমি লইয়া বিদায়
আসিয়াছ আমাদের হিতের কারণ,
আপন হৃদয়ে বঙ্গ রাখিবে তোমায়
" দিদি " বলে ডাকিবেক বঙ্গবালাগণ।

১৮৬৬	}	ভবানীপুর
২৭ এ নবেম্বর	}	

যদি কোন মহোদয় এই কয় পংক্তি ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করিয়া কোন প্রকাশ্য পত্রিকাতে প্রকাশ করেন তাহা হইলে পরম উপকৃত হইব।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অনাথ নিবাস।

১। রাজধানী হওয়াতে, কলিকাতায় নানা দেশীয় লোককে নানাবিধ কার্য্যোপলক্ষে, আগমন ও অবস্থিতি করিতে হইতেছে। সুতরাং রাজধানীতে কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, কি আশ্রয়বিশিষ্ট কি নিরাশ্রয়, সকল প্রকার লোকেরই সমাবেশ আছে। কলিকাতায় সহায় সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদিগের বাস ক্লেশকর নহে, কিন্তু নির্ধন ও নিরাশ্রয় লোকেরা ইহাতে কিরূপ ক্লেশ ও যাতনা ভোগ করে, একবার অনুধাবন করিলেই তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহা যেরূপ স্থান, তাহাতে এখানে আশ্রয় বিহীন হইলে মফস্বলের ন্যায় সহজে কোন গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় পাওয়া যায় না। সুতরাং এবম্বিধ লোকদিগকে এখানে যৎপরোনাস্তি কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

এস্থলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে সেরূপ লোক কলিকাতায় না আসিলেই অথবা এখানে অবস্থিতি না করিলেই ত আর তাহাদিগকে কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই এই বিবেচনা অমূলক বলিয়া বোধ হইবে। কারণ এরূপ ঘটনাও অসম্ভাবিত

শ্রয় পাইবে বলিয়া কোন ব্যক্তি এখানে আগমন করিল, কিন্তু দৈব দুর্ঘটনাক্রমে তাহার আত্মীয়, স্থানান্তরিত বা পৃথিবী হইতে একবারে অন্তরিত হইয়াছে। এমত অবস্থায় আগন্তুক ব্যক্তি আশ্রয়হীন হইয়া কিরূপ ক্লেশ অনুভব করে, তাহা একবার বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। আর সচরাচর এরূপও ঘটিয়া থাকে যে কলিকাতায় অবস্থিতিকালে হঠাৎ নির্দ্দয়কালের ভয়ানক নিষ্ঠুরতায় অভিভাবকবিহীন হইয়া কত স্ত্রী ও বালকগণ অপার দুঃখবারিধিতে একবারে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। মফস্বলের ন্যায় এস্থানে অধিকাংশ লোকেরই পরস্পর সহবাসিতা ও আত্মীয়তা না থাকাতে উক্ত দুর্ঘটনায় তাহারা যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করে। এরূপ অবস্থায় তাহারা ... পারিবার স্থানই পায় না, উদরের জ্বালা নিবারণ ... পায়। এবম্বিধ ঘটনায় স্ত্রীগণ অসৎ পথে, পথী ও বালকগণ ... শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া উঠে।

... দেশীয় ধনবান্ ও কৃতবিদ্য লোকে ... করিলে এইরূপ নিরাশ্রয়দিগের ক্লেশ নিবারণ করিতে সমর্থ হন। ... বা ইংলণ্ড প্রভৃতি ... দেশের ন্যায় কলিকাতায় অনাথনিবাস স্থাপন করুন। তাহাতে অনাথদিগের যৎপরোনাস্তি উপকার এবং দেশের মুখও সমধিক উজ্জ্বল করা হইবে। ইহা যে বহু ব্যয় ও বহু কষ্টসাধ্য কর্ম্ম এমত নহে, যৎসামান্যরূপে সকলে একত্র দান করিলেই, একটী মূলধন দাঁড়াইয়া যাইবে এবং তাহার উপস্বত্ব দ্বারাই এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। আর, যাঁহারা সমধিক ধনশালী, এবিষয়ের জন্য, যৎকিঞ্চিৎ মাসিক দান করিতেও তাঁহাদিগের ক্লেশ বোধ হইবে না। অতএব এ বিষয় সম্পাদন করিতে আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন করিলেই বোধ হয় কৃতকার্য্য হইতে পারেন, কেবলমাত্র কথায় বা বক্তৃতায় দেশের উপকার হয় না।

শিক্ষাবিভাগের নিয়মের

আবশ্যকতা।

২। নিয়ম, সমুদায় কর্ম্মের সুশৃঙ্খলা সাধন করে। যে কার্য্যে নিয়ম নাই, তাহা সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবে বলিয়া কখনই আশা করা যায় না। এই জন্যই পরমেশ্বর সৃষ্ট সমুদায় পদার্থ ও অখিল কার্য্যকেই অলঙ্ঘ্য অবিনশ্বর নিয়মের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। লৌকিক ব্যবহারেও সভ্যতা ও বিদ্যা বুদ্ধিসহকারে সুনিয়ম রক্ষা ও সুশৃঙ্খলায় আবদ্ধ হইবার গৌরব বর্দ্ধিত হইতেছে। ...

কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত ক্রমেই উৎকৃষ্টতর আইন বহির্গত হইতেছে।

আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের যে কয়েকটী বিভাগ আছে, তাহাদিগের সকলেরই কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত কতকগুলি করিয়া নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। তাহার দ্বারা সেই সকল বিভাগের কার্য্য ও অন্যান্য বিষয়ের নিষ্পত্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমাদিগের উন্নতিশীল শিক্ষাবিভাগ উহার অধীনতা স্বীকার করে নাই। শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে, যাঁহার যেরূপ ভাল লাগে তিনি সেইরূপেই ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে কখন কখন এরূপ ঘটিয়া উঠে যে, এই বিভাগস্থ কোন ব্যক্তি যে নিয়ম প্রচলিত করিয়া গেলেন, তাঁহার স্থলে উত্তরাধিকারী আসিয়া আবার তাহা সমূলে পরিবর্ত্তিত বা অপান্তরিত করিয়া বসিলেন সুতরাং এরূপ অব্যবস্থিতচিত্ততায়, ইহার কার্য্যপ্রণালী যে কিরূপ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা অনুভবশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। তবে, এই বিভাগের যে যে অংশের সহিত, গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য বিভাগের নিতান্ত সংস্রব আছে সেই সেই বিভাগস্থ নিয়ম দ্বারা ইহার সেই সকল অংশ প্রতিপালিত হয়। অপরাপর অংশে নিয়মাভাবে চিরপ্রসিদ্ধি ... ব্যাপার ... হইয়া থাকে।

এই সকল কারণে ইহার কার্য্য পরিচালনের জন্য কতকগুলি আইন নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। স্কুলইনস্পেক্টরগণ মনে করিলেই তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। এ বিষয়ের জন্য উঁহারা যে কেন যত্নবান হন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যদি শিক্ষাবিভাগের কার্য্যপ্রণালী উৎকৃষ্ট করা আবশ্যক হয়, তবে এ বিষয়ের জন্য তাঁহাদিগের চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। কতকগুলি নিয়মাবলি, নির্দ্দিষ্ট হইলে, ইহার অনেক অত্যাচার ও যথেচ্ছাচার নিবারিত হয় এবং লোকের নিকট নিয়মহীন বিভাগ বলিয়াও অশ্রদ্ধেয় ও উপহসিত হয় না।

৩। কয়েক সপ্তাহাবধি বহুবাজারের ... নামক পল্লীতে চোরের অত্যন্ত ভয় হইয়াছে। সম্প্রতি চোরগণ দুই বাটীতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে এবং অন্য এক গৃহস্থের আলয়ে আসিয়া ... ৩ দিন নিরাশ হইয়া গিয়াছে। অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে, মাদকাসক্ত লোক দ্বারাই এই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। বাস্তবিকও অধিকাংশ দুষ্কর্ম্মই উক্ত ...

বিষয় এই যে, এই ভয়ানক দ্রব্য প্রচলনের জন্য আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেণ্ট আবার উৎসাহ প্রদান করিতেছেন!!!

৪। গ্রন্থকর্ত্তারা যশোলিপ্সার বশীভূত হইয়া অসাধারণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব কৌশলে তদ্দ্বারা জনসমাজেরও যৎপরোনাস্তি উপকার হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা সুখ্যাতি লাভের ন্যায় গ্রন্থকারদিগের কিঞ্চিৎ অর্থলাভও হয়। কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের অর্থলাভ বিষয়ে বিপরীত ঘটিয়া উঠে। তাঁহাদিগের মুদ্রিত সমুদায় পুস্তক সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বেই পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করা উচিত এবং তাহা হইলেই আর সেই পুস্তকের অভাব হয় না। কখন মধ্যে মধ্যে গ্রন্থকারদিগের অমনোযোগ ও দোষে যথাসময়ে মুদ্রাঙ্কন না হওয়াতে কোন কোন পুস্তক অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে। তখন পুস্তক বিক্রেতা দুষ্ট দোকানদার সকল একত্র হইয়া ইচ্ছানত মূল্যে ইহার বিক্রয় আরম্ভ করে। সুতরাং উহা গ্রন্থকর্ত্তার লাভজনক না হইয়া সামান্য দোকানদারদিগের অসদুপায়ে অর্থাগমের উপায় হইয়া উঠে। উল্লিখিত কারণে আমাকে সম্প্রতি দশ আনা মূল্যের দুই প্রকারের পুস্তক, প্রত্যেকে দেড় টাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছে এবং কলিকাতায় কোন ... এক আনা মূল্যের পুস্তকের জন্য দুই আনা ... হইয়াছে। কিন্তু যদি গ্রন্থকারেরা এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হন, তাহা হইলে আর সাধারণে ক্ষতিগ্রস্ত ও তাঁহাদিগের লাভ অন্যের হস্তগত হয় না। ইতি।

বহুবাজার কস্যচিৎ।
১০ ই অগ্রহায়ণ। লেখক।
১২৭৩।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপনার ৫০ এ আশ্বিনের সোমপ্রকাশে তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত "সাধারণ আদর্শ" এই প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া সমুদায় অংশ অনুমোদনীয় বোধ হইল না। প্রবন্ধটীর আদি ও অন্ত ভাগে যেরূপ উদারতা ও যৌক্তিকতা লক্ষিত হইল, মধ্যাংশে তেমনই অনুদার ও অযৌক্তিক ভাবের সন্নিবেশ দেখা গেল। তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক কিরূপ ভাবে চালিত হইয়া এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি না। ...

দৃষ্টি না করিয়া কেবল সম্প্রদায় বিশেষকে …তন করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। উক্ত …দক এক স্থানে লিখিয়াছেন " খৃষ্টের এমন …ল যে তাহা ত্যাগ করিয়া তিনি ত্যাগ …রের দৃষ্টান্ত হইতে পারেন " এই বাক্যের … স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে রাশি রাশি ধন …ত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ত্যাগ …র করা হয়। যদি ত্যাগ স্বীকার কেবল … ধন সম্পত্তির দ্বারাই হয় তবে যাহাদের … রাশি ধন সম্পত্তি নাই, ধার্ম্মিক হইতে কি …দের ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না? যদি … সামান্য ব্যক্তিরাও কেবল ধর্ম্মের জন্যে তা… ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে স্বার্থপরতা ও কুটিলতা …ত্তি পরিত্যাগ করে, তবে কি তাহারা ত্যাগ …বের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না? ধন, মান, …জীবন প্রভৃতি নানা বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার … পারে। অতএবই ত্যাগ স্বীকার বিষয়ে … ত্যাগ স্বীকারে ধনীর, মানের ত্যাগে …র এবং সুখের ত্যাগে সুখীর বিলক্ষণ … হওয়া যাইতে পারে। খৃষ্ট যদিও ধন …ত্ত বিষয়ে ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত নহেন, …পি কেবল ঈশ্বরের নিমিত্ত সুখ ও জীবন …র্জন করা তাঁহার গুরুতর ত্যাগ স্বীকার …ত হইবে। অকাতরে সত্যের জন্যে জীবন …পেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকার আর কি হইতে …?

…আর এক স্থলে লিখিত হইয়াছে, যে " খৃ-… এমন কি অবস্থা ঘটিয়াছিল যে সামর্থ্য …ও অন্যাকৃত অপকার সহ্য করিয়া ক্ষমা …প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন " এই বাক্যেতে …কের বিলক্ষণ স্বপক্ষপাতিতা লক্ষিত হই-…। কারণ খৃষ্ট মরণ সময়েও হত্যাকারীদি-… কোন প্রকার অমঙ্গল প্রার্থনা না করিয়া …রের নিকট তাহাদের মঙ্গলই প্রার্থনা করি-…লেন। যদি বলেন " যে ঐ সময়ে তিনি …বর্য্য নিবন্ধন সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছি-… এতদ্বিরুদ্ধে এই বলা যাইতে পারে যে …লে তাঁহার অন্য কোন ক্ষমতা না থাকি… হত্যাকারিদিগের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করিতে …তেন। এরূপ ব্যবহারে যখন তিনি তাহাদের …প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন কি তাঁহার … ক্ষমার ভাব প্রকাশ পায় নাই? ইহা … আর অধিক ক্ষমার ভাব কি হইতে …?

…নান্তরে লিখিয়াছেন যে, " খৃষ্টের প্রতি … আর্য্য নিমিত্ত অথবা কোন অতিরিক্ত…

…ন্দ্র কারণে যদি তাঁহাকে এই উন্নত সময়ের উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত করিয়া প্রচারকরূপেই লোকের নিকটে বাহির করা হয়, তাহা হইলেও প্রচারক ব্যতীত সংসারের আর কোন সম্প্রদায়ী খৃষ্টের অনুকরণ করিতে পারে না। অতএব খৃষ্টকে সাধারণ আদর্শ করিবার আশা কিছুতেই পরিপূর্ণ হয় না। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে এই পৃথিবীতে যেন প্রচারক বলিয়া এক ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে পারে, প্রচার কার্য্যে সাধারণের অধিকার নাই। বাস্তবিক আন্তের উক্তি। স্বকীয় ক্ষমতানুসারে প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে প্রচারক বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। পৃথিবীতে এমন লোক নাই যে চেষ্টা করিলে প্রচারক হইতে না পারেন। ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিলে সকলেই আপন আপন কার্য্যে সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রচার কার্য্য প্রকৃতরূপে সম্পাদন করিতে পারেন। অতএবই খৃষ্ট কোন কোন বিষয়ে সাধারণের আদর্শ হইতে পারেন। সকলেরই যদি সত্যের দিগে গমন করা উচিত হয় এবং সত্যের নিমিত্ত জীবন দেওয়া কর্ত্তব্য হয় তবে অবশ্যই খৃষ্টের দৃষ্টান্ত অনুমোদন করা বিধেয়। বাস্তবিকও খৃষ্ট ঐ রূপ অনুন্নত সময়ে যেসকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যদিও এই উন্নত সময়ে কাহার নিকট কোন কারণ বশতঃ সামান্য বলিয়া বোধ হয় তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা করা আমাদের একান্ত অনুচিত।

উপসংহারকালে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে, আমরা যেন গুণী ব্যক্তির যথার্থ গুণ সমূহ সরল অন্তঃকরণে দর্শন ও গ্রহণ করিতে পরি। কোন মন্দ ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া যেন কাহারও প্রকৃত গুণের বিলুপ্তি করিতে না চাই।

২০ এ কার্ত্তিক } আমরা কয়েক জন।
ঢাকা।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দেব আলাহাবাদ
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক ১৩
" " মুজীবর রেহমান বালেশ্বর
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ বৈশাখ ৭
" " শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আলীগড়
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ৭
" " রাজা গোপীলাল পাঁড়ে পাকোড়
" " চন্দ্রমোহন ঘোষ ফরিদপুর ৩,
" " রাধামোহন গোস্বামী খণ্ডঘোষ
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে ৭৪ আশ্বিন ১…
" " শ্যামাচরণ চৌধুরী মেদিনীপুর ৩৮…
" " গোষ্ঠবিহারী দত্ত মেদিনীপুর ৩৮…

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত

সোমপ্রকাশ

১ ম ভাগ। ৪ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ২৬ অগ্রহায়ণ। ১৮৬৬। ১০ ডিসেম্বর { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুদিগের টিকীট সকল হাবড়া হইতে প্রদত্ত হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষার্থ এতদ্দারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, যাহারা বাষ্পীয় রথে রেল পথে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, (পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে আগামী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেসন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমুদায় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্র বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভ্রমণ সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকীপুর।
বারাণসী
চুণার।
মির্জাপুর
আলাহাবাদ।
কাণপুর।
আগ্রা
গাজিয়াবাদ এবং
দিল্লী।

উক্ত প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুগণের ভাড়ার হার।

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরোহিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনের লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ইষ্টেসনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ইষ্টেসনের ডেপুটী ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেনসন।

বোর্ড অব একেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারিলাল রায় প্রণীত "জয়াবতী" নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট অভিনব বাঙ্গালা কাব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে সচরাচর প্রচলিত ছন্দ ব্যতীত, কতিপয় নূতন ছন্দও সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার মূল্য এক টাকা, এতদ্ব্যতীত বিদেশীয় গ্রাহকদিগকে দুই আনার ডাকমাশুল পাঠাইতে হইবে। গ্রহণাভিলাষী মহাশয়েরা কলিকাতা কেথিড্রল মিসন কালেজে অথবা নিম্নলিখিত স্থানে আমার নিকট অনুসন্ধান করিলে পাইতে পারিবেন।

কলিকাতা, আরপুলী ষ্ট্রীট নং ১৫ } শ্রীকৃষ্ণগোপাল ভক্ত

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের বর্ত্তমান অব্দের ইংরাজী বাঙ্গলা ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা আগামী ডিসেম্বর মাসের ১৭, ১৮, ১৯ এবং ২০ এ গৃহীত হইবে।

যে যে পুস্তকে ইংরাজী বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা হইবে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল:—

ইংরাজী। চারুপাঠ ২য় ভাগ হইতে ইংরাজীতে সহজ সহজ বিষয়ের অনুবাদ করিতে হইবে। উহার দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা ও ইংরাজী ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

২ য়। ইংরাজী পদ্য ও গদ্য হইতে ব্যাকরণ ঘটিত শব্দের ব্যুৎপত্তির ও বাক্য বিন্যাসের প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

বাঙ্গলা। প্যারীচরণ সরকারের পঞ্চম খণ্ড পাঠ্যপুস্তকের ৪ র্থ অধ্যায়ের মধ্য হইতে বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে দেওয়া হইবে। উহার দ্বারা পরীক্ষার্থীদিগের বাঙ্গলাতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা ও বাঙ্গলা ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি ও বর্ণ শুদ্ধ করিয়া লিখিবার পটুতার পরীক্ষা হইবে।

পাটীগণিত। শুভঙ্করী ত্রৈরাশিক।

ক্ষেত্রতত্ত্ব। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ভূগোল। পৃথিবীর চারিখণ্ডের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাধারণ বিবরণ।

[illegible]

ইতিহাস। মার্শম্যান সাহেবকৃত বঙ্গদেশের ইতিহাসের [illegible] অধ্যায়ের শেষ ১৩০ পৃষ্ঠার মধ্য হইতে প্রশ্ন দেওয়া যাইবে।

৫ম। পরীক্ষার সময় [illegible] হস্তলিপি- বিবেচনা হইবে।

৬ষ্ঠ। [illegible] পর্যন্ত ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি [illegible] ১৫ টাকা [illegible] হইবে। অতএব [illegible] পরী- [illegible] আপন আপন নাম স্থানীয় ডেপুটী [illegible] নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। [illegible] পর কাহারও আবেদন গ্রাহ্য হইবে না। আবেদন মধ্যে নিম্ন লিখিত [illegible] লিখিয়া দিতে হইবে—

(১) পরীক্ষার্থীর নাম।
(২) তাঁহার [illegible] নাম।
(৩) [illegible] বয়স।
(৪) বাস।
(৫) ধর্ম। [illegible] জাতি।
(৬) যে বিদ্যালয়ে [illegible] করিয়াছে।
(৭) ছাত্রবৃত্তি এবং [illegible] বিদ্যালয়ে [illegible] তে ইচ্ছা করে।
(৮) যে স্থানে পরীক্ষা দিবে।

৭ম। পরীক্ষার্থিরা পরীক্ষার প্রথম দিনের প্রাতঃকালে যে ব্যক্তির [illegible] ফী আদায়ের ভার থাকিবে, তাঁহাকে [illegible] ফী [illegible] করিবে।

১৮৬৪ অব্দের বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পুস্তক।

সাহিত্য। তৃতীয়ভাগ [illegible] এবং [illegible]

ব্যাকরণ। [illegible] তৃতীয় ভাগ হইতে [illegible]

ইতিহাস। [illegible] ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড।

ভূগোল। পৃথিবীর [illegible] বিশেষতঃ ভারতবর্ষের [illegible] পরীক্ষা হইবে। [illegible] পরীক্ষার্থিদিগকে ভারতবর্ষের সমুদায় অথবা কিয়দংশের নক্সা করিতে দেওয়া যাইবে।

প্রাকৃতিক ভূগোল। রাজেন্দ্রলালের প্রাকৃত ভূগোল

পাটীগণিত। [illegible] ও দশমিক ভগ্নাংশ [illegible]

বৃদ্ধি ও বর্গমূল।

বীজগণিত। প্রথম ৪ টী নিয়ম।

ক্ষেত্রতত্ত্ব। ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায়।

ফী গ্রহণ করিবার জন্য যে ব্যক্তির উপর ভার থাকিবে পরীক্ষার্থিদিগকে পরীক্ষার প্রথম দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার হস্তে ১ টাকা ফী প্রদান করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত অষ্টম নিয়মানুসারে ডেপুটী ইন্সপেক্টরের নিকট স্ব স্ব নাম লিখিয়া [illegible] সঙ্কেত অব [illegible] আবেদন করিতে হইবে।

ই. জি. পোটর।

উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর।

বিজ্ঞাপন।

কপালকুণ্ডলা।

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উক্ত গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে।

মূল্য ১ এক টাকা

বিজ্ঞাপন।

নিম্নলিখিত কোম্পানির কাগজ চুরি গিয়াছে।

৯১২৬ নং ২৭১২০। ২৮ এ ফেব্রুয়ারি ফাইব পরসেণ্ট ১০০০,

৪০১ নং ৩২৮৬৮, ৩০ জুন ১৮৫৪। ফোর পরসেণ্ট ১০০০,

৮৩০৯ নং ৪২৩২ নং ৩১ এ মার্চ ১৮৩৬। [illegible] পরসেণ্ট ৫০০

কলিকাতা
২ রা অগ্রহায়ণ
১২৭০।

শ্রীরাম পালিত
বড়বাজার, রাজার কাঠরা।

বিজ্ঞাপন।

নিমুখানসামার গলি ১০ নম্বর বাটীতে সংগ্রহীত ও সংপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

	মূল্য
গীত	
শ্রীমদ্ভাগবত	১ টাকা
রোমীয় ইতিহাস	১ "
ভুবনেশ্বর [illegible]	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮০

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

অনেকের সংস্কার আছে, সমাচার পত্র কিছু অধিক দিনের হইলেই স্থায়ী হয়। কিন্তু হরকরার দেহাতিপাত এ সংস্কারের অমূলকতা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। হরকরা ১৭৯৫ খৃঃঅব্দে, প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭২ বৎসরের পর ইহার মৃত্যু হইল। শুনিয়া আমরা অধিকতর দুঃখিত হইলাম। অধিকতর দুঃখের কারণ এই, অধ্যক্ষেরা লিখিয়াছেন, মফস্বলস্থ গ্রাহকগণ নিয়মিতরূপে হরকরার মূল্য প্রদান করেন না। এটী যথার্থই দুঃখের কথা। এই দোষে অনেক সংবাদপত্রই অকালে দেহত্যাগ করিয়াছে। যাঁহারা সমাচার পত্রের উপজীব্য, তাঁহারা এরূপ ব্যবহার করিলে এরূপ ঘটনা হওয়া বিচিত্র নহে। যাঁহারা নিয়মিত মূল্যদানে অনিচ্ছু অথবা অসমর্থ, তাঁহাদিগের কোনক্রমেই উচিত হয় না যে তাঁহারা গ্রাহকশ্রেণী-ভুক্ত হইয়া অধ্যক্ষদিগকে বিপদজালে পাতিত করেন।

আমরা এতক্ষণ হরকরার সহিত গ্রাহকগণের স্কন্ধে দোষ ক্ষেপণ করিলাম বটে কিন্তু যদি যথার্থ কথা না বলি, প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। হরকরার অধ্যক্ষদিগের নিজের দোষ নাই এমন নয়। তাঁহারা অনেক সময়ে গ্রাহকগণের প্রীতিলাভ করিতে পারেন নাই। আমাদিগের ধ্রুবজ্ঞান আছে, যে পণ্যজীবী উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য আপণে উপস্থিত করে, তাহার লাভ বিনা কখন ক্ষতি হয় না। হরকরা যদি নিয়মিতরূপে গ্রাহকগণের রুচিযোগ্য ভোজ্য উপস্থিত করিয়া মানস ক্ষুধা শান্তি করিতে পারিতেন, তাঁহাকে কখনই মৃত্যুমুখ দর্শন করিয়া অদ্য আমাদিগের শোচনীয় হইতে হইত না।

মিসকার্পেন্টর।

অত্রত্য কৃতবিদ্যেরা মিস কার্পেন্টরের যে সমুচিত সমাদর করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। তিনি ভারতবর্ষীয় অজ্ঞানান্ধ রমণীগণের একমাত্র মঙ্গলোদ্দেশে এদেশে আগমন করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার সম্মাননা করাতে কৃতবিদ্যদিগের স্বদেশীয় রমণীগণের উন্নতিসাধন বিষয়ে যে আস্থা ও যত্ন আছে, তাহার পরিচয় হইয়াছে। তিনি স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেটী উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। যাবৎ এদেশীয় স্ত্রীলোক দ্বারা এদেশের স্ত্রীলোকের শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন করা না হইবে, তাবৎ অত্রত্য স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীর সর্ব্বাঙ্গপূর্ণতার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষয়িত্রী গুণ ভূষিত ভদ্র কুলাঙ্গনারা স্ত্রীনর্ম্মালবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ আগমন করিবেন না, এ শঙ্কা আর নাই। এখন অনেক কৃতবিদ্য পুরুষ ও স্ত্রীকে সকল কার্য্যে অগ্রসর দেখা যাইতেছে। স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় যদি পুরুষসম্পর্ক শূন্য হয়, ভদ্রকুলাঙ্গনাদিগের মধ্যে যাঁহারা কিছু কিছু শিখিয়াছেন, তাঁহারা তথায় অধ্যয়নার্থ গমন করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আপাততঃ কিছু দিন ইউরোপীয় রমণীগণের উল্লিখিত বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা করিবার ও কোন কোন বিষয় শিক্ষা দিবার আবশ্যকতা হইবে বটে, কিন্তু এদেশীয় অবলাগণের হৃদয়ে যে প্রকার শিক্ষানুরাগশিখা প্রদীপিত হইয়াছে, তাহাতে স্বল্পকালমধ্যে এ আবশ্যকতা দূরীকৃত হইবে সন্দেহ নাই। তবে প্রথম প্রথম কিছু অধিক অর্থের প্রয়োজন হইবে। যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী পদ লাভের আশয়ে অধ্যয়ন করিতে আসিবেন, তাঁহাদিগের লোভনীয় হয় এরূপ মাসিক পুষ্কল বৃত্তি বিধান করিয়া দিতে হইবে। গবর্ণমেন্টের সহিত কৃতবিদ্যেরা যদি কার্পণ্য পরিত্যাগ করেন, এ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া দুরূহ হয় না। আমরা একটী প্রস্তাব করিতেছি, তদবলম্বন করিলে ভারের অনেক লাঘব হইবে সন্দেহ নাই। বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ই আপাততঃ স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় হউক। ঐ খানে যে সমস্ত বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে, ভাবি শিক্ষয়িত্রীরা তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়া শিক্ষাদান প্রণালী অভ্যাস করিবেন। এরূপ হইলে বাটী নির্ম্মাণের স্বতন্ত্র ব্যয় ও তত্ত্বাবধারিকার ব্যয়, এই দ্বিবিধ ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে।

—oo—

ডাককর্ম্মচারিদিগের অনবধানতা।

ডাকের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন যে কত অসুবিধা ও অনিষ্ট ঘটিতেছে, পত্রাদি প্রেরণাদির দ্বারা ডাককর্ম্মচারিদিগের সহিত যাঁহার সম্পর্ক হয়, তাঁহারই মুখে প্রায় তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। অদ্য আমরা সেই বিশৃঙ্খলাশংসী একখানি পত্র এই স্থলে প্রচারিত করিলাম। এপত্রখানি ১০ ই অগ্রহায়ণের, ২১ এ অগ্রহায়ণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

মহাশয়! আপনার ২ রা কার্ত্তিকের পত্র অদ্য ১০ ই অগ্রহায়ণে প্রাপ্ত হইলাম। আমার প্রেরিত সোমপ্রকাশের ষাণ্মাসিক অগ্রিম মূল্য আপনার নিকট উপস্থিত না হওয়াতে দুঃখিত হইলাম। ভাদ্রমাস অতীত হইবার পূর্ব্বে আমি এক বন্ধুর দ্বারা টাকা পাঠাইয়াছিলাম, তিনি আমার নামে টাকা জমা দিয়াছেন, এইরূপ বিশ্বাস ছিল। আপনার পত্রে অবগত হওয়া তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, যাহাতে শীঘ্র টাকা পঁহুছে, এরূপ করিব। আপনার ২ রা কার্ত্তিকের পত্র ১০ ই অগ্রহায়ণ পাওয়াতে পত্রের প্রত্যুত্তর লিখিতে এত বিলম্ব হইল। বোধ হয় পল্লীগ্রামস্থ ডাকঘরের কর্ম্মচারিদিগের স্ব স্ব কর্ম্মের প্রতি অমনোযোগই লম্ভার কারণ হইয়া থাকে।

দশঘরা। ইংরাজীস্কুল।

১০ ই অগ্রহায়ণ।

১২৭০।

এক দিবস সংস্কৃতকালেজের এ[ক]জন শিক্ষক আমাদিগকে একখানি পত্র দেখাইলেন, সেখানি জুলাইমাসের ৩ রা নবেম্বর তাঁহার হস্তে উপস্থি[ত] হয়। ঐ পত্র দূরদেশ হইতেও আইসে নাই। তাঁহার কলিকাতাস্থ এক বন্ধু লিখিয়াছিলেন। সে পত্রের সহিত তুলনা করিলে দশঘরার পত্র সকাল সকাল পঁহুছিয়াছে, বলিতে হয়!!

এ বিশৃঙ্খলা কি স্থায়িনী হইল ইহার নিবারণ হইতেছে না কেন? ডা[ক]ঘরের কর্ম্মকর্ত্তারা কি শূন্যহৃদয়? ডা[...]কের বিশৃঙ্খলা হইলে লোকের যে অসু[...]বিধা ও অনিষ্ট হয়, তাঁহারা কি তদ্বো[...] সমর্থ নহেন? বোধ হয়, বিশৃঙ্খলার নিবা[...]রণ বিষয়ে তাঁহাদিগের তাদৃশ যত্ন নাই[...] তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইবে[...] যখন চতুর্দ্দিক হইতে উত্তেজনা বা[...] পুনঃ পুনঃ শ্রুতিগোচর হইতেছে, তখ[ন] তাঁহারা সুস্থির হৃদয়ে আছেন, এম[...] বোধ হয় না। তাঁহারা চেষ্টা পাইয়া[...] কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, ইহ[...] সঙ্গত বোধ হয়। ইহার কি উপায় হ[...]বার সম্ভাবনা নাই? আমরা পরী[ক্ষা] করিয়া দেখিয়াছি, যে শিক্ষক আল[...] পরবশ হইয়া বালকদিগকে বিদ্যাল[...] নিয়ম লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইবার অবসর [...] তিনি কখন বালকদিগকে স্ববশে রাখি[...] স্বকর্ত্তব্য সাধনে সমর্থ হন না। আমা[...]দের সংস্কার এই, ঐরূপ পর পর ক[...]চারিদিগের আলস্য দোষেই ডা[কের] বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। হরকরারা নির্দ্দি[ষ্ট] ব্যক্তির নিকটে যথাসময়ে পত্র দিল [...] না, যদি তাঁহারা তাহার সবিশেষ অ[নু]সন্ধান করেন এবং কাহার কিঞ্চি[ৎ] ত্রুটি দেখিলেই যথাবিধি দণ্ড প্র[দান] করিয়া তাহার সংশোধন চেষ্টা প[...] বিশৃঙ্খলা দোষের সংশোধন দুরূহ [...] না। এখন হরকরাদিগের পত্র বিলি [...]

। যে নিয়ম আছে, তাহাতে তাহারা
াস্ক ব্যবহার করিতে পারে। নির্দ্দিষ্ট
নে পত্র পঁহুছিল কি না, তন্নির্ণয়ের
ান নাই। কিন্তু যদি হরকরাদিগের
টে এক এক খান রসীদবহি দেওয়া
এবং যে যে ব্যক্তির নামে পত্র পা
ব, তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া
নিবার রীতি করা হয়, আর, পর পর
নিপদস্থ কর্ম্মচারিরা আলস্য ত্যাগ
য়া সবিশেষ মনুসহকারে তত্ত্বাবধান
ন, বিশৃঙ্খলা দোষের অনেক নিবারণ
ত পারে।

ষ্টেট সেক্রেটারির কৌন্সল।

১৮৫৮ অব্দে যখন ডিসরেলি সাহেব
পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষ রাজ্যের
লইবার বিল মহাসভায় উপস্থিত
ন, তৎকালে এই তর্ক উপস্থিত হয়,
তবর্ষীয় সেক্রেটারির মন্ত্রি স্বরূপ যে
কজন সভ্য নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদি-
মহাসভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া
কি না? মহাসভা অনেক তর্ক বিত
পর স্থির করিলেন, ষ্টেট সেক্রেটা
মন্ত্রিবর্গ মহাসভায় আগমন করিলে
য়ার বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। কিন্তু যদি
াবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান
, মহাসভায় প্রবেশপথ রুদ্ধ হও
: সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কতকগুলি অনিষ্ট
তছে। এটী একটী প্রসিদ্ধ হইয়া
াছে মহাসভায় ভারতবর্ষের নাম
সভ্যের আসন সকল শূন্য হইয়া
সভাগণ গ্রীস, তুরস্ক, আমেরিকা
আফ্রিকার বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক
থাকেন। কিন্তু ইংলণ্ডের অধীনস্থ
দেশের নামে বৈমুখ্য প্রদর্শন
। ইহার কারণ কি? প্রথমতঃ সভ্য
দেশের ভূমির বন্দোবস্ত প্রভৃতির
জানেন না। দ্বিতীয়ত, যাঁহারা
তবর্ষের বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তাঁ-
হারা এদেশের বিষয়ের বিশেষজ্ঞ নহেন। আমাদিগের সংস্কার আছে, যাঁহারা এদেশের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত আছেন, তাদৃশ লোকে বক্তৃতা করিলে সভাগণ বিরক্ত হইয়া কখন উঠিয়া যান না। কিন্তু কি প্রকার লোকে সে প্রকার বক্তৃতা করিতে পারেন? যাঁহারা ভারতবর্ষস্থ ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিয়া এদেশের বিষয় অবগত হন, তাঁহাদিগের অনেক কুসংস্কার জন্মে, তাঁহারা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদিগের কথা কাহার ভালও লাগে না। দুই এক বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিলেও এদেশের বিশেষজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা নাই। ২০।২৫ বৎসর যাঁহারা বাস করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল বহুজ্ঞ হইয়াছেন। এক্ষণে ষ্টেট সেক্রেটারির যাবতীয় মন্ত্রিকে ভারতবর্ষের ঐদৃশ দীর্ঘবাসকারির মধ্য হইতে মনোনীত করা হয়। ইহাঁরা ষ্টেট সেক্রেটারিকে যে পরামর্শ দেন, তাহা অন্যের অবগত হইবার উপায় নাই, ইহাঁদিগের মহাসভায় যাইবারও অনুমতি নাই, সুতরাং ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণে ভারতবর্ষের বিষয়ে অজ্ঞ থাকেন; ভারতবর্ষে দীর্ঘবাসকারী অন্য অন্য ব্যক্তির যদি মহাসভায় প্রবেশ সুগম হইত, তাহা হইলেও ভারতবর্ষের বৃত্তান্ত জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা থাকিত, কিন্তু তাহাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় অনেক বৎসর মাত্র এখানে অবস্থিতি করিয়া "নবাব" হইয়া ইংলণ্ডে যাইবার উপায় নাই। ২৫ বৎসর কর্ম্ম করিয়া যে সিবিলিয়ান এক লক্ষ টাকা লইয়া যাইতে পারিলেন, তিনি অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী। মহাসভায় প্রবেশ জন্য যে ব্যয় লাগে, তাঁহারা তাহা দিতে পারেন না। সুতরং মহাসভায় ভারতবর্ষের বিষয়ে অজ্ঞতাকারে লোকে নিজেদের ন্যায় অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দ্বারা তর্ক বিতর্ক করা হয়। সম্প্রতি ইংলণ্ডের অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন, ষ্টেট সেক্রেটারির কৌন্সিল উঠাইয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। ইংলণ্ডীয় মন্ত্রিবর্গের সর্ব্বদা পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। যিনি কেবল ভূগোলাদি পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের বিষয় অবগত হইয়াছেন, তাঁহার সেক্রেটারি হওয়া বিড়ম্বনা। তাদৃশ ব্যক্তির স্বাধীন হইয়া কাজ করিবার কি সম্ভাবনা আছে? বৃদ্ধ ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণ তাঁহার মন্ত্রি স্বরূপ না থাকিলে তিনি কি এদেশের ভূমির বন্দোবস্ত, আইন, বিচারপ্রণালী ও দেশের আচার ব্যবহারাদি সুন্দর রূপে বুঝিতে পারেন? লার্ড হালিফাক্স অনেক সময়ে মন্ত্রিদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না সত্য, কিন্তু বহুকালাবধি তিনি এদেশের বিষয় লইয়া ছিলেন। সর চারলস উডের ন্যায় মন্ত্রী কি সুলভ? লার্ড ষ্টানলির সদৃশ বুদ্ধিমান মন্ত্রিকেও সর্ব্বদা মন্ত্রিসভার মত গ্রহণ করিতে হইত। যাঁহারা কৌন্সিল উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করেন, তাঁহারা বলেন, উপনিবেশসংক্রান্ত মন্ত্রির কৌন্সিল নাই। অতএব ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির মন্ত্রিতে প্রয়োজন কি? যাঁহারা এরূপ তর্ক করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষ ও কানাড়া প্রভৃতির প্রভেদ বুঝিতে পারেন না। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের দুই জেলার লোকের তুল্য লোক অল্প উপনিবেশে আছে। কানাড়া প্রভৃতি নাম মাত্র ইংলণ্ডের অধীনস্থ, তত্তৎ স্থানে নিয়মিত শাসনপ্রণালী ও জাতিসাধারণ সভা আছে, ইংলণ্ডে তত্তৎদেশের অল্প বিষয়েরই মীমাংসা হয়। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষ বৃহৎ দেশ, এখানে নানা প্রকার বিরোধী

স্বার্থ দৃষ্ট হয়। এখানকার অনেক বিষয়ের শেষ মীমাংসা ইংলণ্ডে হওয়া আবশ্যক হয়। যদি কণ্ট্রাক্ট আইন ইংলণ্ডে অগ্রাহ্য না হইত, তাহা হইলে এদেশের কৃষকগণ কি ক্রীতদাসের তুল্যাবস্থ হইত না? রাজ্ঞী ও মহাসভা নাম মাত্র, ষ্টেট সেক্রেটারি যাহা করেন। এই ব্যক্তি যদি অজ্ঞ হন, ও অজ্ঞতা সংশোধনের উপায় না থাকে, তাহা হইলে কি অপ্রতিবিধেয় অনিষ্ট ঘটিয়া উঠিবে না? অতএব এইরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য, রাজ্ঞীর মন্ত্রিদিগের ন্যায় কৌন্সিলের সভ্যদিগকে মহাসভায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। তাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা আছে।

—·৫—

বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রশ্ন চোর।

মৃচ্ছকটিকের শর্ব্বিলক কহিয়াছিল, আমি এরূপে সন্ধি খনন করিব, যে লোকে প্রাতঃকালে দেখিয়া যেন প্রশংসা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন চোরেরাও সেইরূপ লোকের চিত্ত চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছে। সিণ্ডিকেট চৌর্য্য নিবারণের কত চেষ্টা পাইতেছেন রেজিষ্ট্রার কত কড়াকড় করিতেছেন, ইউরোপ হইতে প্রশ্ন ছাপা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রশ্নচোরদিগের নিকটে এ সমুদায় বালির বাঁধের ন্যায় হইয়া উঠিতেছে। ইহাদিগের নিকটে হোসেন খাঁর কৌশল কোথায় আছে? প্রশ্ন চুরি যাওয়াতে সোম মঙ্গল দুই দিবসের পরীক্ষা বৃথা হইয়া গেল। যাহারা নির্দ্দোষ, তাহাদিগকে বৃথা কষ্ট পাইতে হইল, এবং এল, এ, পরীক্ষা ২৯ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। কেবল কলিকাতায় নয় মফস্বলেও এ বিষ সঞ্চার হইয়াছে। ১৮ ই অগ্রহায়ণের ঢাকাপ্রকাশে লিখিত হইয়াছেঃ—

"গত বৃহস্পতিবার প্রত্যূষে কলিকাতার যে ... [illegible] গামি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও প্রথম আর্টস পরীক্ষার প্রশ্ন সমুদায় আসিয়াছে। ডাকঘরে যখন পুলিন্দা খোলা হয়, তখন ডাকঘরের কর্ম্মচারীরা দেখিতে পায় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি যে সমুদায় লেফাফায় বদ্ধ ছিল, তাহার এক মুখ কাটা। সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশটিরও অধিক পুলিন্দা আসিয়াছে, তাহার মধ্যে ২৫। ৩০ টীই ঐরূপে কাটা রহিয়াছে। সমুদায় কাটা লেফাফাগুলিই পুনরায় বন্ধ করা হইয়াছিল কতকগুলি বদ্ধ ছিল আর কতকগুলি এরূপ ভাবে খোলা ছিল যে তাহার মধ্য হইতে প্রশ্নগুলি আপনা হইতেই বাহির হইতে পারে। পোষ্টমাষ্টার সাহেব লেফাফাগুলির এই অবস্থা দেখিয়া তখনই কালেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ব্রেনেণ্ট সাহেবের নিকট এই বলিয়া পত্র লিখিয়া তৎসমুদায় পাঠাইয়া দেন, যে তিনি পুলিন্দাগুলি এই অবস্থাতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ব্রেনেণ্ট সাহেব এবং আমাদিগের নূতন স্কুল ইনস্পেক্টর ক্লার্ক সাহেব স্বয়ং ডাকঘরে যাইয়া সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া এই জানিতে পান এখানকার ডাকঘরের লোকের দ্বারা ঐ অল্প সময় মধ্যে লেফাফাগুলি কখনো খোলা হয় নাই। পোষ্টমাষ্টার ডেভ সাহেবও অনুসন্ধান দ্বারা ইহাই জানিতে পান। বস্তুতঃ এখানে প্রশ্নগুলি খোলা হইয়াছে ইহার কোন নিদর্শনই প্রকাশ পায় নাই। আর কলিকাতা হইতে ঢাকার জন্য যে পুলিন্দা বন্ধ করা হইয়াছিল তাহা পূর্ব অবস্থাতেই আসিয়াছে ডাকঘরে এমত প্রমাণ পাওয়া যাওয়াতে ইহাও নিশ্চয় অনুভব হয় পথেও কোন স্থানে ঐ কার্য্য হয় নাই। কলিকাতা হইতে লেফাফাগুলি ঐ অবস্থাতেই রওনা হইয়াছিল। এখন কলিকাতাতে যাহার দ্বারাই লেফাফাগুলি খোলা হইয়া থাকুক।"

ডাককর্ম্মচারিরা যে কেমন সুন্দররূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন, এটী তাহার অপর প্রমাণ। যেরূপ ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহাতে দক্ষিণ হস্তকেও বিশ্বাস করা ভার। প্রশ্নের মুদ্রণ সম্বন্ধে যত অধিক লোকের সম্পর্ক হইবে, ততই চৌর্য্যক্রিয়ার অধিকতর সম্ভাবনা থাকিবে। রেজিষ্ট্রার যদি প্রশ্নগুলি নিজে কম্পোজ করিয়া এবং ছাপাখানায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ছাপাইয়া লন, অথবা লিথোগ্রাফি যন্ত্রে মুদ্রিত করেন, এবং মফস্বলে পাঠাইবার সময়ে
স্বয়ং ডাকঘরে গিয়া প্রধান কর্ম্মচারি
হস্তে তাহা দিয়া আইসেন, আর সে
কর্ম্মচারী মফস্বলের যে যে ডাকঘর দি
সেই পুলিন্দা যাইবে, তথাকার কর্ম্মচা
দিগকে দায়ী করেন, তাহা হইলে এ
দিন চৌর্য্যের নিবারণ হইতে পারে
অন্যথা এতন্নিবারণ সম্ভাবনা নাই। ধ
নীতির উৎকর্ষ হইয়া এ দোষের
সংশোধন হইবে, অসৎপ্রকৃতি ধ
সন্তান পরীক্ষার্থী থাকিতে সে সম্ভাব
অল্প।

———•●•———

গবর্ণর ও সর জর্জ ক্যাম্বেল।

শাসন সম্বন্ধে আমরা সর জর্জ ক্যাম্বেলের নিকটে কোন বিষয়ে ঋণী নহি
এক কৃষিপ্রদর্শন ব্যতিরেকে সাধারণে
প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠা
তাঁহার দ্বারা অথবা তাঁহার যত্নে অ
দ্বারাও হয় নাই। পুলিস প্রভৃতি যে বি
ষয়ে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়, তাহাই শূন্যম
দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যাশিক্ষা পথে
তিনি বরং কণ্টক রোপণ করিয়াছেন
তিনি পদস্থ থাকিতে এ বিভাগের উ
ন্নতি দর্শন সম্ভাবনা নাই। উৎকলে
দুর্ভিক্ষ তাঁহার দয়াগুণের বিলক্ষণ পরি
চয় দিয়াছে। যদি কেহ তাঁহার কীর্ত্তি
স্তম্ভ নির্ম্মাণে উদ্যত হন, উৎকলের শ
মনুষ্যের অস্থিতে অনায়াসে তাহা নির্ম্মা
করিতে পারিবেন। কেবল এক বিষ
তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাও
যায়। তিনি আমাদিগের সমাজের উ
ৎকর্ষ সাধন বিষয়ে সমধিক যত্নবান। কি
ক্ষোভের বিষয় এই, তিনি এ বিষয়ে
যশস্বী হইতে পারিলেন না। এ বিষ
তাঁহার হস্তক্ষেপ অনধিকার চর্চ্চা বলি
লোকে তাঁহার উপরে অসন্তুষ্ট হইতে
ছেন। তিনি স্বয়ং ইহার স্বরূপ বোধে
সমর্থ নহেন। নিমকলাব পাট উঠাইবা
চেষ্টা বিফল হইলে আমরা ভাবিয়াছি

এ বিষয়ে তাঁহার চৈতন্যোদয় হই-
হ, কিন্তু কার্য্যে দেখা যাইতেছে,
হা হয় নাই।
পাঠকগণের স্মরণ আছে, ঢাকাপ্র-
শের "গঙ্গাযাত্রার" প্রস্তাব পাঠ
য়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর গঙ্গাযাত্রা বন্ধ
বার চেষ্টা পান। প্রথমাবধিই এদে
য়রা ইহার প্রতিবাদ আরম্ভ করেন।
বেগবান্‌ স্রোতের নিবারণ সহজ
। তিনি অবিলম্বে আসাম, চট্টগ্রাম,
ক, রাজসাহী, ভাগলপুর, নদীয়া ও
ার কমিসনরদিগকে গঙ্গাযাত্রার
ষ্টকারিতার বিষয়ে রিপোর্ট করিবার
জ্ঞা দিলেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর,
ম্বর মিত্র ও রাজা সত্যশরণ ঘোষাল
 বিচারপতি সিটনকার ও ট্রেবর
 এক আর কক্রেল সাহেবের মত
জানা করাও হইল। এদেশীয় ভদ্র
কেরা বলিলেন গঙ্গাযাত্রা ও অন্ত-
 নিবন্ধন কখন কখন অনিষ্ট হয়
 কিন্তু সামান্যতঃ ইহাতে কোন অপ
 হয় না। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের এই
াত্মক জ্ঞান জন্মে যে গঙ্গাযাত্রার ছল
য়া অনেকে আত্মীয়দিগকে বধ করে।
 দিগম্বর মিত্র স্পষ্টাক্ষরে তাহার
তবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, চিকিৎ
রা হতাশ হইয়া চিকিৎসা পরিত্যাগ
করিলে গঙ্গাযাত্রা করান হয় না এবং
 আরম্ভ না হইলে অন্তর্জ্জলি করা হয় না।
্যক্তি গঙ্গা হইতে ফিরিয়া আইসে,
জাত্যন্তর হয় বলিয়া লেপ্টনেণ্ট গবর্ণ
 যে আর একটী ভ্রম জন্মিয়াছিল,
 দিগম্বর মিত্র তাহারও অপনয়ন করি
ন। তথাপি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর এক
ন বিরত হইতে পারিলেন না। এনি-
 আমরা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে দূষিত
ত্তে পারি না। মানুষের কেমন
ী বিজাতীয় অভিমান আছে, এক

হইতে সহজে চিত্তকে নিবর্ত্তিত করিতে চায় না। এটী মানুষের স্বভাব। যাহা হউক, তথাপি তিনি প্রস্তাব করিলেন মুমূর্ষু ব্যক্তির সম্মতি ও চিকিৎসকের অনুমতি লইয়া গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে, গঙ্গাযাত্রার কয়েক ঘটিকার পূর্ব্বে আড়াই ক্রোশের মধ্যে হইলে থানায় সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে কাহার কোন প্রকার ত্রুটি হইলে দুই বৎসর মিয়াদ অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইবে। চিকিৎসকের যদি কোন প্রকার প্রবঞ্চনা জানা যায়, তাঁহার ছয় মাস মেয়াদের প্রস্তাব হয়। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আরও প্রস্তাব করিয়াছিলেন পুলিষ কর্ম্মচারিগণ যদি দেখেন যেপ্রকার নীত ব্যক্তির মৃত্যু সম্ভাবনা অল্প, তাহা হইলে তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন। পুলিষকে কবিরাজী শিখানও সর সিসিল বীডনের ইচ্ছা ছিল!! যাহা হউক, আহ্লাদের বিষয় এই, সর জন লরেন্স এ বিষয়ে যথার্থ রাজনীতিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের প্রস্তাবে অনুমোদন করেন নাই। সমাজের উৎকর্ষ সাধন সমাজের লোকেই করেন সর জন লরেন্সের এই মত। তিনি বলেন "গঙ্গাযাত্রা উঠিয়া গেলে তিনি সন্তুষ্ট হন বটে কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা প্রণয়ন দ্বারা ইহা বন্ধ করা তাঁহার অভিমত নহে। বিশেষতঃ পুলিষকে সংবাদ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, এবিধিতে তিনি সম্মতি দিতে পারেন না, ভারতবর্ষে ইহা অনিষ্টের মূল হইবে।" গবর্ণর জেনরল সর্ব্বসাধারণের মনোগত ভাবই যথার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। সর সিসিল বীডনের পদত্যাগের সময় সমীপতরবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, অতএব এই কয় দিন কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিলেই ভাল হয়। তাঁহার উ-

কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে কি করিতে
তাহা জানেন না। এক গঙ্গাযা
লইয়া তিনি যে সময় অতিবাহিত কা
লেন, তাহার অর্দ্ধেকাংশ শিক্ষাবিষ
য়ের উন্নতি সাধন বিষয়ে বিনিয়োজি
করিলে অনেক কাজ হইত।

—:০:—

স্বদেশের রাজগণের লোপ চেষ্টায় উৎসাহদান।

সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন অনে
বিষয়ে পৃথিবীর অনেকবিধ উপক
করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই বাক্য
কেবল যে লোকের চিরস্মরণীয় হই
এরূপ নয়, অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত লোে
ইহার উপকার ভোগ করিবেন সন্দে
নাই। সম্রাট বলেন, একবিধ ভাষা, এ
বিধ ব্যবহার ও একত্র বাস যত লোকে
আছে, তাঁহাদিগের সকলের এক গব
মেন্টের অধীনে হওয়া উচিত। কয়ে
বৎসর পূর্ব্বে ইটালী কয়েকটী ক্ষুদ্র
রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সম্রাটের সাহায্
এই সকল রাজ্য রাজা বিক্টর ইমানিয়
এলের অধীনস্থ হইয়াছে। জর্ম্মণীতে এ
প্রণালীর অনুসারে কার্য্য হইতেছে।
দেশ ভারতবর্ষের ন্যায় বহুকালাব
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হই
আসিতেছে। সম্প্রতি প্রুসিয়ার রাজা উ
রাংশের কয়েকটী রাজ্য একত্রিত করি
ছেন। জর্ম্মণীয় মাত্রেরই ইচ্ছা এ
দেশের এইপ্রকার একতা হয়। শী
এই ইচ্ছা সম্পূর্ণও হইবে। ইউরো
খণ্ডের অন্য অন্য প্রদেশের লোকে
নেপোলিয়নের মতে কাজ করিতে উদ্য
হইয়াছেন। গ্রীসবাসীরা গোপনভা
কাণ্ডিয়া দ্বীপের বিদ্রোহিদিগের সহ
য়তা করিতেছেন। সমুদায় গ্রীক জাতি
একত্রিত হইয়া তুরুকদিগকে দূরীভূ
করেন, তাঁহাদিগের এই ইচ্ছা। তুরুক

রক্ষার জন্য রাজ্য মধ্যে জাতিসাধারণ প্রতিনিধি সভা স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগের মতে শাসন করিবার মানস করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই নিয়মানুসারে কার্য্য হইতে পারে কি না, এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রায় এক শত বৎসর হইল, জর্ম্মণীর দুরবস্থা প্রসঙ্গ করিয়া এক জন গ্রন্থকার আক্ষেপ করেন, "এখানকার লোকদিগের এই কুস্বভাব দেখা যাইতেছে যিনি যে ক্ষুদ্র প্রদেশে জন্মিয়াছেন সেই নামে পরিচিত হইতে চাহেন, কিন্তু জার্ম্মণীর এই বিশেষণ দ্বারা প্রসিদ্ধ হইতে কেহই অভিলাষী হন না।" ইংরাজদিগের অধিকারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়দিগেরও এই ভাব ছিল। বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই প্রভৃতির লোকেরা আপনাদিগকে স্বতন্ত্র দেশবাসী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এতন্মূলক পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যা দ্বেষ প্রভৃতিরও বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা অনেক তিরোহিত হইয়াছে। কৃতবিদ্যের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইতেছে, তত ইহাঁরা সকলে এক সাধারণ স্বদেশ প্রেম রজ্জুতে বদ্ধ হইতেছেন। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, শীক, মহারাষ্ট্রীয়, পারসী, তৈলঙ্গ প্রভৃতি সকলেই বুঝিয়াছেন, যাঁহার যে প্রদেশীয় নাম হউক সাধারণ্যে সকলেই ভারতবর্ষীয়, এবং মাতৃভূমির কল্যাণ সাধন সকলেরই কর্ত্তব্য। এই জন্য দেখা যাইতেছে মহীসুরের রাজার নিমিত্ত এক জন মহারাষ্ট্রীয় লেখনী ধারণ করিয়াছেন তাজমহলে শূকর মাংস আহার করা হইয়াছে বলিয়া বঙ্গদেশ হইতে তাহার প্রতিবাদ করা হইতেছে। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া আত্মজাতির গৌরব বর্দ্ধন করিয়া বলিয়াছেন, এটি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য। জাতি সাধারণ একতা [illegible] হইলে ইংরাজ ক্ষমতার শেষ হইবে, ইংরাজেরা ইহা জানিতেছেন, তথাপি তাঁহারা ইহার প্রশ্রয় দিতেছেন। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি যেরূপ হউক, শাসন সম্বন্ধে সাধারণ্যে ইংরাজদিগের ন্যায় কোন জাতি পরাজিত দেশের প্রতি ঔদার্য্য প্রকাশ করেন না। এটী যথার্থ গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। তৃতীয় নেপোলিয়ন অর্লিন্স রাজবংশীয়দিগের স্বভোগ্য সম্পত্তি পর্য্যন্ত বাজে আপ্ত করিয়াছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সহিত অকপট হৃদয়ে আমরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই গুণ স্বীকার করিতেছি। যথেচ্ছাচারী শাসন কর্ত্তৃপক্ষের সময় প্রায় আপনাদিগের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টায় অতিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগের কল্যাণ সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে সাধারণ্যে বিশেষতঃ বাঙ্গালীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, ইউরোপে যেরূপ জাতিসাধারণ একতা হইতেছে, তাঁহারাও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য এতদ্দেশীয় রাজাদিগের সহায়তা ত্যাগ করিয়া সকলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হইয়া জাতিসাধারণ একতা বদ্ধমূল করুন। কিন্তু ইউরোপ. ও ভারতবর্ষের অবস্থাগত কত প্রভেদ তাহা ফ্রেণ্ড বিস্মৃত হইয়াছেন। অষ্ট্রীয়ার অধীনে থাকিয়া বিনিসকে অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছিল। বিনিসিয়দিগের শাসন সম্বন্ধে সহজে উচ্চ পদ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। ওদিকে, বিক্টর ইমানিউএলের সেনাগণ যেমন নগর মধ্যে প্রবেশ করিল, তেমনি উহারা রাজনীতি ঘটিত যাবতীয় স্বত্ব লাভে অধিকারী হইল। কিন্তু এখানে ইহার বিপরীত ঘটনা। গোয়ালিয়র স্বাধীন আছে। সৈনিক বিচার ও শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় পদ দেশবাসিরা পাইয়া থাকেন। কিন্তু যদি লোকে জাতিসাধারণ একতার জন্য রাজাকে দূরীভূত করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হন, কি ফল লাভ হইবে? ইংলণ্ডের বালকেরা সেনাপতি হইবেন। সরদারের সন্তানেরা মহাসম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত অতি নীচ লোকের ন্যায় ব্যবহার করিবে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজের পদ কৃতবিদ্যদিগের উচ্চ পদ লাভ বাসনার অত্যসীমা হইবে। এই জন্য এতদ্দেশীয় রাজাদিগের রাজত্বের বিশৃঙ্খলাও লোকে ভাল বাসেন, তথাপি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির অধীনস্থ হইতে চাহেন না। রাজগণ ক্রমশঃ শাসনপ্রণালীর দোষ সংশোধন করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় বিচার, পুলিষ প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিবেন, লোকের এই আশা আছে। পক্ষান্তরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সৈনিক, শাসন ও বিচার সম্বন্ধে প্রজাদিগকে এই সকল স্বত্ব প্রদান করিবেন, সে আশা নাই। মিসরে জাতিসাধারণ প্রতিনিধি সভা হইয়াছে। তুরস্কে হইতে চলিল। প্রতিনিধিসভাস্থাপনপ্রণালী ইংরাজের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংলণ্ড প্রজার স্বাধীনতা ও স্বত্বের জন্ম স্থান বলিয়া গৌরব করা হয়। কিন্তু তুরস্কের সুলতান সার্ব্বিয়দিগকে যে স্বত্ব ও স্বাধীনতার দানে উদ্যতহস্ত হইয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রধান অধীনস্থ রাজাকে তৎপ্রদানে বিমুখ হইতেছেন। প্রাচীন সম্প্রদায় পুরাতন রাজবংশের প্রতি মায়া ও স্বদেশীয় ধর্ম্মের অনুরোধে বিদেশীয় ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধীনস্থ হইতে চাহেন না, আর, কৃতবিদ্যেরা রাজনীতিঘটিত স্বত্ব পাইবার আশা নাই দেখিয়া এতদ্দেশীয় রাজগণের সহায়তা করিতেছেন। অনে[illegible] ভারতবর্ষীয়দিগের সহিত ইটালীয়দিগের ন্যায় ব্যবহার [illegible]

...বর্ত্তীয়দিগকে ইটালীয়দিগের ন্যায় ...াতিসাধারণ একতা স্থাপন করিতে ...লিও, শোভা পাইবে।

—:০:—

সর জন লরেন্স [illegible]

আমাদিগের গবর্ণর জেনরল সর ...ন লরেন্স বহুদিনের পর কলিকাতা... ...া সমাছেন। আমরা যে অধিক দিন ...াকে এখানে দেখিতে পাইব, সে ...ম্ভাবনা নাই। ফেব্রুয়ারি শেষ হইতে না ...ইতে তিনি সিমলায় গমনার্থ ব্যগ্র হই... ...ন। তাঁহার তুল্য ধর্ম্মানুরক্ত কর্ত্তব্য... ...ঠ গবর্ণর জেনরলের শৈলবিহার ও ...বারের প্রমোদ সুখ অনুভব করিয়া ...য় অতিবাহিত করা বিধেয় হয় না। ...রতবর্ষের কিছু কাজ করিয়া যাওয়া ...চিত। যদি তাঁহার নামের আকাঙ্ক্ষা ... থাকে, তথাপি তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান ...হাকে এ বিষয়ে প্রেরণ করিতেছে। ...মাদিগের কয়টী প্রার্থয়িতব্য আছে, ... দূর পারেন, তাহার পরিপূরণ চেষ্টা ...ন।

১। ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল যেরূপ ...চনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, তাহার ...শোধন হইতে দীর্ঘকাল লাগিবে ...হ নাই। তদর্থ প্রথম আদরণীয় ...ার বিদ্যাশিক্ষা। যাঁহারা অকপট ...য় ভারতবর্ষের উন্নতি কামনা করেন, ...্যাশিক্ষাই যে তাঁহাদিগের একমাত্র ... হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় ...। বিদ্যাজ্যোতি ব্যতিরেকে আর ...ার এরূপ সাধ্য নাই যে কুসংস্কা... ...রূপ গাঢ় অন্ধকার ভারতবর্ষ হইতে ...সারিত করিতে পারে। সর জন লরে... ...ক সেই বিদ্যাশিক্ষার নূতন পত্তন ...তে হইবে না ও নূতন উপায় উদ্ভা... ...রুশ স্বীকার করিয়া শিরোবেদনায় ...তুল হইতে হইবে না। শিক্ষাবি... ... যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা আছে, তাহা ব... সংশোধন করুন, তাহা হইলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। প্রথম, তিনি পূর্ব্বে যে এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ছাত্রদের বেতন ও চাঁদা উভয়ের সমষ্টি করিয়া যত হইবে, গবর্ণমেণ্ট হইতে তত দেওয়া যাইবে, তদনুসরণ করিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, মফস্বলে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আবির্ভূত হইবে। উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতিলাভ সম্ভাবিত নয়। এক্ষণে মফস্বলের অধিকাংশ স্থানে যে প্রকার বিদ্যালয় আছে, তাহাতে শিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র হইতেছে। দ্বিতীয়, নিয়ম না থাকুক, কার্য্যে দেখা যাইতেছে, শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্মচারিদিগের ইচ্ছা ও চেষ্টা এই যে এদেশীয় জমীদারদিগের হস্তে বিদ্যালয়ের ভার সমর্পণ করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, জমীদারদিগের আয় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাঁহাদিগের হস্তে বিদ্যালয় থাকিলে স্থায়ী হইবে। ভূয়োদর্শন দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, এটী ভ্রমাত্মক সংস্কার। বিদ্যালয় কেবল স্থায়ী হইলেই কি হইবে? যদি কাজ না হইল, অর্থ ব্যয় বিফল। জমীদারদলের মধ্যে যাঁহারা সুশিক্ষিত নন, তাঁহাদিগের হস্তে বিদ্যালয় সমর্পিত হইলে তাহা একটী আস্তাবলের মধ্যে হইয়া উঠে। তাঁহারা বিদ্যারসজ্ঞ নহেন, সুতরাং বিদ্যাবিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ থাকা সম্ভাবিত নয়। অননুরক্ত ব্যক্তির হস্তস্থ বিদ্যালয়ের অচিরকাল মধ্যে পরস্পর অননুরক্ত স্ত্রীপুরুষের সংসারধর্ম্মের ন্যায় হীনদশা হইয়া উঠে। অতএব, যাহাতে বিদ্যালয় বহুল পরিমাণে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হস্তগত হয়, সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যে স্থানে ঘটিয়া উঠিবে, প্রতিযোগিতা দ্বারা ইহার শ্রীসাধন চেষ্টা করা উচিত। তৃতীয়, সাহায্যদানপ্রণালী যখন প্রবর্ত্তিত হয়, তৎকালে তাহার নিয়মগুলি প... ...রিয়া আমাদিগের এই সংস্কার জ... ...য়াছিল, ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা যে নি... ...জিত হইতেছেন, তাঁহারা নিয়তকাল ম... ...স্বলে ভ্রমণ করিয়া কোন্ স্থানে ভা... পড়া হইতেছে না হইতেছে দেখিবে... ভাল পড়া না হইলে তাঁহাদিগের রিপো... ...টানুসারে সাহায্যদান বন্ধ হইবে। কি... কার্য্যে ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দে... যাইতেছে। অধিকাংশ ডেপুটী ইনস্পে... ক্টরের সহিত বহু বিদ্যালয়ের বহুকা... সাক্ষাৎ হয় না। যদি কদাচিৎ সাক্ষা... হয়, তাহা বিদ্যুদ্দামের ন্যায় স্বল্প কা... মাত্র স্থায়ী হয়। আমরা প্রত্যক্ষ করি... একথা কহিতেছি। আমরা ছয়মাসকা... একটী বিদ্যালয়ের কার্য্য দর্শন করি... তাহার মধ্যে একদিনও ডেপুটি ই... স্পেক্টরের দর্শন পাই নাই। দুর্ভাগ্যক্র... এক দিবস অসময়ে আসিয়া একটী গো... যোগ বাঁধাইয়া গিয়াছিলেন। যখন কা... কাঁচার কাণের কাছে এইরূপ, তখন ম... ...তর প্রদেশে ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা ... কিরূপ কার্য্য করেন, তাহা অনায়াসে অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অতএব, আমাদিগের প্রার্থনা এই, স... জন লরেন্স এই করিয়া দিন, ডেপুটি ই... স্পেক্টরেরা অনন্যকর্ম্মা হইয়া নিয়মি... রূপে আপন আপন অধীনস্থ বিদ্যাল... গুলি দর্শন ও যথাবিধি রিপোর্ট করেন। রিপোর্টকালে যেন বিদ্যালয়ের দোষগুণে... যথাযথ বর্ণন করা হয়। তাহাতে কাহা... মুখাপেক্ষা না থাকে। তাহা হইলে ই... স্পেক্টরেরা সেই রিপোর্ট দেখিয়া বিদ্যা... লয়ের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদিগকে সাবধা... করিয়া দিতে পারিবেন। তাহাতে যি... সতর্ক না হইবেন, তাঁহার অধীনস্থ বিদ্যা... য়ের সাহায্য দান বন্ধ করিয়া দেওয়... হইবে। এইরূপে কার্য্য না করিলে... কখন মফস্বলস্থ বিদ্যালয়ের বাঞ্ছানুরূপ উন্নতি হইবে না।

অদ্য অন্য অন্য প্রার্থিতব্য সর জন লরেন্সের গোচর করিতে গেলে প্রস্তাবটী নিতান্ত দীর্ঘাবয়ব হইয়া উঠে অত এব, পাঠকগণকে আগামীবার পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল।

———•••———

লার্ড হালিফাক্সের প্রত্যুত্তর।

লার্ড হালিফাক্স এদেশীয়দিগের দত্ত অভিনন্দনপত্রের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় সেক্রেটারির অন্তঃকরণ কিরূপ উদার, আর এ দেশের প্রতি তাঁহার কিরূপ অনুরাগ আছে।

" মহাশয়গণ!

আমি ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করাতে কলিকাতার টৌনহালে এক সভা হইয়া আমাকে অভিনন্দনপত্র প্রদানের প্রস্তাব হয়, আমার অন্তঃকরণ যদি পাষাণময় হইত, তাহা হইলেই এ সময়ে আমি কৃতজ্ঞ হইতাম না।

অনুগ্রহ ও স্নেহপরবশ হইয়া মহৎ বঙ্গদেশের সভ্যতম লোকেরা আমাকে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা এমন আর কিছুই নাই যে আমাকে অধিকতর আনন্দ প্রদান করিতে পারে।

অনেক দিন পরমমহিমপূর্ণ রাজ্ঞী আমার হস্তে গুরুতর ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরাও আমাকে বিশ্বাস করিতেন। অভিনন্দনে আপনারা প্রকাশ করিয়াছেন " লোকের স্বেচ্ছাকৃত প্রভুভক্তির উপরে আমি নির্ভর করিতাম এবং আমার শাসনকার্য্য কালে আমি অধিকসংখ্য লোকের অধিক উপকার করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। " আপনারা বিশ্বাস করিবেন সন্দেহ নাই, আমার কর্ত্তব্য কার্য্যে যে পরিশ্রম হইত, আপনাদিগের এই মনোগত ভাব অবগত থাকাতেই তাহা পরিশ্রম বলিয়া জ্ঞান হইত না।

পদত্যাগ করিবার সময়ে আমি বঙ্গদেশ হইতে দ্বিতীয়বার এবং ভারতবর্ষের অন্য অন্য স্থান হইতে এই স্নেহপূর্ণ চিহ্ন পাইলাম। ভারতবর্ষের লোকের মঙ্গল সাধনার্থ আমার চেষ্টা যত অসম্পূর্ণ হউক না কেন, দেশবাসিগণ সদাশয়তা ও ঔদার্য্য সহকারে এই চেষ্টার প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা আমাকে আর কিছুতেই অধিকতর অকৃত্রিম ও আন্তরিক সুখদান করিতে সমর্থ নহে।

আমি এখন আর দৈনন্দিন কার্য্যে ভারতবর্ষীয়দিগের বিষয়ে লিপ্ত নহি। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি আপনারা বিশ্বাস করিবেন আপনাদিগের মহৎ ও সুন্দর দেশের প্রতি আমার যে অনুরাগ আছে, কিছুতেই তাহা কমিবার নহে, সুযোগ পাইলেই আমি ভারতবর্ষের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা পাইব, যাহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত ইহার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হয় এবং আপনারা পরম মহিমপূর্ণ রাজ্ঞীর প্রতি যে ভক্তি ও প্রেম প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী হয়, এ চেষ্টা করিব।

আমার প্রতি স্নেহ ও সম্মানের এই চিহ্ন প্রদর্শন করাতে আমি মহাশয়দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি, এবং আপনাদিগের অভিনন্দন আমার বংশের এক বহুমূল্যের সম্পত্তি বলিয়া যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইবে।

একান্ত বাধ্য ইত্যাদি

হালিফাক্স।"

———•———

কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

কয়েক দিন হইল, চরকোরহাটী গ্রামে একটী বৃহৎকায় মহিষ আসিয়া সকলকে এককালে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। দুই দিবস দুই জন অনতিপ্রধান শিকারী দূর হইতে তাহার গাত্রে গুলি নিক্ষেপ করেন, কিন্তু তাহাতে মহিষের প্রাণ নাশ হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত সে পূর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। সেদিন উক্ত নগরের থানার ইনস্পেক্টর সাহেবের নিদেশানুসারে তাহার চতুর্দ্দিকে চক্রাকৃত লোক দ্বারা বেষ্টন দিয়া গুলি করিবার উপক্রম করেন। কিন্তু মহিষ বন্দুক দর্শনে পলায়নের চেষ্টা পাইয়া বেষ্টনকারীদিগের এক জনকে হত করিয়াছে। ইনস্পেক্টর প্রভৃতি সকলেই তদ্দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

২। বজ্রযোগিনীনিবাসী কোন সুশিক্ষিত ও সংস্কৃত ব্যক্তির উৎসাহ ও যত্নে তাঁহার বাটীতে একটী যুবতী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। শুনিতে পাইলাম স্বাগয়িতার মাতা এবং স্ত্রীই শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যুবতীদিগের আনয়নার্থ সোয়ারি রাখা হইয়াছে। ধন্য যিনি এরূপ হিতানুষ্ঠায়ী।

৩। শুনিলাম, কয়েক দিন হইল, ধলেশ্বরী নদীতে নৌকায় একটী ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে, উক্ত নদীর পারে রাত্রিযোগে এক খান " বোঝাই পলার " লাগাইয়া মাঝারা নিদ্রিত থাকে, দুর্বৃত্তেরা তখন বাঁধ কাটিয়া চরের নিকট নৌকা লইয়া যায়। ইতিমধ্যে মাঝাগণ জাগরিত হইল, তাহাদের এক জনকে হত ও অপর তিন জনকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

৪। শুনিলাম কয়েক দিন পূর্ব্বে ঢাকা হইতে কতিপয় ব্যক্তি নৌকাযোগে বাসাইল যাত্রা করে। পথিমধ্যে ধলেশ্বরী নদীতে ঝড় উঠিয়া নৌকা জলমগ্ন হয়, তাহাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

৫। সম্প্রতি এখানে চাউল পূর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্য হইয়াছে। এখন কতক দিন এক ১৬।১৭ সের ভাবে চলিলেও মঙ্গল সন্দেহ নাই।

—:০:—

জাহানাবাদস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

একণে এ প্রদেশে ২০ নয় সিকা করিয়া চাউলের মণ পাওয়া যাইতেছে। ধান্য যথেষ্ট হইয়াছে, আর দুর্ভিক্ষ নাই। চাষীলোকদিগের আনন্দের পরিসীমা নাই। যাহাদিগের চাস নাই অর্থাৎ তাঁতি প্রভৃতিরই কেবল দুর্ভিক্ষ। যাহারা তাঁতের ব্যবসা করিত, তাহাদের যে আর কখন সৌভাগ্যের অবস্থা উপস্থিত হইবে এমত বোধ হয় না। যাহারা ক্ষেম প্রভৃতি এবার কিছু কিছু জাতীয় ব্যবসার অবলম্বন [illegible] দিতে পারিবে। ইতিমধ্যে [illegible]

জিষ্টেট মহামান্য শ্রী ক পার্ক সাহেব মহো- চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, ঘাটাল প্রভৃতি স্থা- অন্নছত্র ও দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের অবস্থা লোকন করিয়া নানা বিষয়ের অনুসন্ধান য়া বেড়াইতেছেন। এক উপায়ে অন্নছত্র ভিক্ষদিগের বিশেষ উপকার হয়, তদ্বিষয়ে এখান ভদ্রলোকের সহিত পরামর্শ করিতেছেন যেরূপ অনুসন্ধান করিতেছেন, তাহাতে বোধ আশু জাহানাবাদ মহকুমার দরিদ্রগণের বহু উপকার দর্শিবে। সাহেবের কথাবার্তা গে ও ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় এরূপ দয়ালু বিচক্ষণ বিচারপতি সাহেব কিছুকাল স্থায়ী বহিলে এ প্রদেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে। খন কালেক্টর সাহেব মহাশয় ৫ ই নবেম- সোমপ্রকাশ আনাইয়া শ্রবণ করেন। তা- লেখা ছিল, জাহানাবাদ মহকুমার ডেপুটী লোকের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ক চাঁদা ধার্য্য করিয়াছেন। সামান্য লোকে পিত চাঁদা দিতে না পারাতে মহাসঙ্কটে য়াছে। চাঁদার বিষয়ে অবস্থার প্রতি দৃষ্টি- করিলে ভাল হইত। সোমপ্রকাশ শ্রবণ য়া সাহেব মহাশয় কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা লেন যে সকল নৌকা রবিবার ঘাটাল হইতে কাতায় যায়, সেই সকল নৌকার মাঝিদি- অন্নছত্রের নিমিত্ত মাসে ১ টাকা করিয়া কি ধার্য্য হইয়াছে? তাহাতে তিনি উত্তর করি হাঁ হইয়াছে। দাঁড়ী মাঝীরা সামান্য , অতি কষ্টে নৌকার দাঁড় টানিয়া যৎ- ৎ উপায় করিয়া দিনপাত করে। কেবল ডেপুটী বাবুর ভয়ে চাঁদা দিতেছে। কল বিষয়ের চাঁদা জমীদার ও ধনশালী কের নিকট আদায় হইলে ভাল হইত। ঐ সপ্তাহে সময়ে যৎকালে ঘাটালের প্রায় চল্লিশ খানা নৌকা মহাজনগণের দ্রব্যাদি কলিকাতা যাইবার নিমিত্ত সজ্জিত হয়, সময়ে ঘাটাল অন্নছত্রের সম্পাদক অথাৎ নীর ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু মাধব- চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অধীন এক পেয়াদা দিগের নৌকা এই বলিয়া আটক করিল, দুরার চাঁদার টাকা আজি না দিলে তোদের কলিকাতায় যাইতে দিব না। মাঝিদি- গালাগালী ও অপমান করিতেও আরম্ভ । উহার মধ্যে এক জন মাঝী ওয়াটসন বের কুঠির আমলা বাবু কৈলাসচন্দ্র সরকা- হিত কালেক্টর সাহেব মহাশয়ের নিকট স্থিত হইল। কিছু দিন পূর্ব্বে চাঁদা আদায় কে ঐ মাঝীকে যে প্রহার করা হইয়াছিল, প্রহারের চিহ্ন ঐ মাঝীর পৃষ্ঠে অদ্যাপি বর্ত্ত থাকিয়াছে। কালেক্টর সাহেব প্রহারের চিহ্ন য়া মাঝীকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে পেয়াদা য়? দেখাইয়া দিতে পার? মাঝী বলিল, নি লোক সঙ্গে দিন এই পেয়াদার সাহেব য়া আটক নৌকা সকল আটক রাখি দেখাইয়া দিতে পারি। সাহেব দুই জন এই মাঝীর সঙ্গে দিলেন। ও অমনি সেই আবদ্ধ পেয়াদাকে ধরিয়া সাহেবের আসিল সাহেব ... নিকট

হইতে মাঝীদিগের চাঁদার বিলগুলি কাড়িয়া লইয়া আপনার নিকট রাখিলেন, চাঁদা আদা- য়ের পেয়াদাকে বলিলেন, আর দাঁড়ী মাঝীর নিকট চাঁদা আদায় করিতে যাস না। মাঝীরা অব্যাহতি পাইয়া পরম আহ্লাদিত ও কালেক্টর সাহেবের অসংখ্য ধন্যবাদ করিয়া নৌকা লইয়া কলিকাতায় প্রস্থান করিল।

যৎকালে কালেক্টর সাহেব মহাশয় ঘাটালে উপস্থিত ছিলেন, তৎকালে ঘাটালের এক জন বস্ত্রব্যবসায়ী বিশ্বনাথ বৈরাগী এই বলিয়া সাহে- বের নিকট অভিযোগ করিতে গেল, যে ঘাটাল অন্নছত্রের নিমিত্ত আমাকে সম্পাদক বাবু ১০০ টাকা বায়না দিয়া বস্ত্র ক্রয় করিতে বলেন। আমি তাঁহার আদেশানুসারে কমবেশ ৫০০ শত টাকার বস্ত্র পরিশ্রম করিয়া নানা স্থান হইতে খরিদ করিয়া আনিয়া উক্ত বাবুকে বস্ত্র ও চা- লান দেখাইলাম। বাবু চালান দেখিয়া নানা গোলযোগ করিয়া বলিলেন তোমাদের হিসা- বে বঞ্চনা আছে। অতএব তোমাদিগকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিব ইত্যাদি ভয় দেখাইয়া আমার নিকট এক শত টাকার এক কেতা নোট দণ্ড করিয়া লইয়াছেন। অতএব আপনি বিচার করিয়া উক্ত দণ্ডের টাকা ফেরত দিবার আদেশ করেন। সাহেবের বিচারে কিরূপ নিষ্পত্তি হইয়াছে পরে বিশেষ করিয়া জানিয়া সমাচার লিখিব।—অন্নছত্র বিষয়ের তদারক করিবার জন্য যখন এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিয়ত ভ্রমণ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বেড়াই- তেছেন, তখন এরূপ অত্যাচারের কথা শুনিয়া অপর লোকে কি মনে করিবে?

যৎকালে এখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তৎকালে স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের কোন উদ্যোগ ছিল না। ঘাটালের ওয়াটসন সাহেবের কুঠির প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত টরণবুল সাহেব দরিদ্রগণের প্রতি কৃপা করিয়া উদ্যোগ পাইয়া চাঁদা দ্বারা কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া কাঙ্গালিদিগের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে কোন কাঙ্গালিকে প্রহার বা গালাগালী দিতে শুনা যায় নাই। একণে স্থানীয় কর্ম্মচা- রির হস্তে অন্নছত্রের ভার অর্পিত হওয়াতে ঘাটালের কাঙ্গালীরা মারি খাইতেছে দেখিয়া অনেকেই দুঃখিত হইতেছেন। যে ব্যক্তি পর দুঃখে কাতর হইয়া প্রথমে উদ্যোগ পাইয়া শত শত লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ব্যক্তির হস্তে এই ভার অর্পিত হইলে কি কেহ এরূপ অত্যাচারের কথা শুনিতে পাইত। ঘাটা- লের টাক্সদারোগা বাবু প্রজাগণের প্রতি বি- শেষ অত্যাচার করিয়া থাকেন। প্রজাগণ ইহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। সম্প্রতি টাক্স আদায়ের দারোগা বাবু অত্যাচারে প্রবৃত্ত হই- য়াছিলেন। এই কারণে ঘাটালের এক ব্যক্তি জাহানাবাদের ফৌজদারীতে টাক্সদারোগার নামে অভিযোগ করিয়াছে। বিচারপতি যেরূপ বিচার করেন, পশ্চাৎ বিশেষ করিয়া লিখিব।

যৎকালে কালেক্টর সাহেব মহাশয় ঘাটালে উপস্থিত ছিলেন, চৌকীদারীটাক্স রহিত হয়, এই প্রার্থনায় বহুসংখ্যক দরিদ্র প্রজা সাহেবকে জ্ঞাত করাইয়াছেন। সাহেব এখানে কোন কথা প্রকাশ করেন্ নাই নাই। তাঁহার যেরূপ দয়ালু স্বভাব দেখা গেল বোধ করি আশু ইহার কোন প্রতিবিধান করিবেন। এ প্রদেশে চাঁদার দ্বারা যে সমস্ত অন্নছত্র হইয়াছিল তাহা ৩০ এ নবেম্বর বন্ধ হইয়াছে। কাঙ্গালীগণকে বস্ত্রাদি দিয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে। কেবল ক্ষীরপাই অন্নছত্রে বাকার জাগ ২০০ দুই শত কম্বল দুর্বলগণকে দেওয়া হইয়াছে।

এ প্রদেশের মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নছত্র অদ্যাপি বন্ধ হয় নাই। বোধ করি সমস্ত অগ্রহায়ণমাস বিদ্যাসা- গর মহাশয় অন্নছত্র চালাইবেন। অন্যান্য অন্ন- ছত্রের কাঙ্গালী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্নছত্রে আসিয়া পড়িতেছে। কোন কোন কাঙ্গালীকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা বস্ত্র ও নগদ কিছু করিয়া পাইয়াছ, এখানে আবার কেন আসিলে? তাহারা বলে নগদ যাহা পাইয়াছি- লাম তাহা টাক্স আদায়ের কর্ত্তারা নগদ কয়েক মাসের টাক্স দিতে হইবে বলিয়া আমাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন। অতএব আ- মরা কি খাই, এই কারণে এখানে আসিয়াছি। সরকার বাহাদুরের এ দান ভাল, যেমন দান তেমনি হাতে হাতে আদায়!

—••—

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

অদ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এল, এ পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর অনেক অনুপযুক্ত ছাত্র পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল, তাহাতে লেপ্টেনন্ট গবর্ণর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এই হেতু এবার বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় অধিকসংখ্যক ছাত্র প্রেরণ করেন নাই। প্রবেশিকায় প্রায় ১৩৫০ ও এল, এতে ৪২৬ ছাত্র হইয়াছে।

রুষিয়েরা তাতার জয় করিয়া তত্রত্য লোক দিগকে সৈনিক করিতেছে। রুষ জাতি হইতে কয়েক সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে। সম্প্রতি এই নূতন সৈন্যদিগকে উত্তরপার লোকেরা আক্রমণ করিয়া পরাজিত করে, কিন্তু রুষিয় সৈন্যগণ যথা সময়ে আসিয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। বোখারার নিকটে এক দল রুষিয় সৈন্য আছে। এরূপ জনশ্রুতি এক দল খিবতে প্রেরিত হইয়াছে। রুষিয় সেনাপতি বোখারার রাজার নিকটে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করি- য়াছেন তাহাতে বোখারাকে হয় অধীনস্থ রাজ্য হইতে হইবে নচেৎ রুষিয়ার অন্তর্গত হইতে হইবে। বোখারার রাজা মধ্যআসিয়ার যাব তীয় মুসলমানকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় বোধ হয় না।

সম্প্রতি আগরার দরবার উপলক্ষে মহারাজ সিন্ধিয়া ও জয়পুরের রাজা যে ভোজ দেন, তাহাতে কয়েক জন আফিসর সুরাপান করিয়া

অতিশয় দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। সিন্ধিয়ার ভোজের দিবস গবর্ণর জেনরল উঠিয়া গেলে এক জন আফিসর তৎক্ষণাৎ তাঁহার আসনে বসিয়া সুরাপান আরম্ভ করিলেন। দুই জন আফিসর একটী স্ত্রীলোক লইয়া মারামারী করিয়াছেন। এ সকল লজ্জাকর ব্যবহার পূর্ব্বতন কোম্পানির সেনাদলে প্রায় দেখা যাইত না।

শনিবার গবর্ণর জেনরল কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ও পুলিস কমিসনর রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে সর্ জন লরেন্সকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনয়ন করেন। হগ সাহেব জষ্টিসদিগের সভাপতির স্বরূপ তাঁহাদিগকে এতদুপলক্ষে আগমন করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রায় কেহই গমন করেন নাই।

সম্প্রতি করাচিতে সমস্ত রাত্রি উল্কাপাত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে রাত্রিতে দিন বোধ হয়। লোকে ইহাতে নানা অমঙ্গল শঙ্কা করিতেছেন। কেহ বলেন, ইংরাজ রাজত্বের শেষ হইল, কেহ মারীভয় কেহ বা দুর্ভিক্ষ শঙ্কা করিয়া ভীত হইয়াছেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই উপলক্ষে যে সকল প্রস্তর প্রভৃতি পতিত হয়, তাহার কিছুই হয় নাই।

বিশপ কটনের স্মরণার্থ বোম্বাইয়ের ইউরোপীয় সমাজ আপনাদিগের সন্তানগণের শিক্ষার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপন করিবেন।

পেসোয়ারের শীকগুরু রঘুনাথের মৃত্যু হইয়াছে। মহাসমারোহে ইহাঁর মৃতদেহ গঙ্গাতীরে আনীত হইয়াছিল। পঞ্জাবের সকল স্থানে রঘুনাথের শিষ্য আছেন।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয় ওকালতী পরীক্ষার নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। পরীক্ষার্থিদিগকে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে হইবে। পুস্তক বি, এলের ন্যায়। ৪০ এর কম কোন বিষয়ে নম্বর হইবে না। পরীক্ষোত্তীর্ণেরা প্রধানতম বিচারালয়ে ওকালতী করিতে পারিবেন। ওকালতী পরীক্ষা সকল স্থানে একবিধ প্রণালী অনুসারে করা উচিত।

শুনা যাইতেছে, ২৪ পরগণার বর্ত্তমান অতিরিক্ত জজ সি, পি, হব হাউস সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। তিনি ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন সংশোধন বিষয়ক আইনের এক পাণ্ডুলেখ্য সভায় অর্পণ করিবেন।

শনিবার অবধি বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইয়াছে।

এক জন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, রাজা রাধাকান্ত দেব সংসার ত্যাগ করিয়া আবার কি জন্য দরবারে খেলাত লইতে গিয়াছিলেন? রাজপ্রসাদ অগ্রাহ্য করিতে নাই, রাজার এই সংস্কার আছে। যাহা হউক, সংসার ত্যাগ করিয়াছি এই কথা বলিয়া ইহার চিহ্ন অস্বীকার করিলে অধিক গৌরবের হইত। ডিসরেলি সাহেব মনে করিলে অনেক দিন পূর্ব্বে লার্ড হইতে পারিতেন। অথচ তিনি সংসারী।

অদ্য প্রধানতম বিচারালয়ের ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে। বিচারপতি নর্ম্মান। ৬৪ টি মকদ্দমা আছে। গুরুতর অপরাধের সংখ্যা অল্প।

ব্রহ্মদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছে, মান্দালাইয়ে কোন গোলযোগ নাই, রাজা পুনর্ব্বার আপন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। কর্ণেল ফেয়ার মন্দালাইয়ে আছেন। প্রধান মন্ত্রির সহিত তাঁহার অনেক বার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত রাজার দর্শন পান নাই। প্রধান কমিসনরকে গ্রহণার্থ রাজবাটী যত দিন সুসজ্জিত না হইতেছে, তত দিন রাজা দেখা দিতেছেন না। পেগুতে যথেষ্ট চাউল জন্মিয়াছে।

ভূপালের বেগম দিল্লীতে কমিসনরের বাটীতে দরবার করিয়া তত্রত্য যাবতীয় ইউরোপীয় ভদ্র লোক ও স্ত্রীলোকদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

১২ ই অবধি ১৮ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে আরোহী দ্বারা ২৫০১৩০॥/৫ টাকা, দ্রব্যের দ্বারা ২,০৭,৩৯৫৷৷/১০ টাকা, আদায় হইয়াছে। যেমন আয় বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি যদি অপব্যয় নিবারণ বিষয়ে যত্ন থাকে, রেলওয়ের জন্য সাধারণ ধনাগার হইতে টাকা দিতে হয় না। লার্ড ডেলহাউসি বলিয়াছিলেন রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইবামাত্র শত করা পাঁচ টাকা লাভ দাঁড়াইবে। কোম্পানি সতর্ক হইয়া ব্যয় করিলে এ বাক্য সফল হইত সন্দেহ নাই।

মনিঅর্ডর প্রচলনের জন্য নিম্নলিখিত চক্র বাঁন্ধ হইয়াছে:—বঙ্গদেশ, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, বেরার, পঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ। প্রত্যেক রাজধানীতে এক এক জন কমিসনর থাকিবেন। কলিকাতার কমিসনর সর্ব্বপ্রধান হইবেন।

২০ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার

কটকের কমিসনর টেলিগ্রাম করিয়াছেন, কটকে চাউল ।৩ সের অবধি ।৮৸৶। নদীতীরে ॥০ সের। পুরীতে ।১ সের অবধি ।৫ সের। আ-

সিয়া জাহাজ হইতে ৫০,০০০ বস্তা চা-
নামিয়াছে। বালেশ্বরের চাউলের মূল্য কি-
অধিক হইয়াছে। টাকায় ।৮ সের বিক্রীত হ-
তেছে। বালীপালে ॥১, জলেশ্বরে ॥৬, ভুর-
॥২ ও ব্যাসদেবপুরে ।৮ সের।

মণিপুরের লোকেরা সর্ব্বদা ভারতব-
গবর্ণমেণ্টের সীমা মধ্যে উপদ্রব করে ব-
গবর্ণমেণ্ট নাগাদিগের দেশ সাক্ষাৎ স-
শাসন করিবার মানস করিয়াছেন। ক-
দিগকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে শাসন করিয়া সভ্য প-
বীতে অধিরোহিত করিবার চেষ্টাই উত্তম ক-

ফরাশী কনসল কলিকাতাস্থ কটপ্রাণি-
সভাকে বলিয়াছেন, আগামী পারিসের ম-
প্রদর্শনে সকল দেশের উদ্ভিদ প্রদর্শিত হই-
অতএব এদেশের যত আশ্চর্য্য উদ্ভিদ আ-
কটপ্রাকিতে তাহার চিত্র প্রেরণ করিলে কমি-
নরগণ বাধিত হইবেন। এ বিষয়ে সাহায্য ক-
অতি আবশ্যক। পারিসের প্রদর্শনী অতি উ-
কৃষ্টরূপ হইবে বোধ হইতেছে। সম্রাট এ-
বিসমার্কের নিকটে এক প্রকার অপমান হই-
কিছু বলিলেন না।

১৮৬৯ অব্দে জবলপুরের রেলওয়ে খুলি-
নানা সাহেবের মৃত্যুর ন্যায় জবলপুরের রে-
ওয়ে খুলিবার বিষয়ের নিশ্চয় নাই।

ইংলিসম্যান বলেন, অযোধ্যার নবাব -
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজকুমার মহম্মদ হামিদ আলি-
মাসিক ৫০০০ টাকা বৃত্তি দিবেন অঙ্গীকার -
য়াছেন। গবর্ণমেণ্ট নবাবের নিজ বাটির -
দেওয়ান নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা ত্যাগ ক-
য়াছেন।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত অধিবে-
ডবলিউ, এচ জনসন সাহেবের এক পত্র পা-
হয়। ইনি তিব্বৎ দর্শন করিতে গিয়া দেখিয়াছে-
কাশ্মীরের রাজার অধিকার মধ্যে সিন্ধু নদী-
হিন্দু তাতারের বাস আছে। গ্রাম ও ইহাদে-
মধ্যে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদি-
আকৃতি তাতারের ন্যায়। কিন্তু ইহারা আপ-
দিগকে বিশুদ্ধ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থা-
ইহারা গরুকে এত ভক্তি করে যে দুগ্ধ পা-
পান করে না। জনসন সাহেব যথার্থই বলি-
ছেন, পৌরাণিক হিন্দু ব্যবহার এই সকল -
কের মধ্যে দৃষ্ট হইতে পারে। অতএব ইহাদি-
ভাষা ও ইতিহাসের বিশেষ অনুসন্ধান অ-
শ্যক।

২১ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

কটকের কমিসনর টেলিগ্রাম করিয়াছে-
নূতন চাউল হওয়াতে কয়েক দিবস চাউল

হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে দুর্ম্মূল্য হইতেছে। পুরীতে এখনও অনেক কষ্ট রহিয়াছে। বালেশ্বরে দিন দিন চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

মাড়োয়ার যোধপুর ও কৃষ্ণগড়পুরের রাজগণ গবর্ণমেণ্টকে বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের রাজ্য দিয়া রেলওয়ে গমন করিলে বিনা মূল্যে ভূমি দিবেন। যোধপুরের রাজাও এই প্রকার ভূমি দিতে চাহিয়াছেন। এক্ষণে রেলওয়ের উপযোগিতা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, চম্পারণে এবার প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। সকল প্রকার শস্যেরই মূল্য অল্প হইতেছে। সকল স্থানেই এবার এই কথা।

লার্ড বিশপের মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিসন নিযুক্ত হন, ইংলিসম্যান বলেন, তাঁহারা অধ্যক্ষ গ্রাটন সাহেবের অনবধানতার দোষ দিয়াছেন। সিঁড়িখানির দোষে বিশপ জলে পতিত হন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর জাহাজে থাকিলে কখন ঐ সিঁড়ি দেওয়া হইত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি যাওয়াতে এল, এ পরীক্ষা ২৯ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল। প্রায় ৩০ জন পরীক্ষার্থিকে এ জন্য বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার নূতন প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছে। সোম মঙ্গলবারের পরীক্ষা মিথ্যা হইল। অনেক জুয়াচোর এই সময়ে মিথ্যা প্রশ্ন মুদ্রিত করিয়া ছাত্রদিগকে ভুলাইয়া টাকা লইয়াছে। ইতিহাস ও অঙ্কের প্রশ্ন পোষ্ট আফিস বাটীতে ছাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঢাকায় প্রেরণের সময়ে পোষ্ট আফিস হইতে প্রশ্ন চুরি যায়। আমরা অবগত হইলাম, দুই জন কর্ম্মচারী এ জন্য কর্ম্মে স্থগিত হইয়াছেন।

১৯ এ অবধি ২৫ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে প্রতি মাইলে ৩৯০।/৫ লাভ হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা এবার অধিক আয় দেখা যাইতেছে।

উইলিয়ম মবে নামক এক জন ইউরোপীয় রবি কেলির শিশু সন্তানের শ্বাস রুদ্ধ করিয়া বধ করিবার চেষ্টা পায়। ধাত্রী চিৎকার করাতে রবি কেলি দুর্বৃত্তকে নিবারণ করেন। ইহাতে সে তাঁহাকে ঐ প্রকারে বধ করিবার চেষ্টা করে. কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া তৎপরে অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত ছয় মাসের [illegible] দিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় অপেক্ষা আমাদিগের নিম্ন শ্রেণি সর্ব্বপ্রকারে ভাল।

২২ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

গত কল্য এক্সচেঞ্জগৃহে নিম্ন লিখিত টাকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে:—

	সিন্ধুক	প্রতিসিন্ধুক	মোট
বেহারের	২০০০	১২০৬৷৷১৫	২৪,১০,১০০
কাশীর	১৩৭০	১২০৬।০/১৫	১৬.৫২,৮০০

কাশীর অহিফেন প্রায় বেহারের অহিফেনের তুল্য হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা ১৬ টাকা হইতে প্রতি সেরে ২০ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন।

এপর্য্যন্ত চাঁদায় দুর্ভিক্ষনিবারণী সভার হস্তে ৫,২২,৪৩৯/৫ টাকা আসিয়াছে। চিৎপুরে আর কাঙ্গালী না থাকাতে তত্রত্য অন্নছত্র বন্ধ হইয়াছে। সভা রেবিনিউবোর্ডকে দুই লক্ষ টাকা দিয়াছেন। তথাপি প্রায় ১,৭৫,০০০ টাকা সভার হস্তে থাকিবে। এই টাকায় একটী মূলধন করিয়া তাহার উপস্বত্ব হইতে দুঃখিদিগের ব্যয় দেওয়া কর্ত্তব্য। এরূপ মূলধন থাকিলে ক্রমশঃ সাধারণ দানে তাহার অবয়ব পুষ্টি হইতে পারে।

✓ ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, বোম্বাইয়ের এক জন বণিক এক কোম্পানি দ্বারা খণ্ডোয়া হইতে ইন্দোর পর্য্যন্ত শাখা রেলওয়ে করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় ধনসম্পন্ন লোকেরা এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এটী বিশেষ আনন্দের বিষয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের বণিকেরা একটী অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেছেন না। তাঁহারা বস্ত্রের কল করিলে বোম্বাই বাস্তবিক ভারতবর্ষের লিবরপুল হইত।

অদ্য গবর্ণর জেনরলের বাটীতে এক দরবার হইয়া গিয়াছে। "দরবার" "দরবার" এই বৈ অন্য কথা নাই।

২৩ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

বিজ্ঞাপনী লিখিয়াছেন, তিনি কৃতবিদ্যের মুখে নৌকা শব্দ স্থলে লৌকা শুনিয়াছেন। কিরূপ কৃতবিদ্য? ২। ৪ পাত ইংরাজী পড়িলেই কি মানুষকে কৃতবিদ্য বলা যায়?

মান্দ্রাজে আজিও জাতিভেদমূলক কুসংস্কারের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব আছে। তত্রত্য নীচ জাতীয়দিগের বিবাহের সময়ে পালকিতে আরোহণ করিয়া যাইবার রীতি নাই। কয়েক জন সেই চেষ্টা পাওয়াতে বিরোধিজাতীয়েরা প্রতিবাদী হয়। তন্মূলক এক দাঙ্গা হইয়া পুলিসের হস্তে এক জন হত ও এক জন আহত হইয়াছে।

মান্দ্রাজেও এবার সুবৃষ্টি হওয়াতে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে এবং শস্যের মূল্য অনেক কমিয়াছে। এবার প্রায় সর্ব্ব স্থান হইতেই এই শুভ সমাচার পাওয়া যাইতেছে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সমুদায়ে ৬০২ জন পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। প্রবেশিকাপরীক্ষার্থী ৪৫৮, এল, এ ৫৯, বি, এ ৩৬, এম, এ ৮, এল. এল, বি ১১, এল এম ৬. সিবিলইঞ্জিনিয়ারিঙ প্রথম পরীক্ষা ৩, এবং জগন্নাথশঙ্কর শেটের সংস্কৃত ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার্থী ২১।

টাইগ্রিস নদী উচ্ছলিত হইয়া বোগদাদে জল প্লাবন হইয়াছে। অর্দ্ধেক নগর ও অন্য অন্য পল্লীগ্রাম জলময় হয়।

সর সিসিল বীডনের ইংলণ্ড গমন সময় সমীপবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহারই প্রস্তাব ক্রমে জে, পি, নর্ম্মান সাহেব বেথুনসোসাইটী ইনষ্টিটিউটের সভাপতি পদে মনোনীত হইয়াছেন।

২৪ এ অগ্রহায়ণ শনিবার।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, এইচ, ই সর বার্টলফ্রিয়ার অশ্ব হইতে পতিত হইয়া অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এইরূপ জনশ্রুতি বাঙ্গাল পুলিষ ইনস্পেক্টর জেনরলের সংখ্যা কমান হইবে। অনাবশ্যক কর্ম্মচারী রাখিয়া ব্যয় বৃদ্ধি করা কোনক্রমে উচিত হয় না।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিয়াছেন, রাজকর্ম্মচারিরা যখন কোন স্থানে যাইবেন, তাঁহাদিগের নিকটে রাস্তার হউক, আর পারের হউক, কোন প্রকার মাশুল প্রার্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে। শেষে তাঁহারা কণ্টিঞ্জেণ্ট বিল করিয়া তাহা আদায় করিয়া লইবেন। কেবল পুলিষ কর্ম্মচারিরা যখন সরকারি কাজে যাইবে, তাহারা মাশুল না দিয়া যাইতে পারিবে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকা	সিক্কা	৮৬৷৷০—৮৬৷৵০
৪ "	কোং	৮৬৸০—৮৭
৫ "	"	১০৩৸৵—১০৪৵
৫ "	পবলিকওয়ার্ক	১০২৵—১০২।০
৫৷৷০ "	কোং	১০৯৵—১০৯।৵

—:•:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২১ এ নবেম্বর—ফিজরাল্ড সাহেব বোম্বাইয়ের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া-

ছেন। মাকেঞ্জিরে রিফরম (মহাসভার সংস্কার) সংক্রান্ত এক মহাক্ষোভ হইয়া গিয়াছে। বলারীর মহাসভার অধিবেশন হইয়াছে। সম্রাট সভাদিগকে প্রদেশ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ স্থির করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। ইহা স্থির হইলে সম্রাট ৭ বজর মন্ত্রী নিয়োজিত করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন।

জনগণের সহিত কংগ্রেস সভার বিবাদ ভঞ্জন করিবার চেষ্টা হইতেছে।

লণ্ডন ২২ এ নবেম্বর—মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিবার জন্য প্রায়ই সভা করিতেছেন।

লণ্ডন ২৩ এ নবেম্বর—স্পেনে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে, এরূপ সম্ভাবনা করা হইয়াছে। মাক্সিমিলিয়ান মেক্সিকো ত্যাগ করিবেন স্থির হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ নবেম্বর—১ লা ফেব্রুয়ারি জর্ম্মনীয় মহাসভার অধিবেশন হইবে। মিসরের প্রতিনিধি সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট জাতিসাধারণ প্রতিনিধি শাসন প্রণালী স্থাপনার্থ বন্দোবস্ত করিতেছেন।

কর্ণেল কর্ড, অত্র সিঙ্গাপুরের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। রবার্ট ওয়েষ্ট নেটালের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। লিমারিকে ফেনিয়ানগণ ধৃত হইয়াছেন। কতক তাহাদিগের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ নবেম্বর—ইংলণ্ড ও রুশ উভয় রাজ্যের অপরাধিগণকে পরস্পরের হস্তে সমর্পণ করিবার সন্ধি আগামী সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত রাখিবার জন্য কাল বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

কাণ্ডিয়াতে সম্পূর্ণরূপে উপদ্রবের শান্তি হয় নাই। আরও যুদ্ধ হইয়াছে। ইটালীর বিশপ নিয়োগের জন্য রাজা পোপের সহিত সন্ধি করিবেন এরূপ সম্ভাবনা করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ নবেম্বর—হেরাল্ড বলেন, আমেরিকার দূত আডামস সাহেব ইংলণ্ডে আলাবামার দ্বারা কৃত দৌরাত্ম্যের ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব পুনর্ব্বার উত্থাপন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট ট্রেডস ইউনিয়ান সম্প্রদায়কে প্রিমরোজ পার্কে রিফরম (মহাসভার সংস্কার) সংক্রান্ত সভা করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

ফলে ভোগী হইবার জন্য লোকে বীজ বপন করিয়া থাকে। ঐ বীজ যথাকালে অঙ্কুরিত হয়। ক্রমে ক্রমে ঐ অঙ্কুর বৃদ্ধি হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যে প্রদেশ হইতে বৃক্ষ এই ভাগ দ্বয় প্রাপ্ত হয় তাহাকে স্কন্ধ দেশ এবং ঐ দুই ভাগকে কাণ্ড বলে। ঐ কাণ্ড দ্বয়ই বৃক্ষের প্রধান বাহু স্বরূপ। উহা হইতেই কালক্রমে শাখা প্রশাখা পল্লবাদি নির্গত হইয়া উহাকে শোভিত করিতে থাকে। কালানুসারে উহা মঞ্জরিত হইয়া চির সঞ্চীয়মান আশা সকল করিবার মানসে ফলোৎপাদন করে। সর্ব্বদেশীয় মানবগণেরই ভাষা দুটী প্রধানভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—সাহিত্য ও বিজ্ঞান। ইহা হইতেই আবার কাব্য অলঙ্কার, ইতিহাস, ভূগোল, খগোল, পদার্থ ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহির হইয়া এই দুই প্রধান কাণ্ডকে সুশোভিত করিয়াছে। কি প্রাচীনকালের সুপ্রসিদ্ধ দেশ সমূহের ভাষা কি ইদানীন্তন বিখ্যাত ইউরোপাদি মহাদেশান্তর্গত জাতিদিগের ভাষা, আমরা ইহার যে দিকে অনুসন্ধান করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান উভয়ই শাখা প্রশাখা, ও পল্লব, পুষ্পাদিতে চির সুশোভিত হইয়া আসিতেছে। কোনকালে কোন সুপ্রসিদ্ধ দেশের ভাষা বৃক্ষের এক কাণ্ড শুষ্ক প্রায় ও অপর কাণ্ড যে অতিশয় শোভান্বিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও দেখা যাইতেছে যে দুটী কাণ্ড সমানাধিক ভাবে শোভিতেছে। যে সমস্ত দেশের ভাষা এতদ্রূপ শাখিত আছে, তাহারা সভ্য শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। সেই সেই স্থানে অধিবাসিগণের মনঃক্ষেত্র অনুক্ষণ জ্ঞানালোকে পূর্ণ থাকে। আমাদিগের বঙ্গদেশ কি সভ্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত নহে?

মহাশয়! আমাদিগের দেশ ইংলণ্ড ও জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশের ন্যায় —ন্যূন, তদপেক্ষা অনেক ন্যূন হইল, সুতরাং তাহাদিগের ভাষাবৃক্ষজাত ফলের ন্যায় আমরা অস্মদ্দেশজাত বৃক্ষে ফলাশা করিতে পারি না। কিন্তু তজ্জন্য যে ফলপ্রাপ্তি বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইতে হইবে এমনও কিছু নয়। অবশ্যই আশার অর্দ্ধেক ফলও পাইব, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়! অভিপ্রেত ফল ত কিছুই পাইতেছি না। আমাদিগের ভাষাবৃক্ষের সাহিত্যকাণ্ড যেমন দিন দিন নানা ফলে সুশোভিত হইতেছে, বিজ্ঞান কাণ্ড কেন সপ্রকাশ নহে? সভ্য জাতি হইয়াও কি আমরা ভাষা বৃক্ষের এক কাণ্ড সুশোভিত ও অন্য কাণ্ড শুষ্ক করিয়া তজ্জাত ফলের জন্য ভিন্ন জাতির ভাষা বৃক্ষের নিকট গমন করিব? আমাদিগের পক্ষে কি এটী গ্লানিকর নহে? পরপ্রত্যাশী হওয়া কি গৌরবের বিষয়? যদিও কোন ভাষান্তর্গত বিজ্ঞান সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত হ নাই, তথাচ আমাদিগের অপেক্ষা কোটি গুণে উত্তম। আমাদিগের যে মূলে কিছুই নাই। আমি বাল্যকালে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে কিছু কিছু বিষ পড়িয়াছিলাম, অদ্যাপিও যে তাহাই দেখিতেছি। সাহিত্য বিষয়ক যেমন নিত্য নূতন পুস্তক রচি হইতেছে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কেন সেরূপ নহে? এ বিষয়ে আমাদিগের দেশীয় সভ্য মহোদয়গিণের কি কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই? ইহার ফল কি সাহিত্যের ন্যায় রসপূর্ণ নহে? ইহা কি তৃপ্তিক এবং আশু হর্ষপ্রদ নহে? প্রায় ৮।৯ বৎসর অতিবাহিত হইল, সুধীরাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত বা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় প্রণীত যে প্রাকৃ ভূগোল পড়িয়াছিলাম, তাহার পর তৎসম্ব আর কিছুই দেখিতে পাই নাই। কালসহকারে যখন ঐ সম্বন্ধে কিছু অধিক জানিবার প্রবৃত্তি জন্মিল, তখন দেশীয় ভাষার নিকট অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু আর কিছুই পাইলাম না। আমরা একে পরাধীনতা চিরকাল ভাল বাসি আসিতেছি, কাজে কাজে পরের প্রত্যাশী হইতেই আপনাদিগকে বড় সুখী বিবেচনা করি এই ভাবিয়া ইংরাজী ভাষার নিকট গেলা তাহার নিকট আমি যে কিঞ্চিৎ পরিচে লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এব সম্পাদক মহাশয়! বিবেচনা করিয়া দে দেখি আমাদিগের ভাষার জন্য আমরা কি বড়াই করিতে পারি? এদেশীয় যে স ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা না করিবেন, তাঁ দের পক্ষে বিজ্ঞান কি অজ্ঞান স্বরূপ থাকিবে তাঁহাদের এবিষয় জানিতে কি প্রবৃত্তি জন্মে না পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধে আমাদিগের দেশীয় ভা মুখোজ্জ্বলকারী ধীর চূড়ামণি শ্রীযুক্ত বাবু অ কুমার দত্ত মহাশয় যে যে বিষয় লিপিবদ্ধ ক য়াছেন, উহা দ্বারা কি বিজ্ঞান কাণ্ড সুশোভি হইয়াছে, আর অধিক কি আবশ্যক করে সাধারণে সকলেই কি সেই কয়েকখান গ্রন্থ আলোচনা করিয়া বিজ্ঞানপারদর্শী হইবে বটতলার ছাপাখানা এক মুহূর্ত্তও স্থির না। কত লক্ষ লক্ষ মূর্ত্তিমান গ্রন্থক প্রতিক্ষণে জন্ম দিতেছে। কিন্তু সে সকল প্রকাশ হইতে না হইতেই অকর্ম্মণ্য হইয়া তেছে। আবার অকর্ম্মণ্যই বা কিপ্রকারে ব পারি, জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীর রাত্রি ৯ ফিরিতেই? । ৫ এডিশন হইয়া গেল!

...র্ত্তাও অঙ্কুকে মল মুখে দিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে বিজ্ঞান বিষয়ে যিনি প্রথমে হস্তার্পণ করিয়াছেন, যিনি উঁহার জন্য শিরোরোগাক্রান্ত হইয়া নানা কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, এবং আর আর যাঁহারা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া অস্থির অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া যাহা যাহা কিছু দীর্ঘ পরিশ্রমজনিত ফলস্বরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের আশা ফলবতী ও পরিশ্রম সার্থক হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ এক এক জন এক একটী বিশেষ রোগাক্রান্ত হইয়াছেন। আমাদিগের দেশের ...দেশোজ্জ্বলকারী মহোদয়গণ এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া কেন তাহার গৌরব বৃদ্ধি না করেন? শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষগণ কেন এই বিষয়ে অধিকতর যত্ন না দেখান? তাঁহাদিগের হস্তে বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে কোন পুস্তক পতিত হয় তাহা কেন পণ্ডিতদিগের শিক্ষার জন্য নর্ম্মাল স্কুলে প্রবেশ না করান? বিজ্ঞানঘটিত কোন ...তন পুস্তক অবলোকন করিলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে "ইহা বালকের উপযুক্ত হইবে না কেন না এই সমস্ত নূতন রচিত শব্দ (যথা ...জেন, সলফেট, ক্রোমস, হিতেচিক্কঃ ঝিল্লী) তাহারা বুঝিতে পারিবে না। ইহা যথার্থ বটে। ...সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ পণ্ডিতগণের ইহার প্রকৃতার্থ ...ঝাইয়া দেওয়া কঠিন। তবে কি এ দেশে ...জ্ঞান শাস্ত্র শিক্ষা করা আবশ্যক করে না? ...করণের কোন সূত্রে লেখা আছে, ত্রিভু...ন্তর্গত কোণসমষ্টি দুই সমকোণ হয়?" ছা...টি বালকেরা কিরূপে ইউক্লীডকে জিহ্বাগ্রে ...রিতেছে? ইহা জানিতে কি বুদ্ধির প্রয়োজন ...রে না? তবে ক্রোমসের নাম শুনিলে কেন ...হাদিগের বাক বোধ হইবে? তাঁহাদিগেরই বা ...ষ কি? দেশীয় পরিদর্শক মহাশয়েরাই এবি...রের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। অতএব তাঁহারাই বা ...ন এবিষয়ে উৎসাহ না দেন? প্রায় এক সপ্তাহ ...ল, আমি "শরীরতত্ত্ব সার" নামে এক খানি ...পাইয়াছি। ইহা চারি বৎসর মুদ্রিত হইয়াছে, ...য় প্রায় কেহই ইহার তত্ত্ব রাখেন না। ইহার ...ন বেলায় শ্রীযুক্ত এচ. উড্রো মহোদয় ৫০ ...ন পুস্তক ক্রয় করেন, কিন্তু তদবধি একবারও ...র নামোচ্চারণ করেন নাই এবং যদিও উহা ...র্ব্বত্র উপেক্ষিত ভাবে রহিয়াছে, কিন্তু ...য় শ্রম কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। কোন না ...নকালে লোকে উহা উৎসাহপূর্ব্বক ক্রয় ক...। পাঠ করিবে; কিন্তু মহাশয়! আমি পুনঃ ...ক জিজ্ঞাসু হইতেছি যে সাহিত্যের ন্যায় আমা...দেশের দেশে ...রের কেন শ্রীবৃদ্ধি নাই? অত্র পাঠশালা ... কেন এই বিষয়ে হস্তার্পণ না করেন? বালকদিগকে কেন অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এই ... সামান্য সামান্য গ্রন্থ অগ্রে শিক্ষা দেওয়া না হয়? শিক্ষা সমাজ কেন ইহার ... উৎসাহ না দেন? আমি দেখিতে পাই ... দেশীয় লোকের ইহাতে যেন শ্রদ্ধা ... আছে। গত শনিবারে প্রেসিডেন্সি হলে—

"ক্রষ্ট অফ দি আর্থ" এই বিষয়ে একটী লেকচর দেন। শ্রোতার সংখ্যা অধিক হইবে এই ভাবিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইলাম। যথাকালে দেখিলাম যে বাঙ্গালি ও সাহেবে ২০। ২১ টী শ্রোতা উপস্থিত। উপদেশক ক্রমে ক্রমে যত ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রোতৃবর্গও দুই একটী করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, অবশেষে অত্যল্পসংখ্যক থাকিল। কিন্তু যদি অন্য কোন বিষয়ক লেকচর হইত, তাহা হইলে বোধ হয় স্থান পাওয়া দুষ্কর হইত। লোকের স্বভাবতঃ এবিষয়ে ঘৃণা কেন? বিজ্ঞান দ্বারা কি প্রকৃতিসুখ লাভ করা যায় না?

কলিকাতা
ক্যাথিড্রাল মিসন কালেজ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পূর্ব্বে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা বিকোপল-কল্পিত অদ্ভুত সম্বাদ সমূহে কিম্বা কোন আঢ্য লোকের বিবাহ বা শ্রাদ্ধ বর্ণনায় নতুবা কোন লোকের দেবরং বন্দনা দ্বারা বা কাহার অনুচিত নিন্দাবাদে এবং হলোএর বটিকার গুণ বর্ণনায় পত্রিকার কলেবর পূর্ণ ও পাঠকবৃন্দের মনস্তুষ্টির চেষ্টা পাইতেন। এখন আর সে কাল নাই, বিদ্যার্জ্জন দ্বারা ও সভ্য লোকের সহবাসে বাঙ্গালির বুদ্ধি যেরূপ মার্জ্জিত হইতেছে, পূর্ব্বের রুচিও সেই সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইতেছে, তবে দুই এক জন সম্পাদক সেকেলে "কায়দা" গুলি উঠাইয়া দিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগের বয়ঃক্রম অধিক বলিয়া সেগুলি দোষের মধ্যে গণ্য করিলাম না, সে সকল বৃদ্ধের প্রলাপবাক্য। গবর্ণমেণ্ট অনুবাদকের দ্বারা এতদ্দেশীয় সম্বাদ পত্রের মর্ম্মানুবাদ অবগত হইয়া থাকেন, এজন্য আজি কালি প্রধান সম্বাদপত্রে প্রায় সম্পাদক ও প্রেরিতপত্র লেখকগণ সাধ্যমত সকল বিষয়ের প্রকৃত বর্ণনা প্রচার করেন, আমিও এই সকল কথা বিশেষ স্মরণে রাখিয়া এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটী লিখিলাম।

প্রায় ৭। ৮ মাস গত হইল, শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু সান্যাল মুঙ্গেরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও রেজিষ্টার কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া অবধি আপন কর্ম্ম অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ইনি মুরসিদাবাদের জজ আদালতের অনুবাদকের কর্ম্ম করিতেন। শ্রীযুক্ত রসন, বকন, বার্চ, মেকলোনি প্রভৃতি বিচারপতিগণ ইঁহার কর্ম্মদক্ষতায় বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন ও তাঁহাদিগের প্রশংসাপত্র সহ বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করাতেই সহজে এই উচ্চ পদাভিষিক্ত হয়েন। ইনি ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও অতি সৎস্বভাবান্বিত। এতাদৃশ সুপাত্র ব্যক্তিকে রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেই উচ্চপদের যথার্থ গৌরব থাকে ও ন্যায়সঙ্গত বিচার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এখানকার কয়েকজন "শ্রীবৃদ্ধিকারী" তাঁহাদিগের মনের মত বিচার ইঁহার নিকট হয় না বলিয়া বড়ই বেজার, নতুবা অন্যান্য এখানকার সকল লোকের সমীপেই ইনি এক জন যথার্থ প্রশংসার পাত্র। উত্তরোত্তর ইঁহার পদ বৃদ্ধি হউক, আমরা কায়মনোবাক্যে ঈশ্বর সমীপে এই প্রার্থনা করি।

মুঙ্গেরপ্রবাসিনোজনস্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুময় মধুমাসে মোহন বাঁশরী।
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত হরি॥
শুনি গোপ গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল।
চকিত স্তম্ভিত নেত্রে হেরে বনস্থল॥
তেমতি বংশীর নাদে শ্রীমধুসূদন।
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড়জন মন॥
বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা মুখে।
তানলয় সঙ্গীতের ধ্বনি শুনি সুখে॥
পুন মেঘনাদ মুখে রণ ভেরি শুনি।
সদর্পেতে বীর হিয়া জাগিল অমনি॥
নবরস প্রপূরিত তোমার সঙ্গীত।
কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালির যাহে অতি প্রীত॥
কাব্যের কাননদিকে পুন কর্ণ ধায়।
শুনিতে নূতন স্বর তোমার গাথায়॥

কপালকুণ্ডলা।

কে তুমি যোগিনীবেশে বঙ্কিম নয়নে।
ত্রা একাকী ভবানীরে ভাবিতেছ মনে॥

যুবতী হইয়া কর ভৈরবী সাজন।
সংসারেতে প্রীতি নাই সদা ক্ষুণ্ণ মন॥
পঙ্কজবদনী বামা মুক্ত চাঁচরকেশ।
পর্ব্বতদুহিতা যেন [illegible] মহেশ॥
প্রশস্ত ললাটদেশ সরল হৃদয়।
পেয়েছ যবন কষ্ট ক্লেশ অতিশয়॥
পরে দ্বিজ কাপালিক বিজনকাননে।
পালিল তোমায় সতী অতি সযতনে॥
কপালকুণ্ডলা তুমি ছিলে [illegible] এখন:
ভুলিবে না তব নাম হৃদে [illegible]
অক্ষিযুগে অশ্রুবিন্দু পড়ে [illegible]
স্মরিলে তোমার শেষ দুখ [illegible]॥

[illegible]পুর।

——:০:——

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

আজি কাল সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সংস্কৃত রীতিগুলি একবারে বঙ্গভাষায় প্রচলিত করিবার জন্য সমধিক ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু এইরূপ সকল সময়ে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করিতে গেলে যে কালে বঙ্গভাষা না বাঙ্গলা না সংস্কৃত এক খিচাড় হইয়া পড়িবে তৎপ্রতি কিঞ্চিন্মাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না। অদ্য আমরা বঙ্গভাষার সমাস সংক্রান্ত কতিপয় রীতির বিষয় উল্লেখ করিয়া আমাদিগের মত প্রকাশ করিতেছি, [illegible] [illegible] আপনার মতামত বিস্তারিতরূপে [illegible] বাধিত করিবেন।

বঙ্গভাষা এখনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। প্রতিনিয়তই নানা [illegible] নূতন নূতন শব্দাবলী সংযোজিত হইয়া [illegible] পুষ্টি বদ্ধন হইতেছে সুতরাং এক্ষণ [illegible] সর্ব্বতোভাবে কোন স্থির রীতির উপর [illegible] যাইতে পারে না। [illegible] বঙ্গভাষায় একেবারে [illegible] নাই [illegible] চনা করিয়া দেখিলে অনেকগুলি রী[illegible] অজুনি বেষ্ট [illegible] যায়

সুপ্রাব্য[illegible] [illegible] ভাষার মূল রীতি [illegible] নায় ভাষাই [illegible] রীত্যনুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে বিশুদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং সমুদায় [illegible] তেই এই মূল রীতির অনুসরণ করা বিহিত। বঙ্গভাষার পূর্ব্বতন ও আধুনিক অবস্থার [illegible] কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যাইতেছে সুপ্রাব্যতাই তাহার মূল কারণ বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে এবং সমুদায় প্রাচীন ভাষাও এই রীত্যনুসারে পরিশোধিত হইয়াছে।

সংস্কৃতভাষা বঙ্গভাষার জননী, সুতরাং অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করা সম্ভবে আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে সকল স্থলেই সংস্কৃতের পদানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে এমন নয়। বস্তুতঃ যেস্থলে সংস্কৃত রীতি অবিসম্বাদিতরূপে বঙ্গভাষায় বিন্যস্ত হইতে পারে কেবল মাত্র সেইস্থলেই সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করা উচিত, অন্যত্র বঙ্গভাষার রীত্যনুসারে চলাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এ স্থলে অনেকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বঙ্গভাষার রীতি [illegible] বঙ্গভাষা সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতের অনুসরণ করিতেছে, সুতরাং তাহাতে অতিরিক্ত রীতি থাকা কদাচ সম্ভাবিত নয়। তন্নিমিত্তে আমরা কতিপয় দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিতেছি, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বঙ্গভাষায় সংস্কৃতাতিরিক্ত রীতির বিদ্যমানতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

সংস্কৃতভাষায় [illegible] সমাস [illegible] প্রচলিত আছে, বঙ্গভাষাতেও [illegible] [illegible] স্থলে সুপ্রাব্যতার অনুরোধে [illegible] থাকিতে পারে, কিন্তু কতিপয় স্থলে সংস্কৃত [illegible] অনুসারে সমাস করিলে অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইয়া উঠে। অতএব সেই সকল স্থলে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ না করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার [illegible] চলাই ভাল বোধ হইতেছে। সংস্কৃত রীতি অনুসারে কৃষ্ণাশ্রিত, কূপপতিত, পিতৃসম, [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি কতিপয় স্থলে [illegible] আশ্রিত, কূপপতিত, পিত্রা সমঃ, পুত্রায় হিতং [illegible] দানং ইত্যাদি ব্যাসবাক্য ও তৎপূর্ব্বক সমাস হইয়া থাকে [illegible] [illegible] অধিকাংশ স্থলে তাহাদের অনুসরণ করিতে হইলে কৃষ্ণকে আশ্রিত, কূপকে পতিত, পিতার দ্বারা সম পুত্রকে হিত, এবং কন্যার দান ইত্যাদি সমাস বাক্য ও তদনুসারে সমাস হইয়া থাকে কিন্তু সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই [illegible] [illegible] দ্বারা সহজে [illegible] হয় না [illegible] বঙ্গভাষার রীতিও উহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে। অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থলাদিতে সংস্কৃত রীতির অনুরোধে পূর্ব্বোক্তরূপ শ্রুতিকটু ও দুর্ব্বোধ সমাস বাক্য না করিয়া বঙ্গভাষার রীত্যনুসারে কৃষ্ণের আশ্রিত কূপে পতিত পিতার সম, পুত্রের হিত এবং কন্যাকে দান এইরূপ ব্যাসবাক্য ও তদনুযায়ী সমাস করাই বিহিত বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ ভাষাতে উহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, কথা কহিবার সময় সকলেই "উনি আমার আশ্রিত" ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থল সকলে সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করিতে গিয়া দুর্ব্বোধ ব্যাসবাক্য ও রীতি বিপরীত কার্য্য করা অপেক্ষা সুগম ও রীতিশুদ্ধ সমাস ও ব্যাসবাক্য করাই ভাল বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতের অনুসরণ না করিয়া প্রয়োগ ও সুপ্রাব্যতানুসারে চলাই উচিত, নচেৎ সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করিতে যাইয়া বঙ্গভাষার শ্রাদ্ধ করা কোন মতেই [illegible] অনুমোদনীয় হইবে না। এক্ষণে যেরূপ সংস্কৃতাভিজ্ঞেরা সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত রী[illegible] [illegible] করিতেছেন, সেইরূপ অন্যান্য ভা[illegible] সেই সেই ভাষা হইতে বঙ্গভাষার নূতন নূতন রীতি আবিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলে যে বঙ্গভাষার কিরূপ দুর্দ্দশা সংঘটিত হইবে তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন, বস্তুতঃ সংস্কৃতাভিমানী ভিন্ন বঙ্গভাষার মঙ্গলকামুক অনেকেই বঙ্গভাষায় সংস্কৃত রীতির সর্ব্বাঙ্গ আধিপত্য স্বীকার করিতে সম্মত হইতে পারিবেন না। অতএব ভাষাদ্বয়ের রীতির অনুসরণ না করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার রীতির অনুবর্ত্তন করাই আমাদিগের মতে [illegible] ও উচিত বলিয়া বোধ হইতেছে।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লিখিয়াই ক্ষান্ত [illegible] [illegible] প্রয়োজন হইলে বঙ্গভাষা [illegible] [illegible] আরও কয়েকটী কথা জিজ্ঞাস[illegible] [illegible] (১)

[illegible] ই অগ্রহায়ণ

বশংবদ
[illegible]
বঙ্গভাষাপ্রিয়।

———

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদ[illegible]
মহাশয় সমীপেষু।

[illegible]নিবেদনমিদং—

[illegible] [illegible] [illegible] কার্ত্তিকের সোমপ্রকা[illegible] [illegible] বিষয় পাঠ করিয়া যার পর [illegible]

(১) পত্রপ্রেরক ১০ ই অগ্রহায়ণের [illegible] প্রকাশে দেখিবেন, পুষ্পাঞ্জলির [illegible] প্র[illegible] যে প্রস্তাব লিখিত হয় [illegible], আমরা [illegible] পত্রীর প্রতিবাদ করিয়া [illegible] [illegible] ব্যক্ত করিয়াছি, সংস্কৃতের [illegible] অনু[illegible] করিতে গেলে বাঙ্গলা [illegible] [illegible] বিকৃত হইয়া উঠিবে। সংস্কৃ[illegible] [illegible] মূল বটে, কিন্তু উভয়ের [illegible] বৈলক্ষণ্য আছে। স

…ামন্ত্রিত হইলাম। যখন তত্রত্য ব্যক্তির এক-দেশে দুষ্টিপাত হইয়াছে, তখন বস্ত্রাভিনয় মত …পথে পদার্পণ করিয়া কাঙ্ক্ষিত ফলদানে …আমাদিগকে সুখিত করিবে, তাহাতে অনুমাত্র …ন্দেহ নাই। মহাশয় ইহার যে যে প্রণালী … …ন করিয়াছেন, সকলগুলিই অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু …াম কোন বিষয়ে আমি সম্যক প্রকারে এক… …াবলম্বী হইতে পারিলাম না। কারণ, আপনি আধুনিক বঙ্গের পরিবর্তে নাট্য বিষয়ক সং… …নূতন বসন ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন …হা বর্তমান সমাজের অবস্থায় কিরূপে ব্যবহৃত …তে পারে? শকুন্তলা পুরাকালীন তাপস …বহার্য্য বল্কল পরিধান কিম্বা কণ্ব মুনি কৌপীন …রণ পূর্বক নগ্নপ্রায় হইয়া রঙ্গস্থলে উপস্থিত …লে সভ্যগণ কি স্বভাব সুখ অনুভব করিয়া …রিতৃপ্ত হইবেন? আমি বোধ করি বরং তা…তে তাঁহাদিগের মনে গ্লানি ও ব্রীড়াকর ভাব …দিতে পারে, অতএব এস্থলে বস্ত্রাদির কিঞ্চিৎ …রিবর্তন করিয়া অনুমোদন অভিনয় কার্য্যে যত …সঙ্গত হইতে পারে এরূপ বসন বিধান করিলে …ধান করি কোন দোষ ঘটে না। (১)

পরিশেষে বাঙ্গলা নাটকের চলিত ভাষা …কে কেবল বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া যদি …হার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেন, তাহা …ল বস্ত্রাভিনয় আপনার নিকটে চিরবাধিত …। সে যাহা হউক, অস্মদাদির সামান্য …তে এ বিষয়ে কোন বিশেষ দোষ লক্ষিত …তেছে না, কারণ নাটকে যে ভাষা প্রয়োজিত …ছে, তাহাই আমাদিগের স্বভাবসিদ্ধ। …র সচরাচর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে …লোকদিগের মধ্যে কি বিদ্বান কি মুর্খ সক… …ঐ স্বভাবসিদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, …রাং তখন ইহাতেই মনের ভাবাদি সুব্যক্ত …াতে প্রকৃতির প্রভা বিলক্ষণ দীপ্তিমান হয়, …থিত বিশুদ্ধ ভাষাতে নাটকাদি রচিত …ল স্বভাবের সেরূপ শোভা কখনই রক্ষা …ত পারে না, যেহেতু সে আমাদিগের স্বভাব… ভাষা নয়। কুরীতি সংশোধন করাই নাট-…র উদ্দেশ্য, তাহাতে ভাষা বিশুদ্ধির তত্রতা …সম্ভাবিত হইতে পারে না। তবে সংস্কৃত …াদিতে ভাষা শিক্ষার উপযোগিতা দৃষ্ট হয় তাহা অম্লান বলিতে হইবে। যেহেতু সংস্কৃতের কথনে ও লিখনে ভিন্নতা নাই। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাঙ্গলাভাষা ভিন্ন ভিন্ন রূপে উচ্চারিত হয় বটে, তথাপি নগর নিকটস্থ ভাষাকে সভ্য ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই নাগরিক ভাষার প্রশংসা সকল স্থলেই দৃষ্ট হয়। কারণ গ্রন্থের ভাষায় ও এই প্রচলিত ভাষায় বিশেষ প্রভেদ নাই, কেবল চলিত ভাষায় বিভক্তির খর্বতা করা হয়। তবে যদি কোন নূতন পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়া দেন, তাহা হইলে নাটক রচয়িতাদিগের প্রতি অসীম কৃপা বিতরণ করা হয়। (২)

হাবড়া কস্যচিৎ।
২৫ এ নবেম্বর। পাঠকস্য।

---

(১) মুনিকে বাকোচিত পরিচ্ছদ পরিধান …র বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। দেখিয়া সভ্যগণের …ম না হয়, এরূপ মুনিবেশ কি মুনিকে পরান না? বঙ্গের তন্মাত্র পরিবর্তন বিধেয়, …র অধিক উচিত নয়। স।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু বহড়ু,
১৮৬৬ ডিসেম্বর হইতে ৬৭ ডিসেম্বর ১৪।
" " শশিভূষণ বসু লাহোর ৬৸
" " কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় রঙ্গপুর
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ৭
রাজা সত্যশরণ ঘোষাল ভুকৈলাস
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক ১০
" " রসিককৃষ্ণ মল্লিক গোয়াড়ি
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ বৈশাখ ৭
" " বাবুচাঁদ দত্ত মেদিনীপুর
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক ১৩
" " ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় তালুকশাহি
১৮৬৫ ডিসেম্বর হইতে ৬৭ নবেম্বর ১৩।

---

(২) অন্য অন্য গ্রন্থে যেরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়, নাটকে তদ্ব্যবহারে কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশের কুরীতি সংশোধনের ন্যায় ভাষাদোষসংশোধন নাটকের উদ্দেশ্য নয়, এ কথা আমরা স্বীকার করি না। " খাচ্চি, দিচ্চি, নিচ্চি " এই সকল শব্দে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি, সুতরাং সেগুলি পরিত্যক্ত হইলে নাটক ভাল লাগিবে না, এই আশঙ্কা জন্মিতেছে, কিন্তু অন্য প্রকারে যদি অভ্যস্ত হই তাহাই মিষ্ট লাগিবে। রসভাবাদির মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যাদি না থাকিলে নাটক কখন উৎকৃষ্ট হয় না, কিন্তু নাটক যদি সামান্য ভাষায় রচিত হয়, রসভাবাদির মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্যাদির কি সম্ভাবনা থাকে? আমাদিগের এইরূপ বোধ আছে, যাঁহারা সুলেখক তাঁহারা খাচ্চি দিচ্চি নিচ্চি গুলি পরিত্যাগ করিয়া উত্তম নাটক রচনা করিতে পারেন। স।

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৶০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ৫ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক. মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫৷৷ টাকা। | সন ১২৭৩। ৩ রা পৌষ। ১৮৬৬। ১৭ ডিসেম্বর | মফস্বলে মাহসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুদিগের টিকীট সকল
হাবড়া হইতে প্রদত্ত
হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষার্থ এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, যাঁহারা বাষ্পীয় রথে রেল পথে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, (পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে আগামী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেশন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমুদায় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্র বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভ্রমণ সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকীপুর।
বারাণসী
চুণার।
মির্জ্জাপুর
আলাহাবাদ।
কানপুর।
আগ্রা
গাজিয়াবাদ এবং
দিল্লী।

উক্ত প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুদিগের ভাড়ার হার।

১ প্রথম শ্রেণী	১২০ টাকা।
২ দ্বিতীয় ঐ	৭০ ঐ

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরোহিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনের লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ইষ্টেশনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ইষ্টেশনের ডেপুটী ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেন্সন।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

বিজ্ঞাপন।

মির্জ্জাখানসামার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভুবনসার ব্যাকরণ	।৵
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সং মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকা ও শাঁখারি টোলা মাধবওস্তাগরের গলি শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামা

বিজ্ঞাপন।

কৃষ্ণনগরস্থ সি. এম. এস. ইংরাজী বাঙ্গ স্কুলের দুটী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। তন্ম ২য় শ্রেণীর শিক্ষকের বেতন ২৫ টাকা তৃতীয় শিক্ষকের বেতন ২২ টাকা। কর্ম্মপ্রার্থ শীঘ্র আপন আপন সার্টিফিকেট সমেত আবে পত্র আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

কৃষ্ণনগরগোয়াড়ি, এম, মেলিন
১৮৬৬। ৮ ইডিসেম্বর।

সোমপ্রকাশ।

৩ রা পৌষ সোমবার।

দুর্ভিক্ষ কমিসন।

উৎকলের দুর্ভিক্ষে অসংখ্য প্রা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে গবর্ণমেণ্ট এ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। গবর্ণমে প্রভুশক্তি যত বদ্ধমূল হউক, সাধ মতের বিরুদ্ধ কাজ করিলে দায়ী হই হয়। গত বৎসর অনাবৃষ্টি হেতু কাটিবার মুখে শস্য নষ্ট হইয়া যায়, কৃষকগণ, এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সম এবং সংবাদপত্র সমূহ একবাক্য হ গবর্ণমেণ্টকে সতর্ক করেন। আব

হইলে গবর্ণমেণ্ট স্বাধীন বাণিজ্যে জলাঞ্জলি দিতে সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু এবার স্বাধীন বাণিজ্যরূপ হেতুবাদ (ছল) করিয়া সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তার্পণ করিতে অসম্মত হন। বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর নিজে উৎকলে গমন করেন। তত্রত্য লোকেরা স্পষ্টাভিধানে বলেন, তাঁহারা অন্নকষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু তিনি যে উত্তর দেন এবং তাঁহাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া যেরূপে চলিয়া আইসেন, যে শাসনকর্ত্তা প্রজাবৎসল হন, তিনি কখন সেরূপ করিয়া আসিতে পারেন না। তিনি প্রার্থনাকারিদিগের বাক্যে ঔদাস্য না করিয়া যদি প্রতিবিধান চেষ্টা পাইতেন, এত কি অনর্থ হইত? ছয় লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অদ্যাপিও গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৩০০ লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে! ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়!

গবর্ণর জেনরলও ঔদাসীন্য দোষাপবাদ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন না। সর জন লরেন্সের হস্তে সমুদায় ভারতবর্ষের ভার আছে, যখন অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা স্বকর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইলেন, তখন প্রধানতর শাসনকর্ত্তার অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। তিনি অগ্রসর হন নাই, এজন্য তাঁহাকে পরমেশ্বর ও মানবমণ্ডলীর নিকটে অপরাধী হইতে হইয়াছে। "এত যে হইবে তাহা জানিতাম না" এই বাক্য ভিন্ন সর সিসিল বীডন ও সর জন লরেন্সের অন্য সমর্থন নাই। অতএব দুর্ভিক্ষ কারণের অন্বেষণার্থ যে কমিসন নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিয়োগ কালে সর জন লরেন্স যে ভঙ্গীক্রমে এই কথা বলিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

লার্ড ক্রাণবোরণের উত্তেজনায় কমিসন নিযুক্ত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনরল প্রথমাবধি কমিসন নিয়োগ বিষয়ে তাঁহার মত ছিল, কিন্তু অকালে ইহা করিলে কোন কাজ হইত না বরং অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি চতুর্দ্দিক হইতে কোলাহল উত্থিত হইলে সাহায্যদানের অভিপ্রায়ে এক জন কমিসনর প্রেরণ করিলে কি "কাজ" হইত না? অনিষ্ট হইয়া গেলে তাহার কারণ অন্বেষণ করা এক কাজ আর ঘটনার সময়ে তদুচিত ক্ষতি নিবারণের উপায় অবগত হইয়া অবিলম্বে তদবলম্বন করা আর এক কাজ। যখন লোকের জীবন লইয়া কথা, তখন "অকালে" লোক নিয়োগ কি অপরামর্শ? "অকাল" শব্দের অর্থ কি এই শীতকালে কলিকাতায় না আসিয়া কোন কাজ করা যায় না? ডাম্পিয়র সাহেবের নিয়োগ কার্য্যের সমর্থন করিয়া সর জন লরেন্স বলেন:—"এদেশ হইতে দুর্ভিক্ষের কষ্টের যে সকল বৃত্তান্ত ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে যে বহুসংখ্যক দয়ালু লোক ভারতবর্ষের মঙ্গলের বিষয়ে যত্নবান আছেন ও তাঁহাদিগের মনে শোক ও চিন্তা হইয়াছে, এটী স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, স্বভাবতঃ ইহা হইতেও পারে। এই দুর্ঘটনায় কত অনিষ্ট করিয়াছে, তদ্বিষয়ে (ইংলণ্ডীয়) লোকের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। এই অনিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি হইবার বিশেষ কারণ এই, এখানে প্রকাশ্যরূপে এবং মুক্তকণ্ঠে বলা হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ কষ্টের প্রতি সমুচিত মনোযোগ দেন নাই। এই কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সুবিচার ও সাধারণের সংশয় দূর করিবার জন্য যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে যে, যে সকল বৃত্তান্ত প্রেরণ করা হইয়াছে তাহা যত দূর সম্ভব সপ্রমাণ অথবা তাহার সংশোধন করা আবশ্যক।"

গবর্ণর জেনরল প্রকারান্তরে ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ ও সংবাদপত্রের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। আমরা কি অকারণ ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণের মন ভার করিয়াছি? যে সকল বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে? এ বিষয়ের কমিসন শীঘ্র মীমাংসা করিবেন, কিন্তু আমরা বলিয়াছি ও এক্ষণেও বলিতেছি, সর্ব্বসাধারণের ভ্রম হয় নাই,—গবর্ণমেণ্ট প্রথমাবধি ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এস্থলে আর একটী অভিযোগ আছে, গবর্ণর জেনরল এখানকার সর্ব্বসাধারণের কথা এক প্রকার অগ্রাহ্য বলিয়াছেন। ইংলণ্ডে গোলযোগ হইয়াছে বলিয়া কমিসন নিযুক্ত করা হইতেছে! ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণ লোক সাক্ষাৎসম্বন্ধে সর জন লরেন্সের নিকটে কিছুই নহেন, অথচ এই সর্ব্বসাধারণ এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিচারপতি হইয়াছেন এবং গবর্ণর জেনরল দেখিবেন তিনি সাধারণের ক্ষমতা অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু দণ্ড অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ডাম্পিয়র সাহেবকে যে উপদেশ দেন, তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি গবর্ণর জেনরল কমিসনকে বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন:—

"১ ম। দুর্ভিক্ষের কারণ কি?

২ য়। অনিষ্ট নিবারণার্থ যথাসময়ে যথোচিত উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল কি না, যদি না হইয়া থাকে, কেন হয় নাই তাহার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ আছে কি না?

গবর্ণর জেনরল যেমন উপদেশ দিলেন, কমিসনের নিকটে আমাদিগেও তেমনি কিছু বক্তব্য আছে, বণিকগণ ও এতদ্দেশীয়সমাজ যখন চাঁদা করিতে চাহেন, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর তাহা করিতে দেন নাই। কমিসন এ বিষয়টী উত্তমরূপে বিবে-

চনা করিয়াছেন। খাল খনন আবশ্যক তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। ১৮৬৯ অব্দে কটকের কমিসনর কোবরণ সাহেব ইহার পরামর্শ দেন। হয় অনাবৃষ্টি নচেৎ জলপ্লাবন উৎকলের দুরবস্থার কারণ, খাল থাকিলে তত্রত্য নদীর জল যথার্থ উপকারী হয়। কমিসনের এ বিষয়ে ও রাস্তার বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইবে। চাউল যাইয়াও জাহাজ হইতে নামিতে পারে নাই। উৎকলের বন্দর সকলের উন্নতির উপায় আছে কি না? তথায় লঘু রেলওয়ে হওয়া সম্ভব কি না? এগুলির বিশেষরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক।

——•••——

মারীভয়।

এত দিন দুর্ভিক্ষের গেল, এখন মারীভয়ের অধিকার হইয়াছে। আমরা শুনিতেছি ও দেখিতেছি, যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইয়াছিল, তত্তৎস্থানে মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমাদিগের এখানকার এক ব্যক্তি পীড়িত হইয়া জল বায়ু পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্ত পাটনায় গমন করিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, তথায় জ্বর বিকার ও ওলাউঠার আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই হেতু তথায় অধিক দিন অবস্থিতি করিতে সাহসী হইলেন না, সত্বর ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাদিগের বাস গ্রামের সন্নিহিত স্থান সকলেও বিলক্ষণ মারীভয় হইয়াছে। পল্লীগ্রামের একস্থানে এককালে ৪। ৫ টি চিতা সারি সারি জ্বলিতেছে দেখিলে কাহার হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় না হয়? মধ্যে মধ্যে এ ঘটনাও হইতেছে।

মারীভয়ের অধিকতর বৃদ্ধি হইবার বিশেষ কারণ এই, এত দিন অনাহার বা অল্পাহারে যাহাদিগের অগ্নি মন্দ হইয়া গিয়াছিল, ধান্যাদি নানাবিধ নূতন দ্রব্য হওয়াতে এখন তাহাদিগের পর্য্যাপ্ত ভোজন হইতেছে, কোন্ দ্রব্য পীড়াকর ও কোন্ দ্রব্য পীড়াকর নয়, তাহারা এ বিবেচনা করিতেছে না, সুতরাং নানাপ্রকার পীড়া জন্মিতেছে। ইতর লোকেরাই দুর্ভিক্ষকালে অধিক কষ্ট পাইয়াছিল, ভদ্রলোক অপেক্ষা তাহারাই অধিক মরিতেছে। তাহাদিগের চিকিৎসাও হইতেছে না। যাহারা কিছু জানে, এরূপ লোক লইয়া যে তাহারা চিকিৎসা করায়, তাহাদিগের এরূপ সমাবেশ নাই। তবে যে সকল ব্যক্তি তাহাদিগের চিকিৎসা কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের হইতে মৃত্যুরই আনুকূল্য হইয়া থাকে।

ঐ সকল লোক ঐ রূপেই কি বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইবে? প্রতীকারের কি কোন উপায় নাই? যদি কেহ এস্থলে এরূপ প্রশ্ন করেন, তাহার সদুত্তর লাভের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। গ্রামের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গতিমান, তাঁহারা চাঁদা দ্বারা উত্তম চিকিৎসক ও উত্তম ঔষধ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগের চিকিৎসা কার্য্য সম্পাদন করিবেন, সে আশা নাই। প্রথমতঃ পল্লীগ্রামে এরূপ সঙ্গতিমান লোক বিরল। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা এরূপ কার্য্যে অভ্যস্ত নহেন। যদি কাহার সুমতি হয়, অপর ব্যক্তি অমত করিবেন, সুতরাং উদ্যোগকারির চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে। তবে বলিবে, আমরা গবর্ণমেণ্টকে উত্তেজনা করি না কেন? তাহাতেও অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা অল্প। আমাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া গবর্ণমেণ্টের উদ্যোগ করিতে করিতে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। বারাসত প্রভৃতির মারীভয় ও দুর্ভিক্ষে ইহার বিলক্ষণ পরীক্ষা হইয়াছে।

—:o:—

স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়।

মিস কার্পেণ্টরের কৃত স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব লইয়া কৃত
বিদ্য দলে তুমুল আন্দোলন উপস্থি
হইয়াছে। কেহ কহিতেছেন, আজিও
এদেশে স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
সময় হয় নাই। কেহ কহিতেছেন, শিক্ষ
য়িত্রী হইবার উদ্দেশে তথায় ভদ্র লো
কের স্ত্রীকন্যাদি অধ্যয়ন করিতে যা
বেন না। কেহ কহিতেছেন, এদেশী
খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী স্ত্রী অথবা অন্যজাতী
স্ত্রী নর্ম্মালবিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইলে
এদেশের ভদ্রলোকেরা তাঁহাদিগে
নিকটে বালিকাদিগকে শিক্ষার্থ পাঠা
ইয়া দিবেন না। আমরা এতৎসংক্রা
একখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তা
স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। পত্রপ্রের
বলেন, এখনও সময় হয় নাই, এবং ভ
কুলাঙ্গনারা তথায় অধ্যয়ন করিতে যা
বেন না। সময় হয় নাই, এ আপা
অকিঞ্চিৎকর। কোন বিষয়ের নূতন অ
ষ্ঠান হইলে সচরাচর এই প্রকার আপা
হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে যখন রেলও
প্রথম সৃষ্টি হয়, তৎকালে পার্লিয়ামে
এই বিষয় লইয়া তুমুল বাদবিতণ্ডা হই
ছিল। অনেকে এটি অসাধ্য বলিয়া
স্থান্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধ্য বি
চনা করেন, তাঁহারাও নানাপ্রকার
শঙ্কা করিয়াছিলেন। শেষে সেই রে
ওয়ে হইল, ক্রমে ক্রমে উহা সর্ব্ব
ব্যাপী হইয়া উঠিল, এখন কে না ত
উপকারভোগী হইয়াছেন? অগ্রে স্ত্রী
র্ম্মাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পরী
করিয়া দেখ, সময় হইয়াছে কি না,
হার পর বুঝা যাইবে। আমরা য
দেখিতেছি, ভদ্রকুলাঙ্গনারা ব্রাহ্মধর্ম
লম্বিনী হইয়া সাহেব ও বিবিদি
সহিত একত্র পানভোজনাদি করিতে
তখন যে তাঁহারা স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যা
অধ্যয়ন করিতে যাইবেন না, কির
এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নয়? ই

দিগের সহিত পান ভোজনাদির
কি ইহা হিন্দু শাস্ত্রের নিষিদ্ধ ? বিধ
বাহের ন্যায় এটী কি দুষ্কর কার্য্য ?
াদিগের যেরূপ অন্তঃপুরপ্রণালী
ছে, সেই প্রকার কিঞ্চিৎ নভূত
য়া স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ
লেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।

যত দিন স্ত্রীশিক্ষকের নিকটে স্ত্রীলো
র শিক্ষা প্রথা প্রবর্ত্তিত না হইবে,
ত দিন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ফলোপধা
ী হইবে না। এখনকার বালিকা বিদ্যা
গুলি কি ছেলে খেলা নয় ? তথায়
ভালরূপে লেখাপড়া হইতেছে ?
ল লেখা পড়া হইবার সম্ভাবনাই বা
? বালিকাদিগের ৯ । ১০ বৎসরে
াহ হয়, বিবাহের পর প্রায় কেহ
ালয়ে যায় না। এই সময়ের মধ্যে কত
ক্ষা হইতে পারে ? কিন্তু স্ত্রীনর্ম্মাল
ানয় হইয়া যদি স্ত্রীশিক্ষক পাওয়া
, বালিকারা বিবাহের পরও অনেক
পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে যাইতে পারে,
হাতে আপত্তি হইবার সম্ভাবনা
কে না।

এদেশের ভদ্রলোকেরা ব্রাহ্মিকা
বা এদেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনীদিগের
কটে কন্যাগণকে শিক্ষার্থ পাঠাইবেন
, এ আপত্তিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।
ক্ষক যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন, তাহাতে
তি কি ? শিক্ষক অধ্যাপনাকালে ধর্ম্মো
দেশ দিবেন না, এই মাত্র নিষেধ
াকিলেই হইল। এক্ষণে কি ইউরোপীয়
নীরা ভদ্রলোকদিগের অন্তঃপুরে গিয়া
ক্ষাদান করিতেছেন না ? যে বিদ্যালয়ে
উরোপীয় শিক্ষক থাকেন, এদেশীয়েরা
সেই স্থানেই অধ্যয়নার্থ ব্যগ্র হন
? বালিকারা স্ত্রীশিক্ষককে ভয় ও
ক্তি করে না বলিয়া পত্রপ্রেরক যে
াপত্তি করিয়াছেন, তাহাও আমরা
ঙ্গিসঙ্গত জ্ঞান করিতেছি না। এখন ভাল স্ত্রীশিক্ষক নাই, শিক্ষাদানপ্রণালীও ভাল নয়, তাহাতেই পত্রপ্রেরক স্ত্রীশিক্ষকের প্রতি বালিকাদিগের ভয় ও ভক্তি দেখিতে পান না, কিন্তু যখন ভাল স্ত্রীশিক্ষক পাওয়া যাইবে এবং শিক্ষাদান প্রণালীর দোষ সংশোধন হইবে, তখন পত্রপ্রেরক দেখিতে পাইবেন যে বালিকারা স্ত্রীশিক্ষককে ভয় ও ভক্তি করিতেছে।

—:•:—

মেইন সাহেবের কণ্ট্রাক্ট আইন।

কোন কার্য্য করিবার জন্য চুক্তি করিয়া যদি কেহ সেই চুক্তি ভঙ্গ করে, তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সেই কর্ম্ম করাইবার চেষ্টা ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের একটি রোগ হইয়াছে। ষ্টেট সেক্রেটারি বীডন সাহেবের কণ্ট্রাক্ট বিল রিচি সাহেবের কণ্ট্রাক্ট বিল পর পর অগ্রাহ্য করেন, এবং ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলের সভ্যগণ, ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণ ও মহাসভা এক বাক্যে কণ্ট্রাক্ট আইনের প্রতিবাদ করেন তথাপি এখানকার গবর্ণমেণ্ট তাহা ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিতেছেন না, যত নিবারিত হইতেছেন, ততই তাহার লাভার্থ তাঁহাদিগের ব্যগ্রতা বৃদ্ধি হইতেছে। সৎকার্য্য বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষের এপ্রকার অধ্যবসায় প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু যখন দেশের লোকে একবাক্যে প্রস্তাবিত আইনটাকে ঘৃণাকর, অত্যাচারের মূল ও রূপান্তর ক্রীতদাসত্ব স্থাপন বলিয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, তখন দেশাধিকারী হইয়া বারম্বার প্রজার স্বাধীনতা হরণার্থ স্বয়ং শৃঙ্খল প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা কি লজ্জা ও অগৌরবের বিষয় নয় ? ভারতবর্ষীয়েরা যেন "অসভ্যতা নিবন্ধন" গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তা (!) বুঝিতে না পারেন, লার্ড হালিফাক্স ত অসভ্য নহেন, ভারতবর্ষীয় কৌন্সিলেও কাফ্রি সভ্য নাই, ইংলণ্ডীয় মহাসভা ও সর্ব্বসাধারণও অজ্ঞ নহেন, তবে তাঁহারা ইহার প্রতিবাদী কেন ? যে সকল কারণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার বিরাগভাজন হইতেছেন, কণ্ট্রাক্ট বিল বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা তাহার মধ্যে প্রধান। কাহার জন্য এই আইন আবশ্যক ? ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোকের মধ্যে এক জনও ইহার পোষকতা করেন না। কাফিকরেরা ইহা চাহেন না, চা-করেরা যে বিশেষ আইন পাইয়াছিলেন, তাহা রহিত করিবার চেষ্টায় আছেন। ইউরোপীয় বণিকগণকে এপর্য্যন্ত ইহার আবশ্যকতা বোধ করিতে হয় নাই। তবে যাঁহারা বলেন "ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণে একবাক্যে কণ্ট্রাক্ট আইন চাহিতেছেন" তাঁহাদিগের বিষম ভ্রম। সে সর্ব্বসাধারণ কে ? "ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ" ইহার অর্থ কি ? নীলকরেরাই কি কেবল ইহার প্রতিপাদ্য ? তাঁহারা ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণ শব্দের প্রতিপাদ্য আর নাই ? আমরা ত দেখিতেছি, নিম্ন বঙ্গের নীলকরেরা কেবল এই আইন চাহিতেছেন !!

সর হেনরি হারিংটন এদেশের এক জন পরম বন্ধু। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দ্বারা নূতন দেওয়ানী আইন সংশোধন বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য মধ্যে কয়েকটী কণ্ট্রাক্ট ধারা বসাইয়া লন। কিন্তু বস্তুতঃ মেইন সাহেবই ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। সত্য বটে মেইন সাহেব প্রথম এদেশে আসিয়া কণ্ট্রাক্ট আইনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবহারাজীবগণ বিষয় বিশেষে অথবা বিশেষ কার্য্যপ্রণালীতে লিপ্ত ও বদ্ধ থাকিতে পারেন না। মেইন সাহেবের বিদ্যা, ও বক্তৃতাশক্তির প্রশংসা সকলেরই করিতে হইবে, কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ রাজনীতিজ্ঞ নহেন। শ্রেণী বিশেষের প্রতিপোষকতা করা তাঁহার একটী প্রধান দোষ। এই কারণে

দেশের সর্ব্বসাধারণে তাঁহার বিশস্ত-
তার উপরে নির্ভর করেন না। ইংলণ্ডে
য সকল ব্যক্তি কণ্ট্রাক্ট আইনের বিরুদ্ধে
আবেদন করেন, সর জন লরেন্স তাঁহা
দিগের মধ্যে এক জন ছিলেন। কিন্তু
ইংলণ্ডের সীমার বাহিরে আসিলে
ইংরাজদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইয়া
যায়। অতএব ভারতবর্ষে আসিয়া যে
তাঁহার মতের বিপ্লব ঘটিবে, তাহা বিস্ম-
য়ের বিষয় নহে। যাহা হউক, আমরা
আহ্লাদিত হইলাম, ইংলণ্ডের চিন্তাশীল
বিবেচক লোকেরা ইহাতে আপত্তি করি
য়াছেন। ভারতবর্ষের আইনকমিসন অ
ন্যত্র গবর্ণমেণ্টের মন্দ অভিসন্ধি বুঝিতে
পারিয়া কণ্ট্রাক্ট সংক্রান্ত ধারাগুলি
পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন।
তাঁহারা বলেন, “এই ধারাগুলির প্রয়ো
জন নাই, ইহার দ্বারা কাহারও উপকার
দর্শিবে না, প্রত্যুত বিধিবদ্ধ হইলে কেবল
অত্যাচার হইবে।” কমিসন বঙ্গদেশের
নীলকরদিগকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শন
করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষিধানে
বলিতে পারেন নাই বটে যে নীলকরদি-
গের নিমিত্তই এই ধারাগুলি দেওয়ানী
আইন মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে কিন্তু
প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে। অতএব
এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণে নিশ্চয় জানি
বেন ইংলণ্ডে ঐ ধারাগুলি পরিত্যক্ত
হইবে। এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, ইহার
পরও কি মেইন সাহেব বিল অর্পণ করি
বার সময়ে ঐ ধারাগুলি রাখিবেন?
উহা কি বিধিবদ্ধ হইবে? ভারতবর্ষীয়
গবর্ণমেণ্ট কি শেষে সম্মতি প্রদান করিয়া
উহা প্রচলিত করিবেন? যদি এ দুশ্চেষ্টা
হয়, আমরা এতদ্দেশীয় ব্যবস্থাপকদি-
গকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন
স্পষ্টাক্ষিধানে কণ্ট্রাক্ট ধারাগুলির প্রতি
বাদ করেন।

সর উইলিয়ম মানসফিল্ড ও
কাপ্তেন জর্ব্বিস।

আমরা কয়েকবার কাপ্তেন জর্ব্বিস ও সর উইলিয়ম মানস ফিলডের বিবাদ উপলক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছি। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম এক্ষণেও বলিতেছি প্রধান সেনাপতি এডিকঙদিগের উপরে নিজের কার্য্যভার সমর্পণ করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। সামরিক বিচারালয় কাপ্তেনকে দোষী বলিয়া তৎপরে তাঁহাকে ক্ষমা করিবার যে অনুরোধ করেন, প্রধান সেনাপতি যদি তাহা রক্ষা করিতেন, তাঁহার সমধিক ঔদার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ কার্য্যটী ন্যায়পরতার অনুমোদিত কি না বিবেচনা করা আবশ্যক। তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা যদি সেনাদলে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে, তাঁহার ক্ষমা প্রদর্শন কোনক্রমে ন্যায়ানুগত হইতে পারে না। এ বিষয়ে মৌনাবলম্বন করা আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ভারতবর্ষস্থিত ইংরাজী সংবাদপত্র ও ইহাঁদিগের দ্বারা মোহিত ইংলণ্ডের লোকেরা প্রধান সেনাপতিকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা যে প্রকার কোলাহল আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাপতি সর উইলিয়ম মানসফিলডকে পদচ্যুত করেন, এইটিই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। এক জন যথার্থ উপযুক্ত ও ভদ্রলোককে অকারণ নষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে, অতএব ইহার প্রতিবাদ করা আমাদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সন্দেহ নাই।

কাপ্তেন জর্ব্বিস বোম্বাই অবধি সর উইলিয়ম মানসফিলডের সংসারিক কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। সর উইলিয়ম মানসফিলড ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি হইলে জর্ব্বিস তাঁহার এডিকঙ হন, এবং এই কাজ করেন। প্রধান

আনাইল কাপ্তেন প্রধান সেনাপ
খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া স্বয়ং উপভোগ
উপভোগ করিতেছেন। ইহার অনুস
নার্থ এক সভা হয়, এবং তথায় ক
প্তেন জর্ব্বিসকে খাতাপত্র লইয়া
দিতে বলা হইয়াছিল। তিনি
আজ্ঞা অগ্রাহ্য এবং প্রধান সেনাপ
তাঁহার উপর অত্যাচার করিতেছেন
ভাব প্রকাশ করেন। জর্ব্বিস অ
অথবা দোষী প্রধান সেনাপতি প্র
এরূপ কোন কথা বলেন নাই, সে
প্রযুক্ত তিনি হিসাব পরীক্ষা করি
চাহিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কোন্ ব্য
তাঁহাকে দোষী করিবেন? যাঁহার হ
অর্থ ব্যয়ের ভার থাকে, তাঁহার হি
দর্শন করা আর তাঁহাকে অসৎ বলা
সমান? যদি এডিকঙ সহজে হি
দিতেন, তাহা হইলে কোন কথাই
না। এ বিষয়ে এত গোলযোগ না হ
অমনি অমনি তাঁহার দোষ ক্ষালন হই
কিন্তু তিনি কি ব্যবহার করিলেন? ‍ত
কয়েক সহস্র টাকার দাবি দিয়া প্র
সেনাপতির নিকটে পাওনা ব
নালীশ করিলেন!! দ্বিতীয়, প্র
নালীশ হইল। একে অবাধ্যতা, ত
উপর আবার নালীশের উপর না
হইল। প্রধান সেনাপতি সামরিক অ
অনুসারে জর্ব্বিসের নিকট হইতে
বার চাহিয়া তাঁহাকে রহিত করি
আজ্ঞা দিলেন। এরূপ অবস্থায় এ অ
অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে
না। পক্ষান্তরে কাপ্তেন জর্ব্বিস এ অ
গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি হিসা
বহি দেখাইতে অসম্মত হইলেন। এ
অবস্থায় প্রধান সেনাপতি কি ক
পারেন? তাঁহাকে অগত্যা কাপ্তে
নামে খাদ্যদ্রব্যাদি তছরূপ করা
অবাধ্যতার অপরাধ দিয়া সামরিক

চারালস যেরূপ স্বাধীনতা ও অপক্ষ-
তিতা সহকারে বিচার করিয়াছেন,
হাতে প্রশংসা করিতে হয় সন্দেহ
ই। তাঁহারা কাপ্তেনকে তহরূপের
পরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু
তীয় চতুর্থ ও পঞ্চম অপরাধে—অবা-
তার অপরাধে—তাঁহাকে পদচ্যুত করি
র আজ্ঞা দেন। সামরিক বিচা
লয় ক্ষমার অনুরোধ করিয়াছিলেন,
ন্তু জুরি ও সামরিক বিচারালয়
মার অনুরোধের সময়ে যে প্রবাব
হে র কারণ প্রদর্শন করেন, এস্থলে কি
রূপ কারণ প্রদর্শন করা হইয়াছিল?
র, কাপ্তেন জর্ব্বিসও কি সেই ক্ষমার
ত্র হইবার যোগ্য কাজ করিয়াছেন?
ধানের প্রতি বাধ্যতা সৈনিক সংক্রান্ত
শৃঙ্খলতার প্রধান কারণ, কিন্তু কাপ্তেন
র্ব্বিস বারম্বার ইহার বিপরীত কার্য্য
রিয়াছেন। এক জন সামান্য সৈনিক
রূপ করিলে কেবল তাঁহার পদ
তি না, তাঁহার মিথ্যারও হইত। সর
লিয়ম মানসফিলড যথার্থই বলি
ছেন "যদি এই অনুরোধ রক্ষা
া যায় তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রতি
রিকে সৈনিকগণ বলাবলি করিবে
নিকদিগের পক্ষে একরূপ ও আফি
দিগের পক্ষে অন্যরূপ আইন।"
ই বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে,
ধান সেনাপতির ন্যায়পরতা প্রবল।
ন তাঁহার ঔদার্য্য অপেক্ষা ন্যায়পরতা
বল হয়, তাহাতে কি তিনি পদচ্যুত
ইবার যোগ্য হইবেন? আইন, ধর্ম্মনীতি
যুক্তি সর উইলিয়ম মানসফিলডের
পক্ষতা করিতেছে। তথাপি তাঁহাকে
লি দেওয়া হইতেছে কেন? ভারতব
স্থিত ইংরাজী সংবাদ পত্র সম্পাদ
রা প্রায় দলাদলি প্রিয়। কাপ্তেন হার
য়ার্ড আইনের তর্কে রক্ষা পান, কিন্তু
কের এই প্রকার সংস্কার, আমরার

অস্ত্রাগার হইতে বন্দুক সকল তাঁহার অজ্ঞাতসারে বাহির হইবার অসম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি যে অনবধানতা প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। অতএব গবর্ণমেণ্ট ঐ কর্ম্মচারির হস্ত হইতে সেনা থানার ভার লইয়া অন্য হস্তে দিয়া কি অন্যায় করিয়াছেন? তথাপি এতদ্দেশীয় ইংরাজী পত্র সম্পাদকেরা কাপ্তেন হার ওয়ার্ডকে "গবর্ণমেণ্টের বৈরনির্য্যাতনের পাত্র" বলিয়া দুর্নাম করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সত্য কথা এই—এখানে ইউরোপীয়দিগের দণ্ড হয়, এখানকার ইউরোপীয় সমাজের সেটি অভিপ্রেত নহে। ইঁহারা সহস্র দোষ করুন, তথাপি পাছে ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ মনে করেন যে পাপকর্ম্ম করিলে ইউরোপীয়দিগের সহিত তাঁহাদিগের উচ্চ নীচতা থাকে না, এই ভয়ে তাঁহারা সকল দোষ গোপন করিয়া রাখিবার চেষ্টা পান। কাপ্তেন জর্ব্বিসের সপক্ষতার গোপনীয় কারণই এই, আমাদিগের এইরূপ অনুমান হয়।

উপসংহারকালে আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, এক ভ্রমাত্মক সংস্কারের বশীভূত হইয়া সর উইলিয়ম মানসফিলডকে নষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে। ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষ যদি এই চীৎকার শ্রবণ করেন, অতিশয় অবিবেচনার কাজ হইবে।

—:০:—

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, নিম্নলিখিত নূতন পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

১। ক্যাপ্তিন বর্ণিয়রের মোগল রাজ্যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত। দুই খণ্ড। আর্ব্বিঙ ব্রোক ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, আর সি লিপেজ কোম্পানি ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। এগ্রন্থ দ্বারা হিন্দুস্থানের বহুবিষয়ের বিশেষতঃ মোগল রাজ্যের অনেক প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিতে পারা যায়। অবেঙজেব প্রভৃতি চারি ভ্রাতার যে গৃহবিবাদ হয়, তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণিয়র ১২ বৎসরকাল হিন্দুস্থানে ছিলেন, ইহার মধ্যে ৮ বৎসর আরঙজেবের ডাক্তারের কার্য্য করিয়াছিলেন। আরঙজেব যখন কাশ্মীরে যান, তখন তিনি সেই সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার বর্ণিত বৃত্তান্ত যে সমধিক প্রামাণিক একথা বলা বাহুল্য। গ্রন্থখানি উত্তম অক্ষর ও উত্তম কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে, বাঁধাইও উত্তম হইয়াছে।

২। তত্ত্ববিদ্যা। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাতে নিম্নলিখিত কয়টী বিষয় আছে। প্রথম, উপক্রমণিকা; দ্বিতীয়, মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণের প্রণালী; তৃতীয়, ইন্দ্রিয় বোধ, বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা; চতুর্থ, ইন্দ্রিয়ঘটিত মূল তত্ত্ব, পঞ্চম, বুদ্ধিঘটিত মূলতত্ত্ব, ষষ্ঠ প্রজ্ঞাঘটিত মূলতত্ত্ব; সপ্তম, উপসংহার; অষ্টম, পরিশিষ্ট। উপরিলিখিত বিষয়গুলির সুন্দররূপ আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থে যে যে বিষয়ের আন্দোলন করা হয়, তাহার সহিত এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্রের যে যে অংশে ঐক্য আছে পরিশিষ্টে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলতঃ গ্রন্থখানি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে। তাঁহারা যদি এই গ্রন্থখানি অভিনিবেশ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, স্বাধীনভাবে ঈশ্বরবিষয়ক তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন।

তখন তোমার বিশ্বাস অপরিবর্ত্তনীয় ও বিশ্বা, ত্মার সহিত সম্বন্ধসম্ভূত হইবে।

জ্ঞান যে কি পদার্থ তাহা প্রকাশ করা কঠিন যে হেতু উহা কেবল ঐ জ্ঞান দ্বারাই বোধগম্য হয়, তাহাতে যুক্তি কোন কার্য্যে আইসে না। ফলতঃ জ্ঞান সহজ জ্ঞান, ও নির্ম্মল-যুক্তি, এই কয়টী শব্দের একই অর্থ, উহারা এক অবিশ্লিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন উপাধি মাত্র। জ্ঞান মনের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম যে হেতু উহা ঐশ্বরিক ধর্ম্মের সন্নিহিত হয়। উহা মনুষ্যের একমাত্র যথার্থ ত্রাণকর্ত্তা। উহা দ্বারা মনুষ্য পশুভাব, অসভ্যতা ও স্বার্থপরতা হইতে উত্তীর্ণ হয়, এবং স্বীয় আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত করে।

পিথাগোরস সক্রেটিস প্লেটো, জৈশু প্রভৃতি প্রাচীনকালীন মহাত্মারা উক্ত সহজ জ্ঞান হইতে যে সকল বাক্য কহিয়া গিয়াছেন তাহা জীবন্ত সত্য ও চিরকাল মানবজাতির আদরণীয় ও বিশ্বাস যোগ্য থাকিবে। কিন্তু তাঁহারা যুক্তি বিভাগ হইতে ইতিহাস প্রভৃতি ব্যবহার শাস্ত্র ঘটিত যে সকল বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে ভ্রম থাকায় এক্ষণকার সুশিক্ষিত লোক দ্বারা তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

স্ত্রীজাতির এই একটী মহৎ গুণ আছে যে তাহারা বিদ্যুতের ন্যায় ঝটিতি বিষয়ের সত্যাসত্য উপলব্ধি করিতে পারে অর্থাৎ কোন বিষয় দৃষ্টিমাত্র তাহার যথার্থ সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থা হয়। উহা সহজ জ্ঞান বা বিশুদ্ধ যুক্তির কার্য্য। কোন স্ত্রীকে ঐরূপ সিদ্ধান্তের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহা কদাচ বলিতে পারেন না। ইহাতে আত্মার দুর্ব্বলতা বুঝায় না, ফলতঃ যুক্তির অল্পতা মাত্র প্রকাশ পায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রবিৎপণ্ডিত যুক্তি সহকারে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ পদনিক্ষেপ পূর্ব্বক সিদ্ধান্তের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাঁহার অগ্রে এককালে সেই সোপানের মস্তকে উপনীত হন। ইহার হেতু এই যে স্ত্রীলোকে স্বীয় সহজ জ্ঞান ও প্রাথমিক সংস্কারকে বিশ্বাস করেন তাহাতে তিনি প্রায় ভ্রমে পতিত হন না। কিন্তু যদি কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করেন তাহা হইলে পুরুষের ন্যায় তাঁহারও ভ্রম জন্মিতে পারে। তর্ক বা বিচারের বর্ত্ম অতি প্রশস্ত, সুতরাং তাহাতে গমন করিলে বিশুদ্ধ যুক্তিকে এক পার্শ্বে ফেলিয়া যাইবারও সম্ভব, সুতরাং যথার্থ জ্ঞানরাজ্যে উপস্থিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

—••—

বিবিধ সংবাদ।

২৬ এ অগ্রহায়ণ সোমবার।

হিন্দুহিতৈষিণী বলেন "আমরা যে গত সপ্তাহে অত্রস্থ জেলখানার ২ জন দৌরাত্ম্যকারির বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম সুক্ষ্মদর্শী মাজিষ্ট্রেট বেভেরিজ সাহেবের সুবিচারে এক অভিযোগে ঐ দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের কায়িক পরিশ্রমসহ ৭ মাস করিয়া ও দ্বিতীয় অভিযোগে ১০ টাকা জরিমানা, না দিলে একমাস কারাবাসের অনুমতি হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও লেজকাটা সাপ বাঁধার ন্যায় বোধ হইতেছে। আমাদের বিবেচনায় কারাস্থ কর্ম্মচারিদিগের জল বায়ু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।"

প্রধানতম বিচারালয় আজ্ঞা দিয়াছেন, ছোট আদালতের যে সকল মকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও ডিক্রীজারি হইয়াছে অথবা শেষ ডিক্রী জারি অবধি তিন বৎসর গত হইয়াছে, সেই সেই সকলের নথি প্রতি বৎসর নষ্ট করা হইবে। আদালতের সমনের পুস্তক ও রেজিষ্টর থাকিলে যথেষ্ট হইবে।

প্রধানতম বিচারালয়ের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট মুন্সেফদিগকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদিগের ন্যায় এক এক জন পাখাটানা দিয়াছেন। কপাল জোর।

বালেশ্বরের কালেক্টর টেলিগ্রাম করিয়াছেন নূতন চাউল টাকায় ৮০ সের, পুরাতন ||৯ সের। বালেশ্বরে কিঞ্চিৎ সস্তা, বাসদেবপুরে কিঞ্চিৎ দুর্ম্মূল্য। কৃষকেরা ধান কাটিয়া গাদা দিয়া রাখিয়াছে, ধান ঝাড়িতেছে না, সুতরাং বাজারে বিক্রয়ার্থ অল্পই চাউল আসিতেছে।

১৭ ই নবেম্বরে যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে বালেশ্বরে কর্ম্মক্ষম ৩১,৪৬১ জন ও অক্ষম ১,১৮,৪৭৫ জনকে সাহায্য করিবার জন্য ১৩৬১ মণ চাউল ও নগদ ২৭০০ টাকা বিতরিত হইয়াছে। এই সপ্তাহে অনাহার নিবন্ধন ১৫৪ জন লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ১৪০ জন কম দেখা যাইতেছে।

শনিবার বৈকালে গবর্ণর জেনরল নিজ সহচরগণ ও কয়েক জন ইউরোপীয় ভদ্র ও স্ত্রীলোকের সহিত আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ সেনাণ্ডোয়া দর্শনার্থ গিয়াছিলেন। সর জন লরেন্স যথোচিত সম্মান সহকারে গৃহীত হন, এবং জাহাজের গঠন, নাবিকদিগের সুশিক্ষা, কামান, প্রভৃতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সর জন লরেন্স শীঘ্র আফিসরদিগকে বারাকপুরে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিবেন।

এক্ষণে যেখানে যেখানে আসেসর ...
বিচার হয় গবর্ণমেণ্ট সেই সেই স্থানে জুরি ...
বিচার করিবার আজ্ঞা দিবার মানস করিয়াছে...
জুরির প্রথা ক্রমশঃ ফলবতী ও বলবতী হইতেছে...
প্রথাটী উৎকৃষ্ট, সন্দেহ নাই, কিন্তু সকল স...
উপযুক্ত লোক মনোনীত করা হয় না ব...
ক্ষোভের হয়।

আলেকজণ্ডার ওয়াডেন নামে এক ...
ইউরোপীয় "চিকিৎসক" চিৎপুরের এক ...
অশ্ব বিক্রেতার নিকটে ২০০ টাকা মূল্যে ...
অশ্ব লইয়া টাকা লইবার জন্য এক জন লো...
তাহার সঙ্গে দিতে বলে। লালবাজারে আসি...
সে ২৫ টাকা মূল্যে তিন লয়। এখান হইতে...
এক জন লোক সঙ্গে লইল। লোকেরা গাড়ী...
যাইতে লাগিল, ওয়াডেন অশ্বারোহণ করি...
কিন্তু সে গাড়োয়ানের ভাড়া এবং অশ্ব ও ...
নের মূল্য না দিয়া পলায়ন করে। পশ্চাৎ শ্রী...
রামপুরে ধৃত হয়। সেসিয়নে তাহার ক...
পরিশ্রমের সহিত দুই বৎসর মিয়াদ হইয়াছে...
এটী ডাক্তারের উপরি লাভ হইল।

সিমলিয়র বলেন, সম্প্রতি অযোধ্যার অ...
গণ্ডা জেলার পতিত ভূমির প্রতি একার [...
১০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে। এদেশীয় ক্রে...
অধিক। যখন নীলামে ভূমি বিক্রীত হইতে...
তখন ইউরোপীয় মূলধনের অধিকারিদিগ...
দেখা যায় না কেন?

কানপুরের কণ্ট্রাক্টর পামার কোম্পানি ...
লিয়া হইয়াছেন। ইঁহাদিগকে লইয়া আয়তন...
রেলওয়েতে এত গোলযোগ হইয়াছিল।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন গত বৎসর...
সকল আফিসর ও অন্য অন্য কর্ম্মচারী ক...
তলার রাজার বাটীতে অতিথি হইয়া সমা...
অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতা ...
শনার্থ রাজাকে এক রৌপ্যপাত্র উপঢৌ...
দিয়াছেন। এদেশীয় রাজাদিগের প্রতি ইউ...
পীয় কর্ম্মচারিগণের এইরূপ ভাব হয়, ...
বিশেষ সুখের বিষয়।

দিল্লী গেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদা...
বলেন, খুও ও কর্ম্মাতের যে সকল সর্দ্দার সি...
আলী খাঁর সহায়তা করাতে আজিম খাঁ পে...
য়ারে পলায়ন করিতে বাধিত হন, সেই জন্য ...
সর্দ্দারকে ধৃত করিয়া আজিম খাঁ তাঁহাদি...
নিরুদ্দেশ করিয়াছেন। বিখ্যাত আকবর ...
পুত্র জেলালুদ্দিন খাঁ আফজুল ও আজিম ...
নিষ্ঠুরতায় বিরক্ত হইয়া আপনার জায়গী...
গমন করিয়াছেন। শাহার প্রতি সন্দিহান হ...
আফজুল খাঁ তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনি...
আজ্ঞা দিয়াছেন। আজিম খাঁ শীঘ্র বালাখ...
গমন করিবেন। আজিম খাঁ ... তাল...

বিভাগ, দ্বিতীয় বুদ্ধি বিভাগ তৃতীয় জ্ঞান
ভাগ।

জ্ঞান ও বুদ্ধি উভয়ই প্রীতি বিভাগ হইতে
পন্ন হইয়াছে। প্রীতিই মনুষ্যের শারীরিক
মানসিক সমুদায় প্রকৃতির মূল স্বরূপ।

মানসিক বৃত্তি সকলের মধ্যে প্রীতিবৃত্তিই
ত্যন্ত বলবতী। উহা মনের উত্তেজনা, হৃদয়ের
ন্দন, ও জীবন সম্বন্ধীয় সমস্ত ক্রিয়ার বল
পাদন করে। হস্ত পদাদির কোমলত্ব, বক্ষঃস্থ-
র বিশালতা, দন্ত পংক্তির সৌন্দর্য্য, বদনের
জ্জ্বলতা, ও মস্তিষ্কের স্থমিল ও উৎকৃষ্টতা
ত্যাদি সমুদায় শারীরিক সৌষ্ঠব প্রীতিবৃত্তির
র্য্য।

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রীতিবিভাগের মধ্যে
ক্ষা অর্জ্জনস্পৃহা, জিঘাংসা প্রতিবিধিৎসা
ঙ্গলিপ্সা, বিবৎসা আসঙ্গলিপ্সা, অপত্যস্নেহ
কাম প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অবস্থিতি
র্দ্দেশ করিয়াছেন। যদিও অর্জ্জনস্পৃহা, প্রতি
ধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তি প্রীতিবিভাগের অন্ত
থাকা অযুক্ত বোধ হইতে পারে, কিন্তু তে-
এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে উক্ত তিন
আত্মরক্ষা ও জীবিকা নির্ব্বাহের স্বাভাবিক
য়। ইহার প্রমাণ এই, যে বিড়াল আপনার
ীয় শাবকের প্রতি অনুরাগ বশতঃ প্রতিবি-
ৎসা বৃত্তি অনুসারে ভক্ষ্যজীবের পশ্চাৎ ধাব
হইয়া জিঘাংসা ও অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তির উত্তে-
ক্রমে আহার সংগ্রহ করে, তাহা না করিলে
র আপনার ও শাবকের প্রতি প্রীতি প্রকাশ
হইয়া বরং নির্দ্দয়তাচরণ করা অবশ্য জ্ঞান
তে হইবে। এই বিভাগ সম্বন্ধে মনুষ্যের
ইতর জন্তুর কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু যখন
নের সার ও বীজস্বরূপ উক্ত প্রীতিবৃত্তি
রূপ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক বুদ্ধি ও জ্ঞান
াগকে প্রস্ফুটিত করে তখনই মনুষ্য প্রকৃ
মহত্ত্ব, গৌরব ও দেবত্ব প্রকাশ পায়।

প্রীতি বিভাগ মস্তকের পশ্চাৎ ভাগকে অধি
করিয়া আছে, কিন্তু উহার সার অংশ মস্তি
মধ্যস্থলে থাকে, এবং তথা হইতে উহার
স্নায়ু সহকারে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়।
েন জীবন সেই খানেই প্রীতি বৃত্তি দেখা
সমুদায় বিশ্বমধ্যে জীবনের একটী মাত্র
রণ সেই পরমেশ্বর যাঁহা হইতে জীবন
অসংখ্য ধারে প্রবাহিত হইতেছে এবং
ক শরীর আপন আপন প্রয়োজন অনু
তাহা পান করিতেছে।

ুদ্ধিবিভাগ মস্তিষ্কের সম্মুখে অর্থাৎ ললাট
স্থিতি করে। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা উক্ত বিভাগের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি সকলের আলয় নিরূপণ করিয়াছেন। উক্ত বৃত্তি নিচয় দ্বারা বস্তুর আকার, বর্ণ, গুরুত্ব, কাল, ঘটনা ও উপমা প্রভৃতির জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

যে ব্যক্তির মস্তিষ্ক চক্ষুর উপবিভাগে কর্ণ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দীর্ঘ ও প্রশস্ত তিনি বুদ্ধিমান হন, তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতি শক্তি বিলক্ষণ থাকে কিন্তু তদ্বিষয়ক আলোচনা শক্তি তাদৃশ থাকে না। যদি একপ্রকার মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মনুষ্যের পশ্চাদ্ভাগ বৃহৎ ও নিম্নগামী হয়, তাহা হইলে সে বিবাদী, প্রতিশোধকারী, হন্তা, উদ্ধত ও গোপনশীল, অথচ মিত্রানুরাগী কামী, শিল্পপ্রিয়, গৃহাসক্ত ও নির্ম্মাণানুরক্ত হয়। মানবজাতির আদিপুরুষেরা এই প্রকার মস্তিষ্ক ও চরিত্র বিশিষ্ট ছিলেন।

মস্তিষ্কের সমুদায় ঊর্দ্ধভাগ জ্ঞানের অধিকার।

মনস্তত্ত্ব শাস্ত্রানুসারে এই বিভাগের মধ্যে উপচিকীর্ষা, আশ্চর্য্য, শোভানুভাবকতা, ভক্তি, আশা, ন্যায়পরতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল নিহিত আছে। মস্তিষ্কের এই প্রদেশ যথার্থরূপে "ধর্ম্মক্ষেত্র" বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। উক্ত বিভাগ হইতে দয়া বিশ্বাস, ভক্তি ও উপাসনা, অমরত্ব ও ন্যায় প্রভৃতির জ্ঞান, আধ্যাত্মিক বিষয়ানুসন্ধানের ইচ্ছা, মূল সত্য দর্শনের শক্তি ও আত্মবল ও সিদ্ধান্তের ক্ষমতা স্বভাবতঃ নিঃসৃত হয়। এই বিভাগ দ্বারা মনুষ্যকে পশু হইতে প্রভেদ করা যায়, যেহেতু কেবল মনুষ্যই উক্তরূপ উন্নত মস্তক দ্বারা বিভূষিত হইয়াছেন, অপর জীবের তাহা নাই। কিন্তু যে ব্যক্তির জ্ঞান বিভাগ অতিশয় উচ্চ হয়, এবং প্রীতি ও বুদ্ধি বিভাগের সীমার সহিত মিল না থাকে তাহার চরিত্র বিষম ও অব্যবস্থ হয়। তাহার অসাধারণ ক্ষমতা থাকে বটে কিন্তু বিবেচনা শক্তি থাকে না। এ প্রকার মস্তিষ্ক হইতে অনেক উৎকৃষ্ট বচন নির্গত হইতে পারে, ফলতঃ তাহার সহিত কাল্পনিক ও অসম্ভবের বিষয় মিশ্রিত থাকে।

এখন পর্য্যন্ত মানবগণ জ্ঞানের বিষয় অল্পই জানিয়াছেন। উহা বুদ্ধি হইতে অনেক ভিন্ন। জ্ঞান মূলসত্যের উৎস অর্থাৎ উহা হইতে মূল সত্য সকল মনে উদিত হয়, আর বুদ্ধি কার্য্যের ভাণ্ডার অর্থাৎ উহা দ্বারা প্রত্যক্ষ বিষয় সকল মনোমধ্যে সঞ্চিত হয়। প্রীতি সংজ্ঞা ও প্রবৃত্তির মূল কারণ। বুদ্ধি নাস্তিক, জ্ঞান একেশ্বরবাদী, ও প্রীতি পৌত্তলিক। বুদ্ধি স্বভাবতঃ সংশয়াপন্ন, জ্ঞান বিশ্বাসযুক্ত, প্রীতি উপাসক। বুদ্ধি পুরুষবৎ বীর্য্যবন্ত এবং সকল বিষয় অবগত হইবার জন্য সকলেতেই সন্দিহান হয়। উহা বিশ্বাসশূন্য হইয়া বিষয়ের অনুসন্ধান করতঃ তাহার প্রমাণ সঞ্চয় করে। বুদ্ধির সহজ জ্ঞান নাই, ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই, ও আত্মচিন্তাও নাই, এবং কার্য্যের কারণ ও ভূয়োদর্শন ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধি কেবল প্রমাণের উপর নির্ভর করে, এবং প্রমাণ পাইলেও বিশ্বাস করে না, কেবল অবগত হয় এইমাত্র, ইহাতে সকল বিশ্বাস এককালে বিনষ্ট হয়।

ইলিজেবেথ্ রাজ্ঞীর অধিকারকালে ইংলণ্ড দেশে যে সমস্ত গ্রন্থকারের উদয় হয় তাঁহারা সকলেই প্রায় ললাট ভাগ হইতে আপন আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বুদ্ধিমান ছিলেন বটে, কিন্তু যথার্থ জ্ঞানী নহেন। তাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করিতেন না। কেবল ভূয়োদর্শন ও প্রত্যক্ষের অনুগামী হইতেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থমধ্যে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির সমধিক উৎকর্ষের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহাতে জ্ঞানের কার্য্য অতি বিরল। রালেঘ, ড্রেক, কোক, হুকর, সেক্সপিয়র, স্পেনসর, সিড্নী, বেকন, প্রভৃতি এবিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থল। ফ্রান্স দেশীয় বলটেয়র ও তৎশ্রেণীভুক্ত। তিনি পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

উক্ত জ্ঞান বিশুদ্ধ যুক্তি স্বরূপ। বুদ্ধিবৃত্তি সকল বিষয় লইয়া কার্য্য করে, উহাদের পরিচালনার নাম তর্ক, এবং সেই তর্কের ফলকে সিদ্ধান্ত বলা যায়। কিন্তু তর্ক অপেক্ষা যুক্তি যদ্রূপ শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা জ্ঞানও সেইরূপ। প্রীতি চৈতন্য স্বরূপ, কিন্তু দর্শন শক্তি রহিত জ্ঞান সেই চৈতন্য পূর্ণতা এবং তাহা দর্শন শক্তি যুক্ত। জ্ঞানী ব্যক্তি কার্য্য ও ভূয়োদর্শনের অপেক্ষা করেন না। জ্ঞানকে একেশ্বরবাদী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে উহা দেবতা স্বরূপ মনুষ্যের অন্তরে থাকিয়া জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করে। উহা বিশ্বাসকারী বুদ্ধি কিন্তু সেই বিশ্বাস সহজ জ্ঞান দ্বারা উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহাতে বিশ্বাস জন্মে না। কিন্তু জ্ঞান মূল সত্যের উপর নির্ভর করাতে নির্ম্মল বিশ্বাস অর্থাৎ আত্মপ্রত্যয় জন্মে। যদি তোমার বিশ্বাস প্রমাণ সাপেক্ষ হইল, তবে তুমি ত বিশ্বাস কর না, কেবল অবগত হও। আর যদি তুমি সহজ জ্ঞান দ্বারা বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তুমি অন্তঃকরণে জানিতে পারিবে যে এই সুকৌশল সম্পন্ন জগতের এক জন ঈশ্বর আছেন, তিনি সত্যস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্য

৩। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-কৃত উপক্রমণিকার ইংরাজী অনুবাদ। প্রেসিডেন্সিকালেজের সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে কোন২ নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ ও কিছু কিছু পরিবর্ত্ত করা হইয়াছে। এখানি বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইবে।

৪। প্রকৃতিবাদ। এখানি বাঙ্গলা অভিধান। শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে প্রতি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও লিঙ্গাদি নির্ণয় করা হইয়াছে, কোন কোন স্থলে প্রমাণও সংগৃহীত হইয়াছে। শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাও সুসঙ্গত হইয়াছে। ফলতঃ এখানি এক খানি সংক্ষিপ্ত উৎকৃষ্ট অভিধান হইয়াছে, একথা অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার প্রামাণ্য বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, সংগ্রহকার উইলসন সাহেবের কৃত অভিধান রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম এবং রায়মুকুট ও ভরতমল্লিক প্রভৃতির কৃত অমরকোষের টীকা অবলম্বন করিয়া ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন।

৫। কাশীবিদ্যাসুধানিধি। এখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা। সংস্কৃতের অনুশীলনার্থই ইহার সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর কিছু দিন পরে ইহার প্রচার আরম্ভ করিলে ভাল হইত, এখন ইহার অধিক গ্রাহক হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। এ অঞ্চলে ওলাউঠারোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। প্রত্যহ ৫।৬ জন করিয়া ওলাউঠা রোগাক্রান্ত ও ২।৩ টী করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। কাটিয়া, মানিহাটী, পাইকপাড়া ও খড়িয়া প্রভৃতি স্থানে উহার সমধিক প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইতেছে।

২। আমরা সোমপ্রকাশে বেঙ্গল কোম্পানি কৃত আরোকের বিষয় অবগত হইয়া ওলাউঠা রোগের প্রতীকারার্থ তাহা আনয়ন করিয়াছিলাম। অনেক লোক তদ্দ্বারা আরোগ্যলাভ করিতেছে।

৩। অদ্য ৪।৫ দিন হইল, খড়িয়া গ্রামে কোন গৃহস্থের গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। নগদে ও জিনিষে প্রায় ১০০।১২৫ টাকা অপহৃত হইয়াছে।

৪। বিক্রমপুরে দুই দল দস্যু হইয়াছে। এক এক দলে এক এক ব্যক্তি প্রধান অর্থাৎ দলপতি আছে। ইহারা প্রায় সর্ব্বত্রই আপনাদিগের অবলম্বিত বৃত্তির বিস্তার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পদ্মার শাখানদী কীর্ত্তিনাশা ও মুন্সীগঞ্জের নিকটস্থ মেঘনানদীতে অনেক নৌকায় ডাকাইতী করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় ধরা পড়ে না, যদি পড়ে, দণ্ড প্রাপ্ত হয় না। তাহার কারণ এই ইহাদিগের নিজ গ্রামে যে সকল সম্ভ্রান্ত লোক আছেন, তাঁহারা তাহাদিগের ভয়ে এমনি ভীত যে বিপক্ষ হইলে পাছে তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব হরিয়া লয় এই আশঙ্কায় তাহাদিগের সপক্ষ হইয়া মুক্তির উপায় করিয়া দেন। এই দস্যুদল দ্বয়ঃ অন্যতর সেদিন কীর্ত্তিনাশা নদীর মধ্যে কাপড় বোঝাই মহাজনের এক নৌকা লুঠ করিয়াছে। ইহাতে তিন জন মাল্লা আহত হইয়াছে। এই ঘটনা রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় হয়। লুঠকারী দস্যুগুলির কেহই ধৃত হয় নাই। পুলিস মনোযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিতেছেন। উল্লিখিত দস্যুরা সময়ে সময়ে বরিশাল, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লাতে যাইয়া দুষ্কার্য্য সম্পাদন করে।

মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

এবার মেদিনীপুরের শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্গলার দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টর মেডলিকট সাহেব যে, মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাহা মহাশয় অবগত আছেন। আবার প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইল শ্রীযুক্ত কষ্টার সাহেব জ্বর বিকারে মুমূর্ষু হইয়া কলিকাতায় গমন করেন। সম্প্রতি শুনিলাম, তিনি না কি সেই অবস্থাতেই সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। জানি না যে, এত দিনে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে। প্রায় দুই সপ্তাহ হইল, পূর্ব্ববাঙ্গলার ইনস্পেক্টর মহাত্মা মার্টিন সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। ইনস্পেক্টরদিগের ত এইরূপ। আবার ডেপুটী ইনস্পেক্টর বাবু কালিদাস মৈত্র মহাশয় অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্টার সাহেবের অবস্থায় শ্রীরামপুরে গমন করিয়াছেন। এখান হইতে গমনের পর আমরা তাঁহার আর কোন সংবাদ পাই নাই। ইনস্পেক্টর আফিসের হেড-ক্লার্ক বাবু সর্ব্বসুখ চট্টোপাধ্যায় (।) তিন মাসের জন্য আফিসিএটিং ডেপুটি ইনস্পেক্টর হইয়াছেন।

২। অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় প্রায় ৬।৭ মাস হইল একপ্রকার মস্তক ঘূর্ণন রোগে আক্রান্ত হইয়া কিয়ৎকাল বাটীতে ও কিয়ৎকাল এখানে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এপর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে না পারাতে আবার ৩ মাসের অবসর লইয়া বাটী গমন করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যালয়টি আর পূর্ব্ববৎ চলিতেছে না। আমরা ঈশ্বরের নিকটে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, তিনি শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিয়া স্বপদে থাকিয়া মেদিনীপুরের বিদ্যোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতি করিতে থাকুন।

৩। গোপালচন্দ্র ঘোষ নামে এক জন খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী অত্রত্য জমীদারী ওখোয়াড় মুহুরি-গিরি কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সম্প্রতি তহবিল ঘাটি করিয়া অপমানের ভয়ে আফিম খাইয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করিয়াছেন। যাহা হউক, তহবিল ঘাটি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে দৃষ্ট হয়, এবং ইহা অবোধদিগের গবর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিবার একটী নূতন পথ বাহির হইতেছে দেখিতেছি।

৪। পশ্চাল্লিখিত বিষয় এই যে, একণে এখানে ২৫।২৬ সের চাউল টাকায় পাওয়া যাইতেছে, আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। জেলায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগকে আড়ডাব আড়ডায় বস্ত্র ও ৩।৭ দিনের খাদ্যোপযুক্ত তণ্ডুল ও কিছু কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করা হইতেছে।

প্রেততত্ত্ব। ২৬ সংখ্যা।

(গত ৫ সংখ্যার পর)

মানসিক প্রকৃতির পর্য্যালোচনা।

মনুষ্যের মনকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে তিনটি পৃথক অংশ উপলব্ধি হয়। প্রথম জীবনের উৎস দ্বিতীয় প্রত্যক্ষমূলক বিষয়ের ভাণ্ডার। তৃতীয় ভূলসত্যের উৎস। প্রথমের নাম প্রীতি বা অ

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শ্রীহরি দুঃ

এবার কলিকাতায় সেই আশুর স্মরণার্থ তোজ হয় নাই। কিন্তু বোম্বাইয়ে এই প্রথা পুন জীবিত হইয়াছে। কলিকাতায় মুচীদিগের "পীরের" প্রতি ভক্তির অল্পতা হইয়াছে।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন, নদী পুলিসের দ্বারা লবণের রক্ষা কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট পুলিসের প্রণালী ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার মানস করিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন কপুর্থলার রাজার অনুগ্রহ কেবল পৈতৃক সম্পত্তি নয়, রাজাকে বিদ্রোহের সময়ে অযোধ্যায় যে সকল জায়গীর দেওয় হয়, তাহারও অংশ লইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা ইংলিসম্যানের অনুমোদন করিয়া বলিতেছি যাহাতে মীমাংসা হয় পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সেই চেষ্টা পাওয়া উচিত।

কিছু দিন হইল গবর্ণমেণ্ট মধ্যোনিয়ায় কবিতার কার্য্য দর্শনার্থ পণ্ডিত রামফুলকে প্রেরণ করেন, জনরব উঠিয়াছিল পণ্ডিত হত হইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পণ্ডিত শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন।

কাফিরেরা মধ্য আসিয়ার মসিদ ও মন্দির প্রস্তুত করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় করিতেছে। এরূপ জনশ্রুতি তিব্বতের লামা কাফিরার বৃত্তিভোগী। ফলতঃ কাফরদিগের কার্য্যে সকল লোকেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। প্রভুশক্তি মজবুদ করিবার এই এক উত্তম উপায়। সে দিবস আমরা এক জন আফগানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "কাফিরেরা কাবুল লইলে তোমরা কি করিবে?" সে তৎক্ষণাৎ চক্ষু আরক্ত করিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া বলিল "গাজি হইয়া তলবার হস্তে প্রাণত্যাগ করিব।" এই বেলা কাবুলের সহিত বন্ধুত্ব করা অতি কর্ত্তব্য।

ইনস্পেক্টর সম্প্রতি যশোহরের মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেবের আইন বিরুদ্ধ কার্য্যের কয়েকটি ভয়ানক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

সম্প্রতি জামাইকার রাজধানী সুইবেক নগরে অগ্নি লাগিয়া প্রায় ৩০০০ গৃহ দগ্ধ হইয়াছে। সুইবেকের অধিকাংশ বাটী কাষ্ঠনির্ম্মিত বলিয়া এত অনিষ্ট হয়। প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি গিয়াছে। গৃহহীন লোকদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা হইতেছে, তন্মধ্যে গবর্ণর জেনেরল ২০,০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এদেশে এরূপ দুর্ঘটনা হইলে শাসন কর্ত্তৃগণ কথাও কহেন না।

২৭ এ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

[illegible] রাজের পুন হওয়াতে

বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর পুনরায় বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন, অতএব দিগম্বর বাবুকে পুনর্ব্বার মনোনীত করিলে ভাল হইত।

গত শনিবার এক জন মুটে লালদীঘীর নিকটে ৪,০০০ টাকার নোট কুড়াইয়া পায়। সে তৎক্ষণাৎ পুলিসে গিয়া ইহা প্রদান করাতে নোটের অধিকারী তাহার সাধুতার পুরস্কারের জন্য ১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অধিকারী এক জন এতদ্দেশীয়।

মধ্যভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর টেম্পল সাহেব আপনার নিকট আত্মীয় কার্ণাক সাহেবের জন্য তুলার কমিসনেরের পদ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে ইহাতে নিযুক্ত করিয়াছেন। মাসিক বেতন ২০০০ টাকা। কার্ণাক সাহেব অতি অল্প দিন সিবিলিয়ান হইয়া আসিয়াছেন। নিয়মিত কাজ করিলে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বেতন ৭০০ টাকা মাত্র পাইতেন। ইংলিসম্যান বলেন, কার্ণাক সাহেব প্রধান কমিসনরের তোষের উত্তম উদ্যোগ করেন বলিয়া এই পদ পাইয়াছেন। যে দেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা প্রত্যহ ১০৫ টাকা ভাতা লইয়া বৎসরের অধিকাংশ পর্ব্বতে বসিয়া নানা ক্রীড়ায় অতিবাহিত করেন, সে দেশের নিম্নস্থ শাসনকর্ত্তারা তদনুরূপ কাজ করিবেন সন্দেহ কি?

কলিকাতার পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এবার দুর্ভিক্ষের সময়ে সবিশেষ কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করাতে সভাপতি তাঁহাকে ৫০০ টাকা পুরস্কার ও প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এটাকা দুর্ভিক্ষের ফণ্ড হইতে দেওয়া অবিবেচনার কাজ হইয়াছে গবর্ণমেণ্টের এসকল পুরস্কার করা উচিত।

কলিকাতার নূতন মাজিষ্ট্রেট, ব্রাঘন সাহেবের ন্যায় ইউরোপীয় অপরাধিগণকে শাস্তি দিতে সঙ্কুচিত নহেন। মেরি মার্টিন নামে এক ইউরোপীয় স্ত্রীলোক সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া গোলযোগ করাতে তাহার ২৪ ঘটিকা মিয়াদ হইয়াছে। ব্রাঘন সাহেব সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিতেন।

কণ্ঠাচি ও বোম্বাই পর্য্যন্ত এক সামুদ্রিক টেলিগ্রাফ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। ইহার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

৭ ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ের অল্লাস্পদ ও ভারতবর্ষের পরমবন্ধু শাসনকর্ত্তা সর বার্টল ফ্রিয়ার পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিবেন।

২৮ এ অগ্রহায়ণ বুধবার।

টিপুবংশীয়দিগকে যখন ৫২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয় তৎকালে লার্ড হার্ডিঞ্জ এই কথা বলিয়াছিলেন তাঁহারা রসাপাগলায় না থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিবেন। কেহ কেহ তাহা করেন। কিন্তু প্রায় সকলেই নূতন বাটী বিক্রয় করিয়া রসাপাগলায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া রাজকুমারগণকে বলিয়াছেন, ১৮৬৭ অব্দের অক্টোবর পর্য্যন্ত যাঁহারা স্থানান্তর না হইবেন, তাঁহাদিগকে টাকা ফিরাইয়া দিতে হইবে। পেন্সনের তত্ত্বাবধায়ক বলেন, রাজকুমারদিগের ঋণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। এসকল ব্যক্তির শীঘ্র চৈতন্য হইবে না।

দিল্লী অধিকার করিবার সময়ে বিদ্রোহিদিগের যে সকল সম্পত্তি সৈন্যদিগের হস্তগত হয়, তন্মধ্যে মতি বেগমের ৬০,০০০ টাকা ছিল। বেগম বিদ্রোহে লিপ্ত হন নাই। তিনি এই টাকা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আবেদন করেন এবং ওয়াগনট্রিবর সাহেব তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। বেগম মৃত্যুকালে এই টাকা উইল করিয়া ওয়াগনট্রিবর সাহেবকে দিয়া যান। দিল্লীর কমিসনরের নিকটে এই মকদ্দমা হয়। এক্ষণে পঞ্জাবের প্রধানতম বিচারালয় ইহার আপীল শ্রবণ করিতেছেন।

কলিকাতার গার্ডন ষ্টুয়ার্ট কোম্পানি দেউলিয়া হইয়াছেন। চাকেজ এই কোম্পানির ধ্বংসের কারণ।

৪১ সংখ্যক এতদ্দেশীয় পদাতিক দলের কাপ্তেন রবার্টস আগরাতে জঙ্গপুরের রাজার প্রদত্ত ভোজ দিবসে মাতাল হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সামরিক বিচারালয়ে অর্পণ করা হইবে।

লাহোরক্রণিকেল সংবাদ পাইয়াছেন সম্প্রতি কিলাতিগিলজিদিগের সিয়ার আলিখাঁর সহিত আজমখাঁর এক ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে। একদল বণিক পেসোয়ারে এই সংবাদ আনিয়াছে।

মান্দ্রাজের ডাক্তর শর্ট বলেন তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন বেজি ও সর্পে যুদ্ধ হইলে বেজি কেবল নিজ চতুরতায় রক্ষা পায়। সর্পে দংশন করিতে পারিলে বেজির নিশ্চয় মৃত্যু। লোকের সংস্কার এই বেজি সর্প দংশনের ঔষধ জানে অতএব যুদ্ধের পরেই ঔষধের অন্বেষণার্থ বনে প্রবেশ করে। ডাক্তর শর্ট বলেন এসংস্কার অমূলক। বেজি কুকুর প্রভৃতি জন্তু সকল যুদ্ধের পর গড়া গড়ি দেয়। একদা তাহারা নিকৃষ্ট

স্থানে যায়। এক সর্প অপর সর্পকে দংশন করে সে কিছু হয় না। ডাক্তার শর্ট দুটি সর্পকে পর স্পর দংশন করাইয়া দেখিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় স্বাস্থ্যরক্ষণী সভা আগরা কানপুর লক্ষ্ণৌ কাশী ও দানাপুরের স্বাস্থ্য সকার বন্দো বস্ত দর্শন করিতেছেন। তাঁহারা এমাসের শেষে কলিকাতায় আসিবেন। গ্রীষ্ম কয়েক মাস সভা আপনাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষা সিমলায় বসিয়া করেন। শীত তিনমাস সৈনিক শিবিরের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়। তাঁহারা যে নাম ধারণ করেন, এবং যে জন্য মাসিক ১০,০০০ টাকা ব্যয় করান তাহার কিছুই হয় না। সব জন লরেন্সের অধীনে অল্পই কর্ম্মচারী স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন।

এতদিন ২৪ পরগণা নদীয়া ও যশোহর নদীয়া বিভাগ নামে বিখ্যাত ছিল। এখন অবধি ইহার প্রেসিডেন্সি বিভাগ নাম হইবে।

নীমচ ও নসিরাবাদের রাস্তার জন্য উদয় পুরের রাজা ১,৮০,০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

রাজস্বের অকুলান হওয়াতে মাসি সাহেব কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ছোট আদালতের ডেপজিট্ টাকা সকল সাধারণ ধনাগারে লইবার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশন দিবসে এক বিল উপস্থিত করিবেন।

ডাক্তার সিলার সাহেব কলিকাতার বণিক সম্প্রদায়ের সভাপতি। এপর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ের সভাপতি মাত্রেই ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। কিন্তু সর জন লরেন্স সিলার সাহেবকে গ্রহণ না করিয়া আডম কিনার কোম্পানির অংশী কিনার সাহেবকে মনোনীত করিয়াছেন। বণিকগণ ও ইউরোপীয় সমাজ বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের জানা আবশ্যক আমাদিগের এ ব্যবস্থাপক সভা প্রতিনিধি সভা নহে, এবং সিলার সাহেব ইংরাজ নহেন।

ফরাশী সম্রাট আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। একখানি ইউরোপীয় সংবাদ পত্র বলেন তিনি এক্ষণে পারিসে প্রত্যাগমন করিয়া নিয়মিত ভ্রমণ ও রাজকার্য্য করিতেছেন।

দিল্লীতে ওলাউঠা হইতেছে।

সম্প্রতি মিডলটনরোর বিবি মরের বোর্ড বাটীর কাপ্তেন মারিনারের উড়ীয়া ভৃত্য গঙ্গা দাস ছাদ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। করণারের জুরি মত দিয়াছেন, মৃত ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভূমিতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। জুতা চুরি করিয়াছিল, ধরা পড়িবার ভয়ে ইহা করিয়াছে। কিন্তু অন্যরূপ অনেক প্রকার এবং কাপ্তেন মারিনারের জবানবন্দী তুষ্টিকর নহে। এবিষয়ের পুনর্ব্বার অনুসন্ধান আবশ্যক।

২৯ এ অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার।

বোম্বাইয়ের নূতন শাসনকর্ত্তার এই বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি পূর্ব্বে কৌন্সিলবর্গের অধীনে অণ্ডর সেক্রেটারি ছিলেন। তিনি বাস্তবিক এক জন যোগ্য ও শিক্ষিত বক্তা ও তর্ককারী, তাঁহার অনেক বিষয়ে দৃষ্টি আছে এবং কৌন্সিলের তিনি এক জন প্রধান প্রতিনিধি। সর সাইমর ফিট্জারাল্ডের সামাজিকগুণও প্রশংসনীয়। তিনি অহঙ্কার শূন্য ও মিষ্টভাষী। শেষোক্ত গুণ এ দেশে অতিশয় আবশ্যক।

সম্প্রতি পঞ্জাবে এক জন শীক সূত্রধর এক নূতন মত প্রচার করিয়া বিস্তর শিষ্য করিতেছে। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা এ ব্যক্তির উপরে দৃষ্টি রাখিবেন।

ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন বলেন, কাশ্মীরের রাজা তিব্বতে যে দুটী প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

মথুরার বিখ্যাত ধনী শেঠ লক্ষ্মীচাঁদ রাও বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। বিদ্রোহের পর ইনি এক জায়গীর ও রাও বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার লক্ষ্মীচাঁদকে দেওয়া উচিত ছিল। এরূপ জনশ্রুতি ইনি ৪ কোটি টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লক্ষ্মীচাঁদের ন্যায় ধনী কেবল সাহিহারিলালকে দেখা যায়।

আসিয়াটিক সোসাইটির গত অধিবেশন দিবসে বি, বল সাহেব এক পত্র পাঠ করিয়া বিংশতি প্রকার বন্য শাক ও ফলের বর্ণনা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষকালে মানভূমের লোকেরা এই সকল খাইয়াছিল। ইহার কয়েকটী অস্বাস্থ্যকর নহে। বস্তুতঃ সাঁওতালেরা বনের অনেক ফল খাইয়া থাকে।

বোম্বাইয়ে একদল বলন্টিয়র হইয়াছেন। বলন্টিয়রগণ বড়কো ম্যার্ খ্রীষ্টের আইপ সহ্য করিতে পারেন না।

ফয়জাবাদে একটী ব্যাঙ্ক হইতেছে, তত্রত্য লোকের যত্নে পার্শিক সাহেব ইহা করিতেছেন। মফস্বলে অনেক ব্যাঙ্ক হওয়া আহ্লাদের বিষয় নহে। নগরের লোকেরা বুঝিয়া কাজ করিতে জানেন, কিন্তু পল্লীগ্রামবাসীরা এক বার সর্ব্বস্বান্ত হইলে আর শুধরাইতে পারেন না।

পেনিনসুলার কোম্পানির কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এক মাসের মধ্যে তাঁহাদিগের পাঁচ খানি জাহাজ বিকল ও ক্ষয় হইয়াছে। এই গোলযোগ নিবারণ জন্য দুটি মেইল এক দিবসে আসিয়াছে।

পণ্ডিত মানফুলের সহিত মুন্সি ফয়েজবক্স ও মৌলবী মহম্মদ হোসেন ভিন্ন ভিন্ন পথে মধ্য আসিয়ায় প্রেরিত হন। ইঁহারাও প্রত্যাগমন করিতেছেন। পণ্ডিত মানফুল বলেন কাশ্মীর অপেক্ষাও বদকসান মনোহর স্থান। তিনি তথা হইতে অনেক ধাতুর আদর্শ আনিয়াছেন। বস্তুতঃ এই প্রদেশে ধাতুর অনেক খনি আছে। পণ্ডিত বণিকের বেশে গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে কেহই কিছু বলেন নাই। তিনি খোকিস্থান, সোরাফ ও দান দিয়া গমন করিয়াছিলেন, রুষিয়দিগের কথা সর্ব্বত্র শ্রবণ করিলেন, কিন্তু অরাতপায় বোখারীয়দিগকে পরাজয় করিবার পর তাহারা খোকন্দের এদিকে আইসে নাই যে সকল দেশ জয় করা হইয়াছে রুষিয়েরা তথা আপনাদিগের ক্ষমতা দৃঢ়বদ্ধ করিতে ব্যস্ত আছে। ইহার পূর্ব্বে আর অগ্রসর হইবে না। কাবুলের বিষয়ে মানফুল বলেন প্রকৃত রাজ ক্ষমতা আজিম খাঁর হস্তে আছে, আফজুল খাঁ নাম মাত্র আমীর। পণ্ডিতের কথা শুনিয়া এ বিষয়ে প্রাচীন বিষয়ের অনুসন্ধায়ীদিগের কৌতূহল বৃদ্ধি হইতে পারে। কাশ্মীর প্রাচীনকালে অমরাবতী এবং কৈলাসে মহাদেবের বাস বলি বর্ণিত হইয়াছে। ঐ স্থানেরা খোরাসান হইতে আইসেন। বদকসান ত বৈকুণ্ঠ নহে?

মফস্বলাইটের কাবুল সংবাদের মধ্যে প্রকাশ হইল, সম্প্রতি বোখারার রাজা আফজুল খাঁর নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন কিন্তু আফজুল খাঁ বলিয়াছেন তাঁহার সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই। দূত এক শত সৈন্য লইয়া কাবুল হইতে পেশোয়ারে যাত্রা করিয়াছেন। বোখারার রাজা এক পত্র গবর্নর জেনেরলকে ও এক পত্র রাণীকে লিখিয়াছেন। গবর্নর জেনেরল সাহায্যদানে অসম্মত হইলে তিনি কনষ্টাণ্টিনোপলে গমন করিবেন। মধ্য আসিয়ার লোকদিগের অদ্যাপিও সংস্কার আছে তুরস্কের সুলতান সর্ব্বশক্তিমান। দূত বলেন, রুষিয়েরা বোখারার দুই ক্রোশ দূরস্থ এক পল্লীগ্রাম অধিকার করিয়া নানা অত্যাচার করিতেছে। ইহারা ক্রমে বিস্তর রুষিয় সৈন্য আসিতেছে। কি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা কাবুল গবর্ণমেণ্টকে বলেন বোখারার স্বাধীনতা রক্ষা করা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষার আবশ্যক। হিরাট বিষয়ে এই কথা বলা হইয়াছে। বোখারার বিষয়ে বলিবার ক্ষতি কি?

আগামী কল্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, এ বৎসর ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের সংশোধন হইবে না। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন ভূমিসংক্রান্ত এত আইন হইয়াছে যে কিছু দিন বিশ্রাম আবশ্যক। আমরাও এই কথা বলি। ১০ আইনের সংশোধনের প্রয়োজন নাই। দেওয়ানী বিচারালয়ের আজ্ঞায় কর বৃদ্ধির নিয়ম স্থির হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, মার্শমান সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বিতীয়খণ্ড শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। মার্শমান সাহেব সহস্রখণ্ড প্রকাশ করুন কিন্তু তাঁহার ইতিহাস নীরস, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক মধ্যে যেন না থাকে।

সম্প্রতি ফলসপইন্টের নিকটে গোদাবরী জাহাজের মাঝিরা পরস্পর দাঙ্গা করিয়া নানা অত্যাচার করাতে গবর্ণমেণ্ট আলোক বাটীর সুপরিন্টেণ্ডেণ্টকে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, সম্প্রতি বোম্বাইয়ের বিশপ সিমলা জাহাজে উঠিতেছিলেন, তাঁহার পদ স্খলিত হয়, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ এক দড়ি ধরিয়া তিনি ঝুলিয়া থাকেন, জাহাজের মাঝিরা তাঁহাকে রক্ষা করে।

উক্ত পত্র বলেন, ইংরাজদিগের অধিকৃত ব্রহ্মদেশ হইতে পশ্চিম চীনে রাস্তা করিবার জন্য সমুদায় ব্যয় দেওয়া গবর্ণর জেনরলের অভিপ্রেত নহে। তিনি ব্রিটিশ সীমার বাহিরে রাস্তা প্রস্তুত করিবার অথবা জরিপ করিবার ব্যয় দিতে চাহেন না। এ রাস্তাটিতে বাণিজ্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু যত দিন দক্ষিণ চীন ও ব্রহ্মদেশের বন্য লোকেরা শান্তভাব ধারণ না করিতেছে তত দিন রাস্তা করা বৃথা অর্থনাশ।

৩০ এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

আমরা এ সপ্তাহে "ব্রিস মানমকস ওরিএণ্টাল সরকুলর" নামক একখানি ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সংবাদপত্রের অধ্যক্ষগণ এতদ্দেশীয় সংবাদপত্র সকলের সহিত বিনিময় প্রার্থনা করিতেছেন। আমরা উহাতে কয়েকটী ভারতবর্ষীয় ভাষায় বিজ্ঞাপন দেখিলাম। বাঙ্গলা ভাষার বিশুদ্ধতা নাই বটে কিন্তু শীঘ্র যে তাহা হইবে তাহার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম বাঙ্গলা পত্রের গৌরব ইংলণ্ডেও হইতেছে। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই, বাঙ্গলা সমাচারপত্র সম্পাদকদিগের বিশেষ সতর্ক হইয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করা উচিত।

দুর্ভিক্ষের কমিসনরগণ অদ্য প্রাতঃকালে ফিরোজ বাষ্পীয় জাহাজে আরোহণ করিয়া পুরীতে যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে তাঁহারা কটকে, তৎপরে বালেশ্বরে, ও মেদিনীপুর হইয়া হুগলী দিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন। যাঁহারা কোন প্রস্তাব করিতে অথবা কোন বিষয়ের সংবাদ দিতে চাহেন, কমিসনরগণ তাহা আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

ভারতবর্ষীয় সভা সম্প্রতি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের নিকটে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এক আবেদন করিয়া ফ্রান্স ও অন্য অন্য ইউরোপীয় দেশের ন্যায় এখানে কৃষি সংক্রান্ত এক জন মন্ত্রিনিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। আগামী বারে এ বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

ইংলিসম্যান প্রকাশ করিয়াছেন, বর্দ্ধমানের কমিসনর ও বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট এক জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে স্থানান্তরিত করিবার বিষয়ে বিবাদ করিয়া উভয়েই গবর্ণমেণ্টের নিকটে পরস্পরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছেন। সিবিলিয়ানের সহিত সৈনিক কর্ম্মচারির ন্যায় পুরাতন সিবিলিয়ানের সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ সিবিলিয়ানদিগের সর্ব্বদা বিবাদ দেখা যাইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরেরা আগরায় এই স্থির করিয়াছেন বঙ্গদেশের ন্যায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের অংশে পরীক্ষার্থ গবর্ণমেণ্টের পুলিশ স্থাপিত হইবে। অপরাধীদিগকে ধৃত করিবার বিষয়ে উক্ত পুলিশ সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের উভয় বিভাগে সমান ক্ষমতা থাকিবে। অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কেহ অপরাধ করিলে তত্রত্য পুলিশ বিনা অনুমতিতে বঙ্গদেশে আসিয়া অপরাধীকে ধৃত করিতে পারিবেন। অন্য অন্য বিষয়ে তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দায়ী থাকিবেন। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের ৫৯৫ মাইল বঙ্গদেশে ও ৫৫৫ মাইল উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আছে। এক জন প্রধান সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট থাকা আবশ্যক।

১ লা পৌষ শনিবার।

গত আগষ্ট মাসে মধ্য ভারতবর্ষে ৩,২৯,৬৭৮ টাকা আয় ও ৪,৯৭,৯১৪ টাকা ব্যয় অর্থাৎ ১,৬৮,২৩৬ টাকা অকুলান হইয়াছে। ভূমি হইতে ১,১৭,৯১৭ টাকা আয় হইয়াছে, কিন্তু সংগ্রহের ব্যয় ৯৬২৫৭ টাকা! লবণ হইতে ৯৪১৪ টাকা মাত্র আদায় কিন্তু লবণ বিভাগের ব্যয় ৩৬,০১২ টাকা। কমিসনর ও তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের নিমিত্ত ৩১,০২৭ টাকা পড়িয়াছে. কিন্তু বিচার ও পুলিসের জন্য ১,৫৮২১৯ টাকা দেখা যাইতেছে। ইষ্টাম্প হইতে ৭০,৩০৮ টাকা ও আবকারী হইতে ৮০,৪৫১ টাকা আয় হইয়াছে। প্রথমের সংগ্রহের ব্যয় ২,৯৬৫ ও দ্বিতীয়ের ২৩৪২ টাকা। বনের দ্বারা লাভ ক্রমশঃ অধিক হইতেছে। ভূতপূর্ব্ব রাজবংশের পেন্সনের নিমিত্ত ৮০,১২৫ টাকা পড়িয়াছে। এই হিসাব তুষ্টিকর নহে। বস্তুতঃ ক্রমশ দেখা যাইতেছে নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের সৌভাগ্য যাহা কাগজে দেখা যায়। লোক সন্তুষ্ট নহেন, যথার্থ কাজও হয় না। যে পঞ্জাব শাসনের জন্য সর জন লরেন্স উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা বলিয়া (এ দেশের গবর্ণরজেনেরল না হওয়া পর্য্যন্ত) যশোলাভ করেন, সেই পঞ্জাব এক্ষণে বিশৃঙ্খলা ও অত্যাচারপূর্ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তবে তথায় প্রবল সাধারণ মত নাই যে শাসনকর্ত্তাদিগের দোষ সর্ব্বদা সাধারণ গোচর হয়।

মাণ্ডেথ সাহেব শীঘ্র ব্যবস্থাপক সভায় এই ভাবের এক বিল অর্পণ করিবেন যদি কোন ধর্ম্মমত্ত ব্যক্তি (গোঁড়া) কোন ইউরোপীয় কর্ম্মচারিকে বধ করে, তাহা হইলে নিয়মিত আদালতে বিচার ও তজ্জনিত বিলম্ব না করিয়া দ্রুত বিচার করিয়া কেবল বিভাগীয় কমিসনরের মত লইয়া অপরাধীর দণ্ড হয়। এই বিল কেবল পঞ্জাবের জন্য হইতেছে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রতিবাদ করিতেছি। এমন আইন করিলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বতন বাদশাহদিগের সহিত বড় প্রভেদ থাকিবে না। যথারীতি অপরাধীর বিচার হইতে যদি কিছু বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি কি?

পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর শকটে অল্পই লোক হয় বলিয়া এই শ্রেণি উঠিয়া যাইতেছে। প্রথম শ্রেণির ভাড়া বৃদ্ধি হইবে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির ভাড়ার বাকী কাটিয়া যাহা থাকে তাহার অর্দ্ধাংশ নূতন দ্বিতীয় শ্রেণির ভাড়ার উপরে অধিক লওয়া হইবে। চতুর্থ শ্রেণির ভাড়া সমান থাকিবে। তৃতীয় শ্রেণির শকট চতুর্থ শ্রেণির না করিলে একবাক্যে সাধারণ অসন্তোষ হইবে।

আমরা অবগত হইলাম ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে এদেশের প্রতি জেলার রাজস্ব ও লোক সংখ্যার হিসাব দিতে বলিয়াছেন। উৎকলের হিসাবের কি হইবে?

নিম্ন লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে—

৪ টাকার সিকা		৮৩৷৴০—৮৩৷
৪	" কোং	৮৩৷৷৴—৮৩৸০
৫	" কোং	১০৩৸৴—১০৪৴
৫	" পবলিকওয়ার্ক	১০২—১০২৷০
৫৷০	" কোং	১০৯৷৷৴—১০৯৸০

—·•·—

ইউরোপীয় সমাচার।

গবর্ণর জেনরল টেলিগ্রাম পাইয়াছেন—

"লণ্ডন ৪ ঠা ডিসেম্বর। স্ত্রেসডেনস্থিত ইংরাজদূতের পদ উঠিয়া গেল। মকদ্দমায় কোলেস্তোর প্রতিকূল ডিক্রী হইয়াছে।

হোমনিউস হইতে।

লণ্ডন ১০ ই নবেম্বর। নিউইয়র্কের লোকেরা সভা করিয়া (আমেরিকান) গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন, কানাডায় যে সকল ফেনি য়ান কয়েদী আছে, তাহাদিগের মুক্তির বিষয়ে হস্তাপণ করা হয়।

কুইবেকের অগ্নিকাণ্ডে যে সকল লোক গৃহ-হীন হইয়াছে, তাহাদিগের সাহায্যার্থ ইংলণ্ডে বিস্তর চাঁদা হইতেছে।

জেফার্শন ডেবিসের বিচার বসন্ত কাল পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিল।

পালার্ম্মোর বিদ্রোহে বিস্তর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিপ্ত ছিলেন।

গোমড়ক প্রায় নাই।

নিউ প্রবিডেন্সে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণবায়ু হইয়া নাসোনগরের অর্দ্ধেকাংশ নষ্ট করিয়াছে। বন্দ-রের এক শত জাহাজ (যন্মধ্যে রাজ্ঞীর এক খানি কামানের নৌকা ছিল, তাহাও) বায়ুর প্রবলতায় তীরে উঠিয়া পড়িয়াছে।

পারিসের অনেক লোক কোন গোপনীয় স-ভার সভ্য হওয়াতে ধৃত হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই নবেম্বর প্রাতঃকাল। বাঁদা ও কড়াইয়ের লুটের টাকা বিতরণের জন্য রাজকীয় পরোয়ানা স্বাক্ষরিত হইয়া ভারতবর্ষে প্রেরিত হই য়াছে। ভারতবর্ষীয় ষ্টারের গ্রাণ্ড ক্রস লার্ড নেপিয়র ও সাইমর ফিটজাবলডকে প্রদান করা হইবে।

চারলস ওয়াটরগস বাঙ্গালোরস্থিত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

এরূপ জনশ্রুতি বোম্বাইয়ের বিশপ পদত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

আগামী বৎসরের প্রারম্ভে সর পারপার্ড লিস্যাণ্ট ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবেন। এমত জনশ্রুতি হয় সেনাপতি লিণ্টহাম অথবা ডিনক-পুই তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

আয়ারলণ্ডে ফেনিয়ান বিদ্রোহের আশঙ্কা হওয়াতে তথায় আর তিন রেজিমেণ্ট সৈনিক প্রেরিত হইয়াছে। এরূপ জনশ্রুতি ষ্টিফেন্স তথায় উপনীত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২৮এ নবেম্বর। ট্রেডস ইউনিয়ন প্রিম-রোজ পর্ব্বতে সভা করিতে অসম্মত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে রাণলিতে যে স্থান দিতে চাহিয়াছেন, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। কিঙার্শলি শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন এবং মালিন্স সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইবেন।

লণ্ডন ২৯ এ নবেম্বর। এরূপ জনশ্রুতি আমেরিকার একদল সৈন্য মেক্সিকো রক্ষা করিতে, সেনাপতি সার্ম্মাণ অগ্রেই তথায় গমন করিয়া-ছেন এবং কিউরাল সৈন্যগণ মাটামোরাস অধি কার করিয়াছে। সকলে অনুমান করেন, মাক্স-মিলিয়ান ইউরোপে আসিতেছেন। যে দেশের সহিত বাধ্যবাধকতা নাই, তাদৃশ দেশের আইন বিবেচনার্থ এক রাজকীয় কমিসন নিযুক্ত হইয়া ছেন। বোধ হয় লার্ড ক্রাণওয়ার্থ ইহার অধ্যক্ষ। জামেকার প্রোবষ্টমার্শাল রামসের বিরুদ্ধে হত্যার যে অপরাধ দেওয়া হয় গ্রাণ্ড জুরি তাহার বিল অগ্রাহ্য করিয়াছেন। যোহিম ও চারলষ্টনের সাধারণতন্ত্রপ্রিয়দল দুই জন ব্যক্তিকে মহাসভার প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছেন। ইয়র্কসিয়ার ও লাঙ্কেসিয়ারে জলপ্লাবন হওয়াতে অনেক সম্পত্তি ও জীবন নষ্ট হইয়াছে। সর জন ফ্রাঙ্ক লিনের প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ওয়াটরলু বাটিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৪ ই নবেম্বর রাত্রিতে ইংলণ্ডে বিস্তর উল্কাপাত হয়, দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছিল।

লণ্ডন ৪ ঠা ডিসেম্বর। সভাপতি জনসন মহা সভায় যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তাঁহার পূর্ব্ব তন রাজনীতির সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়া তিনি মহাসভাকে তদনুসারে কার্য্য করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। গত বৎসরের ব্যয় অপেক্ষা আয় ১৫,৮০,০০,০০০ ডলার অধিক হইয়াছে। সভা-পতি আরও বলিয়াছেন বিদেশীয় জাতি সকল পূর্ব্বাপেক্ষা আমেরিকানদিগের জাতিসাধারণ স্বভাব ও যত্নের অধিক প্রশংসা করিতেছেন। ফ্রান্স বলিয়াছেন আগামী বসন্তকাল পর্য্যন্ত মেক্সিকো হইতে সৈন্য প্রত্যানয়ন স্থগিত থা-কিবে। আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আপত্তি করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন, ফরাশী গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের প্রস্তাব পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া আমেরিকার লোকদিগের যত দূর সম্ভব আশা পরিপূর্ণ করেন। জনসন উপসংহারকালে বলি-লেন ইংলণ্ডে মন্ত্রিপরিবর্ত্ত হওয়াতে আলাবা-মার দ্বারা ক্ষতিপূরণের মীমাংসা হইতে বিলম্ব হইতেছে। ইংলণ্ড এই প্রার্থনা আপনার পদো-চিত গাম্ভীর্য্য সহকারে সদ্ভাবে গ্রহণ করিয়া-ছেন। শীঘ্র ইহার মীমাংসা হইলে কত উপকার হয় বলা যায় না।

ট্রেডস ইউনিয়নের রিফরম সভা বিনা গোল যোগে হইয়াছে। সভার দিন ঘন বৃষ্টি হইয়া-ছিল। ২৫,০০০ লোক একত্র হইয়াছিলেন।

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর। হঙ্গারীয় মহাসভা সম্রাটকে সম্বোধন করিয়া এই ভাবে পত্র লিখি-বার প্রস্তাব করিয়াছেন যে ১৮৪৮ অব্দে যে সকল আইনের প্রচার হয় তাহা স্থগিত হয়। হানোবারের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহ দমনার্থ দৃঢ়তর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় প্রদেশ সকলের আ সিষ্টাণ্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট পি, জি কট সাহেব অ ষ্টাণ্ট কমিসনরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যারা তাহার শাহাবাদে স্থানান্তরিত হই এবং ডবলিউ, ডি প্রাট সাহেবের পূর্ব্বোক্ত প তীয় প্রদেশ সকলে নিযুক্ত হইবার যে ছিল তাহা অন্যথাকৃত হইল।

বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় জলেশ্বর হই বেলিয পর্য্যন্ত যে একটী পথ প্রস্তুত হই তাহার জন্য এবং কেনাল কোম্পানির জন্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়াছে

বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যশো ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইয়াছে

ত্রিপুরার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী ক ক্টর মৌলবী গোলাম হুসেন চট্টগ্রামে স্থান রিত হইয়াছেন।

ডবলিউ ফিলিপস সাহেব বর্দ্ধমানের সিপাল কমিসনর হইয়াছেন।

লেপ্টেনেণ্ট ডবলিউ এবং বার্চ সাহেব শ্রেণীর পুলিসের ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট য়াছেন।

লেপ্টেনেণ্ট এ আর, উইলকিনসন

বাকড়ার পুলিষ ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধির স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডি ডবলিউ রিচি সাহেব বাখরগঞ্জের পুলিষ ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

বর্দ্ধমানের পুলিষ ডিষ্ট্রীক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এমবে'ম্যার সাহেব ত্রিহুতে, স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

আর এইচ, সি হিউসডেল সাহেব কাছাড় হইতে মুঙ্গেরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

এ, সি হুষ্ট সাহেব হুগলি হইতে কাছাড়ে গিয়াছেন।

জি, ষ্টাটফোর্ড সাহেব ঢাকা হইতে তাগলপুরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

এইচ, ডি এইচ রবাটস সাহেব হুগলী হইতে ঢাকাতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন।

বাবু দিননাথ চট্টোপাধ্যায় হুগলীর প্রথম প্রধান সদর আমিন হইয়াছেন।

বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলীর দ্বিতীয় প্রধান সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বাবু গোপীনাথ বসু বর্দ্ধমানের প্রধান সদর আমিনের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু বর্দ্ধমানের সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু উক্ত প্রদেশের আডিসনাল, প্রধান সদর আমিনের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিতে হইবে।

বাবু যদুনাথ মল্লিক মেদিনীপুরের সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হইবেন।

বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামের সদর আমিন হইয়াছেন।

বাবু গুরুচরণ দাস নদীয়ার সদর আমিনের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাবু মথুরানাথ গুপ্ত পাটনার সদর আমিনের প্রতিনিধি স্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছেন।

গড়বেতার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হেমচন্দ্র কর অল্পদিনের নিমিত্ত কটক বিভাগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা বাবু দয়াল দাস মুখোপাধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত বিভাগে পরিবর্ত্তিত হইবার যে সম্ভাবনা ছিল, তাহার অন্যথা হইল।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু প্রাণনাথ(?) চট্টোপাধ্যায়, কিছুদিনের নিমিত্ত গড়বেতা উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং মেদিনীপুরে ও বাঁকুড়ায় একজন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

এইচ বিভারিজ সাহেব নোয়াখালির মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়াছেন।

টি, ই, চারলস সাহেব মিশ্র প্রদেশ সকলের টীকা দিবার সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট জেনরল হইয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমরা ৬৮ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার পুস্তক সকল ৬৭ অব্দ না পড়িতেই প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু হতভাগ্য বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পুস্তক সকলের অপেক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। কৈ আজিও কোন সংবাদ তাহাদের তৃষিত কর্ণযুগলে অমৃত বর্ষণ করিল না? তাহাদিগকে না আর ৮ মাস পরেই গুরুর পুস্তক গৃহে রাখিয়া পরীক্ষা মন্দিরে উপস্থিত হইতে হইবে? আমরা ত ৬৮ অব্দের পরীক্ষার ফলাফল জানুয়ারি পড়িতে না পড়িতেই জানিতে পারিব। কিন্তু সে হতভাগেরা আর কত দিন শব সাধন করিবে? আমাদিগের বয়স ১৯।২০ বৎসর, আমরা দুই বৎসরে সচ্ছন্দে প্রবেশিকা পরীক্ষার পুস্তক কয়খান পড়িয়া ফেলিতে পারিব. কিন্তু তাহাদের বয়স দ্বাদশ বৎসরের অধিক হইবার যো নাই। তাহারা কিরূপে আট মাসে কুড়ি খান (প্রায় গড়ে এইরূপেই দাঁড়ায়) পুস্তক পড়িয়া উঠিবে? পরীক্ষা দেওয়া কি ধুলোখেলা? বাঙ্গলা স্কুলের দশ টাকার পণ্ডিত ও দশ পয়সার ছাত্রেরা ক্ষেপাতিয়া(?) বসিয়া আছে তাহাদের প্রাণে সকলই সহিবে। যেমন গুরুভারে পীড়িত হইলে চাষার বলদ প্রথম প্রথম আর্ত্তস্বরে আপনার কষ্ট প্রকাশ করে, কিন্তু কোন প্রকারেই নিস্তার না পাইয়া অবশেষে নীরব হয় ও প্রাণপণে বহিতে থাকে, সেইরূপ তাহারাও কর্তৃপক্ষের অবিচার ২ বলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর চেঁচাইতে পারে না। এখন যা হয় তাই হবে বলিয়া ভাগ্যের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে। ফলতঃ আমাদিগের বক্তব্য এই, বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষার পুস্তকগুলি সকাল সকাল নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

শ্রীশি:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি ১৪ ই ডিসেম্বর রাজপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক মহাশয়ের অনুরোধে উক্ত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হই। রেজিষ্টার পুস্তকে ৮৭(?) টি বালিকার নাম দেখিলাম। কিন্তু অদ্য লক্ষ্মীপূজা ছিল বলিয়া ১২।১৩ টী উপস্থিত হইয়াছিল। প্রায় সকল শ্রেণীরই দুই একটী করিয়া উপস্থিত ছিল। আমি সকলগুলিতেই কোন না কোন বিষয়ের বিশেষতঃ প্রথম শ্রেণীর প্রায় সকল বিষয়ের পরীক্ষা করিলাম। এই শ্রেণীতে ইংরাজী প্রথম পাঠ, বাঙ্গলা প্রণিবৃত্ত(?), অরুণোদয়, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও ভূগোল সূত্র পড়া ও মিশ্রগুণন পর্য্যন্ত অঙ্ক কষা হয়। ইহার মধ্যে বালিকারা প্রায় সকল বিষয়েই উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে। কেবল ব্যাকরণের পরীক্ষা তত সন্তোষকর হইল না। কিন্তু ইংরাজী ও ভূগোলের পরীক্ষা অতি সন্তোষদায়ক হইয়াছে। ইহারা ইংরাজীতে অঙ্ক রাখিতে ও কষিতে পারে এবং হস্তলিখনে দেখিলাম যে ইহাদের হস্তাক্ষর ও বর্ণশুদ্ধির প্রশংসা যোগ্য। ফলতঃ দেখিয়া বোধ হইল, যে ইহার কার্য্য রীতিমত চলিতেছে। অধিকন্তু বালিকাদিগের অনেকেরই হস্তে এক একটী আধা বা পশম ও কার্পেট দেখিলাম। শুনিলাম কয়েক জন ইউরোপীয় রমণী মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাদিগকে ঐ সকল কার্য্য শিখান এবং নানাপ্রকার পশম ও কার্পেট প্রদান করেন। তাঁহাদিগের এই উদার কার্য্যের বিষয়ে আর কি বলিব, প্রার্থনা করি জগদীশ্বর তাঁহাদিগের যত্ন সফল করুন।

১২৭০ সাল }
১ লা পৌষ। } এক জন দর্শক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

মহাশয়! বোধ হয় বর্ত্তমান ৭০ সালের শিক্ষা-দর্পণ দেখিতেছেন। ৭০ সালের কয়েক খণ্ড শিক্ষাদর্পণে যে সকল দেশ হিতকর অপূর্ব্ব প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় পাঠ করিলে লেখক মহাশয়ের অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতা, স্বদেশহিতৈষিতা ও তৎসংক্রান্ত প্রগাঢ় পরিশ্রম এবং যত্নের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শিক্ষাদর্পণের বয়স অতি অল্প, অনেকে এ জন্য তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হন নাই।

শিক্ষাদর্পণ অপর একটী অসামান্য গুণে বিভূষিত। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালিরা যে সকল পুস্তক

প্রকাশ করিয়াছেন, তত্তৎসমুদায়ই অনুবাদ মাত্র, অথবা অনুবাদ না হইলে খুচরা কাব্য মাত্র। কেবল জীবনী মৃত রামকমল বাবু নূতন ক্ষেত্র-তত্ত্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষাদর্পণে অনুবাদ নহে এবং খুচরা কাব্য নহে, এমত একখানি নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে; যে গ্রন্থ রচনা করা হিন্দুজাতির অভ্যাসের বিপরীত। সেই গ্রন্থ লার্ড বেণ্টিঙ্কের অধিকারের পর অবধি বাঙ্গলার ইতিহাস। সচরাচর যে প্রণালীতে ইতিহাস লিখিত হয়, যে প্রণালীর দোষে এদেশীয়েরা ইতিহাস পাঠের উপকারিতা বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হন, ইহা সে প্রণালীতে লিখিত হইতেছে না। ইহাতে শুদ্ধ দৃষ্টান্ত, গবর্ণর, ঘটনারই বিষয় লিখিত হয় না। বাঙ্গলায় প্রচলিত ইতিহাস দুই খানিতে যেমন ইংরাজদিগের কুশামাত্র লিখিত হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ হইতেছে না, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারও সুপ্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্বকালীন অবস্থা এবং তৎসহ বর্ত্তমান ও ভাবি অবস্থার সমস্ত বাঙ্গালিদিগের প্রধান শিক্ষণীয়; তৎসমুদায় শিক্ষাদর্পণের ইতিহাসখণ্ডে বিশেষরূপে লিখিত হয়। এই ইতিহাসখণ্ডই শিক্ষাদর্পণের দেশদীপক নিরুপায় ভূষণ।

ফলতঃ বাঙ্গালিমাত্রেরই বিশেষ মনোযোগের সহিত শিক্ষাদর্পণ পাঠ করা উচিত। শিক্ষাদর্পণ অল্পমূল্য হইয়া সকলের সুলভও আছে।

অনেকে শিক্ষাদর্পণের বিশেষ পরিচয়ও জ্ঞাত নহেন। শিক্ষাদর্পণ কাহারও অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ নহে, উহার আয় সমুদায় উহার উন্নতি সাধনে ও নিয়মিত ব্যয়েই পর্য্যবসিত হয়। উহাতে কেবল বঙ্গহিতৈষীরই স্বত্ব আছে এবং এক জন কৃতবিদ্য সুবিচক্ষণ বাঙ্গালি অবৈতনিক কর্ম্মচারিরূপে শিক্ষাদর্পণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।

এস্থলে শিক্ষাদর্পণের লেখক মহোদয়দিগকেও কিছু নিবেদন করিতে হইল। শিক্ষাদর্পণ নিয়মিত সময়ে প্রকাশিত হয় না বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিয়া থাকেন।

মেদিনীপুর } কস্যচিৎ বাঙ্গালী
২১ এ অগ্রহায়ণ
১২৭৩।

——:o:——

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয়।

যাঁহারা সমাজের উৎকর্ষ সাধন করিতে যান, তাঁহাদিগের ভার অতি গুরুতর। অবিচলিত চিত্তপ্রবণ, বুদ্ধির স্থিরতা এবং দেশ ও দেশের অবস্থার সম্যক্ জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। সংস্করণ চেষ্টা নিষ্ফল হইলে যে অনিষ্ট নিবারণের কল্পনা হয়, তাহার আরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া অধিকতর ঔৎসুক্য প্রদর্শন সমাজ সংস্কারকারীর অকৃতার্থতার প্রধান কারণ। ফরাসী বিপ্লবকারিরা উচ্চতম শ্রেণীর হস্ত হইতে সমুদায় লোকের হস্তে দেশ শাসনের ক্ষমতা দিবার চেষ্টা পান। বুঝিয়া চলিলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হইত কিন্তু আত্যন্তিক ঔৎসুক্য নিবন্ধন তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমাদিগের বর্ত্তমান সমাজ সংস্কারকারিরা এই দোষে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।

মিস মেরি কার্পেণ্টর এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার উৎকর্ষ সাধনার্থ বৃদ্ধ বয়সে এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা অতি প্রশংসনীয়, এবং আমরা স্বদেশীয়দিগের প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহাকে অকৃত্রিম ধন্যবাদ দিতেছি। মিস কার্পেণ্টরের সম্মানার্থ সম্প্রতি কয়েকটী সভা হয়। ইহার অনেকগুলিতে ভোজ হয় এবং এতদ্দেশীয় কয়েক জন যুবক ব্রাহ্ম সস্ত্রীক হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সেদিন কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজ বাটীতে মিস কার্পেণ্টর আগমন করেন। তৎকালে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েক জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তথায় এই প্রস্তাব হয়, এতদ্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্য নর্ম্মাল বিদ্যালয় করা আবশ্যক এবং তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করা উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ এক কমিটী নিযুক্ত করা হয় বিদ্যাসাগর তন্মধ্যে এক জন ছিলেন। আমরা যখন প্রথমতঃ এই প্রস্তাব শ্রবণ করি, তখন আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম। কাহার দ্বারা এপ্রস্তাব হইতেছে? দেশের কি ইহা অনুমোদনীয়? বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা কি সঙ্গত? এবং এতদনুসারে কি কাজ হইতে পারে? আমরা আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু ইহার তুষ্টিকর উত্তর প্রাপ্ত হইলাম না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষার এক জন প্রধান উদ্যোগী, বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় কেহই এবিষয়ে অধিক কাজ করিতে পারেন না। তিনি হঠাৎ এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, শুনিয়া আমরা আরও আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু গত সোমবারের হিন্দুপেট্রিয়টে বিদ্যাসাগরের এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত হইয়াছে তিনি প্রস্তাবিত প্রস্তাবে লিপ্ত থাকিতে সম্মত নহেন। এটী বুদ্ধির কাজ হইয়াছে, তাহা সকলেরই স্বী[...]
করিতে হইবে।

মিস কার্পেণ্টর বঙ্গদেশের বালিকাবিদ্যা[...]
অবস্থা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। অসন্তো[...]
প্রধান কারণ এই প্রায় যাবতীয় বিদ্যা[...]
স্ত্রীশিক্ষকের স্থলে তিনি পুরুষ শিক্ষক দেখি[...]
ছেন। স্ত্রীলোকদিগের মনের গতি পুরুষে স[...]
রূপে বুঝিতে পারেন না, এবং স্ত্রীশিক্ষকের[...]
বালিকাদিগের যে প্রকার শিক্ষা হইবার সম্ভা[...]
আছে, পুরুষের দ্বারা তাহা নাই। কিন্তু এ[...]
আমরা মূল নিয়ম মাত্রের উল্লেখ করিল[...]
এক্ষণে দেখা উচিত এদেশের যে অবস্থা তা[...]
স্ত্রীশিক্ষক অথবা পুরুষ শিক্ষকের দ্বারা ক[...]
কাজ হয়? দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীশিক্ষকের কার্য্যো[...]
কাল আসিয়াছে কি না? এবং নর্ম্মাল বিদ্[...]
স্থাপিত করা কত দূর সাধ্যায়ত্ত ও সঙ্গত? [...]
কের যে প্রকার বিদ্যা, সংস্বভাব ও শিক্ষা [...]
পটুতা আবশ্যক, তাঁহার প্রতি ছাত্রের ভক্ত[...]
ক্তিও সেইরূপ আবশ্যক। ইহা না হইলে শিক্ষ[...]
অন্য সকল গুণ বৃথা হয়। তরুণবয়স্ক ছাত্রগ[...]
বল স্নেহে বশীভূত হয়না, মুলনিয়মপ্রিয়ব্যা[...]
যাহা বলুন, বস্তুতঃ যাঁহারা শিক্ষকতা ক[...]
ছেন, তাঁহারা বলেন ভয় একান্ত আব[...]
ভয় হইতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধা হইতে [...]
হয়। আমরা যে এস্থলে প্রহারের ভয়ের উ[...]
করিতেছি না, তাহা সকলে বাহুল্য। আমাদি[...]
স্ত্রীলোকদিগের পরস্পরের প্রতি বা[...]
কিরূপ? পুরুষের যে প্রকার গুরুর প্রতি [...]
প্রদর্শনের রীতি আছে, স্ত্রীলোকদিগের [...]
তাহা দেখা যায় না। বিংশতি বৎসরের [...]
কখন ত্রিংশ বৎসরের বৃদ্ধার সহিত এক [...]
অথবা হাস্য কৌতুক করে না, কিন্তু এ[...]
আমাদিগের স্ত্রীলোকের মধ্যে নাই। দশব[...]
বালিকার বৃদ্ধার সহিত কোন গুরু সম্বন্ধ নি[...]
সম্মানের প্রভেদ থাকে না। নানা বয়সের স্ত্রী[...]
লোকেরা এক স্থলে সমবেত হইয়া সংসার ও [...]
সংক্রান্ত কথোপকথন করেন। সকলেরই স[...]
এ বিষয়ে সমভাব। এজন্য পুরুষে শিক্ষ[...]
দেখিয়া যে প্রকার ভয় করেন, স্ত্রীলোকে [...]
বা বালককে দেখিয়া তাহা করেন না। এটী [...]
নয় বটে কিন্তু যখন আছে, তখন ইহার অ[...]
করা উচিত নয়। এজন্য যত দিন অন্ত পুর[...]
শিক্ষা নিবন্ধন স্ত্রীলোকদিগের পরস্পরের [...]
ও সম্পর্ক নিবন্ধন সম্মান প্রদর্শন না হই[...]
তত দিন স্ত্রীশিক্ষক দ্বারা কাজ হইবে [...]
আমরা অনেক স্থলে স্ত্রী শিক্ষক প্রণালী দর্শ[...]

ছি, বালিকারা শিক্ষয়িত্রীর গাত্রে উঠিয়াছে, লি দিয়াছে এবং তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়াছে, কা সুতরাং ভাল হয় নাই, এবং পরিশেষে পণ্ডিতের* আশ্রয় প্রয়োজন হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সামান্য নহে। ইহার অ-ন্ন অঙ্গীকার করিলেও জিজ্ঞাস্য হইতেছে, র্মাল বিদ্যালয়ে কাহারা শিক্ষা করিবেন? এদে য় বিবরাগণ? আমরা বলিতেছি এ শিক্ষকের খ্যা অতি অল্প হইবে। উচ্চজাতির প্রায় কোন বা আসিবেন না, ঢাকায় একটী নর্ম্মাল বিদ্যা হইয়াছে, কিন্তু তথায় প্রায় বৈষ্ণবীর সংখ্যা ধক। আমরা ইঁহাদিগের অবমাননা করি-ছি না, কিন্তু বলিতেছি, বৈষ্ণবীদিগের রে সর্ব্বসাধারণের ভক্তি অতি অল্প। এ ক্তির বিশেষ কারণ আছে, এবং লোকে শ্রেণির শিক্ষকের নিকটে যদি কন্যাগণকে পাঠান তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই ই। বালারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া গৃহের অলঙ্কার নীর সুখ ও সন্তানগণের চরিত্রের আদর্শ বে, তাহাদিগের শিক্ষকতা এ শ্রেণির স্ত্রীলো র কাজ নহে। বর্ত্তমান প্রস্তাবের অনুমোদন-রিদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, এদেশীয় ষ্টীয়ানদিগের স্ত্রীলোকেরা অনায়াসে প্রস্তুত াল বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া শিক্ষকতা করিতে রিবেন। বৈষ্ণবীদিগের প্রতি চরিত্রঘটিত আপত্তি আছে, এদেশীয় খৃষ্টিয়ান স্ত্রীগণের তি তাহা নাই। যদি কোন শ্রেণি সাধারণের নীতি সম্বন্ধে বিশুদ্ধ স্বভাব হন, তাহা হইলে ই প্রশংসা এদেশীয় খৃষ্টীয়ানদিগের আছে। পরিমাণে অধিকাংশ ফিরিঙ্গি দুশ্চরিত্র ও ার্ম্মিক, সেই পরিমাণে এদেশীয় খৃষ্টীয়ানগণ ভাব সম্পন্ন। তথাপি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এদেশীয় ষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রীগণ আমাদিগের অন্তঃপুরে বা বালিকা বিদ্যালয়ে গৃহীত হইবেন না। ষ্টীয়ানদিগের অনেকের অদ্যাপিও বুঝিতে ছে, যে ধর্ম্মপরিবর্ত্ত হইলে জাতিপরিবর্ত্ত হয় । এ জন্য কৃতবিদ্যমণ্ডলী তাঁহাদিগের শিক্ষা গ্রহণ করিতে অসম্মত। প্রাচীন তন্ত্র অব-ই ধর্ম্ম লইয়া ঘোরতর আপত্তি করিবেন। কারণে আমরা বলিতেছি প্রস্তাবিত নর্ম্মাল ালয় কোন কাজের হইবে না। নর্ম্মাল বিদ্যা য় "শিক্ষক ছাত্রের সংখ্যা অধিক হইতে রে, কিন্তু এই সকল শিক্ষক যদি সাধারণের ত না হন, তাহা হইলে বিদ্যালয় কোন জের হইল? অতএব ব্রাহ্মসমাজের কয়েক সভ্য যদি তথাপি আবেদন করেন, সে আবেদন গবর্ণমেণ্ট যে অগ্রাহ্য করিবেন, তাহা পূর্ব্বেই দেখা যাইতেছে, এবং ইহাতে অল্প লোকেই আশ্চর্য্য বোধ করিবেন।

উপসংহারকালে আমরা প্রস্তাবকারিদিগকে একটি কথা বলিতেছি, তাঁহাদিগের উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু সুযোগ অন্বেষণ ও সুযোগের প্রত্যাশা করিয়া বিলম্ব করা সমাজ সংস্কারকারির ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রধান পরিচয়। অকালে কোন চেষ্টা করা উচিত নয়। আমরা অনিষ্ট দেখিতেছি, ভোগ করিতেছি এবং তাহা নিবারণের উপায়ও রহিয়াছে জানিতেছি, কিন্তু কোন্ রোগের কি ঔষধ আবশ্যক, তাহা যে সে চিকিৎসক বুঝিয়া দিতে পারেন না। স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবের এক দিনে মীমাংসা হয় না, দুই চারিজনেরও কাজ নয়। ধর্ম্ম ও সামাজিক উন্নতির নিকট সম্বন্ধ আছে, কিন্তু বার্ত্ততঃ আমরা পৃথিবীর প্রারম্ভ অবধি দেখিতেছি, ধর্ম্ম ঘোষকেরা সামাজিক উৎকর্ষসাধনকারী হইতে পারেন না। খৃষ্ট জুডিয়ার সর্ব্বসাধারণের সমীপে ধর্ম্ম ঘোষণা না করিয়া যদি রোমের পেট্রিসিয়দিগের আচার ব্যবহারের সংশোধন করিতে যাইতেন, তাহা হইলে উপহাস তাঁহার এক মাত্র পুরস্কার হইত।

শ্রীঃ—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায়	কলিকাতা
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক	১০
" " কালীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	বহরমপুর
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে ৭৪ আশ্বিন	১৩
" " প্রসন্নচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	কটক
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক	১৩
" " কিষুসিংহ রায়	রঙ্গপুর
১৮৬৬ ডিসেম্বর হইতে ৬৭ নবেম্বর	১৩
" " ব্রজনাথ রায়	মুজাপুর
১৮৬৬ ডিসেম্বর হইতে ৬৭ মে	৭
" " কালীকান্ত মুখোপাধ্যায়	রাজসাহী
	১৩
" " যদুনাথ দে	সিমুলিয়া
১৮৬৬ নবেম্বর হইতে ৬৭ অক্টোবর	১০
" " বিপিনবিহারী মিত্র	কলিকাতা
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র	৫॥০
" " বিপিনবিহারী ভাদুড়ি	কলিকাতা
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ বৈশাখ	৫॥০
" " ঈশানচন্দ্র রায়	উকীলাবাদ
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে কার্ত্তিক	১৩

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়াত চিটি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ্গ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৶০ আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৭৩। ১০ ই পৌষ। ১৮৬৬। ২৪ ডিসেম্বর

মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ... টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ...

UTTARPARA JOYKRISHNA PUBLIC LIBRARY

বিজ্ঞাপন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুদিগের টিকীট সকল হাবড়া হইতে প্রদত্ত হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সম্বোধনার্থ এতদ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, যাঁহারা বাষ্পীয় রথে রেল পথে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন, (পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে আগামী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেসন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমুদায় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্র বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভ্রমণ সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকীপুর।
বারাণসী।
চুণার।
মির্জ্জাপুর।
এলাহাবাদ।
কানপুর।
আগ্রা।
গাজিয়াবাদ এবং
দিল্লী।

উক্ত প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্রমণেচ্ছুদিগের ভাড়ার হার।

১ প্রথম শ্রেণী ১২০ টাকা।
২ দ্বিতীয় ঐ ৭০ ঐ

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলের যে ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, আরোহিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা ২০ টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, তবে তাঁহারা এই বিজ্ঞাপনের লিখিত নিয়ম অপেক্ষা অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট সকল ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য প্রধান ইষ্টেসনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া যাইবে।

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাবড়া ষ্টেসনের ডেপুটি ট্রাফিক মেনেজর সাহেবের নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত হইতে পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেন্সন।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

বিজ্ঞাপন।

সিমুলিয়ানসামার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসই তিহাস	১ টাকা
রোমই তিহাস	১ ঐ
মুগ্ধবোধসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৬০

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সং... মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকা... ও শাঁখারি টোলা মাখনওয়ালার গলি... শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ... পত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামা...

বিজ্ঞাপন।

কৃষ্ণনগরস্থ সি, এম, এস, ইংরাজী বাঙ্গালা স্কুলের দুটী শিক্ষকের পদশূন্য আছে। ত... ২ য় শ্রেণীর শিক্ষকের বেতন ২৫ টাকা ... তৃতীয় শিক্ষকের বেতন ২২ টাকা। কর্ম্মপ্রা... শীঘ্র আপন আপন সার্টিফিকেট সমেত আ... পত্র আমার নিকট প্রেরণ করিবেন।

কৃষ্ণনগরগোয়াড়ি, এফ. মেলি...
১৮৬৬। ৮ ই ডিসেম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

পাথরিয়া কয়লার কণ্ট্রাক্ট।

আগামী ১ লা জানুয়ারি অবধি ... মাস কালের নিমিত্ত এই কোম্পানির পাথ... কয়লার প্রয়োজন হইয়াছে। যাঁহারা তাহ... সরবরাহ করিতে পারেন, তাঁহারা এই ডিসে... মাসের ২৮ এ শুক্রবার দুই প্রহর পর্য্যন্ত নি... লিখিত ব্যক্তির নিকটে আবেদন করিবেন। ... জানাইলে টেণ্ডরের ফরম পাইতে পারিব...

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে
ডেলহাউসি স্কোয়ার
কলিকাতা
১৮৬৬। ১৭ ই ডিসেম্বর

সিসিল ষ্টিফেন্সন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১৬ ই জানুয়ারি বুধবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সম্প্রতি [illegible] টাকার বৃত্তি খালি আছে।

বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ

[illegible]।

বাঙ্গলার ইতিহাস।

[illegible] বিজ্ঞানের [illegible] মূল বিষয়ের [illegible]।

[illegible] পরীক্ষা, আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

এইচ. উড্রো।

১০ ই ডিসেম্বর। বাঙ্গলার মধ্য বিভাগের

১৮৬৬। [illegible] ইন্স্পেক্টর।

বিজ্ঞাপন।

নীলামের দ্বারা ভূমি সম্পত্তি এবং নীলকুঠি বিক্রয়।

১। [illegible] অন্তর্গত সমস্ত তালুক পত্তনি দরপত্তনি [illegible] এবং [illegible] কুঠি [illegible] এবং পাঁচটি জমী ও নীল কর্ম্ম চলিতে পারে [illegible] আট কুঠি ও ছোট দুই কুঠি ও [illegible] একটি উৎকৃষ্ট [illegible] সমুদয় [illegible] অথবা [illegible] প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে।

২। সন ১৮৬৭ সালের ১০ ই জানুয়ারি [illegible] একত্র সমস্ত [illegible] কুঠি [illegible] নীলাম [illegible] সমুদয় বিষয় বিক্রয় না হয় [illegible] ঐ [illegible] নীলাম হইবে।

৩। [illegible] কিম্বা তাহার [illegible] গ্রহণ [illegible]।

৪। [illegible] জানিতে পারিবেন।

[illegible]

[illegible] কোম্পানি [illegible]

[illegible]।

[illegible] নিয়ম।

[illegible] ডাকিবেন [illegible] বিক্রয় [illegible] ডাক ডাকিতে পারিবেন। বিক্রেতার অধ্যক্ষ প্রত্যেক ডাকের উপর যে পরিমাণ বৃদ্ধি ডাকিতে হইবে তাহা অবধারণ করিয়া দিবেন। যদি ডাক সম্বন্ধে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে ঐ বিরোধি ডাকের পূর্ব্বে যে ডাক হইয়াছিল সেই ডাক হইতে পুনরায় ডাক হইবে। কেহ কোন ডাক ডাকিয়া তাহা অপহ্নব কি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

২। যে মূল্যে ডাক [illegible] হয় [illegible] অংশের একাংশ [illegible] বন্ধ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বিক্রেতার অধ্যক্ষকে দিবেন এবং অবশিষ্ট সমুদয় টাকা নীলামের দিন অবধি দশ দিন মধ্যে পরিশোধ করিবেন। তাহা না করিলে নীলাম রদ এবং [illegible] যে টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বেবাক বিক্রেতার হইবে। এবং বিক্রেতা ঐ বস্তু আপসে বা প্রকাশ্য নীলামে পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় বিক্রয়ে প্রথম ডাক অপেক্ষা যে মূল্য কমি বা ক্ষতি হইবে ও যে কিছু খরচপত্র হয় তাহা সমুদয় প্রথম ডাকনিয়া পূরণ করিবেন। যদি দ্বিতীয় বিক্রয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা লাভ হয় তাহাও বিক্রেতা পাইবেন। বিক্রয়ের পরক্ষণেই খরিদার এই সমস্ত নিয়মে আবদ্ধ হইয়া একরার লিখিয়া দিবেন।

৩। যেহেতু বিক্রেতা [illegible] কোম্পানির [illegible] অধীতার নিকট সন ১৮৬৪ সালে সম্পত্তি খরিদ করবার সময় [illegible] তদন্ত [illegible] অতএব বুঝিতে হইবেক যে বিক্রেতা [illegible] হইয়াছে, উক্ত [illegible] সম্পত্তির [illegible] এবং মালিক হইয়াছেন, এতাবতা [illegible] সম্বন্ধে পূর্ব্বকার কোন [illegible] উত্থাপন করিতে [illegible]।

৪। [illegible] সম্পত্তির দস্তাবেজ [illegible] লিখিত [illegible] সমুদায় [illegible] মূল দলিলের [illegible] সকলের [illegible] খরচ [illegible] কাগজের মূল্য এবং খরিদদারের [illegible] রেজেষ্টারি খারিজ দাখিলের খরচ ইত্যাদি যে কিছু ব্যয় তাহা সমুদায় খরিদদার দিবেন।

৫। পত্তনি দরপত্তনি প্রভৃতি যাহাদিগের নিকট লওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মূল [illegible] স্বত্বের দলিল অনুসন্ধান ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত বস্তু বন্দোবস্ত করিয়া দিতে তাহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল এমত অনুভব করিতে হইবেক। এবং ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি মহাশয়ের দস্তাবেজ অনুসারে শেষ কিস্তির খাজানা পরিশোধের দাখিলা [illegible] বা ঐ খাজানা পরিশোধের অপর সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শিত হইলে তাহা ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি সংক্রান্ত তাবৎ শর্ত্তের ও নিয়মের সম্পন্ন হওয়া বলিয়া অথবা খারিজ হওয়ার সময় [illegible] সমস্ত ওজর মিটিয়াছে বলিয়া কিম্বা ঐ পত্তনি প্রভৃতি ও অন্যান্য দস্তাবেজ [illegible] সিদ্ধ এবং বলবৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

৬। বিক্রেতাদিগের অন্যান্য বিষয়ের সহিত এক যোগে যে বিষয় বিক্রয় হয় তাহার দস্তাবেজ বিক্রেতা আপন হস্তে [illegible] রাখিবেন। যে বস্তু সাধারণরূপে বিক্রয় করা যাইবেক তাঁহার দলিল বিক্রয়ের পরে যিনি অধিক মূল্যে খরিদ করিবেন, অথবা যিনি প্রধান খরিদদার হইবেন তাঁহাকে সমর্পণ করা যাইবেক এবং বিক্রেতা বা প্রধান ক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে দস্তাবেজ যাঁহার নিকট থাকিবেক তিনি অন্যান্য খরিদদারদিগের প্রার্থনা মতে তাঁহাদিগের নিকট [illegible] পত্র লইয়া মূল দস্তাবেজ দাখিল করা ও তাহার নকল দেওয়ার একরার লিখিয়া দিবেন।

৭। সন ১২৭০। ৭১। ৭২ সালের জমাওয়াশীল বাকি কাগজের লিখিত যে বকেয়া খাজনা বিক্রয়ের দিনে প্রজার নিকট পাওনা হয় তাহার দশ আনা রকম বিক্রয়ের দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে কিস্তিবন্দির সুরত খরিদদার বিক্রেতাকে দিবেন, এবং ঐ বাকী পরিশোধের তারিখ [illegible] যুক্ত বোধ স্বরূপ দলিল লিখিয়া দিবেন।

৮। বর্ত্তমান সালের যে খাজানা কস্তাকস্তের দিনে প্রজার নিকট পাওনা থাকে তাহার মধ্যে সরকারি শতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে মিনহাই বাদে বাকী সমুদায় টাকা নাগাইৎ ১২৭৩ সালের ৩০ এ চৈত্র অন্যাংশে কিস্তিবন্দী [illegible] খরিদদার বিক্রেতাকে দিবেন।

৯। খত্তি কর্জ্জা ও ডিক্রীর ও নীল দাদনি [illegible] বাবত যে সমস্ত টাকা প্রজা ও অন্যান্য লোকের নিকট পাওনা আছে তাহা বিক্রেতার ইচ্ছানুসারে কুঠির সহিত এক যোগে বা পৃথকরূপে বিক্রয় হইবেক।

সোমপ্রকাশ।

১০ ই পৌষ সোমবার।

মেইন সাহেবের আত্মপক্ষ সমর্থন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাকে যে সমস্ত দোষে দূষিত করা হয়, অসংখ্য নূতন নূতন ব্যবস্থা প্রণয়ন তন্মধ্যে একটী

প্রধান। অনেকে অনেক বার এই অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। অল্প দিন হইল, অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন হিন্দু ও মুসলমানদিগের উইল সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত করা উচিত কি না? এ বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের ও রাজকর্ম্মচারিগণের অভিপ্রায় জানিবার অভিলাষ করেন। মান্দ্রাজের প্রধানতম বিচারালয়ের অন্যতর বিচার পতি হলওয়ে সাহেব এ বিষয়ে মত দিয়া বলেন "এক্ষণে এদেশে যে প্রকার শীঘ্র শীঘ্র আইন হইতেছে, তাহাতে অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভ হইতেছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। যদি এই অবস্থা চলে, তাহা হইলে বিচার পতি ও ব্যবহারাজীবগণ কখন্ কোন্ আইন প্রচলিত হইল, তাহা জানিতে পারিবেন না, সর্ব্বসাধারণের ত কথাই নাই। যদি সাবধান হইয়া ব্যবস্থা প্রণয়ন করা না হয়, তাহা হইলে অনিষ্টেরই বৃদ্ধি হয় এবং যত অধিক ব্যবস্থা প্রণীত হয়, তত মকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে।" বিচারপতি হলওয়ে সাহেব যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণেরও এই মত। মেইন সাহেবের এদেশে আগমন অবধি বিস্তর নূতন আইন হইয়াছে, সংশোধনের ত কথাই নাই। প্রতি বৎসর গড়ে ৩০ টি আইনের ন্যূন হয় না। অদ্য যে আইন দৃষ্টি-পথে অবতীর্ণ হইতেছে, কল্য আর তাহার দর্শন পাওয়া ভার। তন্নিবন্ধন অনেকের মনে এ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে আইনে সুবিধা থাকে, তাহা রহিত হইবার পূর্ব্বে তাহার দ্বারা আপনার উপকার সাধন করিয়া লইবার জন্য অনেকে অনাবশ্যক মকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইতেছে। কর বৃদ্ধি ঘটিত মকদ্দমার এক প্রকার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কিন্তু ১০ আইনের শীঘ্র সংশোধন হইবে, এই জনরব শ্রবণ করিয়া অনেকে কর বৃদ্ধি ও নিরিখের অসংখ্য মকদ্দমা উপস্থিত করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন দিবসে মেইন সাহেব এই অপবাদের উত্তরদান কালে বলেন, চারি বৎসর হইল তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, ইহার মধ্যে দুটি মাত্র আইন হইয়াছে। এক এতদ্দেশীয় ধর্ম্ম ও দ্বিতীয় সমাজ সংক্রান্ত। এতদ্ভিন্ন তিনি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ব্যবস্থার তুল্যতা বিধানার্থ কয়েকটি আইন করিয়াছেন। তিনি এই প্রকারের আইনগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বলেন, ব্যবস্থাপক সভা অসংখ্য আইন করিতেছেন বলিয়া যে দোষারোপ করা হয়, তাহা সমূলক নহে। তিনি যে অবধি এদেশে আসিয়াছেন সেই অবধি অনেক আইন হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ আইন ইংলণ্ডস্থিত আইন কমিসন হইতে হয়। তিনি সেইগুলির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত মাত্র করিয়া বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, কমিসনের পাণ্ডুলেখ্যের তিনি এত পরিবর্ত্ত করিয়াছেন যে পূর্ব্ব উদ্দেশ্য অল্পমাত্র আইনেই লক্ষিত হইতেছে। তাঁহার সহিত আমরা স্বীকার করি, এক এক বিষয়ের আইন একত্র করিয়া সংগ্রহ করাতে অনেক উপকার হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধি সংগ্রহ দ্বারা ইহার উপযোগিতা সপ্রমাণ হইয়াছে। ঐরূপ যদি ভূমি সংক্রান্ত আইন সকল একত্রিত হয়, তাহা হইলে সবিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু মেইন সাহেব যত আইনের বিধিবদ্ধ হইবার বিষয়ে সাহায্য দান করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ সাধারণের হিতকর নহে। তবে বিশেষ আইন দ্বারা বিশেষ বিষয় অথবা সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষে যে কিছু সুবিধা হইয়াছে, এই মাত্র। মধ্যে মধ্যে নূতন আইন আবশ্যক বটে, কিন্তু অনাবশ্যক আইন অনিষ্টকর সন্দেহ নাই। মেইন সাহেব যাহা বলুন না কেন, ভারত-বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা গান্ধারীর ন্যায় লোকের অনিষ্টকর অসংখ্য আইন প্রসব করিতেছেন। কখন্ কোন্ আইন হয়, সকলে জানিতে পারেন না। বিচারপতি ও ব্যবহারাজীবগণও এইপ্রকার অনিশ্চিত অবস্থায় কালযাপন করেন। নগরে যেরূপ হউক, মফস্বলের অনেক বিচারপতি ও উকীল সকল নূতন আইন দেখিতেও পান না। এটী অনিষ্টকর কি না? অতিরিক্ত ঔষধ সেবন পীড়া হ্রাসের না হইয়া পীড়া বৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় সভা ও ভাবি দুর্ভিক্ষ।

অল্প দিন হইল, ভারতবর্ষীয় সভা ভবিষ্যৎ দুর্ভিক্ষ নিবারণের নানাবিধ উপায় প্রস্তাবকালে প্রসঙ্গ করিয়াছেন, বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর কত শস্য জন্মে, তাহা জানিবার জন্য একটী পৃথক বিভাগ ও পৃথক কর্ম্মচারী নিযোজিত করা কর্ত্তব্য। সভা বলেন বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ ঘটনার দ্বারা এই প্রমাণ হইয়াছে যে ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচারিগণ আপন আপন প্রদেশের শস্যের অবস্থা অবগত ছিলেন না। তাঁহাদিগের হস্তে এত কার্য্যের ভার যে এ বিষয়ে সম্যক্রূপে মনোযোগ দেওয়া তাঁহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। তাঁহারা যদি যথা সময়ে শস্য বিষয় বিষয়টী নিশ্চিতরূপে অবগত হইতেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে প্রতীকারার্থ প্রবর্ত্তিত করিতেন সন্দেহ নাই। এত লোকের মৃত্যু ও দেশের এত ক্ষতি হইত না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জল সেচনার্থ খাল খনন দ্বারা দুর্ভিক্ষ প্রকোপের অনেক শান্তি হইতে পারে বটে কিন্তু এককালে এতন্নিবারণ সম্ভাবনা নাই। মধ্যে মধ্যে এ আপদের বিলক্ষণ

আবির্ভাব সম্ভাবনা আছে। তবে শাসন প্রণালী মধ্যে যদি এরূপ কোন বন্দোবস্ত থাকে যে অনিষ্ট ঘটিবামাত্র তাহার প্রতীকার হইবে, তাহা হইলে ১৮৬৫।৬৬ অব্দে যে অনিষ্ট হইয়া গেল, এরূপ অনিষ্টের পুনর্দ্দর্শন সম্ভাবনা থাকিবে না। ভারতবর্ষ মাটীর দেশ, এদেশের অধিকাংশ লোকের কৃষিকার্য্য জীবনোপায়। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ ভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। এদেশে গবর্ণমেণ্টই প্রধান ভূম্যধিকারী। অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন প্রভৃতি দোষে শস্য না জন্মিলে গবর্ণমেণ্টকে জমীদারের ন্যায় হয় রাজস্ব ত্যাগ নতুবা তাহা অল্পে অল্পে সংগ্রহ করিতে হয়। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক এ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্যথাভাব সম্ভাবনা নাই। দুর্ভিক্ষ ঘটনা স্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ফলোপধায়ী হয় না। স্বাধীন বাণিজ্যের ত কথাই নাই। ফ্রান্সের ন্যায় সভ্যতম দেশেও যখন সর্ব্ব বিষয়েই প্রায় গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষা করিতে হয়, তখন এদেশীয়েরা অধিকাংশ বিষয়ে অজ্ঞ, গবর্ণমেণ্টের যে মুখাপেক্ষা করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ফলত, শস্য না জন্মিলে যখন গবর্ণমেণ্টকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তখন কোন্ বৎসর কি পরিমাণে শস্য জন্মে তাহা জানা অতি আবশ্যক। পূর্ব্বে উপায় করিয়া রাখিলে অধিকতর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু আপদ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতীকারার্থ ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, সুতরাং লোকের কষ্ট ও অসন্তোষের সহিত অনেক টাকা অপব্যয় হইয়া যায়।

কোন্ বৎসর কিরূপ শস্য জন্মে, তৎসমাচার সংগ্রহের ভার এক্ষণে কালেক্টরের উপরে সমর্পিত আছে। কিন্তু এই হতভাগ্য কর্ম্মচারির স্কন্ধে এত কার্য্য ভার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে যে তিনি যে নিয়মিতরূপে স্বকর্ত্তব্য বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ করিয়া উঠেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এরূপ অবস্থায় কালেক্টর যে রিপোর্ট দেন, তাহার সম্পূর্ণতা ও প্রত্যয়যোগ্যতার সম্ভাবনা অল্প। ভারতবর্ষীয় সভার প্রস্তাব এই:—বিভাগীয় কমিসনরের পদের এক ব্যক্তিকে "কৃষিকার্য্যের কমিসনর" উপাধি দিয়া নিয়োজিত করা উচিত। ইহাঁর অধীনে কয়েক জন কর্ম্মচারী থাকিবেন। তাঁহারা সর্ব্বদা মফস্বলের নানা স্থানে গিয়া শস্যের অবস্থা দর্শন ও তদ্বর্ণন করিয়া রিপোর্ট করিবেন। কমিসনর নিজে মধ্যে মধ্যে সকল স্থানে যাইবেন। যে হিসাব সংগৃহীত হইবে, তাহা সর্ব্বদা গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বসাধারণের গোচর করিলে দুর্ভিক্ষ ঘটনা ও তন্নিবন্ধন কষ্ট জন্মিবার অধিকতর সম্ভাবনা থাকিবে না।

ফ্রান্স, ইটালী, প্রুশীয়া প্রভৃতি দেশে কৃষি সংক্রান্ত এক এক জন পৃথক মন্ত্রী আছেন। কেবল ইংলণ্ডে এপ্রণালী নাই। কারণ তত্রত্য স্বাধীন শাসনপ্রণালীর গুণে শস্যের অবস্থা সর্ব্বদা সর্ব্বসাধারণের গোচর হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইংলণ্ড কৃষি প্রধান প্রদেশ নহে, অধিকাংশ শস্য বিদেশ হইতে আমদানী হয়। অতএব তথায় কৃষিকার্য্যের স্বতন্ত্র মন্ত্রি নিয়োগের প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের অবস্থা বিবেচনা করিলে এ প্রকার কর্ম্মচারির নিয়োগ একান্ত আবশ্যক বলিয়া প্রতীয়মান হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইলাম, আমরা এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিতে পারিলাম না। কৃষিসংক্রান্ত মন্ত্রিনিয়োগ দ্বারা বিশিষ্ট ইষ্টলাভের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, প্রত্যুত কতকগুলি কর্ম্মচারির বেতনে বৃথা অর্থ নষ্ট হইবে। রেবিনিউ বোর্ডের উপর ত এই ভার ছিল, কিন্তু ঐ বোর্ড হইতে এবার কি উপকার দর্শিল? ভারতবর্ষীয় সভা যে কর্ম্মচারি নিয়োগের প্রস্তাব করিতেছেন, তিনি যে রেবিনিউ বোর্ডের ন্যায় হইবেন না, তাহার প্রমাণ কি? ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান প্রদেশ বটে, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় এখানে কৃষি সংক্রান্ত মন্ত্রিনিয়োগের প্রয়োজন নাই। এখানে বর্ষা নিয়মিতরূপে হইয়া থাকে তাহার ব্যতিক্রম হইলে অগ্রে জানিতে পারা যায়। চতুর্দ্দিক হইতে তৎসংক্রান্ত কোলাহল উত্থিত হয়। সমাচারপত্র সম্পাদক ও তাঁহাদিগের পত্রপ্রেরকেরা আশঙ্কিত বিপদের বিষয় গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতে পরাঙ্মুখ হন না। প্রধান পুরুষেরা যদি প্রজাবৎসল ও প্রজার কল্যাণকামুক হন, তাঁহারা আশঙ্কিত বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কখন উদাসীনভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন না, তাঁহারা ব্যগ্রচিত্তে তাহার অনুসন্ধান ও তৎপ্রতীকারের উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হন সন্দেহ নাই। যে স্থলে প্রধান পুরুষেরা বিপরীত স্বভাব সম্পন্ন হন, সেই স্থলেই কেবল ব্যতিক্রম ঘটে। গত দুর্ভিক্ষে অবিকল এই ঘটনা হইয়া গিয়াছে। দেশের লোকে আশঙ্কিত দুর্ভিক্ষের বিষয় রাজপুরুষদিগের শ্রবণগোচর করিতে বিমুখ হন নাই। কেবল প্রধান পুরুষদিগের উপেক্ষা দোষেই অকারণ প্রাণিহত্যা হইল। তাঁহারা যদি সময়ে প্রতিবিধান করিতেন, কখনই গত অনর্থ ঘটিত না, ইহা স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাঁহাদিগের হৃদয়ে যদি সংশয় জন্মিয়াছিল, তাঁহারা কমিসনর নিয়োগ করিয়া সময়ে তাহার অপনোদন করিলেন না কেন? অতএব আমাদিগের বিবেচনায় এই হয়, স্থায়িরূপ

কমিসনর নিয়োগ না করিয়া এই নিয়ম করা উচিত যখন কোন আপদের আশঙ্কা হইবে সর্ব্বসাধারণে তাহার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবে, রাজপুরুষেরা অবিলম্বে কমিসনর নিয়োগ করিয়া তাহার স্বরূপ নিরূপণ করিবেন। কৃষি সংক্রান্ত স্থায়ি কমিসনর নিয়োগ বিষয়ে অপর আপত্তি এই, এক কমিসনর দ্বারা যাবতীং প্রেসিডেন্সির কার্য্য সম্পাদন সম্ভাবনা নাই, ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে ভিন্ন ভিন্ন কমিসনর নিয়োগ করিতে হইলে অকারণ ব্যয় বাহুল্য হইবে। দৈবী আপদ ঘটনা সচরাচর হয় না। যখন যে আপদ ঘটনার আশঙ্কা হয়, তাহার উম্মুখেই তন্নিবারণ চেষ্টার উপায়বিধান করাই কর্ত্তব্য।৮

—ঃ০ঃ—

সাহায্যকৃত বিদ্যালয়।

অধিকাংশ সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে যথোচিত তত্ত্বাবধান হয় না, কোন বিষয়েরই প্রায় সুশৃঙ্খলা নাই, শিক্ষকেরা নিয়মিতরূপে বেতন পান না, পড়া শুনাও ইহার অনুরূপ হয়। অবসর উপস্থিত হইলেই আমরা এই আক্ষেপ করিয়া থাকি। এরূপ কতকগুলি ডেপুটী ইনস্পেক্টর আছেন, দেশের উন্নতিসাধন তাঁহাদিগের অভিপ্রেত নয়, স্বার্থসাধনই উদ্দেশ্য। তাঁহারা আমাদিগের এই আক্ষেপবাক্য অমূলক অথবা বিদ্বেষমূলক বলিয়া ইনস্পেক্টরদিগকে বুঝাইয়া দেন। সুতরাং আমাদিগের বাক্য ফলোপধায়ী হয় না। কিন্তু যাঁহারা সদাশয় স্বদেশের উন্নতি দর্শনোৎসুক, তাঁহারা কখন প্রতারণাপরতন্ত্র হইয়া ইনস্পেক্টরদিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টি ক্ষেপ করেন না। তাঁহারা সরল হৃদয়ে সকল বিষয়ের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। তাঁহারাই যথার্থ যোগ্য লোক। দোষের উল্লেখ না করিলে তাহার সংশোধন ও তন্মূলক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কি? প্রকৃত রোগ গোপন করিয়া রাখিলে চিকিৎসক কি কখন তাহার প্রতীকারে সমর্থ হন? বিক্রমপুর বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টর যথার্থ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের উল্লিখিত দোষগুলি সংশোধিত হয়, এ বিষয়ে তাঁহার একান্ত যত্ন জন্মিয়াছে। ২ রা পৌষের ঢাকাপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে “ এই অনিষ্ট নিবারণার্থ বৈকুণ্ঠ বাবু (বিক্রমপুরের ডেপুটি ইনস্পেক্টর) প্রস্তাব করেন, কর্ত্তৃপক্ষ এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিউন, সাহায্যকৃত স্কুলের সম্পাদকগণকে প্রতি মাসের ২০ এ তারিখের পূর্ব্বে সেই মাসের ছাত্রবেতন, জরিমানা ও স্থানীয় চাঁদা আদায় করিয়া ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের নিকটে অর্পণ করিতে হইবে। ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা তাহা নিকটবর্ত্তী কালেক্টরিতে জমা করিয়া রাখিবেন। কালেক্টর ঐ টাকা পাইয়া একখানি রসিদ দিবেন। মাসান্তে সেই রসিদ প্রদর্শন পূর্ব্বক কালেক্টরি হইতে উক্ত টাকা গ্রহণ করিয়া এবং গবর্ণমেন্টের নিয়মিত সাহায্যের টাকা লইয়া শিক্ষকদিগকে নিয়মিতরূপে বেতন প্রদান করিলেই উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে। সম্পাদকদিগের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ ও তাহা কালেক্টরিতে জমা করিয়া দেওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা কয়েক দিন জেলায় থাকিলেই বিনা গোলযোগে এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। বৈকুণ্ঠ বাবু বলেন, এই নিয়ম সুদৃঢ়রূপে প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক সাহায্যকৃত বিদ্যালয় উঠিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা অপ্রার্থনীয় নয়। বিশৃঙ্খলাপূর্ণ বহুসংখ্যক বিদ্যালয় অপেক্ষা সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন দুই চারিটী স্কুল থাকাও তাঁহার মতে সন্তোষজনক।”

বৈকুণ্ঠ বাবু রোগ নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে ঔষধের ব্যবস্
করিতেছেন, সেটী প্রকৃত ঔষধ নহে।
তাঁহার প্রস্তাবে পশ্চাল্লিখিত কয়
আপত্তি আছে। প্রথম, পল্লীগ্রামে
মাসের ২০ এর মধ্যে যাবতীয় ছাত্রদি
বেতন ও চাঁদা সংগ্রহ হওয়া বড় কঠি
ব্যাপার। আমাদিগের হস্তে একটি
স্কুলের অধ্যক্ষতাভার আছে
আমরা বহু প্রয়াস পাইয়াও এ বিষয়ে
কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। এ
করিবারও প্রয়োজন নাই। মাস গত
হইলে পর মাসের ১ লা বা ২ রা শিক্ষ
দিগের বেতন দেওয়া আবশ্যক। অত
এব মাসের শেষ দিবসের মধ্যেই টাক
আদায় হইলেই হইল। দ্বিতীয়, ডেপুটি
ইনস্পেক্টরেরা সংগৃহীত টাকা লইয়
কালেক্টরিতে জমা দিবেন, প্রস্তাব কর
হইয়াছে। ইহাতে ডেপুটী ইনস্পেক্টরদি
গের সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে। এ
ডেপুটী ইনস্পেক্টরের তত্ত্বাবধানে
অধীনে অধিকসংখ্য বিদ্যালয় আছে
তাঁহা হইতে এ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া উ
বার সম্ভাবনা নাই। আমরা সচরাচ
দেখিতে পাই, অনেক ডেপুটী ইনস্পেক্ট
আপনাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে
না, তাঁহারা যে এই অতিরিক্ত কার্
সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিবেন, সে আশ
নাই। হয় ত কোন কোন স্থলে সম্পা
দকের সহিত ডেপুটি ইনস্পেক্টরের মুষ্টা
মুষ্টি বাঁধিয়া যাইবে। তৃতীয়, কালেক্ট
রিতে টাকা জমা দিবার কথা আছে
একে কালেক্টরিদিগের মস্তকে এত কার্য
ভার নিক্ষেপ করা হইয়াছে যে তাঁহার
মস্তক উন্নত করিতে পারেন না, তাহা
উপরে তাঁহারা যে সহজে এ কার্য্য ভা
গ্রহণ করিবেন, এমন বোধ হয় না। বহু
সংখ্য বিদ্যালয়ের টাকা জমা লওয়া
তাহা প্রত্যর্পণ করা কাজটী বড় লঘু
ভার নহে। এরূপ করিবার আবশ্যক

তাও দেখা যাইতেছে না। ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগকেই যদি কালেক্টরিতে টাকা জমা দিতে হয়, তাঁহারা কেন মাসের শেষে এককালে শিক্ষকদিগকে সেই টাকা দিয়া আসুন না। কার্য্যনাশের সম্ভাবিলে কার্য্য গৌরব স্বীকার দোষের নিমিত্ত হয়। চতুর্থ, ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা যদি বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করেন, সর চারলস উডের (লার্ড হালিফাক্সের) যে চিঠি প্রমাণ করিয়া এদেশে সাহায্যদান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য বিফল হইয়া যাইবে। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কার্য্যে সম্পাদকদিগের স্বাধীনতা প্রদানই ঐ চিঠির মুখ্য উদ্দেশ্য। ঐ স্বাধীনতা [illegible] সাহায্যদান প্রণালীর উৎকর্ষ লাভ সম্ভাবনা নাই। যে যে বিদ্যালয়ে কর্ম্মঠ সম্পাদক আছেন, তাঁহারা যে ডেপুটি ইনস্পেক্টরদিগের মধ্যবর্ত্তিতার অনুমোদন করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।

বৈকুণ্ঠ বাবু যে অনিষ্ট নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন, তাহার উপায় অতি সহজ। ডেপুটি ইনস্পেক্টরেরা যথাবিধি স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করুন। তাঁহারা কাল নিরূপণ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে আপনা দিগের তত্ত্বাবধানের অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলি দর্শন করিবেন। যে বিদ্যালয়ের পড়া শুনা ভাল হইতেছে না, কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাহার রিপোর্ট করিবেন। ইনস্পেক্টরেরা সেই রিপোর্ট পাইয়া সম্পাদকদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন। তাহাতে যদি তাঁহারা সাবধান না হন, সাহায্যদান বন্ধ করা হইবে। এরূপ করিলে যে বিদ্যালয়ে যে যে বিশৃঙ্খলা আছে, সহজে সমুদায় সংশোধিত হইয়া আসিবে। কাজে কাজেই সম্পাদকদিগকে নিয়মিতরূপে শিক্ষকদিগের বেতন দিতে হইবে, না দিলে কখনই পড়া শুনা ভাল হইবে না।

—:০:—

বাঙ্গলাভাষা।

আমরা অনেক সময়ে কার্য্যের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে সমর্থ না হইয়া অকারণকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। যাঁহারা বলেন, বাঙ্গলা ভাষা অকিঞ্চিৎকর, ইহার এরূপ সংস্থান নয় যে যেরূপ ইচ্ছা হইবে, ইহাতে সেইরূপ ভাব ব্যক্ত করা যাইবে, ওজস্বি বর্ণনাও ইহাতে হয় না। বিদেশীয়েরা যে এদোষের আরোপ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তাঁহারা ইহার স্বরূপ ও তত্ত্বজ্ঞ নহেন। কিন্তু যাঁহারা শৈশবাবধি এই ভাষা কহিতেছেন, তাঁহারা যে দোষারোপ করেন, তাহাই যথার্থ বিস্ময়ের বিষয়। আমরা যে বাঙ্গলা ভাষাকে ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন দেখিতে পাইতেছি না, সেটী ভাষার দোষ নয়, সেটী আমাদিগের নিজের দোষ। আমাদিগের মধ্যে আজিও অধিক সংখ্য বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান্ লোক জন্মেন নাই। সুতরাং ভাষার দুরবস্থা রহিয়াছে। যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, প্রতীয়মান হইবে, ভাষার উন্নতি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধির পরিণাম বিশেষ। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের মনে যত নূতন নূতন ভাবের উদয় হয়, তত তাঁহারা বাক্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা পান, ভাষারও ক্রমে উন্নতি হইতে থাকে। এক জন কবি লিখিয়াছেন,

বর্ণৈঃ কতিপয়ৈরেব
গ্রথিতস্য স্বরৈরিব।
অনন্তা বাঙ্ময়স্যাহো
গেয়স্যেব বিচিত্রতা॥

কয়েকটী মাত্র স্বর দ্বারা রচিত সংগীত শাস্ত্র যেমন [illegible] হয়, কতিপয় অক্ষর দ্বারা গ্রথিত বাঙ্ময় শাস্ত্রেরও তেমনি অনন্ত বৈচিত্র্য হইয়া থাকে।

এ বৈচিত্র্যের কারণ কি? বুদ্ধিমান্দিগের বুদ্ধি বৈচিত্র্য সেই কারণ। যে দেশে যে পরিমাণে বিচিত্র বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেশে সেই পরিমাণে ভাষারও বিচিত্রতা হইয়াছে। এই কারণেই কুলি ও সাঁওতাল প্রভৃতির ভাষার বৈচিত্র্য নয়নগোচর হয় না।

বাঙ্গলা ভাষা যে আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ রচনার উপযোগী নয়, এ বাক্য প্রামাণিক নহে। ইহার সংস্থান ও উৎপত্তি স্থান বিবেচনা করিলে আমাদিগের বাক্য সপ্রমাণ হইবে। সংস্কৃত ভাষা ইহার প্রসূতি। তাহাতে রৌদ্র বীর ভয়ানকাদি নয় প্রকার রস আছে। ভিন্ন ভিন্ন রসের ভিন্ন ভিন্ন রচনা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রস ভেদে গুণ ও রীতি ভেদও নিরূপিত হইয়াছে। যে প্রসূতির এত গুণ, তাহার সন্তান যে তাহাতে বঞ্চিত হইবে, ইহা সম্ভাবিত নয়। বিশেষতঃ আমরা বাঙ্গলা ভাষার একটী বিশেষ গুণ দেখিতে পাই, ইহাতে অন্য অন্য ভাষা সন্নিবেশিত করিলে ইহা শ্রুতি কটু হয় না। যদি এরূপ হইল, আমাদিগের মধ্যে যত বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাবান্ লোক জন্ম গ্রহণ করিবেন, যত তাঁহাদিগের মনে নূতন নূতন ভাবের উদয় ও তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা জন্মিবে, ততই ভাষার উন্নতি হইতে থাকিবে। দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষার কি অবস্থা ছিল, এখনই বা কি হইয়াছে। যদি ইহা হেতু করিয়া বাঙ্গলা ভাষার ভাবী উন্নতি অনুমান করা যায়, ইহা যে ক্রমে অন্যতর উৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইবে, তদ্বিষয়ে

সর জন লরেন্সের পক্ষ সমর্থন।

আগরার দরবার উপলক্ষে তাজ মহলের ভোজের বিষয়ে আমরা যে কথা কহিয়াছিলাম, ২০এ ডিসেম্বরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াতে তাহার প্রতিবাদ দৃষ্ট হইল। ফ্রেণ্ড বলেন, গবর্ণর জেনরলের আজ্ঞানুসারে ভোজ হয় নাই, তিনি নিজে ভোজে ছিলেন না, এবং কবরে না হইয়া তাজমহলের সংলগ্ন এক পৃথক গৃহে হয়। এ ভোজ গবর্ণর জেনরল দেন নাই, মহারাজ সিন্ধিয়া দিয়াছিলেন। অতএব আমরা যে আক্ষেপ করিয়াছিলাম, তাহার কোন কারণ নাই। সর জন লরেন্সের জ্ঞাতসারে যদি এই সমর্থন করা হইয়া থাকে, ইহা যে আমাদিগের কি পর্য্যন্ত আহ্লাদের হইয়াছে, আমরা বলিতে পারি না। আমাদিগের প্রধান রাজপুরুষেরা যাহাতে প্রজার মনে কোন ক্রমে কোন প্রকার শঙ্কা ও বিরাগ না জন্মে, এরূপ কাজ করেন, ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়। তাহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম সম্ভাবনা দেখিলেই আমরা সতর্ক করিয়া থাকি। যাহা হউক, আমাদিগের বক্তব্য এই, সর জন লরেন্স এদেশে বৃদ্ধ হইয়াছেন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়াও বৃদ্ধ সংবাদপত্র, তথাপি তাঁহারা আজিও এদেশীয়দিগকে বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় মুসলমানদিগকে চিনিতে পারিলেন না। ভোজটী যে গৃহে হয়, পূর্ব্বে সেখানে নুরমহলের স্মরণার্থ দরিদ্রদিগকে অন্ন দান করা হইত। মুসলমানেরা সচরাচর সেই গৃহটীকে তাজমহলের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সূক্ষ্ম তর্ক করিলে এস্থলে ভোজ দানে যদি দোষ না হয়, কিন্তু সাধারণ লোকে সামান্যতঃ দোষ জ্ঞান করিয়া থাকেন। কোন গির্জ্জার উঠানে কেহ দরগা করিলে খৃষ্টিয়ানেরা কি বলেন? গবর্ণর জেনরল ভোজে উপস্থিত ছিলেন না, ফ্রেণ্ড যখন এ কথা কহিতেছেন, তখন এ বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করা আমাদিগের উচিত হয় না। কিন্তু আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই, তাজমহল আগরার মিউনিসিপালিটির সম্পত্তি কি না? এবং রাজা তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া ভোজ দেন কি না? যে বিষয় যে নিমিত্ত হয় নাই, তাহাতে সে বিষয়ের অনুমতি দিলে দোষী হইতে হয় কি না? উত্তরকালে এরূপ দোষের কাজ না হয়, গবর্ণর জেনরল এরূপ কোন কথা কহিয়াছিলেন কি না? যে মিউনিসিপালিটি যে এতদ্দেশীয়দিগের টাকায় তাজমহল আলোকমণ্ডিত করেন, তাঁহারা সেই এদেশীয়দিগকে তন্মধ্যে প্রবেশের নিষেধ করিয়াছিলেন কি না? গবর্ণর জেনরলের সম্মুখে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে কি না? এরূপ স্থলে আমাদিগের আক্ষেপ বাক্য অমূলক ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে কি না? "শূকরের মাংস ভক্ষণ" বাক্যটী অত্যুক্ত বলা হইয়াছে, "কিন্তু হোটেলের অধ্যক্ষ কেলনার সাহেবের বিল দর্শন না করিয়া এ বিষয়ে কিছু বলা উচিত হয় না।" এদেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সাধারণের অসন্তোষ বৃদ্ধি করিতেছেন, এই অপবাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া মৌনাবলম্বনই এ বিষয়ের প্রকৃত উত্তর। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলেই প্রায় এই কথা বলা হইয়া থাকে।

আগরার দরবার যে উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহা সফল হইয়াছে কি না? সে বিষয়ের আর আমাদিগের আন্দোলন করিবার ইচ্ছা নাই। তবে কয়েক জন ইউরোপীয়ের সন্তোষ সাধনরূপ উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ইচ্ছা করিলে রাজা সত্যশরণ ঘোষাল অথবা তৎসদৃশ ব্যক্তিকে ...
দিতে পারেন, কিন্তু আমরা স্পষ্টাক্ষ...
কহিতে পারি, জুতা ত্যাগ করিয়া ...
বারে যাওয়া এদেশীয়দিগের অভি...
নহে, তাহাতে ইহাঁরা অপমান ...
করিয়া থাকেন। রেসিডেণ্ট নিজাম...
এই সম্মান প্রদর্শন করেন বলিয়া ফ্রে...
তখন কেন তত রাগ প্রকাশ করিয়া...
লেন? এ বিষয়ে ইউরোপীয় ও এদেশী...
উভয়ের পক্ষে একবিধ ব্যবস্থা কি বি...
নয়? এদেশীয়দিগের উপবেশনের রী...
স্বতন্ত্র এই হেতু ইহাঁরা উপবেশন কা...
উপানৎ পরিত্যাগ করিয়া বসেন, তা...
তেই ইউরোপীয়েরা মনে করেন, উপা...
নৎ পরিত্যাগ করা এদেশীয়দিগে...
রীতি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

—:o:—

আমরা ভাজনঘাট হইতে নিম্নলি...
খিত সমাচারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। মহাশয়। একটী সুখের সমাচার প্র...
করিতেছি। যে যে অত্যাচার নিবারণে ...
হইয়া মহাত্মা লঙ সাহেব তিনমাস কারাবে...
যন্ত্রণা ও সহস্র মুদ্রা দণ্ড সহ্য করিয়াছেন, ...
অত্যাচার নিবারণে হস্তক্ষেপ করিয়া লেপ্টে...
গবর্ণর গ্রাণ্ট সাহেব অবিনশ্বর অপযশ্যাপক কী...
ও প্রজাদিগের আন্তরিক ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া ...
এবং যে অত্যাচার দ্বারা নদীয়া যশোহর প্রভৃ...
জেলার নিরাশ্রয় নিঃস্ব প্রজারা অসহ্য ক...
ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহার মূলী...
নীলবপনক্রিয়া এবৎসর বন্ধ হইবার ...
হইয়াছে। শুনিতে পাইতেছি যে, বেঙ্গল ...
গো কোম্পানি তাঁহাদিগের নদীয়া জেলার নী...
কুঠি সকল বিক্রয় করিবার চেষ্টায় আছে...
সেই জন্য তাঁহারা নীলকুঠির সমুদয় কর্ম্মচারি...
গণকে বিদায় দিয়াছেন। এক্ষণে প্রজাদি...
সৌভাগ্যক্রমে কোন ভদ্রলোকে উক্ত গ্রহণ ...
লেই সর্ব্বাংশে মঙ্গল। নতুবা প্রজাদিগের ...
আনন্দ বিষাদরূপে পরিণত হইবে। আশ্চ...
বিষয় এই যে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের উচ্চ...
কর্ম্মচারীরা এই অত্যাচারের কথা বিশ্বাস ক...
না। তাঁহারা ভাবেন যে ভদ্রলোক কখন এত...
পাপাচরণ করিতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদি...

কবার অনুধাবন করা উচিত যে, “ পরান্তীকে ... ভুক্ত বাস করে না ?” ?

২। অতএব আমাদের সবিনয় নিবেদন ...রিতেছি যে এপ্রদেশে আশু ও হৈমন্তিক ধান্য ...পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকে বিবেচনা ...র্ত্তমান অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে উহাও ... উৎকৃষ্ট ... হইবে তাহাতে সন্দেহ ...ই। চাউলের পরিমাণ উৎপন্নানুসারে ১৮ টাকা ...তে ৩।০ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রীত হইতেছে ...ত্তপূর্ব্বে ইহার দর ১।৫০ হইতে ৪ টাকা পর্য্যন্ত ...ন।

৩। এই গ্রামের ৬ ক্রোশ উত্তরবর্ত্তি জয়রামপুর ...বাসী ব্যক্তিগণ রেলওয়ে কোম্পানির ...কটে আবেদন করিয়া স্বগ্রামে একটী ষ্টেশন ...লিয়াছেন। এরূপ জনশ্রুতি যে, রেলওয়ে ...ম্পানি তাহাদিগকে বলিয়াছেন যে, উক্ত ...শন দিয়া প্রতিমাসে অনূন্য পঞ্চাশৎ ব্যক্তি ...মনাগমন করিলে উহা চিরস্থায়ী হইবে। এই ...না একণে জয়রামপুর ষ্টেশন বিবেচনাধীন ...ছে।

৪। বেঙ্গল পুলিসের দশা সর্ব্বস্থানেই ...মান। নানাস্থানে পরিভ্রমণের দ্বারা আমার ... প্রতীতি জন্মিয়াছে, যে, ইহা দ্বারা কার্য্যোদ্ধার ...ত্রূপ উপযুক্ত নহে। যেখানেই গমন করি, সেই ...নেই ইহার অযোগ্যতার পরিচয় প্রাপ্ত হই। ...মি সম্প্রতি তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছি। ...স্থানের চোরের ভয়ানক দৌরাত্ম্য দেখিতে পাইতেছি। ইহার মধ্যে ... হইয়াছে এবং শুনিতে পাওয়া যায় যে, ... ই তস্করেরা স্বকার্য্যসাধনের জন্য ... বিধি করিতেছে। পূর্ব্বে যখন চর্ ... হাহাকার রব উঠিয়াছিল, তৎকালে ... বশ্যই নহে কিন্তু অদ্যাপি যে এখানে ইহার ... ভয়ানক প্রাদুর্ভাব রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য ... বলিতে হইবে। সবিশেষ দুঃখের বিষয় এই ...ন, চোরগণ গৃহস্থিত সর্ব্বস্ব লইয়াও তুষ্ট নহে, ...রাশ্রয় বিরস নিরীহ প্রজাদিগের ... , পর্য্যন্ত অপহরণ করিতে আরম্ভ ...য়াছে। কিন্তু পুলিস তাহার কিছুই করিতে ...রিতেছেন না। গ্রাম অঞ্চলের ন্যায় এখানেও ...সারকার্থ গোলে চৌকীদার নিযুক্ত করিলে ...াধ হয়, এই দৌরাত্ম্য নিবারণ হইতে পারে ...ায় যদি কৃষকদিগের পোষ্টফিস ... রাখিতে ...র, তাহা হইলে তাহারা গৃহের চৌকীদারী ... ...য় ন্যায় মাঠের চৌকীদারের বেতন দিতেও ...ক্ষত হয় না। এবিষয়ের জন্য পুলিস ডিপার্ট- ...গণ যত্ন করিলেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

৫। পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে কোম্পানি তাঁহাদিগের প্রধান প্রধান ষ্টেশন সকলে স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের অত্যাবশ্যকে ক্রিয়া করিবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা সুখকর সংবাদ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের কর্ম্মচারীদিগকে আরোহীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া উহা অপেক্ষাও প্রয়োজনীয়।

৬। ডাকের কপালে যথার্থ আগুন লাগিয়াছে। ইহার বার্ত্তা কি কখনই সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহ হইবে না ? সে দিন শুনিলাম যে প্রবেশিকা পরীক্ষার ঢাকাগামী প্রশ্ন ডাকে চুরি গিয়াছে। তাহার জন্যই নানা অনুসন্ধান ও নানা গোলযোগ হইতেছে। আবার অদ্য শুনিলাম যে, নর্ম্মালবিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন হুগলির ডাকঘরে আসিয়া পড়িয়াছিল, পরীক্ষার দিবস বেলা দশটার সময় পরীক্ষার্থীদিগকে পরীক্ষার আসনে উপবেশন করাইয়া ডাকঘর হইতে প্রশ্ন আনয়ন পূর্ব্বক হুগলিনর্ম্মালের পরীক্ষা কার্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা উল্লেখকরা আবশ্যক যে, পরীক্ষাদিনের ৮।৯ দিন পূর্ব্বে উহা কলিকাতা হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আবার অদ্য শুনিতেছি যে, ঢাকা নর্ম্মালস্কুলের জন্য যে সকল প্রশ্ন ডাকযোগে দ্বারা তথায় প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার সমুদয় তথায় পোঁছে নাই। তাহাতে উক্ত নর্ম্মালের প্রধান শিক্ষক পরীক্ষার নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারী প্রশ্ন না পাওয়াতে ... তজ্জন্য কলিকাতায় টেলিগ্রাফে সংবাদ পাঠাইয়াছেন। এই দেশে যে বিষয়ের পরীক্ষা হইবার কথা ছিল, তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া অন্য একটী বিষয়ের দ্বারা তাঁহাদিগের কার্য্য শেষ করা হইয়াছে। মহাশয়! কেবল যে প্রশ্ন সম্বন্ধেই এরূপ গোলযোগ এরূপ নহে; উহার সকল বিভাগেই এইরূপ বিশৃঙ্খলা আছে। তবে প্রশ্ন কেবলে লোকের বিশেষ যত্ন ও তাহার গোলযোগ হওয়াতে লোকের সবিশেষ কার্য্য ক্ষতি হওয়া উহা সর্ব্বসাধারণের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছে। সুখের বিষয় এই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নাপহারক কলিকাতা পোষ্ট আফিস হইতে ধৃত হইয়া পুলিসে নীত হইয়াছে। ইতি।

কাশীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

২৬ এ নবেম্বর গবর্ণর জেনরল বাহাদুর এখানে আগমন করিয়া নন্দেশ্বরে আমাদিগের মহারাজের মহলে এক রাত্রি বাস করেন। মহারাজ রেলওয়ে হইতে মহাসমারোহ পূর্ব্বক গবর্ণর সাহেবকে আহ্বান করিয়া লইয়া আইসেন। বিজয়ার মহারাজ এখানে আসিয়া গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

২। ভুপালেরপ্রসিদ্ধ বেগম শীঘ্র এখানে আগমন করিবেন। শুনিতেছি বেগম সাহেব এখানকার প্রসিদ্ধ স্থান ও মন্দির সকল দর্শন করিবেন। বেগমের সহিত একজন ইংরেজ আফিসর থাকিবেন।

৩। সম্প্রতি পোষ্ট আফিসের ডাইরেক্টর জেনেরল সাহেব এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি এখানকার ডাকঘরের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। বাস্তবিক পূর্ব্বাপেক্ষা কাশীর ডাকঘরের অনেক উন্নতি হইয়াছে। পূর্ব্বে আমরা ৫।৬ টার আগে কখন চিঠি পত্রাদি পাইতাম না, কিন্তু এখন প্রায় ১০ টার পূর্ব্বেই পত্রাদি প্রাপ্ত হই। নবকুমার বাবুকে আনন্দিত আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

৪। কাশীর অন্তঃপাতি সরাইটাকী নামক গ্রামের একটা কূপে এপ্রদেশে একটী মৃত স্ত্রীর শব পাওয়া যায়। ঐ শবে অনেকগুলি আঘাত চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় এবং স্পষ্ট বোধ হয় যে ঐ স্ত্রীকে কেহ বধ করিয়াছে। কিন্তু সে সময়ে পুলিস হত্যাকারির কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি একজন গোএন্দা দ্বারা হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গিয়াছে যে ঐ মৃতা স্ত্রী গঙ্গাপুর নামক গ্রামের একজন চামারের স্ত্রী। বিদেশে চাকরী হওয়াতে ঐ চামার আপনার স্ত্রীকে একজন বন্ধুর বাটীতে রাখিয়া সেই স্থানে যাইতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু ঐ স্ত্রী ইহাতে সম্মত না হওয়ায় স্বীয় স্বামীর সমভিব্যাহারে যাইতে উদ্যত হয়। দুষ্ট চামার ইহাতে ঝগড়া উপস্থিত করিয়া ঐ হতভাগা স্ত্রীকে এরূপ কঠিন প্রহার করে যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিয়োগ হয়। নিষ্ঠুর তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া ঐ মৃতস্ত্রীকে রাত্রিযোগে নিজবাটী হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে সরাইটাকীর একটা কূপে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করে। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ইহাকে সেশনে সমর্পণ করিয়াছেন। বিচারে যাহা হয় পরে লিখিব।

৫। সম্প্রতি একজন চোর রাত্রি প্রায় ৩ টার সময়ে আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাঙ্গালাতে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজকর্ম্মে নিযুক্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিসেসবিবি জাগরিত হইয়া চাপরাসিদিগকে ডাকিবামাত্র চাপরাসিরা তৎক্ষণাৎ চোরকে ধৃত করে। মহাশয়! দেখুন এখানকার চোরের কেমন সাহস। বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে এই, আমরা আর কিসে লাগি।

৬। বারাণসী কালেজ হইতে এবার ৩ টী ছাত্র বি. এ. পরীক্ষা দিতে গিয়াছেন। ইঁহারা তিন জনই অত্যন্ত পরিশ্রমী। বোধ করি ইঁহারা অনায়াসে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইবেন।

মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এখানকার স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত আর, এস, মার্টিন সাহেব মহোদয় এখানে পৌঁছিয়াছেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া বোধ হইতেছে, ইনি অভিজ্ঞ ও শিক্ষা বিভাগের উপযুক্ত লোক।

২। এখানকার ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস মৈত্র পীড়িত হইয়া তিন মাসের অবকাশ লইয়া বাটী গমন করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বসুখ চট্টোপাধ্যায় (ইনি ইনস্পেক্টর আফিসের হেডক্লার্ক) মহাশয় তাঁহার পদে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি অভিজ্ঞ, বহুদর্শী ও নম্রস্বভাবের লোক।

৩। সব্ আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু দিনবন্ধু দত্ত মহাশয় অতিশয় প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন। ইঁহার চিকিৎসায় অনেকেই সন্তুষ্ট আছেন। ইনি অতি ভদ্র দয়ালু ও পরোপকারী, ইঁহার সৌজন্যে অনেকেই সুখী হইয়াছেন।

৪। এখানে এবৎসর অপর্য্যাপ্তরূপে শস্য জন্মিয়াছে। অল্পদিনের মধ্যেই শস্যের মূল্য অতিশয় সুলভ হইয়াছে। এক্ষণে নূতন চাউল প্রায় ১৬০ সিকা মণ হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন আরো সস্তা হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

৫। জনরবে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে এ বিভাগের প্রধানতম (ফাষ্টগ্রেডের) ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু কালানাথ মৈত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এ বিষয় কত দূর সত্য তাহা এখন স্পষ্টরূপে জানা যায় নাই।

—••—

বিবিধ সংবাদ।

৩ রা পৌষ সোমবার।

ইন্দুপ্রকাশ বলেন আমকোদির রাজ, আপা সাহেব ইংলণ্ডে যাইবার মানস করিয়াছেন। ইনি দাক্ষিণাত্যের এক জন সভ্যতম সর্দ্দার।

এরূপ জনশ্রুতি লর্ড ক্রাণব্রোক মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিবেন। রাজ্ঞী রাজাকে এক পত্র লিখিয়াছেন, ইহার পরেই শাসনকার্য্য অর্পণের সময় জানিবে।

শুক্রবার মিস কার্পেণ্টর উড্রো ও আচকিসন সাহেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত উত্তরপাড়ার বালিকাবিদ্যালয় দর্শন করিয়াছেন। আগামী কল্য তিনি বেথুন বালিকাবিদ্যালয় পুনর্ব্বার দর্শন করিয়া কৃষ্ণনগর ও বহরমপুরে যাইবেন। মিস কার্পেণ্টর এক্ষণে গবর্নর জেনরলের বাটীতে আছেন।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তত্রত্য বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা আফজল খাঁ ও আজিম খাঁ নিরপরাধে সর্দ্দার মহম্মদ রফিক খাঁকে বধ করাতে কাবুলের প্রধান প্রধান লোকেরা উত্তেজনায় লোকে তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছে। কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে সিয়াসআলি খাঁ প্রজাদিগকে পীড়ন করিতেছেন না, আফজল খাঁ তাহা সর্ব্ব প্রকারে করিতেছেন। কিন্তু এই সংবাদে বড় বিশ্বাস করা যায় না।

আমরা দুঃখিত হইলাম, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি ইডেন সাহেব অতিশয় পীড়িত হইয়া সমুদ্রে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিতেছেন। জনিয়র সেক্রেটারি গেগান সাহেবও পীড়িত হইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছেন। এস. সি. বেলি সাহেব সেক্রেটারির ভার পাইবেন।

কলিকাতার ছোট আদালতের জজেরা নিয়ম করিয়াছেন যে সকল মকদ্দমায় আসামী অথবা বাদিকে আসিবেন, সেই সেই স্থলে বাদী ও আসামীগণ পূর্ব্ব দিবস বেলা ৩ টার পূর্ব্বে পত্র দ্বারা বিচারপতিকে জানাইবেন। পর দিবস দুই প্রহরের পর এই সকল মকদ্দমার বিচার হইবে।

গত বৃহস্পতিবার দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার সম্পাদকগণ কলিকাতার পুলিস কমিসনরকে ১,৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া আর কয়েক মাস অনাথ চিকিৎসালয় সকল রাখা হইবে। মাতৃপিতৃহীন শিশুদিগের আশ্রয় গৃহের জন্য এক লক্ষ টাকা মূলধন স্বরূপ দেওয়া হইবে। এই গৃহটী চিরস্থায়ী করা হইবে। ইহার জন্য বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক চিরকাল মাসিক ১০০ টাকা ও বাবু মদনগোপাল সিংহ দশ বৎসর পর্য্যন্ত ৩০০ টাকা দিবেন। বাবু হীরালাল শীলও সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। কলিঙ্গবাজার বাটীতে অনাথ আলয় হইয়াছে। বাজারের ভাড়ার স্বরূপ দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা উপনগরের মিউনিসিপালিটিকে ৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

গত শুক্রবার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশন হইয়াছে। এতদ্দেশীয় সভ্যগণ অনুপস্থিত ছিলেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, ৮ ই ডিসে শেষ রাত্রিতে কয়েকজন ইউরোপীয় লো বোম্বাইয়ের খোজা গলির এক মাড়ওয়া বাটীতে চুরি করিতে যায়। গৃহস্থেরা তাহাদি দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া গোলযোগ কর লোকারেরা দুই ব্যক্তিকে বধ ও দুই জন সাংঘাতিক আঘাত করিয়া পলায়ন করে সৌভাগ্য বশতঃ পুলিস অনতিবিলম্বে তাহা গকে ধৃত করিয়াছেন। নীচ শ্রেণীর ইউরোপ য়েরা কেবল এদেশের অনিষ্টের হেতু হইয়াছে

পিয়নিয়র বলেন, মাদ্রাজ রেলওয়ের অ ধ্যক্ষেরা নিয়ম করিয়াছেন, যে সকল পু প্রচুর শিশুসন্তান লইয়া যায়, তাহারা দ্বিত শ্রেণীর ভাড়া দিয়া প্রথম শ্রেণীতে যাই পারিবে। এ বন্দোবস্ত অতি উত্তম, ভারতব রেলওয়ে কোম্পানি ইহার অনুসরণ করি কি সাহসী হইবেন?

উক্ত পত্র বলেন, রিউটার কোম্পা আবেদনানুসারে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছে অন্যান্য সংবাদের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সং টেলিগ্রাফে আসিবে। রিউটার এক্ষণে সং পত্র সমূহকে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন, কিন্তু সংবাদ প্রায় বাণিজ্যসংক্রান্ত। সাধার সন্তোষকর রাজনীতি সংক্রান্ত সংবাদ আইসে। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সমূহ নানা এক বিশেষ উপায় করিয়া সংবাদ বার মানস করিতেছেন, তাহা হইলে রিউটার এই সুবিধা থাক, জন্‌ বুল।

কাপ্তেন হাবওসাডে সাগরের সাহি পোলক সাহেবের নামে ক্ষতিপূরণের প্রার্থ ৫০০০ টাকার দাবিতে নালিশ করিয়াছে কাপ্তেনের অভিযোগের কারণ এই আ সোলাখন অস্ত্র চুরি থাকাতে মাজি নিষ্ঠুর করায় কাপ্তেনকে হাতে দিয়া বিচার করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টর প্রিচার্ড সা কাপ্তেনের পক্ষে আছেন, আগরার প্রধান বিচারালয়ের উকীল কনলান সাহেব মাজি ষ্টেট পক্ষ সমর্থন করিতেছেন। মকদ্দমার বি কিছু বলিবার প্রয়োজন রাখে না, কিন্তু কা হাবওয়াডের মিত্রগণ তাঁহাকে এ বিষয় নিবর্ত্তিত না করিয়া অমিত্রোচিত কার্য্য ক রেছেন।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, কোচি অন্তর্গত কম্বোডিয়াতে ফরাসীরা পরাজিত য়াছে, তাহাদিগের ৫০ জন হত হইয়াছে [illegible]

কে ঠকাইয়াছে। অনএব এইরূপ চীনেরা
ক ও আক্রমণ করিবে, এ নিমিত্ত তত্রত্য কর্ত্ত
ক সজ্জা করিতেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন
কণ দেখা যায় নাই। জাপানের নূতন টাইকুন
দিগকে আহ্বান করিয়া বন্দোবস্ত করি-
তেছেন। ইনি উপযুক্ত লোক ও বিদেশীয়দিগের
সংহোতা। জাপানের গৃহযুদ্ধ শীঘ্র বন্ধ হই
সম্ভবনা।

মিস কার্পেন্টারকে সমাদরে গ্রহণ করিবার
আসিয়াটিক সোসাইটিতে এক সভা
বে।

ইংলিসমান সংবাদ পাইয়াছেন, এক দল
বিয়ে বনাঞ্চলের পরগণার এক পল্লীগ্রাম লুঠ
য়া অনেক অত্যাচার করিয়াছে। এই সকল
শীঘ্র শাসিত হইবে না দেখা যাইতেছে।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি আমরা বিখ্যাত
দালাল কলিকাতার জুয়াচোর হোসেন খাঁর
এক হইয়া গোপপুরের বাজার বাটীতে
এক জোড়া মোহর জোর করিয়া চাহিয়া
। পরে মোহর পুনর্ব্বার আইসে। বাক্স
ড়া খুলিতে উদ্যত হওয়াতে হোসেন খাঁ
বলিয়া নিষেধ করে যে তাহা করিলে মোহর
হইবে। উভয় জুয়াচোর এই প্রকারে
লোকে বিমুগ্ধ করিয়া পলায়ন করে, পর দিবস
ড়া খুলিয়া বাক্স দেখিলেন, মোহর নাই,
বল পয়সা আছে, জুয়াচোরেরা ধৃত হইয়া
জিষ্ট্রেটের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। হো সেন
এক জন বিখ্যাত লোক। এ সকল ব্যক্তির
র্থ আছে, অথচ বিদ্যাবুদ্ধি নাই, তাহাদিগকে
সাক্ষী দেখাইয়া এরূপে উপার্জ্জন করিবা
কে। ইহারা পল্লী সাধারণের মঙ্গলের কারণ
বে।

৪ ঠা পৌষ মঙ্গলবার।

গত শনিবার রাত্রিতে কলিকাতার আহিরী-
টোলার গলিতে এক মৃতদেহ দৃষ্ট হয়। ইহা এক
নিকটবর্ত্তী মুদির দেহ স্থির হইয়াছে এবং
কী এক বেশ্যালয়ের সম্মুখে ছিল। আহিরী-
লা, সভাবাজার ও সোণাগাজী শনিবার
রাত্রিতে লণ্ডনের বদমায়েস বিভাগের চিত্রপট
। এই বারে এই বিভাগে অনেক খুন হইয়া
ক, মারা কাটার ত কথাই নাই। এতদে-
"লালবাজারের" অধিক সংখ্যক পুলিস
নী রাখা অতিশয় আবশ্যক।

আসামের অন্তর্গত শিবাই চা ক্ষেত্রের জন্য
,০০০ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু শনিবার
মে এই উদ্যান এক লক্ষ টাকায় বিক্রীত
ছে। গার্ডন কম্পানি কোম্পানি দেউলিয়া
হওয়া অবধি চা-ক্ষেত্রের মূল্য অতিশয় কমি
য়াছে।

কলিকাতার দুর্ভিক্ষনিবারণী সভার কার্য্য
বন্ধ হইয়াছে। অদ্যাপিও স্থানে স্থানে চাঁদা হই
তেছে, সভা এই টাকা নানা চিকিৎসালয়ের
জন্য দিতেছেন। সভা যে প্রণালীতে কার্য্য করি
য়াছেন, তাহাতে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের কৃত
জ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। হগ ও উড সাহেবের
নিকটে সকলের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অতি আব
শ্যক। দুর্ভিক্ষ সদৃশ বিপদকালে যত বার চাঁদা
আবশ্যক হইয়াছে, উড সাহেব তত বার সম্পা
দকের কার্য্য করিয়াছেন।

ইংলিসম্যানের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা জন
রবে শ্রবণ করিয়াছেন ভূপালের বেগমের মৃত্যু
হইয়াছে। আগরাতে বেগমের পীড়াতে গোলযোগ
হইতেছে। এ জনরব সত্য হইলে গবর্ণমেণ্ট অব
শ্যই সংবাদ পাইতেন।

শুনা যাইতেছে, লার্ড মেয়োর উৎকল
দেশের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের
বিষয়ে লিখিয়াছেন, যদি সর সিসিল বীডনের
পদত্যাগের সময় নিকট না হইত, তাহা হইলে
তিনি রাজ্ঞীকে এই অনুরোধ করিতে বাধিত হই
তেন যে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে পদচ্যুত করা হয়
সর সিসিল বীডন এইরূপ বিরাগ ভাজন হইয়া
ছেনই বটে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, সর বার্টল ফ্রিয়ার
অশ্ব হইতে পতিত হইয়া যে আঘাত প্রাপ্ত হন,
তাহা হইতে অদ্যাপিও আরোগ্যলাভ করিতে
পারেন নাই। ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে
তিনি এক বার আপনার প্রিয় প্রদেশ সিন্ধু দর্শ
নার্থ যাইবার মানস করিয়াছিলেন। কিন্তু চিকিৎ
সকেরা নিষেধ করাতে এই ইচ্ছা ত্যাগ করি
য়াছেন।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন, বিখ্যাত আফ্রিকা
ভ্রমণকারী ডাক্তর লিবিঙষ্টোন যে কয়েক জন
ভারতবর্ষীয়কে সঙ্গে লইয়া যান, তাঁহারা নিয়াসা
হ্রদের নিকটবর্ত্তি মাটাকা নামক এক অনপূর্ব
নগর পর্য্যন্ত গিয়া পীড়িত হইয়া প্রত্যাগমন
করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ডাক্তর লিবিঙষ্টোন
ভারতবর্ষ হইতে যে সকল পশু লইয়া গিয়াছি
লেন সে সমুদায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ডাক্তর
শীঘ্র কয়েক জন আরব বণিকের দ্বারা এক পত্র
লিখিবেন এরূপ সম্ভাবনা আছে।

বাবু পীতাম্বর ধর কোর্ট আদালতের ভূতপূর্ব্ব
উকীল মাবলীর নামে ১১৫ টাকার এক ডিক্রী
করিয়া বেলিফ এচ, এফ, সাণ্ডিসের নিকট
তাঁহার জোয়ারে পরওয়ানা দেন। বেলিফ মাব
লীকে ধৃত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহার
নামে কোর্ট আদালতে এই টাকার জন্য নালীশ
হয়। কিন্তু আইন অনুসারে তিন মাসের মধ্যে
নালিশ না হওয়াতে বিচারপতি মকদ্দমা অগ্রাহ্য
করিয়াছেন। মকদ্দমা অগ্রাহ্য হউক, কিন্তু
ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে কোর্ট আদালতের
উকীল ও বেলিফদিগের তালিকার সংশোধন
অতি আবশ্যক। এই আদালতে পরীক্ষোত্তীর্ণ
উকীল ভিন্ন আর কাহাকে যাইতে দেওয়া উচিত
নয়। এটী কবে হইবে?

হরিপ্রসাদ ক্ষেত্রী ৫০০০ টাকার এক হুণ্ডি
জাল করাতে তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর
বাসের আজ্ঞা হইয়াছে।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ওমার
খাঁ এক ক্ষুদ্র যুদ্ধে সিয়ারআলী খাঁর সৈন্য
দিগকে পরাজিত করিয়াছেন। সর্দ্দার আজিম
খাঁ গিজনীতে যাইবার আজ্ঞা পাইয়াছেন।
আফজুল খাঁ তাঁহার প্রতি সন্দেহ করেন। সর্দ্দার
জেলালুদ্দিন খাঁ বিদ্রোহী হইয়া কেলেৎগার
আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইনি আক
বর খাঁর পুত্র।

৫ ই পৌষ বুধবার।

বিনায়ক নারায়ণ ১৮৬৭ অব্দের জন্য বোম্বা
ইয়ের সরিফ হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কোন এত-
দ্দেশীয় এই পদ পান নাই। জাতিভেদ বোম্বা-
ইয়ে অল্পই আছে। কলিকাতায় ইহা হইবার
অনেক বিলম্ব আছে। একজন আর্ম্মেনীয় যে পদ
পান তাহাতে দেশবাসী ভারতবর্ষীয়ের অনধি
কার।

আগামী ১ লা জানুয়ারি অবধি দিল্লীর সেতু
সাধারণ বাণিজ্যার্থ খোলা হইবে। যমুনার দুইটি
বৃহৎ ও উত্তম সেতু হইল। কিন্তু কলিকাতায়
ইহা কর্ত্তা অংশিদিগের বুদ্ধিতে ঘটিয়া উঠিতেছে
না।

২ রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা ভিন্ন২ অ-
নাথ চিকিৎসালয়ে ১০,৭৬৯ জন স্ত্রী, পুরুষ ও
শিশু চিকিৎসার্থ আগমন করে। ইহাদিগের মধ্যে
৩৭৬১ জন আরোগ্য হইয়াছে এবং ৪২৭৬ জন
প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

১৮৫৫ অব্দে লার্ড ডেলহৌসি আজ্ঞা দেন
সরকারি কর্ম্মের জন্য যে সকল লোক আবেদন
করিবেন তাহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য
তাঁহাকেই পদ দেওয়া হইবে। ৬ টাকার উর্দ্ধ
বেতনের পদ লেখা পড়া জানেন এমত লোককে
দেওয়া লার্ড ডেলহৌসির অভিপ্রেত ছিল। ১৮
৫৮ অব্দে বঙ্গদেশের সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার ডিরে

জি ইয়ঙ সাহেব এক মবকুলার দ্বারা এই নিয়ম বলবৎ করেন। কিন্তু বঙ্গদেশে ইহা বৃথা হই য়াছে। আদালত ও আফিস সমূহের কাজ সুপা রিস্‌ব্যতীত কাহারও হইবার উপায় নাই। মান্দ্রাজে ইহার বৈপরীত্য দেখা যাইতেছে। প্রতিবৎসর তথায় রাজ কার্য্যের প্রার্থিদিগের পরীক্ষা হয়। এজন্য পরীক্ষক বর্গ আছেন। প্রশ্ন ইংলণ্ডে মুদ্রিত এবং পরীক্ষার্থিদিগকে ফী দিতে হয়। এবার ২৩৯১ জন পরীক্ষার্থি আইসেন। ইহঁাদিগের মধ্যে ২২২৭ জন পরীক্ষা দিয়া ছ লেন। ৭৩২ জন সাধারণ বিষয়ে ও ৪৫০ জন বিশেষ বিষয়ে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। গতবৎসর অপেক্ষা পরীক্ষার ফল অধিক তুষ্টিকর হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেণ্ট তথায় চায় চাষের চেষ্টা দেখিতেছেন।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম সিংহলে দুর্ভিক্ষ ভয় গিয়াছে। অগ্রহায়ণের শেষে চাউল এত সস্তা হইয়াছে যে অনেক বণিক ক্ষতিগ্রস্ত হই য়াছেন। সিংহলে এবার কাফি উত্তম জন্মে নাই অন্নকষ্ট হওয়াতে কাফিকারেরা মজুরদিগকে অধিক বেতন দিতে বাধিত হন। সুতরাং তাঁহা দিগের এবার লাভ হইবে না। সিংহলের গবর্ণ মেণ্ট খাল খনন বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হই য়াছেন। সিংহলে সিঙ্কোনার চাষ হইতেছে।

কর্ণেল ফেয়ার ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত সন্ধি করিয়া থিরাটমিউতে প্রত্যাগমন করিয়া ছেন। রাজা বাণিজ্যের অসুবিধাকর কয়েকটী শুল্ক উঠাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মদেশের সীমায় একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী শুল্ক আদায় করি বেন। কর্ণেল ফেয়ার নিজে সন্ধি পত্র লইয়া কলি কাতায় আসিবেন।

২ রা ডিসেম্বর অবধি ৯ ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় রেলওয়েতে আরোহী দ্বারা ১,৫০, ৯৯০ ও দ্রব্যে , ৩,৯৭০ ৳/৫ সর্বশুদ্ধ ৪২৪৯৮॥৶১৫ টাকা আয় হইয়াছে। প্রত্যেক মাইলে ৩৭০৯১০ আয় দেখা যাইতেছে।

রেঙ্গুণ টাইমস্ বলেন ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহী রাজকুমারদিগকে ...দের মধ্যে নজর বন্দিতে রাখা হইয়াছে। আ. ম খাঁর পঞ্জাবের সীমায় থাকিয়া ষড়যন্ত্র করা এবার গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হইয়াছে।

এল, আর, টট্টা হাম সাহেব প্রধানতম বিচারালয়ের আপীল বিভাগের স্থায়ী রেজিষ্ট্রর হইয়াছেন।

নিম্নলিখিত তালিকায় উৎকলের সাপ্তাহিক জ্বরপ্রাপ্তির স ... প্রকাশিত হইল—

	প্রমকম	অধম
২০ এ অক্টোবর অবধি ২৭ এ পর্য্যন্ত কটকে	১৯,৪৬০	১৩,৪৫৫
১৭ ই নবেম্বর পুরীতে	৫,৬২০	৪,১৪০
ঐ বালেশ্বরে	১৬,৯২৫	৩,৫৫১
১০ ই ডিসেম্বর মেদিনীপুরে...১		৭৯৯

কটকে প্রত্যহ ৮১ জন, পুরীতে ২৫ জন ও বালেশ্বরে ৬১ জন প্রাণত্যাগ করিতেছে।

কলিকাতার পয়ঃনালা করিবার ভার ব্রাণ্ট কোম্পানিকে দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্র একার্য্য আরম্ভ হইবে। সম্প্রতি টাকি নিয়র শিখ ফকির কবিয়াছেন। ক্লাক সাহেব কোথায়?

৬ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

বোম্বাইয়ের সংবাদপত্র সমূহ অনবরত বলেন মহারাজ সিন্দিয়া ইংলণ্ডে গমন করি বেন। আমাদিগের ইহা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু রাজগণ যদি ইংলণ্ডে যাইয়া রাজ্ঞী ও প্রধান লোকদিগের সহিত আলাপ করেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন, রাজ্য শাসনের পক্ষেও অনেক ভাল হয়।

বোম্বাইয়ের বিক্টোরিয়া আলবার্ট চিত্রশালিকার অনেক ঋণ হইয়াছে। রুস্তমজী খাই খসরু নামক এক জন নীলামকর বিজ্ঞাপন দিয়াছেন ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি আপনার অর্দ্ধেক আয় প্রদান করিবেন। চিত্রশালিকার অধ্যক্ষ এই বদান্যতা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের পূর্ব্বতন দাতব্য অর্পিত আছে। আক্ষেপের বিষয় দুর্ভিক্ষের ন্যায় বিপদকালে বণিকগণ কষ্টে আছেন, নচেৎ কাহা রও মুখাপেক্ষা করিতে হইত না।

জবলপুরের ৪০ ক্রোশ দূরে মোপানি গ্রামে প্রচুর কয়লা আছে। বোম্বাই রেলওয়ে কো- ম্পানি তথায় এক শাখা করিবেন। অনেক স্থলে এখনও কষ্টে কল চালান হয়। মধ্য ভা রতের খনিতে কাজ আরম্ভ হইলে ইহা করি হইবে না।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, হি হইতে সাহায্যকারী সৈন্য আসাতে আমীর শি আলি খাঁ কান্দাহার হইতে কিলাতে অগ্র হন। কাজা কেল্লায় আসিয়া তিনি সৈন্যগণ তথায় রাখিয়া নিজে কান্দাহারে গমন করিয়া ছেন। শীতকালে বোধ হয় আর যুদ্ধ হইবে যত সময় গত হইতেছে, ততই আফজুল বিপদ বৃদ্ধি হইতেছে।

ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউসের মতে ৫০ টা মূল্য অধিক ধার্য্য হইয়াছে। প্রজাগণ বর্ত্তমান মূল্যে তাঁহাদিগের বাস পোষায় ন হওয়া নাই, ইংলিসম্যানের মূল, উক্ত, অত অধ্যক্ষগণ এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিবে না।

পঞ্জাবের জনসন সাহেব ১৫ দিবস খোট ছিলেন। তিনি তত্রস্থ সেনাপতি মহম্মদ আলীকে বিঠুরের নানা সাহেব বোধ করিয়া কা ওককারকে যে পত্র লিখিয়াছেন, মফস্বলা তাহা প্রকাশ করিয়াছে। জনসন সাহেব বলে মহম্মদ আলির ৫০ বৎসর বয়স। এক জন লোক নেওয়াক পড়িবার সময়ে দেখিয়াছি তাঁহার পদের এক অঙ্গুলি নাই। নানা সাহে দক্ষিণ পদের এক অঙ্গুলী ছিল না। জন সাহেব বলেন "মহম্মদ আলী সর্ব্বদা টুপি মস্তকে দেন, কিন্তু এক বার তিনি আ সহিত গৃহস্থ পরিবর্ত্তন করিয়া আইসেন, আমি দেখিলাম তাঁহার পাগড়ী মহারা ধরণে বাঁধা আছে। একটী পিস্তলে কোম্পা আবিষ্কার করিয়াছে। তিনি প্রথমতঃ হিন্দু জানেন না বলিয়াছিলেন কিন্তু পরে স্বী করিলেন উত্তম হিন্দুস্থানী ও ইংরাজী জানেন এবং ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দি সহিত অনেক কাল সভ্যভাবে বাস করে মহম্মদ আলী বলেন দুই বৎসর হইল খোটানে আসিয়াছেন, কিন্তু অন্য অন্য লো চারি বৎসর বলিয়াছেন। বাদশাহ্যকারীর মহম্মদ আলী কাবুল দিয়া খোটানে গমন ক তাঁহার সহিত দুই জন লোক ছিলেন, এক ভৃত্য ও আর এক জন দীর্ঘাকার সুন্দর মান। এ ব্যক্তি আজিমুল্লা খাঁ স্থির করা যাছে। মহম্মদ আলী খোটানে উত্তম অব আছেন এবং প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে ৩০০ টীক ভোজ দেন। জনসন সাহেব তাঁ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি যখন ভারত ছিলেন, তখন তথায় পুনর্ব্বার গিয়া নিজ আপন সম্পত্তি ও কুশল ভোগ না করেন তাহাতে মহম্মদ আলী উত্তর করিলেন "আ যাহা অর্থ আছে, আপনি লইতে পারেন, কিছুই চাহি না। যখন আমার এত ঐশ্বর্য্য ছি আমি তাহার কি ব্যবহার করিয়াছি।" এ কথা আমাদিগেরও সন্দেহ হইতেছে।

ত বর্ষে প্রথমবার একখানি জাহাজ এক
। ইংলণ্ড হইতে চট্টগ্রামে গিয়াছিল।
চাউলের বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।
রেঙ্গুন অবধি চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সাপ্তাহিক
বাষ্পীয় জাহাজ চালাইবার প্রস্তাব
ছে। আরাকান কিছু দিনের জন্য চট্টগ্রামকে
করে। কিন্তু বাণিজ্যের এরূপ অতি
। ইহা সমুদ্রের নিকটস্থ নহে, নদীকূল
র গভীর জলপ্রবাহ প্রচণ্ড বেগে ও গভীর। কুতুব
র নিকট যে চড়া পড়িয়াছে তাহার সংস্কার
ল অতি বৃহৎ জাহাজ চট্টগ্রামে যাইতে
। আমাদের ন্যায় এখানে শীঘ্র চাউলের
দ্ধি হইবে। গবর্ণমেণ্ট কি এই বন্দরের জন্য
ৎ ব্যয় করিতে সাহসী হইবেন? বাণিজ্য
কা এ সকল বিষয়ে ব্যয় করিলে টাকা
পড়িবে না। এক্ষণে সর্ব্বদা ঘটে যে ...
তাহার অবস্থা লজ্জাকর।

াইস সভার মকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের বারিষ্টর
লিয়া আপত্তি করিয়াছেন, দেশের সম্পত্তি
মেণ্ট রাজনীতি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া
অতএব আদালত এ মকদ্দমা করিতে
। এই আপত্তি অবশ্যই গ্রাহ্য হইবে,
দের বাদীগণ এই আপত্তিতে মকদ্দমায়
। কিন্তু এ সকল সামান্য বিষয়ে উহা করা
ত।

৭ ই পৌষ শুক্রবার।

ত কল্য গবর্ণর জেনরল লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর,
াকের প্রভৃতি মাতলা দর্শনার্থ গমন করি-
লেন। সাত জন প্রদেশ তত্রত্য কার্য্য সকল
ক করিয়া দর্শন করেন। মাতলার মিউ-
পালিটির সভাপতি জাডিন ও শিলার
সমস্ত দর্শকদিগকে ভোজ দিয়াছি-

৪ এ নবেম্বর যে সপ্তাহের শেষ হয়, তন্মধ্যে
র নগরে পরিশ্রম করিতে অক্ষম ২ ১২৯
লোক আশ্রয় পায়, ইহাদিগের মধ্যে ৭
শিশু ছিল। অক্ষমদিগের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত
র সংখ্যা ১১৪১৭ ও শিশুর সংখ্যা ৫৩১১
ছিল। অর্থাৎ অদ্যাপি নগরের চতুর্থাংশ
কে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। ইহাদিগকে
॥০ মণ চাউল ও ২২৭৮॥০ টাকা বিতরণ
ইয়াছে। অনাহারে প্রত্যহ ২০ জন প্রাণ
করিয়াছে।

ম সামের কুলিদিগের অনেকে প্রাণত্যাগ
ত গবর্ণমেণ্ট এক কমিসন নিযুক্ত করি
াদেশ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে মারীভয় হওয়াতে বঙ্গদেশীয় গবর্ণ
মেণ্ট কমিসনরের অনুরোধে কয়েক জন এতদ্দে-
শীয় চিকিৎসক ও ঔষধ প্রেরণ করিয়াছেন।
ষ্টেটসম্যানে মারীভয়ের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া
গবর্ণমেণ্ট নিজে অনুসন্ধানের আজ্ঞা দেন। গত
মারীভয় ও বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্ট যে ঔদা-
সীন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এই সাহায্য
দান কতক প্রশংসার বিষয়।

বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ হইবার যে ভয় ছিল তাহা
গিয়াছে। তথায় এবার প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে।
ক্রমে শস্য চাউলের বাজার সস্তা হইয়াও
হইতেছে না।

সর জন গ্রাণ্ট জামেকায় বিশেষ প্রশংসা লাভ
করেন। এই দ্বীপের বিচারালয় ও বিচার
প্রণালী অতি মন্দ। ১০০ ক্রোশ না আসিলে
কেহ মকদ্দমা করিতে পারেন না। শীঘ্র কোন
মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় না। নূতন শাসনকর্ত্তা
বিচারালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মানস করিয়া
ছেন। জামেকার প্রাগুক্ত প্রোবষ্ট মার্শল গর্ডন
রামজের বিরুদ্ধে হত্যার অপবাদের বিল অগ্রাহ্য
করিয়াছেন। এক জন কাফ্রিকে প্রহারের আজ্ঞা
হয়, কাফ্রি প্রহারের সময়ে রামজের দিকে তীব্র
দৃষ্টি করাতে তাহার তৎক্ষণাৎ ফাঁসী হয়।
বিচারপতি রামজেকে বিচারের যোগ্য বলেন।
কিন্তু জামেকার কাফ্রিকেরা তাঁহাকে নির্দ্দোষ
জ্ঞান করিয়াছেন। প্রাগুক্ত এই কারণে উঠা-
ইয়া দেওয়া উচিত।

৮ ই পৌষ শনিবার।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, সম্প্রতি কয়েকজন
ইংরাজ আফিসর কাশ্মীরে গিয়া ভয়ানক অত্যা
চার করিয়াছেন। রাজা গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়
জানাইবেন। ক্রনিকেল সমুদায় লজ্জাকর বিবরণ
শীঘ্র প্রকাশ করিবেন। গত বৎসর এক জন
আফিসর এ প্রকার অত্যাচার করেন, কিন্তু গবর্ণ
মেণ্ট তাঁহাকে ভৎসনা মাত্র করিয়াছিলেন।
এমত অবস্থায় যদি লোকে আপনাদিগের হস্তে
দণ্ডের ভার লয় তাহা হইলে আশ্চর্য্যের বিষয়
হইবে না। এই সকল লজ্জাকর কাণ্ডের দণ্ড কবে
হইতে থাকিবে?

গত কল্য সর সাহেব গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি
স্বরূপ শিলিবিটি জাহাজে কটকে গমন করিয়া-
ছেন।

পঞ্জাবে এ পর্য্যন্ত ৫ জন ইউরোপীয় ও দুই
জন এতদ্দেশীয় উকীল গিয়াছেন। পূর্ব্বে তথায়
উকীল যাইবার আজ্ঞা ছিল না। লোকে উকীল
পাইলে সন্তুষ্ট হন, কিন্তু নিয়ম বহির্ভূত প্রদে-
শের সৈনিক বিচারপতিদিগের অগ্রে কেহই
সাহস করেন না। নিয়ম বহির্ভূত প্রণালী
কেবল সর জন লরেন্স ও পঞ্জাবের কর্ম্মচারিদি-
গের নিকটে প্রশংসনীয়।

টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়া বলেন, কাবল নামক
এক জন আর্ম্মেনীয় কাবুলরাজের খাজাঞ্চি স্বরূপ
থাকেন। রাজার ভগিনী তাঁহার প্রতি
আসক্ত হওয়াতে উভয়ে এডেনে পলায়ন করিয়া
আসিয়াছেন। রাজকুমারীর সহিত কাবলের
বিবাহ হইয়াছে, এবং তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবল-
ম্বন করিয়াছেন।

গত ছয় বৎসরে ভাগলপুরে ১১৫০ জন
ব্যাঘ্র দ্বারা হত হইয়াছে। এই সময়ে ৩৭৬টী
মাত্র ব্যাঘ্র বধ করা হইয়াছে। আসামে ৭০১
জন ব্যাঘ্রের মুখে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।
শীকারীগণ ৪৪৭৪ টি ব্যাঘ্র বধ করিয়াছে।

কটকের কমিসনর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিক
টে রিপোর্ট করিয়াছেন তত্রত্য জঙ্গলমধ্যে বিস্তর
হস্তী আছে। প্রতি দলে ৮০ অবধি ২০০ পর্য্যন্ত
হস্তী থাকে। অনেক লোক ইহাদিগের দ্বারা হত
হয়। বন্য হস্তী বধ করিলে গবর্ণমেণ্ট ৫০ টাকা
দিয়া থাকেন, তথাপি লোকে সাহস করেন না।
কমিসনরের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট কটকে খেদা
খানা স্থাপন করিবার মানস করিয়াছেন। কটক
ও সম্বলপুরের বনে অসংখ্য হস্তী আছে,
এখানে খেদা করিলে শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অপে
ক্ষা অধিকসংখ্যক হস্তী ধরা পড়ে।

নিম্ন লিখিত মূল্যে, গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত
হইতেছেঃ—

৫ টাকার সিক্কা		৮৬।০—৮৬৵০
৫ "	কোং	৮৬॥০—৮৬৸০
৫ "	কোং	১০৩৸০—১০৪
৫ "	পবলিকওয়ার্ক	১০১॥০—১০১৸৵০
৫॥০ "	কোং	১১০—১১০৵০

—:০—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১০ ই ডিসেম্বর—প্রাতঃকাল। লার্ড
ক্রাণবোরণ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন, ভারতবর্ষের যে
সমস্ত গবর্ণমেণ্ট কাগজের দেনা ১৮৭০ অব্দের
১৭ ই জুলাইয়ে দিবার কথা ছিল তাহা ১৮৮০
অব্দের জুলাইয়ের পূর্ব্বে দেওয়া হইবে না।

ডেলি টেলিগ্রাফ, নিউইয়র্ক হেরাল্ডকে বলিয়াছেন মার্চমাসে
ফরাসী সৈন্যগণ মেক্সিকো ত্যাগ করিবে।

লণ্ডন ৩০ এ নবেম্বর—আগরা ব্যাঙ্কের অংশ বাহির হইয়াছে। অংশের অতিরিক্ত আবেদন হইয়াছে। ব্যাঙ্কের কাজ পুনরারম্ভের জন্য বন্দোবস্ত হইতেছে। চারি কোটি টাকার মহাজনগণও প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

লণ্ডন ২রা ডিসেম্বর—লিমারিকে সামরিক আইনজারি হইয়াছে। ডবলিনে অনেককে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

জন ক্রুয়াট পুনর্ব্বার বোম্বাই ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি ও ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

লণ্ডন ৭ ই ডিসেম্বর—প্রাতঃকালে ইটালীয় গবর্ণমেণ্ট টনেলোকে মুক্ত স্বরূপ রোমে প্রেরণ করিয়াছেন। বিজাজি তথায় যাইতে অস্বীকৃত হন।

আয়ারলণ্ডে ২০ টী মিলিশীয়া রেজিমেণ্ট সংগ্রহ করিবার মানস করা হইয়াছে।

সম্রাট মাক্সিমিলিয়ান ইউরোপে আসিতেছেন। ক্রিট হইতে পরস্পর বিপরীত সংবাদ আসিতেছে। এমত জনশ্রুতি গ্রীক সৈন্যগণ তুরুষ্কের সীমায় সমবেত হইতেছে।

জনসনের মহাসভার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে।

সংবাদ আসিয়াছে আয়ারলণ্ডে ফেনিয়ান বিদ্রোহ হইয়াছে, অনেক অস্ত্র ধৃত হইয়াছে।

—•◆•—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

মহাশয়! আপনি পূর্ব্বাঞ্চলীয় ভাষার রীতি সংশোধনে যত্ন চেষ্টা করিয়া যে কৃতকার্য্য হইবেন এমত বোধ হয় না। কারণ পূর্ব্বাঞ্চলের দুই সংবাদপত্রের সহিত আপনার যেরূপ বাদানুবাদ চলিতেছে তাহে তাহা আপনার পাঠকগণের অসন্তোষজনক হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বাঞ্চলের সংবাদপত্র অঞ্চলীয় ভাষার দোষ স্বীকার এবং সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া কেবল পশ্চিমাঞ্চলের ভাষাগত দোষ বিস্তার করিয়া উভয় অঞ্চলের লোকের মনে পরস্পরের প্রতি অসূয়া জন্মাইতেছেন। ফলতঃ আমাদিগের (পূর্ব্বাঞ্চলের) ভাষাগত যে দোষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে তাহা মৌখিক কথন অপেক্ষা লিখনপঠনে অল্প। আপনি বঙ্গদেশের সভ্য সাধারণকে প্রধান প্রধান নগরে এক একটী "বঙ্গভাষাসংশোধনী" সভা স্থাপন করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশের ভাষা সংশোধনার্থ অনুরোধ করুন। তদ্দ্বারা ভাষার দোষ সংশোধন এবং যে সকল নূতন শব্দ ইংরাজী বিজ্ঞান সংক্রান্ত পুস্তক হইতে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়া থাকে, তাহার ঐক্য হইতে পারিবে।

আমাদিগের দেশে (পূর্ব্বাঞ্চলে) যে শব্দের মৌখিক ব্যবহারে এবং লিখনপঠনে বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, সাধারণের জ্ঞাপনার্থ নিম্নে লিখিতেছি। এগুলি সংশোধন হওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক, বলা বাহুল্য।

লিখনপঠনে	মৌখিক কথনে
ব্যবহার	ব্যবহার
তাঁহার	তানগর
লাগিয়া	লইগা
করিয়া	কইরা
ঘুরঘুরিয়া	ঘুরঘুরাইয়া
হুইয়া	হুইয়া
ভবানী	ধবানী
ভাই	বাই
বাঁশ	বাশ
পাঁচ	পাচ
চাঁদ	চাদ
ভাত	বাত
খাইব	কাইমু
কাঁকড়া	কেকড়া
শাক	হাগ
বাসমতিক	বাশমাতিক্কা
সাক্ষাৎ	হাক্কাৎ
করিব	করুম

এইরূপ বিস্তর শব্দ আছে। কিন্তু ইদানীং এরূপ শব্দ অনেক সুশিক্ষিত ভদ্রলোকে ব্যবহার করেন না। তথাপি মাতৃভাষা, আমরা অনেক সাবধান হইতে চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি না। এমন কি, পশ্চিম দেশের লোকের সঙ্গে কথোপকথন কালে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

এক জন পূর্ব্বাঞ্চলবাসী

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(মনুবাদ)

মহাশয়! একণে আমাদিগের বর্দ্ধমান পরগণার সেই প্রচণ্ড দিগ্বিদিগ্ব্যাপী দুর্ভিক্ষানল একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সে সকল মনুষ্য অনাহারে কেবলমাত্র অস্থিচর্ম্মাবৃত শরীর বহন ও দ্বারে দ্বারে আর্তনাদ করিতেছিল এখন তাহাদিগকেই কৃষক মণ্ডলীর মধ্যগত ও কর্মক্ষম হইতে দেখা যাইতেছে। পরগণার অধিকাংশ ব্যক্তিই কৃষিকর্ম্মোপজীবী ... শিল্পির ভাগ অতি কম, যেখানে দরিদ্র ... অধিক নাই সেখানে দুর্ভিক্ষ অধিক কাল ... হয় না।

সম্পাদক মহাশয়! অকাল ত গেল, ... দিন সুকাল আগত হইতেছে। কাহারও ... অথবা দুঃখের নিমিত্ত সময় অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না, যে প্রকারেই হউক দিন চলিয়া যায়। যখন টাকায় চারি সের করিয়া চাউল বিক্রয় হইয়াছিল, তখনও দিন গিয়াছে ... এখন যে সাতাইশ সের করিয়া বিক্রয় হইতেছে এখনও দিন যাইতেছে। হায়! দুর্ভিক্ষ সময়ে ... ব্যক্তি সমর্থ সত্ত্বেও দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ কিছুমাত্র অকিঞ্চিৎকর ধনদানেও কার্পণ্য প্রকাশ করিয়াছে সে কি নির্দ্দয় ও তাহার হৃদয় কি কঠিন প্রস্তর! এবং যে যে মহাত্মা এমত বিপদে সাধ্যানুসারে যত্ন ও বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা কি সদাশয় ও তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ কি নির্ম্মল! এই প্রস্তাব দ্বারা ... যে মহাশয় সভ্যবৃন্দ সমবেত দাতৃগণের দুঃখ নিবারণার্থ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বহু ধন্যবাদের সহিত সোমপ্রকাশে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। এই সদ্বাদের প্রথম ... এখানকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু ... বাহাদুর ইনি যে রূপ সদ্ভাবে দরিদ্রগণের প্রতি ... নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন এমত নয়, ... জেলার স্থানে স্থানে ভ্রমণ ... দুর্ভিক্ষ পীড়িত দরিদ্রগণের পীড়া শান্তি করিয়াছেন ... এই মহকুমার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত ... ইনি নানা প্রকার ... থাকিয়াও ... উপস্থিত হইতেন এবং দরিদ্রদিগকে আহার করাইতেন। তৃতীয়, এতদ্গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নাথ সিংহ ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল ... মহাশয় দ্বয়। ইঁহারা বিনা বিরক্তি প্রকাশে প্রাতে ... অন্নছত্রে উপস্থিত হইতেন এবং দরিদ্রগণের সাহায্যার্থে মাসিক চাঁদাতেও সঙ্গতি অনুসারে বিলক্ষণ অর্পণ করিয়াছেন। চতুর্থ, শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তথা শ্রীযুক্ত বাবু শিবনারায়ণ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ... শ্রীযুক্ত ...

াবু জগবন্ধু পাঁড়ে শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু পরাণচন্দ্র হালদার ও তথা শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বিশ্বাস। ইঁহারা সকলেই সাধ্যানুসারে নানা প্রকারে কাঙ্গালিগণের হিতৈষণা করিয়াছেন এবং আপন আপন সঙ্গতি অনুসারে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক চাঁদা দিতেও ত্রুটি করেন নাই। ঈশ্বর ইঁহাদিগকে সুখী করুন!!! হে গড়বেতা! তুমি অতি অল্প দিন পূর্ব্বে সামান্য গ্রাম ছিলে, এক্ষণে কয়েক ব্যক্তির সন্তানে ও কয়েকটী সজ্জন ব্যক্তির আবাস স্থান হইয়া দিন দিন উন্নতিপথে পদার্পণ করিতেছ; ঈশ্বর তোমার উৎকর্ষ সাধন করিলেই আমাদিগের পরম মঙ্গল।

গড়বেতা। বশম্বদ।
৯ এ অগ্রহায়ণ। শ্রীরা.মা —
১২৭৩।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের হিতের জন্য নানা প্রকার সদুপায় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের নিযুক্ত কর্ম্মচারির দোষে ও সুশৃঙ্খলার অভাবে, তাহা প্রজাদিগের তাদৃশ উপকার জনক হইতেছে না। বিশেষতঃ উহা মফস্বলে অভীষ্ট ফলদায়ক না হইয়া বরং কখন কখন বিপরীত ফল প্রসব করে। নিম্নে যে বিষয় লিখিত হইল, তাহা দ্বারাই এ কথা সমর্থিত হইবে।

অল্প ব্যয় ও বিনা ক্লেশে প্রজারা শীঘ্র দূরস্থ সমাচার পাইবে ও পাঠাইতেও সমর্থ হইবে, এই অভিপ্রায়ে ডাক ডিপার্টমেণ্ট সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু মফস্বলের অধিকাংশ ডাকঘরেই উক্ত সদভিপ্রায় রীতিমত অনুষ্ঠিত হয় না। প্রথমতঃ মফস্বলের অনেক ডাক মুন্সিই এক গ্রামের অনেকগুলি পত্র না জুটিলে আর তাহা নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট প্রেরণ করেন না। ইহাতে ডাকঘরে কখন ৮।১০ কখন বা ১২।১৪ দিন বিশ্রাম না করিয়া অনেকের পত্র প্রায় নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তগত হয় না। তাহাতে যে বিরূপ কার্য্যক্ষতি হয়, তাহা অনুভবশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন এবং অনেকেই তাহাতে ভুক্তভোগী আছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাশয়! ডাক ডিপার্টমেণ্টের নিয়মানুসারে কোন ডাক মুন্সিই কোন পত্র ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় আপনাদিগের নিকট রাখিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ মফস্বলের প্রায় সকল ডাকঘরেই টিকিট পাওয়া যায় না, অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, যে, টিকিটের অভাবে তাঁহারা পত্র প্রেরণে নিরস্ত থাকেন সুতরাং এরূপ স্থলে প্রয়োজন সত্ত্বেও লোকে ডাকে পত্র পাঠাইতে পারে না। এই দুটী কারণ মফস্বলের ডাকঘরের উন্নতির সামান্য অন্তরায় নহে। এই সব কারণেই ডাক দ্বারা লোকের নানা প্রকার গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। উক্ত পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের ইহার সংশোধনে সযত্ন হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

মহাশয়! এতক্ষণ আমরা যে জন্য বাক্য ব্যয় করিয়া আসিলাম, সেই উদ্দেশ্য এখন স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণগঞ্জ নামক স্থানে একটী ডাক ঘর আছে। ভাজনঘাট নামক স্থান তথা হইতে দুই মাইলের অপেক্ষা অধিক দূরবর্ত্তী নহে। কিন্তু মহাশয়! এই গ্রামের ডাকে আগত পত্র সকল এত বিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, যে, শুনিলে আপনি বিস্ময়াপন্ন হইবেন। এই গ্রামের পত্র সকল সচরাচর ৮।৯ দিন কৃষ্ণগঞ্জ ডাকঘরে পতিত না থাকিয়া আর এই গ্রামে আগমন করে না! কখন কখন ইহা অপেক্ষাও অসঙ্গত বিলম্ব হইয়া থাকে! এমন কি কোন নির্দ্দিষ্ট বার্ত্তা ১০।১২ দিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে এখানে পত্র লিখিলে সেই কার্য্য শেষ হইবার ৮।১০ দিন পরে উহা আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়। এক্ষণে মহাশয় বিবেচনা করুন যে, এরূপ বিলম্ব দ্বারা আমাদিগের কিরূপ ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। ইহাতে পত্রপ্রেরকের অভিপ্রায় ও কার্য্য নির্ব্বাহকের কর্ম্ম যে কেমন সুশৃঙ্খলভাবে সুসিদ্ধ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, ডাক কলিকাতা হইতে এখানে সদ্যই আসিয়া উপস্থিত হয়। তথাপি এই গ্রামের পত্র আসিতে এত বিলম্ব হয় কেন বুঝিতে পারা যায় না। অধিক কি, কৃষ্ণগঞ্জের ডাকের মোহর দেখিয়া পাছে কেহ বিলম্ব বুঝিতে পারে, এই জন্য উক্ত স্থান হইতে যে সকল পত্র বিলি হয়, তাহাতে মোহর পর্য্যন্তও প্রদত্ত হয় না। আবশ্যক হইলে মোহরাঙ্কিত বিনা অনেক পত্র আপনাকে প্রদান করিতে পারি।

পত্র প্রাপ্তির এরূপ অসুবিধা দ্বারা নানা প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উহার প্রতীকারার্থে ইতিপূর্ব্বে আমরা কৃষ্ণগঞ্জের ডাকমুন্সী মহাশয়ের নিকট জানাইয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। অতঃপর ইহার সংশোধনের জন্য মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিতেছি। যদি তিনি ইহাতেও সাবধান না হন, তবে শেষে আমরা পোষ্টমাষ্টার জেনরলের নিকট আবেদন করিতে বাধ্য হইব। মহাশয়! শেষোক্ত উপায় দ্বারা তাঁহার গুরুতর অপকার সম্ভাবনা ভাবিয়া আমরা এত দিন তাহাতে নিরস্ত আছি ইতি।

জেলা নদীয়া বশম্বদ।
৫ ই পৌষ ১২৭৩। ভাজনঘাটনিবাসী জনগণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতি ঝাড়গ্রামের এলাকার ডিবি নামক গ্রামে তসর ব্যবসায়ী ৫ জন ও ধন্দব্যবসায়ী ৭ জন সমুদায়ে ১২ জন লোক গত ২৮ এ অক্টোবর উক্ত গ্রামে অবস্থিতি করিয়াছিল। তাহাদের নিকট নগদ ১৫০০ শত টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সহিত ১৫০ টাকার দ্রব্য ছিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময় অনুমান ২৪।২৫ জন দস্যু বন্দুক, তরবারি ও তীর প্রভৃতি অস্ত্রাদি সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া ব্যবসায়ীদিগকে আক্রমণ করিয়া ঘোরতর প্রহার করিতে লাগিল, তাহাতে ৩ জন গুরুতররূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া অদ্যাপি ডাক্তার খানায় আছে। ডাকাইতগণ এইরূপে ব্যবসায়ীদের সমুদায় অর্থ ও দ্রব্যাদি অপহরণ পূর্ব্বক জঙ্গলের মধ্যে পলায়ন করে। তথাকার পুলিষ ঝাড়গ্রামের রাজার অধীন সুতরাং ডাকাইতি হইবার পর দিবস উক্ত ঝাড়গ্রামের রাজার দেওয়ান ও শ্রীধর নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি কয়েক জন ডাকাইতির অনুসন্ধান করেন, কিন্তু কিছুই স্থির হয় নাই। এমত সময়ে এখানকার শ্রীযুক্ত ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ঐ স্থান দিয়া গোপীবল্লভপুর এলাকায় একটী খুনের তদারকে যাইতেছিলেন। তিনি পথিমধ্যে এই ডাকাইতির সমাচার পাইয়া মেদিনীপুরের সুযোগ্য ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরপ্রসাদ দাসকে আনয়ন করিয়া ইহার বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তদনুসারে গত ১ লা নবেম্বর উক্ত ইনস্পেক্টর বাবু ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে তথাকার লোক দ্বারা ইহার অনুসন্ধান করা কঠিন, এজন্য তিনি মেদিনীপুর হইতে ৩ জন সর্দ্দার (গয়েন্দা) লইয়া গিয়া গরুব্যবসায়ী হইয়া ছদ্মবেশে জঙ্গল মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে উক্ত ডিবি গ্রাম হইতে অনুমান দুই ক্রোশ অন্তরে একটি জঙ্গলের মধ্যে একটী খলেপ চিহ্ন দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে, বোধ হয় এই

ডাকাইতি নিকটবর্ত্তি এই গ্রামের লোকদের দ্বারাই হইয়া থাকিবে। এই স্থির করিয়া তিনি তথাকার লোকদের খানাতল্লাসি করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে এক জনের কাপড়ের হাঁড়ির ভিতর হইতে এক খানি বস্ত্র বাহির হয়। এই আসামীর নাম বনসিংহ। ইহাকে ধৃত করাতে আসামী একরার করিয়া অন্যান্য আর ২১ জনের নাম প্রকাশ করে, কিন্তু যাহাদের নাম করিল তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। তাহারা ঐরূপ দস্যুবৃত্তি করিয়া সততই বনে বাস করে ও বনে বনে বেড়াইয়া থাকে। এইরূপে বনসিংহকে সঙ্গে লইয়া জঙ্গল তদারক করাতে অপহৃত অর্থ সহিত ৭ জন ডাকাইত ধৃত হয়, তন্মধ্যে থানার পুলিসের একটী বরকন্দাজ ছিল। উহাদের নিকট নগদ প্রায় ৩০০ শত টাকা ও অলঙ্কার অনেক দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহারা ৭ জনেই একরার করিয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রিকেট সাহেব মহোদয় স্বয়ং ঐ স্থানে যাইয়া উক্ত মকদ্দমার বিচার করেন। তাহাতে সকলেই আপন আপন ডাকাইতির কথা স্বীকার করে। তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগকে সেসিয়নে সমর্পণ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে এ স্থানে এরূপ অনেক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহই ধৃত হয় নাই। এক্ষণে হরপ্রসাদ বাবুর দ্বারা এই ডাকাইতগণ ধৃত হওয়াতে আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি। হরপ্রসাদ বাবু কৌশল ক্রমে ও নিজ বুদ্ধিবলে যে কয়েকটী বড় বড় ডাকাইত ধৃত করিয়াছেন, তাহার সমুদায় সংবাদ আপনার সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহার কিছু বেতন বৃদ্ধি না হওয়াতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। প্রার্থনা করি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া ইহাঁর বেতন বৃদ্ধি সহকারে ইহাঁর উৎসাহ বৃদ্ধি করেন। সদ্গুণের পুরস্কার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য ইতি।

মেদিনীপুর।

১১ই ডিসেম্বর ১৮৬৩।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আমি এই বঙ্গভূমির নানা নগর এবং গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে নদীয়া জেলার প্রধান নগর কৃষ্ণনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং সে স্থানে কতগুলি বিদ্যালয় আছে, তাহা দেখিবার অভিলাষে কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থিতি করিলাম। দেখিলাম তথায় ৩। ৪ টী উৎকৃষ্ট বৈতনিক এবং একটী অবৈতনিক দরিদ্র বিদ্যালয় আছে। শেষোক্ত বিদ্যালয়টিতে দীন দুঃখী অনাথ বালকদিগের অল্প সন্তানেরা বিদ্যাভ্যাস করে, তাহাদের ছিন্ন বস্ত্র পরিধান এবং ম্লান বদন দেখিয়া কোন সহৃদয় ব্যক্তি অশ্রুপাত ব্যতিরেকে প্রত্যাগমন করিতে পারেন না। এ বিদ্যালয়টীর আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় চমৎকৃত হইলাম, এবং আমার অন্তঃকরণ আনন্দ সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণনগরস্থ কালেজের কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র ইহার অধিষ্ঠাতা। তাঁহাদিগের উদার চিত্ত এবং অধ্যবসায়ে এ বিদ্যালয়টির কার্য্য ১৮৫৯ খৃ. অব্দ অবধি একাল পর্য্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা লজ্জা ও মান বিসর্জ্জন দিয়া এ বিদ্যালয়টীর জন্য ধনী ব্যক্তিদিগের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের মত ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। কিন্তু চাঁদার পুস্তক দেখিয়া আমার বোধ হইল যে তাঁহাদিগের মান তথাকার গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ইংরাজ মহাত্মারাই অধিকাংশ রাখিয়াছেন, কারণ চাঁদার খাতায় ইংরাজ মহাত্মাদিগের নামের সংখ্যা অধিক, দেশীয় মহাত্মাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, কেবল ইংরাজ মহোদয়গণের সাহায্যেই অদ্যাবধি বিদ্যালয়টির জীবন আছে। সম্পাদক মহাশয় এটী কি দেশস্থ ধনাঢ্য মহাত্মাদিগের লজ্জার বিষয় নহে? তাঁহারা কি স্বদেশের উপকারের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চাঁদা প্রদান করিয়া অনাথ বালকদিগের বিদ্যালয়টির শ্রীসাধন করিতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। বোধ করি তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ব্যয়কুণ্ঠ থাকিবেন অথবা কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে এ সকল বিষয়ে অর্থ ব্যয় করা অনর্থক। ইহাদের মতে যাত্রাওয়ালা, ভোজ বাজি, এবং এইরূপ অন্যান্য তামসায় অর্থ ব্যয় করা ভাল, এবং ইহাঁরা করিয়াও থাকেন। শুনিলাম যে দরিদ্র বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এস্থানের কতকগুলি দেশীয় ভদ্র মহোদয়গণের নিকট দরিদ্র বিদ্যালয়ের কিঞ্চিৎ চাঁদার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ পরে বিবেচনা করিয়া উত্তর দিব বলিয়া সারিয়াছেন। কেবল ৭। ৮ জন দেশীয় মহোদয় নিয়মিতরূপে চাঁদা প্রদান করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয়! এটী কি দুঃখের বিষয় নয় যে, যে ইংরাজ মহোদয় ২০০ শত টাকা বেতনের অধিক পান না, তিনি অকাতরে মাসিক ২ টাকা করিয়া চাঁদা প্রদান করিতেছেন, এবং আমাদিগের দেশীয় মহাত্মা, যিনি মাসিক ৫০০। ৬০০ শত টাকা উপার্জ্জন করেন, অথবা বেতন পান, তিনি ॥০ আট আনা চাঁদা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন না? বঙ্গভূমি! তুমি ইহাতেই উৎসন্ন গিয়াছ, যদি তোমার সকল সন্তানগুলি পরস্পর উপকার শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিত, তবে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা কখনই হইত না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি বিনীতভাবে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকল মহাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক এ বিদ্যালয়টীর জন্য বিশেষ মনোযোগী হয়েন, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিয়া ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। আরও শুনিলাম যে এই বিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষক বহরমপুরে গিয়া শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের নিকট এ বিদ্যালয়টীর বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করাতে তিনি বলিয়াছেন "আমি এ সমস্ত বিষয় মহারাণীকে জ্ঞাত করাইব" যাহাতে তিনি এ বিদ্যালয়টীতে কিঞ্চিৎ দান করেন, তাহা যদি ঐ সম্পাদক মহাশয় ঈশ্বরেচ্ছায় মনস্কামনা সুসম্পাদিত হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়টীর অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

কস্যচিৎ পথিকস্য।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"আবার "অসার কড়ি দিয়ে
তরে পার।"

উপস্থিত বাঙ্গালী সমাজে এরূপ উপায়ে ... কৃত হইয়া ... হইয়া থাকে, এস্থলে সেরূপ হইতেছে না। ... দিয়া পাপের কথা লিখিত হইতেছে।

আমরা যত খেয়াঘাট দেখি, সকলগুলিই ... পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। কিন্তু আমার ভাবি... ঈশ্বর যদি পাপের দণ্ডস্থান করিয়াছি ... সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে বিশেষ ক্ষম... ভাগ্যেরা কি জন্য দণ্ড প্রাপ্ত হয় না, এব... নির্দ্দোষ গরীব বেচারারাই বা কি জন্য, অধিকন্তু পয়সা দিয়াও অধিকতর কষ্ট ভোগ করে? ... কথা গুলি বাচালতা প্রকাশের ন্যায় হইতেছে বটে কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটী ঘাটে যেরূপ প্রবঞ্চনা অত্যাচার ও গরীব নির্ধনদের নিগ্রহ দেখিয়াছি, তাহাতে ঐরূপ ভাব স্বাভাবিকই মনে উপস্থিত হয়।

উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পথে টী ঘাট আছে। উলুবেড়িয়ার ৩। ৪ ক্রোশ শ্চিমে দামোদরের মধ্যস্থ ঘাট, ১০ ক্রোশ । ২১ ক্রোশ পশ্চিমে কাঁসাই নদীর মধ্যস্থলে পাঁশকুড়া ও পাথরার ঘাট। পাথরা মেদিনীপুরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্ব

কয়েকটী ঘাটেরই লোক পারের পারানি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক এক পয়সা ধার্য্য ও টিকিট করা আছে, কেবল দ্বারকেশ্বর মধ্যে চড়া পড়াতে যেস্থানে নৌকা ছাড়া পার হইতে হয় দিয়া তথাকার মাসুল দুই পয়সা। কিন্তু যখন তথায় ও স্থানে নৌকা ছাড়া পার হইতে হয় না, কেবল পূর্ব্বোক্ত নৌকা দ্বারা পার হইতে হয় তখনও ডবল মাসুল দিতে হয়। ক্রোর কিং এবাধার এইরূপ সকল বিষয়েই পারানি বল দিতে হয়। এবার আমাদের সঙ্গে একখান পাল্কি আসিতেছিল কিন্তু আমাদের সঙ্গে ঘাটে আসিতে পারে নাই। তাঁহার আরোহী মহাশয় পীড়িত ছিলেন বলিয়া মাসুলের ফর্দ দেখিতে পারেন নাই। সুতরাং ইজারাদারের দাওয়া অনুসারে তাঁহাকে ৮০ আনা মাসুল দিয়া পাল্কি পার করাইতে হয়। মধ্যস্থ ভিন্ন অপর তিনটী ঘাটের লোকেরা পাল্কির মাসুল ৶০ আনা করিয়া দাওয়া করে। মাসুলের তালিকা দেখিতে চাহিলে তাহারা বর্ষাঋতুর মাসুল যে ।৶ আনা করিয়া, তাহাই আপনাদের দালান মধ্যস্থিত তালিকার ফলকে প্রদর্শন করে। তাহার উপরে যে বর্ষাঋতু বলিয়া লেখা আছে, তাহা সহজে লক্ষ্য হয় না। কিন্তু আমরা তাহাদের প্রতারণা টের পাইয়া শুষ্কঋতুর মাসুল ৶১০ করিয়া দিয়া পার হই। কেবল পাথরার তালিকার ফলকটী বাহিরে ছিল। কিন্তু তাহা থাকিলে কি হইবে, তাহারা বর্ষার মাসুল দেখাইয়াই ঠকাইয়া থাকে। আর তথায় শীত ও গ্রীষ্মকালে নদীতে পুল বাঁধা হয়। যত দিন পুল বাঁধা না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত তথায় বর্ষাঋতু প্রবল থাকে। বোধ হয়, ফাল্গুন চৈত্র মাসেও যদি পুল না বাঁধা যায়, তবে তখন বর্ষাঋতু "৩০এ অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বর্ষাঋতুর স্থিতি শুনিয়া আসিলাম। যাহা হউক, উক্তরূপ হলেই হউক অথবা বলেই হউক উল্লিখিত ঘাট সকলে সচরাচর ২। ৩। ৪ গুণ পর্য্যন্ত মাসুল আদায় করে। ইহা আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি ... নাই এ বিষয়ে অধিকতর অত্যাচার ... পাতে অপরেরা যে মাসুলে পার ... দিতে দিয়া গালি ও প্রহার খাইয়া থাকে। পরিশেষে অন্যায় বেশী মাসুল দিতে বাধিত হয়।

এতদ্ভিন্ন আর একটী প্রবঞ্চনা আছে। ইজারাদারদিগের কয়েক খানি করিয়া ডাকপাল্কী থাকে। শীঘ্র ও বিনা গোলযোগে পার হইবে বলিয়া এই সকল ডাকের পাল্কী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পর পারে খিয়ার নৌকা (সেই এক মাত্র) থাকিলে অনেকে বিলম্বের (১৪ ঘণ্টা) ভয়ে ডাক পাল্কীতে পার হইতে বাধিত হন। ইহাতে আধ পয়সা করিয়া বেশী দিতে হয়। ডাক পাল্কীতে ঐ বেশী পয়সা না দিলে প্রায়ই বিলম্ব ভোগ করিতে হয়। খিয়াঘাটের বিলম্বের কথা লেখা বাহুল্য। ডাকপুরুষই বলিয়া গিয়াছেন, "পথে যাও দৌড়াদৌড়ি, খিয়াঘাটে গড়াগড়ি।"

এই সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আশু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। বোধ হয় নিম্নলিখিত ৪ টী ব্যবস্থা করিলে এ সকল অত্যাচারের অনেক নিবারণ হইবে।

১। মাসুল জ্ঞাপনের কাষ্ঠ ফলক এমত স্থানে উচ্চ ইষ্টক বেদীর উপরি স্থাপিত হইবে যে, পার হইতে গেলেই যেন সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

২। বর্ষাঋতুর ও শুষ্কঋতুর মাসুল জ্ঞাপনের ভিন্ন ভিন্ন কাষ্ঠ ফলক হইবে, এবং বর্ষার ফলকটী বর্ষাতে ও অপরটী অপরকালে বাহিরে বেদীর উপরি প্রদর্শিত হইবে। স্ব স্ব সময় ব্যতীত অন্য সময়ে প্রদর্শিত হইবে না।

৩। ইজারাদারেরা ডাক পাল্কীরূপ প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে না, অথবা বেশী করিয়া খিয়ার নৌকা রাখিবে।

৪। এক জন পুলিস কর্ম্মচারী ঘাটে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিবে। তাহা হইলে উহাদিগের নিগ্রহটা নিবারিত হইবে। ঘাটে যেরূপ আয় হয়, তাহাতে ঐ কর্ম্মচারীর বেতন দান অতি সহজ ব্যাপার।

শ্রী —

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ ভট্টাচার্য্য মুরসিদাবাদ ১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ ৭

" " হরনাথ দত্ত চৌধুরী আমড়াতুড়ি ১৩

" " ভুবনমোহন দাস কাশীপুর ৫৷৷

" " যোগেশচন্দ্র দত্ত কলিকাতা ১০

" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উলা ১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক ১৩

" " মদনমোহন তেওয়ারি বর্দ্ধমান ১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে চৈত্র ৭

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও বর্ণীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৶০ আনা তাহার পর ৶১০ আনা. দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ৭ সংখ

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ১৭ ই পৌষ। ১৮৬৬। ৩১ ডিসেম্বর। | মফঃস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বা[র্ষিক] টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসি[ক]

বিজ্ঞাপন।

হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত

বিদ্যালয়।

আগামী ৫ ই জানুয়ারি উক্ত বিদ্যালয়ে ১৮৬৭ অব্দের এন্ট্রান্স ক্লাস খোলা হইবে। ঐ শ্রেণীর পাঠার্থিরা ঐ দিবস ১১ টার পর ৪ টার মধ্যে ঐ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইবেন।

শ্রী দ্বারকানাথ শর্ম্মা

সম্পাদক।

—:o:—

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা।

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি সোসাইটী বিদ্যালয়ের কালেজ ডিপার্টমেণ্টে এক জন সহকারী শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। অন্যান্য প্রার্থীর অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকেই অগ্রে মনোনীত করা হইবে। রেবরেণ্ড ডবলিউ জনসন বি, এর নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

—•—

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি

সোসাইটী বিদ্যালয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষার ছাত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আগামী ৭ ই জানুয়ারি উক্ত বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষের একটী ক্লাস খোলা হইবে। কালেজ ডিপার্টমেণ্টে সাময়িক সময়ে ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

রেবরেণ্ড ডবলিউ জনসন বি, এ,

" জে, পি, আস্টিন এম, এ,

" জে, মেলর বি, এ,

ইঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

—•o•—

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে।

বিশেষ ভ্রমণেচ্ছু দিগের টিকীট সকল

হাবড়া হইতে প্রদত্ত

হইবে।

সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষার্থ এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা যাইতেছে যে, যাঁহারা বাষ্পীয় রথে রেল পথে বিশেষরূপে ভ্রমণ করিবার অভিলাষ করেন (পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে) তাহাদিগকে আগামী ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্য্যন্ত মাসিক টিকিট হাবড়া ইষ্টেসন হইতে প্রদত্ত হইবে। সেই টিকীটধারিগণ আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সমুদায় সুপ্রসিদ্ধ মনোরম এবং আশ্চর্য্য স্থান সকল দর্শন করিতে পারিবেন এবং নিম্নলিখিত স্থান সকলের সর্ব্বত্র বা যে স্থানে ইচ্ছা হয়, তথায় গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ ভ্রমণ সমাপন করিতে সক্ষম হইবেন। ঐ সকল স্থানের নাম এই—

মুঙ্গের।
বাঁকীপুর।
বারাণসী
চুণার।
মির্জাপুর
আলাহাবাদ।
কানপুর।
আগ্রা
গাজিয়াবাদ এবং
দিল্লী।

উক্ত প্রকার সার্ব্বত্রিক বিশেষ ভ্র[মণকারী]দিগের ভাড়ার হার।

১ প্রথম শ্রেণী	১২০ টাক[া]
২ দ্বিতীয় ঐ	৭০ ঐ

বিশেষ ভ্রমণের টিকীট সকলে[র] ভাড়ার হার উপরে লিখিত হইল, [যা]হিগণ যদি ঐ হারের উপর শতকরা [...] টাকার হিসাবে অধিক প্রদান করেন, [তা]হারা এই বিজ্ঞাপনের লিখিত নিয়ম অ[...] অতিরিক্ত আর দুই সপ্তাহকাল উক্ত টিকীট ব্যবহার করিতে পারিবেন। অন্যান্য ইষ্টেসনেও ঐরূপ নিয়মে টিকিট পাওয়া য[াইবে।]

উপরি উক্ত বিষয়ের অন্যান্য [...] যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা [...] ষ্টেসনের ডেপুটী ট্রাফিক মেনেজর সা[হেবের] নিকট আবেদন করিলেই সমুদায় অবগত [হইতে] পারিবেন।

সিসিল ষ্টিফেন্স[ন]

বোর্ড অব একেন্সী
ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে হৌস
কলিকাতা ১৮৬৬। ৩১ এ অক্টোবর।

মির্জ্জাখানসামার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে [...]নীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তক[...] বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল[্য]
গ্রীসইতিহাস	১ টা[কা]
রোমইতিহাস	১
ভুবনসার ব্যাকরণ	'
নীতিসার (১ ম ভাগ)	

নীতিসার (১ম ভাগ) ৷৴০

প্রচারিত।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ৸০

শ্রীদ্বারিকানাথ শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত প্রকৃতিবাদ নামে একখানি অভিধান সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাথরওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের বুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

আগামী ১৬ ই জানুয়ারি বুধবার কলিকাতা নর্ম্মালবিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সম্প্রতি ৭ টী ৪ চারি টাকার বৃত্তি খালি আছে।

বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

অঙ্ক দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

বাঙ্গলার ইতিহাস।

ভূগোলের চারি বিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ে। পরিচয়।

বাচনিক পরীক্ষা, আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

এইচ, উড্রো।

১২ ই ডিসেম্বর। বাঙ্গলার মধ্যবিভাগের

১৮৬৩। স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর।

নীলামের দ্বারা ভূমি সম্পত্তি

এবং নীলকুঠি বিক্রয়।

১। সুবিখ্যাত খাল বোয়ালিয়া কানসরণের অন্তর্গত সমস্ত তালুক পত্তনি দরপত্তনি তালুক জোৎ কানুন মহল খরিদা বৃত্তি মৌরসি জমা এবং পাট্টাই জমী ও নীল কর্ম্ম চলিতে পারে এমত আট কুঠি ও ছোট দুই কুঠি ও মোকাম কলিকাতার দুইটি উৎকৃষ্ট পাকা ঘর, সমুদয় ইষ্টেট একলাটে অথবা সুবিধা বুঝিলে পৃথক পৃথক লাটে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে।

২। সন ১৮৬৪ সালের ১৭ ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর একটার সময় খাল বোয়ালিয়ার কুঠি মোকামে নীলাম আরম্ভ হইয়া যে পর্য্যন্ত সমুদয় বিষয় বিক্রয় না হয় তাবত প্রত্যহ ঐ একই সময়ে নীলাম হইবে।

৩। তৎকালীন সমুদয় নীল কানসরণ অথবা সমুদয় জমীদারী কিম্বা তাহার কতকাংশ আপসে বিক্রয় বিষয়ক দরখাস্ত ও প্রস্তাবাদি ১০ ই জানুয়ারি তারিখ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইবে।

৪। অপর বৃত্তান্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীমে. আর, চি, হিল সাহেব

বালফোর কোম্পানির বাটী

কলিকাতা।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্য ডাকিবেন তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে। কিন্তু প্রত্যেক নীলামে বিক্রেতাদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ এক ডাক ডাকিতে পারিবেন। বিক্রেতার অধ্যক্ষ প্রত্যেক ডাকের উপর যে পরিমাণ বৃদ্ধি ডাকিতে হইবে তাহা অবধারণ করিয়া দিবেন। যদি ডাক সম্বন্ধে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে ঐ বিরোধি ডাকের পূর্ব্বে যে ডাক হইয়াছিল সেই ডাক হইতে পুনরায় ডাক হইবে। কেহ কোন ডাক ডাকিয়া তাহা অপহ্নব কি অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

২। যে মূল্যে ডাক সাব্যস্ত হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ খরিদার ডাক বন্ধ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বিক্রেতার অধ্যক্ষকে দিবেন এবং অবশিষ্ট সমুদয় টাকা নীলামের দিন অবধি দশ দিন মধ্যে পরিশোধ করিবেন। তাহা না করিলে নীলাম রদ এবং ডিপোজিটের যে টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বেবাক বিক্রেতার হইবে। এবং বিক্রেতা ঐ বস্তু আপসে বা প্রকাশ্য নীলামে পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় বিক্রয়ে প্রথম ডাক অপেক্ষা যে মূল্য কমি বা ক্ষতি খেসারত ও যে কিছু খরচপত্র হয় তাহা সমুদয় ত্রুটিকারি প্রথম ডাকিয়া পূরণ করিবেন। যদি দ্বিতীয় বিক্রয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা লভ্য হয় তাহাও বিক্রেতা পাইবেন। বিক্রয়ের পরক্ষণেই খরিদার এই সমস্ত নিয়মে আবদ্ধ হইয়া একরার লিখিয়া দিবেন।

৩। যেহেতু বিক্রেতা বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানির বন্ধক গ্রহীতার নিকট সন ১৮৬৫ সালে সম্পত্তি খরিদ করিবার সময় হকিয়ত সম্পূর্ণরূপে তহকিক তদন্ত করা হইয়াছিল। অতএব বুঝিতে হইবেক যে বিক্রেতা যে কবলা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্পত্তির সম্যক রূপে স্বত্ববান এবং মালিক হইয়াছেন, এতাবতা ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বকার কোন দায় বা আপত্তি উত্থাপন হইবার নহে।

৪। খরিদা সম্পত্তির হস্তান্তর করণ পত্র লিখিত পড়িতের সমুদায় ব্যয় মূল দলিলের খসড়া বা যাবেতা নকলের ও রেজিষ্টরি খরচ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য এবং খরিদদারের নাম জমিদারি সেরেস্তায় খারিজ দাখিলের খরচ ইত্যাদি যে কিছু ব্যয় তাহা সমুদায় খরিদদার দিবেন।

৫। পত্তনি দরপত্তনি প্রভৃতি যাহাদিগের নিকট লওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মূল কিরণের দলিল অনুসন্ধান ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত বন্দ বন্দোবস্ত করিয়া দিতে তাহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল এমত অনুভব করিতে হইবেক। এবং ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি মহালাতের দস্তাবেজ অনুসারে শেষ কিস্তির খাজানা পরিশোধের দাখিলাজাত বা ঐ খাজানা পরিশোধের অপর সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শিত হইলে তাহা ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি সংক্রান্ত তাবৎ সর্ত্তের ও নিয়মের সম্পন্ন হওয়া বলিয়া অথবা খরিদ হওয়ার সময় পর্য্যন্তের সমস্ত ওজর মিটিয়াছে বলিয়া কিম্বা ঐ পত্তনি প্রভৃতি ও অন্যান্য দস্তাবেজাত ঐ সময় সিদ্ধ এবং বলবৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

৬। বিক্রেতাদিগের অন্যান্য বিষয়ের সহিত একযোগে যে বিষয় বিক্রয় হয়, তাহার দস্তাবেজ বিক্রেতা আপন হস্তে রাখিবেন। যে বস্তু সামান্যরূপে বিক্রয় করা যাইবেক তাহার দলিল বিক্রয়ের পরে যিনি অধিক মূল্যে খরিদ করিবেন, অর্থাৎ যিনি প্রধান খরিদদার হইবেন তাঁহাকে সমর্পণ করা যাইবেক এবং বিক্রেতা বা প্রধান ক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে দস্তাবেজ যাঁহার নিকট থাকিবেক তিনি অন্যান্য খরিদদারগণের প্রার্থনা মতে তাহাদিগের নিকট খরচ পত্র লইয়া মূল দস্তাবেজ দাখিল করা ও তাহার নকল দেওয়ার একরার লিখিয়া দিবেন।

৭। সন ১২৭০। ৭১। ৭২ সালের জমাওয়াশীল বাকি কাগজের লিখিত যে বকেয়া খাজনা বিক্রয়ের দিনে প্রজার নিকট পাওনা হয় তাহার দশ আনা রকম বিক্রয়ের দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে কিস্তিবন্দির মুচলকা খরিদদার বিক্রেতাকে দিবেন, এবং ঐ বাকী পরিশোধের তারিখ নির্দ্ধারক বোধ অঙ্কের দলিল লিখিয়া দিবেন।

৮। বর্দ্ধমান সাহেবের, যে খাজানা হস্তান্তরে দিগে প্রজার নিকট পাওনা থাকে তাহার মধ্যে সরকারি খতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে দিও বাদে বাকী সমুদায় টাকা সালাইন ১২৭৩ সালে ৩০ এ চৈত্র অন্যাংশে কিস্তিবন্দী দ্বারা খরিদ্দার বিক্রেতাকে দিবেন।

৯। খতি কর্জ্জা ও ডিক্রীর ও নীল দাদনি মহলা বাবত যে সমস্ত টাকা প্রজা ও অন্যান্য লোকের নিকট পাওনা আছে তাহা বিক্রেতার ইচ্ছানুসারে খুটির সহিত এক যোগে বা পৃথক রূপে বিক্রয় হইবেক।

—:০:—

১১ ই ও ১২ ই মাঘ ইংরাজী ২৩এ ও ২৪এ জানুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতিবার হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে। নিম্নলিখিত বিষয়ে সকলের পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে।

শুদ্ধ লিখন ও হস্তাক্ষর।

অর্থ ও ব্যাকরণ।

পাটীগণিত।

ভূবৃত্তান্ত।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

ডিসেম্বর ১৮৬৬। } বাঙ্গলার মধ্য বিভাগের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর।

—:০:—

সহর কলিকাতার বড়বাজারে আমার যে কারবারী গদি আছে তাহার কর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে অদ্য হইতে এই নিয়ম সংস্থাপন করা হইল যে হুণ্ডী ইত্যাদি যখন যাহা যে বলে খরিদ অথবা বিক্রয় হইবেক, তাহার বাবত যখন যে চিঠি ও এগ্রেমেণ্ট ইত্যাদিতে দস্তখত করিতে হইবেক তাহা শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ প্রধান, শ্রীযুক্ত কালীদাস পাঁড়ে ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ প্রধান, এই তিন ব্যক্তির মধ্যে যখন যিনি উপস্থিত থাকিয়া আমার নাম বকলমে ঐ সমস্ত দস্তখত করিবেন, তাহা আমার স্বীকৃতের মধ্যে গণ্য হইবেক, ইহা ভিন্ন অপর কোন কর্ম্মকারক কি দালাল ইত্যাদি কোন লোকে যদি কোন রকম খরিদ বা বিক্রয়ের কোন কার্য্যে কি কোন রকম দস্তখত করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইবেক, এবং তাহার কোন রকমে দায়ী আমি হইব না, আর ঐ কার্য্য সম্বন্ধে আমার যে কোন রকমের পাওনা টাকা তাহা সেই সকল টাকার বাবত চিঠির পৃষ্ঠে ওয়াসিল না দিয়া কিম্বা উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখত রসিদ না লইয়া কেহ কোন টাকা অপর কোন কর্ম্মকারকদিগকে দিলে কিম্বা আমার দেনা টাকার কোন চিঠিতে উক্ত ৩ ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখতে স্বাক্ষর না হইলে তাহা আমার গ্রাহ্য নহে, এবং আমি তাহার দায়ী হইব না।

শ্রীরাধিকানাথ মিত্র।

সোমপ্রকাশ।

১৭ ই পৌষ সোমবার।

পঞ্জাবের হত্যাচেষ্টা নিবারণের বিল।

যে সকল কারণে ইংরাজদিগের ক্ষমতা এদেশে বদ্ধমূল হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহাদিগের উদারহৃদয়সম্ভূত সহিষ্ণুতা একটী প্রধান। কিন্তু সেই সহিষ্ণুতা সর্ব্ব সময়ে দৃষ্ট হয় না। দুর্ব্বল হৃদয় মানবজাতির তদ্দর্শন বিস্ময়ের বিষয় নহে। আমরা এক গল্প পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলাম, এক জন পাদরী মূর্খ যজমানদিগের সবিশেষ সম্মানভাজন ছিলেন। তিনি যে কথা বলিতেন, তাহা তাহারা ঈশ্বরের বাক্য বোধ করিত, সুতরাং তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা প্রধানতম জ্ঞান করিত। এক দিবস এক বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করে। পাদরী কিঞ্চিৎ অধিক সুরাপান করিয়া কিঞ্চিন্মত্ত ও ক্রমশঃ বিধবার রূপের তৎপরে তাঁহার মুখের প্রশংসা করিয়া পরিশেষে মুখচুম্বন প্রভৃতি সম্পাদন করেন। পুরোহিত প্রস্থান করিলে স্ত্রীলোক বলিল “আমাদিগের ন্যায় পাদরীরও রক্ত মাংসের শরীর।” দিল্লীর লোকেরা কয়েক জন পারসীক সৈনিককে বধ করাতে নাদিরসাহ যেরূপ নগরবাসিদিগকে সাধারণ্যে বধ করিবার আজ্ঞা দেন, বিদ্রোহের প্রারম্ভে সেনাপতি নীল প্রভৃতি কয়েক জন ঐ প্রকার সাধারণ হত্যা করাতে অযোধ্যার সামান্যতঃ সকলে অবধারণ করেন, সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, লার্ড কানিঙের দয়া ও ধৈর্য্য গুণ না থাকিলে বিদ্রোহ শান্তি বড় সহজ ব্যাপার হইত না। দেশ শাসন কঠিন কর্ম্ম। যখন জেতৃজাতি হইয়া এ কার্য্য করিতে হয়, তখন এভার আরো গুরুতর হয়। অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতির শাসনের ত কথাই নাই। শাসন সম্বন্ধে ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের ক্ষমতার এক প্রধান পরিচয় স্থল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বে তাঁহারা পরাজিত জাতির শাসন আর কোথাও করেন নাই। আমেরিকায় তাঁহারা আদিমনিবাসিদিগকে নির্ম্মূল করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে স্ববশে আনিতে পারেন নাই, অষ্ট্রেলিয়ায় ঐরূপ হইয়াছে এবং নিউজিলাণ্ডেও হইতেছে। যাহা হউক, ক্লাইব, হেষ্টিংস প্রভৃতির রাজনীতি অনুসরণের কাল অতীত হইয়াছে। এদেশে সাধারণ মত দিন দিন প্রবল হইতেছে। ইউরোপের ন্যায় এখানেও শাসনকর্ত্তাদিগকে সাধারণ বিচারালয়ে দণ্ডায়মান হইয়া কাজ করিতে হয়।

এরূপ অবস্থায় ব্রাণ্ডেথ সাহেব যে আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা জেতৃজাতির সম্যালোচিত ও সাধারণ মতের অনুমোদনীয় নয়। মধ্যে মধ্যে পঞ্জাবের সীমার নিকটে গোঁড়া মুসলমানেরা ইংরাজদিগকে বধ করিবার চেষ্টা করে। গত বৎসর পেসোয়ারের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী এই প্রকার এক ব্যক্তির ২৪ ঘটিকার মধ্যে বিচার করিয়া ফাঁশী দেন। ইউরোপীয় সমাজ ও সম্মান করেন এই ক্ষিপ্র দণ্ডের অনুমোদন করাতে ব্রাণ্ডেথ সাহেব এক্ষণে এই আইনের পাণ্ডুলেখ্য করিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, বিভাগীয় কমিসনরেরা ফৌজদারী আইন অনুসারে বিলম্ব না করিয়া আপনারা হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড দিবেন। দণ্ডবিধিতে হত্যার চেষ্টায় মৃত্যুদণ্ড নাই। কিন্তু ঐ পাণ্ডুলেখ্যে তাহার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে প্রস্তাবি-

আইনের প্রয়োজন আছে কি না? ব্রাণ্ডেথ সাহেব বুঝিলেন, অনেক ইউরোপীয়েরও এই মত, শীঘ্র দণ্ড দিলে গোঁড়াদিগের দুশ্চেষ্টার নিবারণ হইবে। ইহার প্রমাণ কি? গোঁড়া মুসলমানদিগের সংস্কার আছে, খৃষ্টিয়ানকে বধ করিলে স্বর্গবাস হয়। এ অবস্থায় যাহারা হত্যার চেষ্টা পায় তাহারা আপনাদিগের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়াই আইসে; মৃত্যু দণ্ড যখন তাহাদিগের স্বর্গবাসের পথ বলিয়া স্থির রহিল তখন তাহাদিগের তাহাতে কাতর হইবার সম্ভাবনা কি? এই সকল গোঁড়া প্রায় সীমান্তিত বন্য প্রদেশ হইতে আইসে। ইহাদগের যে প্রকার শাসন ও বিচার প্রণালী, তাহাতে ইহাদিগের প্রায় অপরাধের পরই দণ্ড হইয়া থাকে। তাহারা তাহাতে অভ্যস্ত হইয়াছে। অতএব তাহাদিগের সত্বর মৃত্যুদণ্ড দর্শনে ভয় ও বিস্ময়ের সম্ভাবনা নাই। বরং বিলম্ব করিয়া আইনের মহিমা প্রদর্শন করিলে তাহাদিগের তদানীন্তন ঔৎসুক্য শান্তি হইয়া হৃদয়ে ভয় সঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে।

মফস্বলে যে সকল ইউরোপীয় বাস করেন, তাঁহাদিগের চরিত্র সাধুতার আদর্শ নয়। যেখানে ইহাদিগের সংখ্যা অল্প, সেখানে অত্যাচার আরও অধিক। পঞ্জাব, কাশ্মীর, পেসোয়ার প্রভৃতি স্থানে যে সকল ইউরোপীয় আছেন; তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে তত্রত্য লোকদিগের প্রতি মিসরের ফেল্লাদিগের ন্যায় ব্যবহার করেন, সত্য বলিতে সঙ্কুচিত হওয়া উচিত না, অনেকে ঐ অঞ্চলে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে হয় কৌশলে ব্যভিচারিণী নচেৎ বলপূর্ব্বক আপনাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। কাশ্মীরে প্রতি বৎসর যে সকল ঘটনা হয়, তদ্দ্বারাই আমাদিগের বাক্য সুপ্রমাণ হইবে। এই সকল স্থানের লোকে "ইজ্জৎ" জীবন অপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করে সুতরাং অত্যাচারকারীকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়। গোঁড়ামি নিবন্ধন হত্যার সংখ্যা তত নয় এক্ষণে ব্রাণ্ডেথ সাহেবের বিল যদি বিধিবদ্ধ হয়, মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত এক জন কর্ম্মচারী কেবল হত্যাকারির নয়, হত্যার চেষ্টাকারিরও ২৪ ঘটিকার মধ্যে বিচার করিয়া ফাঁশী দিতে পারিবেন। পূর্ব্বে নবাবেরা নিজের আজ্ঞায় এ কাজ করিতেন, এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভা কর্ম্মচারিদিগকে লিখিয়া এই ভার দিতেছেন, প্রভেদ এই মাত্র। এইরূপে আইনের অবমাননা করিলে ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাদিগের প্রতি কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিবেন? ভীরু ব্যক্তিরাই নিষ্ঠুর হয়, ইংরাজেরা পুলিষ দ্বারা অত্যাচর বন্ধ করিতে না পারিয়া ভয়ে সেকেলে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতেছেন, একথা কি সকলে বলিবেন না। যুদ্ধ বিদ্রোহাদি বিশেষ সময়ে এপ্রকার নিয়ম শোভা পায়, কিন্তু প্রগাঢ় শান্তির সময়ে এবম্বিধ যুক্তি ও নীতি বিরুদ্ধ ব্যবস্থা প্রণয়ন লজ্জাকর সন্দেহ নাই। আয়ারলণ্ডের কৃষকেরা প্রায়ই ইংরাজ জমীদারদিগকে গুলি করিয়া থাকে। শত শত ফেনিয়ান অস্ত্র সহিত ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই আয়ারলণ্ডে কি এপ্রকার আইনের প্রস্তাব হইয়াছে। মফস্বলবাসী ইউরোপীয়দিগের স্বভাব প্রায়ই উগ্র। এক জন "মহাপুরুষ" বাজারে গিয়া এক টাকার দ্রব্যে দুই আনা দিতে চাহিলেন! বিক্রেতা সম্মত হইল না, সাহেব তাহাকে প্রহার করিলেন! পর্ব্বতবাসীরা এ অপমান সহ্য করা মৃত্যু অপেক্ষা কষ্টকর জ্ঞান করে। অতএব বিক্রেতা লাঠি অথবা তলবার বা ছুরি উত্তোলন করিল, সাহেব অমনি "গোঁড়ার আক্রমণ" বলিয়া নালীশ করিলেন। সমধর্ম্মা মিসন

বহির্ভূত প্রদেশস্থ কমিসনর বিচার ক
লেন, আবেদনকারী সাহেব খৃষ্ট
বলম্বী, সুতরাং তাঁহার বাক্য প্রম
হইল, প্রতিবাদীর ও তাহার সাক্ষী
বাক্য অগ্রাহ্য হইল, তাহার ফাঁশী হ
গেল!! এ অবস্থায় সমাজ কত দি
চলিতে পারে? কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে
পূর্ব্বক কয়েক জন ভীরু ও নিষ্ঠুর
কের পরামর্শে আইনের মহিমাকে ব
প্রদান করিতেছেন। আমরা স্পষ্টাক্ষ
বর্ত্তমান বিলের প্রতিবাদ করিতেছি
ইহার মূল নিয়ম ভ্রমাত্মক ও নীতি
যুক্তিবিরুদ্ধ, ইহার ফল অসীম দুঃখে
হেতু হইবে। অপরাধির দণ্ড দাও, কি
আইনের মহিমা না যায়। মহিমার হ্র
হইলে ইংরাজদিগকে লোকে আ
পাঠান ও মোগলদিগের অপেক্ষ
উৎকৃষ্টচরিত্র জ্ঞান করিবেন না। মাজি
ষ্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির হ
মৃত্যু দণ্ডের ভার? এই মাজিষ্ট্রেট আব
নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের মাজিষ্ট্রেট
কলিকাতার দুই শত ক্রোশের মধ্যে
এক জন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট এক অষ্ট
বর্ষীয় শিশুকে বেত্রাঘাতে বধ করি
ছেন, অথচ এখানে সাধারণ মত প্রবল
পঞ্জাবে কি না হইবে? জামেকার শা
নকর্ত্তা আয়ার অনিয়মে মৃত্যুদণ্ড দি
প্রাণদণ্ডের যোগ্য হইয়াছেন, কিন্তু সে
আয়ার পঞ্জাবে শত শত আছেন।

—:•—

জগন্নাথক্ষেত্রের বাসস্থান সংক্রান্ত
আইনের পাণ্ডুলেখ্য।

বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রথ
অধিবেশন দিবসে "পুরীর বাসাবাটী
সংক্রান্ত এক আইনের পাণ্ডুলেখ
সভায় উপস্থিত করা হইয়াছে।
বৎসরের অধিক হইল, আমরা বলিয়া
ছিলাম, জগন্নাথক্ষেত্রের পাণ্ডারা বিস্ত
স্ত্রীলোকদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যায়, তা

দিগের অনেকে পথে আহার ও বাসস্থানের কষ্টে প্রাণত্যাগ করে। আমরা সেই সময়ে অনুরোধ করিয়াছিলাম, পাণ্ডাদিগের অনুমতিপত্র গ্রহণের নিয়ম হওয়া উচিত। তাহারা যত যাত্রী লইয়া যাইবে, তাহার সংখ্যা পুলিসে ও মাজিষ্ট্রেটের নিকটে দিতে হইবে। বাটীর কর্ত্তারা যদি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে গিয়া আপনাদিগের সম্মতি দেন, তাহা হইলে পাণ্ডারা যাত্রী লইয়া যাইতে পারিবে, এবং পথে কাহার মৃত্যু হইলে তাহার সন্তোষকর কারণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে পাণ্ডাকে দায়ী হইতে হইবে। ট্রিভেলিয়ন সাহেব আইনের যে পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা কেবল পুরীর দোকানদারদিগের পক্ষে বর্ত্তিতেছে। তিনি প্রস্তাব করেন, তথায় যে সকল ভাড়াটিয়া বাটী আছে, তাহার অধিকারীদিগকে অনুমতি পত্র লইতে হইবে। নির্দ্ধারিত সংখ্যক যাত্রীর অধিক লোককে কোন গৃহে রাখিলে তাহার দণ্ড হইবে। মাজিষ্ট্রেট ও পুলিস বাসা সকলের তত্ত্বাবধান করিবেন, এবং আবশ্যক হইলে অধিকারীকে তত্ত্বাবধায়কদিগের অগ্রে যাত্রীদিগকে উপস্থিত করিতে হইবে। বিলের ৯ ধারায় প্রস্তাব করা হইয়াছে যে সকল মহাপ্রসাদ খাদ্যস্বরূপ যাত্রীদিগকে বিক্রয় করা হইবে তাহার অনুসন্ধান হইবে, যদি অস্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হয়, পুলিস তাহা খাইতে দিবেন না, নষ্ট করিয়া ফেলিবেন। ১২ ধারানুসারে বাসার অধিকারীকে পীড়া অথবা মৃত্যুর সংবাদ এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে পূর্ব্ব রাত্রির যাত্রীর সংখ্যার এক তালিকা দিতে হইবে, মিথ্যা তালিকা দিলে দণ্ড হইবে। ১৯ ধারায় আছে মাজিষ্ট্রেট বিশিষ্ট হেতু দর্শন করিলে অনুমতিপত্র রহিত করিতে পারিবেন। বিলখানি সিলেক্ট কমিটীর হস্তে দেওয়া হইয়াছে।

গত বৎসরের বাতুলালয়ের রিপোর্ট মধ্যে কটকের সিবিল সর্জ্জন লিখিয়াছেন, এক জন পাণ্ডা কয়েক জন যাত্রির মধ্যে এক স্ত্রীলোককে সুন্দরী দেখিয়া তাহাকে অলঙ্কার দর্শন প্রলোভন দেখাইয়া আপন বাটীতে লইয়া যায়। সেই আমাই আনা। দুরাত্মা বলপূর্ব্বক স্ত্রীলোকটির সতীত্ব নষ্ট করে, এবং পাছে সে নালীশ করে এই শঙ্কায় তাহাকে বাটীর বাহির হইতে দেয় নাই। স্বামী ও পরিবারের সহিত বিচ্ছেদ, তাহার উপর সতীত্বনাশ হওয়াতে স্ত্রীলোকটি উন্মত্ত হয়। দুই বৎসরের পর সিবিল সর্জ্জন তাহাকে বাজার হইতে বাতুলালয়ে লইয়া যান সেখানে আরোগ্য লাভ করিয়া সে সমুদায় বৃত্তান্ত বলে। মাজিষ্ট্রেট অপরাধীকে ধৃত করিবার আজ্ঞা দিলেন, কিন্তু পাণ্ডা তখন প্রাণত্যাগ করিয়া সর্ব্বোচ্চ বিচারপতির নিকটে গিয়াছিল।

এই প্রকার অত্যাচার কাণ্ডের উদাহরণ বিরলপ্রচার নহে। প্রতি বৎসর রথের সময়ে মান্দ্রাজ ও মধ্য ভারতবর্ষ হইতে ক্রীতদাস ক্রেতৃগণ পুরীতে আইসে। ইহারা পাণ্ডাকে টাকা দিয়া কাহাকে বা ভুলাইয়া এবং কাহাকে বা বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। মধ্য ভারতবর্ষের মুসলমান অন্তঃপুর অনুসন্ধান করিলে বঙ্গদেশের অনেক স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। যত দিন যাত্রীরা পুরীতে অবস্থিতি করিবেন, তত দিন ট্রিভেলিয়ন সাহেবের বিল তাঁহাদিগের রক্ষায় সমর্থ হইবে। পুরীতে যে কষ্ট হয়, এতদ্দ্বারা তাহার অনেক নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্দ্বারা পথের কষ্ট ও অত্যাচার নিবারণ সম্ভাবনা নাই। আমরা অত্যুক্তি করিতেছি না, পথে কোন যাত্রীর পীড়া হইলে পাণ্ডারা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ চাউল ও জল দিয়া ফেলিয়া যায়। আড়াই বৎসর হইল,

আমাদিগের এক বন্ধুর এক জন নিকট আত্মীয় এই প্রকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সহচরেরা বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। অনেকে আরোগ্য লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ কথাও অসম্ভব নহে। অপর অনিষ্ট এই, পুরীতে যাইবার সময়ে পাণ্ডারা যাত্রীদিগের সঙ্গে যায়, কিন্তু প্রত্যাগমনকালে প্রায় তাহারা সঙ্গে আইসে না। ঐ বর্ব্বরেরা পুরীর মধ্যে গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়া থাকে, অনেককে প্রহারও সহ্য করিতে হয় "চোরের মার কান্নার ন্যায় তাঁহারা কাহাকে একথা বলিতে পারেন না। পথেই স্ত্রীলোকদিগকে বেশ্যা ও দাসী বৃত্তির নিমিত্ত ধৃত করা হয়। পথেই অনেককে অযত্নে ও অসময়ে পরিশ্রমে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, কোন স্ত্রীলোক ১৫ দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রত্যহ ১৬ ক্রোশ পথ চলিতে পারেন? পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে ইহা করিতে বাধিত করে, সুতরাং অধিক লোকের পীড়া ও মৃত্যু হয়। যাঁহারা পশ্চাৎ পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদিগের অদৃষ্টে ... অথবা মৃত্যুর অপেক্ষা অধিক ... তদপেক্ষা ক্রীতদাসী ... ঘটনা হয় ... ট্রিভেলিয়ন সাহেবের ... পাণ্ডুলেখ্য ... অনিষ্টের নিবারণ সম্ভাবনা ... না থাকিলে এ বিষয়ে স্বতন্ত্র আইন করা বৃথা ... ১৮৩৪ অব্দের ৩ আইন ও দণ্ডবিধি ... বাটী হইতে যাত্রা অবধি প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাহাতে যাত্রিদিগের কোন বিপদ না হয়, পাণ্ডারা তাহার দায়ী হইবে এই নিয়ম কর, তাহাদিগকে অনুমতি পত্র লইতে বাধিত কর ... তাহারা বাটীর কর্ত্তাদিগের বিনা অনুমতিতে যাহাতে যাত্রী লইয়া যাইতে না পারে সেই বিধান কর, এবং যাহাতে

...দের স্থানে স্থানে চিকিৎসালয় হয়, ...তাহার ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে যথার্থ ...কার হইবে। যখন প্রত্যহ ১৬ ক্রোশ ...গমন ও উক্ত জলপান ও কদর্য্য দ্রব্য ...ভক্ষণ করিয়া ওলাউঠা হয়, ফিরিয়া ...ছে, তখন মহাপ্রসাদ লইয়া টানাটানি ...তঃ বিফল। আমরা ভরসা করি, ব্যব...থাপক সভা এ বিষয়ে মনোযোগী হই...বেন। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে আইন ...ইলে ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ সম্ভাবনা ...ই, এবং এরূপ আইন হইলে এদে...শের সকল লোকেই অকপট হৃদয়ে কৃত...জ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন সন্দেহ নাই।

বৈদ্য ও বৈদ্যশাস্ত্রের

উন্নতি।

সম্পূর্ণরূপ না হউক, আমাদিগের ...দেশের দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রের ন্যায় ...চিকিৎসাশাস্ত্রও একদা অনেক উন্নতি ...লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে উৎসাহবিরহে ...তাহার হীনদশা হইয়াছে; প্রাচীনকালের ...গ্রন্থকারেরা তদানীন্তন লোকদিগের ...অবস্থা ও ধাতু প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ...যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া যান, এক্ষণে ...কাল সহকারে লোকের অবস্থা ও ধাতু ...প্রভৃতির পরিবর্ত্ত হওয়াতে তাহার বহু ...ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, সুতরাং সমুদায় ...ঔষধ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারী হয় না; ...কিন্তু আজিও এরূপ কতগুলি বীর্য্যবৎ ...ঔষধ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ...প্রয়োগে আরোগ্য হয়। বিশেষতঃ, যে সকল ...রোগ অনেক দিন ভোগ করে, তাহার ...প্রতীকার বিষয়ে সেই সেই ঔষধের ...ফল অদ্ভুতপ্রকার দৃষ্ট হয়। এই মহো...পকারক ঔষধ ও বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ...চিকিৎসা বিলুপ্ত হইয়া যায়, ইহা অত্যন্ত ...দুঃখের বিষয়। যেরূপ আকার দেখা ...যাইতেছে, ইহা যে দীর্ঘকাল অবিলুপ্ত থাকে এরূপ বোধ হয় না। ইংরাজীর চর্চ্চা বাহুল্য হওয়াতে সংস্কৃত শাস্ত্রের দিন দিন যেমন হ্রাস হইতেছে, ডাক্তরী চিকিৎসার প্রাবল্য হওয়াতে বৈদ্য শাস্ত্রোক্ত চিকিৎসারও তেমনি হীনদশা হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় বৈদ্যশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন লোক প্রায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এখনও যাঁহারা আছেন, তাঁহারা গত হইলে তাঁহাদিগের সদৃশ লোক পাওয়া ভার হইবে। যাহার এরূপ অবস্থা, রাজার হস্তাবলম্বদান ব্যতিরেকে তাহার রক্ষার সম্ভাবনা নাই। কেবল চিকিৎসাশাস্ত্র কেন, রাজসাহায্য ব্যতিরেকে কোন বিষয়ই স্থিতিশীল ও বর্দ্ধনশীল হয় না। ধর্ম্ম যে এমন বিষয়, তাহাও রাজার আশ্রয়ছায়া না পাইলে বিশৃঙ্খল ও মলিন হইয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের হীনদশাই ইহার প্রমাণ।

প্রস্তাবিত বিষয়ে এক্ষণে বক্তব্য এই, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর কয়েক জন বিজ্ঞ ডাক্তর মনোনীত করিয়া একটী সভা করিবার আদেশ করুন। ঐ সভা বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ঔষধগুলির গুণ দোষ পরীক্ষা করিয়া দেখুন। যে গুলি পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহার রক্ষা করা আবশ্যক। রক্ষার উপায় এই;—

১। বৈদ্যশাস্ত্রের যে যে প্রকরণে উৎকৃষ্ট ঔষধ লিখিত আছে, বাঙ্গলায় তাহার অনুবাদ করা হউক এবং কলিকাতা মেডিকাল কালেজের ইংরাজী ও বাঙ্গলা উভয় শ্রেণীতে দুই জন বিজ্ঞ বৈদ্য নিয়োজিত করা হউক। যে সকল ছাত্র ডাক্তরী চিকিৎসার পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা ছয় মাস কাল উক্ত বৈদ্য অধ্যাপকদিগের নিকটে বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত উল্লিখিত পরীক্ষিত ঔষধগুলি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবেন।

২। নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের ন্যায় স্থানে স্থানে বৈদ্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক একটী বিদ্যালয় হউক। মেডিকাল কালেজের যে সকল ছাত্র ডাক্তরী ও উল্লিখিতরূপে বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারা সেই সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবেন। এই একটী বিশেষ নিয়ম করিতে হইবে, অন্ততঃ সেই সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করিলে কেহ চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। এ নিয়ম হইলে এই পরম লাভ হইবে, যে সে ব্যক্তি ঔষধের ডিপে হাতে করিয়া বৈদ্য সাজিয়া যমের কার্য্য করে, তাহাদিগের হস্তপদ বদ্ধ হইবে। যখন নর্ম্মাল স্কুল, গুরুট্রেনিঙ স্কুল ও স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় প্রভৃতি হইতেছে ও হইতে চলিয়াছে, তখন আমরা যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিতেছি, ইহা যে অবশ্য কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। জীবন রক্ষার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

৩। যে সমস্ত বৈদ্য যথার্থ বিজ্ঞ ও বিদ্বান্, যাঁহাদিগের বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত প্রণালী ক্রমে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া চিকিৎসা করা ব্যবসায় আছে, সময়ে সময়ে অর্থ ও অন্যবিধ সম্মান সূচক পুরস্কার দ্বারা তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা কর্ত্তব্য।

এরূপ করিলে কেবল বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত রীতিতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রণালীর রক্ষা হইবে এরূপ নয়, যে যে মহোপকার লাভ হইবে, তাহাও উপরে পরিগণিত হইল।

আগরার দরবার ও তৎসংক্রান্ত

প্রতিবাদের প্রতিবাদ।

জেতা ও বিজিত এ উভয়ের সম্বন্ধ অতিশয় "শোচনীয়"। "শোচনীয়" এ বিশেষণ দিতেছি, তাহার কারণ এই,

মানুষের যেরূপ চিত্তের ঔদার্য্য, সর্ব্ব বিষয়িণী সুখকরী স্বাধীনতা, বিশুদ্ধ যুক্তি ও শাস্ত্রের উপদেশ প্রভৃতি সকলকেই ইহার নিকটে নতশিরা হইতে হয়। জেতা যেমন কেন সভ্য বিদ্বান ও উচ্চপদস্থ হউন না, জেতা বলিয়া অভিমান তাহার হৃদয়কে কলুষিত করিয়া রাখে। তাহার চিত্তের ঔদার্য্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, বিশুদ্ধ যুক্তি ও শাস্ত্রোপদেশ তাহার নিকটে স্থান প্রাপ্ত হয় না, এবং বিজিত কি শারীরিক কি মানসিক কোন প্রকার স্বাধীনতার সমুচিত ব্যবহার করিতে সাহসী হয় না। বাক্য বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত হইলেও যদি তাহা জেতার অনভিমত হয়, বিজিতের মুখ হইতে বিনির্গত হইলেই তাহা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালের জেতৃগণ বিজিতের সহিত যে এরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহা আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু ইদানীন্তন সভ্য জেতৃগণ যে ঐরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই নিতান্ত বিস্ময়কর। আমাদিগের গবর্ণর জেনরল আগরায় যে দরবার করেন, আমরা তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। প্রতিবাদ করিবার দুটি কারণ ছিল। প্রথম, আমাদিগের বিবেচনায় দরবার করা বৃথা অর্থ ব্যয়, ফল তাহার অনুরূপ হয় না। আমরা তাহার প্রতিপোষক যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছিলাম। দ্বিতীয়, দরবারে যে ব্যয় হইয়া গেল, তাহা দুর্ভিক্ষ বিষয়ে ব্যয় করিলে অনেক প্রাণির প্রাণ রক্ষা হইত। কিন্তু আমাদিগের এই বাক্যগুলি জেতৃজাতীয়দিগের অনভিমত, সুতরাং একবাক্যতায় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ২৯ এ ডিসেম্বরের ইংলিসম্যান ইহার প্রতিবাদ করিয়া একটী তীব্র প্রস্তাব লিখিয়াছেন।

সম্পাদক প্রথমে আমাদিগের প্রতি তজ্ঞতার অর্থ এই, ইংরাজেরা আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন, আমরা তাহা স্বীকার করিতেছি না। দরবারের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা বিবেচনা স্থলে অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ সামান্য বিস্ময়াবহ নহে। তাহার পর দেশের স্বাধীনতা লইয়া কথা তুলা হইয়াছে। ইংলিসম্যানের অভিপ্রায় এই, এদেশীয় সমাচারপত্রের স্বাধীনতা প্রতিহৃত হয়। তিনি বলেন, এদেশীয়েরা এ স্বাধীনতার অধিকারী নহেন, ইংরাজেরাই বিবাদ করিয়া পাইয়াছেন, ইহা এদেশীয়দিগের অনুগ্রহ লব্ধ, অন্তর্বল লব্ধ নহে। অনুগ্রহ লব্ধ সন্দেহ নাই। আমরা দুর্ব্বল, ইংরাজেরা এ অনুগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদিগের প্রশংসা ও তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকি। ফরাসীদিগের সদৃশ প্রবল লোকেরাও এ স্বাধীনতা ভোগে সমর্থ নহেন, ইহা আমাদিগের অল্প আহ্লাদের বিষয় নয়। বিশেষতঃ যখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, জেতৃগণ সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইলেও বিশুদ্ধ যুক্তি ও শাস্ত্রের উপদেশ তাঁহাদিগের নিকটে অধিকার প্রাপ্ত হয় না, তখন ইংরাজেরা মানুষ, আমরাও মানুষ, ইংরাজেরা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা আমরাও তাঁহার প্রজা, অতএব ইংরাজেরা যদি এ স্বাধীনতা ভোগে অধিকারী হইলেন, আমরাও অধিকারী না হই কেন, এ অভিমান মঙ্গলের নিমিত্ত নয়। ফলতঃ আমরা যে ইহা ইংরাজদিগের অনুগ্রহাধীন পাইয়াছি, ইহা আমাদিগের পরমভাগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু মনের কথা খুলিয়া বলিতে কি, আমরা যাহা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিব তাহা ব্যক্ত করিবার আমাদিগের ক্ষমতা না থাকে, এদেশীয় সমাচারপত্রের স্বাধীনতা বন্ধ হওয়াই উচিত। তৃতীয়, ইংলিসম্যান কহিয়াছেন, এদেশীয় রাজগণ বৃটিশ [illegible]

প্রতি পরাধীনের সমুচিত সম্মান প্র[illegible]
নার্থ তাহাদিগের দরবারে আগমন [illegible]
শক। দরবারে আগমন না করিলে ত[illegible]
দগের পরাধীনতা দূরগত [illegible]
যে স্বাধীনতা লাভ হইল এ কথা আ[illegible]
এখন বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁ[illegible]
পদে পদেই প্রভুভক্তি প্রদর্শন করি[illegible]
ছেন। অতএব তদর্থ দরবারের আড়[illegible]
করিয়া বৃথা অর্থ ব্যয়ের আবশ্যক কি [illegible]

আমরা একটী সংস্কৃত শ্লোক উ[illegible]
করিয়া লিখিয়াছিলাম, পূর্ব্বে ভারতব[illegible]
এই রীতি ছিল, যিনি সম্রাট পদ[illegible]
করিতেন, অধীন রাজাদিগকে তাঁহার [illegible]
সেবা করিতে হইত। আমাদিগের [illegible]
গবর্ণমেণ্ট রাজাদিগকে বাধিত করি[illegible]
সেইরূপ সম্মানলাভার্থী হন, ইহা উ[illegible]
হয় না। ইহাতে ইংলিসম্যান লিখিয়াছে[illegible]
আমরা ইতিহাস বিষয়ে অনভিজ্ঞ। [illegible]
কার জেতৃগণ আপনাদিগের জয়োৎ[illegible]
কালে পরাজিত রাজগণকে সমভিব্যাহ[illegible]
লইয়া যাইতেন, এখন সেরূপ নাই। এ[illegible]
যে প্রভুর প্রতি যেরূপ সম্মান দে[illegible]
আবশ্যক তাহাই দেখান হইয়া থাকে[illegible]
এক্ষণে পূর্ব্বের মত ব্যবহার করা হয় [illegible]
মরা এ কথা বলি না। প্রাচীন জে[illegible]
উদ্ধৃত করিয়া দিবার তাৎপর্য্য এই, বা[illegible]
করিয়া সম্মান গ্রহণ করা সভ্য কালের[illegible]
সভ্য রাজার উচিত কার্য্য নহে। য[illegible]
বাধিত করিয়া দরবারে সম্মান গ্রহণ [illegible]
হইতেছে, তখন প্রকারাংশে না হউ[illegible]
ফলাংশে প্রাচীনকাল ও ইদানীন্তন স[illegible]
কাল উভয়ের তুল্যতা হইতেছে।

—:—

হরিনাভি ইংরাজীসংস্কৃত বিদ্যালয়।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রক[illegible]
করিতেছি হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃ[illegible]
বিদ্যালয়ের দুইটী ছাত্র প্রবেশিকা প[illegible]
[illegible]

...দের বিষয় এই দুটী মাত্র ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়া গমন করিয়াছিলেন দুটীই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এটী ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু জানকীনাথ মুখোপাধ্যায় (বি, এ,) শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত (ইনি এবার বি, এ, পরীক্ষা দিতে গিয়াছেন) শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ তর্কালঙ্কারের প্রগাঢ় পরিশ্রম আন্তরিক যত্ন ও শিক্ষাদাননৈপুণ্যের ফল। অল্প দিন হইল এ বিদ্যালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এই ফল দর্শন হওয়াতে উক্ত শিক্ষকদিগকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে হয়।

—:০:—

প্রাপ্ত।

আগড়পাড়ার নাট্যশালা।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতায় নাটক অভিনয়ের যে সুপ্রণালী হইয়াছে, মফস্বলে তাহার অনুসরণ করা হইতেছে। অভিনয় যে প্রকার হওয়া উচিত তাহা সম্পূর্ণরূপে কোন স্থলেই হইতেছে না বটে, কিন্তু এ বিষয়ে দৈনন্দিন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। নাটকের ভাষারও উন্নতি হইবে এ আশাও করা যাইতে পারে। এবিষয়ে অনেকের কুসংস্কার আছে যথার্থ, কিন্তু বিশুদ্ধ রুচির নিকটে ইহা বহুকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। রঙ্গভূমির বক্তো[illegible], কাটিগড়া, প্রভৃতির ভাব [illegible] রহিয়াছে! কিন্তু যখন লোকে এই অভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন তাহা শীঘ্র দূর হইবে সন্দেহ নাই।

৮ ই পৌষ শনিবার আগড়পাড়ায় "বিদ্যাসুন্দরের" অভিনয় হইয়াগিয়াছে। এই উপলক্ষে জোড়াসাঁকোর সংগীত দল উপস্থিত ছিলেন। ইহাদের দলটী নূতন হইয়াছে, এবং ইহার মধ্যে যে সকল লোক আছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশ যুবক। তথাপি আমরা সংগীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত সচরাচর ঢোলক, তবলা, তানপুরা, বেহালা ও মন্দিরা আমাদিগের সংগীত যন্ত্র মাত্র ছিল, কিন্তু নূতন দলে ইংরাজী ফ্লুট (বাঁশী) ফ্লাজেলট, পিগলু (ছোট বাঁশী) ওবাস (বড় বেহালা) ইংরাজী যন্ত্র সকল লওয়া হইয়াছে। আমাদিগের প্রাচীন বীণা, ও করতাল গ্রহণ করা হইয়াছে। পাঠকগণ বৈষ্ণবদিগের করতাল মনে করিবেন না, এই করতাল চারি খানি অষ্ট অঙ্গুলি পরিমাণ লৌহখণ্ড, প্রতি হস্তে দুই খানি লইয়া বাজাইতে হয় এবং ইহা বাজানও কঠিন। ইহা ভিন্ন সেতার, তানপুরা, এসরাজ বেহালা ও ঢোলক ছিল। সংগীতদল অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে যবনিকা পতিত হইলে বাদ্য করেন। শ্রোতামাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ বাবু নীলমাধব ঘোষের ফ্লুট, বাবু যদুনাথ দত্তের বেহালা ও সর্ব্বাপেক্ষা বাবু হরিমোহন কর্ম্মকারের ঢোলক বাদ্য বিশেষ মনোহর হইয়াছিল। যেখানে যন্ত্র বাজান হয়, সেখানে বাজনার স্পষ্ট বোলগুলি বিশেষ মিষ্ট লাগে। তবে আমরা সংগীত দলের একটী বিশেষ দোষ দেখিয়াছি। অভিনয়ের এক এক অঙ্ক শেষ হইবা মাত্র সংগীত হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখিয়া বিরক্ত হইয়াছিলাম প্রতি বার সংগীত দল অপ্রস্তুত ছিলেন। যন্ত্র মিলাইতে, কোন্ গত বাজাইতে হইবে তাহা স্থির করিতে অনেক সময় যায়। এ সকল পূর্ব্বে স্থির করা উচিত এবং এক জন প্রধান না হইলে চলে না। যেখানে সকলে ওস্তাদি প্রদর্শন করিতে চাহেন, সেখানে বিশৃঙ্খলা ঘটে। আর একটী দোষ এই বড় বাঁশীর সংখ্যা কমান উচিত। দুই দুইটি করিয়া উভয় বিধ ফ্লুট রাখিলে যথেষ্ট। আর করতাল অপেক্ষা মন্দিরা অধিক মিষ্ট, অথচ যিনি করতাল বাজান তাঁহাকে রাত্রি শেষে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এক ঘটিকা কাল থাকিতে হয়। এ যন্ত্রটী পরিত্যাগ করা উচিত। ইহার শব্দ মনোহর নহে। আগড়পাড়ার অভিনয় প্রকৃত নাটকাভিনয় নয়। ইহা যাত্রা ও নাটক মিশ্রিত। অভিনয়ের পূর্ব্বে সেই সেকেলে আকড়াই বাজানা ও বেহালার গত, তৎপরে ধ্রুপদে শ্যামাবিষয়ের গীত শ্রুত হয়। যখন সংগীত ছিল, তখন ইহার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং গীত দুটী অসংলগ্ন হইয়াছে। প্রথমতঃ রঙ্গভূমি ভাল হয় নাই। সংগীত দলের আর এক দোষ এই, তাঁহাদিগের গত সকল প্রায় একঘেয়ে। সেই সেকেলে সামিয়ানার নিচে মাদুর ও সতরঞ্চি মাত্র উপবেশন জন্য দেওয়া হয়। পৌষ মাসে এ প্রকার স্থানে বসা সকল শরীরের পোষায় না। ভোজ ও সংগীত সকল দেশে সুখের হয়, কিন্তু আমাদিগের দেশে বিড়ম্বনা মাত্র। বাটীতে লোকে সন্তোষকর আসনে বসিয়া থালায় অন্ন আহার করেন, নিমন্ত্রণ হইলে সদা পরিষ্কৃত তৃণাঙ্কুরপূর্ণ প্রাঙ্গনে জলের উপরে নিরাসনে বসিয়া বেলা তিনটার সময়ে কদলীপত্রে আহার করিতে হয়। সংগীত হইলে বসিবার কষ্ট, হিম ও দুর্গন্ধ কষ্টদায়ক হয়। এদেশে সর্ব্বসাধারণকে সংগীত শ্রবণ করিতে দিবার প্রথা থাকাতে বসিবার কষ্ট সহজে হয়, কিন্তু নাটকের অভিনয় বিশুদ্ধ রুচিবিশিষ্ট লোকেরই আমোদের জন্য হয়। এস্থলে শ্রোতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিলে ক্ষতি নাই। আগড়পাড়ার নাটকে সুশোভার মধ্যে কিছুই ছিল না। তবে আসরের উত্তরাংশে একটী কামানের পথ ছিল এবং একটী [illegible] শাখা তাহার সম্মুখে সমারোপিত দেখা হয়। [illegible] উপবেশন করিয়া-

ছিলেন এবং দক্ষিণাংশে এক ছাদের উপর হইতে মালিনী বিদ্যাকে সুন্দর দর্শন করাইয়াছিলেন। এটী বাটীর গঠনে হইয়াছিল এবং অন্যত্র অভিনয় হইলে এ সুবিধা থাকিবে না। নাটোক্ত ব্যক্তিদিগের বস্ত্রঘটিত অনেক দোষ ছিল। বিদ্যার বস্ত্র ঘেমটাওয়ালীদিগের ন্যায় হয় এবং যেরূপে বক্ষঃস্থলের গঠন হয় তাহা অস্বাভাবিক এবং সামান্য বেশ্যা রাও এই প্রকারে স্তন প্রদর্শন করিতে পারে না। বিদ্যা সংস্কৃত উত্তমরূপে জানিবেন, এপ্রকার স্ত্রীলোকের এমত বস্ত্র নিতান্ত অরুচিকর। সুন্দরের বস্ত্র কাঞ্চীপুরের বস্ত্র নহে, ইহা বর্ত্তমান যুবক বাঙ্গালীর বস্ত্র,—পেণ্টুলুন, চাপকান ও জরির টুপি। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চাপকান, পাজামা ও পাগড়ী দিবার কি ক্ষতি ছিল? রাজার বস্ত্র কতক হইয়া ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় স্ত্রীলোকেরা বক্ষঃস্থলে যে ব্রচ (অলঙ্কার বিশেষ) ধারণ করেন, রাজার শরীরে তাহা দৃষ্ট হয়। কোটাল ও প্রহরীদিগের বস্ত্র উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু মন্ত্রী কনষ্টাবুলরি পুলিসের কোরতা ও করেজ টুপি ও বন্দুক ধারণ করিয়াছিলেন। অভিনয়কারিগণ সতর্ক হইবেন, পুলিসের বস্ত্র ব্যবহার করিলে দণ্ডবিধির সহিত গোলযোগ হইবে। মালিনীর বেশ ঠিক হইয়াছিল, বিধবার বস্ত্র, কিন্তু দুশ্চরিত্র বিধবাদিগের ন্যায় সোণার দানা, ও কেশ বিন্যাস ছিল। সখীদিগের বস্ত্র হয় নাই, বিদ্যার সময়ে বারাণসি বস্ত্রের চলন ছিল না, ঘাগরা এস্থলের বস্ত্র। আর বিদ্যা ও সখীদিগের নাকের নোলক পরিত্যাগ করা উচিত। বালিকারা নোলক পরিয়া থাকে, কিন্তু যে যুবতী গোপনে নায়ক আনিতে সাহসী হন, এমত বয়ঃক্রম হইয়াছিল, তাঁহার এ বেশ মন্দ, এবং কোথাও আমরা বিদ্যার এ অলঙ্কারের বিষয় পাঠ করি নাই। এ সকল সামান্য দোষ বটে, কিন্তু অনেকগুলি সামান্য দোষ একত্রিত করিলে গুরুতর হয়। অভিনয়ের ব্যক্তিদিগের মধ্যে মালিনী সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছিলেন, তবে সুন্দরের সহিত "মাসী" সম্পর্ক হইলেও "ভাই" বলাটা বড় কটু শুনাইয়াছিল। বিদ্যার সহিত সুন্দরের কথা, তাঁহার মন আকর্ষণ করা ও দূতীর প্রকৃত চতুরতা মালিনী প্রকাশ করেন। কোটালেরা ধরিলে সুন্দরের স্কন্ধে দোষ নিক্ষেপের চেষ্টা ও বাম্পনিক ক্রন্দন প্রভৃতি স্বাভাবিক হইয়াছিল বিদ্যাও আপনার অংশ মধ্যবিধরূপে সম্পাদন করেন, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে বলিয়া দিতে হয় এমত বিদ্যা সর্ব্বদা প্রদর্শন করা উচিত নয়। আমরা সুন্দরের অংশে সন্তোষ লাভ করি নাই, বিদ্যার সহিত প্রথম আলাপের অঙ্গভঙ্গি বাক্য ও শ্লোকে অনেক আস্য বৈপরীত্য প্রদর্শিত হয়। তবে বিদ্যার বিবাহকালীন ছাদনাতলায় সুন্দর পুত্তলিকা চোরটির ন্যায় স্বাভাবিক রূপে দণ্ডায়মান ছিলেন, এবং পূর্ব্বের অভিনয় ঘটিত দোষ স্ত্রী আচারের সময়ের বাদ্যকালায় ক্ষালিত হইয়াছিল। রাজার অংশ উত্তম হইয়াছিল; আমরা এ ব্যক্তির গাম্ভীর্য্য বাক্য ও অঙ্গ ভঙ্গিতে যথার্থ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলাম, তবে ভবিষ্যতে তাঁহাকে শ্মশ্রুহীন অবস্থায় প্রদর্শন না করিয়া যথার্থ ক্ষত্রিয়ের* বেশে প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য হইতেছে। কোটালদিগের অংশও উত্তম হইয়াছিল, দর্শকেরা শেষে হিজড়াকে দর্শন করিয়া অকৃত্রিম আনন্দ ভোগ করেন। উত্তর আকৃতি ও বস্ত্রে হিজড়ার কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না, কথা ও গানের ত কথাই নাই। অভিনয়কালীন যে সকল গান হয়, তাহার অধিকাংশ উত্তম বোধ হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রোতৃবর্গ বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতে বিশেষ আনন্দ ভোগ করেন। ইনি নট সাজিয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইনি অভিনয়ের জীবন স্বরূপ। বাটোঁয়ালার তাহার মুখে ভাল লাগে না, এবং অঙ্গভঙ্গি গায়কের অলঙ্কারের স্বরূপ। যদু বাবু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রশংসার উপযুক্ত। প্রাতঃকালে দুইটী স্ত্রীলোকবেশধারী বালক নৃত্য করে, নৃত্য উত্তম হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে সংগীত দলের বাদ্য আরও মনোহর হইয়াছিল।

যাহা হউক, আমরা আগড়পাড়ায় শনিবার রাত্রি সুখে যাপন করিয়াছিলাম। শিশির ও বসিবার কষ্ট পীড়াদায়ক হইয়াছিল। এপর্য্যন্ত অভিনয় প্রকৃত প্রণালীতে হইতেছে না, ইহাকে উৎকৃষ্ট যাত্রা বলিলেও চলে। কিন্তু অধ্যক্ষদিগের যত্ন আছে, এখন অল্প দিনে এক দল হইয়াছে, তখন শীঘ্র উন্নতি হইবে এ আশা করা যাইতে পারে, এস্থলে আমরা এক কথা বলা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি, রাজা সাধুভাষায় প্রায় কথা বলেন, ইহাতে শ্রোতৃগণ অসন্তুষ্ট হন নাই। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইতর চলিত কথা রাখিয়া আর সকল সাধুভাষা দিলে উত্তম হয় তাহার সন্দেহ নাই। আমরা ভরসা করি শীঘ্র সর্ব্বত্র নাটক অভিনয়ে আমাদের এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন আর যাঁহার যে গীত বলা উচিত, তাহা হইলে ভাল হয়। শীঘ্র ইহা হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এটি যেন দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হয়।

কোরহাটির সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১ নবাদের থানায় এটীন কোন গ্রা
...ইটী স্ত্রী লোক বাড়ীর হইতে ...

…র্ত্তা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ প্রজা বিবেচনায় নানা …র সুশিক্ষিত ও ক্লেশকর চিকিৎসা করে কিন্তু …কার্য্য হইতে পারে না। অবশেষে বাবুর উ… …ঔষধ বিধান করাতে স্ত্রীলোক আরোগ্য …করিয়াছে। অর্ব্বাচীন কুসংস্কারাবিষ্ট লো… …ভূতপ্রেত বিশ্বাস করিয়া থাকে, যত দিন …মধ্যে শিক্ষার বাহুল্য না হইবে এতাদৃক …নাশ শক্তি নাই।

৩। গতকল্য রাত্রিযোগে পড়িয়া গ্রামের …পাড়ায় আগুন লাগিয়া অনেক …ও …ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

…৩ বিষ্ণুপুরের দেওয়ানী আদালত ভিন্ন সমুদায় …কেই প্রায় উৎকোচ গ্রহণের সংবাদ শুনিতে …দৃষ্ট হয়। অর্থী প্রত্যর্থী পয়সা ব্যতীত …মহাত্মাদিগের সহিত সাক্ষাৎও করিতে …না। আসিষ্টাণ্ট মেজিষ্ট্রেট সাহেব কি মুন… …বাবু কি মেজিষ্ট্রেট বাবু কাহাকেও ইহার …প্রতিকার্থ যত্ন করিতে দেখা যায় না। …উপযুক্ত শাসন না থাকাতেই উৎকোচ …আমলাগণ প্রশ্রয় পাইয়া যাইতেছে এবং …ঐরূপ গুলি হস্ত গৌরবক ধরা তুলিতেছে। …যদি উহাতে একটুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ ক… …, তাহা হইলে ভাল হয়?

৪। অবগতি হইল, মুনসীগঞ্জের মেজিষ্ট্রেটী …স্থায়ী বহরে আসিবে। সম্প্রতি বহরে মুন… …ও ছোট আদালতের আফিস স্থাপিত …ছে।

৫। কোতরপুর কাড়ির …তিসঙ্গীপবড়ী …স্থানে অনতি বৃহৎ একটী চৌর্য্যবৃত্তি হইয়া …াছে।

…। চৌকী ঘাটার কোন চণ্ডাল তাহার স্ত্রীকে …র দ্বারা মস্তকে আঘাত করাতে তাহার … হইয়াছে। চণ্ডাল ধৃত হইয়া ফৌজদারীতে … হইয়াছে।

…। কোতলপুর হাটের একজন দোকানদার …লবণ বিক্রয় করার সময় ওজনে এক ছটাক …দেয়, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তাহার ফৌজদারী …দালতে দোকানদারের নামে অভিযোগ ক… …তাহার ১০ দশটাকা দণ্ড হইয়াছে। ইতঃ…র্ব্বে এতৎকাণ্ডে একজন বণিকারও ফৌজ…দারে কানে কম দেওয়াতে শর্ব্বনিয়মেতে …ং জরীমানা দিয়াছিল।

…। ২০ এ অগ্রহায়ণ … …অধীন মণ্ডলপাড়া নিবাসী একজন রমক …সহধর্ম্মিণীর সহিত বিবাদ করিয়া উদ্… …প্রাণ বিসর্জ্জন … হইয়াছে।

৯। …তীর …স্থিত মাশুল অপেক্ষা অতি…রিক্ত পয়সা গ্রহণ করা অপরাধে শ্রীনগরের পোষ্ট মাষ্টারের কর্ম্মচ্যুত ও একজন রক্ষকার এক বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। বিক্রমপুরস্থ অন্যান্য পোষ্টমাষ্টার ও হরকরাগণের এতৎ প্রতি সবিশেষ দৃষ্টিপাত একান্ত কর্ত্তব্য।

—••—

কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গত ১৯এ ডিসেম্বর কালনা বালিকা বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষাস্থলে শ্রীযুক্ত মেক এরেল এডিজ, মিসেস এডিজ, হাইড, মাউঞ্জাট সাহেব এবং মিস ক…রাম ও আরও এখানকার অনেক ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। একটী মনোহর গীত হয়। পারিতোষিক আরম্ভ হইল। রূপার মেডেল ও অনেকানেক পুস্তক প্রদত্ত হইলে মেগডনেল সাহেব উত্থিত হইয়া বালকগণের বিদ্যানুরাগ ও শিক্ষকদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায় মধ্যে বাঙ্গালার বিশেষ উন্নতি বিষয়ে একটী চমৎকার বক্তৃতা করিলেন। পর দিন মিসেস এডিজ বালিকা বিদ্যালয়েরও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সেলাই কার্য্যের রীতি না থাকাতে স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দে মহাশয়কে এ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন। বৈকুণ্ঠ বাবুও এক্ষণ মনোযোগী হইয়াছেন।

এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়টী যেরূপ উন্নতিশীল ও রোগীর সংখ্যা ক্রমে যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, এখন একটী পৃথক বাটী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বর্ত্তমান মাসেই একবার কালনায় আগমন করিবেন। ইনি একবার ডাক্তারখানার অবস্থা দর্শন করিলেই বোধ হয় একটী পৃথক বাটী হইতে পারে। কিন্তু জ্বর অতি বিকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজা পীড়ন করিতেছে শুনিয়া তাঁহার আসা হইল না। শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইলেও জ্বরের বিক্রম হ্রাস হইতেছে না। কি আদালত, কি পুলিষ, সকল স্থানেই জ্বর বিলক্ষণ বল প্রকাশ করিতেছে। অসময়ে জ্বরের প্রতাপ দেখিয়া বর্দ্ধমানের সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর কেলি সাহেব অত্রত্য সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন বাবুকে কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক রিপোর্ট করিতে কহেন। বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র মহাশয়ও অনেকগুলি কারণ প্রদর্শন করিয়া অর্থাৎ বন জঙ্গলের পুষ্করাধিক্য, নালী বর্দ্ধা প্রভৃতি অনেক কারণ প্রদর্শন করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। তাঁহার অবিকল অনুবাদ করিয়া পাঠাইবার ইচ্ছা রহিল। নবীন বাবু আরও একটী উত্তম সংকল্প করিয়া বর্দ্ধমানের মাজেষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত …এম সাহেবকে লিখিয়াছেন, কিছু দিনের জন্য দুই জন নেটিব ডাক্তর ও কিছু ঔষধ (আবশ্যক মতে সুইনাইন) প্রেরণ করিলে কালনার নিকটবর্ত্তী স্থানের অনেক উপকার হয়। জ্বরের …, আবার ওলাউঠাও ক্রমে ক্রমে দেখা দিতেছে। ইহার করাল কবলে অনেকগুলি লোক পতিত হইয়াছে। ডেপুটি মাজেষ্ট্রেট বাবু পীড়িত হইয়া এক মাসের ছুটী প্রার্থনা করিয়াছেন।

কএক দিন হইল, মাহমাদ নামক এক বেশ্যা থানায় আসিয়া এজেহার দেয় যে তাহার সমস্ত অলঙ্কার চোরে হরণ করিয়াছে। দিনের বেলায় এইরূপ কাণ্ড হওয়ায় পুলিষ তদন্তে বিশেষ মনোযোগী হইলেন। সব ইনস্পেক্টর যুক্ত, এমদাদ হোসেন বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন, বাটীর ভিতরে সমীর গৃহ বেষ্টন ও কৌশল পূর্ব্বক তাহাদিগকে কত জেরাসা করিলেও অপহৃত বস্তুর কোন সন্ধান হইল না। কেনই হইবে। ইতঃপূর্ব্বে যে কত ভাল বন্ধকী গহনা আত্মসাৎ করিবার জন্য এই কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছে, সহসা কে তাহা বুঝিতে পারে। এ দুষ্টা আরও একবার নীর গৃহে অগ্নি দিয়া এইরূপ ভান করিয়াছিল। পুলিষ ইহাকে শাসন না করেন কেন? এ পাপী য়সী বারবার এইরূপ করিতে করিতে যখন যথার্থই তস্কর আসিয়া ইহার গ্রীবা ভগ্ন করিবে তখনি জানিবে মিথ্যা কথার সমুচিত ফল হইল।

কাটোয়ার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

কাটোয়ার ইনস্পেক্টর ও কনষ্টেবল সাজিয়া যে অদ্ভুত চুরির কথা লেখা হইয়াছিল, নিম্নে তদ্বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের একটী স্ত্রীলোক, তদুপযুক্ত দাস দাসী সমভিব্যাহারে পশ্চিম যাইতেছিল। কেবল তাহার স্বামী সতত বেশ্যালয়ে থাকেন, এই বিরাগে বাটী হইতে নির্গত হইয়াছে, সুতরাং তদ্বিবরণ প্রকাশের প্রয়োজন নাই।

অদ্য … …কাটোয়ায় নৌকা লাগাইয়া একটী স্ত্রীলোককে বাটীতে বাসা লয়। কাটো…

ষায় স্থয়াচুরি ও ব্যভিচার দোষের নিকট অলি কাতা পরাজয় স্বীকার করে। সুয়াচোরেরা সবিশেষ অনুসন্ধান পাইয়া কেহ ইংস্পেক্টর ও কেহ কনষ্টাবলের বেশ ধারণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল, "তোমরা কর্তৃপক্ষের অসম্মতিতে আসিয়াছ তোমাদের নামে ওয়ারেন্ট হইয়াছে।" তাহাদের আপন দোষে বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, সুতরাং দোষের প্রতি লক্ষ্য থাকাতে ছদ্মবেশ প্রতি তত দৃষ্টি হইল না; একবারে ভয়ে বিহ্বল ও সান্তিশয় ব্যস্ত হইয়া উৎকোচের প্রস্তাব করিল। উৎকোচ গ্রাহীরা উৎকোচ লইবার পূর্ব্বে যেরূপ গাম্ভীর্য্য ভাব অবলম্বন করে, তাহারাও সেইরূপে উৎকোচ গ্রহণ ও গোলযোগে তাহাদিগের অজ্ঞাতে অনেক গুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি হস্তগত করিয়া তোমরা এখান হইতে শীঘ্র প্রস্থান কর, এই পরামর্শ দিয়া চলিয়া যাউক। তাহারাও কাটোয়ার দুই ক্রোশ উত্তর কালীগঞ্জ পৌঁছিয়া দ্রব্যাদি মিলাইবার সময়ে অপহৃত দ্রব্যের সন্ধান পাইল এবং তখন বুঝিতে পারিল যে তাহারা প্রকৃত রাজপুরুষ নহে।

অনন্তর তাহারা পুনর্ব্বার কাটোয়ায় আসিয়া অভিযোগ করিল। বাবু কালিকাদাস দত্তের সুবিচারে তাহাদের একজনের দেড় বৎসর, এক জনের ছয় মাস, ও যে স্ত্রীলোকের বাটীতে বাসা লয়, তাহার সহযোগিতা দোষের জন্য কয় মাস কারাবাস ও প্রত্যেকের ৫০ পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে।

কাটোয়ায় আজি কালি জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি কোন কোন স্থানে উহার মহামারী প্রকাশ্য ভাবে চলিতেছে।

এখানে চাউল দুই টাকা মণ। কলতঃ এতদ্বিভাগে ও বর্দ্ধমান জেলার সকল স্থানে প্রচুর ধান্য জন্মিয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

১০ই পৌষ সোমবার।

আন্দুল গড়ের প্রসিদ্ধ ধনী বাবু ধনপতি সিংহ "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি সাধারণ হিতার্থ যে যে মহৎকর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে ইঁহার অপেক্ষা উঁহাকে উক্ত উপাধি দেওয়া উচিত হয়। বাবু রাজেন্দ্র মল্লিকের প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য তিনি দুর্ভিক্ষের সময় অসামান্য বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন।

সর্ব্ব সাধারণে অসন্তোষ প্রকাশ করাতে হগ সাহেব ইডেন উদ্যান পুনর্ব্বার সাধারণের গম্য করিয়া দিয়াছেন। টিকিট ক্রয় করিবার রীতি রহিত হইল। এবং যাঁহারা টাকা দিয়াছিলেন তাঁহারা তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। চৌরঙ্গী বাণ্ডের টাকা না থাকাতে এরূপ করা হইয়াছিল। ইউরোপীয়েরা প্রত্যেকে চৌরঙ্গী বাণ্ড শ্রবণ করেন, অতএব এবিষয়ে তাঁহাদিগের সহযোগিতা করা উচিত।

হরকরার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাক্তর রাসেল পুন ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা হইতে মাতলা পর্য্যন্ত খাল খননের প্রস্তাব করাতে অনেকে তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন। লার্ড ক্রাণবোর্ণ এবিষয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে রিপোর্ট চাহিয়াছেন। যখন রেলওয়ে হইয়াছে তখন খাল করিবার চেষ্টা করা উচিত হয় না। এবার সমুদায় আমেরিকায় ১৮,৩৫,৪৮৫ বস্তা তুলা হইবে অনুমান করা হইয়াছে।

মিসমেরি কার্পেণ্টর সম্প্রতি মৃত বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের বাটী দেখিতে গিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের এক দীর্ঘাকার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের যে সকল কাগজ আছে তাহা তিনি বাবু রমাপ্রসাদ রায়ের অছিদিগের অনুমতি অনুসারে মুদ্রিত করিবেন।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কটকের খাল মহল সমূহের শেষ কিস্তি গ্রহণ করিবেন না।

আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম টাইমস অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক বাবু নাইট সাহেব ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ইনি ভারতবর্ষের একজন হিতৈষী। ইঁহার পুনরাগমনে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, যে সকল নূতন আবিষ্ক্রিয়ার প্রদর্শকদের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যেরূপ হয় তাহা, কেহ পেটেণ্ট আইন অনুসারে নিজে গোপন করিতে পারিবেন না। একাধিকটী উত্তম বটে কিন্তু আবিষ্কর্ত্তাকে পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য। অন্য অন্য দেশে অন্ততঃ ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত আবিষ্কারক নিজ আবিষ্ক্রিয়ার লাভ ভোগ করেন।

গত শুক্রবার বিচারপতি কিয়ার মেন কার্পেণ্টরের সম্মানার্থ আপন বাটীতে এক সভা করেন। অনেক এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

মিস কার্পেণ্টর চাঁপাতলায় একটী অনাথ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। খৃষ্টিয়ান বাবু জগচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ইহার তত্ত্বাবধায়ক হইবেন। এবং বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করিবেন আপাততঃ তিনি নিজে ইহার ব্যয় দিবেন।

বাবু মনোমোহন ঘোষ প্রধানতম বিচারালয়ে ব্যারিষ্টরের সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টর হইয়াছেন। তিনি শীঘ্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন।

গত শুক্রবার গবর্ণর জেনরল হঠাৎ কলিকাতার মাতাপিতৃহীন শিশুদিগের আবাস দর্শন করিতে গমন করেন। ডাক্তার চার্ম্মিয়র্স সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণর জেনরল যাবতীয় বন্দোবস্ত দর্শন করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

চার চাবের লাভ হইতেছে না বলিয়া সম্প্রতি মিশার সাহেবের বাটীতে এক সভা হয়। চা-করেরা সকলে একত্রিত হইয়া এক সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারা লাণ্ডহোল্ডার্স সভার সহায়তা লইয়া যাহাতে চার চাবের উন্নতি হয় সেই চেষ্টা পাইবেন। আমরা চা-করদিগকে সতর্ক করিতেছি লাণ্ডহোল্ডার্স সভার আশ্রয় গ্রহণ করিলেই উঁহাদিগকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ এই সভাকে নীলকর সভা বলিয়া জানেন। মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, অধ্যক্ষ কারীদিগকেই ক্ষেত্রের সত্ত্বাধিকারক করিও না, কাহার দোষ প্রকাশিত হইলে তাহাকে দণ্ড দিবার চেষ্টা পাইও, তাহা হইলে যথেষ্ট মজুর পাইবে লাভও হইবে। এক্ষণে মজুরের জন্য অত্যাধিক ব্যয় হয় তাহাই অলাভের প্রধান কারণ।

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে যে পুলিশের পুনর্বিধান বিল অর্পিত হয়। পুলিসের ব্যয় নগরের নিবাসীদের হইতে গ্রহণ করা বিলের উদ্দেশ্য। বাবু রমানাথ ঠাকুর আপত্তি করেন পুলিসের দ্বারা অধিকারী ও ভাড়াটিয়া উভয়ের সম্পত্তি রক্ষা হয়, অনেক ভাড়াটিয়া ১১০ বৎসর বাটী ভাড়া লন, ইহার মধ্যে অধিকারী ভাড়া বৃদ্ধি করিতে পারেন না। এমন অবস্থায় ভাড়াটিয়ার নিকট হইতেই কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। আপত্তিটি অতিশয় যুক্তিসিদ্ধ।

দলীলের রেজিষ্টার জেনরল বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যখন স্থাবর সম্পত্তি রেজিষ্টরি করিবার আবেদন ক্রেতা ও বিক্রেতা নিজে করিবেন, তখন রেজিষ্টার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, এ সম্পত্তির পূর্ব্বে কোন রেজিষ্টরি হইয়াছিল কিনা? এবিষয়ের যে উত্তর হয় তাহা দলীল ও রেজিষ্টরি পুস্তকে লিখিত থাকিবে।

[illegible]
...ষ্টিত হইয়া ছিল কি না জানিতে [illegible]
...ত হইবে।

...হিন্দু পেট্রিয়ট শ্রবণ করিয়াছেন ... ৬ক
...আপনাদিগের প্রথম বিদ্রোহী [illegible]
...ট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা বলেন উহ
...প্রায় ৮০০০ নিরাশ্রয় ... [illegible]
...। ইহাদিগের সাহায্যার্থ গবর্ণমেন্ট [illegible]
...বনের চেষ্টা পাওয়া উচিত।

...দিল্লী গেজেটের [illegible]
...ম তুর্কিস্থানের শাসনকর্তা [illegible]
...র আক্রমণ করিবার জন্য আনীত হইবে।
...। তিনি একজন আমীর [illegible]
...চাহিয়াছেন। বোখারা [illegible]
...ক সংবাদ আনিয়াছেন [illegible]
...র সহিত মুসাব ... গমন করিয়াছেন। [illegible]
...ষিক্ত রুষিয়দিগের [illegible]
...লম্বন করিবেন. সে উত্তর [illegible]
...র সময় ও অতীত হয় নাই। [illegible]
...ন্দর নিকটে প্রায় ৩০,০০০ [illegible]
...।

১৮৫৪ অব্দে ইংলণ্ডের রপ্তানী ১,০০,
০০,০০০ টাকা ছিল, ১৮৬১ অব্দের [illegible]
১,০০,০০,০০০ টাকা হইয়াছে। [illegible]
০০০ টাকা হইতে রপ্তানী ২,১৬,০০ ০০
টাকা হইয়াছে। রাজস্ব ৫৩,৭৮ [illegible]
...৬৭,৮৩,২০,০০০ টাকা হইয়াছে। [illegible]
...১১ বৎসরে ২১ কোটি টাকার [illegible]
...ছে।

১১ ই পৌষ মঙ্গলবার।

১৮৬১ অব্দের ২৮ এ [illegible]
...ল তিন টাকা হইবে। [illegible]
...ট্টি, প্রিন্সেপ, [illegible]
...স্তিন সাহেব ও বাবু [illegible] মুখোপাধ্যায়
...ক নিযুক্ত হইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়
...বাঙ্গালা গেজেটে [illegible]
...শিত প্রকাশিত হইল না। অথচ এই
...ট অধিকাংশ [illegible] অবলম্বনীয়।
...টের অনুবাদ [illegible] বিশেষ বিশৃ-
...দেখা যাইতেছে।

...পুলিসমান শ্রবণ করিয়াছেন [illegible]
...সমান শস্য হয় নাই। [illegible]
...অল্পই জন্মিয়াছে।

...বিশপ কটনের [illegible] ৮,৪৪৪
...সংগৃহীত হইয়াছে। [illegible]
...নির্দিষ্ট না হই [illegible]
...শে হইলে [illegible] হইত।

[illegible] পুরস্কার ... বালকের
জন্য, অন্য অন্য পুরস্কারদাতার মধ্যে, আমরা বাবু
শ্যামাচরণ [illegible] নাম দেখিলাম। দুর্ভিক্ষের
[illegible] বহুবৃদ্ধ [illegible] দেখিতে পান নাই।

কাবুলে বিদ্রোহ [illegible] নাই বলিলে হয়।
কাবুল, কান্দাহার ও অন্য অন্য প্রধান
নগরে দুই এক জন [illegible] আছেন। [illegible]
প্রায় লিখিত হয় না, কৌশলবিতে এ কথা এক
বারে নাই। [illegible] সকল [illegible]
[illegible] তথায় যাহার বল তাহারই স্বত্ব, কিন্তু
[illegible] অতিশয় আছে।
[illegible] উপরে অত্যাচার করিলে সে ব্যক্তিকে
সমাজচ্যুত হইতে হয়।

১০ ই পৌষ বুধবার।

লণ্ডন গেজেট নামক একখানি হিন্দুস্থানী
সংবাদ পত্র বলেন ভারতবর্ষে [illegible] হইতে
[illegible] অতিশয় সুন্দরী স্ত্রীলোক আনিয়াছে।
[illegible] নিবন্ধন ইহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যে
[illegible] তাহার পায় সেই স্থানে বাস করিবার মা
[illegible] সম্পাদক অনুমান করেন ইহা
[illegible] সংকার্য নহে বোধ হইবে।

[illegible] ভূতপূর্ব শাসনকর্তা আমাদের
[illegible] নালীশ করিবার যে কত হইয়াছে, [illegible]
[illegible] বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক তাহার সাহায্যার্থ
[illegible] দিয়াছেন। আমাদের দণ্ড না হইলে
[illegible] ভিন্ন কলঙ্ক হইবে।

নিউজিলাণ্ডে ইউরোপীয়ের সংখ্যা ১,৯০,
৬০০ জন, ইহার মধ্যে সৈনিকদিগকে ধরা হয়
নাই। [illegible]নিবাসীদিগের ৫৫,০০০ মাত্র
জীবিত আছে, ইহারা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।
এ জানা বড়।

গত বৃহস্পতিবার গবর্ণর জেনরলের বাটীতে
রাত্রিকালে যে মজলিস হয়, তাহাতে বাবু সত্যে
ন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী আমাদিগের জাতীয় বস্ত্র
পরিধান করিয়া উপস্থিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে
কোন হিন্দু রমণী রাজ প্রতিনিধির বাটীতে গমন
করেন নাই।

[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন চুরি
হয়, তাহার প্রশ্নাদি বাহির হওয়াতে সে ...
[illegible] করিয়াছে।

[illegible] একজন পত্র প্রেরক বলেন তিন
[illegible] এক স্ত্রীলোকের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়।
ইহাদিগের মধ্যে দুইজন একপরামর্শী হইয়া তৃ-
তীয়কে তাহার উট হইতে নামাইয়া বধ করিয়া
তাহার মাংস রন্ধন করিয়া কতক আহার করে
ও কতক ফেলিয়া দেয়। ইহারা ধৃত হইয়াছে।

[illegible] বিচার হইতেছে।
সংবাদ টি [illegible] বোধ হইতেছে।

[illegible] লোকার হইজন লোকা
[illegible] হাকিমকে সেসিয়নে সম
র্পণ করা হইয়াছে। [illegible] পাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি
হইতেছে। মফস্বলে [illegible] বিচারের প্রথা
করা একান্ত আবশ্যক।

সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল
অর্পণ করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই স্থানীয়
গবর্ণমেণ্ট প্রধানতম বিচারালয়ের মত না লইয়া
[illegible] ইউরোপীয় কয়েদিদিগকে এক
জেল হইতে অন্য জেলে প্রেরণ করিতে পারি
বেন। মফস্বলের জেলে ইউরোপীয় কয়েদিগ
[illegible] কি বাধা হইবে?

১০ ই পৌষ বৃহস্পতিবার।

মান্দ্রাজের [illegible] কর্ণেল ইন্সপেক্টরের মৃত্যু হই
য়াছে। [illegible] লর্ডের অধীনে [illegible] লড়াইতে
যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে এ প্রকার আর ক-
[illegible] নাই। ইংলণ্ডেও ক্রমশঃ কম হইয়া
আসিতেছে।

[illegible] কমিসন নিযুক্ত হওয়া অবধি উক্ত
[illegible] "[illegible]" [illegible]
করিয়াছেন; বানেশ্বরের চিকিৎসালয়ের জন্য
নূতন চাঁদা হইতেছে ও ... অধিক
তত্ত্বাবধান ও মৃত ... অস্থি সকল
সমাহিত হইতেছে। তথাপি প্রকৃত বিষয় গোপন
করা অসম্ভব হইবে।

সম্প্রতি বিচারপতি ফিয়ারের বাটীতে মিস
কার্পেণ্টরের সম্মানার্থ যে সভা হয়, তৎকালে
বিচারপতি বলিয়াছিলেন "আমি যখন প্রথমে
এদেশে আসি, তখন শিশুদিগের চরিত্র সংশো-
ধনার্থ কোন আলয় দর্শন না করিয়া আশ্চর্য্য
বোধ করিয়াছিলাম। কেবল কারাবাসে ভারতবর্ষে
পাপের নিবারণ হয় না। কিন্তু ইংলণ্ড অপেক্ষা
এদেশে শিশুদিগের পাপ অনেক অল্প। ইহার
কারণ এই এদেশকার পরিবারের বন্দোবস্ত
এমন যে কোন বালক অথবা বালিকা একেকালে
ভরণপোষণের জন্য নিরাশ্রয় হয় না। ৯ লণ্ডনে
প্রায় ১০,০০০ শিশুর বাপমাতা ও আহারের
কোন নিশ্চিত উপায় নাই। এই জন্য ইহারা মন্দ
কুকর্ম শিক্ষা করে। আমাদিগের সামাজিক
বন্দোবস্তে ইহা হইতে পারে না। আশ্চর্য্যের
বিষয় এই চিন্তাশীল ইউরোপীয়েরা আমাদি-
গের সামাজিক নিয়ম ও তাহার উপকারিতা
বুঝিতে পারিতেছেন, কিন্তু দেশের এক দল
লোক একেকালে সমাজকে ইউরোপীয় করিয়া
তুলিতে উদ্যত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাহা পারেন নাই, কাপ্তিমাণ্ড পিলার সাহেব তাহা করিতেছেন। পোর্ট কানিঙ কোম্পানির তালুকে ২০,০০০ প্রজা আছে। মাতলায় অধিবাসির সংখ্যা ৬০০০ হইয়াছে। ২০০০ নৌকা ধরে এরূপ এক ডক প্রস্তুত হইতেছে। প্রতি মাসে বিদ্যাধরী দিয়া ৩০,০০০ দেশীয় নৌকা গমনাগমন করে। নগরের প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেক বাটী হইয়াছে। আগামী মাসে হোটেলটী খুলিবে। নগরের নালা হওয়াতে খাস্থ্য অনেক উত্তম হইয়াছে। আপাততঃ ১১০০ টন বোঝাই এক খানি জাহাজ মাতলায় দ্রব্য লইতেছে। এই বন্দরটির শ্রীবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহার অনিষ্ট করিতেছেন।

সম্প্রতি ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান উপলক্ষে উড্রো সাহেব সভাপতি স্বরূপ বলিয়াছেন, গত ৩০ বৎসরে ফ্রিচর্চ সভা বিদ্যা শিক্ষার জন্য ১০,৮০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। যে জাতি ভারতবর্ষের উপকারার্থ এত চেষ্টা পান তাঁহাদিগের জাতিবৈর থাকিতে পারে না। সাধারণ্যে সে জাতিবৈর নাই মিসনরিদিগের সহিত তাহার তুলনা হয় নাই, ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণে জাতিবৈরকে নীচাশয়তা বিবেচনা করেন, কিন্তু ভারতবর্ষস্থিত অধিকাংশ ইউরোপীয়ের কি ভাব? ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রতি সপ্তাহে যে যে কথা বলেন, তাহাতেই প্রকাশ পায়।

সম্প্রতি পাণ্ডিচারির বাত্তিকের বারুদ গুদামে হঠাৎ আগুন লাগিয়া বারুদ উড়িয়া গিয়াছে। চারি জন আফিসর ষোল জন সৈনিক ও প্রায় যাবতীয় ভৃত্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

চীন দেশে বহুকাল অবধি কর্ম্মার্থিদিগের পরীক্ষার নিয়ম হয়। উক্তদেশে কেবল অনুরোধে উচ্চ পদ কেহই পান না। প্রত্যেক প্রদেশে পরীক্ষার নিমিত্ত এক একটী বৃহৎ বাটী আছে। প্রধান পরীক্ষা যে বাটীতে হয়, তাহা ১৩৩০ ফুট দীর্ঘ ও ৫৮৩ ফুট প্রশস্ত বাটীর চতুর্দ্দিগে উচ্চ প্রাচীর ও দুটি মাত্র দ্বার আছে। পাছে পরীক্ষার্থিগণ পরস্পর বলা বলি করেন, এ জন্য প্রতি ব্যক্তির স্বতন্ত্র উপবেশনার্থ হুইটি পায়রা খোপের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরায় বিভক্ত। এই বাটীতে ৮৩৫০ টি খোপ আছে। রাত্রিতে পরীক্ষা হয়, এবং পরীক্ষার্থিগণ এক দিবস করিয়া ফিরায় পান।

বোম্বাইয়ের জল সেচন কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট ৬০ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিবার বিজ্ঞাপন দেন, কিন্তু ইতিমধ্যে ৮৮,৪৪,৫০০ টাকা দিবার আবেদন হইয়াছে। নিম্নে ইহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে:—

১৮৬৮ অব্দের ৩ রা জানুয়ারিতে যে ১০০০,০০০ টাকা শোধ দেওয়া হইবে তাহার জন্য ১১,৯৮,০০০ টাকার আবেদন হইয়াছে। ১৮৬৯ অব্দের ৩ রা জানুয়ারি ২০,০০,০০০ টাকা শোধ দেওয়া হইবে তজ্জন্য ৩২,৭৫০০০ এবং ১৮৭০ অব্দের ৩ রা জানুয়ারির ৩০ লক্ষের জন্য ৩৩.১১ ৫০০ টাকা দিতে হইয়াছে। ইহার মধ্যে কলিকাতা হইতে ৮৩ ১৮,০০০, বোম্বাই হইতে ৪,৬৫,০০০ মান্দ্রাজ হইতে ৫০,০০০ এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে ১১,৫০০ টাকার আবেদন হইয়াছে। এক্ষণে টাকার বাজার সস্তা অতএব প্রার্থনার উপরে অধিক টাকা উঠিতেছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইয়ে ৪৫৮ জন পরীক্ষার্থির মধ্যে ৯২ জন মাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ৫৯ জন এল এ পরীক্ষার্থির মধ্যে, ২১ জন ৮ জন বি, এ পরীক্ষার্থির মধ্যে ৩ জন এবং ৬ জনের মধ্যে দুই জন সিবিল ইঞ্জিনিয়রিঙ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। দুই জন বি এলে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এবার কলিকাতারও অপেক্ষাকৃত অল্প পরীক্ষার্থী কৃতকার্য্য হইবে।

উক্ত পত্র মিস কার্পেণ্টরের অবগতির জন্য লিখিয়াছেন, তিনি যদি গোঁড়া খৃষ্টান হইয়া এতদ্দেশীয়দিগকে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী করিতে আসিতেন, তাহা হইলে এতদ্দেশীয়েরা তাঁহাকে এত সমাদর করিতেন না। অতএব হইয়া আমরা এই জগতের হিতৈষিণী স্ত্রীর সম্মান করিতেছি, ফ্রেণ্ডের এই মত। মিস কার্পেণ্টর এ লেখার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। মিসনরিরা প্রকাশ্যরূপে খৃষ্টান করিতে এদেশে আসিয়াছেন, এতদ্দেশীয়েরা কি তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবেন না? সর্ব্বত্র নিয়ম বহির্ভূত প্রণালী প্রবর্ত্তন ও মহম্মদের ন্যায় তলবার দ্বারা খৃষ্টীয়ান করা কি ফ্রেণ্ডের মত।

১৪ ই পৌষ শুক্রবার।

ইংলিসম্যান বলেন পেসোয়ারে বোখারা হইতে আর এক দূত আসিয়াছেন। ইনি দিল্লীতে পঞ্জাবের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিবেন। রাজা রুষিয়ানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে অতিশয় ক্লিষ্ট করিয়া আশ্রয় চাহিয়াছেন। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এ আশ্রয় দেওয়া যুক্তি সিদ্ধ নয় বটে কিন্তু গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থ হওয়া কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট যেমত বলিয়া থাকেন হিরাট কাবুলের অধীনে থাকা আবশ্যক সেই প্রকার বোখারার স্বাধীনতা ভারতবর্ষীয় শাসন প্রণালীর অঙ্গ একথা বলিতে পারেন। রুষিয়া ও ভারতবর্ষ উভয়ের মধ্যে অন্ততঃ দুটি স্বাধীন রাজ্য রাখা উচিত।

উক্তপত্র বলেন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সংবাদ পত্রে যাহা লিখিত হয় যে একজন ইংরাজ আফিসর কাশ্মীরের রাজার ভৃত্যদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, অমৃত সরের কমিসনর অনুসন্ধান করিয়া তাহার বিপরীত রিপোর্ট করিয়াছেন। রাজার ভৃত্যেরা আফিসরের ভৃত্যগণকে প্রহার করিয়া মিথ্যা করিয়া এই অপবাদ দেয়। আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

উক্তপত্র বলেন সম্প্রতি জয়পুরের একজন মুচি আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপন কন্যাকে এক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দেয়, এই জুয়াচুরি প্রকাশিত হওয়াতে এব্যক্তির বিচার হইয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা হইয়াছে। ইংরাজ রেসিডেণ্ট দণ্ড অপরাধ অপেক্ষা গুরুতর বিবেচনা করিয়া ইহা কমাইবার চেষ্টায় আছেন।

দিল্লীগেজেট সংবাদ পাইয়াছেন আফজুল খাঁর কর সংগ্রাহক সিকন্দর খাঁ সিয়ার অলির দিগে গিয়াছেন। জেলেলাবাদের নিকটে আর এক যুদ্ধ হয় ইহাতে আফজুল খাঁর সৈন্যগণ জয়লাভ করিয়াছেন।

১৫ ই পৌষ শনিবার।

লাহোরক্রনিকেল আশঙ্কা করিয়াছেন, এবার পঞ্জাবে অনাবৃষ্টি হওয়াতে গম রোপণ করা হইতেছে না। যদিও উৎকলের ন্যায় না হউক, তথাপি আগামী বর্ষে তথায় খাদ্য দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইবে।

অযোধ্যার নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঋণের জন্য ২৪ পরগণার জজের আদালতে গত কল্য কয়েকটি উত্তম অশ্ব নীলামে বিক্রীত হইয়াছে। এ সকল ঘটনা লজ্জাকর।

ইংলিসম্যান বলেন, রুষিয়েরা বোখারার রাজাকে জিজকে পরাজিত করিয়া ক্রতগতি সমারকন্দের দিগে অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা এই নগরের নয় ক্রোশ দূরে আছে। এই যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতেই রাজা পুনর্ব্বার দূত প্রেরণ করিয়াছেন। মধ্য আসিয়ার জিহাদে কিছুই হয় নাই। বোধ হয়, বোখারার স্বাধীনতার শেষ হইল।

আসন ভুয়া, মুর আলি ও গোলাম মজুর নামক কলিকাতার পোষ্ট আফিসের তিন ব্যক্তি

ল্যালয়ের প্রথ চুরি করিয়া দিয়াছেন। পুলিসে অর্পিত হইয়াছে। প্রতিষ্টার সাহেব অর্থিরূপে প্রমাণ হইয়াছি- আউনী বিবি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন। স্থগিত। অধি প্রবঞ্চিতের জামীন হয় নাই, তাহাদিগকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

লিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইয়াছে:—

টাকার সিকা	৮৬।০—৮৬৸০
" কোং	৮৯॥০—৮৯৷০
" কোং	১০৫—১০৪৶
" পবলিকওয়ার্ক	১০১।৵—১০১॥৵০
" কোং	১১০—১১০

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই ডিসেম্বর— টেলিগ্রাফের অধ্যক্ষ এবং কয়েকজন লোক প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া যোরপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতবর্ষ ও লণ্ডনের টেলিগ্রাফ প্রণালীর সংশোধনের অনুরোধ করিয়াছেন।

সম্ভাবনা করা হইয়াছে সম্রাট মাক্সিমিলিয়ান আগামি জাতীয় জাহাজে ভিবরালটরে নামিবেন।

স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্টের পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে আমেরিকার প্রধান প্রদেশ সমূহের বিদ্রোহ শান্তি বিদ্রোহিগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

লণ্ডন ১০ ই ডিসেম্বর—মর্ম্ম এবং কর্কে সামরিক আইন প্রচলিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট জেনরলকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন ৮ ই তারিখের পত্রে এমত কিছুই নাই যাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে ইংকোরের কোন সৈন্যকে বহিষ্কৃত করা হইবে। লার্ড জানসিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে অপরাধে সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, সেই অপরাধ না হইলে তাহাকে ছাউকোর হইতে দূরীভূত করা হইবে না।

লণ্ডন ১১ ই ডিসেম্বর—ডবলিনে অনেক লোককে হাজতে দেওয়া হইয়াছে। আর্চ বিশপ ধর্ম্ম যাজকদিগকে এক পত্র লিখিয়া ফেনিয়াদিগের সাধারণ শত্রু এই কথা বলিয়াছেন।

লণ্ডন ১২ ই ডিসেম্বর—ইংলণ্ডে কয়েকখানি … একটি ফেনিয়ান

আহাজ অনুমান করা হইয়াছে। যাবতীয় ক্যাথলিক সৈন্য রোম পরিত্যাগ করিয়াছে।

হঙ্গারীর মহাসভা সম্রাটকে অভিনন্দনপত্র দিয়া অনুরোধ করিয়াছেন পুরাতন প্রতিনিধি স্বাধীন শাসনপ্রণালী পুনঃ স্থাপিত হয়। ইংলণ্ডীয় সংবাদপত্র সমূহ বিবেচনা করেন মধ্য আসিয়ায় রুসিয়ার জয় হইলে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের সুবিধা হইবে। রুসিয়েরা খোকান পর্য্যন্ত রেলওয়ে করিবার মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৩ ই ডিসেম্বর—রাজ্ঞী ইউজিন রোমে যাইতেছেন।

লণ্ডন ১৪ ই ডিসেম্বর— ইংলণ্ডেশ্বরীর চাপলেন লেবরেণ্ড কেম্পকে কলিকাতার বিশপের পদ দিতে চাহা হয়, কিন্তু তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। কলকাতা, বোম্বাই অথবা মান্দ্রাজের বিশপকে এই পদ দিয়া তথায় এক জন নূতন বিশপ প্রেরণ করা হইবে।

লণ্ডন ১৫ ই ডিসেম্বর—ফেনিয়ানদের বিচারের বিষয়ে ক্রমাগত ষ্টেট সেক্রেটারির নিকট তর্ক হইতেছে। অপক্ষপাতি বিচারপতিগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে কোন তর্ক বাহির হয় নাই। ভারতবর্ষ হইতে এক পত্র আসিয়াছে, ইহাতে মানসফিলডের কার্য্যের যাথার্থ্যের সমর্থন করা হইয়াছে।

লণ্ডন ১৬ ই ডিসেম্বর—টাইমস বলেন বোম্বাইয়ের বিশপ পদত্যাগ করিলে রেবরেণ্ড গেল তদীয় পদে নিযুক্ত হইবেন। মান্দ্রাজের বিশপ কলিকাতায় আসিবেন এমত সম্ভাবনা আছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার প্রেরিত ২৭ এ অগ্রহায়ণের সোমপ্রকাশ পত্রিকা ৫ ই পৌষ প্রাপ্ত হইলাম। (এস্থলে বলা আবশ্যক যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে এক দিবস মধ্যেই ঐ পত্রিকা প্রাপ্ত হইতাম) এই পত্রিকাখানি ২৪ পরগণা জয়নগরে না আসিয়া যশোহর জয়নগরে প্রেরিত হইয়াছিল, পরে তথাকার পোষ্টমাষ্টার এখানে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যেরূপ বৃহৎ অক্ষরে ঐ পত্রিকায় শিরোনাম ও ঠিকানা লিখিত ছিল, তাহা অন্ধ না একেবারেই নিতান্ত অনভিজ্ঞ ভিন্ন কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবার অসম্ভাবনা নাই। সে স্থলে একপ ভ্রম হওয়া অল্প দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ঐ পত্রিকা যদি সংবাদপত্রিকা না হইয়া কোন বন্ধুর পত্র, কোন সম্বাদ কিম্বা অন্য কোন সংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে লিখিত হইত, তাহা হইলে লোকের কত দুঃখের বিষয় হইত এবং তাঁহাদিগকে কত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বিবেচনা করিতে পারেন। এইরূপ ঘটনা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়, তথাপি পোষ্ট আফিসের প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ ইহার প্রতীকারার্থ কোন উপায়বিধান করিতেছেন না। সম্পাদক মহাশয়! কর্ত্তৃপক্ষ সত্বর বিহিত উপায় অবলম্বন না করিলে প্রজা সমূহের পদে পদে কত শত ক্ষতি হইতেছে ও হইবে তাহার পরিসীমা নাই, এজন্য ভরসা করি যে পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ আপনাদিগের অধীন কর্ম্মচারীদিগকে এমত সতর্ক করিয়া দেন যে কর্ম্মচারিগণ পত্রাদি প্রেরণের পূর্ব্বে নয়ন উন্মীলন করিয়া প্রাপ্ত পত্রিকাগুলির শিরোনাম ও ঠিকানা আপন আপন চক্ষে দেখিয়া পাঠাইয়া দেন।

সম্পাদক মহাশয়! ঐ পত্রিকা সম্বন্ধে আর একটী বিশেষ কথা আপনাকে না জানাইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যেমন কেন লোক হউন না নিরর্থক অর্থ ব্যয় সকলেরই অপব্যয় বলিয়া বিবেচনা হয়। আপনার প্রেরিত ঐ পত্রিকা খানিতে মাশুল টিকিট দেওয়া থাকিলেও ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী জয়নগরের ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় এ সংবাদপত্র যশোহরে গিয়াছিল বলিয়া অতিরিক্ত এক আনা মাশুল দাবি করাতে আমি অগত্যা তাহা দিতে বাধ্য হইয়াছি কিন্তু এক ব্যক্তির অনবধানতায় অপরের দণ্ড হওয়া সঙ্গত কার্য্য হইতেছে কি না তাহা আপনার নিকট জানিতে বাঞ্ছা করি।

বহড়,
১১ ই পৌষ
১২৭৩। } কস্যচিৎ পাঠকস্য।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! জেলা হুগলীর অন্তর্গত দীঘড়ুই একটী প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রাম। ইহার লোক সংখ্যা সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে দশ বৎসর পূর্ব্বে ইহাতে শুদ্ধ ব্রাহ্মণের বসতি আড়াই শত ঘরের অধিক ছিল। তৎকালে এই গ্রামে যে সকল ব্যক্তি বাস করিতেন, যাহারা আকার সন্দর্শন করিলে তাঁহাদিগের মুখশ্রীতে সুখ স্বচ্ছন্দতার চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হইত না। পূর্ব্বে এই গ্রামে যেরূপ সংস্কৃত

তাহার আলোচনা ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের অনুমত্যনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে কত চতুষ্পাঠী ছিল, তাহার গণনা হইলে দীঘহুই সাহায্যকৃত বঙ্গ বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সাতিশয় যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছিলেন, এই গ্রামটিতে এক সময়ে ৩৩ খানি চতুষ্পাঠী ছিল। সেই সকল চতুষ্পাঠীতে ন্যায়, দর্শন, অলঙ্কার ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্র অধীত হইত এবং ন্যূনাধিক দুই শত বালক অধ্যাপকদিগের নিকট অন্ন বস্ত্র লাভ করিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করিত। এক্ষণে পরিতাপের বিষয় এই যে দীঘহুই গ্রামটীর পূর্ব্বাবস্থা যেরূপ উৎকৃষ্ট ছিল, বর্ত্তমান অবস্থা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে। ২০এ আশ্বিনের প্রবল বাত্যা ইহার আংশিক ক্ষতি করিয়াছে। এই গ্রামটী ত্রিবেণীর সম্মুখবর্ত্তী এই কথা বলিলেই এই স্থানে মহামারীর কত দূর প্রাদুর্ভাব, তন্নিবন্ধন ইহার কত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট লোকেরাই বা কিরূপ অবস্থায় জীবিত আছে, বোধ হয় তাহা অনায়াসে সকলেই বুঝিতে পারেন। গত সনের দুর্ভিক্ষও এই গ্রামটির বিপদ সম্বন্ধে অল্প সহকারিতা করে নাই। এই সকল দুর্দৈব সহ্য করিয়াও এই গ্রামস্থ অর্দ্ধ জীবিত মনুষ্যেরা কথঞ্চিৎ সুখ স্বচ্ছন্দতায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রামের একটী রত্ন স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সহবাস সুখ অনুভব করিয়া বোধ হয় আসন্নমৃত্যু ব্যক্তিও কিয়ৎকালের জন্য শান্তিলাভ করিতে পারিত। অতএব এতদ্দেশবাসী লোকেরা নানা প্রকার দৈহিক ও মানসিক পীড়ায় পীড়িত হইলেও তাঁহাকে লাভ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে সুখী হইবে আশ্চর্য্য নহে। নীলকমল বাবু বিবিধ উপায় অবলম্বন দ্বারা চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন পূর্ব্বক তাহাদিগের সেই সকল ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়াই উপলব্ধি করিতে দিতেন না। কিন্তু হায়! দেশের কি দুর্ভাগ্য! বিধি কি বাম! কাল অকস্মাৎ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সমাগত হইয়া এতদ্দেশবাসী লোকদিগের সকরুণ প্রার্থনার প্রতি কর্ণপাত না করিয়াই বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের হৃদয়ধন সেই মহা রত্নটি অপহরণ করিয়াছে। গত ৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া নীলকমল বাবু প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই মহাত্মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দীঘহুইয়ের সুখসূর্য্য একেবারেই অস্তমিত হইয়াছে। জানি না ভবিষ্যতে ইহার কি দশা হইবে। বাস্তবিক নীলকমল বাবু একটী অদ্ভুত মনুষ্য ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সদাশয় দেশহিতৈষী মহাত্মা অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি দেখিতে যেরূপ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ গম্ভীর স্বভাব সুন্দর ও সুপুরুষ ছিলেন, তাঁহার মানসিক বৃত্তি সমুদায়ও তদনুরূপ সমুন্নত ছিল। তিনি ইংরাজীভাষা জানিতেন না ও তাঁহার ধনসম্পত্তিও তাদৃশ ছিল না বলিয়া যদিও তিনি মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের ন্যায় সাহেব মণ্ডলীতে সমধিক প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই কিন্তু আমরা তাঁহার বিষয় যত দূর জানি পক্ষপাত শূন্য হইয়া বলিতে পারি বল ও বীর্য্যে বুদ্ধি ও সাহসে এবং সদসদ্বিবেচনায় তদ্দেশবাসী হইয়া তিনিই একমাত্র তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ ছিলেন। রাজধানীস্থ প্রায় সমস্ত দেশীয় মহোদয় নীলকমল বাবুকে কেবল জানিতেন এরূপ নহে তাঁহার গুণেরও সবিশেষ প্রশংসা করিতেন। জমিদারী বিষয় জ্ঞানে তিনি এক জন অদ্বিতীয় লোক ছিলেন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার অন্তঃকরণে কুসংস্কারের লেশমাত্রও ছিল না। তিনি শুদ্ধ বাঙ্গলা ও পারসী ভাষা জানিয়াই নিজ স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাগুণে পরিবারের ও স্বদেশের উন্নতিসাধনকল্পে যে সকল মহত্তর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এক্ষণকার কৃতবিদ্যদিগের অনেককে তাঁহার শতাংশের একাংশও করিতে দেখা যায় না। তাঁহার যত্নে ও অধিকাংশ ব্যয়ে দীঘহুইয়ে একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। একটী ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে নীলকমল বাবুর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল কিন্তু নিকটস্থ এক পল্লীতে ঐরূপ একটী বিদ্যালয় থাকাতে শিক্ষাসংক্রান্ত নিয়মানুসারে তিনি সে বাসনাটিতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান বিদ্যালয়টীর গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে নীলকমল বাবুই সমধিক সাহায্য করিয়াছিলেন। তদনুসারমতে বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত তিনি এই গ্রামে ক্রমান্বয়ে দুইবার দুইটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। দীঘহুই হইতে মগরার রাজবর্ত্ম অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধান। মগরা রেলওয়ে ষ্টেশনে গমনাগমনের নিমিত্ত পূর্ব্বে এই স্থানে একটী নামমাত্র রাস্তা ছিল, বর্ষাকালে তাহার অধিকাংশ স্থান প্রায় এক প্রকার সন্তরণ দ্বারাই উত্তীর্ণ হইতে হইত, মহাশয়ের ভুবন বিখ্যাত সোমপ্রকাশেও এক বার এই রাস্তাটির দুরবস্থার বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল। করুণাময় নীলকমল বাবু সাধারণের গমনাগমনের বার পর নাই ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া বহু ব্যয়স্বীকার পূর্ব্বক একটী প্রশস্ত উৎকৃষ্ট রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

সম্প্রতি দীঘহুইয়ের সন্নিকট ও পার্শ্বস্থ পল্লীর মধ্যবর্ত্তী স্থান ন্যায্যরূপে তাঁহারই সমধিক যত্নে একটী ডাকঘর স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত বাবু জীবদ্দশায় ডাকঘরটীর স্থায়িত্ব সম্পাদন মানসে মাসিক ৪। ৫ টাকা ব্যয় স্বীকার করিয়া আবশ্যক না হইলেও আত্মীয় স্বজনকে সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেন। মহামারী যেন সেই মহাত্মার সদ্বৃত্তি সকল পরিচালনের কর্ম্মক্ষেত্র স্বরূপ হইয়া এদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। কি ধনী কি নির্দ্ধন পীড়িত হইলে নীলকমল বাবুই তাহাদিগের একমাত্র বন্ধু ছিলেন। নিঃসহায় রোগীকে ঔষধ পথ্য প্রদান তাঁহার একটী নিয়মিত কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং তজ্জন্য তিনি আপনার বাস ভবনে একটী ক্ষুদ্র ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবেই হউক, অথবা উপদেশ দ্বারাই হউক, তিনি লোকের উপকার করিয়া অবসর কালক্ষেপণ করিতে পারিলে আপনাকে সুখী জ্ঞান করিতেন। নীলকমল বাবুর চরিত্রও অতি পবিত্র ছিল। কেবল তিনি আপনার বিশুদ্ধতাগুণে শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া মাসিক ৪০০ শত টাকা বেতনে তাঁহার জমীদারীর প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন এবং মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁহার হস্তে সমস্ত বিষয় কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ সদাশয় দেশহিতৈষী মহাত্মার মৃত্যু দীঘহুই সদৃশ ক্ষুদ্র পল্লীর লোকদিগের কতদূর মনস্তাপের কারণ হইয়াছে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার অভাবে দীঘহুই শূন্যময় হইয়াছে। জানি না হতভাগ্য দিগের দশাই বা কি হইবে। বিদ্যালয়টীতে অনেকগুলি ভদ্রসন্তান অধ্যয়ন করিতেছে এবং কেবল তাঁহাদিগের উপর এক্ষণে এই গ্রামের ভাবী উন্নতি নির্ভর করিতেছে। মৃত মহাত্মার অভাবে যদি ক্ষুদ্র বালকদিগের প্রতি কোন ব্যাঘাত জন্মে, যে দিন সেটী উঠিয়া যাইবে, সেই দিনই তাহার সঙ্গে এই গ্রামের ভাবী উন্নতির আশা ভরসা একেকালে লুপ্ত হইয়া যাইবে। এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভিন্ন এ গ্রামে আর এমন একটীও ঐশ্বর্য্যশালী লো

...ই । এমন অবস্থায় নিয়মিতরূপে সর্ব্বকে ... ব্যয় করিবা বিদ্যাসুন্দর মঙ্গল বিধান ... বিতে পারেন । মহাত্মা শ্রীকমল বাবুর ... ইয়াছে, এ সকল সর্ব্বসাধারণের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা এই যে যেন তিনি শ্রীকমল বাবুর ... হইয়া স্বদেশের হিতানুষ্ঠান। ... বিষয়ে ও উৎসাহপ্রদানে ... ও যত্নবান ...

কস্যচিৎ ... ।
... ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

বরাহনগর হিন্দুরঞ্জন ।

মহাশয় ! বোধ হয় আপনি অবগত আছেন ... এই বরাহনগরে প্রায় এক বৎসর হইল একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । ইহার নাম বরাহনগর হিন্দুরঞ্জন । ইহা গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হয় । ইহা অত্রস্থ কতিপয় ভদ্রলোকের যত্নে চলিতেছে । ইহা দ্রুতবেগে উন্নতি ... স্থায়ী হইলেই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই । গত ... (৯ই পৌষে) ইহার ছাত্রদিগকে ... বার্ষিক পারিতোষিক প্রদান করা হইয়া গিয়াছে । ঐ কার্য্যোপলক্ষে অত্রত্য শ্রীযুক্ত বাবু ... বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর উঠানে উহার অধিবেশন হইয়াছিল । জষ্টিস ফিয়ার তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং আর এক জন সাহেব ও বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু ... ভট্টাচার্য্য, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আর আর প্রায় ... ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন । জষ্টিস ফিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । পুস্তক বিতরণানন্তর সভাপতি (যেমন সচরাচর হইয়া থাকে) বিদ্যাবিষয়ক কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিলেন । পরে সভা ভঙ্গ হইল ।

মহাশয় ! বরাহনগরে একটী বালিকাবিদ্যালয় একটী রজনী বিদ্যালয় এবং একটী বাঙ্গলা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে । প্রথম স্কুলের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ইনি এক জন ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী এবং এক জন প্রধান দেশহিতৈষী । এই বিদ্যালয় ভ্রমণার্থ মেরি কার্পেণ্টর বাবু মনোমোহন ঘোষের সমভিব্যাহারে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন । ... নর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপনের ... অনেক বক্তৃতা করিলেন । অত্রত্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন । শশি ... লোক বালিকাবিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাঁহারা অভিনন্দনপত্র দান বিষয়ে অনেক সহায়তা ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন । এখন পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে এই বালিকাবিদ্যালয়টী স্থায়ী হইয়া সুফল প্রসব করুক ।

বরাহনগর । এক জন দর্শক ।
১০ ই পৌষ ১২৭৩ ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু ।

সাবনয় নিবেদন মিদং —

সম্পাদক মহাশয় ! জেলা গোয়ালপাড়ার "হিতবিধায়িনী" সভার আনুকূল্যার্থ উক্ত জেলার অধীন পরগণা মেচপাড়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু পুরুষোত্তম চৌধুরী রায় বাহাদুর মহোদয় ৭৫ টাকা দান করিয়াছেন । সভা, তাঁহার সাধারণ হিতৈষিতা প্রকাশ জন্য তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন এবং ... সদনুষ্ঠানে ... তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । কিন্তু হিতবিধায়িনী সভা জেলার হিত যথাসাধ্য অনুবন্ধিতারূপে যে কত চেষ্টা করিতেছেন, এবং অতি অল্প কালের মধ্যে যে কি পরিমাণে হিতসাধন করিয়াছেন রায় বাহাদুর মহোদয় যদি সভার সেই সকল কীর্ত্তি একবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, বোধ হয় তাহা হইলে তিনি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া আগ্রহ উৎসাহসহকারে সভার সমুন্নতি সাধনার্থ সবিশেষ সাহায্যদানার্থ সচেষ্ট হইতেন সন্দেহ মাত্র নাই । যাহা হউক, এক্ষণে ভরসা করি, এ জেলার অন্তর্গত অন্যান্য ভূম্যধিকারী মহোদয়েরাও সকরুণচিত্তে কথিত সভার প্রতি এতাদৃশ দানশীলতা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিতে যেন পরাঙ্মুখ না হন এই প্রার্থনা ।

গোয়ালপাড়া । ১ লা পৌষ ১২৭৩ । } জনৈক হি, বি, সভার সভ্য ।

মূল্য প্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র দে বরাহনগর	
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ	৫৷৷০
" " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কান্দি	
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে ৭৪ আশ্বিন	১৩
" " যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কলিকাতা	
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক	১০
" " শ্যামাচরণ শ্রীমানী কলিকাতা	
১২৭৩ কার্ত্তিক হইতে ...	...
কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল জোড়াসাঁকো	
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক	১০

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী
বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৷৷০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না । হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন ।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন ।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন ।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে । শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে ।

মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব ।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে । যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে ।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ৮ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। "

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ২৪ এ পৌষ। ১৮৬৭। ৭ ই জানুয়ারি { মফঃস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩॥

বিজ্ঞাপন।

হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত
বিদ্যালয়।

৫ ই জানুয়ারি উক্ত বিদ্যালয়ে ১৮৬৭ অব্দের এণ্ট্রান্স ক্লাস খোলা হইয়াছে।

শ্রী দ্বারকানাথ শর্ম্মা

সম্পাদক।

—:০:—

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা।

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি সোসাইটী বিদ্যালয়ের কালেজ ডিপার্টমেণ্টে এক জন সহকারী শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। অন্যান্য প্রার্থীর অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণই অগ্রে মনোনীত করা হইবে। রেবরেণ্ড ডবলিউ জনসন বি, এর নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

—•—

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনারি
সোসাইটী বিদ্যালয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আগামী ৭ ই জানুয়ারি উক্ত বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বার্ষিক একটী ক্লাস খোলা হইবে। কালেজ ডিপার্টমেণ্টে সাম্বৎসরিক ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

রেবরেণ্ড ডবলিউ জনসন বি, এ,
" জে, পি, আষ্টন এম এ,
" জে, মেলর বি, এ,
ইহারা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

—••—

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত 'প্রকৃতিবাদ' নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাধবগুহালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—•—

আগামী ১৬ ই জানুয়ারি বুধবার কলিকাতা নর্ম্মালবিদ্যালয়ে প্রবেশার্থীদিগের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হইবে। সম্প্রতি ৭ টী ৪ চারি টাকার বৃত্তি খালি আছে।

বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ।

অঙ্ক দশমিক ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত।

বাঙ্গলার ইতিহাস।

ভূগোলের চারি বিভাগের স্থূল স্থূল বিষয়ের পরিচয়।

বাচনিক পরীক্ষা, আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা।

এইচ, উড্রো।

১২ ই ডিসেম্বর। বাঙ্গলার মধ্যবিভাগের
১৮৬৬। স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর।

—:০:—

১১ ই ও ১২ ই মাঘ ইংরাজী ২৩এ ও ২৪এ জানুয়ারি বুধ ও বৃহস্পতিবার হুগলী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা হইবে। নিম্নলিখিত বিষয় সকলে পরীক্ষা গ্রহণ করা যাইবে।

শুদ্ধ লিখন ও হস্তাক্ষর।

ভাষ ও ব্যাকরণ।

পাটীগণিত।

ভূবৃত্তান্ত।

বাঙ্গলার ইতিহাস।

ডিসেম্বর } বাঙ্গলার মধ্য বিভাগের স্কুল
১৮৬৬। } সমূহের ইনস্পেক্টর।

—:০:—

সহর কলিকাতার বড়বাজারে আমার যে কারবারী গদি আছে তাহার কর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে অদ্য হইতে এই নিয়ম সংস্থাপন করা হইল যে, সূত্র ইত্যাদি যখন যাহা যে স্থলে খরিদ অথবা বিক্রয় হইবেক, তাহার বাবত যখন যে চিঠি ও এগ্রিমেণ্ট ইত্যাদিতে দস্তখত করিতে হইবেক তাহা শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ প্রধান, শ্রীযুক্ত কালীদাস পাঁড়ে ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ প্রধান, এই তিন ব্যক্তির মধ্যে যখন যিনি উপস্থিত থাকিয়া আমার নাম বকলমে ঐ সকল দস্তখত করিবেন, তাহা আমার স্বীয়কৃতের ন্যায় গণ্য হইবেক, ইহা ভিন্ন অপর কোন কর্ম্মকারক কি দালাল ইত্যাদি কোন লোকে যদি কোন রকম খরিদ বা বিক্রয়ের কোন কার্য্য কি কোন রকম দস্তখত করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইবেক, এবং তাহার কোন রকমে দায়ী আমি হইব না, আর ঐ কার্য্য সম্বন্ধে আমার যে কোন রকমের পাওনা টাকা তাহা সেই সকল টাকার বাবত চিঠির পৃষ্ঠে ওয়াশিল না দিয়া কিম্বা উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখত রসিদ না লইয়া কেহ কোন টাকা অপর কোন কর্ম্মকারকদিগকে দিলে কিম্বা আমার দেনা টাকার কোন চিঠিতে উক্ত ৩ ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখতে স্বাক্ষর না হইলে তাহা আমার গ্রাহ্য নহে, এবং আমি তাহার দায়ী হইব না।

শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র।

নীলামের দ্বারা ভূমি সম্পত্তি এবং নীলকুঠি বিক্রয়।

১। সুবিখ্যাত খাল বোয়ালিয়া কানসার্নের অন্তর্গত সমস্ত তালুক পত্তনি দরপত্তনি তালুক দায়েম কায়েম মকরর খাজনা কৃত্ত জোতের জমা এবং পাট্টাই জমী ও নীল কম্প চলিতে পারে এমত আট কুঠি ও ছোট দুই কুঠি ও মোকাম চঙ্গারের দুইটি উৎকৃষ্ট পাকা ঘর, সমুদয় ইষ্টেট একত্রেতে অথবা সুবিধা বুঝিলে পৃথক পৃথক লাটে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে।

২। সন ১৮৬৭ সালের ১৭ ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর একটার সময় খাল বোয়ালিয়ার কুঠি মোকামে নীলাম আরম্ভ হইয়া যে পর্য্যন্ত সমুদয় বিষয় বিক্রয় না হয় তাবৎ প্রত্যহ ঐ একই সময়ে নীলাম হইবে।

৩। এককালীন সমুদয় নীল কানসর্ন, অথবা সমুদয় জমীদারী কিম্বা তাহার কতকাংশ খাস সম্বন্ধে বিক্রয় বিষয়ক দরখাস্ত ৭ প্রস্তাবাদি ১০ ই জানুয়ারি তারিখ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইবে।

৪। অপর বৃত্তান্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিকট তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীযে আর, চি, হিল সাহেব
বালফোর কোম্পানির বাটী
কলিকাতা।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্য ডাকিবেন তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে। কিন্তু প্রত্যেক নীলামে বিক্রেতাদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ এক ডাক ডাকিতে পারিবেন। বিক্রেতার অধ্যক্ষ প্রত্যেক ডাকের উপর যে পরিমাণ বৃদ্ধি ডাকিতে হইবে তাহা অবধারণ করিয়া দিবেন। যদি ডাক সম্বন্ধে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে ঐ বিরোধি ডাকের পূর্ব্বে যে ডাক হইয়াছিল সেই ডাক হইতে পুনরায় ডাক হইবে। কেহ কোন ডাক ডাকিয়া তাহা অপহ্নব কিম্বা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

২। যেস্থলে ডাক সমাপ্ত হয় ডাকের চতুর্থাংশের একাংশ খরিদার ডাক বন্ধ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ বিক্রেতার অধ্যক্ষকে দিবেন এবং অবশিষ্ট সমুদয় টাকা নীলামের দিন অবধি দশ দিন মধ্যে পরিশোধ করিবেন তাহা না করিলে নীলাম রদ এবং দিয়ে যে টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহা বেবাক বিক্রেতার হইবে। এবং বিক্রেতা ঐ বস্তু আপসে বা প্রকাশ্য নীলামে পুনর্ব্বার বিক্রয় করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় বিক্রয়ে প্রথম ডাক অপেক্ষা যে ন্যূন হানি বা ক্ষতি খেসারত ও যে কিছু খরচপত্র হয় তাহা সমুদয় প্রথম ডাকনিয়া পূরণ করিবেন। যদি দ্বিতীয় বিক্রয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা লভ্য হয় তাহাও বিক্রেতা পাইবেন। বিক্রয়ের পরক্ষণেই খরিদার এই সমস্ত নিয়মে আবদ্ধ হইয়া একরার লেখিয়া দিবেন।

৩। যেহেতু বিক্রেতা বাঙ্গাল ইণ্ডিগো কোম্পানির বন্ধক গ্রহীতার নিকট সন ১৮৬৫ সালে সম্পত্তি খরিদ করিবার সময় তাঁহার সম্পূর্ণরূপে তাহকিক তদন্ত করা হইয়াছিল। অতএব বুঝিতে হইবেক যে বিক্রেতা যে কবলা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্পত্তির সম্যক রূপে স্বত্ববান এবং মালিক হইয়াছেন, এতাবতা ঐ সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার কোন দায় বা আপত্তি উত্থান হইবার নহে।

৪। খরিদা সম্পত্তির হস্তান্তর কবলা পত্র লিখিত পড়িতের সমুদায় ব্যয় মূল দলিলের খসড়া বা সাবেক নকলের ও রেজিষ্টারি খরচ ষ্ট্যাম্প কাগজের মূল্য এবং খরিদদারের নাম ও জমীদারি সেরেস্তায় খারিজ দাখিলের খরচ ইত্যাদি যে কিছু ব্যয় তাহা সমুদায় খরিদদার দিবেন।

৫। পত্তনি দরপত্তনি প্রভৃতি যাহাদিগের নিকট দেওয়া হইয়াছিল তাহাদিগের মূল হকিয়তের দলিল অনুসন্ধান ব্যতিরেকে ঐ সমস্ত বস্তু বন্দোবস্ত করিয়া দিতে তাহাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল এমত অনুভব করিতে হইবেক। এবং ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি মহালাতের পাট্টা কবুলিয়ত অনুসারে শেষ কিস্তির খাজানা পরিশোধের দাখিলাজাত বা ঐ খাজানা পরিশোধের অপর সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শিত হইলে তাহা ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি সংক্রান্ত তাবৎ নক্সের ও নিয়মের সম্পন্ন হওয়া বলিয়া অথবা খরিদ হওয়ার সময় পর্য্যন্তের সমস্ত ওজর মিটিয়াছে বলিয়া কিম্বা ঐ পত্তনি প্রভৃতি ও অন্যান্য বন্দোবস্ত ঐ সময় সিদ্ধ এবং বলবৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক।

৬। বিক্রেতাদিগের অন্যান্য বিষয়ের সহিত এক যোগে যে বিষয় বিক্রয় হয় তাহার দস্তাবেজ বিক্রেতা আপন হস্তে রাখিবেন। যে বস্তু সামান্যরূপে বিক্রয় করা যাইবেক তাহার দলিল বিক্রয়ের পরে যিনি অধিক মূল্যে খরিদ করিবেন, অথবা যিনি প্রধান খরিদদার হইবেন তাঁহাকে সমর্পণ করা যাইবেক এবং বিক্রেতা বা প্রধান ক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে দস্তাবেজ যাঁহার নিকট থাকিবেক তিনি অন্যান্য খরিদদারগণের প্রার্থনা মতে তাহাদিগের নিকট খরচ পত্র লইয়া মূল দস্তাবেজ দাখিল করা ও তাহার নকল দেওয়ার একরার লিখিয়া দিবেন।

৭। সন ১২৭০। ৭১। ৭২ সালের জমাওয়াশীল বাকি কাগজের লিখিত যে বকেয়া খাজনা বিক্রয়ের দিনে প্রজার নিকট পাওনা হয় তাহার দশ আনা রকম বিক্রয়ের দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে কিস্তিবন্দির সুরত খরিদদার বিক্রেতাকে দিবেন, এবং ঐ বাকী পরিশোধের তারিখ নির্দ্দিষ্ট রূপ বোধ সরূপ দলিল লিখিয়া দিবেন।

৮। বর্ত্তমান সালের যে খাজানা হস্তান্তরে দিলে প্রজার নিকট পাওনা থাকে তাহার মধ্যে সরঞ্জামি শতকরা ১০ দশ টাকা হিসাবে মিনহা বাদে বাকী সমুদায় টাকা নাগাইদ ১২৭৩ সালের ৩০ এ চৈত্র অম্যাংশে কিস্তিবন্দী দ্বারা খরিদদার বিক্রেতাকে দিবেন।

৯। খত্তি কর্জ্জা ও ডিক্রীর ও নীল দাদনি মহাজনী বাবত যে সমস্ত টাকা প্রজা ও অন্যান্য লোকের নিকট পাওনা আছে তাহা বিক্রেতার ইচ্ছানুসারে কুঠির সহিত এক যোগে বা পৃথকরূপে বিক্রয় হইবেক।

নিম্ন লিখিত নম্বরের নোট হারাইয়া গিয়াছে, যিনি আমার নিকট অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২৫ পঁচিশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

নোটের নম্বর এই:—

৬৯১৬৮

৬৯১৬৯ নং ১০০ টাকার হিং ২০০ টাকা

০৫৫৭১

০৬১৫৫

০৬১৫৬

০৪৫৬০

০৬১৬১

০৬১৬২ নং ৫০ টাকার হিং ৩০০ টাকা

সমুদায় ৫০০ টাকা।

শ্রীবিপিনবিহারি সরকার
ভুটান বাক্সা সবডিভিজনের ইনচার্য্য পুলিস
ইনস্পেক্টর।

ভুটান পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর মিয়াদে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

বস্তি পরিষ্কার নিমিত্ত যত জমি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার বিঘা প্রতি ২০ টাকা হারে মাশুল দিতে হইবে, খুস্ত বস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমত গবর্ণমেণ্টের থাকিবেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস মহনাগুড়ী। ১০ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬। } শ্রীযুক্ত সে, কে. টাই, সাহেব ডেপুটী কমিসনর

নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরি সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনপত্র।

স্থাবর সম্পত্তি তত্ত্বানুসন্ধানের কার্য্য সুবিধা করণাভিলাষে সকল রেজিষ্টরি কার্য্য কারককে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তাহার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারেন তবে উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রাপ্ত লিপী সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র লেখা যায়, উক্ত কর্ম্মকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চয় মতে জানিবার জন্য অন্বেষণের প্রার্থনা হইলে সেই অন্বেষণের খরচ দিতে হইবে।

এই প্রকার কার্য হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে তদ্বিষয়ের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ভাবিকালে অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণের সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে।

ইন্সপেক্টর জেনরল রেজিষ্টার জেনরল।

সিমুলিয়াবাজারের গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ „
উপক্রমণিকা ব্যাকরণ	।৶
নীতিসার (১ম ভাগ)	৶৹
নীতিসার (২য় ভাগ)	৶৹
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸৹

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

২৪এ পৌষ সোমবার।

১৮৬৬ অব্দের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এবার সমুদায়ে ১৩৫০ পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭৬ জন প্রথম ভাগে, ২৯৮ জন দ্বিতীয় ভাগে, ২৬৪ জন তৃতীয় ভাগে সমুদায়ে ৬২৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। অধিকসংখ্য বালক অকৃতকার্য্য হয় বলিয়া গত বৎসর বাঙ্গালাদেশের লেপ্টেনন্ট গবর্ণর সর সিসিল বীডন যে তীব্র মিনিট লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বিশেষ ফলোদয় হয় নাই। যে পর্য্যন্ত মফস্বলের শিক্ষাপ্রণালীর দোষ সংশোধিত হইয়া উপযুক্ত ও পরিপক্ক শিক্ষক নিয়োজিত না হইবেন, তাবৎ সে ফল দর্শনের সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না। আমরা জানি, অনেক মফস্বল বিদ্যালয়ের শীর্ষ স্থানে এপ্রকার অনুপযুক্ত কিস্কিন্ধ্য শিক্ষক নিয়োজিত আছেন যে, কোন্ বালক প্রবেশিকা পরীক্ষাদানে সমর্থ, কেবা অসমর্থ, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। কোন শিক্ষাচার্য্যের প্রকৃতি এমনি কোমল যে তিনি আবদারে বালকদিগের অসঙ্গত প্রার্থনায় বাধাদানে শক্ত হন না।

রুষিয়া ও মধ্য আসিয়া।

প্রবলের নিকটে দুর্ব্বলের সুস্থির হইয়া থাকিবার যো নাই। কাবুলভিন্ন মধ্য আসিয়ার রাজগণ নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতেছিলেন, রুষিয়ার সম্রাট তাঁহাদিগকে উদ্বেজিত করিয়া তুলিয়াছেন। রুষিয়ার আক্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সুখসুপ্ত যূথবদ্ধ মৃগদলে ব্যাঘ্র প্রবেশ আমাদিগের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। ব্যাঘ্রের বাক্‌শক্তি নাই, সে যে কি উদ্দেশে মৃগ সমর্দ্দনে প্রবৃত্ত হয়, ব্যক্ত করিতে পারে না, সুতরাং আমাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হয়, সে স্বার্থপর হইয়া আপনার ক্ষুধাশান্তির নিমিত্তই তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রুষিয়ার কর্ম্মচারিদিগের বাক্‌শক্তি আছে তাঁহারা জগৎকে এই প্রবোধ দিবার চেষ্টায় আছেন, তাঁহারা যে মধ্য আসিয়ার জয়ার্থী হইয়াছেন সে কেবল জগতের উপকারার্থ; তাহাতে বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইবে এবং দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার নিবারিত হইবে। যাহাদিগের বাক্‌শক্তি আছে, কালভেদে তাহাদিগের মুখ হইতে জয়েচ্ছার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যুক্তি বহির্গত হয়। কবি কালিদাস রঘুবংশের বর্ণনকালে লিখিয়া গিয়াছেন "যশসে বিজিগীষূণাং" যশ হইবে বলিয়া রঘুবংশীয়েরা দিগ্বিজয় করিতেন। ইদানীন্তনকালে এ যুক্তি দূষিত বলিয়া উপেক্ষিত দৃষ্ট হইতেছে। এখন সভ্যতার পথ পরিষ্করণরূপ উৎকৃষ্ট ছল অবলম্বন করা হইয়াছে। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, সুখসুপ্ত মৃগযূথ মধ্যে ব্যাঘ্রের প্রবেশ আর স্বেচ্ছাকারী রাজগণের রাজ্যমধ্যে রুষিয় সৈন্যগণের প্রবেশ, কতাংশে উভয়ই তুল্য। বোখারা প্রভৃতি রাজ্যমধ্যে যদি প্রজার প্রতি রাজার অত্যাচার থাকে, রুষিয় সেনাগণের অধিকতর অত্যাচার ব্যতিরেকে তাহার নিবারণ সম্ভাবনা নাই। লঘু অত্যাচার নিবারণার্থ গুরু অত্যাচার অনুমোদনীয় নয়।

আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার তাৎপর্য্য এই, রুষিয় কর্ম্মচারিরা মধ্য আসিয়ার জয়ের হেতুবাদ স্বরূপ সভ্যতার পথ পরিষ্করণ, অত্যাচার নিবারণ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রয়োজন প্রদর্শন করিয়া ইংলণ্ডীয়দিগের চক্ষে ধূলিমুষ্টিক্ষেপের চেষ্টা পাইতেছেন। বাস্তবিক এগুলি ছল মাত্র, আপনাদিগের প্রভুশক্তি বৃদ্ধি করাই রুষিয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সমরে যদি রুষিয়ার

...শক্তিপ্রসার রোধ করা না হয়, ইহার পর তাহারা দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিবে। ভারতবর্ষ তাহাদিগের একটি প্রধান লোভনীয় পদার্থ। ভারতবর্ষে তাহাদিগের জয়পতাকা দর্শন করিতে না হয়, এই আমাদিগের ইচ্ছা।*

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের দিগ্বিজয় প্রবৃত্তি রোধ করিতে পারেন না। রাজনীতি একরূপ নয়, একপ্রকার জাতীয় নিয়মও নাই। অতএব [illegible] অব হাওয়া যে পথ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন, তদনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। বোখারার দূত গবর্ণর জেনরলের নিকটে আসিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বোখারার বাণিজ্য সম্বন্ধার্থী হইয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি এই সম্বন্ধ সূত্রে বদ্ধ হন, রুসিয়ার জয়বাঞ্ছার নিবারণে অনায়াসে সমর্থ হইবেন। তখন বাণিজ্য ব্যপদেশে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ বন্ধ করিতে পারিবেন। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এ নীতিতে ইদানীন্তন রাজনীতিজ্ঞেরাও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না। যে কোন সূত্রে হউক, ব্রিটিশ সিংহ তথায় আসন গ্রহণ করিলে রুসিয় ব্যাঘ্র কোনক্রমেই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিবে না। পূর্ব্বকার লোকেরা ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীশ, ফরাশী দিনামার প্রভৃতিকে লব্ধাধিকার ও বদ্ধমূল দেখিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অন্তর্হিত হইয়াছেন ও হইতেছেন। রুসিয়ারও সেই দশা হইবে সংশয় নাই।

আসাম প্রভৃতি স্থান সমূহে যে সকল কুলি প্রেরিত হইয়া থাকে, আইন অনুসারে তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লইয়া যাইতে হয়। মাজিষ্ট্রেটেরা মজুরদিগকে জিজ্ঞাসা করেন তাহারা কোথায় যাইতেছে? আপন আপন ইচ্ছায় যাইতেছে কি না? গন্তব্য স্থানে কোন বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইত্যাদি। মজুর যদি এই উত্তর দেয় যে সে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে লইয়া যাইবার আজ্ঞা দেন, নচেৎ তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা নিজে অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, যদিও আইনে এই সকল আছে, কার্য্যতঃ ইহার কিছুই হইতেছে না। কুলিদিগকে সেই পূর্ব্বের ন্যায় ভুলাইয়া আনয়ন করা হয়। সংগ্রাহকেরা বলে, কলিকাতা ছাড়িয়া দুই তিন দিবসের পথে এক স্থানে তাহাদিগকে যাইতে হইবে। বেতন যথেষ্ট দেওয়া হইবে, এবং খাটিতে হইবে না। সেই স্থানে খাদ্য দ্রব্য অতিশয় স্বল্প মূল্য, এবং গবর্ণমেণ্টের নিজের কাজ সুখের সীমা নাই। যখন তাহাদিগকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে আনা হয়, সংগ্রাহকেরা মজুরদিগকে বলে যদি তাহারা যাইতে না চায় তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদিগের জরিমানা করিবেন। মাজিষ্ট্রেট নিয়মিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে সকলে ভয় প্রযুক্ত "হাঁ" বলে। সংগ্রাহকদিগের আর একটী বিষম প্রতারণা এই, তাহারা দুই এক জনকে দাঁড় করাইয়া রাখে। তৎকালে কুলির তালিকায় তাহাদিগের নাম লেখা থাকে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগের শিক্ষিত লোক। সংগ্রাহকেরা তাহাদিগকে যেমন বলিয়া দেয়, তেমনি বলে। তাহারা কখন আসামে যায় না। মাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলে আমরা সকলে ইচ্ছাপূর্ব্বক যাইতেছি, এই কথা বলে; অন্য অন্য কুলিরা "জরিমানার ভয়ে "হাঁ" বলে। এই অজ্ঞ লোকেরা সহজে সকল কথা বিশ্বাস করে। তাহারা সংগ্রাহকের চাপরাস গবর্ণমেণ্টের চাপরাস জ্ঞান করে, এবং তাহারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে যাইতেছে, সকলের এই সংস্কার। আমরা অত্যুক্তি করিতেছি না, অনুসন্ধান করিলেই আমাদিগের লেখার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই অনিষ্ট নিবারিত হইতেছে না কেন? সহজে অনেকে মাজিষ্ট্রেটদিগের দোষ দিবেন, কিন্তু এই হতভাগা কর্ম্মচারিদিগকে গবর্ণমেণ্টের বাগানের মালিগিরি অবধি সকল কাজ করিতে হয়। ইহাঁদিগের নিয়মিত কার্য্য এত যে এ সকল অতিরিক্ত কাজ তাঁহাদিগের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার আশা করা অন্যায়। কুলি রেজিষ্টরের এক এক জন কেরাণী আছেন। ২০। ২৫ জন কুলি আসিলে তিনি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হন। মাজিষ্ট্রেট প্রধানতম বিচারালয় ও গবর্ণমেণ্টের ভয়ে মকদ্দমার কাগজেও স্বাক্ষর করেন, কুলির বিবরণও শ্রবণ করেন, সুতরাং তাঁহা হইতে তত্ত্ব নির্ণয় হইবার সম্ভাবনা কি? আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি, কুলিদিগের রেজিষ্টরের জন্য সপ্তাহের এক বিশেষ দিন ও বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট করা কর্ত্তব্য। এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের উপরে এই ভার দেওয়া হউক। তিনি এই নির্দ্দিষ্ট দিবসে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে আর কোন কাজ করিবেন না, এই কাজ তাঁহার মাসিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে। যদি মকদ্দমার সংখ্যা অধিক প্রদর্শন করিয়া প্রধানতম বিচারালয়ের সন্তোষ সাধন করিতে হয়, তাহা হইলে এ অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। এ পর্য্যন্ত আইন ফলোপধায়ী হয় নাই, সেই প্রলোভন সেই জুয়াচুরি রহিয়াছে। চুক্তি ভঙ্গের ফৌজদারি দণ্ড ও বাহ্য আড়ম্বর এই মাত্র সার।

সর জন লরেন্স ও রেলওয়ে।

সর জন লরেন্স ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল পদলাভ অবধি রেলওয়ের কার্য্য প্রণালীর দোষ সংশোধন বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। এক্ষণে আরোহিগণ যে কিছু সুবিধাভোগ করিতেছেন, সর জন লরেন্স তাহার মূল। সম্প্রতি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এক পত্র দ্বারা ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কথা জানাইয়াছেন, তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের নিকট হইতে তাঁহাদিগের উপার্জনের অধিকাংশ টাকা সংগৃহীত হয়, অতএব তাঁহাদিগের যাহাতে কষ্ট হয় এরূপ কার্য্য করা, অথবা কষ্ট জানিয়াও তন্নিবারণের চেষ্টা না পাওয়া অতি অনুচিত কর্ম্ম। আড্ডায় আড্ডায় আবশ্যক কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিভৃত স্থান এবং আহার ও পানের জন্য সবাই করা কর্ত্তব্য। যখন পাণ্ডুয়া অথবা রাণীগঞ্জ রেলওয়ের সীমা ছিল, তখন এ সকল বন্দোবস্তের বড় প্রয়োজন ছিল না কিন্তু রেলওয়ে দিল্লী পর্য্যন্ত হওয়াতে আড্ডায় আড্ডায় এরূপ ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে পূর্ব্বে ধর্ম্ম অথবা বিশেষ প্রয়োজন সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কেহ প্রায় প্রদেশান্তরে গমন করিতেন না, কিন্তু এক্ষণে এক সপ্তাহের অবসর পাইলে অনেকে বঙ্গদেশ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। দেশের কোথায় কি আছে? তদ্দর্শনে এবং পরস্পরের সহিত মৈত্রী বন্ধনে এখন অনেক কৃতবিদ্যের যত্ন জন্মিয়াছে। কলিকাতা ও ঢাকার লোকদিগের পরস্পরের যে প্রকার পরিচয় ও বন্ধুতা, আলীগড় ও আগরার লোকদিগের সহিত ক্রমশঃ সেই প্রকার হইতেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ রেলওয়েতে গমন আবশ্যক। কিন্তু আরোহিদিগের যদি পথে কষ্ট হয়, অনেকের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া যাইতে পারে। সর জন লরেন্সের পূর্ব্বে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহিদিগকে শৃগাল কুক্কুরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করা হইত। টিকিট লইবার কষ্ট, শকটে উঠিবার সময়ে প্রহরিদিগের নিকটে প্রহার ও অপমান হইত। এবং ষ্টেসন মাষ্টরেরা শকটে স্থান আছে কি না তাহা বিবেচনা না করিয়া যত সাধ্য লোক এক শকটে বলপূর্ব্বক প্রবেশিত করিয়া দিতেন। এক্ষণে ইহার অনেক কষ্ট কমিয়াছে। যে কিছু আছে, তাহা রেলওয়ের অধ্যক্ষদিগের দোষে যত না হউক এদেশীয় ও নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের দোষে হইয়া থাকে। এতদ্দেশীয় প্রহরী ও ষ্টেসন মাষ্টরেরা স্বদেশীয়দিগের সন্তোষের প্রতি মনোযোগী হইলে এ কষ্ট আর থাকে না। গবর্ণর জেনরল এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত ষ্টেসনে পৃথক গৃহ ও পৃথক শকটের প্রস্তাব করিয়াছেন। এ দুটী করা অতি আবশ্যক স্ত্রীলোকদিগকে ষ্টেসনে আসিয়া রাজ্যের পুরুষের মধ্যে অবস্থান করিতে এবং অনেক স্থলে অশ্লীলতা দূষিত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ শুনিতে হয়। পৃথক গৃহ থাকিলে এ অপমান হয় না। পৃথক শকট না থাকাতেও স্ত্রীলোকদিগকে অনেক সময়ে এই প্রকার অবমাননা সহ্য করিতে হয়। যাঁহারা রাত্রিকালে স্ত্রীলোক লইয়া রেলওয়েতে গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন ঐ সময়ে নিম্ন শ্রেণীর মাতাল ইউরোপীয়, ও দুশ্চরিত্র এদেশীয়দিগের সহিত ভ্রমণ করা কেমন কষ্টকর। গবর্ণর জেনরল এবিষয়ে যে প্রকার আজ্ঞা দিয়াছেন, তদনুসারে শীঘ্র যাহাতে কাজ হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। পঞ্জাব রেলওয়েতে পৃথক শকট আছে পূর্ব্ববাঙ্গলার রেলওয়ে কোম্পানি অনেক স্থলে স্ত্রীলোকের শকটে পুরুষ উঠিতে দেন না। অতএব সকল রেলওয়েতে এরূপ না হয় কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। গবর্ণর জেনরলের আর এক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য, তিনি তৃতীয় শ্রেণীর শকটে আলোক দিবার আজ্ঞা দেন, কিন্তু তাহা অদ্যাপিও হয় নাই। এটী হইলে সর্ব্বসাধারণে তাঁহার নিকটে অধিকতর বাধিত হইবেন।

—:•:—

নূতন পুস্তক।

১। সঙ্গীত রত্নাবলী। প্রসিদ্ধ কথক মৃত শ্রীধর কবিভূষণ যে সমস্ত সঙ্গীত রচনা করিয়া যান, শ্রীযুক্ত পরমেশ্বর বেদরত্ন তাহা সংগ্রহ করিয়া "সঙ্গীত রত্নাবলী" নাম দিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। ইহাতে নানা বিষয়ক সঙ্গীত আছে। বেদরত্ন মহাশয় এই কার্য্যটী করিয়া কেবল যে কথক কীর্ত্তি স্থায়িনী করিয়া তাঁহাকে চিরজীবী করিলেন, এরূপ নয়, বিনাশোন্মুখ গীত গুলি রক্ষা করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন।

২। সংবাদদার। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। মুরসিদাবাদ হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের লেখা যেরূপ ও যেরূপ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহাতে ইহা ক্রমে উন্নতিশীল হইবে, অনুমান হইতেছে। সম্পাদকের বিবাদসক্ততা প্রদর্শনে কিঞ্চিৎ অনুরাগ দৃষ্ট হইল। আমরা পরামর্শ দিতেছি, তিনি যেন এ অনুরাগ পরিত্যাগ করেন। যে সমাজের স্ত্রীলোকেরা অসঙ্কোচ বদনে সাহেবদিগের সহিত পানভোজনাদি করিতেছেন, তথায় স্ত্রীনির্ব্বাণ বিদ্যালয় হইবার সময় হইয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না।

—

রত্নাবাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। ১৩ ই পৌষ পূর্ণিমার দশ দিন পর শ্রীশ

কাষ্টুর্গালিনী মিস কার্পেণ্টর বেথুন স্কুল ও আনন্দ কেশব বাবু মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি কএকটা বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বালকগণের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া এবং এখানকার কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া অবৈতনিক ভাবে উঁহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, ইহা অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। বাবু শ্রীগোপাল মিত্র তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সেণ্টপল ও গবর্ণমেণ্ট স্কুল আদি দেখাইবার জন্য অত্যন্ত যত্ন করিয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বেথুনের জন্য যে ভাব প্রকাশ করিলেন, তাহাতে তাঁহাদের দেব স্বভাব অনায়াসে প্রতিপন্ন হইল। এখানকার ... বাবু শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী মিস কার্পেণ্টর প্রভৃতির অনুরূপ অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের সুচিত্ত কর্তব্যতা রক্ষা করিয়াছেন।

২। সম্প্রতি এখানকার তিলক ঘোষের বিধবা স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে অত্রত্য পুলিস উঁহার বংশে উত্তরাধিকারী কেহ নাই বলিয়া তাঁহার সম্পত্তি অধিকার করিয়াছেন। কিন্তু অপর একটী স্ত্রীলোক আপনাকে মৃত ব্যক্তির পুত্রবধূ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ঐ স্ত্রী অনেক দিন এখানে ছিল না এবং উঁহার প্রতিবেশীরা কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছে। এই জন্য আমরা পুলিসকে সতর্ক করিতেছি যেন সহসা নিরূপণে অগ্রসর না হন।

৩। কিছু দিন হইল, একটী জ্বোর হইয়া বহুসংখ্যক লোক পীড়িত হয়, কিন্তু মাত্র অনেক (১০) মৃত্যু হইয়াছে। ... ... হইতেছেন. অবরা শীত ... ... হইতে পারে। ইহা দেখিয়া ... ডাক্তার-বাবু গণের সাবধান হওয়া উচিত। ... ৩ মাস অতীত হইল, এখানকার ... ব্রাহ্মণ যুবক ডাক্তারি করিবার জন্য যার ... ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া মফস্বলে বাহির হইয়াছেন। আশা আছে, আপনার পাঠকগণ আমাদের নব ডাক্তারের শিক্ষার বিষয় বিবরণ বলি। এখনকার কোন ঔষধালয় অন্ত্র, ... প্রধান ... "পরম" ... । ... সেই সূত্রে ... হইয়া মফস্বলে যান, এবং আপনাকে ... ধারী বলিয়া পরিচয় দেন। আমরা ... চিকিৎসা ব্যবসায়ী সমাজের মত ... এবং ... চিকিৎসা ... অর্থ উপদেশ করবার সময়, ত বিষয়ে কিছু ... নাই। "ডিপ্লোমা ধারী ডাক্তার মহাশয় ... বংসর না ফিরিতেই ... বিবাহ করি

য়াছেন, শাল কিনিয়াছেন, এবং মাঝে মাঝে তোড়াই যাচ্ছেন। ইনি এখানে থাকিতে যে বাড়ী আহার করিতেন, পূর্বোক্ত ব্যক্তি সেই বাড়ীর লোক, সুতরাং সেই সূত্রে তিনিও ডাক্তার হইয়াছেন, বোধ হয়, এখন আর বিশ্বাস করিয়া ইঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে কেহ আপত্তি করিবেন না।

বিবিধ সংবাদ।

১৭ ই পৌষ সোমবার।

মহারাজ সিন্ধিয়া ইউরোপীয় দিগকে আপন রাজ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট গোয়ালিয়রের দুর্গে একবার সৈন্য প্রবেশ করাইয়া তাহা আর ত্যাগ করিলেন না। সম্প্রতি গবর্ণর জেনরল যখন গোয়ালিয়র দর্শন করেন তখন রাজা তাঁহার সহিত দুর্গে যাইতে চলেন। কিন্তু তাঁহার পার্শ্বে অনেক লোক থাকাতে শান্তি প্রবেশ করিতে দেয় নাই। কারণ, নিয়ম হইয়াছে কেল্লা মধ্যে কোন এতদ্দেশীয় অস্ত্র লইয়া যাইতে পারিবেন না। এই বিবেচিতের পূর্বে ... তাজ্জা হইয়া থাকিবে।

যে সিভিলিয়ন কর্মচারিকে ডাকঘরে পুলিন্দা খুলিয়া ... কাগজ চুরি করিবার অপরাধে কোর্টমার্শলে সমর্পণ করা হয়, তাঁহার এক বৎসর ... দিয়া মুক্ত হইয়াছে।

বোম্বাইয়ের নূতন শাসনকর্তার স্ত্রী নাই তাঁহার পুত্রবধূ বডের সাহেবের গৃহবধূ ... করিয়া থাকেন। সর হাইমস ফিটজাবলডের পুত্র ইঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারি হইয়া আসিতেছেন।

মান্দ্রাজে ২৩,০০০ বাতুল আছে। ইহার মধ্যে ২০০০ কয়েদি উন্মত্ত। কিন্তু তত্রত্য গবর্ণমেণ্টের বাতুলালয়ে ১৮০ জন মাত্র বাতুলের স্থান আছে। ডাক্তার মেপিয়র সম্প্রতি এবিষয়ে এক রিপোর্ট লিখিয়াছেন। তিনি আক্ষেপ করেন স্ত্রী, পুরুষ উভয়বিধ বাতুলকে এক স্থানে রাখা হয়। যাহারা অত্যন্ত উন্মত্ত, তাহাদিগের জন্য পৃথক গৃহ ও পাকে তাহারা দেয়ালে আঘাত করিয়া আত্ম হত্যা করে, তদ্ভিন্ন দেয়ালে চূণ সমান নাই। শরীর সঞ্চালনের স্থান নাই। শ্রম পরিশ্রমের জন্য উদ্যান দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন সর্বত্র ময়লা দেখিতে পাওয়া যায়। আপাতত ২০০ লোক ধরে এমত একটী উৎকৃষ্ট বাতুলালয় প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। বঙ্গদেশের বাতুলালয় সকলের এ সকল অভাব অবশ্যই আছে।

ভারতবর্ষের ট্রিগনোমেট্রিকাল সর্ব্বের অধ্যক্ষ সর জর্জ এবারেষ্টের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি হিমালয়ের এবারেষ্ট পর্বত প্রকাশ করেন। এইটী পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত।

গত বুধবার মিস কার্পেণ্টর হাবড়ায় এক উপদেশ দেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকদিগের উন্নতিসাধন উপদেশের প্রধান উদ্দেশ্য। জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে এই গুণবতী স্ত্রী স্বদেশে প্রতিগমন করিবেন।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি, জানবাজারের বাবু প্রমথনাথ দত্ত ও তাঁহার গুণবতী স্ত্রী আপনাদিগের বাটীতে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৪টী বালিকা হইয়াছে। লিখন পঠন এবং সূচিকর্ম শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। বালিকাগণ যে বেলা বয়ে শিখিতেছে তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ কার্য্যই অনুকরণের উপযুক্ত।

সম্প্রতি ডফ সাহেবের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পুরস্কার প্রদান সময়ে সভাপতি উড্রো সাহেব আক্ষেপ করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় ধনবান ব্যক্তিরা (সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা বোধ হয়.) খৃষ্টীয়ানদিগের উপকারার্থ কোন বিদ্যালয় অথবা অন্য বিষয়ে চাঁদা দিতে চাহেন না। পর্ব্বতে যে সকল বিদ্যালয় হইয়াছে তাহাতে ইহারা চাঁদা দেওয়া অন্যায় বিবেচনা করেন। অথচ খৃষ্টীয়ান মিসনরিগণ এতদ্দেশীয়দিগের জন্য কত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। মিসনরিগণ এবিষয়ে যে উপকার করিয়াছেন, তাহা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করেন? কিন্তু উড্রো সাহেব নিজে কি স্বীকার করেন না, খৃষ্টধর্ম প্রচলন তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য? প্রোটেষ্টাণ্ট ইংরাজদিগের কত জন কাথলিক বিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা দিয়া থাকেন? আমরা দুঃখিত হইলাম, তিনি গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক হইয়া " ধর্ম্ম ও জাতির লইয়া আন্দোলন করিতেছেন।

কলিকাতার আর্চ বিসপের মৃত্যু হওয়াতে লার্ড ক্যানিংর এক শোকসূচক পত্র লিখিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন, সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয় জেলার মাজিষ্ট্রেটদিগকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন, যাঁহারা বিচার কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকেন, অথচ শীঘ্র ইঁহাদিগকেই জজের কাজ করিতে হইবে। পূর্বে না শিখিলে এ কার্য্য উত্তমরূপে সম্পাদন করা কঠিন, এ কথা সত্য।

উক্ত পত্রে একজন গোরক্ষপুর হইতে লিখিয়াছেন, সম্প্রতি ... জমীদার এক নীলকরের (...) ভৃত্যকে গুরুতররূপে

আঘাত করাতে পোদ্দারে অর্পিত হন। এক জন উকীল জুরির মধ্যে হন। বিচারের সময়ে জমীদার ক্রমশঃ চারিটী অঙ্গুলী প্রদর্শন করিয়া ৪০০ টাকা উৎকোচ দিবার ইঙ্গিত করাতে উকীল চক্ষু মুদিত করিয়া তাহাতে সম্মত হইয়া আর সকলকে অনুরোধ করিয়া জমীদারকে নির্দ্দোষ বলেন। এবিষয়ের অনুসন্ধান অতি আবশ্যক।

শনিবার জষ্টিসদিগের সভা হইয়া উইলিয়ম পার্সি ডেবিস সাহেব সহকারী সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। ডাউলিন্স সাহেব পারিসের প্রদর্শনে ভারতবর্ষীয় কমিসনর হইয়া যাইতেছেন। ডেবিস সাহেব দুর্ভিক্ষের সময়ে যে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার দ্বারা যথার্থ কাজ হইবে সম্ভাবনা করা যাইতে পারে।

গত বৎসরে ইংলণ্ড ও ওয়েলেসর ৪৯,৩৫,৩৭১ টি গরুর মধ্যে ২,৭৩,৭০৮ টির পীড়া হয়। ইহার মধ্যে ৬৩১১০টি আরোগ্যলাভ এবং ২১৩,০০০ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ৫২৩৭৭টিকে ভয়ে বধ করা হয়।

আমেরিকার মাসেচুসেট্স প্রদেশে দুই জন কাফ্রি ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য হইয়াছেন। সভাপতি জনসন কাফ্রিদিগকে রাজনীতি সংক্রান্ত অবদানে অসম্মত্যকির সর্ব্বসাধারণ ও মহাসভা তাঁহার মত অগ্রাহ্য করিতেছেন।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন দুর্ভিক্ষ কমিসনসর্ব্বসাধারণের সম্মুখে সাক্ষীদিগের জবানবন্দি ও অন্য অন্য অনুসন্ধান করিতেছেন। কটকের লোকদিগের সংস্কার জন্মিয়াছে মহাসভায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীর সমর্থনার্থ কমিসন বসিয়াছেন, এজন্য অনেকে ভয়ে যথার্থ বিষয় বলিতে পারিতেছেন না। কমিসনরগণ যে প্রকারে প্রশ্ন করিতেছেন তাহাতে এসংস্কারের সহায়তা করা হইতেছে। হিন্দুপেট্রিয়ট আক্ষেপ করিয়াছেন, ফর্কিসের বিচার ও আগরার দরবার উপলক্ষে দৈনিক সমাচারপত্র সম্পাদকেরা সংবাদদাতা প্রেরণ করেন। কিন্তু এস্থলে তাহা হইতেছে না। অথচ কমিসনকে বিচার করিতে হইবে সংবাদপত্র বা গবর্ণমেণ্টের কথা নয়।

মিউনিসিপাল রেলওয়ে বিকজন অনিষ্ট কবে দূর হইবে? আমরা আক্ষেপ করিয়াছিলাম গত পারো গলির মুখে রেইল এত উচ্চ যে শকটাদি গমনাগমনের অতিশয় কষ্ট হয়। তাহার পর কয়েক ঝুড়ি [illegible] ফেলা হইয়াছে, কিন্তু দুই দিনের পর যে সেই। পূর্ব্ববাঙ্গালার রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্মুখে যে প্রকার প্রস্তর দেওয়া গিয়াছে, তাহা এখানে দেওয়া উচিত।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে ফরাসী সৈন্যগণ কোরিয়ার অন্তর্গত কাংহোও নগরে যে লুট করিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে কোরিয়েরা অতিশয় সভ্য জাতি। কোরিয়ার রাজকীয় পুস্তকালয় লুঠ করিয়া পুস্তক সকল পারিসে প্রেরিত হইতেছে। সাংহের নিকটে ভয়ানক ঘূর্ণবায়ু হইয়াছিল। ইয়াকোহামাতে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়া দেশীয় নগরের তিন অংশের দুই অংশ এবং বিদেশীয় বিভাগের পাঁচ অংশের একাংশ নষ্ট হইয়াছে। ৪০ লক্ষ ডলার মূল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। বিদেশীয় লোক ও কনসলদিগের সর্ব্বশুদ্ধ ৬৫ টি বাটী দগ্ধ হইয়াছে।

১৮ ই পৌষ মঙ্গলবার।

সম্প্রতি মান্দ্রাজে একখানি নৌকা জলমগ্ন হইয়া তত্রত্য মিউনিসিপালিটির সভাপতি কর্ণেল টেম্পল কাপ্তেন হোম ও মিস বিকার নাম্নী দুই ভগিনীর মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৬৫ অব্দে কলিকাতা হইতে ২,১০,০১,৩৫০ এবং ১৮৬৬ অব্দে ৩,৭৮২১১২৭ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছে। কিন্তু এবৎসর তুলা অপেক্ষাকৃত অল্প রপ্তানী হইবে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন গবর্ণমেণ্ট গারোপর্ব্বত সমূহ একজন প্রধান শ্রেণির সহকারী কমিসনরের অধীনে এক বিভাগ স্বরূপ করিবার মানস করিয়াছেন।

উক্তপত্র বলেন লিবরপুল হইতে অপরিমিত লবণ আমদানী হওয়াতে লবণের মূল্য কমিয়াছে. লিবরপুল হইতে শীঘ্র বিস্তর লবণের জাহাজ আসিবে।

আমরা বেথুন সোসাইটির গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। সমাজের অর্থসঙ্গতি এত কমিয়া গিয়াছে যে এবার সমাজের কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিবার টাকা নাই। এক্ষণে ২৫০ সভ্য আছেন, কিন্তু তাঁহারা নিয়মিত রূপে টাকা প্রদান করেন না। সমাজের অর্থ ঘটিত বিষয় বিবেচনার্থ একটি স্থায়ী সভা হইয়াছে। সভ্যদিগের চাঁদা প্রদানের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিরাখা উচিত। চাঁদা নিয়মিত না দেওয়া এদেশের একটি দোষ। ইউরোপীয়েরা কি এই রোগে আক্রান্ত হইলেন?

একজন মাজি অনুমতি পত্রের নির্দ্দেশের অধিক আরোহী ও দ্রব্য লওয়াতে কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক মাস মেয়াদ দিয়াছেন। সামান্য জরিমানায় এই অনিষ্ট নিবারিত হয় না।

৬৮ গণিত ইউরোপীয় দলের [illegible] লার দুর্ব্যবহারে উন্মত্ত হইয়া, রেজিমে[illegible] কে তলবার দ্বারা আক্রমণ করিয়া[illegible] রাছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মাসলি[illegible] অর্পণ করা হইয়াছে। সেনাদলে এ[illegible] ক্রমশঃ অধিক হইতেছে।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন, গঙ্গা[illegible] নিবন্ধন শস্য সকল নষ্ট হইবার উপ[illegible] এবার গঙ্গার খাল সংস্কার বন্ধ করা[illegible]

দিল্লী ও লাহোর রেলওয়ে [illegible] হওয়াতে উক্ত পত্র আহলাদ প্রকাশ [illegible]

আমেরিকা ও ইংলণ্ডের [illegible] লোক চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা [illegible] সম্প্রতি নিউইয়র্কের ডাক্তার মেরি [illegible] লণ্ডে আগমন করিয়া এক বক্তৃতা ক[illegible] সভাস্থলে তিনি পুরুষের বস্ত্র পরি[illegible] আসাতে শ্রোতৃবর্গ বিরক্তি প্রকা[illegible] করেন। স্ত্রীলোকেরা চিকিৎসা শি[illegible] তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। কিন্তু [illegible] বস্ত্র পরিধানের প্রয়োজন কি?

সর বার্টল ফ্রিয়ার অর্শ হইতে পাড়[illegible] ঘাত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন [illegible] ভারতবর্ষ ত্যাগের পূর্ব্বে সিন্ধু দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। সিন্ধুর কমিসনরের কাজ করিয়া সর বার্টল ফ্রিয়ার প্রথমত যশ লাভ [illegible] বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণরকে আনিতে [illegible] বাষ্পীয় জাহাজ শীঘ্র প্রেরিত হইবে।

কলিকাতার বণিক সম্প্রদায়ের [illegible] অধিবেশন দিবস সভাপতি কাল্ভি ম[illegible] সাহেব বণিকদিগকে বলিলেন, যাহাদে[illegible] কণ্ডের টাকা [illegible] আজকাল [illegible] ত.মধ্যে তাঁহাদিগের দৃষ্টি রাখা উচি[illegible] প্রাক রেলওয়ে প্রভৃতির বর্ত্তমান ব[illegible] পতির অনুমোদনীয় নহে। বিশেষত[illegible] কোম্পানি তুলার উপর অসঙ্গত [illegible] বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ক[illegible] সনের রিপোর্ট বণিকদিগের তুষ্টিকর হয় নাই।

নীলগিরিস্থ সিঙ্কোনা বৃক্ষ সকলের তত্ত্বাবধানার জন্য লার্ড ক্রানবোরণ জন ব্রাউটন সাহেবকে বার্ষিক ১১,০০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৯ এ পৌষ বুধবার।

গতকল্য সন্ধ্যার সময়ে একটি অতিশয় শোকনীয় ঘটনা হইয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের বাগানে বৎসরের নূতন দিন উপলক্ষে যে খর্কেট বাজার

[illegible] কল্পার্থে বিলাত ইউরোপীয় এবং [illegible] দেশে [illegible] অবলোক গমন করিয়াছিলেন। দর্শনার্থি [illegible]কে লইয়া যাইবার জন্য ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির দুইখানি পারানী ষ্টীমার জাহাজ [illegible] বেলা ৫ টার সময়ে "কলিকাতা" [illegible] স্থান হইতে আইসে। প্রায় ৫০০ [illegible] ইহার মধ্যে ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে [illegible] লোকের সংখ্যা অধিক ছিল। [illegible] ঘাটে কতকগুলি আরোহীকে নাম[illegible] [illegible] জাহাজ খানা কলিকাতায় আসিতে [illegible] এমত সময়ে একখানি জলমগ্ন জাহাজের [illegible] পশ্চাতে তলা ফাটিয়া জল[illegible] [illegible] লাগিল। এই অবস্থা দর্শনে আরো[illegible] [illegible] ভয়ানক কোলাহল উত্থিত হইল। [illegible] স্থলে অধিক গভীর ছিল না হাবড়া[illegible] [illegible] তথাপি আক্ষেপের বিষয় উক্ত [illegible] পুরুষেরা অত্যল্প জল পরিত্যক্ত হই[illegible] [illegible] হইতে নৌকা এবং একখান [illegible] জাহাজ আসিলে স্থির হইয়া এক এব [illegible] দিয়া রাখিলে সকলে বাঁচিতে পারিতেন কিন্তু [illegible] লাফ দিয়া জলে পড়িতে লাগিলে এবং ইহাদিগের কয়েকজনের মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] এক স্ত্রী ও পুরুষ। [illegible] হইয়া জলে পড়েন। [illegible] লোকদিগের স্বতঃপর: ভয় হইতে পারে কিন্তু [illegible] এই ভীরুতা দর্শন আশ্চর্য বোধ [illegible] [illegible] রেলওয়ে কোম্পানির আর একখানি [illegible] হইতে সিঁড়ি চড়ার বন্ধ হইয়াছে; [illegible] ৫ কাপ্তেন টেলর এই সময়ে জুয়া[illegible] [illegible] ছিলেন এই অপরাধে তাঁহাকে [illegible] [illegible] হইয়াছে। কতগুলি অনুসন্ধান করে[illegible] [illegible] একটী মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে. [illegible] অনুসন্ধান হইতেছে, পুলিশ বিশেষ [illegible] রাখিয়াছিলেন। লেপ্টেনেন্ট গবর্নর অদ্য [illegible] সময়ে নদীতীরে উপস্থিত হন। [illegible] কার হইবে. অতএব এবিষয়ে এক্ষণে [illegible] বলা অনুচিত।

[illegible] অক্টোবর মাসে ভিন্ন ভিন্ন টাঁকে [illegible] নিম্নলিখিত টাকা মুদ্রিত হইয়াছে:—

কলিকাতা	৪ ১১,৬৩৪ টাকা
মান্দ্রাজ	২,৫১,৭০২
বোম্বাই	২২,৯৮,৮১৩

কলিকাতা [illegible] টাঁকশালের বিশেষ [illegible] যাইতেছে।

[illegible] কলিকাতার ঘোড়দৌড় এক [illegible] এবং এক দল বাজ[illegible] দুই বাজী [illegible] করিয়াছেন।

২০ এ পৌষ বৃহস্পতিবার।

কলিকাতার দুর্ভিক্ষ নিবারণীসভা সর্ব্বশুদ্ধ ৫,৪৩,৫২০।৴৫ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৩,৭৬,৬২৬৷।১৫ ব্যয় এবং ১,৬৬,৮৯৮৷৴১০ উদ্বৃত্ত হইয়াছে। কলিকাতার বাহিরে সভা ২,১২০০০ টাকা প্রদান করেন। উৎকল ও মেদিনীপুরের জন্য এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। চিৎপুরের আশ্রয় বাটীর জন্য ৭০২২৭৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। গত ৫ এপ্রেল ৪৫২ ৴৫ টাকা ব্যয় হয়। ২ রা নবেম্বর বাটী শূন্য হয়। শতকরা বিশেষ প্রতি প্রত্যহ দুই আনা মাত্র ব্যয় হইয়াছে। মাতৃ পিতৃহীন শিশুর আশ্রয় বাটীর জন্য ৬৫৭৩ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ডাক্তর চীনি[illegible] ও [illegible] বাটীর কার্য নির্বাহক শিশুদিগের প্রতি যথোচিত যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মনোগত এবাটীর সহিত কোন সংস্রব রাখিবেন না ইহা শ্রবণ করিয়া শিশুগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছে। ইহাদিগকে লিখন পঠন ও বালকদিগকে মুখের কথা শিখান হইতেছে। দুর্ভিক্ষ নিবারণীসভা ২৪৯১৩ টাকা ব্যয়ে ১১৫১৫ জন অনাথকে আপন আপন গ্রামে প্রেরণ করিয়াছেন।

মধ্য ভারতবর্ষের দক্ষিণগড় পরগণা বৃক্ষশূন্য হওয়াতে কিছুদিন স্থির করিয়াছেন এখানে পাহাড়ীয় অধিক চেষ্টা হয়। টেম্পল সাহেবের প্রস্তাবানুসারে ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে সকল লোক প্রতি একারে ৩০ টী বৃক্ষ রোপণ করিয়া তিন বৎসরে উত্তম চারা করিতে পারিবেন, তাঁহাকে নিষ্কর ২০ একার ভূমি দেওয়া হইবে।

গুজরাটের এদোর রাজা বোম্বাই গবর্ণমেন্টের নিকটে আবেদন করিয়াছেন, রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছেন। মুলরাও অভিযোগ করেন, পূর্বে রাজার সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ ছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিবাদ হওয়াতে রাজা তাঁহার জীবন নাশের জন্য খাদ্যের সহিত বিষ দেন। তাঁহাকে বিদ্রোহী সপ্রমাণ করিবার জন্য এক বিদ্রোহ সূচক টেলিগ্রাম তাঁহার নামে প্রেরণ করান। তিনি তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। এবং তাঁহার অনুচরদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া কেবল ছোলা ভাজা খাইতে দিয়া বিক্রশ করিয়াছেন। মুলরাও আরও নালিশ করেন রাজা তাঁহার স্ত্রীকে এক যন্ত্রণাপূর্ণ অন্ধকার কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি তদ্বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন, যেহেতুক তাঁহার পিতা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের একজন পরমবন্ধু ছিলেন অতি এব তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন। মুলরাও বলেন হয় তাঁহাকে নিরাপদে গুজরাটে বাস করিবার উপায় নচেৎ বোম্বাইয়ে বাস করিবার আজ্ঞা দেওয়া হয়। এই রাজবিবাদ বিশেষ কষ্টকর। আমরা অবগত হইয়াছি রাজার মনে সন্দেহ হইয়াছে মুলরাও রাণীকে ব্যভিচারিণী করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার প্রতি অত্যাচার করা হইতেছে। যাহা হউক গুজরাওয়ের বিরুদ্ধে যেসকল বিষয় প্রকাশিত হইতেছে তাহা সত্য হইলে তাঁহাকে সতর্ক করা কর্ত্তব্য। এই সকল রাজকুমারদিগের চৈতন্য কিছুতেই হইবে না। যাঁহারা যত দিন সুশাসন করিবেন তত দিন কেবল সর্বসাধারণ তাঁহাদিগের সহায়তা করিবেন।

৩০ বৎসর গত হইল, সিংহলের কাফিকর মরিস সাহেব তথায় চাব চাষ আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহা ভাল হয় নাই। এই জন্য সম্প্রতি সিংহল গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে আসাম ও পঞ্জাবের চা-ক্ষেত্র সকল দর্শনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। মরিস সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি শীঘ্র আসাম ও কাছাড়ে যাইবেন। তথায় যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া তিনি দেরাদুন ও কাঙ্গড়ার চা-ক্ষেত্র দেখিয়া সিংহলে প্রতিগমন করিবেন। নীলগিরিতে চার চাষ ভাল হয় নাই, অতএব আমাদিগের বোধ হইতেছে সিংহলে তাহা হইবে না।

নিউজিলণ্ডে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ হইয়াছে। এই সকল বিদ্রোহ উপনিবেশিদিগের অত্যাচারে হইতেছে; যত দিন আদিমবাসিদের লোপ না হইবে তত দিন আমরা মধ্যে মধ্যে "বিদ্রোহের" সংবাদ পাইব। রাজকীয় সেনাগণ বিদ্রোহ দমনে আর লিপ্ত নাই, এক্ষণে উপনিবেশিগণ আপনাদিগের কাজ আপনারা করিতেছেন।

আমরা দুঃখিত হইলাম, লার্ড ক্লাণবেরণ ভারতবর্ষে জ্যোতিষ সংক্রান্ত গণনার্থ দর্শনবাটী উঠাইয়া দিবার মানস করিয়াছেন। মান্দ্রাজের দর্শনবাটীর অধ্যক্ষ পগসন সাহেব নূতন নক্ষত্র আবিষ্কৃত করিয়া পৃথিবীর মধ্যে একজন প্রধান জ্যোতির্বিদ বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এক্ষণ বোম্বাই গবর্ণমেন্ট আপনাদিগের রাজধানীতে একমাত্র একটী দর্শনবাটী প্রস্তুত করিবার অনুমতি চাহেন। টেলিগ্রাফের অধ্যাপক এয়ারির পরামর্শে দিয়াছেন ইউরোপ ও আসিয়ায় যাহা আছে তাহাই যথেষ্ট। তবে মান্দ্রাজের দর্শনবাটী উঠাইয়া পগসন সাহেবকে বোম্বাইয়ে বদলী করিলে হয়। আমরা ইহার প্রতিবাদ করিতেছি, ইহা হইলে ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার এক প্রকার লোপ করা হইবে।

১৮৬৫।৬৬ অব্দে কলিকাতার সর্ব্বশুদ্ধ ৩, ৩৪৪ খানি ভাড়াটিয়া গাড়ী ছিল, ইহার মধ্যে ২০২ খানি প্রথম, ১৫১০ খানি দ্বিতীয় এবং ১৬৩২ খানি তৃতীয় শ্রেণীতে রেজিষ্টরী করা হয়। ৬৮১ খানি গাড়ীর অধিকারিগণ ভাল গাড়ী প্রদর্শন করিয়া সেই টিকেট মন্দ গাড়ীতে বসাইয়াছিল, এজন্য রেজিষ্টরী রহিত হয়। পালকীর সংখ্যা ১৮৫৬ খানি ছিল। অতএব আমরা দেখিতেছি পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা এবার ৩১ খানি গাড়ী ও ১০০ খানি পালকী অধিক রেজিষ্টরী হইয়াছে।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া মধ্য আসিয়া হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, অশান্তপ্রায় অধিকার করিয়া রুষিয়েরা জুম্মাক লইতে আইসে। এই নগরে বোখারার রাজা বিস্তর সুশিক্ষিত সৈন্য রাখিয়াছিলেন, এবং নগরটিতে পুনঃপুনঃ শক্ত্রাবদ্ধ হয়, কিন্তু শাহাদিগের আক্রমণের পর ইহা শত্রু হস্তগত হইয়াছে। রক্ষার্থ সৈন্যগণের অধিকাংশ হত ও বন্দীকৃত হইয়াছে। রাজা এই পরাজয়ের পর সন্ধির প্রার্থনা করাতে তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছেন, মধ্য আসিয়া রুষিয়ার হস্তগত হইলে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, তাহা যাহাতে না হয়, রুষিয় গবর্ণমেণ্ট তাহাই করিবেন। আপনাদিগের বাণিজ্য বৃদ্ধি মধ্য আসিয়া জয় করিবার অন্যতর উদ্দেশ্য।

উক্ত পত্র বলেন, বিদ্রোহী ফিরোজ সাহ গত ২৩ এ আগষ্ট বোখারায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি বোখারার রাজার বৃত্তিভোগী হইয়া প্রত্যহ চারি টাকা পাইয়া জীবন যাপন করিতেন।

উক্ত পত্র আরও বলেন, লার্ড নেপিয়র শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন, এমত সম্ভাবনা আছে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করিয়াছেন বীরভূমের ঘাটোয়ালদিগকে শান্তিরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য না করাইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নির্দ্ধারিত কর স্বরূপ কিঞ্চিৎ টাকা লইলে ভাল হয় কি না? টাকা লওয়াই উচিত, নচেৎ পুলিসের একতা থাকে না।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, জলন্ধরের জিন্দ্ নগরের রাজা সাধারণ কার্য্যের জন্য এক লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। তিনি উক্ত বিভাগের কমিশনরকে এই টাকার কিয়দংশ পালমপুরের উন্নত্যর্থ ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ফরাশী অলিয়ন্সবংশোদ্ভব রাজকুমার ডিউক অব আলেন্সন কলিকাতায় আসিয়া গবর্ণর জেনরলের বাটীতে আছেন। ইউরোপীয় প্রধান ব্যক্তিগণ মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষে আইসেন ইহা প্রার্থনীয়।

২১ এ পৌষ শুক্রবার।

গত বৎসর ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত টাকার বাণিজ্য হয়—

	টাকা।
বঙ্গদেশে	৫০ ৮৬,৪৬,৯৬০
ব্রিটিশ ব্রহ্ম	১২,১৮,৪৪,৩৭০
মান্দ্রাজ	১৮,৮৭,১৭,০১০
বোম্বাই	৭৫,৫৯,৩১,৫০০
সিন্ধু	৪,৮১,২৩ ৪৩০
মোট	১৬২,৪২,৯০,২৫০

ইহার মধ্যে প্রায় ২৫ কোটি টাকার রৌপ্য প্রভৃতি বাদ দিলে প্রায় দেড় শত কোটি টাকার বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে। সর্ব্বত্র বাণিজ্যের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, কেবল বোম্বাই ও সিন্ধুতে ইহা হ্রাসিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের শ্রীবৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখ্য। তথাপি এপর্য্যন্ত কর্ণেল ফেয়ারকে প্রকাশ্যরূপে কোন সম্মান চিহ্ন প্রদর্শন করা হইল না?

রামপুরের নবাব কলিকাতায় আসিতেছেন। তাঁহার অবস্থানকালে প্রতিনিধিসভা দ্বারা তাঁহার সন্মান রক্ষিত হইবে। বাঙ্গালার রাজার বাটীতে দুই দিবস থাকিবেন। কাশীপুরে তাঁহার জন্য এক বাটী ভাড়া লওয়া হইয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, সমালির উপকূলে সেণ্ট আব্বা নামক এক জাহাজ ভগ্ন হওয়াতে তত্রত্য রাজা নাবিকদিগকে রুদ্ধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে জানজিবারের সুলতান বন্দীদিগের মুক্তির জন্য কয়েক জন দূত প্রেরণ করিতেছেন।

উক্ত পত্র বলেন, কলিকাতাস্থিত নেপালীয় দূত মেজর জেনরল জোধার সিংহ উক্ত পদ পাইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতেছেন, এবং লেপ্টেনণ্ট কর্ণেল অমৃত সিংহ অধিকারী দূত হইয়া আসিতেছেন। সেনাপতি জোধার সিংহ কলিকাতার এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

উক্ত পত্র বলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় রাজ্যে ডাক রুঠের বিষয়ে যে নিয়ম করিতেছেন, মহারাজ সিন্ধিয়া তৎপ্রতি আপত্তি করিয়াছেন। এ আপত্তির উত্তম কারণ আছে, দরবার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সীমায় ডাক লুঠ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট যখন নিজে উত্তমরূপে শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না, তখন শান্তি রক্ষকের জন্য এতদ্দেশীয় রাজাদিগের [illegible] করা অত্যন্যায়।

উক্ত পত্র আরো বলেন, গবর্ণমেণ্ট [illegible] দুর্ভিক্ষ বিভাগীয় কমিসনরগণ সেসি[illegible]গকে অনুরোধ করিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ হও[illegible] কত লোক চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি অপরাধে [illegible] হইয়াছে, তাহার এক হিসাব প্রদা[illegible] যাহারা পূর্ব্বে ভাল ছিল, কেবল অনাহ[illegible] বশে, তাহাদিগকে গবর্ণমেণ্ট ছাড়িয়া [illegible] বিশ্বাস্য দুশ্চরিত্রেরা দয়ার পাত্র [illegible] একথা বলা বাহুল্য।

২২ এ পৌষ শনিবার।

রেঙ্গুণ টাইম্স বলেন, কর্ণেল ফেয়[illegible] দেশের রাজার সহিত সন্ধি করিতে [illegible] নাই।

ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে এবার বিস্তর [illegible] হয়াছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন প্রবল [illegible] আবিসিনিয়ার রাজা কোন মতে বন্দী[illegible] দিগকে ছাড়িয়া না দেওয়াতে তাঁহার [illegible] এক দল সৈন্য প্রেরিত হইবে। ইংল[illegible] সেকাল নাই।

বিশপ কটনের অস্ট্রেলিয়াও হা[illegible] সারে গবর্ণর জেনরল বিশপের [illegible] আর ছয় মাসের বেতন অর্থাৎ ২২৯০০[illegible] প্রদান করিয়াছেন। তাহার উপকারার্থ [illegible]

ডিউক অব আলেন্সন উত্তর পশ্চি[illegible] দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্ক গত ছয় মাসে অংশি[illegible] শতকরা ১০ টাকা লাভ দিয়াছেন। [illegible] জমা টাকা আর ২০ লক্ষ টাকা হইয়া[illegible]

সম্প্রতি ভরতপুরে দুই ব্যক্তি [illegible] চুরি করিয়া বিক্রয় করাতে তাহাদি[illegible] বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। অন্যান্যও [illegible] ধরার ভয় আছে। কিন্তু ইহা অপে[illegible] ধরা সর্ব্বদা হয়।

লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর মিস কার্পেণ্টরকে [illegible] করিয়া পাঠান তিনি এদেশের সমা[illegible] করিয়া কোন কোন বিষয়ের উন্নতি [illegible] বিবেচনা করিয়াছেন। মিস কার্পেণ্টর [illegible] তিনি অল্প দিন এদেশে আসিয়াছেন, [illegible] সামান্যত মত দেওয়া তাঁহার সাধ্যায়ত্ত [illegible] তবে স্ত্রীশিক্ষার বিষয় অবগত হইবার নিমিত্ত তিনি এদেশে আসিয়াছেন। এ বিষয়ে [illegible] উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু যত দিন স্ত্রী[illegible] স্ত্রীলোকদিগের অধিকার ও স্বাধীনতা [illegible] হইতেছে, তত দিন যথার্থ উন্নতি হইবে না।

...খিত মুল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত —

...কার সিকা	৮৩৷৶০—৮৬৷০
" কোং	৮৩৷৶০—৮৬৷৶০
" কোং	১০৪—১০৪।০
" পবলিকওয়ার্ক	১০১৷৶—১০১৷৷০
" কোং	১০৯৷০—১১০

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল। বার্ণসলিতে এক কয়লার খনি উড়িয়া গিয়া প্রায় ...জন লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। ফরাসি ...মেরিগণের পুনর্ব্বন্দোবস্তের নিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধার্থ সর্ব্বশুদ্ধ ১২,৫০,০০০ সৈন্য থাকিবে. ইহার মধ্যে জাতীয় শান্তিরক্ষক ...ক্রয় করিতে হইবে।

লণ্ডন ১৪ ই ডিসেম্বর বৈকাল। হানলিতে ...এক খনি উড়িয়া গিয়া প্রায় ১৫০ লোকের ...নষ্ট হইয়াছে। ফ্লোরেন্স নগরের মহাসভায় ...ইটালির রাজা বলিয়াছেন তিনি বোধ করেন, ...পোপ স্বাধীন অবস্থায় থাকিবেন। ... ...কাভিয়াতে পুনর্ব্বার গোলযোগ ...।

লণ্ডন ১৭ ই ডিসেম্বর বৈকাল। সভাপতি ... মহাসভাকে বলিয়াছেন ফেনিয়ানগণ ...আপনাদের সদোষতার নিমিত্ত অক্ষেপ ...অ ম্যুরলণ্ডে হেবিয়স কর্পস আইন রহিত ...তাহাতে এত গোলযোগ হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি ...রাজনীতির পরিবর্ত্ত না করেন, তাহা হইলে ...দেশে বিশেষ গোলযোগ আরম্ভ হইবে। ... কলম্বিয়ার কাফ্রিদিগকে প্রতিনিধি ...নির্ব্বাচন করিবার বিষয়ে মত দিবার ক্ষমতা দিবেন।

...মহাসভা সভাপতি জনসনের সহিত বড় ...অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন। সাধারণতন্ত্র প্রিয় ...রাজ্যের অন্তর্গত বিভাগে (ইউনাইটেড ষ্টেটসে) নূতন ...প্রণালীর শাসন প্রণালী (টেরিটোরিএল গবর্ণমেণ্ট) স্থাপিত করিবার মানস করিয়াছেন।

লণ্ডন ১৮ ই ডিসেম্বর প্রাতঃকাল। আয়ার ...লণ্ডে ফেনিয়ান গোলযোগ আশঙ্কা করিতেছে। ...ইংলণ্ডের মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ফেনিয়ানদিগের দণ্ড ...বিংশতি অৰ্দ্ধ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে। সিওয়ার্ড ...আমেরিকা মেক্সিকো ক্রয় অথবা ...গ্রহণ করিতে চাহেন না, কেবল বিদেশীয়েরা এদেশের এ সব বিষয়ে হস্তার্পণ না করেন ইহাই তাঁহার চেষ্টা।

——•◆•——

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! বোধ করি, আপনি পরম্পরায় আমাকে জানিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমি স্বয়ং বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া মহাশয়ের নিকট কখন বিশেষ পরিচিত হই নাই। অদ্য তাহার অবসর পাইয়াছি। আপনি একবার কর্ণপাত করিলে বাধিত হইব।

আমি বাল্যকালে লেখা পড়া রীতিমত শিখিয়াছিলাম। সুতরাং আমার বিষয় কর্ম্মের তাদৃশ অভাব নাই। আমি এখন এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত আছি। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট এই কথা বলিতে পাছে আপনি মনে করেন যে, আমার কেবল বাঁড়া পাওহীন চাকরি! যদি আপনি এটি অনুমান করেন, তবে সে আপনার বিষম ভ্রম। অপর, আমার এমনই মোহিনী শক্তি আছে যে যিনি আমার প্রভু হন তাঁহাকে আমার বশে চলিতে হয়। সুতরাং আমি এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের এক বিভাগের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া প্রধানের চক্ষে ভেলকী লাগাইয়া স্বকার্য্য সাধন করিতে থাকি। পুতুলনাচের ন্যায় এখানকার কর্ম্মচারিকে সেখানে ও সেখানকার কর্ম্মচারিকে এখানে বসাইয়া থাকি। প্রতিযোগিতায় কেহ আমার সহিত টক্কর দিতে পারে না। এডুকেশন কর্ম্মচারী হইয়া যিনি আমার দক্ষিণ হস্তের পূজা অথবা কোন প্রকার উপাসনা না করেন, আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমার হাতে তাঁহার ঠেকাঠেকি। যে কোন প্রকারে হউক আমি তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবই। আপনি কি মনে করেন? ঐ বিভাগের বড় বড় কর্ম্মচারিকেও আমার ভয়ে কাঁপিতে হয়। যিনি আমার হস্তপূজা করেন আমিও হাতে হাতে তাঁহাকে তাহার ফল প্রদান করি। উপযুক্তই হউক অনুপযুক্তই হউক, উচিতই হউক অনুচিতই হউক, আমার অবতার কাছে এসকল কোন কাজের নয়। লোকে যে কথায় বলে "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে" দক্ষিণা পেলে আমিও ঠিক তাই করিয়া থাকি। কত কত উদারচরিত্র শিক্ষক আমার মতে না আসিয়া বেমাত করিয়া বসিয়া আছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের রোদনই একমাত্র উন্নতি হইয়াছে। সুতরাং যাহাদের বোধ থাকিতে বোধ নাই তাহাদিগকে মূর্খ এর আর কি বলা যাইতে পারে? যথা "কথানুসারম্ কলয়ন্ যাহা হউক মহাশয়! আমি এ ডিপার্টমেণ্ট পাইয়া এক রকম গুছাইয়া গিয়াছি। ছেলে পিলে পরিবারে বিলক্ষণ সুখে আছি। আপনিও আপনার পাঠকবর্গ যদি আমার কথায় অবিশ্বাস করেন তবে কতকগুলি নজীর দেখাতে পারি। যার সুবদৎ চলে তার কিবা এডুকেশন কিবা দেওয়ানি ডিপার্টমেণ্ট। সকল বিভাগে সে বুদ্ধিগুণে আপন কাজ গুছাইয়া লয়। দেখুন এই যে এত বড় একটা এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট, যাহা দেশের সভ্যতার ও উন্নতির এক মাত্র পথ, তাহাকে আমি আমার প্রধান পুরুষের বুকের উপর বসিয়া ও ডাইরেক্টরের নাকের উপর হাত নাড়িয়া মাটি করিতেছি, কই কে আমার কি করিতেছেন? "শিবজী" আপন বুদ্ধিবলে অতুল বিভবের অধিকারী ও অনেকের পূজ্য হইয়াছিলেন। অধিকন্তু আমি আশ্রিতজনপ্রতিপালক। এবিভাগে আমার নিজের লোক নাই, এরূপ বিবেচনা করিবেন না। তাহার দলপুষ্টি বিলক্ষণ আছে। আর আমার অপর প্রভাবের বিষয় অধিক কি বলিব। না দেখিলে তাহা বোধগম্য হইবার নহে। আপনি যদি কিছুদিন সোমপ্রকাশ যন্ত্র বন্ধ করিয়া একবার আইসেন অথবা একজন উত্তম ফটোগ্রাফরকে পাঠাইয়া দিতে পারেন, আর যদি চারুপাঠের ১ম ভাগের চিত্রগুলির মধ্যে বাছিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই। উপসংহার! হায়! আমার সাধ বিফল তুমি কি ২০ এ আশ্বিনের ঝড়ে ও তিস্তাক্ষরের মন্বন্তরেও বাঁচিয়া আছ। আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। তুমি একবার দেখা দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচাও ইতি।

——

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! গত ১৭ই ডিসেম্বর সোমবার পাইকপাড়া গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ১৮৭৬ অব্দের বাৎসরিক পারিতোষিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পারিতোষিক স্থলে যে সকল হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল—

সঙ্গীত ... নাই। ইনস্পেক্টর মহোদয় এইচ. উড্রো এম. এ হিন্দুস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

...ার যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়বাহাদুর, বাবু কানাইলাল ...প্রভৃতি প্রাবন্ধ ও কবিতাবলি অনেকগুলি ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। জানবাজার বাসী উক্ত কানাই বাবু ১ম, ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের নিমিত্ত পারিতো-ষিক ও উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত কলিকাতা সংস্কৃতকালেজের প্রসিদ্ধছাত্র শ্রীযুক্ত তারানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বালকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ দুটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে দুই খানি পারি-তোষিক পুস্তক প্রদান করিলেন।

ইংলণ্ডীয় মহোদয় সভাপতির আসনে আসীন হয়েন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে বিদ্যা-লয়ের প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রসি-কলাল সরকার মহোদয় বিদ্যালয়ের সমুদায় সংক্ষিপ্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। অনন্তর সভাপতি মহোদয় স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিয়া ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের সংস্কৃত বিষয়ক ও প্রথম শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের ইংরাজী বিষয়ক এক প্রকার পরীক্ষা লইয়া পরিতুষ্টচিত্তে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সভা ভঙ্গ করিলেন। দুঃখের বিষয় এই, এই বিদ্যালয়ের মূলাধার ও সাহায্যদাতা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় দৈবী বিপদ গ্রস্ত হওয়াতে বিদ্যালয় তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে নাই।

আহ্লাদের বিষয় এই এবার এই বিদ্যালয় হইতে ৬ ছয়টী বালক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে ৪ চারিটী উত্তীর্ণ হইয়াছে। এটি আমরা প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রসিকলাল সরকার মহোদয়ের শিক্ষার যত্ন ও পরিশ্রমের ফল বলিয়া স্বীকার করিলাম নিম্নে সেই উত্তীর্ণ বালক চতুষ্টয়ের নাম ও শ্রেণী নির্দ্দেশ করলাম—

শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দে	২য় শ্রেণী
" বিনোদবিহারী সরকার	৩য় "
" বনমালী ঘোষ	৩য় "
" রমানাথ চক্রবর্ত্তী	৩য় "

চিৎপুর। নিতান্ত অনুগত
১লা জানুয়ারি। শ্রীকে, চ, ব.
১৮৬৭।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! আপনি ১২এ অগ্রহায়ণের সোম-প্রকাশে "লাতুরীয়া জমীদার তনয়" শিরোনামের যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে, যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ এবং পত্রিকাতে স্থান দান করেন তাহা হইলে পরম বাধিত হইব। যদি নিজের বিশ্বাসকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া অপরের বাক্যের প্রতি বধির থাকা (১) আপনার সঙ্কল্প হইয়া না থাকে তাহা হইলে বোধ হয় আমার প্রার্থনার প্রতি কর্ণপাত করিবেন।

প্রথমতঃ আপনি কতকগুলি "যদিকে" নির্ভর করিয়া তদুপরি আপনার প্রস্তাব স্থাপন করিয়াছেন। "যদি কোন যুবাকে ন্যায়পথভ্রষ্ট দেখি" যদি রাখাল ও বিহারীবাবু বাল্যচাপল্য হেতু স্বেচ্ছাচারী হইয়া সাহেবদের সহিত আহার করিয়া থাকেন তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করাতে কি লেপ্টেনন্ট গবর্ণরের পদোচিত গাম্ভীর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে? না ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদকের সম্পাদকোচিত কার্য্য হইয়াছে? এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে আপনি কিছুই নিশ্চয় জানেন না, কিন্তু তর্কসমাব সমগ্র যতদূর সংশয়শূন্য হইতে হয়, তাহাতে ত্রুটি করেন নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ঢাকাপ্রকাশ সম্পাদক যে জানিয়া শুনিয়া প্রস্তাব লেখেন নাই এবং রাখাল বাবুরা যে সাহেবদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য খানা (২) খাইয়াছেন তাহা আপনি কোন্ ন্যায় দ্বারা নিশ্চয় করিলেন? আপনার ... স্বভাব সুলভ চাপল্যে ... অর্থ ... বয়োন্নতা নিবন্ধন বুদ্ধির অধৈর্য্য আপনার বাক্যের অভিপ্রায় হয় তবে আপনাকে অপরি-ণত বয়ঃক্রমের একটী সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এক্ষণে ত্রিশবৎসরের অধিকবয়স্ক ব্যক্তিকে আপনার মতে বালসংজ্ঞা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না জানি না, কিন্তু জ্ঞানীরা বলেন, 'ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ। যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ।।' অতএব বালকও জ্ঞানীর কার্য্য করিলে তাঁহাকে পলিতকেশবৃদ্ধ অজ্ঞ ব্যক্তির অগ্রে গণ্য করা যায়। এক্ষণে আপনি যে অধিক জ্ঞানী, তাহা কেবল আপনার মতের উৎকৃষ্টতা দ্বারা প্রমাণ হইতে পারে, অতএব তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

দ্বিতীয়তঃ আপনার মত যে নিতান্ত অযৌ-ক্তিক তাহা নিম্নে প্রমাণ করিতেছি, সাধারণে তাহা বিচার করুন। আপনি কর্ত্তব্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, "সমাজ সম্বন্ধীয়" তাহার একতর। অন্যতর কর্ত্তব্যদ্বয়ের নাম যদিও উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্তু বোধ হয় "আত্ম সম্বন্ধীয়" ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয়" আপনার অভি-প্রায়। আপনার কথার ভাব গ্রহণ করিতে বোধ হয় "সমাজ সম্বন্ধীয়" কর্ত্তব্য আপনার মতে প্রধান তম এবং প্রথমোক্ত দুই প্রকার কর্ত্তব্যকে তুচ্ছ করিয়া অন্যতর কর্ত্তব্যকে পালন করা বিধেয় নহে। এই মত নিতান্ত অলীক। ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম, তাহা যদি আপনি অস্বীকার করেন তবে আপনাকে অনী-শ্বরবাদী বলিতে বাধ্য হইলাম। আমরা কি কখন প্রথমোক্ত দ্বিবিধ কর্ত্তব্যকে অবহেলা করিয়া শেষোক্তকে পালন করিয়া থাকি না? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি দুটী উদাহরণ এস্থলে সন্নি-বেশ করিলাম। আমার পীড়া হইয়াছে কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিতে অক্ষম নহি, কিন্তু যে অবস্থায় রাত্রিজাগরণ করিলে অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে ঐ পীড়া নিশ্চয়ই বৃদ্ধি হইবে, এই অবস্থায় যদি আমার পিতা অথবা মাতার বসন্ত টিকা হয়, আমি কি শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করিয়াও তাঁহাদের সেবা করিব না? বিধবাবিবাহ যে সমাজ অনুমোদন করে না, আমি সেই সমা-জের মধ্যে অবস্থান করিয়া যদি আমার বিধবা ভগিনীর বিবাহ দি, তাহা হইলে সমাজচ্যুত হইতে হয়, না দিলে একটী আত্মাকে পাপে নিক্ষিপ্ত করা হয়, এস্থলে আমার কি কর্ত্তব্য?

---

(১) যাহার যেমন বুদ্ধি বিবেচনা ও সংস্কার তিনি তেমনি মমত ব্যক্ত করিবেন, এই নীতি। যদি কেহ সেই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তাহার আশয় অনুসার এই অনুমান করিয়া বক্রভাবে বাক্য ব্যয় করা আজি কালি শিক্ষিত দলের একটী চমৎকার গুণ হই-য়াছে। স।

(২) সাহেবদিগের সহিত একত্র পানভো-জনই কি কুসংস্কার মোচনের একমাত্র প্রমাণ? ইহাই কি বিজ্ঞতার পরা কাষ্ঠা? ইহাই কি জগৎ হিতৈষিতার চরম সীমা? আমাদিগের জানা আছে, কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাহেব-দিগের সহিত পানভোজনরূপ বৃথা আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া নিঃশব্দভাবে জগতের প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করেন। আমরা রাখাল ও বিহারী বাবুর এতদ্বিপরীত ব্যবহার দর্শন করি, তাহাতেই "যদি" সাহেবদি-গের মনোরঞ্জন চেষ্টা" "বাল্যভাবসুলভ চাপল্য" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি-লাম। স।

...উভয় দুষ্টান্তেই আমরা দেখিতেছি যে এক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া অন্য এক নিয়ম পালন হইল, এবং এই উভয় দৃষ্টান্তেই আমরা ... "ঈশ্বরসম্বন্ধীয়" কর্তব্যের অনু... অপরেকল কর্তব্যেরই অবহেলা করা হইতে পারে।

...উত্তরঃ আপনি লিখিয়াছেন সমাজের ... থাকিয়া সমাজ সংস্কার করিতে হইবে। ... বাবুরা যদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে ... হইয়া থাকেন সমাজের মধ্যে থাকিলে ... অধিক উপকার করিতে পারিতেন। ... অবশ্য সন্দেহ নাই। যদি কুসংস্কার ... মুক্ত হইলে সমাজের কিরূপ অবস্থা ... পারে? কুসংস্কারই আমাদের ... সুতরাং তাহাতেই অনিষ্ট কারণেই সম... ভিন্নকে ভগ্ন ... বোধ হইতেছে কুসংস্কার। ... অভিপ্রায় নহে। যেমন ... হওয়াই আপনার মতামতেই, কিন্তু ... কেবল মঙ্গল সাধন করা। (৪) যাহাতে ... আমি জানি বিবাহের ... স্ত্রীদিগকে স্বাধীনতা লইতে ...

(৩) আমাদিগের সংসার এই, যে যাহারা প্রবঞ্চনা চৌর্য্য ও মদ্যপানাদি দ্বারা সমা... নিষ্ঠা পালন করে, যে দিন সর্বদা ঈশ্বরের আরাধনা ও স্তব পাঠ করে, ঈশ্বর কখন ... প্রতি প্রসন্ন হইবেন না। ... শৃঙ্খলাবদ্ধ। একটী ভগ্ন হইলে অপরটি ... ভিন্ন হইয়া যায়। যদি আমাদিগের এরূপ ... চেষ্টা থাকে, ... বিরুদ্ধ ... থাকিয়া সমাজের দোষ ... করিয়া ... যাবতীয় ... এই ... সম্পাদকের অনুরোধে যদি ... দিগকে উপবীত ধারণাদিরূপ অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর আমাদি... প্রতি নিরূপ হইবেন, আমাদিগের এরূপ ... নাই। বরং আমাদিগের এই বোধ হই... যদি আমরা সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের ... উৎকর্ষসাধন চেষ্টা না করিয়া কেবল ... আপন আত্মার উৎকর্ষ সাধন ... হইয়া সমাজ পরিত্যাগ করি, ঈশ্বর অবশ্যই ... দিগের অপরাধ মার্জনা ...

(৪) আমরা ... আর ই ... হইতে ... । তাহারা সমাজ পরিত্যাগ করেন ... যখন সমাজের উপদেশ ... তখন ... হইতে ... হইবে, তাঁহা ...

উচিত ঈশ্বরের আরাধনা করা উচিত, উপবীত ত্যাগ করা উচিত, আত্মজের ভ্রম দূর করিয়া দেওয়া উচিত, কিন্তু যদি ঐ সকল কর্তব্যকে ... পালন না করি তবে আমার ঐ জ্ঞান ... কি ফল হইবে? এখন ঐ সকল কার্য্যে ... প্রথমে প্রবৃত্ত হইবে? যাঁহার ঐ কর্তব্য বোধ হইয়াছে তিনি ব্যতীত কাহার উপর ঐ ভার অর্পিত হইতে পারে? লোকে আমাকে অনুগমন করিবে না এই ভাবিয়া যদি আমি কার্য্যে নিবৃত্ত থাকি তাহা হইলে কি আমার দেশের দুরবস্থা দূর হইবে? এ সকলকে প্রথমে অন্যের মুখ না চাহিয়া এক দিন এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবেই, শত শত লোকের তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে, এই উপায়েই সকল দেশ হইতে অসত্যকে তাড়িত করা হইয়াছে। আমাদের দেশেই দেখুন দেশহিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি অন্যের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন তাহা হইলে বিধবা বিবাহ কি (৫) প্রচলিত হইত? দেখুন যাঁহারা ঐ বিধবাবিবাহ করিতেছেন, সমাজ তাঁহাদিগকে পতিত করিতেছে, অতএব আপনার মতে বিদ্যাসাগর মহাশয় অন্যায় কর্ম করিয়াছেন, ... প্রমাণ হইতেছে। আপনাকে কিন্তু বিধবাবিবাহের পোষকতা করিতে দেখিয়া থাকি। আপনি যদি বলেন, রাজনিয়ম দ্বারা ঐ বিবাহকে প্রচলিত করা হইয়াছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি হিন্দুসমাজ কি তাহা ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করিতেছে না? আপনাকে এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সমাজ পরিত্যাগ করে না, কিন্তু যাঁহারা বিবাহ করে তাঁহাদের লইয়া ত ... চলে না। আপনারাও বিবাহ করিলে ঐ দশা হইবে, তবে আপনার যুক্তি পাশেই আপনি কেমন আবদ্ধ হইয়াছেন দেখুন। সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজ সংস্কার করা যায় না, আপনাদের কার্য্যই তাহা প্রমাণ করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য বিধবাবিবাহ কি বালস্বভাবসুলভ চপলতার ফল? উহাঁরাও ত সমাজকে ত্যাগ করা হইতেছে? আপনার যুক্তিকে বাক্য দ্বারা বিন্যস্ত করিলে এইরূপ হয়।

১। সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া কোন কার্য্য করিলে তাহা স্বেচ্ছাচার ও বালস্বভাবসুলভ চাপল্য দোষে দূষিত হয়।

২। ব্রাহ্মেরা, বিদ্যাসাগর মহাশয়, সোমপ্রকাশ সম্পাদক সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করিতেছেন।

৩। অতএব ব্রাহ্মেরা, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং সোমপ্রকাশ সম্পাদক সকলেই উন্মত্তচিত্ত বালক ও স্বেচ্ছাচারী।

এক্ষণে সিদ্ধান্ত হইল, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা বিধবাবিবাহ প্রভৃতি কার্য্য এই দণ্ডেই রহিত করা উচিত। অতএব দেখুন যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া সুযোগ সুবিধা অন্বেষণ করিয়া কার্য্য করিলে এদেশের অবস্থা কি হইত? কোথায় ব্রাহ্মসমাজ কোথায় বিধবাবিবাহ কোথায় স্ত্রীদিগের উন্নতি কিছুই দেখিতে পাইতাম না। পরিশেষে আপনার নিকটে প্রার্থনা যে আপনার রুচি অনুসারে কোন কার্য্যের বিচার করিবেন না। বিধবাবিবাহ আপনার পক্ষে যেমন প্রিয় স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অপরের পক্ষে সেইরূপ প্রিয়। আপনার কার্য্যও সমাজবিরুদ্ধ, অপরটীও সেইরূপ, তবে আপনাকে স্বেচ্ছাচারী অপবাদ হইতে মুক্ত করিয়া অন্যকে নিন্দা করিলে লোকে আপনাকে বিদ্বেষী ব্যতীত আর কিছুই বলিবে না। আপনার বিধবাবিবাহ প্রচলন কার্য্যকেও অন্যে স্বেচ্ছাচারমূলক সমাজধ্বংসকারী বলিয়া অখ্যাতি করিতে পারে। (৬)

১০ ই পৌষ ১২৭১। — এক জন পাঠক। বরিশাল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যথাবিহিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদনমেতৎ। গত ১১ ই পৌষ মঙ্গলবার দিবা ১০ দশ ঘটিকা সময়ে টাকী বালিকাবিদ্যালয়ের তৃতীয় বাৎসরিক পরীক্ষার পারিতোষিক প্রদান উপলক্ষে উক্ত স্থানের সর্ব্বপ্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রকাণ্ড ভবনে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় টাকী, শ্রীপুর সৈদপুর প্রভৃতি গ্রামের অনেক ভদ্রসন্তানের আগমন হয়। প্রথমতঃ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি করণ পক্ষে অনেক ব্যক্তি বক্তৃতা করিলেন। পরে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু রায় যুগেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় স্বহস্তে বালিকাগণকে (কাহাকে স্বর্ণপদক (মেডেল) কাহাকে স্বর্ণবালা, কাহাকে স্বর্ণকর্ণাভরণ প্রভৃতি) বহুবিধ অলঙ্কার এবং বহুবিধ পুস্তকাদি দ্বারা পুরস্কৃত করিলেন। ঐ সভায় পঠিত বক্তৃতার মধ্যে নিম্ন লিখিত বক্তৃতাটী প্রকাশ করিবার মানসে মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিতেছি।

(বক্তৃতা)

আহা কি শুভ দিন! একে দেশহিতৈষী, অনাথনাথ, সত্যপরায়ণ শ্রীযুক্ত রায় বাবু ...

---

(৫) সমাজ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করা যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি যাবতীয় সংহিতা মন্থন করিয়া "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচনের উদ্ধার করিতেন না। সং

(৬) এ সকল কথার উত্তর ... আমাকে ... বলিয়া উপেক্ষিত হইল। স।

নাথ চৌধুরী মহাশয়ের পুণ্যধাম দর্শন করাই অশেষ পুণ্য সাপেক্ষ, তাহাতে আবার এ অধিক মান্য, গণ্য, কৃতবিদ্য, বদান্য মহোদয়গণের একত্র সমাবেশ দর্শন করা যে এ জীবনের কেমন সাফল্য, লেখনী সামান্যজনরচিত সামান্য লিপিতে তাহা বর্ণন করিতে অক্ষম। হে মহানুভব মহোদয়গণ! বহুদেশীয় এবং মহাশয়দিগের এই পরম শোভনীয় সভা অধিবেশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি যথাশক্তি কিঞ্চিৎ বলিতেছি। আপনারা অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষণকাল ধৈর্য্য মনুষ্যবৎ বিবেচনায় আমার এই অকিঞ্চিৎকর বাক্য সমূহের প্রতি উৎসাহ প্রদানে বাধিত করুন।

সকল মহাশয়ই অবগত আছেন যে, আমাদিগের দেশের কি ভদ্র, কি অভদ্র, সকল লোকই প্রায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বিরাগী ছিলেন। উক্ত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই কহিতেন যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইলে উহাদিগকে শাসনে রাখা কঠিন হইবে। এবেই উহারা কুক্রিয়া তৎপরা, তাহাতে আবার নাটক দর্শন এবং পাঠ করিলে আরও অধিক কুকার্য্যে রতা হইবে, উহাদিগের দ্বারা যে কিঞ্চিৎ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয় অজ্ঞানতাই তাহার এক মাত্র কারণ, কেন না অজ্ঞানতা প্রভাবে উহারা এক প্রকার পশুবৎ বলিলেও বলা যায়, অতএব যেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পশুদিগকে অনায়াসেই ইচ্ছানুরূপ পথের পান্থ করিতে পারা যায়, তদ্রূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিমূঢ় স্ত্রীলোকদিগকে যাহা উপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহাই করিতে বাধ্য হইবে কিন্তু তাঁহারা একবারও মনে ভাবিয়া দেখিতেন না যে, হস্তী যেমন হস্তকের অঙ্কুশাঘাত ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকে এবং সুযোগ পাইলেই তাহাকে বধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ শাসন ভয়ে ভীতা এবং বিদ্যারসে বঞ্চিতা স্ত্রীগণ যদিও আপাততঃ আজ্ঞাবহ থাকে, কিন্তু সময় পাইলেই অজ্ঞানতা প্রভাবে তাহারা আশু তুষ্টি মনোহর পরিণামবিরস কুকার্য্যে রতা হইয়া একেবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। এপর্য্যন্ত স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক যতবিধ কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে, অবিদ্যাই তাহার আদি কারণ। কেন না বিদ্যা দ্বারা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির নির্ম্মলতা সাধন ব্যতীত কোনমতেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না; অতএব স্ত্রীলোকেরাই যে কেবল অজ্ঞানতা প্রযুক্ত কুক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয় এমত নহে, অবিদ্যা প্রভাবে কত শত পুরুষকেও অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তদ্বিষয় বর্ণন করা আমার এ লিপির উদ্দেশ্য নহে। বিশ্বস্রষ্টার শাসনপ্রণালীর অপার শক্তি যে ব্যক্তি বিদ্যাবলে যথার্থ তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়াছে, তাহা লঙ্ঘন করিতে কদাচই তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। পুরুষের ত কথাই নাই, গ্রীসদেশীয় মহামহোপাধ্যায় সক্রেটিশ প্রভৃতির কার্য্য, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীপক্ষে দৃষ্টি করিলে স্কটলণ্ড দেশীয় মেরি রাজ্ঞীর বিষয় স্মরণ করিলে আর সংশয় থাকে না। প্রাগুক্ত সক্রেটিশ রাজশাসনাধীনে অনায়াসে স্বহস্তে বিষপান দ্বারা দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তত্রাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই এবং ঐ মেরি রাজ্ঞী যৎকালে ইংলণ্ডে আনীত হন এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর আজ্ঞানুসারে প্রাণবধরূপ দণ্ড তাঁহার পক্ষে বিধান হয় তাহা শ্রবণে এবং তৎপরে ঘাতক কর্ত্তৃক বধস্থানে নীত হইয়াও তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তির কিঞ্চিন্মাত্রও বৈপরীত্য হয় নাই। তখনও একমাত্র জগদীশ্বর তাঁহার হৃদয়ে বিরাজমান ছিলেন। ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মোপদেশকের ঈশখৃষ্টের উপাসনাবিষয়ক উপদেশে তাঁহার বিন্দুমাত্র অভাব হয় নাই। ইহা ব্যতীত পুরাকালের এবং ইদানীন্তনের বহুতর দৃষ্টান্তে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সপ্রমাণ হইতেছে। হে ভদ্র মহাশয়গণ! স্পষ্টই বোধ হইতে পারে যে, কি সক্রেটিশ এবং কি মেরি, উঁহারা দেবভাবসাধক ছিলেন, বিদ্যাকৃত ধর্ম্ম প্রবৃত্তির নির্ম্মলতাই তাহার আদি কারণ। এবিষয়ে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই বিদ্যা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নচেৎ ধর্ম্মপথে বিচরণ করার অন্য কোন উপায়ই নাই। এক্ষণে জগৎপিতা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই যে আমাদিগের দেশস্থ যে সকল মহাশয়ের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বিরাগ আছে, তাঁহারা সেই কুসংস্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অত্রত্য বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য মহাত্মাদিগের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়েন। তাহা হইলে দেশের আরও যে কতই মঙ্গল সাধন হইবে, এক্ষণে তাহা স্থির করা সুকঠিন। বালিকাবৃন্দকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা প্রদান করা যেমন একটী প্রধান কার্য্য আবার তাহাদিগকে যথাসময়ে যোগ্যপাত্রে অর্পণ করাও তদ্রূপ কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে পরিগণিত। কেন না উহারা অত্যল্পকাল মাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া কোনমতেই বিদ্যাজনিত ফলের সম্পূর্ণ ভোগী হইতে পারে না। উহারা প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে যথাসম্ভব শিক্ষিতা এবং তৎপরে উদ্বাহান্তে স্ব স্ব স্বামীর নিকটে যদি যথারীতি উপদিষ্টা হয়, তাহা হইলে বিদ্যা দ্বারা যে যে উপকার হওয়ার সম্ভব, তদ্বিষয়ে অধিকারিণী হওয়ার বাধা জন্মে না। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র পথপ্রদর্শক। সেই স্বামী যাহাতে যোগ্য হয়, তাহা করা অবশ্য উচিত। অযোগ্যের সহিত যোগ্যার মিলন যেমন ভয়ঙ্কর, অযোগ্যার সহিত যোগ্যের মিলন তত ভয়ঙ্কর নহে। যেহেতু স্বামীর স্বাভাবিক প্রভাবে স্ত্রীকে বিদ্যার উপদেশ দ্বারা সৎপথাবলম্বিনী করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু স্ত্রীর দ্বারা স্বামীর পক্ষে তত দূর হওয়া অনায়াসসাধ্য নহে।

——:০:——

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

মহাশয়! মাননীয় মিরানী শ্রীযুক্ত বাবু গৌ
প্রসাদ মৈত্র মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত দেবালয় ও
বিদ্যালয় প্রভৃতি দর্শনেচ্ছু হইয়া সম্প্রতি তথা
এক দিন অবসরক্রমে গমন করিয়াছিলাম। বিদ্যা
লয়ে গিয়া দেখিলাম দুই জন ইংরাজী শিক্ষ
ও এক জন পণ্ডিত আছেন। ৫। ৭ টী শ্রেণী
আছে। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৫০ জন হইবে, কি
উক্ত দিবসে অনধিক ৪০ জন বালক উপস্থি
ছিল। স্কুলটী প্রাতঃ ১১ ঘটিকার সময় খো
হইয়া ৩ টার মধ্যেই বন্ধ হইয়া থাকে। এই সম
য়ের মধ্যে প্রথম শিক্ষক মহাশয় বহুতর পরিশ্র
সহকারে উপরস্থ ৩। ৪ শ্রেণীর বালকদিগে
সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি অর্থপাঠনা কার্য্য সম্পা
দন করেন। প্রায় ১০। ১৫ মিনিটের মধ্যে এ
এক শ্রেণীর এক এক বিষয়ের শিক্ষা কা
সম্পন্ন হয়। এইরূপে শিক্ষক মহাশয় প্রায় এ
ঘণ্টার মধ্যে এক শ্রেণীর সমুদায় বিষয়ে
শিক্ষাকার্য্য সম্পাদন করিয়া অপর শ্রেণীর শি
দানে প্রবৃত্ত হন এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর বা
কেহ পৌনঃপুন্যে অবশিষ্ট কাল ক্রীড়া
করিয়া বাটীতে গমন করে, তাহাদিগের শি
মাত্রাও ... ছেলে পড়িয়া যাইলেও মনে করি
আহ্লাদিত হন। ইহাতে শিক্ষক মহাশয়
দোষী বলা যাইতে পারে না। দ্বিতীয় শিক্ষক যি
আছেন, উচ্চতর শ্রেণীতে তাঁহার কোন অ
কার নাই। সুতরাং প্রথম শিক্ষক মহাশয়
একাকী এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে ৩
শ্রেণীর বালকদিগকে শিক্ষাদান করিয়া সকল
সাধন করেন, ইহাতেই তাঁহার যথেষ্ট প্রশং
করিতে হয়; কিন্তু তাঁহার এই একটী দোষ, কো
ভদ্রলোক বালকদিগকে পরীক্ষা করিলে তি
আপনাকে অপমানিত বোধ করেন।

ইহার এক পার্শ্বে একটী চতুষ্পাঠী ও অ

… একটী পাঠশালা আছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় … ২০। ৩০ টাকা ব্যয় করিয়া তাহে তৎ-পক্ষবর্তীর বাগানে প্রবেশ করিতে গিয়া … উচ্চভাগে দেখিলাম "গৌরীপ্র-… (চ্যারিটেবল) স্কুল" ইত্যাদি … খচিত রহিয়াছে। ভাবিলাম … এত হয়। এই সমুদায় দেখিয়া স্পষ্ট বোধ … একমাত্র মনোযোগ নাই … বাবু এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন। বিদ্যালয়টির অবস্থা দেখিয়া যার পর নাই দুঃখিত হই। অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে বিদ্যালয় অর্পিত হইলে যে তাহার এরূপ দুর্দ্দশা হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এত গৌরী বাবুর নিজের … তিনি যাহা মনে করেন, করিতে পারেন, … অদূরবর্ত্তী ঠাকুরপুর গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত … বালিকা বিদ্যালয়টীও অনভিজ্ঞ ও অদূর-… ব্যক্তির হস্তে পতিত হইয়া ইহার সর্ব্বনাশের উপক্রম হইতেছে। এই … বিদ্যালয়টী প্রায় ১০। ১২ বৎসর হইল গবর্ণমেণ্ট … প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের … ইহার কোন উন্নতি চিহ্ন দৃষ্ট হইল না। … দেখুন, এক বৎসরও হয় নাই, উক্ত … লের সন্নিকটস্থ শ্রীযুক্ত … বিদ্যা… মহাশয় প্রভৃতি স্বব্যয়ে একটী ইংরাজী … স্কুল … লয় স্থাপিত করিয়াছেন। এই অত্যল্প সময় মধ্যে উক্ত বিদ্যালয়ের দুটী ছাত্র … নের প্রবেশিকা পরীক্ষায় গিয়া দুটীই উত্তীর্ণ … আসিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে … এ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত হয় নাই। … এরূপ উন্নতি ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের … সার্থকতা কি তাঁহার প্রমাণ নয়, অথবা … ও পরিশ্রমের ফল নহে?

… উপসংহারকালে গৌরীবাবুর নিকটে নিবেদন … লাভপ্রত্যাশী হইয়া তিলকাঞ্চন করিয়া শুদ্ধ … ন্যায় ২০। ৩০ টাকার একটী স্কুলের … উক্তরূপে সম্পন্ন করা অপেক্ষা ঐ টাকা … কোন সৎকর্ম্মে ব্যয় করিলে ভাল হয়। … গবর্ণমেণ্টের নিকটে বক্তব্য এই, তাঁহাদের … লয়ে সাহায্য দান যে কোন কোন স্থলে … রী বাবুর বিদ্যালয়ের অর্থ দানের ন্যায় নিষ্ফল হইতেছে, ইহা অধিকতর দুঃখের বিষয় … নাই।

এক জন দর্শক।

—:•—

শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি আপনার জগদুজ্জ্বল পত্রিকা মধ্যে স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

১৪ ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ১১ ঘটিকার সময়ে মিস মেরী কার্পেণ্টর শ্রীযুক্ত আটকিনসন উড্রো এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়গণ উত্তরপাড়ায় বালিকা বিদ্যালয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বালিকাদিগের বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধি প্রাখর্য্য, এবং অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের শিল্প নৈপুণ্য দর্শনে মিস কার্পেণ্টর অপরিসীম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইলে, মিস মেরী কার্পেণ্টর ও অন্য মহাপুরুষ কতিপয় সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে গমন করেন। তথায় তিনি যথাবিহিত আতিথ্য সৎকার স্বীকার করিলেন। মিস কার্পেণ্টর অন্তঃপুরস্থ কামিনীগণের সহিত সাক্ষাৎকার লালসায় তাঁহাদিগের সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা একত্রীভূত হইয়া আগ্রহাতিশয় সহকারে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ সময় মিস কার্পেণ্টর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান। তাঁহাদের গমন মাত্র, স্ত্রীলোকদিগের বদনে আনন্দ লক্ষণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কিন্তু স্বয়ং বাঙ্গলা ভাষা এবং হিন্দু কামিনীগণ ইংরাজী ভাষা জানেন না বলিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। ফলতঃ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী দ্বারা এই অভাব পরিপূরণ হইল। মিসকার্পেণ্টার নিম্ন লিখিত রূপে সমাগত স্ত্রীলোকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন "অয়ি সুন্দরীগণ! আমি তোমাদিগের বিষয় যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা সত্য কি না স্বচক্ষে দর্শনাভিপ্রায়ে বহুদূরস্থিত বিলাত হইতে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমার সন্দেহ দূরীকৃত হইল, এবং তোমাদিগের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সদ্ব্যবহার অবলোকন করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। তোমরাও কি আমাকে দেখিয়া তদ্রূপ সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছ?" এতৎশ্রবণে কামিনীগণ আহ্লাদ প্রকাশ করিলে পর, মিসকার্পেণ্টার একে একে সকলকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিলেন এবং স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সম্মুখস্থিত শিশুগণকেও ক্রোড়ে লইয়া তাহাদের বদন চুম্বন করিতে ক্ষান্ত হয়েন নাই। উঁহার পুত্রে বন্ধন না থাকায় তাঁহার সন্তান সন্ততি হয় নাই। তজ্জন্য, তিনি এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলা ভাষায় এবং ভারতবর্ষীয় রমণীগণ ইংরাজি ভাষায় অজ্ঞ বলিয়া পুনর্ব্বার অনেক পরিতাপ করিলেন। এই অভাব দূরীকরণার্থ তিনি স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে প্রস্তাব করিয়াছেন। কামিনীগণ মিসকার্পেণ্টারকে তাঁহাদিগের হিতসাধনে একান্ত যত্নবতী দেখিয়া সুমধুর স্বরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া কহিলেন যে মহিলাগণের নীতিসম্বন্ধীয় ও সামাজিক উৎকর্ষ সাধনার্থ তিনি যেসকল সংকল্প করিয়াছেন তাহা যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে তাঁহারা ত্রুটি করিবেন না। মিসকার্পেণ্টার অকপট হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণা ভগিনীগণ! বিলাতে তোমাদিগের বিষয় যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ অলীকতা বিষয়ে আমার কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় রহিল না। যে সমুদায় গুণ থাকিলে স্ত্রী জাতি জনসমাজে আদরণীয় হয়, সে সকলই তোমাদিগের আছে। তিনি আরও কহিলেন যে স্বদেশে (বিলাতে) প্রতিগমন করিয়া এদেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার বিদ্যা বুদ্ধি ও সতীত্বের বিষয়ে পারদর্শী হইয়া যে অপরিসীম সন্তোষলাভ করিয়াছেন তাহা সাধারণে ব্যক্ত করিবেন। এই সমস্ত কথোপকথনের পর মিস কার্পেণ্টর এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী মহোদয়েরা শ্রীরামপুর অন্যান্য বঙ্গ ও ইংরাজি বিদ্যালয় পরীক্ষা করণার্থ গমনোদ্যোগী হইলেন। কিন্তু দৈববিড়ম্বনা কে খণ্ডন করিতে পারে? পথিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বগী খানি অত্যন্ত বেগে চালিত হইলে অকট খানি উলটিয়া পড়িল। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নে পতিত হইলেন। আটকিনসন ও উড্রো সাহেব এবং এতদ্দেশীয় অন্য লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উত্তোলন করিয়া যথোচিত শুশ্রূষা করিলেন। যেরূপ পৌর্ণমাসী সুধাকর নীরদজালে বেষ্টিত হইলে আলোকমালা তিরোহিত হয়, তদ্রূপ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপদ রূপ অন্ধকার আমোদ প্রমোদ রূপ আলোকে বিলুপ্ত করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত অপর সকলেই ইংরাজী বিদ্যালয় প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। দেশহিতৈষী বিদ্যাসাগর মহাশয় বিপজ্জাল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। ইহার কারণ মিসকার্পেণ্টার [illegible] হইয়া এদেশের

শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবতী থাকেন এবং তাঁহার স্বেতাঙ্গী ভগিনীরা এই মহৎ কার্য্যের অনুকরণ করিয়া তাঁহার ন্যায় অসীম যশোভাজন হইতে চেষ্টা করুন।

কলিকাতার
কালেক্টরী আফিস
২৭ এ ডিসেম্বর
১৮৬৬

উত্তরপাড়াবাসিনী

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

সম্পাদক মহাশয়! ৩রা পৌষের সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। আমাদিগের দেশের অভ্যুদয় যে আসন্ন হইয়াছে এরূপ বোধ হইতেছে। আপনি লিখিয়াছেন "কাশীবিদ্যাসুধানিধি" নামে একখানি সংস্কৃত মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভগবান্ সদ্বৃত্ত সম্পাদকের ন্যায় এই ভাষা অল্প কাল মধ্যেই পুনরুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, এটী তাহার পূর্ব্বলক্ষণ।

আমরা দুঃখিত হইলাম সোমপ্রকাশকারের সদৃশ ব্যক্তি যে এই সদনুষ্ঠানে উৎসাহদান না করিয়া বিপরীত মত প্রকাশ করেন, তাহা অত্যন্ত খেদের বিষয়। লিখিয়াছেন আর কিছু দিন বিলম্বে এরূপ পত্র প্রকাশ করিলে ভাল হইত। এক্ষণে ইহার তত গ্রাহক হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা ত বিলম্বের কোন কারণ দেখিতেছি না! এক্ষণে এ ভাষার চর্চ্চা করিতে অনেকেই ব্যগ্র হইয়াছেন, সংবাদপত্র তাঁহাদিগের বিশেষ উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। যেখানে উপকার সম্ভাবনা আছে সেখানে গ্রাহক হইবে না, আমাদিগের এরূপ প্রত্যয় নাই। সংস্কৃত ভাষা সকলে বুঝিতে পারিবেন না একথা ... হইতে পারে বটে, কিন্তু তদুত্তর ... আমাদিগের বক্তব্য এই, সম্পাদক যদি মাঘ ... ন্যায় কাঠিন্য দোষ ত্যাগ না করেন ... এ আপত্তি সমীচীন বটে, কিন্তু রচনাটী যদি সরল ও প্রাঞ্জল হয় তবে অনায়াসে সাধারণের সুগম ও আদরণীয় হইবে সন্দেহ নাই। কতকগুলি মত সংস্কৃত (১) এক্ষণে অনেকেই বুঝিতে পারেন। আমরা অনুরোধ করিতেছি সম্পাদক যেন সরল

(১) কাশীবিদ্যাসুধানিধির সংস্কৃত, অস্মৎ পত্রের ন্যায় নয়, অধিকতর প্রগাঢ়। বাঙ্গালাঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চার উপক্রম মাত্র হইয়াছে, এখন কাশীবিদ্যাসুধানিধির সদৃশ পত্রের অধিক গ্রাহক

ভাবে রচনা করেন তাহা হইলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

আমরা বিস্ময়াপন্ন হইলাম আপনার মতে স্ত্রীনির্ম্মাণ করণের কাল উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু সংস্কৃত পত্রিকার হয় নাই। ইহা কি আপনার পাঠকবর্গের সুসঙ্গত বোধ হইবে? যে দেশের (ভারতবর্ষের) পুরুষেরাই অদ্যাপি অলস ও অধুবক্ষর বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন সে স্থানের রমণীগণের উৎকর্ষলাভ অধিকতর দূরবর্ত্তী এ কথা কি অযথার্থ? সে যাহা হউক, সংস্কৃত ভাষা একটী জাতির গৌরব ও প্রাচীনত্বের চিহ্ন, যে কোনরূপেই হউক, ইহার পুনরুন্নতি আমাদিগের প্রার্থনীয়। আমরা আহ্লাদিত হইলাম গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

সদনুষ্ঠানের অনুসরণ সদ্ব্যক্তির কর্ত্তব্য যদি এমন হইল তবে আমরা আপনাকে একটী অনুরোধ করিতে পারি, আমরা আপনাকে যেরূপ জানি তাহাতে এ অনুরোধটী আপনাতেই বর্ত্তে। সে অনুরোধটী এই—আপনার বিখ্যাত সোমপ্রকাশের কিঞ্চিৎ স্থান সংস্কৃত ভাষায় ভূষিত করুন (২) তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই গদ্য লিখন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে এবং সংস্কৃত ভাষায় গদ্য গ্রন্থের যে অভাব দেখা যায় তাহাও যাইতে পারে। এ বিষয়ে আপনার অতিশয় ব্যয় হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে এ আপত্তি করিতে পারেন যে সোমপ্রকাশের স্থান নাই। স্থান করিয়া লইতে কি পারা যায় না? তত শ্রেষ্ঠের তরে পড়া বিজ্ঞাপনে ও কখন কখন অকিঞ্চিৎকর প্রেরিতপত্রে কি সোমপ্রকাশের পুষ্টিসাধন করা হয় না? সেই সেই স্থান সংস্কৃতের আশ্রয় হইলে ত কোন হানি দেখিতেছি না। এ অনুরোধটী আমাদিগের নয় জগতের। আমরা ভরসা করি আপনি এ অনুরোধ রক্ষা করিয়া জগৎকে উপকৃতিশৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন। আপনাকে আর একটী নিয়ম করিতে হইবে, যে স্থল হইতে পত্রপ্রেরকেরা সংস্কৃত ভাষায় ...

হইবার সম্ভাবনা নাই, পাছে সম্পাদকেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া অবলম্বিত বিষয় পরিত্যাগ করেন, এই আশয়ে আমরা কহিয়াছিলাম, কিছু দিন পরে আরম্ভ করিলে ভাল হইত, কিন্তু সম্পাদকদিগের উৎসাহ ভঙ্গ করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়। স।

(২) আমরা আদরপূর্ব্বক এ অনুরোধটী গ্রহণ করিলাম, যদি অন্য অন্য পাঠকগণ বিরক্ত না হন, আমরা অনুরোধ রক্ষায় যত্নবান হইব। স।

সকল পত্র প্রেরণ করিবেন সে সমস্ত যথাস্থানে গৃহীত হইবে। তাহা হইলে অনেকে উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন ও গদ্য লিখনে তাঁহাদিগের নৈপুণ্য জন্মিবে।

সংস্কৃত পত্রিকার সংবাদ পাইয়া আমাদিগের কুতূহল জন্মিয়াছে, এবং আমরা গ্রহণেচ্ছু হইয়াছি। কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় তাহা অবগত নহি (৩) নহি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ বিষয়টী লিখিলে বাধিত হইব।

১৮ই পৌষ
১২৭৩।

কতিপয় চন্দকোণবাসিন

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! আপনার ১৭ই পৌষের সোমপ্রকাশে কাঁদনাতি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের দুটী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এই অতি সুখাবহ সমাচার পাঠ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব। এত দিনের পর আমাদের মনে এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে জগদীশ্বর আমাদের এই হতভাগ্য সমাজের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাহাতেই এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। মহাশয়! দুঃখের কথা কি কহিব আমাদের গবর্ণমেণ্টের সাহায্যদানপ্রথা প্রবর্ত্তিত অব্যবহিত পরেই এদেশস্থ কতিপয় বিদ্যানুরাগী মহোদয়ের সবিশেষ যত্নে ও অর্থ ব্যয়ে বাঙ্গালা একটী সাহায্যকৃত ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তির উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হইল, তাঁহারা উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া যথারীতি নিয়ম সংস্থাপন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে আপনারা উপস্থিত থাকিয়া তত্রাগত বালকদিগের পাঠ্য বিষয় পরীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কিছু দিন কার্য্য চলিলে পর দিন দিন বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে আয়ও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দৈবাৎ এক অদ্ভুত ঘটনা উপস্থিত হওয়াতে তত্ত্বাবধায়কদিগের পরস্পর মনোভঙ্গ হইয়া গেল। সুতরাং তাঁহারা আর সেই ভারবহনে সম্মত হইলেন না।

অনন্তর অনেক যত্নের পর শ্রীযুক্ত বাবু গোপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের ভার ও অন্যান্য ভার স্বহস্তে গ্রহণ ...

(৩) বারাণসীতে পত্র পাঠাইলেই হইবে।

। গোলোক বাবু ধনী এবং এক জন মস্ত
ষী লোক; তাঁহার না থাকে অবদান ও না
হে তত্ত্বাবধান ক্ষমতা, সুতরাং বিদ্যালয়ের
ম তাহার দৈন দশা উপস্থিত হইতে লাগিল।
দিন ছাত্র সংখ্যা কমিয়া আইতে লাগিল।
র্শনে দয়ার্দ্রহৃদয় হইয়া এতদ্দেশের একজন
শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়
প্রতিষ্ঠিত উন্নতিশীল একটী সংস্কৃত ও বাঙ্গালা
ালয় উক্ত স্থানের অধ্যাপনার সহিত
মিশ্রিত এক স্থানে, এবং উক্ত বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা
ালয়ের ছাত্রদিগের বেতন লোক সমাগমন
গবর্ণমেণ্ট দাতব্য সমুদায় অর্থ দিতে যে
হতে এক্ষণে চলিতেছিল সেই রীতি অবল
রিয়া আসক টাকা সাহায্য প্রার্থনা করি
। গবর্ণমেণ্ট প্রস্তুত হইল। তিনি নূতন
ক ও শপ পুস্তক নিযুক্ত করিয়া স্বহস্তে সমুদায়
বধান ভার গ্রহণ করিলেন, এবং বঙ্গ
র্ণকার শাখা নিয়মিত দিনে বিদ্যালয়ে
ত হইয়া যাহাতে বিদ্যালয়ের আশু উন্নতি
তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দিন দিন
ানতি ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল
ছয় মাসের মধ্যে উহার পূর্ব্বাবস্থা পরিবর্ত্তিত
আয় বৃদ্ধি ও দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি নয়নগোচর
ত লাগিল। গোলোক বাবু বিদ্যাভূষণ মহা
র তত্ত্বাবধান গুণে পুনর্বার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে
য়া অমনি তাঁহার সহিত বিবাদ উপস্থিত
লেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেখিলেন, তিনি
াধ করিবেন কেন, আপন বিদ্যালয় পৃথক
া রহিলেন।

শ্রীযুক্ত বাবু পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়ের বাটিতে
একটী ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত
লেন। তিনি স্বয়ং ভাল ভাল লোক
য়া শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং
দিন বিদ্যালয়ে গমন ও তত্ত্বাবধান
তে লাগিলেন। শিক্ষকদিগের শিক্ষাদান
ণে; এবং তাঁহার আন্তরিক যত্নে ও তত্ত্বা
গুণে অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলের বিলক্ষণ
হইয়াছে। দুটী বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায়
র্ণ হইয়াছেন। সুতরাং সাহায্যকৃত বিদ্যাল
অবস্থা দর্শন করিয়া আমাদের মনে এই
র জন্মিয়াছে, যত দিন মফস্বল বিদ্যালয়ে
ক্ষিত ও সচ্চরিত্র শিক্ষক নিযুক্ত না হইবেন
দিন কোনরূপে মফস্বল বিদ্যালয়ের উন্নতি
ক হইবে না। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই
র্শন করিয়া আমাদের সেই সংস্কার আরো
ঢ় হইয়াছে। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট
এই বিনীত প্রার্থনা করি যে তিনি

দীর্ঘজীবী করুন, এই হতভাগ্য সমাজের শীঘ্র উন্নত হইবার সম্যক সম্ভাবনা আছে। শিক্ষা বিভাগের প্রধান অধ্যক্ষকে একটী কথা জিজ্ঞাসা এবং রাজপুর বিদ্যালয়ের বর্তমান দুরবস্থার বিষয় বর্ণনা না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে পারিলাম না। প্রায় ১৩। ১৪ বৎসর অতীত হইল রাজপুরে সাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর অর্থ ভস্মীভূত হইয়াছে, কিন্তু একটীও বালক প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াও ইহার সংশোধন চেষ্টা না করিয়া কি বিবেচনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া আছেন, বলিতে পারি না। তাঁহারা কিরূপে ও কি কারণে যে রাজপুর বিদ্যালয়ের প্রতি পক্ষপাতী, তাহা আমরা অনেক বিবেচনা করিয়াও বলিতে পারিতেছি না। এক্ষণে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা এই, তাঁহারা আর কত দিন গবর্ণমেণ্টের অর্থ অনর্থ ব্যয় করিবেন? তাঁহারা যদি এই অভিনব বিদ্যালয়ে উৎসাহ বারি সেচন করেন, শীঘ্রই ইহাকে ফলবান দেখিতে পাইবেন। মহাশয়! রাজপুর বিদ্যালয়ের বর্তমান দুরবস্থার বিষয় বর্ণন করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, সে বলিবার নাই যে অগোচরও নাই। উক্ত বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন বাটিটী ভগ্ন হইয়া পতিতপ্রায় হইয়াছে। বিদ্যালয়টী এক শ্মশানভূমি আশ্রয় করিয়াছে। ছাত্রসংখ্যা সমধিক ন্যূন হইয়া গিয়াছে। শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খলাদি উহার অনুরূপ হইয়াছে।

শ্রীঃ—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মণ্ডল	হুগলী	
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক		১৩
ঐ ঐ শ্রীনাথ রায়	কীরপাই	৭
ঐ ঐ বিপিনবিহারি সরকার	ফুটীন	
১২৭৩ অগ্রহায়ণ হইতে ৭৪ কার্ত্তিক		১৩
ঐ ঐ রঘুরাম হালদার	পাত্রসাগর	
১৮৬৬ নবেম্বর হইতে ৬৭ অক্টোবর		১৩
ঐ মহম্মদ হাসেম	বীরভূম	
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর		১৩
ঐ ঐ রামকৃষ্ণ রায় চৌধুরী	মেদিনীপুর	
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ অগ্রহায়ণ		১৩
ঐ ঐ কেদারনাথ মজুমদার	বহরমপুর	
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ অগ্রহায়ণ		১৩
ঐ ঐ ভগবতীচরণ দেব	রঙ্গপুর	
১২৭৩ পৌষ হইতে ফাল্গুন		৩৸০

—:০:—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ মাসের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম দিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ৯ সংখ্যা

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ২ রা মাঘ। ১৮৬৭। ১৪ ই জানুয়ারি | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক … টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩…

বিজ্ঞাপন।

শহর কলিকাতার বড়বাজারে আমার যে কারবারী গদি আছে তাহার কর্ম্মকার্য্য সম্বন্ধে অদ্য হইতে এই নিয়ম সংস্থাপন করা হইল যে, সুতা ইত্যাদি যখন যাহা যে স্থলে খরিদ অথবা বিক্রয় হইবেক, তাহার বাবত যখন যে চিটি ও এগ্রিমেণ্ট ইত্যাদিতে দস্তখত করিতে হইবেক তাহা শ্রীযুক্ত কৈলাসনাথ প্রধান, শ্রীযুক্ত কালীদাস পাঁড়ে ও শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ প্রধান এই তিন ব্যক্তির মধ্যে যখন যিনি উপস্থিত থাকিয়া আমার নাম বকলমে ঐ সকল দস্তখত করিবেন তাহা আমার স্বীয়কৃতের ন্যায় গণ্য হইবেক, ইহা ভিন্ন অপর কোন কর্ম্মকারক কি দালাল ইত্যাদি কোন লোকে যদি কোন রকম খরিদ বা বিক্রয়ের কোন কার্য্য কি কোন রকম দস্তখত করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইবেক, এবং তাহার কোন রকমে দায়ী আমি হইব না, আর ঐ কার্য্যসম্বন্ধে আমার যে কোন রকমের পাওনা টাকা তাহা সেই সকল টাকার বাবত চিঠির পৃষ্ঠে ওয়াশিল না দিয়া কিম্বা উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখত রসিদ না লইয়া কেহ কোন টাকা অপর কোন কর্ম্মকারকদিগকে দিলে কিম্বা আমার দেনা টাকার কোন চিঠিতে উক্ত ৩ ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তির দস্তখতে স্বাক্ষর না হইলে তাহা আমার গ্রাহ্য নহে, এবং আমি তাহার দায়ী হইব না।

শ্রীদ্বারকানাথ মিত্র।

—:•:—

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাধবওস্তাগারের গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের বুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—•—

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি সোসাইটী বিদ্যালয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা ছাত্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আগামী ৭ ই জানুয়ারি উক্ত বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্গের একটী ক্লাস খোলা হইবে। কালেজ ডিপার্টমেণ্টে সাম্‌ঞ্ক ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

রেবরেণ্ড ডবলিউ জনসন বি, এ
" জে, পি, আস্‌টিন এম, এ
" জে, মেলর বি, এ,
ইঁহারা ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

—

ভবানীপুর লণ্ডন মিসনরি সোসাইটী বিদ্যালয়ের কালেজ ডিপার্টমেণ্টে এক জন সহকারী শিক্ষকের প্রয়োজন আছে। অন্যান্য প্রার্থীর অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকেই অগ্রে মনোনীত করা হইবে। রেবরেণ্ড ডবলিউ জনসন বি, এর নিকটে আবেদন করিতে হইবে।

—•—

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা।

—:•:—

নীলামের দ্বারা ভূমি সম্পত্তি এবং নীলকুঠি বিক্রয়।

১। সুবিখ্যাত খাল বোয়ালিয়া কানসরণের অন্তর্গত সমস্ত তালুক পত্তনি দরপত্তনি তা… দোআম কানুন মহল খরিদা বৃত্তি মৌরসি অ… এবং পাত্তাই জমী ও নীল কর্ম্ম চলিতে পা… প্রভৃতি আট কুঠি ও ছোট দুই কুঠি ও মোক… সকলের দুইটি উৎকৃষ্ট পাকা ঘর, সমুদয় ইহা… একলাটে অথবা সুবিধা বুঝিলে পৃথক পৃথ… লাটে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে।

২। সন ১৮৬৭ সালের ১৭ ই জানুয়া… বৃহস্পতিবার দিবা দুই প্রহর একটার সময় খা… বোয়ালিয়ার কুঠি মোকামে নীলাম আরম্ভ হই… যে পর্য্যন্ত সমুদয় বিষয় বিক্রয় না হয় তাব… প্রত্যহ ঐ একই সময়ে নীলাম হইবে।

৩। একক্কালীন সমুদয় নীল কানসরণ অথ… সমুদয় জমীদারী কিম্বা তাহার কতকাংশ আপ… বিক্রয় বিষয়ক দরখাস্ত ও প্রস্তাবাদি ১০ ই জা… য়ারি তারিখ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইবে।

৪। অপর বৃত্তান্ত নিম্ন স্বাক্ষরকারির নিক… তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন;

শ্রীমে আর, সি, হিল সাহেব
বালকোর কোম্পানির বাটী
কলিকাতা।

বিক্রয়ের নিয়ম।

১। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চমূল্য ডাকিবে… তাঁহার নিকট বিক্রয় করা যাইবে। কিন্তু প্রত্যেক… নীলামে বিক্রেতাদিগের কর্ম্মাধ্যক্ষ এক ডাক… ডাকিতে পারিবেন। বিক্রেতার অধ্যক্ষ প্রত্যেক… ডাকের উপর যে পরিমাণ বৃদ্ধি ডাকিতে হইবে… তাহা অবধারণ করিয়া দিবেন। যদি ডাক… সম্বন্ধে কোন বিরোধ উপস্থিত হয় তবে ঐ… বিরোধি ডাকের পূর্ব্বে যে ডাক হইয়াছিল সেই… ডাক হইতে পুনর্ব্বার ডাক হইবে। কেহ কোন… ডাক ডাকিয়া তাহা অপহ্নব কি অস্বীকার… করিতে পারিবেন না।

২। যে মূল্যে ডাক সাব্যস্ত হয় তাহার চতু… র্থাংশের একাংশ … [illegible]

... বিক্রেতার অধিকারে দিবেন এবং ... টাকা নীলামের দিন অবধি দশ ... পরিশোধ করিবেন। তাহা না করিলে ... প্রথম দিবে যে টাকা দেওয়া হিয়া ... তাহা প্রথম বিক্রেতার হইবে। এবং ... বস্তু আপনার ... ... প্রকাশ্য নীলামে ... ... দিলে ... দিতীয় বিক্রয়ে প্রথম ... কমি বা ... যে কিছু ... হয় ... প্রথম জাবেদার ... করিবেন। ... বিক্রেতার ... ... বিক্রয়ের ... ... সমস্ত নিয়মে আবদ্ধ হইয়া একবারে দিবেন।

... যেহেতু বিক্রেতা বাঙ্গাল ইণ্ডিগো ... নির বহুল গ্রহীতার নিকট সন ১৮৬৭ ... সম্পত্তি খরিদ করিবার সময় ... দ্রূপে ভূসম্পত্তি ... হইয়াছিল। ... বুঝিতে হইবেক যে বিক্রেতা ... হইয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সম্পত্তির সম্বন্ধে স্বত্ববান এবং মালিক হইয়াছেন, ... সম্পত্তি সম্বন্ধে পুনরায় কোন দাওয়া ... উত্থান হইবার নহে।

... আবদ্ধ সম্পত্তির দস্তাবেজ কবলা পত্র ... পত্তিদের ... ... মূল ... ... কাগজের ... ... রেজিষ্টরি ... ... আমাদের মূল এবং খরিদ্দারের নাম ... রেজেস্তারি ... ... না।

... পত্তনি দর পত্তনি প্রভৃতি ... ... লওয়া হইয়াছিল তাঁহাদিগের ... দলিল অন্য ... বক্তিদিগের ঐ সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ ... ছিল এমত স্বীকার করিতে হইবেক। ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি ... সেক অনুসারে ... খাজানা পরি- ... ... প্রমাণ ... হইলে ... ঐ সমস্ত পত্তনি দরপত্তনি সংক্রান্ত তাবৎ ... ও নিয়মের ... ... হইবার সময় ... ... সমস্ত ... ... বলিয়া ... পত্তনি প্রভৃতি ও অন্যান্য ... ঐ সমস্ত ... বলবৎ বলিয়া ... করিতে হইবেক।

৬। বিক্রেতাদিগের অন্যান্য বিষয়ের সহিত এক যোগে যে বিষয় বিক্রয় হয় তাহার দস্তাবেজ বিক্রেতা আপন হস্তে রাখিবেন। যে বস্তু সাধারণ রূপে বিক্রয় করা যাইবেক তাহার দলিল বিক্রয়ের পর যিনি অধিক মূল্যে খরিদ করিবেন, ... যিনি প্রধান খরিদদার হইবেন তাঁহাকে সমর্পণ করা যাইবেক এবং বিক্রেতা বা প্রধান ক্রেতা এই উভয়ের মধ্যে দস্তাবেজ যাঁহার নিকট থাকিবে তিনি অন্যান্য খরিদদারদিগের প্রার্থনা মতে তাঁহাদিগের নিকট খরচ পত্র লইয়া মূল দস্তাবেজ ... করা ও তাহার নকল দেওয়ার একরার লিখিয়া দিবেন।

৭। সন ১২৭০। ৭১। ৭২ সালের ওয়াশীল বাকি কাগজের লিখিত যে বকেয়া খাজনা ... প্রজার নিকট পাওনা হয় তাহার ... নগদ বিক্রয়ের দিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে ... সুরত খরিদদার ... ... করিবেন, এবং ঐ বাকী পরিশোধের তারিখ নির্দিষ্ট ... দলিল লিখিয়া দিবেন।

৮। বর্তমান সালের যে খাজানা কস্তাস্তরে ... নিকট পাওনা থাকে তাহার মধ্যে ... ১০ দশ টাকা হিসাবে মিনহ ... সমুদায় টাকা আগামি ১২৭৩ সালের ৩০ চৈত্র অন্যান্য কিস্তিবন্দী হারে খরিদদার বিক্রেতাকে দিবেন।

৯। খত্ত কর্জ্জা ও ডিক্রীর ও নীল ... নকসা ... যে সমস্ত টাকা প্রজা ও অন্যান্য লোকের নিকট পাওনা আছে তাহা বিক্রেতার ... ... সহিত এক যোগে বা পৃথক রূপে বিক্রয় হইবেক।

নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরি সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনপত্র।

... সম্পত্তিতে ... কার্য্য সুবিধা ... সকল রেজিষ্টরি কার্য্যকারকে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই ... বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তাহার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারে ... উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রতিলিপি সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র লেখা যায়, উক্ত কার্য্যকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চিত ... ... প্রার্থনা হইলে সেই ... খরচ দিতে হইবে।

এই প্রকার কার্য হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে তদ্বিষয়ের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ... অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে ... সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে।

প্রতিলিপি রেজিষ্টার জেনরল।

নিম্ন লিখিত নম্বরের নোট হারাইয়া গিয়াছে, যিনি আমার নিকট অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২৫ পঁচিশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

নোটের নম্বর এই—

৬৯৭৬৮

১৯৭৬৯ নং ১০০ টাকার হিং ২০০ টাকা

০৪৫৭১

০৩৭৫৫

০৬২৫৮

০৪৫৬০

০৩৭৬১

০১৭৬৩ নং ৫০ টাকার হিং ১০০ টাকা

সমুদায় ৫০০ টাকা।

শ্রীবিপিনবিহারি সরকার

কুচান বাকসা সবডিবিজনের ইনচার্জ পুলিষ ইনস্পেক্টর।

নিমুখানসামার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	...
নীতিসার (১ ম ভাগ)	।১০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	।১০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা।

কিসমত পরগণে ইসদপুর ওগয়রহ মহালওকক চাকলা ... অন্তর্গত পরগণে মহেশ্বরপাশা যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনিউ বোর্ডের আদেশানুসারী আগামী ১৮৭১ সালের

১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও বিলডাকাতিয়া উপরোক্ত পরগণার অন্তর্গত কিন্তু বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ১২৯৫।৶৫ টাকা। ১৮৭১ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্তের উশুলবাদে বাকি ১৩৩১ [illegible] টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৭১। ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কিশত ২৫ টাকা সরকারী বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বকী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ। পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওকের নিরাপত্ত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইহার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে মহেশ্বরপাশার ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাছনি করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মেনাজারের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপি উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতির লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের মরত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বার্ষিক খাজনার মেকদার ইজারাদারের জামীন দিতে হইবে। যেরূপ জামীন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন রো অফিসিয়েটিংকালেক্টর
যশোহর।

—:•—

কিসমত পরগণে সৈদপুর ওগয়রহ মহালওকর্ফ চারিআনির অন্তর্গত পরগণে খালিষপুর যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধারণে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনিউ বোর্ডের আদেশানুসারী আগামী ১৮৭১ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও লাট আবাদ খালিষপুর ও লাট-সীর্জে প্রাণবল্লভনী ও বিল পাথমা উপরোক্ত পাবনার অন্তর্গত কিন্তু পত্তনী বন্দোবস্তী উক্ত লাট দ্বয় ও বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল ও পত্তনী দুই মহল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির ইজারার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ১০১৫২।৶৮ টাকা। ১৮৭০ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্তের উশুল বাদে বাকি ১৩৩৬৪২ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৭১ সালের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে। ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কিশত ২৫ টাকা সরকারি বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বক্রী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল। এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ পরিষ্কার রূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওকের নিরাপত্ত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইজারার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লেখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (গণে খালিষপুরের ইজারা সম্বন্ধের দরখা লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সা বের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কা ক্টর সাহেব বাছনি করিয়া ইজারাদার স্থির ক বেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালে সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখা হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থা লেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ য হরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকু হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযু বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মেনাজা নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালে শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রা হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবু লতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপী উপরে লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুল তীর লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের মর্ম আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বাৎসরিক খাজনার মেকদার ইজারাদারের জামিন দিতে হইবে। যেরূপ জামিন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তাহা বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্ রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

—০০—

ভারতবর্ষের বিবরণ।

ভারতবর্ষের বিবরণ তৃতীয়বার মুদ্রিত হ য়াছে। এবারে যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

ভূগোল পরিচয়।

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে মানচিত্র সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। সং স্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৶১০ দশ পয়সা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

২ রা মাঘ সোমবার।

ব্যবস্থাপক সভায় বিবেচ্য প্রস্তাব।

ব্যবস্থাপক সভায় নূতন আইন প্রস্তু

...বার সময় উপস্থিত হইতেছে, এই ...দে আমরা একটী বিষয় স্মরণ করা... দিতেছি যে, দ্রব্য সকলের পরিমাণ ...টি কোন প্রকার সাধারণ নির্দ্দিষ্ট ...ণালী যেন নিয়মবদ্ধ হয়। আমরা দে... ...তে পাই কি ধান্য চাউল, কি তৈল ...দি সকল প্রকার দ্রব্যের পরিমাণ ভিন্ন ...ন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ, এমন কি ৩। ...ক্রোশের মধ্যেও এরূপ দেখা যায় ...। ধান্য চাউল আদি মাপিবার জন্য ...লী, পশুরী, কাটা, আড়া, ইত্যাদি ত... ...প্রকার প্রথা বহু স্থানে প্রচলিত; ...বার কোথায় /২ কোথায় /২॥ কো... ...য় /৫ সেরে পালি হইয়া থাকে। ...রের আবার কাঁচি পাকি বলিয়া প্র... ...ন করা হয়। দুগ্ধাদি মাপিবার বিষ... ...ও এইরূপ গোলযোগ আছে। এপ্র... ...র অনিয়ম দ্বারা প্রতারণার পথ বিল... ...া প্রসারিত রহিয়াছে, এবং সমূহ অ... ...ষ্ট সংঘটিত হইতেছে মনে কর কোন ...নে কিরূপ শস্য জন্মিয়াছে, ও তাহা ...প্রকার মূল্যে বিক্রীত হইতেছে গব... ...মেন্টের ইচ্ছা হইলে ঠিক্ জানিবার ...পায় নাই। বিশেষতঃ বিক্রেতারা ...পনাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মাপ ...খিয়া থাকে, এবং সুযোগ বুঝিয়া ...তাদিগকে প্রবঞ্চনা করিতে ত্রুটি ...র না। যদি সর্ব্বত্র এক প্রকার পরি... ...। নির্দ্দিষ্ট হয় এবং গবর্ণমেন্টের কর্ম্ম... ...রিগণ সময় সময় আপনারা অনুসন্ধান ...রেন তাহা হইলে প্রস্তাবিত অনিষ্টের ...রণ হইতে পারে।

...মিশ্রিত দ্রব্য বিক্রয় আর একটী ...ন অনিষ্টের মূল। এদেশের বিক্রে... ...রা সরু চাউলের সহিত মোটা চাউল, ...তনের সহিত নূতন, দুগ্ধের সহিত ..., লবণের সহিত মাটী, ময়দার সহিত ...লের গুঁড়ি মিশ্রিত করিয়া প্রায় ...পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে কেবল দ্রব্যের প্রতারণা নয়, স্বাস্থ্যেরও হানি ঘটিয়া থাকে। অতএব কৃত্রিম দ্রব্য কেহ বিক্রয় করিতে না পারে, এনিমিত্ত গবর্ণমেন্টের লোকদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। দণ্ডবিধিতে এরূপ স্থলে কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনুসন্ধান অভাবে তাহা নামমাত্র রহিয়াছে কোন ফলোপধায়ী হইতেছে না।

—:•:—

এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদিগের কর্ত্তব্য।

দেশের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা বিদ্যার প্রভাবে স্থিরীকৃত হয়, এবং দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি বিদ্যার উপরেই নির্ভর করে, ইহা আমাদিগের এক প্রকার বিশ্বাস। এই জন্য এদেশে বিদ্যার যতই প্রচার হইতেছে, কৃতবিদ্যের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা সমাজের প্রকৃত উন্নতি ততই প্রত্যাশা করিয়া থাকি। কিন্তু আমরা কি আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইতেছি? এ বিষয় একবার চিন্তা করিলে নিতান্ত বিষাদগ্রস্ত হইতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কত ছাত্র উত্তীর্ণ হইতেছেন, কত ছাত্র মহৎ মহৎ উপাধি লাভ করিয়া প্রধান পদ সকলে অভিষিক্ত হইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা স্বদেশের শুভোদ্দেশে কত চিন্তা বা কত ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকেন?

আমাদের যুবকেরা পাঠদশাতে উৎসাহশীল থাকেন, পঠদ্দশাতে স্বদেশীয়দিগের দুঃখে দুঃখিত হন, এবং তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধনার্থ বহুশঃ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তাঁহাদিগের অনেকের আর সে ভাব লক্ষিত হয় না, তাঁহারা স্বার্থপর হইয়া পড়েন এবং স্বীয় পরিজনের সুখসাধন করিয়াই আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। যেমন স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়া অনেক অকৃতজ্ঞ পুত্র স্বীয় জনক জননীর দুঃখে উদাসীন হন, আমাদিগের দেশীয় অনেক কৃতবিদ্য সেইরূপ আত্মসুখে রত হইয়া জননী জন্মভূমির প্রতি হতাদর হইয়া থাকেন।

শিক্ষিতেরা কেবল বহুল পরিমাণে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশকে দান করিতে পারিলেই কৃতজ্ঞ হন, নচেৎ নয়, আমরা এরূপ বলি না। অশিক্ষিতেরাও ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে, অশিক্ষিতেরাও সময়ে সময়ে সাধু কার্য্যে দান করিয়া থাকে। শিক্ষিতদিগের নিকট আমাদিগের প্রত্যাশা অধিক। তাঁহারা শিক্ষিত জ্ঞানের রক্ষণ এবং উন্নতি সাধন করিয়া স্বদেশের শূন্য জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন, তাঁহারা এক এক জন সাধু চরিত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া জাতীয় অপকলঙ্ক দূরীকৃত করিবেন, তাঁহাদিগের পরিশ্রম, উদ্যম, সাহস ও একতা দেখিয়া অশিক্ষিত অলস, ভীরু ও কলহপ্রিয় লোক অনুকরণ করিতে শিখিবে এবং তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ক উন্নতির পতাকা ধারণ করিয়া ইতরেতরদিগকে আপনাদের অনুযাত্রী করিয়া চলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই প্রকার আশা। ইহা হইলেই সর্ব্বপ্রকার হীনতা অপসারিত হইয়া জাতীয় গৌরব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয় এবং হিন্দু জাতি জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

কিন্তু আমরা শিক্ষিতদিগের কি বিসদৃশ ব্যবহার দেখিতে পাই! সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া অনেকে পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞান ভুলিয়া যান, এবং অধ্যয়ন ও আলোচনার সহিত এককালে সম্পর্ক পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের স্বভাব ক্রমশঃ দূষিত হইতে থাকে, এবং তাঁহারাও জাতীয় দোষ সকলের আধার হইয়া পড়েন। এই জন্যই এত দিন গত হইল, তথাপি এদেশীয়দিগের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা এবং স্বাধীন প্রতিভার এত [illegible] দেখা যায়।

এবৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্প কল স্বরূপ যে সকল ছাত্র বিনির্গত হইতেছেন, আমরা দেখিতেছি, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ আইন কেহ চিকিৎসা, কেহ শিক্ষকতা এবং কেহ অন্যবিধ বৈষয়িক কার্য্যে জীবনযাপন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে কার্য্যের ব্রতী হউন, তাঁহাদের সকলের প্রতি আমাদের বক্তব্য, যেন তাঁহারা স্বার্থের সহিত স্বদেশার্থ কর্ত্তব্য স্মরণ রাখেন, কেবল স্মরণ নয়, পূর্ব্ব হইতে তজ্জন্য যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করেন। প্রত্যেকেই যেন আপনাকে এক একটী বিশেষ কার্য্য সাধনের জন্য ভারগ্রস্ত বিবেচনা করেন, এবং তাহা সাধন করিয়া স্বদেশীয়দিগের আশীর্ব্বাদের পাত্র হন।

আমাদিগের দেশে এখনও অভাবের অন্ত নাই। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই ক্ষেত্র প্রসারিত রহিয়াছে, পরিশ্রমী কৃষকের হস্ত প্রতীক্ষা করিতেছে। কেহ স্বদেশীয়দিগের শারীরিক বল বীর্য্যের জন্য চেষ্টা করুন, কেহ তাহাদিগের জ্ঞানোন্নতি সাধন করুন, কেহ তাঁহাদিগের ধর্ম্মক্ষুধা পরিতৃপ্ত করিয়া অন্তরকে বিশুদ্ধ এবং বলিষ্ঠ করুন, এবং কেহ বা শিল্প সাহিত্যের পুষ্ট পূর্ণ করিতে থাকুন। বিদেশীয় সভ্য জাতীয়দিগের দোষ ভাগ যেন কেহ স্পর্শ না করেন এবং তাঁহাদিগের সদ্গুণ সকল আপনাদিগের প্রকৃতির সহিত মিলিত করিয়া তাহার শোভা ও উন্নতি বিধান করিতে পারেন। ভারতবর্ষের কল্যাণ উষা এখন উদ্ভাসিত হইতেছে এখন আর অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। শুভ উদ্দেশে যিনি যত পরিশ্রম করিবেন, তিনি তত্তই সাফল্য লাভ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

এতদ্দেশীয় রাজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

স্বদেশীয়দিগের সহায়তায় যত দূর সুখ লাভ হইতে পারে, এতদ্দেশীয় রাজগণ তাহা ভোগ করিতেছেন। ভারতবর্ষীয়গণ এক বাক্যে এতদ্দেশীয় রাজাদিগের অস্তিত্ব রাখিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। তাঁহারা আপন আপন রাজ্যের অভ্যন্তরস্থ শাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেন সর্ব্বসাধারণ সর্ব্বদা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকেন। বিদ্রোহের সহিত এতদ্দেশীয় রাজ্য আত্মসাৎ করিবার রাজনীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় রাজগণ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদিগের উপরে এক্ষণে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অত্যাচার করিবার উপায় নাই, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টকে সাধারণের নিকটে নিন্দিত হইতে হয় এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ গৌরবের বিষয় এই যে, তাঁহারা এবিষয়ে সাধারণ মত শিরোধার্য্য করেন। সামান্যতঃ, ইংলণ্ডীয় সর্ব্বসাধারণ, বিশেষতঃ জন ডিকেন্সন সাহেব প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহারের পোষকতা করেন। যে সকল রাজবংশের আর রাজত্ব নাই, তাঁহারাও স্বচ্ছন্দতা ও যথেষ্ট বৃত্তিভোগ করেন এ বিষয়ে দ্বিমত নাই। ইংলণ্ডেশ্বরীর ঘোষণা এতদ্দেশীয়দিগের প্রধান সনন্দ, রাজ্ঞীর ইচ্ছা তাঁহার কথার বিরুদ্ধ একটী কাজ না হয়, এই জন্য (যদি আমাদিগের সংবাদ সত্য হয়) রাজ্ঞী নিজে উদ্যোগী হইয়া মহীসুর নিজ রাজাকে প্রত্যর্পণ করিতেছেন। রাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার ঔদার্য্য ও ধর্ম্মশীলতা বিখ্যাত, এটি এমত বিস্তৃত রাজ্যাধিকারিণীর পদের উপযুক্ত কাজ, তথাপি টৌরি মন্ত্রিবর্গ ভারতবর্ষেশ্বরীর এ কার্য্যের অনুমোদন করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১৮৫৮ অব্দের ঘোষণাপত্র তাঁহাদিগে
দ্বারা লিখিত হয়, কার্য্যতঃ তাঁহারা এত
সুসারে কাজ করিতেছেন।

মহীসুর প্রত্যর্পিত হইবে এবং
হাতে ভারতবর্ষস্থিত নীচাশয় উপ
বেশিসংস্কার বিশিষ্ট ইউরোপীয়গ
যাহা বলুন এবং মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষী
গবর্ণমেণ্ট এই নীচ শ্রেণীর কোলাহ
যাহা করুন না কেন, এতদ্দেশীয় রাজ
অবশ্যই বুঝিবেন যে, ইংলণ্ডেশ্বরী, তদ
মন্ত্রিগণ, মহাসভা এবং ইংলণ্ডীয় স
সাধারণ কখন অকারণে রাজাদিগে
স্বত্ব লোপ করিবেন না। "যত কা
সুশাসন ও প্রভুভক্তি প্রদর্শিত হই
তত দিন ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাদিগের স্ব
অব্যাহত রাখিবেন" এটি কেবল মুখে
কথা নহে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদনুসা
কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন
এক্ষণে রাজগণ যে প্রকার আশা কর
যে তাঁহারা চিরকাল অবাধে পুত্র প
ত্রাদি ক্রমে পৈত্রিক রাজ্য ভোগ ক
বেন, সেই প্রকার গবর্ণমেণ্ট ও সর্ব্বস
রণ প্রত্যাশা করেন যে, প্রজাদিগে
সুখ বর্দ্ধন করিয়া তাঁহারা আপন আ
পদের উপযুক্ত হইবেন। যথেচ্ছাচা
সময় অতীত হইয়াছে, এক মজুরও এ
জিজ্ঞাসা করে "কোন্ আইনে অ
বাজ হইল?" আপন আপন রাজ
লিখিত আইন, শিক্ষিত ও সৎ বিচ
পতি এবং উৎকৃষ্ট বিচার প্রণালী
হাতে হয় রাজাদিগের তাহা করা
র্ত্তব্য। "রাজা নিজে প্রত্যহ বিচার
লেন" "নিজে আবেদন শ্রবণ ক
লেন" এগুলি প্রাচীনকালে ভাল সা
ত। এক্ষণকার সভ্যতম সময়ে পরিশ
বিভাগ অনুসারে প্রত্যেক কার্য্যের
শিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে দেওয়া উচিত
ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যে সকল অ
করিতেছেন, যত দূর সঙ্গত সেই স

...ধাইন এতদ্দেশীয় রাজ্য সমূহে এচ...লিত করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ...প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও সাধারণহিত...কর কার্য্য রাজশাসনের এক প্রধান ...অংশ। রাজগণ অদ্যাবধি পূর্ব্বে যে সং...কার থাকুক না কেন, তাহারা ঈশ্বর ...অর্পিত এবং প্রজাগণের। যাঁহাদি...গের সুখ বর্দ্ধনার্থ নিযুক্ত হইয়াছেন, এ সং...স্কার ক্রমে বিনষ্ট হইতেছে নাই, এবং অতি ...শীঘ্র ইহা সাধারণ সম্পত্তি হইবেও অপ...নীত হইবে। এতদ্দেশীয় রাজাদিগের ...র দোষ আছে যে তাঁহারা সাধারণ ধনা...গার হইতে যত আবশ্যক অর্থ ব্যয় ক...রেন, তাঁহাদিগের ধনে কুলাইয়ে ধন...ব্যয় হয়। এবিষয়ে সাধারণতঃ সকল রা...জার দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় ...রাজাদিগের অনুসরণ করা উচিত। ত...দর্থে প্রতি বৎসর রাজ্যের আয় বিবেচ...নায় রাজার নিজ ব্যয়ের জন্য কতক ...টাকা দেওয়া হয়, ইহার ভিতরে তাঁহাকে ...সকল ব্যয় করিতে হইবে। ইংলণ্ডের ...৭ কোটি টাকা আয়, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরী ...জ ব্যয় স্বরূপ ৩৬ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ...প্রতি কোটিতে অর্দ্ধ লক্ষ টাকা মাত্র ...লইয়া থাকেন। জয়পুরের রাজার নিজ ...য় প্রতি বৎসর ১৫ লক্ষ টাকা হইবে। ...রাজাদিগের বর্ত্তমান অপরিমিত ব্য...য়প্রণালী পরিত্যাগ করা উচিত। সং...ক্ষেপে তাঁহাদিগকে আইনের ভৃত্য হইয়া ...সকল প্রজাদিগের মঙ্গলার্থ নিযুক্ত ...থাকিতে হইবে। ইটালীতে পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ...ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, কিন্তু সমুদায় দেশ ...এক্ষণে বিক্টর ইমানিউএলের অধীনস্থ। ...ইংলণ্ডেশ্বরী সমুদায় ভারতবর্ষের অধি...ষ্ঠাত্রী, রাজগণ তাঁহার প্রজা মাত্র ...বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন প্রণালী প্রায় ...সর্ব্বতোভাবে এতদ্দেশীয় প্রণালী অ...পেক্ষা উৎকৃষ্ট। এমত স্থলে যদি রাজ...গণ উক্তমরূপে শাসন না করেন তাহা হইলে টাস্কানি, মোডিনা প্রভৃতির রাজকুমারদিগের পথ তাঁহাদিগকেও দেখিতে হইবে। বিশেষ আহ্লাদের বিষয় ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি রাজ্য সমূহের রাজগণ দৈনন্দিন উন্নতি সাধন করিতেছেন, কিন্তু বন্দার রাজার ন্যায় বাতুল ও ভাওলপুরের ভূতপূর্ব্ব নবাবের ন্যায় অযোগ্য শাসনকর্ত্তাও আমরা দেখিতেছি। এতদ্দেশীয় রাজা হইলেই সর্ব্বসাধারণ তাঁহার সহায়তা করিবে, এআশা দুরাশা। যত দিন রাজগণ সুশাসন করিবেন, তত দিন আমরা তাঁহাদিগের সহায়তা করিব—আর না। অতএব আমরা তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতেছি যাহাতে তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের নবাব সাজেন ন্যায় যথার্থ শ্রদ্ধাস্পদ হন সে চেষ্টা করেন। রাজ্যের উন্নতি তাঁহাদিগের অস্তিত্বের এক মাত্র প্রতিভূ, যিনি ইহা ভঙ্গ করিবেন, তাঁহাকে ইহার বিষময় ফলও ভোগ করিতে হইবে।

বঙ্গভাষা।

দশ বারো বৎসরের মধ্যে বঙ্গভাষার যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইতিপূর্ব্বে ইহাকে ভাষা বলিয়া গণনা করা যাইত না, কিন্তু ইতিমধ্যে ইহার অনেকগুলি সাহিত্য গ্রন্থ, ব্যাকরণ, ভূগোল, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে, ইহাতে নানারূপ শিক্ষা এক প্রকার চলিতে পারে বলা যায়। কিন্তু বঙ্গভাষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ইহার এখনও অনেক হীনতা ও অভাব আছে। গবর্ণমেণ্টের উৎসাহে ইহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এখনও গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না পাইলে ইহার ভাবী উন্নতি পক্ষে অনেক আশঙ্কা হয়। সত্য বটে দেশহিতার্থী অনেক মহাত্মা বঙ্গভাষার পুস্তক সকল বিরচনার্থ বহুল পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদি তাঁহাদিগের সহকারিতা না করিত তাহা হইলে সে পুস্তক সকল প্রচার এবং তদ্দ্বারা ভাষার প্রতি সাধারণের অনুরাগ অনেক ন্যূন দেখা যাইত সন্দেহ নাই। এমন কি অনেক পুস্তক মূলেই লিখিত হইত না।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে সংস্কৃতের প্রবর্ত্তন অবশ্যই আনন্দকর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বঙ্গভাষার উন্নতির যেরূপ প্রত্যাশা আছে, অবনতিরও সেইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। সংস্কৃত বঙ্গভাষার জননী এবং সংস্কৃত হইতে বঙ্গভাষার কলেবর পুষ্টি হইয়াছে বলা যায়, সুতরাং সংস্কৃতের আলোচনা বৃদ্ধি হইলে বঙ্গভাষারও শ্রীবৃদ্ধি কেন না হইবে? কিন্তু উক্ত বিদ্যালয় সকলে বঙ্গভাষার আর প্রবেশাধিকার রহিল না। ইহা এখন নিকৃষ্ট ভাষারূপে নিম্নস্থ বিদ্যালয়েই চলিত রহিল। এখন ইহাতে অল্পবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষোপযোগী পুস্তকই অনেক রচিত হইবে, পাঠকাব সম্পন্ন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল প্রচারের সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু শেষোক্ত প্রকার গ্রন্থ সকল বিরচিত না হইলেও ভাষার সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে না।

সংবাদ পত্রাদি ভাষার শ্রীবৃদ্ধির অন্যতর উৎকৃষ্ট উপায়। বঙ্গভাষাও ইহার নিকট প্রথম হইতেই ঋণী। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এদেশে বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের তাদৃশ আদর হয় না এবং তাহার গ্রাহক ও উৎসাহ দাতা অল্প দেখা যায়। এই জন্য সংবাদপত্র সকল অকালে বিলয় প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ সাময়িকপত্র সকল যদি রীতিমত চলিতে পারে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ভাষার সমুদায় অভাব পূর্ণ হইয়া যায়।

বঙ্গভাষার উৎসাহ বিধানার্থ গবর্ণমেণ্টকে আমরা বলিতে পারি যে আদালত সকলে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধ বাঙ্গলা প্রচলিত করুন। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে এত দিন উদাসীন আছেন ইহা সাতিশয় ক্ষোভের বিষয়। যে বাঙ্গলা লইয়া গবর্ণমেণ্টের কাজ কর্ম্ম চলে তাহা যে কি বিচিত্র ভাষা কিছুই বলা যায় না। কেহ যদি কলিকাতা নগরীর ও তাহার উপনগরী সমূহের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত গলির মাথের এবং প্রকাশ্য গৃহাদির নিদর্শন ফলক পাঠ করিয়া যান, তাহা হইলে দেখিতে পান যেন বঙ্গভাষাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য সেই সকল অঙ্কিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ্য স্থলে বঙ্গভাষার এপ্রকার অবমাননা কখনই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না, ইহা দেখিয়া স্বদেশীয় ভাষাপ্রিয় ব্যক্তির হৃদয় অবশ্যই ব্যথিত হয়। কিন্তু এসকল অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারিদিগের কার্য্য এবং গবর্ণমেণ্টের অনবধানতা ইহা নিবারণ না হইবার কারণ। ত্বরায় এ সকলের সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক। ইহা হইতে যখন আদালতের বাঙ্গলার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন ত তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকার দেখিয়া কম্পিত হইতে হয়। যাহা হউক, যদিও ইংরাজী লইয়া গবর্ণমেণ্টের অধিক কাজ, কিন্তু যে বাঙ্গলা চলিত থাকে তাহা বিশুদ্ধ হইলে বঙ্গভাষার অনেক গৌরব বৃদ্ধি হয়।

মাতৃভাষার প্রতি আমাদিগের দেশীয় লোকদিগের যত্ন ও অনুরাগের শৈথিল্য, তাহারই জন্য আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হয় কিন্তু স্বদেশীয় ভাষার প্রতি তাঁহাদিগের সম্যক্ প্রীতি থাকিলে ইহার উন্নতির সহস্র উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে। তাঁহারা কথোপকথন, লিপি লিখন এবং গ্রন্থ রচনা কালে বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিতে পারেন। বিশেষতঃ আমাদিগের স্ত্রীলোকদের শিক্ষা যাহাতে বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণরূপ হয় তাহারও উপায় করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভাষার উন্নতি হইয়াছে, বঙ্গভাষারও সেই প্রকার হইতে পারে। দেশীয় ব্যক্তিগণ যেন মনে না করেন যে কেবল ইংরাজী, কি সংস্কৃত, কি অন্য কোন ভাষা দ্বারা বঙ্গভাষার অভাব পূরণ হইতে পারে, কখনই না। বঙ্গভাষার উন্নতির উপর আমাদিগের সামাজিক উন্নতি অনেক নির্ভর করিতেছে এবং আমাদিগের সামাজিক উন্নতির পরিচয় বঙ্গভাষা দ্বারাই প্রকাশিত হইতে পারে।

———:০:———

ভূমির আইন সংগ্রহ।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজস্ব ভূমি হইতে আদায় হয়, কিন্তু ভূমি সম্বন্ধীয় আইন এদেশে যেমত জটিল এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আমাদিগের কর প্রণালীর মূল অশুদ্ধ, ইহাতে দরিদ্র কৃষককে অধিকাংশ ভার বহন করিতে হয় ধনিশ্রেণী সামান্য কর দিয়া রক্ষা পান। তথাপি যে ভূমি রায়তের এক মাত্র লক্ষ্মী, সেই ভূমির উপরে তাহার অধিকার অস্থায়ী ও অনিশ্চয়। হয় ত জমীদার মনে করিলে উঠাইয়া দেন, যাহাদিগের দখলী স্বত্ব আছে সময়ে সময়ে বর্দ্ধিত কর দিতে না পারিলে তাহাদিগকেও উঠিয়া যাইতে হয়। আবার প্রধানতম বিচারালয়ের সিদ্ধান্তে গোলযোগ আরও বৃদ্ধি করিতেছে। একে আইন ঘটিত গোলযোগ, তদুপরি বিচারালয় সময়ে সময়ে আত্মবিপরীত বিচার করিয়া আরও অনিষ্ট করেন। ১২ বৎসর অধিকার করিলে দখলী স্বত্ব হইল। প্রধানতম বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিলেন এনিয়ম কেবল কৃষি ভূমিতেই খাটে। বাস্তু ভূমিতে দখলী স্বত্ব হয় না। আমরা এই জন্য মধ্যে মধ্যে আক্ষেপ করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলাম ভূমি সম্বন্ধীয় আইন সকল ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনের ন্যায় সংগৃহীত করা অতি কর্ত্তব্য হইতেছে। ভূমির আইন সম্বন্ধে এক্ষণে এত বিশৃঙ্খলা এবং অনিশ্চয়তা দেখা যাইতেছে, যে জমীদার আমাদিগকে পৈত্রিক ভিটা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন কি না ইহা আমরা জানি না, ব্যবহারাজীবদিগকে উদ্বেগ দূরীকরণার্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও তুষ্টিকর উত্তর দিতে সমর্থ হন না।

আমরা পূর্ব্বোক্ত গোলযোগের এক উদাহরণ দিতেছি উপনগরের মাণিকতলা অবধি শিয়ালদহ পর্য্যন্ত যে ভূমি আছে তাহা মৃত রাজা নৃসিংহ রায়ের নিষ্কর তালুক ছিল। ১৮৪১ অব্দে গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিয়া রাজার সহিত ২০ বৎসরের জন্য আয়মাতোল বন্দোবস্ত করেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে রাজাকে উপস্বত্বের অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্টকে দিতে হয়। রাজা নৃসিংহ এই ক্ষতি সহ্য করেন, তিনি প্রজাদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রজাদিগকে পীড়ন করিয়া এই টাকা আদায় করা তাঁহার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তিন বৎসর হইল তাঁহার পুত্র কুমার রাজকুমার রায় প্রজাদিগের নিকটে বৃদ্ধি চাহিয়া নালিশ করেন। প্রজারা ২০ বৎসরের অধিক কালের এক হারের দাখিলা বাহির করে। জমীদার জমাওয়াশীলবাকির কাগজ নাই বলেন, এবং বিরুদ্ধ কোন প্রমাণ দিতে পারেন নাই, অতএব প্রজাদিগের মকররি সপ্রমাণ হওয়াতে কালেক্টর, জজ ও প্রধানতম বিচারালয় "কর বৃদ্ধি হইতে পারে না" সিদ্ধান্ত করেন। এক মকদ্দমায় প্রধানতম বিচারালয় স্পষ্টাক্ষরে বলেন জমীদার গবর্ণমেণ্টকে ঠকা-

ছিলেন বলিয়া প্রজাগণের নিকটে
স্বর টাকা লইতে পারেন না কু-
রাজকুমার রায় তাহাতে সন্তুষ্ট না
দেওয়ানী আদালতে পুনর্ব্বার না-
করেন। ২৩ নিশ্বাস প্রধান সদর
ন বাবু ঈশান চন্দ্র দেব প্রজার পক্ষ
স্বর স্বীকার করেন, প্রজার কর
হয়, তিনি এমত আইন দেখেন না,
নি " যুক্তি অনুসারে " তিনি
া দিয়াছেন যেপর্য্যন্ত জমীদারের
বৃদ্ধি হইয়াছে সেই পরিমাণে প্রজার
দেওয়া উচিত। প্রধান সদর আমী
এ মকদ্দমা গ্রহণের আবশ্যক ছিল কি
আইন না থাকিলে যুক্তি অনুসারে
ডিক্রী দিতে পারেন কি না, এবি
আমরা এক্ষণে কিছু বলিব না, এবি
আপীল হইয়াছে, জজ শীঘ্র ইহার
ত্তি করিবেন।

কিন্তু একটি বিশেষ গোলযোগ দেখা
হেছে। জমীদারের স্বত্বের পরিবর্ত্ত
ন কি পরিমাণে প্রজার স্বত্ব পরিবর্ত্ত
এবিষয়ের কোন আইন নাই, অথচ
লইয়া অনেক মকদ্দমা ও অর্থ ব্যয়
তেছে। মাণিকতলা অবধি শিয়ালদহ
ক বিস্তর বাটী, কারখানা ও গোলা
ছ, জমীদারের গোলযোগে সকলে
ক হইয়াছেন এবং সম্পত্তির মূল্য
ক কমিয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল সর
ক্টের। প্রজাদিগের কেউ কম গবর্ণমে
এমত ইচ্ছা নহে যে জমীদারের
পূরণ করিতে প্রজারা বাস্তুহীন হয়
ন্যায় ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কিন্তু আই
গোলযোগ থাকাতে কিছুই হই-
হয় না। আমরা এক উদাহরণ প্রদর্শন
লাম, এপ্রকার অনেক স্থানে হই-
ই। এই সকল কারণে কুটির আইন
হীত করা অতি আবশ্যক। এক
জমীদারের অনুগ্রহে এক স্থান
কী জানিয়া তাহাতে সহস্র সহস্র
টাকা ব্যয় করিয়া বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিলেন, বাকী খাজনার জন্য জমীদারী নীলাম হইল তাঁহার এত ব্যয় মিথ্যা হইল। অথবা লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইল, কুমার রাজকুমার রায়ের ন্যায় জমীদার প্রজাকে বাস্তুহীন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এবিষয়ে স্পষ্ট আইন থাকিলে গোলযোগ হয় না। বাস্তু এদেশের লোকের জীবনের সমান। জমীদার মনে করিলে ইহা কাড়িয়া না লইতে পারেন এমত স্পষ্ট আইন অতি আবশ্যক।

মিস মেরি কার্পেণ্টরের প্রতি ইংলিসম্যানের অন্যায় অনুযোগ।

মহানুভবা মিস কার্পেণ্টর ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশ প্রতিগমনকালে সর সিসিল বীডনকে এক পত্র লেখেন। তাহাতে বলিয়াছেন " হিন্দুবালিকারা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে সর্ব্ব বিষয়ে ইংরাজ রমণীদিগের তুল্য এবং কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট হইতে পারেন, ইহা আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। " ইংলিসম্যান এ কথা সহ্য করিতে পারিবেন কেন? তিনি মিস কার্পেণ্টরকে নির্ব্বোধ বলিয়া এক প্রস্তাব লিখিয়াছেন। তিনি বলেন ইংলণ্ডীয়দিগের উদারতা দৌরবীক্ষণিক। তাঁহারা নিকটের গুণ দেখিতে পান না, দূরের গুণকে বৃহৎ করিয়া দেখেন। কিন্তু তিনি আবার বলেন যে মিস কার্পেণ্টর সে শ্রেণীর লোক নন, ইনি স্বদেশীয় দীনগণের সহিত বিলক্ষণ পরিচিত এবং তাহাদিগের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। তবে মিস কার্পেণ্টর কি জন্য এরূপ উক্তি করিলেন? আপাততঃ তাঁহার বাক্য যেন কিছু অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় কেননা তিনি দুই দিনের মধ্যে এতদ্দেশীয়দিগের প্রকৃতি কিরূপে অবধারণ করিলেন। কিন্তু জ্ঞানী ও বহুদর্শী লোক এক বার কটাক্ষপাত করিয়া যে বিষয় বুঝিতে পারেন, অল্প বুদ্ধি ব্যক্তি বহুদিনেও তাহা জ্ঞাত করিতে পারে না। বস্তুতঃ হিন্দুরমণীরা কিছুমাত্র শিক্ষালাভ না করিয়া এবং শত সহস্র কুসংস্কার শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিয়াও যেরূপ বুদ্ধিমত্তা ও সদ্বিবেচকতা প্রকাশ করেন তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা আরও দেখিতেছি তাহাদের শিক্ষার জন্য অল্প যত্ন করিলে আশাতীত ফললাভ করা যায়। এসকলই আমাদের প্রত্যক্ষ। এক মূর্খ হিন্দু স্ত্রীকে যে সকল সদ্গুণে বিভূষিত দেখা যায় এবং সে পরিবারের সুখ সাধনের যেরূপ উপযোগিনী, ইংরাজ রমণী অধিক সভ্যা হউন, কিন্তু এ সকল নৈসর্গিকগুণে যে বড় শ্রেষ্ঠ হইবেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। মার্শক্রক এবং তাঁহার সহোদর দুই এক জন ইংরাজ ভিন্ন সকলেই ত হিন্দুমহিলাদিগের প্রকৃতি ও ব্যবহার দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। এখন ইহার উপর যদি সুশিক্ষালাভ হয় তাহা হইলে হিন্দুরমণীরা যে কতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে বলিবার নহে। আমরা ইতিমধ্যে দুই একটী সদ্গুণসম্পন্না সুশিক্ষিতা কামিনীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া যথেষ্ট পরিতোষলাভ করিতেছি, এখনও উন্নতির সূত্রপাতমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব মিস কার্পেণ্টরের বাক্য যে অযৌক্তিক তাহা কি প্রকারে সপ্রমাণ হইল?

ইংলিসম্যান উপসংহারস্থলে লিখিয়াছেন যে চিত্র ব্যাঘ্রের শরীর নিরঙ্কিত হইতে পারে এবং কাফ্রির কৃষ্ণচর্ম্ম শুভ্র হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুরমণীর ইংরাজ স্ত্রীদিগের সমকক্ষ বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়া সুদূর-পরাহত। এ কথাটিও তাঁহার না বলিলে নয় যে হিন্দুদিগের প্রতি তাঁহার কোন প্রকার কুসংস্কার বা বিদ্বেষ ভাব নাই। তাঁহার বংশেরই তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক [illegible]

বিক, এজন্য আমাদিগের সুযোগ্য সহযোগী কেন আমরা বুঝিতে পারি না, কিন্তু এদেশীয় রমণীদিগের বর্ত্তমান হীনবস্থা দেখিয়া তিনি যেন এরূপ সংস্কার-পরায়ণ না হন যে তাহাদের প্রকৃতিগত অপরিবর্ত্তনীয় দোষ আছে, তাহাদের উদ্ধারের পথ নাই এবং সুশিক্ষা দ্বারা তাহারা ইংলণ্ডীয় মহিলাদিগের সমতুল্য হইতে পারে না।

কীর্ণহারস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এবার এপ্রদেশে বিলক্ষণ ধান্য জন্মিয়াছে, কৃষকগণেরা সর্ব্বতোভাবে ক্ষেত্র হইতে ঐ সকল ধান্য সংগ্রহণ করিয়া গৃহে আনিয়াছে, এক্ষণে তাহাদের স্ফূর্ত্তির অধিক কথা এখানে কি। কিন্তু যে সেই ধান্য শেষ হইতেছে, ক্রমাগত মহাজনগণের তীব্র দৃষ্টি না পড়িলে তাহারা এবৎসর পরমাহ্লাদে অতিবাহিত করিতে পারিবে।

২। লাভপুর ডিবিজনের ইনস্পেক্টর মহম্মদ হামীদ ফিকা সর্ব্বদা কার্য্যে যথোচিত পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার কার্য্যদক্ষতাগুণে এক্ষণ এখানে মন্দ ঘটনা প্রায় সংঘটিত হইতেছে না। সর্ব্বত্রে পুলিষ এইরূপ হইলে বোধ হয় পুরাতন পুলিষের অখ্যাতি লোকে শীঘ্রই বিস্মৃত হইয়া যায়।

৩। ১৭ ই পৌষের সোমপ্রকাশে বৈদ্য ও বৈদ্য শাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমি পরম আহ্লাদিত হইয়াছি, এ বিষয়ে শীঘ্রই রাজ প্রতিনিধির দৃষ্টি দেওয়া উচিত। পরন্তু আমাদের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর অনভিজ্ঞ মূর্খ চিকিৎসকের হস্ত হইতে রক্ষার্থ এদেশীয় অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের চিকিৎসা নিবারণের যদি কোন আইন করা যাইতে পারে, তাহা হইলে এদেশের মঙ্গলের সীমা থাকে না। তিনি নিশ্চয় জানিবেন, হাতুড়ে বৈদ্যের চিকিৎসায় এদেশে যত লোকের জীবন নষ্ট হয়, হত্যা বা সংক্রামক রোগে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হয় না। উলাউঠায় দুর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু সংখ্যা কোথায় থাকে! গঙ্গাযাত্রার ত কথাই নাই!!!

কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

১। কিয়দ্দিন গত হইল, পাতেলোয়ার নিবাসী এক জন ভদ্রলোক কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে স্থানান্তর হইয়া ঢাকা হইতে গৃহে গমন করিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত গমনোন্মুখ হইয়াছিলেন। তাঁহারা পাস্কেতে গমন করিতে না করিতেই রজনী সমাগত হয়। অতএব এরূপ দেখা গেল যে এক ক্ষেত্রে পাদক্ষেপ মাত্র হইবামাত্র ভূমিতলে পড়িয়া যান। ক্রমে ঐ স্থানে উপবেশন করে। প্রভু অত্যন্ত অধিক ছিলেন এবং গাত্রে শীতবস্ত্রও তাদৃশ উত্তম ছিল না সুতরাং তাহাকে রক্তের মৃত্যু হয়। আপনারী সত্য ও সংবাদ ও চমৎকার অধিক সন্দেহ নাই।

২। বহু দিন হইল, ইনকম টাক্স রহিত হইয়াছে, কিন্তু শুনিতেছি এ দেশের এ অঞ্চলীয় জমীদারগণ আজিও প্রজাগণের নিকট হইতে টাকায় এক আনা করিয়া কর গ্রহণ করিতেছেন। আশ্চর্য্য এই যে, ইনকম টাক্স শতকরা দুই টাকা হারে ছিল, জমীদারদিগের স্থানে শতকরা ষোল টাকা আদায় হইতেছে। জমীদারদিগের কোষ পূর্ণ এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে।

৩। এক দিবস রাত্রিযোগে কাশির পাগলা নামক গ্রামে একটী অল্প ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে। দুর্বৃত্তেরা এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই। বোধ হয়, বিক্রমপুরের দলবদ্ধ ডাকাইতদিগেরই এই কাজ।

৪। ওলাউঠা রোগের ভীষণাক্রমণের বিষয় পূর্ব্বে আপনাকে লিখিয়াছিলাম সম্প্রতি তাহার অনেক হ্রাস লক্ষিত হইতেছে। শীতাধিক্যই এতৎ প্রশমনের প্রধান কারণ।

৫। যখন আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব ইনস্পেক্টর মারটিন মহোদয় এঅঞ্চল পরিত্যাগ করেন, তখন আমরা এই আক্ষেপ করিয়াছিলাম যে তাঁহার ন্যায় কোন ব্যক্তি আর আসিতে পারেন কিন্তু নবাগত এতদ্বিভাগীয় ক্লার্ক সাহেবের কার্য্যকুশলতা ও অভিজ্ঞতাতে সে আশঙ্কার অনেক তিরোহিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে কেহ ইহার কোন কোন কার্য্যে দোষারোপ করিয়া থাকেন কিন্তু এতদ্বিষয় সরকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে দোষ অনেকেরই পরিলক্ষিত হয়।

মেদিনীপুরস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। পুরীর এক বন্ধুর পত্রে অবগত হইয়া দুঃখিত হইলাম যে, তথাকার এক জন সুলেখক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এক বার কাসিয়াই সন্নামে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর বিয়োগে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। ইনি এক জন ভাল ছিলেন, মেদিনীপুরের আ- মিনী কর্ম হইতে ইনি সুলেখক হইয়াছিলেন।

২। কটকের কমিসনর মেদিনীপুরের ইস্কুল ইনস্পেক্টর আফিসে যে টেলিগ্রাম করেন, তদ্বারা জানা যাইতেছে যে তথাকার উৎকল বিদ্যালয় সম্পর্কীয় ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ হালদার কিছুদিনের নিমিত্ত তথাকার দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত বিষয়ের রিপোর্ট করণার্থ ডেপুটী কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। এবৎসরের বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় মেদিনীপুরের বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের ৫ টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ২ টী ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও ৩ টী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে যাইবার আদেশ পাইয়াছেন।

৪। বাসুদেবপুর মডেল স্কুলেরও ৫ টী ছাত্র বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪ টী অত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ও একটী নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবেশানুমতি পাইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের একটী ছাত্র এই বিভাগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছেন, এবং এই বিদ্যালয় এ বৎসর ফাষ্ট হইয়াছে শুনা যাইতেছে। তজ্জন্য ইনস্পেক্টর সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া বিদ্যালয়ের ৩ জন শিক্ষককে আশী টাকা পুরস্কার দিবার জন্য ডাইরেক্টর সাহেবকে লিখিয়াছেন। গত বৎসরও মেদিনীপুর ফাষ্ট হইয়াছিল।

৫। শুনা যাইতেছে অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৩য় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু ... কিছু দিনের নিমিত্ত ৩য় শ্রেণীর ডেপুটী ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়া কটকে গমন করিয়াছেন।

৬। এ বৎসর মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের এক জন ছাত্র এল ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বিবিধ সংবাদ।

২রা মাঘ সোমবার।

সম্প্রতি বাবু মনোমোহন ঘোষের বাটীতে এক সভা হয়, তাহাতে মিস কার্পেন্টর আগমন করেন, তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের কেহ কেহ এদেশীয়দিগের প্রতি নিন্দিত ব্যবহার করিয়া ইংরাজ জাতির উপর কলঙ্ক আনয়ন করেন। তিনি বলিলেন, এ সকল নীচাশয় লোক এবং ইহারা ইংরাজ জাতির প্রতিনিধি নহেন। এক জন শ্রোতা বলিলেন, আমাদিগকে নিগার বলা হয়, ইহাতে মিস কার্পেণ্টর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এ নাম করিবেন না ইহা ছোট লোক ও নীচাশয় লোকের কথা। তিনি বাবু মনোমোহন ঘোষকে অনুরোধ করিলেন ইংলণ্ডে তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার হইয়াছে, তিনি তাহা স্বদেশীয়দিগকে বলিলে তাঁহারা ইংলণ্ডের জাতির চরিত্র বুঝিতে পারিবেন। এখানে যে সকল ইউরোপীয় রক্তাক্ত ... করিয়া ... এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন ইহাঁরা যে কেহই নহেন, তাহা ভারতবর্ষীয়

ক দিন মুক্তিলাভ করিয়াছেন। [illegible] প্রদেশের বর্ধমান জেলা নীচাশয় লোক [illegible] শাসনকর্তৃগণ চালিত হন।

[illegible] জেমস্‌ল বাবু [illegible] মহিকে র বাহাদুর ও উপাধি [illegible] দিয়াছেন। ক্ষ বাবু ইহাপেক্ষা [illegible] পাত্র বর্তমান গবর্ণমেন্ট [illegible] প্রদান ত পারিবেন না।

বদা প্রাতঃকালে [illegible] বাবু কলিকাতা আসিয়াছেন।

লা জানুয়ারি অবধি [illegible] পর্যন্ত য়ে পরই [illegible] অবস্থান করিতেছেন।

আসামের কুলিদিগের অপমানিত মৃত্যুর জানার্থ যে কমিসন হইয়াছেন, তদ্বারা লোকেরা তাহার সভ্য—এচ, [illegible], বুলেন, শিব, সাহেবেরা এবং ডাক্তার বি, শিব। [illegible], আসাম ও কাছাড়ের দিগের পথে ও চাকেতে উপস্থিত হইয়া এত মৃত্যু হয় তাহা জানিতে হইবে। গবর্ণ কমিসনকে আগুতোষ ভাবে সভ্য, কুলি গণ, কুলি প্রেরকগণ ও চা কর্ষিগণ স- পরামর্শ করিয়া কাজ করিবার [illegible] ছেন। এক জন এতদ্দেশীয় কমিসনর হইলে হইত।

হিন্দু পেট্রিয়ট উৎকল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন যদিও গবর্ণমেন্ট সাধারণ কার্যের জন্য ক টাকা ব্যয় করিয়া সরকার লোকদিগকে দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন, তথাপি মেদিনী হইতে বালেশ্বর ও আর আর রাস্তা চারের জন্য কোন উপায় করা হয় নাই। বেড়িয়া পর্যন্ত এই রাস্তার শেষ হইয়াছে, স্থান হইতে মেদিনীপুর পর্যন্ত রাস্তার অব- ক্ষেক ভাল, তৎপরে ইহা অতি অধম। রাস্তা ভাল থাকিলে দুর্ভিক্ষের সময়ে অনা- চাউল যাইতে পারিত।

উক্ত পত্র এক জন সংবাদদাতার দ্বারা অব হইয়াছেন, বালেশ্বরে ছয় আনা মাত্র ফসল য়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, ৯ ই জানুয়ারি মিস কার্পে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজ ও [illegible] হইয়া [illegible] প্রত্যাগমন করিবেন। পেট্রিয়ট প্রস্তাব করিয়াছেন, উাহার নিকটে [illegible] কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া সর্ব সাধে চাঁদা করিয়া উহার পাথেয় প্রদান কর্তব্য। কিন্তু [illegible] হইতেছে, তিনি কি করিবেন?

২৫ এ পৌষ [illegible]।

[illegible] নাইট সাহেব বোম্বাই গেজেটে এক পত্র [illegible] বলেন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের [illegible] বিরুদ্ধ সহিত বারবার জন্য গেজেটে [illegible] পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এক দিনে জানা যাইবে। কিন্তু [illegible] হইতেছে লার্ড [illegible] লার্ড [illegible] এই আজ্ঞা রহিত [illegible] কি না?

[illegible] বলেন অ মেকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তা [illegible] সহায়তার জন্য লাহোরে এক সভা [illegible] ২০০০ টাকা চাঁদা হইয়াছে। পঞ্জাবের যাবতীয় ইউরোপীয় [illegible] কার্য প্রণালীর সহায়তা করেন। এটি আশ্চর্যের বিষয় নহে। গবর্ণমেন্টের রিপোর্টে যাহা প্রকাশ করুন না কেন, পঞ্জাবে ভয়ানক যথেচ্ছাচার [illegible] লোকে এপ্রণালীতে অসন্তুষ্ট। তাহা রের কণ্ঠ নজির হইলে পঞ্জাবের অনেককে বড়ই পড়িতে হয়।

ভারতবর্ষীয় [illegible] কোম্পানির [illegible] জাহাজ চড়া হইতে মুক্ত হইয়াছে। কলিকাতা জাহাজও আসিতে পারে, আপাততঃ এক খানি এতদ্দেশীয় বাষ্পীয় জাহাজে আর্মেনী ঘাটের সহস্র সহস্র আরোহিদিগকে পার করি তেছে। লেপ্টেনান্ট গবর্ণর [illegible] পরিত্যাগ করিবার ভয়ে গ্রহণ করেন। কিন্তু এপর্যন্ত এক খানি ভগ্ন জাহাজ জলে রহিয়াছে তাহা উাহাকে জানান কর্তব্য উচিত। [illegible] জানুয়ারির দুর্গ [illegible] কারণেই ঐ ভগ্ন জাহাজ।

অদ্য বোম্বাইয়ের বিশপ ও মিস কার্পেন্টার মেইল জাহাজে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন।

কয়েক বৎসরাবধি কলুটোলা স্কুল ভারত বর্ষের যাবতীয় বিদ্যালয় অপেক্ষা অধিক সং খ্যক উত্তীর্ণ ছাত্র প্রদর্শন করে। এবার হিন্দু স্কুল পুরস্কার পূর্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কলুটোলার স্বাভাবিক দ্বিতীয় পদ পুনর্বার হই য়াছে।

অদ্য গবর্ণর জেনারল এবং লেপ্টেনান্ট গব র্ণর আলিপুর জেল দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন। জেলের সুশৃঙ্খলাদি দর্শন করিয়া উাহারা অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমরা অবগত হইলাম কয়েক দিবস হইল আলিপুর জেলের এক জন কয়েদী কাষ্ঠ গঙ্গার ধারে কর্ম করিতেছিল ইত্যবসরে জলে ডুবদিয়া পলাইবার চেষ্টা পায়। কিন্তু জেলরক্ষক ডবসন সাহেবের দৃষ্টিতে পতিত হওয়াতে সে ধরা পড়ি য়াছে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বরদার রাজার নির্বুদ্ধির আর এক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজা [illegible] করিয়া দুই কপোতের বিবাহ দিয়াছিলেন। দৈবাৎ এক বিড়াল কপো তীকে বধ করে। ইহাতে রাজা বিড়ালকে আনি য়া তাহার [illegible] করিয়া ফাঁসী দিয়াছেন। ইহার পর আজ্ঞা হইয়াছে বরদায় আর বিড়াল রাখা হইবে না, অতএব রাজার ভৃত্যগণ দেশের বিড়াল ধরিয়া অন্যত্র ছাড়িয়া দিয়া আসিতেছে এই হতভাগ্য রাজকুমার জ্ঞান হারাইয়াছেন দেখা যাইতেছে।

ইংলণ্ডীয় একজামিনার পত্রে লেপ্টেনান্ট রাও ও [illegible] সভ্য বক্সটন সাহেবের পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। লেপ্টেনান্ট রাও জামেকার [illegible] সাহেবকে অন্যায়ে (বিনা বি চারে) ফাঁসী দেন। বক্সটন সাহেব ইহার প্রতি বাদ করাতে লেপ্টেনান্ট রাও উাহাকে মিথ্যাবাদী প্রভৃতি কথায় সম্বোধন করিয়াছেন। বক্সটন সাহেব তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন, কিন্তু এই যোদ্ধা তাহাতে সম্মত হন নাই। লেপ্টেনান্ট রাও [illegible] লোকদিগের একতার নহে [illegible] সাহেব কেবল সুবিচারের জন্য ভার তবর্ষীয় রাজা বর্গের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ইংরাজী সংবাদ পত্র সমূহ তাঁহাকে উৎকোচ গ্রাহী বলিবা থাকেন। তিনি ইহা স্পষ্টাভিধানে অস্বীকার করিয়াছেন, তথাপি ইংলিসম্যান ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া তাহা শ্রবণ করেন নাই যেসকল জাতি দৈরতা দ্বারা চালিত হয়, তাহাদিগের স্বভাব লেপ্টেনান্ট রাও প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র।

ইংলিসম্যান ভুটান হইতে সংবাদ পাইয়াছেন দেবরাজ আজ্ঞাদিয়াছেন রাজসভার অনুমতি ব্যতীত কোন ভোট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের সীমামধ্যে আসিতে পারিবে না। গবর্ণমেন্টের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখা দেবরাজের সম্পূর্ণ ইচ্ছা। তিনি আপাততঃ বাৎসরিক ২৫,০০০ টাকা পাইয়া থাকেন। এপ্রকার সদ্ব্যবহার করিয়া শীঘ্র ৫০,০০০ টাকা পাওয়া রাজার অভিপ্রেত।

উক্তপত্র বলেন বোখারার রাজা প্রকাশ্য রণক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া একণে তুর্কিস্থানে ১০,০০০ সৈন্য লইয়া আবদ্ধ আ- ছেন। যাহাতে সন্ধি হয় ইহা রাজার সম্পূর্ণ চেষ্টা। রাজা অবশ্যই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন না। রুশীয়গণও যে সন্ধি করে বোধ হয় না।

কলিকাতার জজিসেরা রাজধানীতে পয়ঃপ্র- ণালী করিবার জন্য [illegible] লক্ষ টাকা কর্জ করিতে

মনস্থ করিয়াছেন। এ জন্য তাঁহারা গেণ্টমেণ্ট গবর্ণরের সম্মতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু সর জিমিন বিডন বলিয়াছেন, এত টাকা কর্জ্জ লইবার অনুমতি দেওয়া তাঁহার ক্ষমতা বহির্ভূত। আর্টি সেরা সভর্কহইবেন, তাঁহাদিগের ১৩ লক্ষ টাকা আয় মাত্র, কিন্তু তাঁহাদিগের ঋণ প্রায় এক কোটি হইতে চলিল।

২৬ এ পৌষ বুধবার।

ঢাকাপ্রকাশ লিখিয়াছেন "বরিশালের কোন বন্ধুর পত্রে অবগতি হইল, তত্রত্য ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিসের হেড কেরাণী বেঞ্জামিন খৃষ্টিয়ান এক জন হেড কনষ্টাবলকে কয়েক টাকা দিয়া তাঁহার প্রাপ্য সমুদায় টাকার রসিদ লইয়াছিলেন। এই অপরাধে ফৌজদারী আদালতের বিচারে তাঁহার ৫০০ টাকা জরিমানা না দিলে দুই বৎসর কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা হইলে অনেক আফিস হইতে অনেক বেঞ্জামিন বাহির হইতে পারেন। সাবধান!!"

বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ে কাণের পীড়ার জন্য ব্যবস্থা পত্র আনিতে গমন করেন। সে আসনে চিকিৎসক ডাক্তর মাকনামারা উপবেশন করেন, কোন ছাত্রের কথায় তিনি তাহাতে বসিয়াছিলেন। ডাক্তর গৃহে প্রবেশ করিলে প্রতাপ বাবু তাঁহাকে নমস্কার অথবা অন্য কোন সম্মান চিহ্ন প্রদর্শন না করিয়া আমার কাণ পরীক্ষা করিতে হইবে, বলেন। ডাক্তর মাকনামারা সব আসিষ্টাণ্ট সার্জন বঙ্কালচন্দ্র ঘোষকে ইহা করিতে বলেন, এবং দয়াল বাবু ব্যবস্থাপত্র লিখিলে নিজে তাহা দর্শন করিয়া প্রতাপ বাবুকে প্রদান করেন. ডাক্তর নিজে পরীক্ষা করেন নাই বলিয়া প্রতাপ বাবু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এক ভর্ৎসনা সূচক পত্র লিখিয়া পাঠান। তিনি লিখেন "আমি ঈশ্বরের একজন অকাজন ভৃত্য। ঈশ্বর এবং খৃষ্ট আমাকে শিখাইয়াছেন মনুষ্য মাত্রেই আমার ভ্রাতা, এবং আমার ক্ষুদ্রজীবন মানব বর্গের উপকারার্থ বিনিয়োজিত হয়। ঈশ্বরের সম্মুখে আপনি ও আমি সমান, একজন ইউরোপীয়কে আপনি এপ্রকার ব্যবহার করিতে সাহসী হইতেন না। আপনি যে অর্থ বেতন পান সে কাজ আমার প্রতি করেন নাই" ইত্যাদি। ডাক্তর মাকনামারা ইহার এক উত্তর লিখিয়া দয়ালবাবু ও অন্য অন্যকে প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন মেডিকাল কালেজের চিকিৎসালয়ে দরিদ্রদিগের জন্য হইয়াছে, যাঁহারা অনুগ্রহ সাক্ষাৎ দিয়া আরোগ্য হইতে চাহেন তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চক ব্যতীত আর কাহার মধ্যে ব্যবহার করা যাইবে? প্রতাপ বাবু তাঁহার আসিবার কারণ সহলিত আর এক পত্র লিখিয়া ডাক্তর মাকনামারাকে ভর্ৎসনা করেন, পরে পত্রগুলি হিন্দুপেট্রিয়টে প্রকাশিত হয়। ডাক্তর মাকনামারা তাঁহার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন ইহা প্রতিপন্ন করা তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু আমরা দুঃখিত হইতেছি এ বিষয়ে তিনি সাধারণের সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ডাক্তর মাকনামারার নিকটে তিনি অনুগ্রহার্থী হইয়া যান। চিকিৎসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সকলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তিনি তাহা করেন নাই। তথাপি চিকিৎসক তাঁহাকে অমনি ফিরাইয়া দেন নাই। ক্ষমা প্রার্থনা যদি কাহার করা উচিত হয়, তাহা প্রতাপ বাবুর করা উচিত। তবে ডাক্তর মাকনামারা তাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া ভাল করেন নাই, প্রবঞ্চকেরা উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া যায় না।

কলিকাতা জাহাজের কাপ্তেন টেলরের কৌন্সেল উড্রফ সাহেবের প্রার্থনানুসারে বিচারপতি ফিয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কর্ণার কোন ব্যক্তিকে হাজতে রাখিতে পারেন না। কাপ্তেন টেলর তদনুসারে মুক্ত হন। কিন্তু মাজিষ্টেটের পরওয়ানা অনুসারে তাঁহাকে অনতিবিলম্বে ধৃত করা হয়। কাপ্তেন ২০০০ টাকার জামীন দিয়া মুক্ত আছেন।

প্যারিসের অনেক ধূর্ত্ত কাএকার এক অভিনব উপায় দ্বারা লণ্ডন নগরে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। তাহারা উক্ত রাজধানীর বিখ্যাত সুন্দরীদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সাবধানে মস্তকের দিক কাটিয়া লয়। পরে উলঙ্গ স্ত্রীলোকের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত থাকে তাহার মস্তক কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত মস্তক বসাইয়া দেয়। লণ্ডনের ক্রেতারা সুন্দরীদিগের যথার্থ উলঙ্গিনী প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনায় অনেক টাকা দিয়া তাহা ক্রয় করে। কয়েকজন পুলিসের দ্বারা ধৃত হইয়াছে। ইহা যথার্থ বিলাতী জুয়াচুরি।

১৮৬৬ অব্দে কলিকাতায় ৭৫,৭৪ ইঞ্চ বৃষ্টি হয়। পূর্ব্ব বৎসরে ৬০০৫৮ ইঞ্চ মাত্র হইয়াছিল। সচরাচর কলিকাতায় ৬৬ হাজার ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই দুই বৎসর এক প্রকার অনাবৃষ্টির বৎসর বলিতে হইবে। তবে এবার যথা সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে ফসল বাঁচিয়াছে।

জানজিবরের সুলতান টৈনসইদের ভগ্নী বিবি সালিমার বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর। তিনি অতিশয় সুন্দরী। রুট নামক জার্ম্মেনীয়ের সহিত তাঁহার অন্যায় প্রেম প্রকাশিত হওয়াতে তিনি ইংরাজী জাহাজ হাইফ্লায়ারে এডেনে পলায়ন করিয়া এক নির্ব্বাসিত ক্রীতদাস ব্যবসায়ির বাটীতে আছেন। রাজকুমারী ইউরোপীয় বস্ত্র পরিধান করেন। একজন ফরাসী পুরোহিত তাঁহাকে শিক্ষা দিতেছেন। দুশ্চরিত্র জার্ম্মেনীয় কারারুদ্ধ আছে।

২৭ এ পৌষ বৃহস্পতিবার।

রুশীয়ার যুবরাজ গ্রাণ্ড ডিউক আলেক্সাণ্ডার ডেনমার্কের রাজকুমারী আলেক্সাণ্ড্রার ভগ্নী ডাগমারকে বিবাহ করিয়াছেন। রাজকুমারীর প্রথমতঃ সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়। কিন্তু রাজকুমারের মৃত্যু হওয়াতে দ্বিতীয়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে। প্রিন্স অব ওয়েলস, ডেনমার্কের রাজপুত্র প্রভৃতি বিবাহ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে সারকেসিয়ার বিখ্যাত যোদ্ধা সামিল নিমন্ত্রিত হন। সম্রাট তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ যোদ্ধা করপুটে বলিলেন "মহারাজ! আমি ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি। একণে আমার বৃদ্ধকাল। এ সময়ে যদি আমার যৌবনের জন্য আক্ষেপ হয়, সেই যৌবন পুনঃ প্রাপ্ত হইলে আমি আপনার রাজ্যের মঙ্গলার্থ যাপন করি।" বৃদ্ধ যোদ্ধাকে বিদায় করিবার সময়ে সম্রাট তাঁহার হস্ত ধারণ করেন। সামিল প্রণিপাত করিলে আলেক্সাণ্ডার নিজে তাঁহাকে উত্তোলন করেন। সম্রাট হারে এ প্রকার ভয়ানক শত্রু বন্ধু হইয়াছেন। ফরাসী সম্রাটের কারাতে আবদুল কাদের ফরাসীদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছেন। পরাজিত শত্রুর প্রতি সদ্ব্যবহারের বিষয়ে ফরাসী ও রুশীয়গণ ইংরাজদিগের আদর্শ স্বরূপ। ভারতবর্ষীয় শাসন কর্ত্তৃগণের এই সংস্কার, আশীদিগকে যত পদ দলন করিবে ততই তাঁহারা অনুরক্ত হইবেন!

নবেম্বর মাসে কলিকাতার টাঁকশালে ৩৯,৪৩,৬৯৪। মান্দ্রাজের টাঁকশালে ৪৬,০০০ এবং বোম্বাইয়ের টাঁকশালে ২,৯৯,৯১৬ টাকা মুদ্রিত হইয়াছে। অক্টোবর মাসে বাবতীয় ধনাগারে ৭,৯০,৪৪,৬৮০ টাকা মাত্র ছিল। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সময়ে ১০,২৫,৭৮,২৫০ টাকা থাকে। ব্যাঙ্কে অনেক টাকা থাকাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। জমা টাকার এত অল্পতার কারণ কি?

মান্দ্রাজের বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময়ে লার্ড নেপিয়র তথায় উপস্থিত ছিলেন। এখানে শাসন কর্ত্তৃগণ কেবল মিসনরি বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও পারিতোষিকের সময়ে গমন করেন।

উরোপীয় টেলিগ্রা[illegible] প্রকাশ করে ইংলণ্ডীয় [illegible]ষ্ট ক্রমাগত ২০জন পুরো[illegible] কলিকা[illegible] বিশপের পদ দিতে [illegible]। কিন্তু তাঁহারা [illegible]ই ইহা লইতে অস্বীকৃত। [illegible] কারণ [illegible]বোধ হয় জল বায়ুর [illegible] আছে। আর্ক[illegible] [illegible]টকে বিশপের পদ দিলে [illegible]বিচার [illegible]

[illegible]প্রতি বিচারপতি [illegible] এদেশে সাধা-[illegible] বক্তৃতার প্রতিবাদ [illegible] এবিষয়ে [illegible] করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বোম্বা[illegible] বিষ বিক্রেতাদিগকে অনুমতি পত্র লই[illegible] আইন হইয়াছে। [illegible] আছে। [illegible] সর্বত্র এই আইন [illegible] করা [illegible]।

[illegible] টাইমস ব্রহ্মদেশের রাজার [illegible] এক ভয়ানক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। [illegible] জ্যেষ্ঠ পুত্র হত হইলে মার্কাব ইব্রাহিম [illegible] এক জন আর্মেনীয় বণিক তদীয় [illegible] করিতে গমন করেন। হতরাজকুমার বিদ্রো[illegible] বলিয়া বণিককেও বিদ্রোহিস্থানে বাজা[illegible] [illegible] জন কর্মচারী বণিককে ইংরাজদূতের [illegible] লইয়া গিয়া এক লৌহ হাতুড়ি দ্বারা প্র[illegible] করিতে লাগিলেন।

বোম্বাই গেজেট বলেন আবিসিনিয়ার বন্দি[illegible] জীবিত আছেন। কিন্তু রাজা থিওডোর [illegible]দিগকে মুক্ত করিতেছেন না। আবিসিনিয়া[illegible] [illegible] না করিলে বন্দিদিগের উদ্ধার হইবে [illegible]

২৮ এ পৌষ শুক্রবার।

[illegible]রো পর্বত সকল এক নূতন বিভাগের [illegible] হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তথায় এক জন [illegible] সর্জন প্রেরণ করিতেছেন। বিভাগের [illegible] মহকুমার স্থান অদ্যাপিও নির্দিষ্ট হয় নাই। [illegible] বাহাইয়ে অনেক দৈনিক পুলিস কার্য্যে [illegible] থাকিয়া টাকা দিয়া সেনাদল হইতে [illegible] ক্রয় করিয়াছে। তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ভারত [illegible] গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন, যখন [illegible]কেরা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে রহিল, তখন [illegible]দিগকে দৈনিক পেন্সন দেওয়া হইবে কি [illegible] ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট [illegible]য়াছেন তাহা [illegible] না।

[illegible] চট্টগ্রামের কমিশনরের অনুরোধানুসারে [illegible]ণ্ট আগামী [illegible] তত্রত্য [illegible]দের জন্য ১০০ কড়া [illegible] ও [illegible] প্রেরণ [illegible] আজ্ঞা দিয়াছেন। উক্ত নগরের বন্দ [illegible]

এবং [illegible] এক [illegible] হইবে। ইয়ঙ সাহেব চট্টগ্রাম বন্দরের অনেক উপকার করিলেন।

সম্প্রতি প্রধান[illegible] বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উভয় পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দি [illegible] ফৌজদারি নালীশ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিরক্তিজনক সপ্রমাণ না হইলে বিচারপতি [illegible] ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন না।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন [illegible] শাসনকর্ত্তা মেসেঞ্জারিস [illegible] কাহাকে কলিকাতায় আসিবেন। শাসনকর্ত্তা গবর্ণর জেনরলের বাটীতে অবস্থিতি করিবেন।

উক্ত পত্র বলেন, বোখারার দূত কলিকাতার আশ্চর্য্য বস্তু সকল দর্শন করিয়াছেন। তিনি দুর্গ ও অস্ত্রাগার দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে গবর্ণর জেনরলের [illegible] এডিকং তাঁহাকে তথায় লইয়া যাইবেন। ইংলিসম্যান বলেন, যদি বিটিশ গবর্ণমেণ্টের সভ্যতা, ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে অনুমতি দিত তাহা হইলে ইংরাজ দূত কনলি ওইক্যাডের মৃত্যুর বৈরনির্যাতন স্বরূপ বোখারীয় দূতের মস্তক কালদ্বিগিতে [illegible]তান হইত। গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি অনুসারে ইহা অবশ্যই হইতে পারে না, কিন্তু যে ইউরোপীয় শ্রেণী এদেশের কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের মত গ্রাহ্য হইলে পঞ্জাবের [illegible]দিগকে ভয় প্রদর্শনের ন্যায় দূতের মস্তকচ্ছেদন করা হইত।

২৯ এ পৌষ শনিবার।

সম্প্রতি ২৪ পরগণার প্রধান সদর আমীন কলের জন্য টীপুবংশীয় সাহাজাদা [illegible]-লের পেন্সন ক্রোক করিবার আজ্ঞা দেন। প্রধান তম বিচারালয় বলিয়াছেন বারংবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে, ঋণের জন্য রাজকুমারদিগের বৃত্তি ক্রোক করা যায় না। অতএব প্রধান সদর আমীনের আজ্ঞা রহিত হইয়াছে। বাবু কৈলাসচন্দ্র সেনের এক এক বিচার চমৎকার। তিনি আইন না পাইলেও "যুক্তি" [illegible] ডিক্রী দেন। অনেক সাক্ষী বলেন, তাঁহার নিকট জবানবন্দি দেওয়া দুর্ভোগের বিষয়।

[illegible] ইণ্ডিয়া বলেন, [illegible] দুর্ভিক্ষ বৃত্তান্ত জানিবার জন্য যে কমিসন নিয়োজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের অনুসন্ধান প্রায় শেষ হইয়াছে, তাঁহারা ত্বরায় কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। দুর্ভিক্ষের বাহুল্য বর্ণন দূরে থাকুক সাধারণে তাহা লঘু করিয়া ধরিয়াছে। কমি[illegible] সভ্য [illegible] সাহেবের গণনানুসারে উড়িষ্যার চতুর্থাংশ লোক অর্থাৎ ১২ লক্ষ ৫০ হাজার লোক মরিয়াছে। মেদিনীপুর এবং [illegible] ধরিলে মৃত সংখ্যা ১৫ লক্ষ হইবে।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ ডিসেম্বর। পোপ যাবতীয় কাথলিক বিশপকে আগামী [illegible] রোমে [illegible] আজ্ঞা দিয়াছেন। পালমাল গেজেট সর বার্টল ফ্রিয়ারের অতিশয় প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন ষ্টেট সেক্রেটরির কৌন্সিলে তাঁহার আসন বিশেষ সুখের বিষয়।

লণ্ডন ২৪ এ ডিসেম্বর। [illegible] বিচার উপলক্ষে জেনিনিউস পত্রে বিশেষ তর্ক চলিতেছে। সেনাপতি [illegible] ও [illegible] মেক্সিকো হইতে নিউঅর্লিন্সে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই, লোকের এই বিশ্বাস। আমেরিকান দূত সেনাপতি ডিক্স নেপোলিয়নকে আপন নিয়োগ পত্র প্রদান করিয়াছেন। পরস্পরের মঙ্গল ও সৌহার্দ্দ বজায় থাকে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের লাভ প্রায় গবর্ণমেণ্টের জামিনী টাকার সমান হইয়াছে।

লণ্ডন ২৭ এ ডিসেম্বর। গ্রীক সেনাগণ কাণ্ডিয়াকে সাহায্য [illegible] তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। তুরস্কের সীমার নিকটে সেনা সমবেত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৩ এ ডিসেম্বর। রাজ্ঞী ইউজিনের রোমে গমন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

উত্তর জার্ম্মেনীয় একত্রিত প্রদেশ সমূহের প্রণালী অনুসারে প্রুসীয় রাজা সর্ব প্রধান পদ পাইয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ ডিসেম্বর। ২০ জন [illegible]কে কলিকাতার বিশপের পদ দিতে চাহা হয়, কিন্তু প্রত্যেকেই অস্বীকার করিয়াছেন।

কেন্ডিয়ান সেনাপতি [illegible] সহযোগিদিগকে এক পত্র লিখিয়া [illegible] যুদ্ধারম্ভের প্রস্তা[illegible]বের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

—:০:—

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

২৯ এ ডিসেম্বর। [illegible] লিখিত ডেপুটী কমিশনর দিগের পদ বৃদ্ধি [illegible]

[illegible] ডেপুটী কমিশনর [illegible] দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণীতে। [illegible]

তের ডেপুটী কমিসনর ই পি লয়ড তৃতীয় শ্রেণী হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, শিবসাগরের ডেপুটী কমিসনর কাপ্তেন এচ. ক্লোজ চতুর্থ হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে গোয়ালপাড়ার ডেপুটী কমিসনর কাপ্তেন এ ই ক্যাম্বেল ৩ য় শ্রেণীতে, এবং আসামের অফিসিয়েটিং আসিষ্টাণ্ট কমিসনর দ্বিতীয় শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট কমিসনরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩১ এ ডিসেম্বর বাবু অভয়াচরণ বসুর অনুপস্থিতিতে এম বি হ্যারকর্ট্স বর্দ্ধমান ডিবিসনের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং ডেপুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু রজনীলাল ঘোষ কিছুকালের জন্য গড়বেতিয়া সব ডিবিসনের ভার প্রাপ্ত হইবেন এবং মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায় মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতায় কার্য্য করিবেন।

বাবু দ্বারকানাথ সেন প্রেসিডেন্সী ডিবিজনের অতিরিক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, খুলনায় তাঁহার থানা হইবে এবং তিনি উক্ত বিভাগে এবং বাকরগঞ্জ ও ঢাকা বিভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছেন।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি বাঁকীপুর ও সুলতান পুর নামক দুইটী ষ্টেশনে কয়েকটী ডাকাইতি, খানা লুট প্রভৃতির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। বাঁকীপুর ষ্টেসনের সবইনিসপেক্টরের কার্য্যকারিতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া আপনকার নিকট তত্তাবৎ লিখিতে মনে কৃতসংকল্প হইলাম, অনুগ্রহ করিয়া আপনার বিখ্যাত পত্রে স্থানদান করিলে বাধিত হই। এবৎসর দুর্ভিক্ষ সময়ে উহাদিগের এলাকায় হরিদেব পুরনিবাসী প্রভুরাম দত্ত ও ইমাতপুরনিবাসী তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর বাটিতে ডাকাইতি এবং মোল্লাচক ও খানাঘাটী প্রভৃতি অনেক অনেক স্থানে খানা লুট হইয়া যায়। বাঁকীপুর ষ্টেশনের সব ইনিস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য উহা তদারক করিয়া কয়েক জন ডাকাইত ও চোর ধৃত করিয়া জায়মত্ত হাবরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট অর্পণ করেন। জানি না তাহারা কিকারণে অব্যাহতি পাইল। পরে তাহারা স্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের তস্করতা এরূপ প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল যে তাহাতে লোকদিগের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত রক্ষা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। তৎকালে সুলতানপুরে একজন প্রধান ইনিস্পেক্টর ও একজন সব ইনস্পেক্টর কয়েকজন হেডকনেষ্টবল ছিল, বাঁকীপুরে একজন সব ইনিস্পেক্টর ও কয়েকজন হেডকনেষ্টবল মাত্র ছিল। কিন্তু সুলতান পুরে যত ডাকাইতি ও চোর ধৃত হয়, বাঁকীপুরেও তত ধৃত হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত ন্যূনাধিক দুই শত আসামী ধৃত হইয়া আদালতে পাঠান হইলে শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বেনব্রিজ সাহেব, ও শ্রীযুক্ত ডিসট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিষ্টার প…সন সাহেব, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু ও শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশনাথ রায় এই মহোদয়েরা আদালতে থাকিয়া কয়েকজনাকে বেত্রাঘাত ও কয়েক জনাকে কারাগারস্থ করিয়াছেন। মহাশয় বাঁকীপুর ষ্টেসনের সব ইনিস্পেক্টর বিশেষ কার্য্যদক্ষ তাহার সংশয় নাই। এতাদৃশ সুনিপুণ ব্যক্তি প্রধান ইনিস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হইলে এপ্রকার [illegible] হয় তাহার আর সন্দেহ কি?

শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য।

১২ ই জানুয়ারি দৌলচক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং —

অনেক দিনের পর নিবাধই গ্রাম দর্শন করিয়া যথেষ্ট প্রীত ও আনন্দিত হইলাম। এখানকার বিদ্যালয়ের গৃহটী [illegible] অকস্মাৎ ভগ্ন হওয়াতে পাঠনার অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছিল, সম্প্রতি একটী সুপ্রশস্ত ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইয়া সে অভাব নিরাকৃত হইয়াছে। এতদ্দেশের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] দত্ত মহাশয়কে এতদ্বিষয়ে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। বিদ্যালয়টী স্থাপন করিয়া অবধি যে ত্রিংশ বৎসরের অধিক হইল ইহার উন্নতি সাধনার্থ যেরূপ অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন তাহা দেখিয়া অনেকে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। যাহা হউক, ইষ্টকালয়টী প্রস্তুত হইয়া বিদ্যালয়টী দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার অনেক সম্ভাবনা হইল।

নিবাধই বালিকাবিদ্যালয়ের যেরূপ উন্নতি দেখা গেল অতি অল্প [illegible] সেরূপ দেখা যায়। কিছু দিন পূর্ব্বে তথায় ১৫। ১৬টী বালিকা পাওয়া ভার হইত, এক্ষণে অন্যূন ৩২ টী বালিকা নিয়মিতরূপে শিক্ষালাভ করিতেছে। ছাত্রবৃত্তি পুস্তক পর্য্যন্ত অধীত হইতেছে এবং বালিকারা সন্তোষজনকরূপে পরীক্ষা দান করিতে পারে। শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যানাথ ঘোষ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান সৌভাগ্য তাঁহার অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমের ফল।

নিবাধই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী দত্ত পুকুর গ্রামে একটী ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় হইয়াছে এ[illegible] তত্রত্য বালকদিগের শিক্ষা বিষয়ক উৎকর্ষ দেখিয়া সন্তোষলাভ হইল। কিন্তু এই উভয় গ্রামের যেরূপ শক্তি ও ক্ষমতা তাহাতে দুই স্বতন্ত্র বিদ্যালয় কখনই উত্তমরূপে চলিতে পারে না। দেশীয় লোকেরা যেমন অন্যবিষয় লইয়া দলাদলী করেন, বিদ্যাবিষয়েও সেরূপ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া গেল। তাঁহারা যদি দেশের যথার্থ কল্যাণ, বালকদিগের প্রকৃত উন্নতি এবং স্থায়ী ফল লাভের প্রত্যাশা করেন তাহা হইলে একটী বিদ্যালয় বিশিষ্টরূপে রক্ষা করাই উত্তম কল্প বুঝিতে পারিবেন। আমি এ[illegible] উভয় গ্রামের কল্যাণ ইচ্ছা করি এবং উক্ত গ্রামেরই হিতার্থে তাঁহাদের নিকট প্রস্তাব করিতেছি যে তাঁহারা একটী উৎকৃষ্ট ইংরাজী বিদ্যালয় এবং একটী উৎকৃষ্ট বঙ্গবিদ্যালয় রক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। নিবাধই গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় বহুদিন অব্যাঘাতে চলিতেছে এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য আছে, সেইটীকেই প্রধান ইংরাজী বিদ্যালয় করুন। এই বঙ্গবিদ্যালয়টী যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে উভয় গ্রামের বালকেরাই অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ দত্তপুকুরের প্রান্তে বঙ্গবিদ্যালয়টী স্থাপন করিলে তাহাতেও উক্ত প্রদেশের উপকার দর্শিতে পারে। বিদ্যালয় রক্ষার জন্য ছাত্রসংখ্যা এবং আয় বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক, তাহা এই প্রকার মিলনেতেই সিদ্ধ হইতে পারে। বঙ্গবিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ হইতে পারে এবং ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিয়মে[illegible] না রাখিলে এখন হইতে বালকেরা কিছু কাল শিক্ষা লাভ করিয়া তথায় প্রবিষ্ট হইতে পারে।

গ্রামস্থ প্রধান লোকেরা যদি এসময় এইরূপ উপায় অবলম্বন করেন তাহা হইলে ইহার এই উপাদেয় ফল দেখিতে পাইবেন [illegible] বিদ্যালয় হইতে ছাত্রেরা ছাত্রবৃত্তি লাভ করিতেছে এবং ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে। [illegible]

ইলে সামান্য সামান্য পাঠশালা রাখিবার ও রি প্রয়োজন হইবে না যত দিন তাঁহারা এই রূপ পায় গ্রহণ না করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র বিদ্যালয় কার প্রতিজ্ঞারূঢ় থাকিবেন ততদিন পরস্পরের উন্নতির ব্যাঘাত দেখিবেন। দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্যালয় অপেক্ষা এক উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় যে তিফলপ্রদ, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এবং দেশীয় লোকেরা ত দিন না বুঝিবেন ততদিন উঁহাদের যত্ন ও দান অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হইবে।

হিতৈষী পাঠকস্য।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যাঁহাদিগের হস্তে রাজকীয় ক্ষমতা থাকে হাঁদের ধীর ও সতর্ক হইয়া যে তাহাদের কার্য্য, বিষয় তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই বিলক্ষণ ঝিতে পারেন। প্রজাদিগের ধন মান এবং রক্ষার জন্য রাজকীয় ক্ষমতা; কিন্তু সেই তা যেখানে লোকের ধন মান এবং প্রাণবি- শে নিয়োজিত হয় সেখানে তাহা কি ভয়া মূর্ত্তি ধারণ করে। কিছু দিন হইল যশোহ নূতন মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেব একটী ভয়া কার্য্য করিয়াছেন। তত্রত্য কালেক্টরের রেস্তাদার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ এক অতি সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি বহুকালাবধি মেণ্টের কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়াছেন এবং হার উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণ চিরকাল তাঁহার ণ্য ও কর্ম্মদক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সিয়াছেন। যশোহরের এক ব্যক্তি জাল রিয়াছিল, মনরো সাহেব কোন অসৎ লোকের মর্শে উমেশ বাবুকে সেই জালসংশ্লিষ্ট য়া যে প্রকার নিগ্রহ ও অপমান করিয়াছেন া বলিবার নয়। উক্ত বাবুর সহিত জালকা- বিশেষ সম্বন্ধ নাই, বরং অনেক বিষয়ে াদিগের পরস্পরের মকদ্দমা ও বিবাদ চলি । যে ব্যক্তি মনরো সাহেবকে পরামর্শ , তিনি এক জন অসৎ স্বভাবের লোক য়া পরিচিত এবং উমেশ বাবুর চিরবি- । অধীনস্থ একটী আত্মীয় কথা প্রাণে সিদ্ধান্ত হয়। এইরূপে মাজিষ্ট্রেট সাহেব জন অসৎ লোকের উত্তেজনায় এবং এক লোকের কথায় একটী বিশিষ্ট ভদ্র ও কারী ব্যক্তিকে প্রথমে হাজতে রাখিলেন, কারারুদ্ধ করিলেন। অনেক অনুসন্ধানের কিছুতেই তাঁহার অপরাধ সপ্রমাণ , তখন তাঁহার [illegible] হইয়া মুক্তি প্রদান করিলেন। কমিসনর ভাম্পিয়ার সাহেব উক্ত প্রদেশে গমন করিয়া এবিষয়ের অনুসন্ধান করেন এবং তাহাতে উমেশ বাবুকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী দেখিয়া মনরো সাহেবকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া এক রিপোর্ট করেন।

উমেশ বাবু এক্ষণে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তিনি এক্ষণে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে একটী কথা উপস্থিত হইতেছে যে এ গুরুতর বিষয়ের কি এই পর্য্যন্ত হইয়া শেষ হইবে? তিনি এক জন সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের প্রজা, তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত তালুকদার, তিনি এক জন অতি সাধুচরিত্র ব্যক্তি। তিনি যোগ্যতা সহকারে বহুকালাবধি গবর্ণমেণ্টের সেবা করিয়া পক্বকেশ হইয়াছেন এবং অনেক সময় গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি নিবারণ ও বহু লাভ প্রদর্শন করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি কোথায় সুখ্যাতি পত্র সহ "পেনসন" লাভ করিবেন, না নিরপরাধে কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন, কারা যন্ত্রণা ভোগ করিলেন এবং একটী অপকলঙ্ক ভাজন হইলেন। গবর্ণমেণ্টের কি এ বিষয় সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য? যাহারা তাঁহার নিগ্রহ ও অপমানের মূল ও সহকারী, তাহাদিগের প্রতি কি সমুচিত দণ্ডবিধান করা বিধেয় নয়? [illegible] হইবে, তাহারা নির্ব্বিঘ্নে লোকের সর্ব্বনাশ করিতে থাকিবে বিচিত্র কি? দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন যদি রাজধর্ম্ম হয়, তবে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট উদাসীন থাকিলে নিন্দাস্পদ এবং প্রত্যবায় ভাগী হইবেন সন্দেহ নাই।(১)

—:•:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আজি কালি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার উপর অনেকের মান সম্ভ্রম এবং ভাবী সৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে। এই পরীক্ষা কার্য্যটী অতি গুরুতর ব্যাপার বলিতে হইবে। ইহা যাহাতে সুব্যবস্থা মতে এবং অপক্ষপাতে সম্পন্ন হয়, এইরূপ সকলেরই ইচ্ছা। কিন্তু আমরা ইহার নানা বিষয়ে বিশৃঙ্খলা ও পক্ষপাত দেখিয়া শুনিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইতেছি এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তদ্বিষয়ে সাবধান হন সেই জন্য দুই চারি কথা বলিতে বাসনা করি।

১। নূতন পোষ্টআফিস গৃহে গত বি এল, বি এ, এবং ফাষ্ট আর্টের পরীক্ষা হইল। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে সকলেই যে বালক ও বিদ্যালয়স্থ ছাত্র ছিল তাহা নয়, অনেক বয়স্ক মান্য শিক্ষকাদিও ছিলেন। প্রশ্নের কাগজ কোন স্থানে ত্বরায় প্রেরিত হইল, কোন স্থানে ১০। ১৫ মিনিট হইয়া যায় তথাপি তাহা হস্তগত হইল না। এদিকে লেখবার সময় নিরূপিত আছে, তাহার মধ্যে লিখিত না হইলে কাগজ গৃহীত হয় না। যাঁহারা প্রশ্ন পাইলেন তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন, যাঁহারা না পাইলেন তাঁহারা যদি স্বস্থানে দণ্ডায়মান বা প্রশ্ন পাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন পরীক্ষা সম্পাদক আসিয়া তাহাদিগকে ধাক্কা প্রদান অথবা অন্যরূপে অপমান করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা অবগত হইলাম, একটী প্রসিদ্ধ কলেজের শিক্ষক এইরূপ এক স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই অপরাধের দণ্ডের জন্য পরীক্ষা গৃহের এক পার্শ্বে তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে হইল। উক্ত পরীক্ষায় এরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা করা যায় না এবং এরূপ ব্যবহার ভদ্রলোকেও সহ্য করিতে পারেন না। আমরা আদালতে বিচার প্রার্থীদিগের যে প্রকার দুরবস্থা দেখিতে পাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের ক্রমশঃ সেইরূপ হইতেছে।

২। প্রশ্ন লিখিবার সময়ে উপস্থিতির তালিকা করা হয়, ইহাতে যিনি ব্যস্ত, প্রযুক্ত উত্তর দিতে না পারিলেন তিনি অনুপস্থিত হইলেন। এই অনুপস্থিতির কিরূপ দণ্ড তাহা আমরা জানি না, কিন্তু লিখিবার সময় এদিকে কর্ণপাত করিয়া থাকা অত্যন্ত কঠিন এবং বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়।

৩। প্রশ্ন লিখিবার সময় শেষ হইল জানিবার জন্য ঘন্টাধ্বনি বা অন্য কোন বিশেষ উপায় নাই, যদি পরিদর্শকেরা কোন দিকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দেন তবেই যাহা হউক, কিন্তু সময় একটু উত্তীর্ণ হইলে পরীক্ষা সম্পাদক হঠাৎ আসিয়া হয় ত কাহারও লিখিত কাগজ ছিঁড়িয়া দিলেন, কেহ কেহ লিখিতেছে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। এক দিকে প্রশ্ন পাইবার বিলম্ব, অন্য দিকে পরিশ্রমের বিফলতা, ইহা অনেক স্থলে কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

৪। পরীক্ষার্থিদিগের বসিবার ব্যবস্থাও চমৎকার; এক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র পরস্পরের গাত্রে গাত্র স্পর্শ করিয়া বসিতে পারে; "গার্ড" নাম মাত্র, সকল সময়ে তাহাদিগের সতর্কতা দেখা যায় না, ইহাতে দুষ্টছাত্রদের অনেক প্রলোভন দেওয়া হয়।

পরীক্ষা বিষয়ক আর আর কথা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল; এক্ষণে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াই আমরা প্রস্তাব শেষ করিব; পরীক্ষার "ফী" ক্রমে অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু

(১) এ বিষয়টী যদি সত্য হয় তবে অতি গুরুতর বলিতে হইবে এবং ইহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। স

লিখিবার কলম কাগজাদির এবং এত কার্পণ্য প্রকাশ হইতেছে কেন? এবারে পরীক্ষার্থীদিগকে বাটী হইতে কলম আনিতে অনুমতি করা হইয়াছিল এবং কাগজ যাহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার কতক অতি জঘন্য এবং কতক এতদূর পরীক্ষার্থিগণের দুঃখাবশিষ্ট পাছে কাগজ কলমাদির অপব্যয় হয় এজন্য পরীক্ষা সম্পাদক অবশ্যই সাবধান হইতে পারেন কিন্তু তজ্জন্য পরীক্ষার্থিদিগকে কষ্ট দেওয়া ও তাহাদের কার্য্যের ব্যাঘাত করা কখনই বিধেয় হইতে পারে না। আমাদিগের রেজিষ্টার সাহেব অতি যোগ্য ও সুচতুর তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি, কিন্তু তিনি অপেক্ষাকৃত উদ্যোগী হইয়া আপনার মহৎ কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিলে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
উপাধি প্রার্থী।

———:o:———

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

মহাশয়! মেদিনীপুর জিলাতে গড়বেতা তমলুক ও নগুয়া এই তিনটি সবডিবিজন আছে তন্মধ্যে নগুয়া সবডিবিজনের নাম পরিবর্ত্ত না হইয়া স্থান পরিবর্ত্ত হইয়াছে। কয়েক বৎসর গত হইল, উহার ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী কাছারি কাঁথিতে এবং মুনসফী দাঁতুনে উঠিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য নগুয়া একেবারে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক তাহাতে আমাদের খেদ নাই; কিন্তু ঐ সবডিবিজনের যে যে পরগণার মধ্যবর্ত্তী ছিল তাহাদের বিশেষতঃ উত্তর পূর্ব্ব বিভাগের লোকদিগের এখন যারপর নাই কষ্ট হইতেছে। বিবেচনা করুন, আমাদের বাস অমরশী পরগণা হইতে নগুয়া ৩।৪ ক্রোশ ব্যবধানে ছিল। সুতরাং সকল প্রকার অত্যাচারপীড়িত ব্যক্তিরা তথায় গিয়া শীঘ্রই আপন আপন রক্ষার উপায় করিতে পারিত। তজ্জন্যই এপ্রদেশে তখন চুরি ও অন্যান্য অত্যাচার অধিক হইত না এবং একস্থান হইতেই দেওয়ানি, ফৌজদারি ও কালেক্টরির কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এক্ষণে অমরশী হইতে কাঁথি ১১ ক্রোশ ব্যবধান এবং দাঁতুনও (মুনসফী ষ্টেশন) ১২।১৩ ক্রোশ ব্যবধান। এই দূরতা নিবন্ধন উল্লিখিত স্থানবাসীদিগকে দেওয়ানির নালীশ হইলে একবার দাঁতুনে এবং দণ্ড ও রাজস্ব সম্পর্ক হইলে পুনর্ব্বার কাঁথিতে যাইতে হয়। এক ব্যক্তির দুই স্থানে মকদ্দমা ঘটিবার বিচিত্র নহে, অথচ দুইস্থানে না গেলে তাহার পক্ষে অনিষ্ট ঘটে। এমত স্থলে সে ব্যক্তি কি উভয় সঙ্কটে পড়ে না? না তাহার ব্যয় ও যার পর নাই পরিশ্রম এবং মনঃপীড়া হয় না? তাহাতে আবার এদেশে জল বা স্থলপথে গমনাগমনের সুবিধা একেবারে নাই। বাণিজ্যাদির কথা দূরে থাকুক, অত্যাবশ্যক না হইলে লোকে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যায় না। অপিচ জল নির্গমনেরও তাদৃশ সুবিধা নাই। যে বারে বৃষ্টি অধিক হয়, সে বারে নিশ্চয় হাজা হয় এবং জল পাইবারও কারণ খাল ও পুষ্করিণী নাই যে জলকষ্ট নিবারণ করে সুতরাং অনাবৃষ্টি হইলে ১২৭৩ সাল আসিয়া উপস্থিত হয়। ধান্যের আলিপথ দিয়াই সাধারণে গমনাগমন করিয়া থাকে। এখন সে কথা দূরে থাকুক, বিচার লইয়া কথা। অন্যকৃত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়াই লোকে বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আর এই উদ্দেশেই বিচারালয় বিশেষতঃ সবডিবিজন স্থাপিত হয়। যখন তদ্দ্বারা সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না তখন যেখানে বিচারালয় স্থাপন করিলে অধিকাংশের সুবিধা হয়, সেই স্থানেই স্থাপন করা উচিত। গবর্ণমেণ্টের নিজের সুবিধা লইয়া কথা নয়, প্রজার ধন প্রাণ রক্ষার্থই বিচারালয় দিগের স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য।

সম্পাদক মহাশয়! হিজলী কাঁথি পূর্ব্বে একটী স্বতন্ত্র জেলা ছিল। তথায় বিচারকার্য্য নির্ব্বাহার্থে পৃথক পৃথক বিচারালয়ও স্থাপিত ছিল। ৩০ বৎসরেরও অধিক হইল, উহা মেদিনীপুরে সামিল হয়। তদবধি সেখানকার সমস্ত প্রকার বিচারকার্য্য মেদিনীপুরেই সম্পন্ন হইত। পরে যখন সবডিবিজনের সৃষ্টি হয়, তখন গড়বেতা ও তমলুকের ন্যায় নগুয়াতেও একটী সবডিবিজন হয়। তাহাতে কাঁথি বিভাগের ও মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশের কতকগুলি পরগণার বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল। কিন্তু তৎপরে ... নামে একটী মুনসফী কাছারি কাঁথিতে স্থাপিত হয়। অদ্যাপিও তাহা বর্ত্তমান আছে। প্রায় ৮।১০ বৎসর হইল, লবণ সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে কাঁথি বিভাগের প্রজাগণ অত্যন্ত প্রপীড়িত হইলে এবং সবডিবিজন দূরে থাকাতে দুর্বৃত্ত চোরেরাও নিরীহগণের সর্ব্বনাশ আরম্ভ করিলে কিছু দিনের জন্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটী কাছারি কাঁথিতে উঠিয়া যায়। কিন্তু নগুয়ার মুনসেফী নগুয়াতেই থাকে। সুতরাং কিছু দিন কষ্ট হইলেও পুনরাগমন আশায় লোকে সে কষ্টকে অনায়াসে সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু নগুয়াবাসীদের দুর্ভাগ্যক্রমে মাজিষ্ট্রেটী কাছারি আর ফিরিয়া আসিল না এবং সেই দৃষ্টান্তে বোধ হয়, নগুয়ার মুনসেফীও দাঁতুনে উঠিয়া গেল। এই উভয় কারণে যত দূর দুরবস্থা ঘটিতে পারে নগুয়ার ভাগ্যে সকলই ঘটিয়াছে। নগুয়াতে ... নামে একটী বিখ্যাত শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবের মন্দিরটী বৃহৎ ও সুদৃশ্য বটে। তাহা যে এখনকার নয়, দেখিলে ইহা স্পষ্ট জানা যায়। সেই শিবের প্রাদুর্ভাবে বারমাস তথায় দশ জন লোকের বিলক্ষণ সমাগম হইয়া থাকে এবং ৮ বৎসর স্থাপিত হইলে মকদ্দমাদি নিবন্ধন আরও অধিক লোকের সমাগম হয়। এই জন্য নগুয়ার বাজারের অবস্থাও ক্রমে উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে এবং ... ডেপুটী কালেক্টরের যত্নে তথায় একটী ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল ভাবি উন্নতি সূচক কার্য্য দেখিয়া নগুয়া যে ক্রমে উন্নত ... আলোচনা করিলে তখন আমাদিগের ইহা বিলক্ষণ বোধ ছিল। কিন্তু ক্রমে বিচারালয়গুলি স্থানান্তরিত হওয়াতে একেবারে তাহা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইতিহাস ও ভূগোল দর্শন দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে রাজার উৎসাহেই বন নগর হয় এবং রাজার অনুৎসাহেই নগর বন হয়। আর তীর্থাদি কেবল অনৈসর্গিক কারণে ... সে অন্য কথা। আমাদিগের জেলার প্রধান স্থান বা সদর ষ্টেশন মেদিনীপুর ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ... ও তমলুকের অপেক্ষা ... স্থান ছিল (এখনও তাহা অধিক দূরবর্ত্তী হয় নাই) তাহা যে এখন ... স্থান ... সুশোভিত হইয়া নগর বলিয়া ... পরিচিত হইয়াছে এবং ... উৎসাহই কি তাহার উন্নতির কারণ ... তথা হইতে বিচারালয়াদি স্থানান্তরিত করিলে অচিরেই কি তাহা ... হইবার নহে? নগুয়ার ... যে ... অনুৎসাহে ... দশা ঘটিবে ইহাতে কি চিত্র কি আছে?

এখন এই কথা হইতেছে যে, কাঁথি বিভাগের ২৫।৩০টী পরগণার মধ্যে যখন একটী মুনসফী স্থাপিত ... এবং ... ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন, ... আর একটী ডেপুটী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট এক স্থান হইতে উঠিয়া যাওয়ায় কি এক প্রদেশের বিচার ... এপ্রদেশে তাহা ... সম্পাদন করিয়া ... হয় নাই। বিচারপতির

...। যতই বৃদ্ধি হইবে ততই বিচার কার্য্যের ... হইয়া দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইবে। ...স্থান বিচারপতি পুন করিয়া অন্যত্র তাহার ...বাস করিলে সে আশা নয় সফল হইবার ... যাহা হউক, সেগুলি মান্যেজিষ্ট্রী বাহাদিগী ... দিয়া না হয় আংশিক কতক বসিয়াছিল, ... মুন্সেফী উঠিয়া যাওয়াতে ... ও অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে। ...স্তিপাড়ে মুন্সেফী উঠিয়া গিয়া মধ্যস্থলে ...হুনে) স্থাপিত হইয়াছেল, ... প্রভৃতি ... পরগণা প্রায় দুই ... সকল ... সীমাভুক্ত হওয়াতে সে ... হইয়াছে। ... দক্ষিণ পশ্চিমে ... সীমা ও পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জের সীমা। ... মুন্সেফী দেশের এক পার্শ্বে হইল, ... এ বিভাগের লোকদিগকে ... প্রায় এ জেলার সীমায় ... হয়। তাহাতে সকলের পক্ষে ... ও সমান কষ্ট ঘটে।

...গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা যে, ... মধ্যে দুই বিভাগে যেরূপ বিস্তৃত স্থান ...তে দুইটী সবডিবিজন স্থাপিত হইলে ... বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু সে আশা ...দের দুরাশামাত্র। এখন মুন্সেফী আপন ...কারের মধ্য স্থলে হইলেও অনেক মঙ্গল এবং প্রজারও অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

...রা জানুয়ারি ...৮৬৭। } বালি গোবিন্দপুর।

...ন্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

"চিরকালই সত্যের জয় দুষ্কর্ম্মকারীদের দণ্ডই পরিণাম ফল।"

...আমাদিগের এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট পুলিষ সুপ...ণ্ডেণ্ট সাহেবের হেড মুহুরি বাবু এত কাল ...নজী, হুজুর ও বন্দাবত্তার প্রভৃতি বিবিধ ... প্রধান বিশেষণ শব্দ দ্বারা ভূষিত হইয়া ...য় আপন একাধিপত্য প্রদর্শনপূর্ব্বক ...ছিলেন এবং ... ...কেই পুলিষ প্রবেশ করাইয়া আপন একা...র বিলক্ষণ ... সম্প্রতি ... সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ... ইহাকে ... যে মুহুরি ... প্রায় প্রতি মাসেই ইন্স্পেক্টর, সবইনস্পেক্টর ও হেড কনষ্টেবলদিগের মাসিক বেতনের ও কণ্টিঞ্জেণ্ট বিলের টাকা প্রাপ্তির হিসাবের কাগজে হাওলাত শোধ বলিয়া লিখিয়া প্রায় প্রতি মাসেই অনেক টাকা "হাওলাত শোধের জাগাবে জমা দিয়া আসিতেছিলেন। দৈবাৎ ঐ হাওলাত শোধ লেখার উপর সাহেবের দৃষ্টি পতিত হওয়াতে সরকারী কাগজে হেডমুহুরির হাওলাত শোধ দেখিয়া সাহেব মুহুরি বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে "তুমি মাসিক ১৫ টাকা মাত্র বেতন পাও, কিন্তু মাসে মাসে এত টাকা কোথা হইতে ইহাদিগকে হাওলাত দেও যে প্রায় প্রতি মাসেই তাহাদিগের প্রাপ্ত বিলের টাকা হইতে কাটিয়া লও?" তাহাতে মুহুরি বাবু এক প্রকার কাবু হইয়া সাহেবের প্রশ্নের প্রকৃত সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন নাই বরং দায় বলিয়াই স্বীকার পাইয়াছেন। যাহা হউক আমাদিগের পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব যেরূপ সদ্বিচারক, উপযুক্ত ও কার্য্যদক্ষ লোক বোধ করি তিনি অবশ্যই এ বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া এবং মুহুরি বাবুকে কিছু শিক্ষা না দিয়া কদাচ ক্ষান্ত হইবেন না। বিশেষরূপ অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক নিগূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইতে পারে। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব বিবেচনা করুন এটী কি হাওলাত শোধ?

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু	কলিকাতা	
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ অগ্রহায়ণ		১০
" " অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়	বাজিতপুর	
		৩৸০
" " বৈষ্ণবচরণ ভদ্র	কোতলপুর	
১৮৬৬ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর		১৩
" " প্রসন্নচাঁদ গোলেচা	আজিমগঞ্জ	
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর		১৩
" " যদুনাথ মজুমদার	হাটখোলা	
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ		৫৷৷০
" " কৈলাসচন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ		৫৷৷০
" " শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	আন্দুলিয়া	
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন		৭
" " প্রিয়শঙ্কর ঘোষ	সেরপুর	
১২৭৩ মাঘ হইতে আষাঢ়		৭
" " কালিকৃষ্ণ দত্ত	কলিকাতা	৫৷৷০
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	কলিকাতা	৫৷৷০
" জে ওয়েলণ্ড সাহেব	কলিকাতা	১০
" রবিন্সন সাহেব	কলিকাতা	১০
বগুড়া পবলিক লাইব্রেরি	বগুড়া	
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর		১৩

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ১০ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৭। ৯ ই মাঘ। ১৮৭১। ২১ এ জানুয়ারি { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১২ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা।

নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরি সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনপত্র।

স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বানুসন্ধানের কার্য্য সুবিধা করণাভিপ্রায়ে সকল রেজিষ্টরি কার্য্য কারককে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তাহার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারেন তবে উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রতি লিপী সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র লেখা যায়, উক্ত কার্য্যকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চিত মতে জানিবার জন্য অন্বেষণের প্রার্থনা হইলে সেই অন্বেষণের খরচ দিতে হইবে।

এই [illegible] হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে অধিকারের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ভাবিকালে অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে।

প্রতিনিধি রেজিষ্টার জেনরল।

নিম্ন লিখিত নম্বরের নোট হারাইয়া গিয়াছে, যিনি আমার নিকট অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২৫ পঁচিশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

নোটের নম্বর এই:—

৬৯৭৬৮

৬৯৭৬৯ নং ১০০ টাকার হিং ২০০ টাকা

০৪৫৪১

০৬৭৫৫

০৬৭৫৬

০৪৫৬

০৬৭৮১

০৬৭৬২ নং ৫০ টাকার হিং ৩০০ টাকা

সমুদায় ৫০০ টাকা।

শ্রীবিপিনবিহারি সরকার

ভুটান বাকশা সবডিভিজনের ইনচার্জ পুলিষ ইনস্পেক্টর।

কিসমত পরগণে ঈসনপুর ওগয়রহ মহালওকক চারিআনির অন্তর্গত পরগণে মহেশ্বরপাশা যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেভিনু বোর্ডের আদেশানুযায়ী আগামি ১৮৭১ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। [illegible] বিলডাকাতিয়া উপরোক্ত পরগণের অন্তর্গত কিন্তু বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ৭২৯৫।৶৫ টাকা। ১৮৬[illegible] সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত ইজারদারের বাকি ১৬৭১ ৶১ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরি[illegible] শেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৭১। ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করা[illegible] ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে ইজা[illegible] রাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কিস্ত ৩৫ টাকা সরঞ্জামী বাদে সন ১২৭৭ সালের মধ্যে ও বাকী অর্দ্ধেক ঐ মত সরঞ্জামী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে মাশুল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২[illegible] টাকার মধ্যগত থাকিল এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ। পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট [illegible] তাহাতে মহালওককের নিরাপত্ত্য স্বত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইহার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারী যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে মহেশ্বরপাশার ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহির করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মুক্ত যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সমা[illegible] যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়া[illegible]

ড়ুবা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ ...যুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তা- ...রের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী ...লক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মনাথ সেনের নিকট ...তে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদা- ...রের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপি ...রের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে ...রিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি ...লতির লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের ...ত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বার্ষিক খাজনার মেকদার ইজা- ...রেব জামীন দিতে হইবে। যেরূপ জামীন ...ত ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত ...রূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মনরো অফিসিয়েটিংকালেক্টর

যশোহর।

...জলমত পরগণে সৈদপুর ওগয়রহ মহালওকফ ...জানির অন্তর্গত পরগণে খালিসপুর বাজা ...। যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের ...ব খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনিউ ...ডের আদেশানুযায়ী আগামী ১৮৭১ সালের ...এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ...রা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও লাটআবাদ খালিসপুর ও লাট- ...র্দ্ধ প্রসবপত্তনী ও বিল পাবনা উপরোক্ত ...রার অন্তর্গত কিন্তু পত্তনী বন্দোবস্তী উক্ত ...য় ও বিলের জমী পত্তিত উদ্দেশে বন্দো- ...হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজা- ...বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল ও পত্তনী দুই ...ন শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে ...বে।

৩। যে ভূমির ইজারার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাই ...হ তাহার বার্ষিক খাজনা ১০১৫২৶৵ টাকা। ...৬ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্তর উসুল ...বাকি ১৩৬৪৷২ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ ...পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৭১ সালের ...এ মার্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় ...বার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া ...বে। ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কি ...২৫ টাকা সরকারি বাদে সন ১২৭৪ সালের ...বকী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাদে ...১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল ...তে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকলা ব্যয় ...২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল। এবং ...প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজ- ...দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ পরিষ্কার রূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওকফের নিরা- পত্য স্বত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইজারার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্ত কারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লেখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পর গণে খালিসপুরের ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহে- বের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালে ক্টর সাহেব বাহির করিয়া ইজারাদার স্থির করি বেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকি- লেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ যশো হরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তারের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রহ্মনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবু- লতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপী উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুল- তীর লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের মবত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বাৎসরিক খাজনার মেকদার ইজারাদারের জামিন দিতে হইবে। যেরূপ জামিন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তা- রিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মনরো অফিসিয়েটিং কালেক্টর

যশোহর।

—০০—

ভারতবর্ষের বিবরণ।

ভারতবর্ষের বিবরণ তৃতীয়বার মুদ্রিত হই য়াছে। এবারে যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

—:০:—

ভূগোল পরিচয়

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাগরাদির চিত্র সবলিত একখানি ক্ষুদ্র ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৵১০ দশ পয়সা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

কলিকাতা

সপ্তত্রিংশ সাংবৎসরিক

ব্রহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বুধ বার সপ্তত্রিংশ সাম্বৎ- সরিক ব্রহ্মসমাজ উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকার সময়ে কলিকাতা ব্রহ্মসমাজ গৃহে ও অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময়ে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

—০০—

নিমুখানসামার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্র ণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূষণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

৯ ই মাঘ সোমবার।

আগরার দরবার, সোমপ্রকাশ ও ইংলিসম্যান।

ইউরোপখণ্ডে লোকে যখন ডাইনে বিশ্বাস করিত, তখন তাহার পরীক্ষার এই রীতি ছিল কোন স্ত্রীলোকের হস্তপদ বন্ধন করিয়া জলে নিক্ষেপ করা হইত। সে কোন প্রকারে তীরে উপনীত হইলে তাহাকে দগ্ধ করা হইত, আর সে জল- মগ্ন হইলে লোকে তাহাকে নির্দ্দোষ জ্ঞান করিত। কিন্তু মৃত্যু উভয়থাই নিশ্চিত ছিল। এদেশীয় সমাচারপত্র সম্পাদক- দিগকে মধ্যে মধ্যে সেইরূপ ডাইন পরী- ক্ষার ব্যাপারে পতিত হইতে হয়। যদি

…হঁারা ঘাতকীয় বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের …ার্য্যের অনুমোদন করেন, তাহা হইলে …রতবর্ষীস্থ ইউরোপীয়েরা (আমরা …কলে সিবিলিয়ান ও মিসনরিদিগকে …ক্ষ্য করিতেছি না) বলেন “ এদেশী…রা কপট ব্যবহারী, ইহারা কেবল …হ্যিক প্রণয় প্রদর্শন করিতেছেন, আর …দি ইহারা গবর্ণমেণ্টের দোষের কথা …ল্লেখ করেন অমনি বলা হয় “ এই সকল …কের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত, ইহারা …জদ্রোহী হইতে পারে ” ইহঁাদিগের …ভিপ্রায়ের সাধুতা কোন স্থলেই স্বী…ত, বর্ণিত ও আদৃত হয় না। যাহা …উক, এদেশের অধিকাংশ ইউরোপীয় …মাদিগের আদর্শ স্বরূপ নহেন, তাঁহা…গকে ইংরাজ জাতির প্রতিনিধি না …লিয়া বরং কলঙ্ক স্বরূপ বলিয়া বর্ণন …রাই ন্যায়ানুগত হয়। অতএব এই শ্রে…র সহিত তর্ক করায় বৃথা কাল হরণ …াত্র। এককালে ওয়ালটরজটে এদে…শের ইউরোপীয় দলের সর্দার ছিলেন, …ন্তু শেষে ঐ ব্যক্তি এক জন ধূর্ত্ত, প্রব…ক, দ্বিবিবাহকারী পাপিষ্ঠ বলিয়া …র্ণিত হয়। লার্ড বেণ্টিঙ্ক ও লঙ সাহেব …ও মিস কার্পেণ্টর যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাদিগকে তজ্জাতীয় বলিয়া …ণনা করিতে কি ঘৃণা জন্মে না ? …দেশে যে সকল ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, দুই এক খানি ভিন্ন আর …মুদায় আর পূর্ব্বোক্ত ইউরোপীয় দলের …খপাত্র। এদেশীয়েরা সংবাদের অনু…রাধে যে সমুদায় পাঠ করেন, কিন্তু …হা হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি, প্রতি… …শী ও সাবধানে প্রতি সর্ব্বাঙ্গ ও …র্ণ রাজনীতি শিক্ষা [illegible] … মানুষের [illegible] দোষ [illegible] পারে, …সকল সংবাদপত্রের মতে এদেশীয়দি… [illegible] আমরা [illegible]

…তাহা করিতে শিখিয়াছি। যথার্থ হিতৈ…যীর নিকটে দোষী হওয়া বিশেষ ক্ষো…ভের বিষয়। কিন্তু যাঁহারা কেবল দোষ অন্বেষণ করেন, তা পাইলে তাহার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, আমাদিগকে খর্ব্ব রাখা যাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁহাদিগের প্রশংসাতেও সুখ নাই,—নিন্দাতেও কষ্ট নাই।

আমরা আম্বালার দরবারের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম বলিয়া তাহাতে ইংলিসম্যান সম্পা…দকের কোপে পতিত হইয়াছি। ইনি আমাদিগের দরবার ঘটিত প্রস্তাবে যে কেবল দোষ দর্শন করিয়াছেন এরূপ নহে, ইনি এদেশীয় সংবাদপত্র সমূহের বিষয়ে এই কথা বলেন “ ইহঁারা প্রধান নগর সমূহস্থ সমাজের এক বিশেষ অং…শের মত প্রকাশ করেন মাত্র, এই সকল লোকের মত অনুসারে কৃতবিদ্য বাঙ্গালী…দিগের মতে আম্বালার দরবারে বৃথা অর্থ ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু “ বাঙ্গালীদিগের রাজনীতিসংক্রান্ত কোন সম্মান নাই ” “ তাঁহারা এ বিষয়ে কেবল অকালপক্ব বালকের ন্যায় পাকামি করেন এই মাত্র” “ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা ইহার বিপ…রীত বলিবেন ” ইত্যাদি।

ইংলিসম্যান যেরূপ বলুন, বাস্তবিক কৃতবিদ্য বাঙ্গালিদিগের মত সমাজের অংশ বিশেষের মত নহে, ইহঁাদিগের মতই এক্ষণে সর্ব্বত্র আদৃত ও পরিগৃহীত হইতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এক্ষণে ধর্ম্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, ও বিজ্ঞান স…ম্বন্ধে যে কিছু উন্নতি হইতেছে বাঙ্গা…লিরা সে সমুদায়ের প্রধান উদ্যোগী। বাঙ্গালী সংবাদপত্র সমূহ অন্য অন্য প্রেসিডেন্সির সংবাদ পত্রের আদর্শ। ভারতবর্ষীয় সভা বাঙ্গালির প্রতিষ্ঠিত। “ইংলিসম্যান” হিমালয় অবধি কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া এমন

এক জন ভারতবর্ষীয়কে বাছিয়া বাহি… করুন, যে তিনি এই সভার প্রতিনিধি… সর্ব্বজন কল্যাণকর প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক…রিয়া থাকেন। এ বিষয়ে বাঙ্গালিদিগে… প্রাধান্য অপলাপ করা সহজ নহে। উত্ত… পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা এপ্রদেশীয়দি…গের অপেক্ষা যোদ্ধা ও সাহসী বটে কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি… অধীনে যে সাহস আবশ্যক করে, তাহ… বাঙ্গালিদিগের অপেক্ষা আর কাহা… নাই। যাহা হউক, যাঁহারা অভিমাে… অন্ধ হইয়া এইরূপ বিবেচনা করেন, … তাঁহারা যে কথা বলেন তাহাতে … নাই, তাঁহারা যে কাজ করেন তাহাতে… দোষ নাই, তাঁহারা যে আমাদিগে… এই সকল বাক্যকে অকালপক্ব বালকে… বাক্যের ন্যায় পাকামি জ্ঞান করিবে… আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ইংলিসম্যান স্বীকার করেন, বাঙ্গা…লীদিগের রাজনীতিসংক্রান্ত সংস্কা… শীঘ্র সমুদায় ভারতবর্ষব্যাপী হইবে… কিন্তু ইহাতে তিনি আহ্লাদিত নহেন… তিনি ভাবিকালে অনিষ্টের আশঙ্ক… করিয়াছেন, এবং যে শিক্ষা প্রণালী… নিবন্ধন বাঙ্গালীরা “ সভ্যতমপ্রাজমী… তিজদিগের ” ন্যায় এই মত প্রচার করি…তেছেন, সেই প্রণালীর প্রতি তিনি… দোষার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে… এতদ্দেশীয়দিগকে মূর্খ করিয়া রাখি… এদেশে ইংরাজদিগের ক্ষমতা চিরস্থা… করা কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় ভারতবর্ষে… ইউরোপীয়দিগের মত ইংলণ্ডে গৃহী… হয় না, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের… গৌরবের বিষয় এই যে তাঁহারা প্রকাশ্য… রূপে এই অন্যায় প্রস্তাবের প্রতি ঘৃণ… প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইংলিসম্যা… বাঙ্গালী লেখকদিগকে “ভয়ানক… লোক বলিয়া গালি দিয়াছেন। তিনি… এদেশের ভাব জানেন না, ইহা তাহা…

...ন্যতর দৃষ্টান্ত। বাঙ্গালীরাই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের যথার্থ উপযোগিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের ভ্রম হইলে তাহার সংশোধন করা ইহাঁদিগের কাম্য অভিপ্রেত। যাহাদিগের তবি-...তে বিদ্রোহী হইবার বাসনা থাকে ...ন তাঁহারা একপ্রকার নির্ভর হইয়া সত্য ...থা বলে না। ইতিহাস ইহাই প্রমাণ ...রিয়া দিতেছে, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ...ই, ইংলিসম্যান মধ্যে মধ্যে সকলকে ...তিহাস বিষয়ে অজ্ঞ বলিয়া উপহাস ...রিয়া থাকেন!!

...কৈ।

কালোমূক ও মৃগ ব্যাঘ্র প্রভৃতির ...ভাবিক জাতিবৈর আছে। ব্যাঘ্র মৃগ ...খিলেই আক্রমণ করিতে যায়। এত ...র্শনে আমাদিগের মনে বিস্ময় জন্মে ...। জগদীশ্বর ব্যাঘ্রের স্বভাব নিষ্ঠুর ...রিয়া দিয়াছেন। তাহার দয়া নাই, ধর্ম্ম ...ন নাই, এবং ন্যায়ান্যায় বিবেচনা ...ই। কিন্তু যে যে জাতির এ সকল গুণ ...ছে, তাহাদিগের জাতিবৈরনিবন্ধন ...পরের আক্রমণ চেষ্টা অতিশয় বিস্ময়া... । গবর্ণমেণ্ট যদি এদেশীয়দিগকে উচ্চ ...দের সঙ্কল্প করেন, জাতিবৈর ...ই কতকগুলি ইউরোপীয় তৎক্ষণাৎ ...গ্রস্ত হইয়া উঠেন। অন্য কথা কি, ...বাঙ্গালিদিগকে বুদ্ধিমান কার্য্যক্ষম ...কার্য্যক্ষম বলিয়া বর্ণন করিলে তাঁহা... ...গায়ে সহ্য হয় না এরূপ ব্যবহার ...কেমন শোচনীয় সন্দেহ নাই।

...আমরা এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিবার ...পর্য্য এই, বোম্বাইয়ের এক ব্যক্তিকে ...পদে নিয়োজিত করাতে বোম্বাই ...অসন্তুষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন, সেটী ...দিগের ভ্রমের কার্য্য হইয়াছে। ...উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে ইউরোপী... ...অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তা...

...হায় এই কারণ বোধ হয়, তাঁহারা ভাবেন এদেশ জয় করিয়াছেন, অতএব এদেশের উচ্চ পদাদি তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য, এদেশীয়েরা এদেশজাত হইয়াও পরাজিত বলিয়া তাহাতে অধিকারী নহেন। এদেশীয়েরা সাহস বলবীর্য্যাদি বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, স্বাধীনতা বিনাশরূপ তাহার দণ্ডও হইয়াছে, কিন্তু অন্য অন্য বিষয়ে এদেশীয়েরা যদি ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ হন, ইহাঁরা তত্তৎপদে অধিকারী হইবেন না, এটী জাতিবৈরের বিজৃম্ভণ সন্দেহ নাই। যাঁহারা এদেশীয়দিগের উচ্চপদাভিলাষে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তাঁহারা উদার ভাবাপন্ন হইয়া যদি অন্য হেতু বিবেচনা না করেন, তথাপি তাঁহাদিগের এই বিবেচনা করা উচিত, এদেশীয়দিগকে প্রভুভক্ত রাখিবার একমাত্র উপায় এই। মুসলমান রাজারা তাদৃশ সভ্য না হইয়াও এই গুণে এদেশীয়দিগকে অনেক অংশে অনুরক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পাট্টা ও কবুলতীর রেজিষ্টরী।

জমীদারেরা প্রজার কল্যাণার্থী হইয়া সম্প্রতি একটী সাধু চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাট্টা ও কবুলতীর রেজিষ্টরী প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক আবেদন করিয়াছেন। ১৮৬৬ অব্দের ২০ আইন অনুসারে এক বৎসরের অধিক কালের বাকতীর পাট্টা ও কবুলতী রেজিষ্টরী করা একান্ত আবশ্যক। আইনে কেবল পাট্টা রেজিষ্টরীর কথা আছে বটে, কিন্তু কবুলতী না লইয়া পাট্টা দেওয়া হয় না। গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ আজ্ঞা দেন, পাট্টা রেজিষ্টরী করিবার ফী দিলে তাহাতে কবুলতীও রেজিষ্টরী হইবে। কিন্তু এক পাট্টা ও কবুলতী রেজিষ্টরী করিবার জন্য আইনে যে রেজিষ্ট্রার জেনরল উল্লেখ... স্বতন্ত্র ফী লইতে বাধিত হন। প্রায় ক্ষুদ্র... দীন ব্যক্তিকেই রেজিষ্টরীর ব্যয় দিতে হয়। অতএব এ ব্যয় কৃষকদিগের স্কন্ধে পড়িতেছে ইহা বলা বাহুল্য। জমীদারেরা যে কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা আবেদন মধ্যে লিখিয়াছেন, আইন অনুসারে রেজিষ্টরী করিতে হইলে কৃষককে রেজিষ্টরের নিকটে আসিতে হয়, এক দিনে রেজিষ্টরী হয় না, বিলম্ব হয় এবং আমলাদিগকে উৎকোচ দিতে হয়। একণে বঙ্গদেশের যে অংশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তথায় প্রায় তিন কোটি লোকের বাস, ইহাঁদিগের দুই কোটি কৃষক। রেজিষ্টরী অবশ্য কর্ত্তব্য হওয়াতে কৃষকদিগের অধিকাংশকে সর্ব্বদা আদালতে যাইতে হয়, সুতরাং তাহাদিগকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। আবেদনকারিরা তন্নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন, এ বিষয়ের রেজিষ্টরী করা আর না করা স্বেচ্ছাধীন করা কর্ত্তব্য।

জমীদারেরা গোপন না করিয়া রেজিষ্টরীর ব্যয় আমলাদিগের উৎকোচ গ্রহণ প্রজার সময় ও অর্থ ক্ষতি প্রভৃতি যে যে কথাগুলি কহিয়াছেন, সে সমুদায়ই সত্য... পাকান্তরে পাট্টা ও কবুলতী লইয়া সর্ব্বদা গোলযোগ হয় না। এ বিষয়ে জমীদার ও প্রজার পরস্পরের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করাই কর্ত্তব্য। যখন প্রথম রেজিষ্টরী আইন হয়, তৎকালে এদেশের সর্ব্বসাধারণে এতন্নিমিত্তক রেজিষ্টরীর অবশ্য কর্ত্তব্যতার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ... আত্মঃ ... হইয়া থাকে। ... বুদ্ধি ... অতএব রেজিষ্টরী ... করিয়া ... সকরি পাট্টা অবশ্য রেজিষ্টরী করিতে...

হইবে। এ স্থলে [illegible] অবধি [illegible] ৫০ টাকার উর্দ্ধ হইবে, তথায় পাড়া রেজিষ্টারী অবশ্য কর্ত্তব্য স্থির করিলে ক্ষতি নাই। এতদ্ভিন্ন অন্য অন্য পাড়ার রেজিষ্টারী না করিবার নিয়ম করাই ভাল, তাহা লইয়া অধ্যাবধি প্রশ্ন প্রায় উত্থাপিত হয় না। বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে কেবল লোকের কষ্ট হইতেছে এই মাত্র। অতএব জমীদারদিগের আবেদন গ্রাহ্য করিয়া প্রস্তাবিত সংশোধন করা একান্ত আবশ্যক। জমীদার ও প্রজার উপকারার্থ রেজিষ্টারির বিধি হয়, যখন উভয়ের ক্ষতি ও অসন্তোষ জন্মিতেছে, তখন আইনের অনুপযোগিতার আর কোন্ প্রমাণ আবশ্যক?

—[illegible]—

স্কুল ইনস্পেক্টরদিগের প্রতি বক্তব্য।

একটী অট্টালিকা আরম্ভ করিয়া যদি তাহার কিয়দংশ মাত্র গাঁথিয়া পরিত্যাগ করা যায়, যে ব্যয় বিফল হয় সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক বিষয়ের কত শত ব্যয় কোন কাজের হয় না। বিদ্যা বিষয়ক কত শত ব্যয় প্রায় সেইরূপ হইয়া থাকে। মফস্বলের অধিকাংশ সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে ব্যয় বিফল হইতেছে, এ কথা বলিলে বোধ হয় অযুক্তিক হইবে না। তত্তৎস্থলে উত্তম শিক্ষক ও ভাল শিক্ষাদান প্রণালী নাই। সুতরাং কাজও ভাল হয় না। যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হই [illegible] সেই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সাধিত হইল, এরূপ বলে কথা বিষম বিড়ম্বনা সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক, যদি আমরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য [illegible] যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষাপ্রাপ্ত হই, [illegible] [illegible] হইল? [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না? [illegible] [illegible]

বেগী বাঙ্গালা [illegible]। ইংরাজী শিক্ষা যদি সেই বাঙ্গালাজ্ঞানীর হয়, তাহা হইলে [illegible]? তাহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] বৃদ্ধি ও অর্থ ব্যয়েরইবা কি আবশ্যকতা হইতেছে?

অতএব ইনস্পেক্টরদিগের কর্ত্তব্য, যাঁহারা সাহায্য প্রার্থী হইয়া আসিবেন, তাঁহাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলিবেন, তাঁহারা যদি উত্তম শিক্ষক নিয়োগ, সুন্দর শিক্ষাদান প্রণালী ও ভাল অনুষ্ঠান ব্যবস্থা করিতে ও তাহার উপযোগী ব্যয় সংগ্রহ করিতে পারেন, সাহায্য পাইবেন অন্যথা পাইবেন না। এত দিন ইনস্পেক্টরেরা এরূপ কড়াকড় করেন নাই, তাহাতে তাঁহাদিগকে দূষিত করা যাইতে পারে না, প্রথম প্রথম সকল কাজেই আলগা দিতে হয়। কিন্তু এখন আর শৈথিল্য বিধেয় হয় না। সাহায্যদান প্রণালীর প্রথম প্রবর্ত্তন অবধি গণনা করিলে ১৪ বৎসর হইতে চলিল, আজিও সেই [illegible] শিক্ষার ব্যবস্থায় পরিতোষজনক দেখিবেন না। ইংরাজ জাতি যে এদেশের উন্নতি মনোযোগক হইয়াছেন, এ ব্যবস্থায় কি সেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে? এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এদেশের স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত যত্ন ও অর্থ ব্যয়ের ত্রুটি করিতেছেন না, কিন্তু বালক পুরুষের [illegible] শিক্ষার নিয়ম বিশোধিত হইয়া সুশিক্ষার উপায় বিহিত না হইলে, তাবৎ সেই যত্ন ও সেই অর্থ, সমুদায় ভস্মাহুতির ন্যায় নিরর্থক হইবে, সন্দেহ নাই। [illegible] শিক্ষা [illegible] অধিকাংশ লোকের যে সুশিক্ষা হইতেছে না, আমরা তাহার একটী প্রমাণ দিতেছি [illegible] একটী [illegible], ইহার অধিকাংশ [illegible] [illegible] কেবল [illegible] [illegible] [illegible] বি, এ, এক [illegible] ও এক জন এম,

এ, মাত্র দেখিতে পাই। যেখানে [illegible] এত অল্পতা, সেখানে স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির উন্নতিদর্শন বাসনা মরুভূমি [illegible] জল পাইবাদি শোভিত পুষ্করিণী [illegible] আকাঙ্ক্ষার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র নাই।

—••—

ভারতবর্ষের রাজধানী কোথায় স্থাপন হয়?

কলিকাতা ক্রমে নামে মাত্র রাজধানী হইয়া পড়িতেছে। রাজপুরুষগণ বৎসরের অধিকাংশ কাল এখানে অবস্থান করেন না, এক এক বার কয়েক দিনের জন্য দেখা দেন মাত্র। রাজধানীর স্থান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার প্রস্তাব হইয়া থাকে। কখন শুনা যায় সিমলা, কখন পুনা, কখন [illegible] এইরূপে স্থান মনোনীত হইতেছে। ইহার অন্যতর কোনটীর শুভাশুভ [illegible] না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচনা [illegible] পরিণাম দর্শন পূর্ব্বক এ কার্য্যটী সম্পাদন করেন এই আমাদিগের ইচ্ছা। এতদ্দেশ সম্পর্কে কলিকাতা ইংরাজদিগের ভাগ্যলক্ষ্মী বলিতে হইবে। এত কাল রাজপ্রতিনিধিগণ এখানে অবস্থান করিয়া সর্ব্বত্র সুশাসন করিয়াছেন। ইহাকে হঠাৎ পরিত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ এক এক দিকে এক একটী প্রেসিডেন্সী ও তাহার গবর্ণর থাকিলে গবর্ণর জেনরল বাহাদুর এখানে থাকিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। সমুদ্রের সহিত যোগরক্ষা ইংরাজদিগের প্রধান বল, এখান হইতে সমুদ্র অধিক দূরবর্ত্তী নহে। মহারাণী ও লণ্ডন নগরে বাস করিয়া সমুদায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শাসন করিতেছেন, অন্যান্য রাজ্যেরও রাজ্যের [illegible] বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর প্রায় পরিবর্ত্তন হয় না। এক কোন নগর [illegible]

[illegible]ড় মহারাজ, শাসন করিয়াছিল ? অত এব ইংরাজেরা সমুদায় আসিয়ার অধী ন হইলেও কলিকাতা হইতে কার্য্য চলি বার অসম্ভাবনা নাই।

তবে কলিকাতার জলবায়ু প্রধান রাজপুরুষদিগের সহ্য হয় না ও অন্যান্য কারণ দর্শাইয়া যদি রাজধানী পরিবর্তন করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদিগের মতে পঞ্জাবই উৎকৃষ্ট স্থান। সিমলার পর্ব্বতে বাস করিয়া সর্ব্বত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিবার সুবিধা হইবে না। পুনাও এক পার্শ্বে স্থিত এবং তথায় রাজধানী হই বার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। পঞ্জাব সাহসী ও বীরপুরুষদিগের জন্ম ভূমি, পঞ্জাবের জলবায়ু অতি উপাদেয়, পঞ্জাব সীমাস্থিত রাজ্য সকলের নিকট বর্ত্তী, এখানে বিদ্রোহ ও শত্রুপক্ষের আক্রমণের সমধিক শঙ্কা আছে, ভারত বর্ষের এই ভাগ সুস্থির ও সুরক্ষিত থা কিলে সমুদায় ভারতরাজ্য সুশাসিত থাকিতে পারে। এই সকল কারণে যদি পঞ্জাবে রাজধানী হয় কেবল গবর্ণমে [illegible] নয়, [illegible] অধিকতর লাভের সম্ভাবনা আছে। পঞ্জাব অল্প দিন মাত্র ইংরাজাধিকৃত হইয়া আশ্চর্য্য উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে এবং গবর্ণমেন্টের [illegible] বিষয়ে আনুকূল্য প্রদান করিয়া [illegible] রক্ষা করিয়াছে। রাজধানী হইলে বিদ্যার সমধিক আলো চনা হইয়া এদেশটি শীঘ্র সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইতে পারিবে। অপর, [illegible] রাজ্য ক্রমশঃ যেরূপ বিস্তারিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহার সহিত [illegible] যোগ হইয়া ভারতবর্ষ আক্রান্ত হই বার যে প্রকার আশঙ্কা আছে, তাহাতে [illegible] পূর্ব্বক সীমার দিকরক্ষা করাই [illegible] আবশ্যক।

—•—

সমাজ পরিত্যাগকারী
ব্রাহ্মদল।

আমরা লাকুটিয়ার [illegible] দিগের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছি লাম, তাহাতে সমাজপরিত্যাগকারী ব্রাহ্মদল আমাদিগের উপরে বিরক্ত হই য়াছেন। আমরা এক দিন তাঁহাদিগের বিরাগে উপেক্ষা করিয়া মৌনাবলম্বী হইয়াছিলাম, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, তাঁহাদিগের ভ্রমভঞ্জন চেষ্টা না পাইলে তুষ্ণীম্ভাব অকর্ত্তব্য হইতেছে। তাঁহাদিগের প্রথম ভ্রম এই, তাঁহারা মনে করিতেছেন, সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সমাজ সংস্কার করিয়া তুলিবেন। কিন্তু ইতিহাস ইহার বিপরীত কথা কহি তেছে। কোন সংস্কারকই এককালে সম্প্র দায়ের বিপ্লাবন চেষ্টা পান নাই। সে চেষ্টা পাইয়া কাহারও কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই। লুথর যদি খৃষ্ট ধর্ম্ম বিপ্লাবন করিয়া মহম্মদপ্রণীত ধর্ম্ম অথবা অন্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। রোমান কাথলিকদিগের ভ্রম প্রমাদ ও প্রতারণাদিমূলক যে সমস্ত অন্যায় কাণ্ড ছিল, তিনি তাহা লোককে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিয়া তৎসংশোধন চেষ্টা পাইলেন, অনেকে বুঝিতে পারি লেন, তিনিও কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হই লেন। যে ব্রাহ্মদল সমাজের প্রতি বিরক্ত হইয়া তৎপরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহা দিগের উচিত ছিল, সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের দোষ সংশোধন চেষ্টা করেন। খৃষ্ট পুরাতন বাইবেল [illegible] করিয়া কি নূতন প্রচার করেন নাই ? রামমোহন রায় বেদ আশ্রয় না করিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজের [illegible] চেষ্টা করি তেন, আমরা কি আজি ইহার [illegible] [illegible] দেখিতে পাইতাম ?

অপর, সমাজপরিত্যাগী [illegible] সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের [illegible] [illegible] কার্য্য করিয়াছেন। [illegible] প্রতি মানুষের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহার লঙ্ঘন করা হইয়াছে ; এটি পাপ কর্ম্ম মধ্যে গণ্য। এক জন পত্রপ্রেরক একথা লিখি য়াছিলেন, ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্যের অনু রোধে আমরা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিতে পারি। তাহা হইলে ও ব্রাহ্মদিগের মতে পাপ পুণ্য থাকে না ; অন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঈশ্বর পাপ পুণ্যের স্বরূপ বলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু ব্রাহ্মদিগকে সেরূপ বলিয়া দেন নাই। ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া ইহাঁরা কোন গ্রন্থে বিশ্বাস করেন না, ইহাঁদিগের সেরূপ কোন গ্রন্থ নাই। সমাজের হিতানিষ্ট বিবেচনাতেই ইহাঁদিগের মতে পাপ পুণ্য নিরূপিত হইবে। কিন্তু যখন ইহাঁরা সেই সমাজপরিত্যাগী হইলেন, তখন আর ইহাঁদিগের পাপপুণ্য কি ? এটী কি স্বেচ্ছাচারিতা নয় ? লেখাপড়া শিখিয়া শেষে কি তাঁহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা হইল ? ঈশ্বর কি স্বেচ্ছাচারির প্রতি প্রসন্ন হন ?

———

[illegible] বিজ্ঞান সভা ও
ইণ্ডিয়ান আসো
সিএসন।

মিস কার্পেণ্টর এদেশের একটী বিশেষ উপকার করিয়া দিয়াছেন। কিছু দিন হইল আমরা এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, যে ইংলণ্ডীয় [illegible] বিজ্ঞান সভার ন্যায় এখানে একটী সভা হয়, এবং [illegible] [illegible] [illegible] করেন। [illegible]

[illegible]

এই সভা সমুদায় বঙ্গ প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ বঙ্গদেশ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের সামাজিক বিষয়ের আন্দোলন করিবেন। সভা অন্য কোন সমাজের অধীনস্থ নহেন। অন্ততঃ যাঁহারা বাৎসরিক ১২ টাকা চাঁদা দিবেন, তাঁহারা সভ্য শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইবেন। সভার কার্য্য এক বিশেষ সভা দ্বারা সম্পাদিত হইবে। ১৩ জন সভ্যের ন্যূনে এ সভা হইবে না। এক জন সভাপতি ও দুই জন সহকারী সভাপতি থাকিবেন। দেশবাসীদিগের সমাজ, বুদ্ধি ও ধর্মনীতি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ তর্ক বিতর্ক এবং তাহার উন্নতি সাধন চেষ্টা করা হইবে। প্রবন্ধ পাঠ ও তদ্বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিবার জন্য কলিকাতায় ত্রৈমাসিক সভা হইবে, এবং প্রতি জানুয়ারি মাসে এক সাম্বৎসরিক সভা হইয়া সভার কর্ম্মচারিদিগকে মনোনীত করা হইবে। পর্য্যাপ্তসংখ্যক সভ্য উপস্থিত হইলেই সভার কার্য্যারম্ভ হইবে। এচ, বেবরলি সাহেব এবং বাবু প্যারী চাঁদ মিত্র সভার অবৈতনিক সম্পাদক হইয়াছেন।

এই সভার উদ্দেশ্য অতি উত্তম। স্বদেশীয় কৃতবিদ্যেরা অবিলম্বে ইহার সভ্য পদ গ্রহণ করিয়া ইহার উন্নতিসাধন করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ। সমাজের উন্নতি যত দিন না হইতেছে, তত দিন প্রকৃত সৌভাগ্যের আশা করা যায় না; বহু বিষয়ে আমাদিগের উন্নতির আবশ্যকতা আছে, ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের ত কথাই নাই, অধিকন্তু আমাদিগের রাজপ্রণালী, শাস্ত্রশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েরও অনেক দোষ আছে। ইংলণ্ডীয় সামাজিক বিজ্ঞানসভা প্রতিবৎসর অনেক কাজ করিতেছেন। কিন্তু ইংলণ্ড অপেক্ষা এদেশে এতদ্বিষয়ে উন্নতি সহজে সম্পাদিত হইবে। তথায় সমাজের যে প্রকার অবয়ব সংস্থান তাহাতে বিস্তর লোককে নিরাশ্রয়তা নিবন্ধন ভরণপোষণের সদুপায় না পাইয়া অগত্যা পাপ কর্ম্ম করিতে হয়। ১৮৫০ অব্দে লার্ড সাফটস্‌বরি মহাশয় বলেন, "লণ্ডনে ৩০,০০০ বস্ত্রহীন মলপূর্ণ পরিত্যক্ত গৃহহীন অশিক্ষিত শিশু আছে, রাজধানীতে যত পাপ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দশাংশেরনয় অংশ ইহাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, লণ্ডনের ন্যায় অন্য অন্য নগরেও লোক সংখ্যার পরিমাণানুসারে এইরূপ শিশুর সংখ্যা আছে। কিন্তু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাদিগের দেশে এরূপ নাই। আমাদিগের যেরূপ সামাজিক প্রণালী, তাহাতে শৈশবাবস্থায় একবারে কাহাকে নিরাশ্রয় হইতে হয় না। শরীরে বল ও ইচ্ছা থাকিলে ভারতবর্ষে সকলেই সৎ উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। তাহার বহুবিধ পথ পরিষ্কৃত আছে। দেশের যত বাণিজ্য বৃদ্ধি হইতেছে, তত মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহারা বৎসরের কিয়দংশকাল মজুরী ও কিয়দংশ কৃষি কার্য্য করিয়া থাকে। অনেকের এই সংস্কার, এক দল স্বতন্ত্র মজুর করা কর্ত্তব্য। সামাজিক বিজ্ঞান সভা ইহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন। আমরা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম। সভার কার্য্যের স্থান অতি বিস্তৃত, এবং বিবেচনাপূর্ব্বক শান্ত অন্তঃকরণে কাজ করিলে বিস্তর উপকার দর্শিবে। এদেশের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দিবার বিষয়ে অনেক মত ভেদ আছে। উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা এক কথা বলেন, প্রাচীন দল আর এক কথা বলিয়া থাকেন। সভা এ প্রশ্নেরও সৎ মীমাংসা করিতে পারিবেন।

যাহাতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের কৃতবিদ্যগণ সভায় প্রবেশ করেন, তাহার চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য। আলীগড়ের সৈদ আহমদের ন্যায় লোকদিগের দ্বারা সমাজের অবয়ব পুষ্টি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। এই জন্য কেবল কলিকাতায় না করিয়া মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য নগরে সভার অধিবেশন করা আবশ্যক। রেলওয়ে থাকাতে ইহার কোন অসুবিধা হইবে না। ক্রমশঃ বোম্বাই ও মান্দ্রাজকে আহ্বান করা উচিত। আমাদিগের জাতীয় একতা হয়, তদ্বিষয়ে সকলের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসনপ্রণালীরও এই প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাই তাঁহাদিগের স্থায়িত্বের প্রধান প্রতিভূ স্বরূপ। সামাজিক বিজ্ঞান সভার অপেক্ষা সুন্দররূপে আর কাহার দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে? আমরা স্বদেশীয়দিগকে পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা শীঘ্র এই সভায় প্রবেশ করুন।

ভারতবর্ষের উন্নতি হেতু ইংলণ্ডে "ইষ্টইণ্ডিয়ান আসোসিএসন" নামক একটি সভা হইয়াছে। আমাদিগের পরম হিতৈষী জন ডিকেন্সন সাহেবের চেষ্টায় এই সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক জন বাঙ্গালী ও পারসী লণ্ডনে যে সভা করেন সেই সভা এই সভার অন্তর্গত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয়দিগের কষ্টের বিষয় মহাসভা ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের গোচর করা সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আপাততঃ অনেক সৈনিক আফিসর সভার সভ্য হইয়াছেন। তাঁহারা এতদ্দেশীয়দিগকে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এইরূপ নিয়ম করা কর্ত্তব্য, যাঁহারা ভারতবর্ষে থাকিবেন, তাঁহারাও যদি রীতিমত ১০ টাকা করিয়া চাঁদা

বন, সন্তাপ ও উৎকণ্ঠা প্রাপ্ত হই বন। সৈনিকগণ সভ্য বলিয়া আমাদি গের উদ্বেগ নাই। ভারতবর্ষীয় সেনাদ- লের অফিসরগণের দ্বারা আমাদিগের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। সেনা- পতি গো, সর হেনরি লরেন্স, কর্ণেল প্রবান, সর জেমস ঔট্রাম প্রভৃতির গুণ কান্ ব্যক্তির হৃদয়ে জাগরূক না রহি- য়াছে? বিদ্রোহিদিগের হস্তে যখন সর হেনরি লরেন্স প্রাণত্যাগ করেন, তখনও লিয়াছিলেন "হায় নির্ব্বোধ লোকেরা! তোমাদিগের দশা কি হইবে?" বিদ্রো হের পরও সর জেমস ঔট্রাম বলেন আমি এখনও তাঁহাদিগকে (ভারত বর্ষীয়দিগকে) ভালবাসি ও বিশ্বাস রি।" ভারতবর্ষীয় সভা এবং বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও অযোধ্যার সভা নিয়মিতরূপে ইষ্টইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিএসনকে দেশের অবস্থা অবগত করুন, অনেক কাজ হইবে। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের স্বার্থ ক। ভারতবর্ষের মঙ্গলে এদেশের বাব য় কর্ম্মচারির মঙ্গল। এই মঙ্গল লো- কের সন্তোষের উপর নির্ভর করিতেছে। কে একত্রিত হইয়া কার্য করিলে এই দেশের ও এই মঙ্গলের কোন বিঘ্ন ঘটি- র সম্ভাবনা নাই। ভারতবর্ষস্থিত ঔপ বেশিক সংস্কার বিশিষ্ট ইউরোপীয় দের সহিত সদ্ভাব না হইতে পারে, কিন্তু সামান্যতঃ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষীয় সর্ব্বসাধারণের একতা থাকিলে এ দলকে গ্রাহ্য করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

পুস্তক প্রাপ্তি।

ভারতবর্ষীয় সভার বাৎসরিক বিব- রণ। ১৮৬৯ অব্দের ৩১ এ জুলাই পর্য্যন্ত মাসের মধ্যে এই সভায় ১৮ সকল বিষয় আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হয়, ইহাতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এদেশীয় লোকদি গের উদ্বাহবন্ধনচ্ছেদবিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি।

২। রেজিষ্টরী বিল।

৩। শস্ত্র সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডু- লিপি।

৪। রেলওয়ে বিল।

৫। কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল।

৬। ভেড়ী বন্দী বিষয়ক বিল।

৭। কলিকাতা ষ্টিবরষ্টুষ্ট বিল।

৮। কলিকাতা পুলিষ বিল।

৯। কটকে জমীদারীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওন-বিষয়ক আইনের পাণ্ডু- লিপি।

১০। সুন্দরবনে যে সকল গাছপালা জন্মে।

১১। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ।

১২। এদেশীয় সিবিল সর্ব্বিস কর্ম্মের পরীক্ষা।

১৩। লার্ড হালিফাক্সকে অভিনন্দন পত্র প্রদান।

১৪। শবদাহের ঘাট সংক্রান্ত চাঁদার উদ্বৃত্ত টাকার ব্যয়।

১৫। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ ভারত বর্ষীয় সভা।

১৬। বিজয়নগরের মহারাজের নিকট হইতে দান প্রাপ্তি।

১৭। স্বত্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ সি, এস, টি, ভারতবর্ষীয় সভা যে তাঁহার নামের যোগ্য কাজ করিতেছেন, ইহার দ্বারা তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে।

আমাদিগের বজ্রযোগিনীস্থ সংবাদ দাতা লিখিয়াছেন।

এই বিস্তীর্ণ বিক্রমপুর পরগনার মধ্যে যে সকল গ্রাম অবস্থিত আছে তন্মধ্যে বজ্রযোগিনী গ্রামই সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই স্থান সাতাইশ মৌজায় বিভক্ত, প্রত্যেক স্থানে বহুতর ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি ভদ্র লোক বাস করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অধিকাংশই ধিক্ত, ধনী জমীদার যদি ইঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া স্বীয় গ্রামের হিতসাধন রত্নে যত্নবান হন, তাহা হইলে লো- কের অনেক উপকার হইতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সর্ব্বসাধারণ জনগণের অমনো- যোগিতা ও অনৈক্য নিবন্ধন সম্প্রতি এখানে নিম্ন প্রধান দুটী গুরুতর বিষয়ের অভাব লক্ষিত হইতেছে। এখানে কি স্থল পথে কি জলপথে গমনাগমনোপযোগী কোন ভাল রাস্তা না থাকাতে গমনাগমন প্রভৃতি বিষয়ে বিলক্ষণ অসুবিধা জন্মিতেছে। যদি সকলে ঐক্যপূ র্ব্বক এখানে একটী খাল খননার্থ সচেষ্ট হইয়া তাহাতে স্ব স্ব অবস্থোচিত ও পদোচিত অর্থ দান করতঃ তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট সাধারণের মঙ্গ- লের নিমিত্ত কিয়ৎপরিমাণ অর্থ প্রদানে কদাপি অস্বীকৃত হইবেন না। এবং তাহা হইলে অনা য়াসেই তথায় একটী খাল খনন হইতে ও তদ্- দ্বারা সর্ব্বস্ব নিকরের বার পর নাই উপকার হই- তে পারিবে। আমরা শুনিয়াছি, বজ্রযোগিনীস্থ নিজ জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর গুহ ও শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ মহাশয় তন্নিমিত্ত এক সহস্র টাকা প্রদানে সম্মত আছেন। অত এব ত গ্রামবাসী সকলেরই তাঁহাদের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। অপর, এই গ্রামের অনেক স্থান বন জঙ্গলে আবৃত থাকাতে বন্য ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি প্রাণী দ্বারা লোকের যেমন অনিষ্ট হইতেছে, সেই প্রকার জঙ্গল হইতে দূষিত বায়ু প্রবাহিত হইয়া লোকের অকালমৃত্যু সম্পাদন করিয়া অনে কে রোগের যন্ত্রণায় অস্থির করিতেছে। যদি এখানে একটী ডিস্পেন্সরী স্থাপন পূর্ব্বক উপযুক্ত মেডিকেল অফিসর রাখা যায়, তবে জনগণের অনেক মঙ্গলের সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট হইতে বিক্রম পুরাঞ্চলে কিয়দ্দূরে ডিস্পেন্সরি স্থাপনের আদেশ [illegible] একটী [illegible] হইয়াছে। অতএব বজ্রযোগিনীর জনগণ এক বাক্যে [illegible]

উহা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টি চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য অত্রত্য কৃত বিদ্যগণের যত্নবান হওয়া উচিত। অত্রত্য অধীদার পূর্ব্বোল্লিখিত কালীকিশোর বাবু ও কৃষ্ণচন্দ্র বাবু তাহাদিগের সহায়তা করিবেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

(৩) অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়টি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। সম্প্রতি এই স্কুলে প্রায় দেড়শত ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে এবং শিক্ষকগণ বিশেষ সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন।

(৪) কতিপয় দিবস অতীত হইল, কাঁঠাল থাঁ গ্রামের কোন বিধবা স্ত্রীলোকের গর্ভ হইলে মুন্সীগঞ্জের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মাস্কেল সাহেব উহা জানিতে পারিয়া এই বলিয়া দেন যে উক্ত বিধবার যেন গর্ভ নষ্ট না হয়। যাহা হউক অল্প দিন হইল, উক্ত বিধবা স্ত্রীলোক বজ্রযোগিনীর অন্তর্গত সোনারঙ্গ নামক স্থানে কোন ভদ্রলোকের বাটীতে আসিয়াছে এবং তাহার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়া এখনো জীবিত আছে। এতদুপলক্ষে অত্রায় দলাদলীর উপক্রম দেখা যাইতেছে।

(৫) প্রায় ৪।৫ দিবস গত হইল, টঙ্গীবাড়ীর অরণ্যাতে একজন লোক বন্য শূকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হত ও অপর ৪।৫ জন আহত হইয়াছে।

বিবিধ সংবাদ।

২রা মাঘ সোমবার।

গত শনিবার গবর্ণর জেনরল চাঁদনীর চিকিৎসালয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত চিকিৎসালয় সভার সভাপতি সর হার্বেট শিকক কমিসনর হগ সাহেব, মানিকজী রুস্তমজী প্রভৃতি গমন করিয়াছিলেন। লর্ড জন লরেন্স চিকিৎসালয়ের অবস্থা ও কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়া সন্তোষলাভ করিয়াছেন। ঐ দিবস সন্ধ্যার সময় গবর্ণর জেনরল ইটালির চিকিৎসালয় দর্শন করিয়াছিলেন। ডাক্তর বেলির সম্মুখে সর্ব্বসাধারণ এত বাধিত হইয়াছেন যে সমস্ত দিনের মধ্যে চাঁদনীর চিকিৎসালয় রোগিশূন্য থাকে না। বিস্তর দূর হইতে উঁহারা আগমন করেন।

হেওয়ার্ডসিস্টি পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রিটিস কমিসনর কাপ্তেন সেয়ার কোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে অঙ্গীকার লইয়াছেন যাঁহারা অর্থাৎ পুনর্ব্বার দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন না। দুর্গের ভগ্নাবশিষ্ট কর্দ্দমময় ভূমির পাশ্চে ভুটানের সীমা হইবে। অসম্পূর্ণ বিচারালয়ের প্রথম ফৌজদারী সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে। বিচারপতি নর্ম্মান।

কাপ্তেন টেলরের অন্য কলিকাতার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। তিনি ৫, ৫০০ টাকার জামীন দিয়া মুক্ত আছেন।

হোম ন ট্রাইমস বলেন, ইংলণ্ডেশ্বর রাজা নিজ নদী আবিষ্কৃত করিবার জন্য এক জন ওলন্দাজকে নিযুক্ত করিয়াছেন। কিছু দিন হ্রাস গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞানুসারে এক জন ফরাশী এই নদীর আদি প্রকাশ করিতে গমন করেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। রাজা নিজ ব্যয়ে ভূগোলের এই সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কারক সাহেবের সীমা অতিক্রমণ করিবেন না। এবিষয়ে অস্মদ্দেশের রাজা মনোযোগী হইলে নিকটের মূল জানা যাইতে পারে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, সম্প্রতি হোসেনযাইল আফ্রিদিগণ দৌরাত্ম্য করাতে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের পঞ্জাবে আসিবার পথ অবরোধ করিয়াছেন। পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাহার কথা?

সম্প্রতি লার্ড ক্রাণবোর্ণ গবর্ণর জেনরলকে এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব গবর্ণর জেনরলদিগের সময়ে ভারতবর্ষের রাজস্ব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু সর জন লরেন্সের সময়ে কেবল ব্যয়ই বৃদ্ধি হইতেছে, রাজস্বের অবস্থা সমান। লার্ড ক্রাণবোর্ণ বলেন পূর্ব্বকার শাসনকর্ত্তাগণ কোন না কোন প্রকারে এদেশের রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতএব তিনি প্রস্তাব করেন এদেশের ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। ব্যয় অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই, বর্ত্তমান রাজস্ব সচিবের নিয়োগ কোন কাজের হয় নাই, ইনি কোন কাজ করেন নাই, কেবল গবর্ণর জেনরলের সহিত সিমলায় বাস ইহার কাজ। কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধির বিষয়ে লার্ড ক্রাণবোর্ণ দেশের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন। ভূমির কর আর বৃদ্ধি হইতে পারে না, হইলে সাধারণ লোকের হ্রাস হইবে। বোধ হইতেছে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও উৎকলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল না।

"আমরা আহ্লাদিত হইলাম" কলিকাতা ও হাবড়ার জলপ্লাবন হইবার দিবসে যে কয়েক জন মাঝি অকাতরে সাহস পূর্ব্বক আরোহিদিগের জীবন রক্ষা করে তাহাদিগকে সাধারণ চাঁদা দ্বারা পুরস্কার দিবার জন্য এক সভা হইতেছে।

সম্প্রতি ভরতপুরের রাজা ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। রাজার ১৬ বৎসর মাত্র বয়স, ইনি ইংরাজী উত্তম জানেন। ইউরোপ দর্শন আবশ্যক, কিন্তু দুই এক মাস লণ্ডন ও পারিসে থাকিয়া আসিলে কোন কাজ হয় না।

কারেণ নামক বার্লেখরের এক জন ওবরসিয়র সম্প্রতি এক কুলিকে প্রহার করাতে তাহার মৃত্যু হয়। কারেণ আরও কয়েকবার কুলি প্রহার অপরাধে ফৌজদারিতে আসিয়াছিল। কুলির মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে বলিয়া নালীশ হয়, কিন্তু সিবিল সর্জন বলেন বামদিকে আঘাত থাকে এবং তাহা বেত্রাঘাত বোধ হয় না। এই জন্য মাজিষ্ট্রেট মনক্রীফ সাহেব তাঁহাকে সতর্ক করিয়া মুক্ত করিয়াছেন। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে আন্দোলন হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট মনক্রীফ সাহেবের কৈফিয়ৎ চাহেন। তিনি সিবিল সর্জনের জবানবন্দীর উপর নির্ভর করিয়া মুক্ত করিয়াছেন বলিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্ট এই কারণ তুষ্টিকর বলিয়াছেন। দক্ষিণদিকে কি বামদিকে, বেত্রাঘাতে অথবা লাথিতে কুলি প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, এটী বিশেষ সপ্রমাণ না হইলেও চলে। কথা এই হইতেছে, কারেণের প্রহারে কুলি প্রাণত্যাগ করিয়াছিল কি না? ইহা যদি হইয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে মুক্ত করিয়া অতিশয় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। এ বিষয়ের নথি প্রধানতম বিচারালয়ে আনয়ন করা কর্ত্তব্য। যদি আইনের বিরুদ্ধে মুক্ত করা হইয়া থাকে তবে কারেণকে পুনর্ব্বার ফৌজদারীতে দেওয়া উচিত।

সম্প্রতি মেডিকাল কালেজের ইংরাজী শ্রেণীর দুই জন ছাত্র কালেজের এক নিভৃত স্থানে প্রস্রাব করিতেছিলেন। অধ্যাপক কলিন ইহা দেখিয়া এক জনকে এক ঘুসি এবং অপরকে এক পদাঘাত প্রদান করেন। কালেজের যাবতীয় ছাত্র একবাক্য হইয়া অধ্যক্ষ ডাক্তর ইওয়াটের নিকটে নালীশ করেন, কিন্তু তিনি তাহা শ্রবণ করেন নাই। ছাত্রেরা তন্নিমিত্ত একবাক্য হইয়া কালেজ ত্যাগ করিয়া আইসেন। এ বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছে। ডাক্তর কলিন অতিশয় অভদ্রের ন্যায় কাজ করিয়াছেন, এবং ছাত্রগণও বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। যথা নিয়মে আপনাদিগের কাজ করিয়া অত্যাচার নিবারণ করাই তাহাদের বিষয়। কয়েক বৎসরাবধি মেডিকাল কালেজের অধ্যাপকদিগের মধ্যে মধ্যে এই রোগ দেখা যাইতেছে, এটী বন্ধ করা উচিত।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, ১৮৬৫ অব্দে সমু [illegible]

বঙ্গদেশের ২৪৩৯ জনকে শারীরিক দণ্ড দেওয়া হয়। বঙ্গদেশে ৩৭ টী বিভাগ ও ৬০ টী উপবিভাগ আছে। অতএব প্রতি আদালতে দুই জনের মধ্যে এক জন এই দণ্ড পাইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটগণ সর্ব্বদা এই লজ্জাকর অসভ্য দণ্ড দেন না। গবর্ণমেণ্ট মধ্যে জেল শূন্য করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটদিগকে অধিকতর শারীরিক দণ্ড দিতে বলেন, কিন্তু ফরিদপুরের হপ্রি সাহেব ব্যতীত আর কেহ ইহাতে মনোযোগী হন নাই, তথাপি এই লজ্জাকর আইন রহিয়াছে। আমরা জানিতে চাহি এ পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয়ের শারীরিক দণ্ড হইয়াছে কি না?

উক্ত পত্র সংবাদ পাইয়াছেন, রাজসাহির অন্তর্গত দিঘাপটে এবং নাটোরে অতিশয় জ্বর হইতেছে। এত লোকের পীড়া হইয়াছে যে ফসল কাটিবার লোক নাই। গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত কোন অনুসন্ধান করিতেছেন কি না জানা যায় নাই। এ সিসিল বীডনের বঙ্গদেশ শাসন মহাভারতের মৌষ পর্ব্বের ন্যায় কেবল কান্না কাটি!

৩ রা মাঘ মঙ্গলবার।

কলিকাতার মেডিকাল কালেজ বাটীর স্বাস্থ্য রক্ষার্থ এক সভা হইয়াছে।

জলপাইগুড়িতে সিঙ্কোনার চাষ করা হইবে।

উৎকলের দুর্ভিক্ষ কমিসনের প্রত্যেক সভ্য বেতন ও পাথেয় ভিন্ন অতিরিক্ত ৫০০ টাকা পুরস্কারে দেওয়া হইবে। যেসকল স্থানীয় কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা টাকা করিয়া পাইবেন। কমিসনের কাজ শেষ হইয়াছে। তাঁহারা শীঘ্র মেদনীপুর বালেশ্বর জাহানাবাদে গমন করিবেন। প্রকাশিত হই য়াছে উৎকলের চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৫ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তথাপি পল্লীগ্রাম ও মেদিনীপুর উভয় স্থানের মৃত্যুর সংখ্যা ঠিক জানা যায় নাই। মানভূম, বিষ্ণুপুর, নদীয়া ও ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশ না বর্ণন করিয়া যেন রিপোর্ট হয় না।

লাড ক্যাণবোরণ বহুবিবাহ নিবারণ প্রস্তাবের বিষয়ে গবর্ণর জেনরলকে একপত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলেন বঙ্গদেশের সর্ব্বসাধারণ এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন না। কুলবিদ্যা মণ্ডলীর অধিকাংশ ও যে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন হয়, এমত মত তাহা ও প্রকাশিত নাই। বস্তুত সকলে আন্তরিক এ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন না, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে। ষ্টেটসেক্রেটরি বলিয়াছেন এবিষয়ে আপাততঃ আইন করিবার প্রয়োজন রাখে না। আর আইন করা স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার কাজ নহে। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে হওয়া উচিত। তিনি উপসংহার কালে আরও বলিয়াছেন এপ্রকার আইনের প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি লওয়া কর্ত্তব্য।

পঞ্জাবে "কিরিস্তি" নামক এক ধর্ম্মসভা হইয়াছে। ইহাতে ক্রিশ্চেনদিগের মধ্যে যে সে শ্রেণির লোকে প্রবেশ করিতে পারেন। কিন্তু কার্য্য ও উপাসনা প্রণালীর বিষয় কেহই অবগত নহেন।

সকলদেশের নিম্নশ্রেণির ডাইনের উপর বিশ্বাস আছে। এতন্নিবন্ধন অনেক সময় অত্যাচার হয়। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের কুলিজাতির অনেকের মৃত্যু হওয়াতে তাহারা স্থির করে ঐ জাতির এক বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের মন্ত্রে এই দুর্ঘটনা হইতেছে। অতএব ডাইনকে জব্দ করিবার জন্য এক দিবস তাহারা এক পঞ্চায়ত করিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করে। স্ত্রীলোকটি আহারের নিমন্ত্রণ ভাবিয়া আপনার যাবতীয় অলঙ্কার পরিধান করিয়া যায়। গমন করিলে সকলে তাহাকে ডাইন বলিয়া কহিল সে মন্ত্রে যেসকল দুষ্কর্ম করিতেছে তাহা আর না করে। সে এসকল অস্বীকার করাতে তাহারা তাহার পরীক্ষা করিতে মনস্থ করিল। একজন মুসলমান ফকির এক নারিকেল মন্ত্র পূত করিয়া তাহার হস্তে দিল। আর এক ব্যক্তি লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা তাহার পদ বন্ধন করিয়া তাহাকে কিয়দ্দূর গমন করিতে বলিল। এই পরীক্ষার তাৎপর্য্য এই মন্ত্রপূত নারিকেল হস্তে লইয়া গমন করিলে যদি স্ত্রীলোকটি নির্দ্দোষী হয় তবে বেড়ি ভাঙ্গিয়া যাইবে, দোষী হইলে তাহা যেমন তেমনই থাকিবে। লৌহ নিগড় ভগ্ন না হওয়াতে সকলে তাহাকে নিশ্চয় ডাইন জানিয়া প্রহার আরম্ভ করে এবং কয়েক ব্যক্তি এই সুযোগে তাহার অলঙ্কার কাড়িয়া লয়। অতিকষ্টে স্ত্রীলোকটি বাঁচিয়াছে। গোলযোগের সর্দ্দার পুলিসে অর্পিত হইয়াছে।

ফ্রিণ্ডঅবইণ্ডিয়া বলেন এবার গবর্ণর জেনরল অন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা আরও শীঘ্র সিমলায় গমন করিবেন। সেক্রেটারি আফিসের কর্ম্মচারিগণ মার্চ্চমাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতা ত্যাগ করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট হস্তার্পণ না করিলে প্রয়োগ থাকিবে না।

উক্তপত্র বলেন বোখারা রুশীয়দিগের হস্তগত হইয়াছে। সম্প্রতি রুশীয়গণ এক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কৌশলের অনুরোধে পশ্চাৎ গমন করে। বোখারার রাজা ইহা ভয়ে পলায়ন জ্ঞানে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করাতে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছেন। ফ্রিণ্ডঅফইণ্ডিয়া বলেন গবর্ণর জেনরল টেলিগ্রাফে অবশ্যই এসংবাদ পাইয়াছেন। এবং এই জন্য বোখারাতীয় দূত অবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করিবেন। কনজি এবং ইউরোপের মৃত্যুর জন্য গবর্ণমেণ্ট বোধ হয় স্বাধীনতা রক্ষার কোন চেষ্টা পাইলেন না। তাঁহারা ভাবেন মধ্য আসিয়া রুশীয়ার হস্তগত হইলে বরং সুবিধা হইবে। কিন্তু আমরা বলিতেছি রুশীয়া নিকট হইলে পঞ্জাব ও সীমান্বিত লোকদিগের মধ্যে সর্ব্বদা গোলযোগ হইবে।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন আবিসিনিয়াস্থিত বন্দীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরিত হইবে। এই জনরব নিতান্ত অমূলক। ইংলণ্ডের পূর্ব্বকার তেজ থাকিলে ইহা হইত। কিন্তু সাধারণ বাণিজ্যের নিকটে কয়েকজন দরিদ্র লোকের জীবন সামান্য বোধ হয়। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের দোষ তাঁহাদিগের এক বড় ঘটিয়াছে।

আউটার পেপর বলেন হায়দ্রাবাদের দুর্গ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য এবং শিক্ষিত সৈন্যের নিকটে ইহা দীর্ঘকাল রক্ষা পায় না। তথাপি গবর্ণমেণ্ট বিস্তর টাকা ব্যয় করিয়া ইহার সংস্কার করিতেছেন। দ্বিতীয় প্রাচীর ভাঙ্গিয়া হায়দ্রাবাদের অগ্র দুর্গরক্ষা কাশ্যই বুদ্ধির কাজ।

যাঁহারা ষ্টার পাইয়াছেন তাঁহারা স্বদেশীয়দিগের নিকটে বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইতেছেন। উক্তপত্র বলেন শেঠ নিহাল যে ষ্টার পাইয়াছেন, কিছু লোকেরা তাহার মূল্য ২৫০০০ টাকা স্থির করেন। তাঁহাদিগের সংস্কার এই ষ্টার দ্বারা সম্মানিত ব্যক্তিকে দর্শন করিলে যাবতীয় [illegible] মুক্ত হইয়া [illegible] থাকিতে হইবে। [illegible] এপ্রকার গৌরব সুখের বিষয়।

[illegible]

জে, পিটরস [illegible] ইউরোপীয় লোকের [illegible] লোকদের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

২রা অগ্রহায়ণ।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যে, ডাক্তার কালেজের চিকিৎসালয়ে যেসকল রুগ্নেরা থাকিবে তাহাদের কোন উপাচারের শক্তি যেরূপ ব্যতীত তাহা দেওয়া হয় না হয় এরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত এই যে না। সম্প্রতি কতকগুলিকে গোপনে লইয়া যাওয়া হয়। ডাক্তারের সম্মুখে আর একটী শব ব্যবচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছিল। এই জন্য এই আজ্ঞা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের কয়েক রেজিমেণ্ট আর্মি ও নেটিব সেনা সংস্থাপিত হইবে। এজন্য জয়পুরে কয়েকজন সংগ্রাহককে প্রেরণ করা হইয়াছে।

সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় প্রদেশীয় চাকরী সভা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট প্রার্থনা করেন যে দেশের ন্যায় এদেশে দরিদ্র আইন করিয়া তদনুসারে কর সংগ্রহ করা হয়। তাঁহারা আরও প্রার্থনা করেন, গবর্ণমেণ্টের দান বৃদ্ধি হয়। সভা আরও দুর্ভিক্ষ ফণ্ড হইতে টাকা চাহিয়াছিলেন, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর অসম্মত হইয়া বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট যে টাকা দিতেছেন তাহা যথেষ্ট, এবং দুর্ভিক্ষের ফণ্ডের টাকা হইতে অনাদিও ব্যয় হইতেছে। অতএব তাহা দেওয়া যাইতে পারে না। দরিদ্র আইনের বিষয়ে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সভার নিকটে বিস্তারিত যুক্তি চাহিয়াছেন। এই আইন এদেশে হইতে পারে না, এবং ইহার প্রয়োজন ও রাখে না। সভা সাধারণের উইরোপীয় অধ্যক্ষদিগকে আমন্ত্রণ দেন। সাধারণের দান অতি অল্প পর্য্যাপ্ত।

মক সাহেবকে উৎকলে প্রেরণ করাতে তাহা অনেকে উঠিয়াছে। তিনি কমিসনের একজন সভ্য ছিলেন। কিরূপে তিনি আপনার নিরূপিত কার্য্য ত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন? ইংলিস [illegible] হইতে এক পত্র পাইয়া তাহা প্রকাশ [illegible] — এই নিয়ম মক সাহেব [illegible] দুর্ভিক্ষ কমিসন [illegible] [illegible] ইংরেজ [illegible] চেষ্টা [illegible] [illegible] যত বৃদ্ধ [illegible] আছে, পুলিসকে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই লোকে যত বুদ্ধিপিপাসা যদি থাকেন, তাহা দিয়া প্রধান বহু পুলিস বিশেষ অধ্যক্ষতার শরীরের জন্য করিতেছেন এবং এক [illegible] ২৫০ জন [illegible] সমাপ্তি হইয়াছে। [illegible] লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের [illegible]

দিয়াছেন এই সকলের সংস্কার। সর্ ফ্রিণিল বীডনের কার্য্যপ্রণালী বিবেচনা করিলে ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয় না।

বৈদ্যনাথ মণ্ডল এক বেশ্যাকে বধ করিবার চেষ্টা পাওয়াতে তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হইয়াছে। বেশ্যা অন্য লোকের আসিতে দিয়াছিল বলিয়া এই হতভাগ্য এই চেষ্টা করিয়াছিল। লম্পটদিগের কি ভ্রম যে বেশ্যাতে সতীত্বের আশা করে।

৫ই মাঘ গুহ্যাবাদিরার।

মফস্বলাইট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন প্রধান সর্দ্দারগণ আফজল খাঁকে পরিত্যাগ করিতেছেন। সেনাপতি সেকেন্দর খাঁ হিরাট আক্রমণ করিতে গিয়া শিয়ার আলির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। মহম্মদ খাঁর দুই আত্মা আফজল রহমন আমীর সাহায্যার্থ প্রেরিত হন, কিন্তু আজিম খাঁর অত্যাচারে তাঁহারা শিয়ার আলির পক্ষে গিয়াছেন। আজিম খাঁ সাদোল্লা খাঁ প্রভৃতিকে কয়েদ করিয়াছেন। এই সকল দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া আফজল খাঁ আজিম খাঁকে বলেন " তুমি আমাকে সন্ধি করিতে দিতেছ না, আমি নাম মাত্র রাজা, বাস্তবিক কর্ত্তা তোমার। আমার ক্ষমতা থাকিলে সে [illegible] ভাবে শিয়ার আলির সহিত সন্ধি করি [illegible] তাম। " আজিম খাঁ উত্তর করিলেন তিনি এক [illegible] করিবেন, তাহার পর আফজল খাঁর যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। আফজল খাঁ নিজ পুত্র আবদুর রহমান খাঁর মঙ্গল চিন্তা করেন, কিন্তু আজিম খাঁর অত্যাচারে তাহা ঘটাইতেছেন।

কলিকাতার কমিসনেরা [illegible] পরমেশ্বর বাটীর জন্য যে [illegible] টাকা দানের সীমা করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টকে তাহার জামীন হইতে বলিয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] গবর্ণমেণ্ট [illegible] [illegible] হইলে তাহা [illegible] অনেক [illegible] সাধারণের জন্য এত [illegible] বোধ এক্ষণ রাখে না। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে? ইহা অপেক্ষা এতদ্দেশীয় কমিসনরদিগের প্রস্তাবানুসারে [illegible] পুষ্করিণী করিলে ভাল হইত।

বিজুর লোকেরা সর বার্টল ফ্রিয়ারকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েকদিন তাঁহার স্মরণার্থ এক [illegible] হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের লোকেরা তাঁহার স্মরণার্থ এক বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন।

মিসরের পাশা আপন রাজ্যের মধ্যে আপনি একাধিকারে বাণিজ্য কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি চিনির ব্যবসা করেন, ও তুলা বিক্রয় করেন। [illegible] লোকেরা তাঁহার নিকটে দ্রব্য না [illegible] দরবারে আসিতে পারেন না। মিসরের [illegible] শ্রেণীর অবস্থা অতি মন্দ। ইউরোপীয়দিগের নিকটে শাসনকর্ত্তা সভ্য প্রণালী প্রদর্শন করেন, কিন্তু বস্তুতঃ কেবল অর্থ সঞ্চয় করা তাঁহার শাসনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। যতদূর সম্ভব প্রজাদিগের নিকটে কর লওয়া হয়। সুতরাং দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইতেছে। চুয়ন মিসরীয় [illegible] ৭০ জন সভ্য আছেন ইঁহারা সর্ব্বসাধারণ দ্বারা মনোনীত হন।

শাদ্রিনের প্রদর্শন উপলক্ষে পেনিনসুলার কোম্পানি যে অবধি সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আরোহিদিগকে ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে লয়ন ও তথা হইতে প্রত্যানয়ন করিয়াছেন। এটী অন্যরূপ মাত্র। পেনিনসুলার কোম্পানির এ বুদ্ধি হইবে বোধ হয় না।

প্রশীয় সৈন্যগণ সম্প্রতি আক্রমণে পরাজিত করাতে প্রশীয়দিগের অতিশয় অহঙ্কার হইয়াছে। এ জন্য সর্ব্বস্থানের বিশেষতঃ ফ্রান্সের লোকেরা তাঁহাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি কাশী সম্রাটের এক ভোজ উপলক্ষে প্রশীয় দূত ফরাসী যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করেন " আপনাদিগের সেনাদলের নূতন বন্দুক সকল কত দূর। আমাদিগের বিরুদ্ধেই ইহা হইতেছে। " মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, " আপনাদিগের বিরুদ্ধে? আমাদিগের আপনার সুবিধার জন্য ইহা হইতেছে। আপনাদিগের বিষয়ে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে, যখন ইচ্ছা আমরা প্রশীয় সৈন্যদিগকে পিটাইতে পারি। " কঠিন বটে, কিন্তু উচিত উত্তর হইয়াছে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন, [illegible] মানের কমিসনর ও পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনেরল বাঁকুড়ায় গিয়া দুই জন সিবিলিয়ান এবং দুই জন এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারির চরিত্রের বিষয়ে গোপনীয় অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে এবং হয় তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজনের [illegible] হইবে।

সার জন লরেন্স দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে [illegible] ইণ্ডিয়াতে লেখেন লার্ড ক্র্যানবোর্ণ যত আবশ্যক তত টাকা লোকের সাহায্যের জন্য ব্যয় করিবার আজ্ঞা দেন। কিন্তু " এক্ষণে আমরা

...মিলার ইঁহার স্বদেশ আফ্রিকাবাসীদের নিজ ...র লাই, কাঁহ সান না আত্মগ্রামীর ... ...ছ অথচ ঐ সময়ে আবার নবব ... অন্য ...ক লক্ষ টাকা ব... ...হ। আমরা এবার ...পনকে যাহা কহিলাম ... লোক মাত্রেই ...াহা বলিবেন।

৬ ই মাঘ শুক্রবার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারে প্রথম ...ীক্ষায় ৪... জনের মধ্যে ... জন ...ত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১৪ জন প্রথম ...জন দ্বিতীয় এবং ... তৃতীয় শ্রেণীতে ...বিষ্ট হইয়াছেন। ফেণ্ড অব ইণ্ডিয়া এদেশের ...লেজে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা নির্দেশ করিয়া ...ন, কলেজে উচ্চতর শিক্ষা উৎকৃষ্টরূপ হই...ছে না, এজন্য গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টিপাত ...রা আবশ্যক। সামান্যরূপ বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা ...ধিক ফললাভের সম্ভাবনা নাই।

কেশুগঞ্জইণ্ডিয়া বলেন রাণী কোম্পানি ...হিত কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের বন্দো...ত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অধ্যক্ষ ...ন ...হেব কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। মিউনিসিপাল ...লয়ে প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং ... ...ধার-মাটী বোঝাই গাড়ী যাইবার উপায় ...য়াছে।

মধ্য ভারতবর্ষে কৃষি ও উদ্যান সমিতি নামক ...৬৫ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবধি অনেক ...র্য্য করিয়াছে। নাগপুরের মহারাজ একজন ...লী দ্বারা অনেক ইউরোপীয় বৃক্ষ এদেশে ...পিত করাইতেছেন।

৭ ই মাঘ শনিবার।

হিন্দুপেট্রিয়টের মৃত সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের ...রণার্থ একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ হইবার জন্য ...দিন অবধি প্রস্তাব হইতেছিল। কিন্তু ...রা ১০,০০০ টাকার কিঞ্চিৎ অধিকমাত্র সং...ীত হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে সেকার্য্য সম্পন্ন ...তে পারে না। কমের অধ্যক্ষেরা সম্প্রতি ...কটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ঐ ...কায় এতদ্দেশীয় দিগের জন্য এক পুস্তকা... স্থাপিত হইবে। হরিশ্চন্দ্রের নামে উৎ... হইবে। এই পুস্তকালয় ভারতবর্ষীয় সভার ...র এক অংশে থাকিবে এবং ইহার স্বতন্ত্র ...ী থাকিবেন। তাঁহারা ইহার উন্নতি বিধান ...ং ইহাদ্বারা আমাদের উপকার সাধনের চেষ্টা ...রিবেন।

...এক সংবাদপত্র লেখেন ইংলণ্ডীয় ... যুবতী পারিস নগরের এক বিলাতী যুবার সহিত মিলিত হইয়া এক হোটেলে পান ভোজন করে, পরে কোন মাদকদ্রব্যে যুবককে অচৈতন্য করিয়া তাহার একটী ঘড়ী ও ৭০০ মুদ্রা অপহরণ করিয়া প্রস্থান করে। ধূর্ত্ত স্ত্রীলোক যাইবার সময় হোটেলের অধ্যক্ষকে বলিয়া গেল আমার স্বামী আহারের পর একটু নিদ্রা যাইয়া থাকেন, ইঁহাকে জাগাইবেন না। আপনি খাদ্যের মূল্যের হিসাব করুন, আমি এখনই আসিতেছি। বিলাতের সভ্যদের এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওয়া যায়।

— • —

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী নিয়োগ।

এ সিবিন সাহেবের অনুপস্থিতিকালে ঢাকার প্রতিনিধি জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর এ এল ... সাহেব আপনার বর্ত্তমান কার্য্য ভিন্ন ঐ জিলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

ডাক্তর আর ব্রৌণ সাহেব শ্রীহট্টের সিবিল ...ষ্টাণ্ট সর্জ্জন হইবেন।

কালপাইট আলোকগৃহের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট টি পীরি সাহেব কটকে ১৮৫৯ অব্দের ১ আইন অনুসারে যাবতীয় অপরাধের বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডাক্তর জে এম কাম্বিল সাহেব মুঙ্গেরের সিবিল আসিষ্টাণ্ট সারজন হইবেন।

এইচ এক কে কীন সাহেব কিছু দিনের জন্য গয়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

ডবলিউ কর্টেস সাহেব কলিকাতার কাগজ কলম প্রভৃতি রাখিবার আফিসের ও ষ্টাম্প আফিসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

এইচ হাব্বি সাহেব মুরশিদাবাদের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

সি এক ওবলি সাহেব জেহানাবাদ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এবং ত্রিহুত জিলার মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় যাবৎ অনুপস্থিত থাকিবেন, তাবৎ বাবু দীনবন্ধু সান্ন্যাল ১৮৬৬ অব্দের ২০ আইন অনুসারে কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রেরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

বাবু নিমাইচরণ নিয়োগী, জনার্দ্দন ... উমাচরণ হালদার, ইহারা অতিরিক্ত ডেপুটী ম...ষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

বাবু গোপীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা ও ম... মনসিংহের আডিসনাল প্রিন্সিপাল সদর আ... হইবেন।

মৌলবী আবদুল মজিদ রঙ্গপুরের স... আমীন ও ঐ জিলার সদর ষ্টেসনের মুন্সেফ হই...বেন।

এইচ এল হারিসন সাহেব বর্দ্ধমানের প্র...নিধি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন।

আর এইচ জি অর্কিন সাহেব বাকরগঞ্জে... পুলিসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন।

পুলিসের নিম্নলিখিত সহকারী সুপরি...ণ্টেণ্ডেণ্টেরা নিম্নলিখিত স্থান হইতে নিম্নলি...খিত স্থানে বদলী হইয়াছেন:—

ডবলিউ ডি প্রাট সাহেব সাহাবাদ হই... ত্রিপুরায়।

সি, জি ক্যাবেল ত্রিপুরা হইতে চট্টগ্রা...

সি ও ক...ট দুরঙ্গ হইতে পাবনা।

ডি ডবলিউ, রিচি রঙ্গপুর হইতে বীরভূ...

ডবলিউ, ...লি শ্রীহট্ট হইতে কাছাড়।

টি, জে, সি, প্রাট সাহেব যত দিন অনু...পস্থিত থাকিবেন, তত দিন টি, এইচ, এইচ, ... সাহেব মেদিনীপুরের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ... পুটী কালেক্টরের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য ক...রিবেন।

আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর আর ... রাম্পিনি জয়েক বিভাগের ভার প্রাপ্ত এবং ...দিগের জন্য কটক ও বালেশ্বর জেলার মাজিষ্ট্রে... ও ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

পি. এন. বন্দ্যোপাধ্যায় কটক বিভাগে প্র...নিধি বিশেষ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কা...লেক্টরের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি যাজপুর অবস্থিতি করিবেন।

এফ ওয়াইর কিছু দিনের জন্য পূর্ণি...য়ার জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি...নিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

চট্টগ্রামের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপু...টী কালেক্টর ডবলিউ সি ... দ্বিতীয় শ্রেণী... অধীন মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া ... থাকিতে ... হইয়াছেন।

নোয়াখালির ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপু... কালেক্টর মৌলবী ... মাজিষ্ট্রে... ... বদলী হইয়াছেন।

এক্ষণে রেজিষ্টার বাবু সকল প্রকার কার্য্য করিতে থাকি বেন, আর বাবু ব্রজমোহন বসু প্রভৃতি প্রধান সদর আমীনের অধিকারে কার্য্য করিবেন।

বাবু ব্রজমোহন বসু বাবু অনুপস্থিত থাকি বেন, তাবৎ মৌলবী আমি আহমদ প্রধান সদর আমীন ও ঐ জিলার সদর আমীনদের কার্য্যের প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিবেন।

টি টুইডি সাহেব দিনাজপুরের অবাস্তর বিচারের কলিন্স সাহেবের রেজিষ্টার হইবেন।

জে ডি মুরকি সাহেব বাঁকুড়ার অবাস্তর বিচারের নবীন সাহেবের সব রেজিষ্ট্রার হইবেন।

—:০:—

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৪ ঠা জানুয়ারি। এবং জনশ্রুতি ত্রিপউইচের বাইশাও ডাক্তর মিলার কলিকাতার লার্ড বিশপ হইয়াছেন।

তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট সংবাদ পাইয়াছেন পশ্চিম আলবানিয়াতে সেলেশিয়া ও মিরডাইট তুরস্ক সৈন্যদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছে।

লণ্ডন ৭ ই জানুয়ারি। ক্যাডিকাল দল সভা পতি জনসনকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া বিহোরা দত্তে অর্পণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার আন্দোলন করিতেছেন। মিল্টনতে শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে লণ্ডনে যাইবার সময়ে চীনে বোম্বেটিয়ারা ওয়েষ্টমিনিষ্টার জাহাজ ধৃত করিয়াছে। কয়েকজন নাবিককে বধ করা হয়, অন্য সকলকে সমুদ্রে নৌকায় ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা অন্য জাহাজের দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে।

ফরাসীরা নিয়াকুন্তোর কইমবাসী বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছে। ইহার মধ্যে ২,৫০,০০০ ডলার ছিল।

লণ্ডন ৭ ই জানুয়ারি। ১১ ই ফেব্রুয়ারি। মহাসভার প্রধানী সংশোধনার্থ আর একবার সকলে একত্রিত হইয়া মত প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে। ঐ সপ্তাহে মহাসভার দ্বারে এজন্য এক আবেদন অর্পণ করা হইবে।

রুশীয় সম্রাট এক আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া রুশীয়ার সহিত পোলাণ্ডকে একত্রিত করিয়া [illegible] একরূপে শাসন করিতেছেন।

স্পেনের সহিত ইটালীর বাণিজ্য সংক্রান্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৮ এ ডিসেম্বর। ক্রিমিয়ান যুদ্ধার পাণ্ডাকে আক্রমণ করিতে যাওয়া কৌতুক হই য়াছে। [illegible] রাজ্য আসন টেনবক আদি সকলকে বিজয়োল্লাস প্রদান হইতে মুক্ত করিয়া [illegible]

সম্রাট নেপোলিয়ন বলপূর্ব্বক হুকুম দিবার ইহা লেজিস লেটিভ চেম্বার দায়ী করিয়া আজ্ঞা করি য়াছেন যাহার নিয়োগ ও ফরাসীজাতীয় নৌকাগণ স্বাধীন থাকে। তিনি কহিয়াছেন লোকে শান্তি ও সম্মুখবর্ত্তী নূতন কালে প্রবেশ করিবেন। এবং আগামী শিল্প প্রদর্শন লোক দিগের বোধোদয় কার্য্য করিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ কার্য্যের প্রতি অধিক মনোযোগী করিবে।

গত কল্য আরবা বাস্থ পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। বাংলোর সাহেব সাঙ্কাৎ করিয়া নতুনের কার্য্য প্রণালী স্থাপনার্থ ভারতবর্ষে গমন করিয়াছেন।

চারি জন সন্ত্রান্ত স্পেনীয় মহাসভার সভ্য অত্রত্য রাণীকে এক আবেদন দিবার চেষ্টা পাও য়াতে দেশ বহিষ্কৃত হইয়াছেন। স্পেনীয় মন্ত্রী সভা ভঙ্গ হইয়াছে। রাজস্বের গত ত্রৈমাসিক হিসাবে ৫১,০৮,১৬০ টাকা কম হইয়াছে।

ফরাসী জাহাজের মাথার শস্য উঠিয়া গিয়াছে।

মেক্সিকো হইতে ফরাসী সৈন্য দিগকে আনি বার জন্য ৩০ খানি জাহাজ প্রেরিত হইয়াছে।

তুরস্কের যোগাযোগ সম্বন্ধে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের সহিত একত্র কার্য্য করিবার সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন।

যাজকিনিগের মহাসভাকে একত্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিবার মনস্থ করিয়াছেন, তাঁহারা রাজত্ব থাকা তাঁহাদিগের অভিমত কি না? ক্রিষ্টাল বাটীর যে অংশে উষ্ণপ্রধান দেশ সমূহের দ্রব্যাদি থাকিত তাহা নষ্ট হইয়াছে। কারোলিনার উত্তর প্রদেশ শাসন সম্বন্ধীয় প্রণালীর প্রস্তাবিত সংশোধন গ্রাহ্য করিয়াছেন। মিত্রদিগেরও যোগাযোগের সম্ভাবনা।

লণ্ডন ৩ রা জানুয়ারি। গ্রীসের রাজা মন্ত্রি সম্প্রদায় আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালীতে বলেন যদিও ক্রিশ্চিয়ানদিগের সহিত তাঁহাদিগের সদ্ভাব রহিয়াছে, তথাপি তুরস্কের সহিত যুদ্ধে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবেন।

অত্যন্ত লণ্ডনে বরফ হইয়া বিস্তর বরফ পড়িয়াছে। রাস্তা দিয়া শকটাদি চলিতে পারে না।

লণ্ডন ৫ ই জানুয়ারি। ফরাসী সেনাদলের বন্দোবস্ত প্রণালীর কতক পরিবর্ত্ত হইয়াছে।

আলজিরিয়াতে ভূমিকম্প হইয়া ক্রিস্টেবল নামক এক গ্রাম নষ্ট করিয়াছে।

সেন্টজেমস আমায় টি লেণ্টের সন্নিধান।

টিয়াণ্টসিনে এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হই[illegible] অনেক ক্ষতি করিয়াছে।

যেসকল টাইপিং বিদ্রোহীরা বলিয়া খ্যাতি[illegible] ধৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে চীনের সবদেশে [illegible] বহিষ্কৃত করিবার নিষেধ করা হইয়াছে।

থিয়াওসির মুসলমান বিদ্রোহিরা চারিটি নগ[illegible] অধিকৃত করিয়াছে।

বিস্তর বোম্বেটিয়া জাহাজ নষ্ট করা হইয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

গত ৮ ই জানুয়ারি মঙ্গলবার বেলা ৯ টা[illegible] সময়ে গাঁজাখাড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হলধ[illegible] ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্র দুই ধ[illegible] ধুতির দ্বারা একটী সিন্দুক তাঁহার বাগুলার[illegible] বাটীতে লইয়া যাইতেছিলেন। চক্রবের্ত্তি[illegible] পুলিস আড্ডার নিকট পৌঁছিলে তত্রত্য কনষ্ট[illegible] বলপূর্ব্বক তাঁহাকে চোর বলিয়া ধৃত করিয়া থানা[illegible] ইয়া রাখে। প্রায় অনেক ভদ্র ভদ্র লোক [illegible] হার নির্দোষতা জানিয়া ছাড়িয়া দিতে কহি[illegible] পুলিস প্রহরীরা কাহারও কথা গ্রাহ্য না করি[illegible] তাঁহাকে অপমান করে ও মাজিষ্ট্রেটে চালা[illegible] করিয়া দেয়। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহা[illegible] ভদ্রলোক জানিতে পারিয়া খালাস দেন। এ[illegible] অন্যায় অত্যাচারের জন্য সেই ব্রাহ্মণ দেওয়া[illegible] ও ফৌজদারী উভয় আদালতে কনষ্টেবল দিগে[illegible] নামে নালিস করিয়াছেন। বিচারপতিরা [illegible] বিচার করেন [illegible]

মান্যবর [illegible] সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

পুলিস।

আমাদের সংস্কার এই, লোকের ধন, প্রা[illegible] ও মান রক্ষার্থই পুলিসের সৃষ্টি। পুলিস, অত্যা[illegible] চার নিবারণের জন্য, অত্যাচার করিবার জ[illegible] নহে। পরের স্বার্থ রক্ষা রাখাই পুলিসে[illegible] প্রধান উদ্দেশ্য আপনার স্বার্থ আনুষঙ্গিক। এ[illegible] কারণে পুলিসকে সর্ব্বদা সাধনে যত্নবান দেখি[illegible]

সে সাধারণে [illegible] না। সাধারণ, পুলিসের [illegible] লেখিলেও তত [illegible] কোন [illegible] করেন। পুলিস [illegible] গুলি [illegible] বস্তুতঃ বাঙ্গালা পুলিসে [illegible] নয়; পুলিস এবং [illegible] এও আছে [illegible] কর্ম্মচারিদিগের [illegible] বিরুদ্ধ, তৃতীয় [illegible] অভাব। যেখানে [illegible] স্য, সেখানে আজ্ঞা [illegible] নীন্য, এবং সেখানে [illegible] অত্যাচার ও অকর্ত্তব্য [illegible]। পুলিস কর্ম্মচারিরা সচরাচর যেরূপ [illegible] করিয়া থাকে, প্রচলিত ব্যবস্থা সকলে [illegible] দেশীয় অধিকাংশ লোক মনে [illegible] দের বুঝি ঐরূপ কার্য্য করিবার [illegible] কার আছে এবং তাহাদিগের [illegible] উক্ত বিধা নামুরূপ ব্যবহার করেন। [illegible] যে উপায় [illegible] তাহারা [illegible] পন উদ্দেশ্যিত সাধনের [illegible] অবকাশ পায়। এই সকল কারণে পুলিসে দোষের অভাব নাই।

যে সকল ব্যক্তির প্রতি পুলিস কার্য্যের ভার অর্পিত হয় তাহাদিগের উৎকৃষ্ট লোক হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা জানি এ সকল ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ এত সাহেব যে বাঙ্গালা ভাষা কহিতে বা বাঙ্গালা অক্ষর লিখিতে আপনাকে অপমানিত মনে করেন। কেহ বা এত বাঙ্গালী যে, তাঁহার পূজা হোম ও ফোঁটা ধারণেই দিবসের অধিক সময় গত হয়। এই অবকাশে আমরা এক সব ইনস্পেক্টরের শিক্ষা ও সভ্যতার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা কোন ব্যক্তি একটী ভদ্রলোকের সম্মুখে উঁহার (সব ইনস্পেক্টরের) ষ্ট্রীর লেখা পড়া ও শিক্ষানুরাগের কথা তুলেন. সব ইনস্পেক্টর বাবুও সেখানে ছিলেন। [illegible] সেই কথা শুনিয়া এতাদৃশ রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইলেন যে [illegible] অবকাশে তাঁহার হস্তে [illegible] প্রশংসাকারীকে [illegible]। ফলে পুলিসে প্রকৃত যোগ্যতাশালী ও বর্জ্জিত, পরাঙ্মুখ লোক অল্পই আছেন। [illegible] ঘটনা কয়টী এই বাক্যের প্রমাণ [illegible]।

সম্প্রতি ঢাকা [illegible] কতকগুলি লোক ভক্তিভাবে থানার জমাদারের নামে এই বুঝিয়া নালিশ উপস্থিত করিয়াছে যে তিনি কতকগুলি অযথা-র্থিক [illegible] করিয়াছেন। জমাদার [illegible] থানায় আছেন। যেরূপ [illegible] যদি সত্য হয়, জমাদার ব্যতীত পুলিসের অপরাপরেরও দোষ আছে।

[illegible] উক্ত থানার সবইনস্পেক্টরের কোন স্থলে [illegible] করিতে যাইবার আবশ্যক হয়। [illegible] তাঁহার বাটীর নিকটবর্ত্তী। [illegible] করিতে যাইবেন বলিয়া ঘৃত [illegible] প্রভৃতি যোগাড় করিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিবার জন্য ঐ স্থানের চৌকিদারের উপর লিখিত পরওয়ানা জারি করেন। চৌকিদারও [illegible] সহিত [illegible] তামিল করিয়াছেন।

১০ এ পৌষ [illegible] দশটার সময় এক জন কুম্ভকার [illegible] কোন গৃহস্থের বাটীতে [illegible] ছাপা পড়ে। [illegible] বার কিঞ্চিৎ পরে এক জন বিদ্যালয়ের বালক এই মর্ম্মে এখানকার পুলিস ইনস্পেক্টারকে সম্বাদ দেয় যে, সত্বর [illegible] পারিলে উক্ত কুম্ভকার বাঁচিতে পারে। ইনস্পেক্টার বাবুর বাসায় তখন [illegible] লোক ছিল না কেবল এক জন মাত্র চাকর তাঁহাকে তেল মাখাইতেছিল সুতরাং কে এসম্বাদ থানায় দিবে??? তিনি উক্ত বালককেই থানায় সম্বাদ দিতে কহিলেন। বালক থানায় [illegible] লইয়া গেল, সবইনস্পেক্টার বি. জি প্রকাশ করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। পরে এখানকার মিউনিসিপালিটীর ওভর সিয়ার বাবু গুরু দাস মুখোপাধ্যায়ের যত্নে বেলা ২॥ ৩ টার সময় উক্ত ব্যক্তির শব উত্তোলিত হয়। থানার জমাদার সেই সময়ে ঐ স্থানে একবার পাদার্পণ করিয়াছিলেন। সকল স্থানের বিশেষতঃ রাণাঘাটের পুলিসের প্রতি আমাদের অনুরোধ এই তাঁহারা অতঃপর সতর্ক হউন।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যে সকল গ্রাম মধ্য দিয়া বাষ্পীয়শকট গমনাগমন করিয়া থাকে, সেই সকল গ্রামে কুম্ভকারেরা কূপাদি খনন একটু সাবধানে করিবেন। আমরা অনেক বার দেখিয়া বলিতেছি যে, শকট গমনাগমন কালীন ভূকম্পনে ঐরূপ বিপদ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। দশটার গাড়ী রাণাঘাট পরিত্যাগ করিবার সমকালেই উক্ত ঘটনা সংঘটিত হয়।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! গত ৮ ই [illegible] পত্র এবং তাহার [illegible] এক খানি গবর্ণমেন্ট গেজেট দেখিয়া জানিলাম যে ভূদেব বাবু এবং [illegible] বাবু এই দুই জন বাঙ্গালী এত দিনের পর এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের শ্রেণী বিভাগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছেন। ঐ সংবাদ বাঙ্গালী মাত্রেরই পক্ষে পরমআহ্লাদের বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমি এক জন বড় ইংরাজের মুখে শুনিলাম যে অনতিবিলম্বে ভূদেব বাবুকে তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে উঠাইয়া লওয়া হইবে। [illegible] ঐ কথা বলিলেন [illegible] এ বিষয়ে আমার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম ‘ যদি মহাশয়েরা ইহা করেন অর্থাৎ ভূদেব বাবুকে তৃতীয় শ্রেণীতে লন তাহা হইলেই বুঝিতে পারি যে ইংরাজেরা সকল সময়েই বাহ্যরূপ দেখিয়া ভুলেন না। যথার্থ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিকপ্রকৃতি এবং কার্য্যক্ষম ব্যক্তিরা গৌরব করিতে পারেন। যাহারা খুব সাহেবিয়ানা চালে চলেন, পিট পিট করিয়া ইংরাজী কহেন এবং ইংরাজদিগের মত আহার ব্যবহার করেন, তাঁহারাই আমাদিগের প্রধান লোক নন।” ফলতঃ ভূদেব বাবুর পদটীকে অন্যায় রূপে খাট রাখা হইয়াছে। তাঁহাকে একটী স্বতন্ত্র বিভাগের সম্পূর্ণ ভার প্রদান করা উচিত।

এক জন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের

বাঙ্গালী।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

সোমপ্রকাশে প্রকৃত বিষয় বর্ণনা হয় বলিয়া আমি সাধারণ সমীপে ইহার গৌরব সংবর্দ্ধন করিয়া থাকিতাম, সম্প্রতি মহাশয়ের একটী ভ্রম দৃষ্টে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত এবং সাধারণ সমীপে লজ্জিত হইলাম। গত ১০ ই পৌষের সোমপ্রকাশে বিবিধ সংবাদ মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে “ পিয়ারিস্থর বলেন, মান্দ্রাজ রেলওয়ের অধ্যক্ষেরা নিয়ম করিয়াছেন, যে সকল ভদ্র লোক দ্বিতীয় শ্রেণীর [illegible] যান, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া দিয়া প্রথম শ্রেণীতে যাইতে পারিবে” এবং সম্পাদকীয় উক্তিতে লিখিয়াছেন “এ ব্যবস্থাটি অতি উত্তম, ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ইহার অনুসরণ করিতে কি সাহসী হইবেন?” ঐরূপ লিখনে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম ভারতবর্ষীয় রেল

ওয়েতে প্রচলিত নাই। কিন্তু মহাশয়! এরূপ লেখা অসঙ্গত হইয়াছে, যেহেতু ঐ নিয়ম ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের মধ্যে বহুকালাবধিই প্রচলিত আছে। যাহা হউক, মহাশয়ের এই ভ্রম পাছে পাঠকগণের মনে বদ্ধমূল হয়, এই আশঙ্কায় আমি এই পত্রখানি পাঠাইতেছি ইহাকে মহাশয়ের পত্রস্থ করিয়া বাধিত করিবেন।

রেলওয়ে বশম্বদ ।
সিরাজু ষ্টেসন। শ্রীভগবতীচরণ দে।
১০ ই জানুয়ারি।
১৮৭১।

—:০:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আপনার গতবারের সোমপ্রকাশে মিস কার্পেণ্টরের প্রতি ইংলিসম্যানের অনুযোগ বিষয়ক প্রস্তাব পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। মহাশয়! ধনক্রিক সাহেব যেরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করেন তাহাতে তাঁহাকে সর্ব্বদা কতকগুলি অর্দ্ধ-সর্ব্বস্ব কুলোকের সহিত সহবাস করিতে হয়, তাহারা তাঁহাকে অনেক প্রকারে প্রবঞ্চিত করিয়া থাকিবে, সুতরাং তিনি যে আমাদিগকে গালি দিয়াছেন তাহার কতক কতক মূল আছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইংলিসম্যানের আমাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিবার মূল কি? তিনি যাহাদিগকে নিগার বলেন তাঁহার স্বদেশীয় লোক তাহাদিগের গৌরব বৃদ্ধি করেন এই জন্যই কি তাঁহার এত বিদ্বেষ? কিন্তু মিস কার্পেণ্টর আর এদেশীয় স্ত্রীদিগকে অধিক বাড়াইয়াছেন কিসে? তিনি ত এই কথা বলিয়াছেন যে শিক্ষা পাইলে ইহারা আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীদিগের তুল্য এবং কোন কোন বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে। এই কথাতেই কি হিন্দু স্ত্রীদিগের এত গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে? আমরা ইংলিসম্যানকে নিশ্চয় বলিতেছি, যে তিনি যদ্যপি আমাদিগের গৌরবের বিদ্বেষ করেন তবে অন্য বিষয়ে করুন এ বিষয়ে তাঁহাকে বিদ্বেষ করিতে হইবে না। ইংরাজেরা আমাদের উপর আধিপত্য করিতেছেন বটে কিন্তু আমাদিগের দেশ আর অষ্ট্রেলিয়া নহে। ইংরাজেরা আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন আমরা কেবল তাহাই পাইয়াছি, ইংরাজেরা আমাদিগকে যাহা শিখাইয়াছেন আমরা তাহাই শিখিয়াছি, এরূপ কথাটই নহে। এখন আমরা ইংলণ্ডীয় সভ্যতার অনেক ফল ভোগ করিতেছি বটে কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমরা কখনও পরি নাই আর শৃগালাদির মাংস খাইয়াও জীবন যাপন করি নাই। যদি তাহা হইত তাহা হইলে ইংলিসম্যান আজি আমাদিগকে কি করিতেন কিছু বলিতে পারি না। ইংলিসম্যান বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান লোক, তিনি এত দিন এদেশে থাকিয়াও কি ইহা বুঝিতে পারেন না যে, সভ্যতার চাকচিক্য ব্যতীত স্ত্রীদিগের দয়া ক্ষমা স্নেহ ধৈর্য্য আতিথেয়তা ও পাতিব্রত্য প্রভৃতি যে কতকগুলি স্বর্গীয় গুণ আছে হিন্দু মহিলারা সেই সমস্ত গুণে বিভূষিত? ইহারা সমাজে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে পারেন না বটে কিন্তু বক্তৃতা করিয়া স্ত্রীদিগকে যে সকল কার্য্যের শিক্ষা দিতে হয় সে সকল কার্য্যে ইহারা বিলক্ষণরূপে নিপুণ। কেন, অনেক ইংরাজও ত এ সকল বিষয়ে ইহাদিগের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন; আবার সদাশয়া মিস মেরি স্বয়ং ইহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তিনি ইহাদিগের সেই সমস্ত গুণের চিহ্ন স্বচক্ষে দর্শন করিয়াই ইহাদিগকে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তথাপি ইংলিসম্যানের এরূপ ভ্রান্তি হইতেছে কেন? আমি ত স্পষ্টই দেখিতেছি তাঁহার এ সকল স্ত্রীর সম্বন্ধে এত হীনতার প্রকাশ করিবার কোন কারণই নাই। প্রত্যুত অল্প দিন লেখা পড়ার চর্চ্চা করিয়া ইহারা আপনাদের বুদ্ধি শক্তির যেরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছেন তাহা দেখিয়া তাঁহার মিস কার্পেণ্টরের বাক্য নিতান্ত সঙ্গত বলিয়াই বোধ হওয়া উচিত। তবে কি ইনি মনে করেন যে ইহাদিগের দেশীয় লোকেরা যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা অপেক্ষা অধিক উন্নতি আর হইতে পারে না, অতএব মিস কার্পেণ্টরের বাক্য অসঙ্গত? কিন্তু তাহাই বা কিরূপে বলা যায়? অথবা বোধ করি আমাদের দেশীয় লোকেরা কথায় কথায় তাঁহাদের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন এই জন্যই বা তিনি মনে করিয়াছেন যে ইহারা নিতান্ত অসার হইয়া গিয়াছে। তাহা তিনি মনে করিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ দশা কি আমাদের চির দিন থাকিবে? ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে, তবে তাহা ত কোনমতেই সম্ভব বোধ হয় না। এখন আমাদের দেশে সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তন পরিশেষে আমাদিগকে কি আনিয়া দিবে? ইংলিসম্যান কি মনে করেন? কিছু দিন পূর্ব্বে যে দেশে পতিব্রতা নারীরা স্বামীর বিয়োগে সমস্ত সংসারকে শূন্যময় দেখিয়া অম্লানবদনে স্বীয় শরীর ভস্মসাৎ করিত সে দেশে কি আমেরিকান স্ত্রীদিগের আসক্তিগত লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে? যে দেশে স্থানে স্থানে সুরূপা যুবতীরা প্রসন্নচিত্তে কুষ্ঠরোগে-গলিতাঙ্গ স্বামীর এখনও শুশ্রূষা করিতেছে সে দেশে কি কুলাঙ্গনা সকল দুই তিন জন প্রণয়ীর হৃদয় বিদারণের পর এক জনের সহিত উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া সর্ব্বসাধারণের অনুরাগ ভাজন হইতে পারিবেন? যে দেশে পিতা মাতা ও আত্মীয় পরিবারের জন্য যুবকেরা এখন প্রায় সকল প্রকার সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন করিয়া থাকে সে দেশের কুলবধূরা কি স্বামী সকলকে পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন ও এক প্রকার তাহাদের জীবন স্বরূপ করিয়া লইয়া কেবল আপনাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার উদ্দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চালিত করিয়া বেড়াইবেন? এক্ষণকার ভাব দেখিয়া ইহা সম্ভব বোধ হয় বটে কিন্তু ইংলিসম্যান ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে এ দেশের কপালে বিধাতা পুরুষ এতদ্রূপ উন্নতির ব্যবস্থা লিখিয়া দেন নাই। তবে মনুষ্য মাত্রই ভিন্ন রুচি, আর কোন বিলাসী যুবকের মন নূতন কোন বিষয় দেখিলেই সহজে লালসাযুক্ত হয় এবং এরূপ সামান্য সামান্য বিষয়ে যুক্তির শাসন বা ধর্ম্মের শাসন কখনই বলপ্রকাশ করিতে পারে না, এই কয়েকটী কারণে এদেশীয়েরা কোন কোন বিষয়ে কিছু কিছু ইংরাজী চিহ্ন ধারণ করিলেও করিতে পারেন তদ্ভিন্ন আর কোন বিষয়ে যে ইংরাজী বীজ আমাদের দেশে রোপিত হইবে অথবা তাহার রোপিত হইবার নিতান্ত প্রয়োজন হইবে তাহা আমরা কখনই বিশ্বাস করি না। পরিশেষে আমরা ইংলিসম্যানকে এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই যে তিনি আমাদিগকে যত বার নিগার বলিতে হয় বলুন, কিন্তু আমাদের দেশে মনুষ্যত্ব সাধনোপযোগী এরূপ উৎকৃষ্ট উপাদান সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে যে কুসংস্কার প্রভৃতি কয়েকটি দোষ শূন্য হইলে এক সময় তাঁহারাও সেই সকল উপাদান গ্রহণ করিয়া তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই।

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

—:·:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

বহু দিন হইল অন্যান্য স্থানের ন্যায় ভবানীপুরে "চক্রবেড়ে শিশুবিদ্যালয়" নামক একটী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এতাবদ্দিবসের মধ্যে

...টী ছাত্রও ছাত্রবৃত্তিলাভে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সম্প্রতি ১৮৬৬ খৃঃ শকের ডিসেম্বর বৃত্তির পরীক্ষায় চারিটি ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে বালকদ্বয় বৃত্তি এবং দুটি কেবল প্রশংসাপত্র মাত্র পাইবার অধিকারী হইয়াছে।

অনন্তর প্রকৃতপ্রস্তাবে ... প্রশংসাবিষয়ক সংবাদ জনক বোধে আমি উক্ত পাঠশালার প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায়ের গুণকীর্ত্তন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। ইনি যেমন সাধুশীল তেমনি কার্য্যকুশল। ইহাঁর শ্রমশীলতা গুণই আমার এই সুসংবাদের মূল। ইহাঁর পাঠনাপ্রণালী দর্শনে আমরা সকলেই বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়া আসিতেছিলাম তাহাতে আবার এই ঘটনা আমাদিগকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছে। অকর্ত্তব্য সম্পাদনে মনুষ্যের গৌরব নাই বটে, কিন্তু অল্প দিন মাত্র পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া যখন এরূপ দক্ষতা প্রকাশ করিলেন তখন জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য যে এনি যেন ঈশ্বর প্রসাদে পাঠশালার পারিপাট্য সাধনে কুশলী হয়েন ইতি।

ছাত্রগণের নাম।

বৃত্তিপ্রাপ্ত।

শ্রী কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রী যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত।

শ্রী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রী হারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

বশম্বদস্য কস্যচিৎ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

জেলা গোয়ালপাড়ার শ্রীযুক্ত ডেপুটী কমিসনর সাহেবের রোবকারীর আদেশানুসারে অত্রত্য মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু রাধামোহন গোস্বামী মহাশয় দুর্ভিক্ষনিবারণী সভার সাহায্যার্থ এস্থলে একটি কমিটী কায়েম চাঁদা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রথমতঃ স্বীয় মাসিক বেতনের চতুর্থাংশ ৩৭॥০ টাকা চাঁদা দিয়া ইচ্ছামত সভাস্থ সকলকেই কিছু কিছু দিতে উৎসাহ দেন। তদনুসারে সকলেই ইচ্ছামত কিছু কিছু প্রদান করায় মোট ১২৫ টাকা চাঁদা আদায় হইয়া উক্ত সাহেবের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। মহাশয়! এ স্থানটী ... তাহাতে মুন্সেফ বাবুর অধ্যবসায় ব্যতীত কখনই ১২৫ টাকা আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না। কেবল তাঁহার উদ্যোগ ও উৎসাহের দ্বারাই অপেক্ষাকৃত অধিক আদায় হইয়াছে। এজন্য মুন্সেফ বাবু অগণ্য ধন্যবাদনীয় সন্দেহ নাই।

সম্পাদক মহাশয়! এক জন ধূর্ত্ত লোকের বাবু গিরির বিবরণ আপনার পাঠকবর্গকে জানাইতেছি। গোয়ালপাড়ার ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক এক জন ইউরোপীয় ইনস্পেক্টরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া গৌরীপুর ষ্টেসনে আসিয়া অবস্থান করেন। ভদ্রটীর যেমন পানদোষের অভাব, ঋণ করার স্বভাবও তদনুরূপ। ৫।৭ টাকার মদ না হইলে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না। এদিক ওদিক হাত বাড়ান অভ্যাসও নাকি খুব ছিল। নিজের দরমাহা ও খরচপত্র এবং অন্যান্য বাবদে অন্ততঃ দশ টাকার জো করিয়া সুরাপান ও বাবুগিরির স্ফূর্ত্তি বেশ করিতেছিল, এমত সময়ে গুণের কিছু কিছু বিবরণ ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কর্ণগোচর হইবামাত্রই হতভাগা ইনস্পেক্টর কর্ম্ম হইতে চ্যুত হয়। এদিকে গোয়ালপাড়ায় ও গৌরীপুরে প্রায় হাজার বারশত টাকা ঋণ করাতে মহাজনগণ টাকার তাগাদা করিতে লাগিল, কেহবা নালীশ করিল। বেচারা অনুপায় হইয়া গোয়ালপাড়া হইতে পলাইয়া ধুবড়ী হইয়া কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হইয়াছে এমত জানিতে পারিলাম। মহাশয়! দেখুন ইনি কেমন ধূর্ত্ত!! এখন পুলিস দলের মধ্যেও এমন জুয়াচোর নিযুক্ত হয়!!!

ধুবড়ী
২৪ এ পৌষ ১২৭৩

আপনার বশম্বদ
শ্রীমতিলাল লাহিড়ী

—০:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদ
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ অগ্রহায়ণ ১৩
„ „ ঠাকুরদাস সন কলুটোলা ৫॥
„ „ রাজীবলোচন রায় বহরমপুর
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১৩
„ „ গৌরচন্দ্রদাস বাজিতপুর
১২৭৩ মাঘ হইতে চৈত্র ৩৮
„ „ শ্যামাচরণ চৌধুরী মেদিনীপুর
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ ৭
„ „ সূর্য্যপ্রসাদ ঘোষ কাঁথি
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ অগ্রহায়ণ ১৩
„ „ বৃন্দাবনচন্দ্র দাস বহরমপুর ৭
„ „ চন্দ্রমোহন ঘোষ ফরিদপুর
১২৭৩ পৌষ হইতে ফাল্গুন ৩৮
„ „ সোনারাম শিরোরত্ন বহরমপুর ১৩
„ „ দুর্গামোহন দাস কাঁথি ১৩।

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ⁄১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৫১ সংখ্যা

" মন্দর্শনা মন্ত্রনিশ্চিতায় পার্থিবঃ বহুশ্রুতী সুলিখনী ন শীবনা। "

অগ্রিম মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম বাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } শক১৭৯২। ১৬ই মাঘ। ১২৭৭। ২৮এ জানুয়ারি { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা বাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

বিজ্ঞাপন।

নীতি পাঠ প্রথম ভাগ ও বর্তমান বঙ্গদেশ বাচক অভিনব পদ্য গ্রন্থ দ্বয় মুদ্রিত হইয়া পটল ডাঙ্গায় শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষের ১১ নং পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। প্রথম খানির মূল্য ৵০ আনা, দ্বিতীয় ।০ আনা মাত্র।

শ্রীযাদবচন্দ্র বসু।

—:০:—

চন্দ্রবিলাস নাটক।

শ্রীপ্রেমদে অধিকারী প্রণীত।

এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটলডাঙ্গার সমস্ত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ১ টাকা।

—:০:—

উৎকৃষ্ট নীলকুঠী ও জমিদারী বিক্রয়।

বক্তকরণের বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রাপ্তি হেতু জেলা যশোহর ও নদীয়ার অন্তর্গত শালঘর মধুয়া নীলকসারণ এবং তৎসংক্রান্ত জমিদারী তালুক ও অন্যান্য ভূসম্পত্তি এবং কুষ্টিয়ার ফোক্ত সমুদায় বিক্রয় করা যাইবে। এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় পরে প্রকাশ হইবে। যাঁহাদিগের ক্রয় করিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা ইতি মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তিদিগের নিকটে আবেদন করিবেন।

হুক কর্টিস এবং মারফিন্।

হেষ্টিংস ষ্ট্রীট ১০ নং ভবন।

—:০:—

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়া, সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও কলিকাতা বাঙ্গালা পল্লিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বাবাজীর দোকানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—:০:—

তত্ত্ববিদ্যা।

প্রথম খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মূল্য এক টাকা।

—:০:—

স্থাবর সম্পত্তির রেজিষ্টরি সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনপত্র।

স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বানুসন্ধানের কার্য্য সুবিধা করণাভিপ্রায়ে সকল রেজিষ্টরি কার্য্য কারককে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তাহার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারেন তবে উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রতি লিপী সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র লেখা যায়, উক্ত কার্য্যকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চিত রূপে জানিবার জন্য অন্বেষণের প্রার্থনা হইলে সেই অন্বেষণের খরচ দিতে হইবে।

এই প্রকার কার্য্য হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে তদ্বিষয়ের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ভাবিকালে অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে।

প্রতিনিধি রেজিষ্টার জেনরল।

—

নিম্ন লিখিত নম্বরের নোট হারাইয়া গিয়াছে. যিনি আমার নিকট অথবা সোমপ্রকাশ সম্পাদকের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২৫ পঁচিশ টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

নোটের নম্বর এই—

৬৯৭৬৮

৬৯৭৬৯ বং ১০০ টাকার হিং ২০০ টাকা

০৪৫৪১

০৭৮৫৫

০৬৭৫৩

০৪৫৬০

০৬৭৩১

০৬৭৩২ বং ৫০ টাকার হিং ৩০০ টাকা

সমুদায় ৫০০ টাকা।

শ্রীবিপিনবিহারি সরকার

ভূটান বাকশা সবডিবিজনের ইনচার্জ পুলিস ইনস্পেক্টর।

—

কিসমত পরগণে সৈদপুর ওগয়রহ মহালওকফ চারিআনির অন্তর্গত পরগণে মহেশ্বরপাশা যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনু বোর্ডের আদেশানুসারী আগামী ১৮৭১ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও বিলডাকাতিয়া উপরোক্ত পরগণার অন্তর্গত কিন্তু বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ৭২৯৫।৵৫ টাকা। ১৮৭০ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত উসুলবাদে বাকি ১৩৩১।৵১ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পা

শেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৭১। ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কিশত ২৫ টাকা সরকারী বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বাকী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ। পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওয়ালের নিরাপত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইহার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে মহেশ্বরপাশার ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে. ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাল করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সমাচার যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তারের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপি উপরোক্ত লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতির লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সমস্ত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বার্ষিক খাজনার মেকদার ইজারাদারের জামীন দিতে হইবে। যেরূপ জামীন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্‌রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

কিসমত পরগণে সৈদপুর ওগয়রহ মহালওয়াল চারিজানির অন্তর্গত পরগণে খালিষপুর যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্বাবধারণে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনিউ বোর্ডের আদেশানুসারী আগামী ১৮৭১ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। খলিশা লাটআবাদ খালিষপুর ও লাটকীর্ত্তি প্রসন্নপত্তনী ও বিল পাবনা উপরোক্ত পাবনার অন্তর্গত কিন্তু পত্তনী বন্দোবস্তী উক্ত লাট দ্বয় ও বিলের জমী পতিত উদ্দেশে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল ও পত্তনী দুই মহাল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির ইজারার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ১০১৫২৸৶ টাকা। ১৮৭০ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত উক্ত মহালে বাকি ১৩৬৯২ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৭১ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে। ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কিশত ২৫ টাকা সরকারি বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বাকী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল। এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওয়ালের নিরাপত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইজারার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লেখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে খালিষপুরের ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাল করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সমাচার যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোক্তারের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপী উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতীর লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সমস্ত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বাৎসরিক খাজনার মেকদার ইজারাদারের জামিন দিতে হইবে। যেরূপ জামিন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্‌রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

ভারতবর্ষের বিবরণ।

ভারতবর্ষের বিবরণ তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবারে যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

ভূগোল পরিচয়

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে মানচিত্র সকলিত একখানি ক্ষুদ্র ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৵১০ কড়া পয়সা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

নিমুখানসামার গলি ১৫ নম্বর বাটীতে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্ন লিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূবনসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

১৩ই মাঘ সোমবার।

সর সিসিল বীডন লার্ড ক্রাণবোর্ণের পত্রের উত্তর দান ও ব্যবস্থাপক সভায় আত্ম পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার লিপিনৈপুণ্য আছে, অতএব তিনি আত্ম শুদ্ধির চেষ্টা পাইয়া দূরস্থ ব্যক্তিদিগের নিকটে আপনাকে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে দুটী বিষয়ে এদেশীয়দিগের হৃদয়ে যে বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মিয়াছে, তিনি সহস্র চেষ্টা পাইয়া ও তাহার অন্যথা করিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না। প্রথম, বোধ হয় তাঁহার স্মরণ হইবে, তিনি যখন উড়িষ্যায় যান, তত্রত্য লোকেরা দুর্ভিক্ষের বিষয় তাঁহার গোচর করেন, তিনি দীর্ঘ প্রশস্ত এক বক্তৃতা করিয়া স্পষ্টাক্ষরেই কহিয়াছিলেন, আবেদন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে কোনক্রমে সাহায্য পাইবেন না। শেষে সেই গবর্ণমেণ্ট সাহায্যদানের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন অথচ সম্যক্ ইষ্টলাভ হইল না। সর সিসিল বীডন তৎকালে করুণাশূন্যের ন্যায় ব্যবহার না করিয়া যদি সাহায্যদান করিতেন এবং দারজিলিঙে না গিয়া ক্ষিপ্রহস্ততা সহকারে দুর্ভিক্ষ স্থানে তণ্ডুলাদি প্রেরণের উপায়বিধানে যত্নবান হইতেন, এত লোকের কি মৃত্যু হইত? একটী প্রদেশ কি অরণ্য প্রায় হইয়া যাইত?

দ্বিতীয়, তাঁহার অনবধানতা, অনভিজ্ঞতা ও প্রজার প্রতি মমতাশূন্যতা দোষেই গবর্ণমেণ্টের অসংখ্য অর্থ বৃথা ব্যয়িত হইয়া গেল। আজিও সে ব্যয়ের শেষ হইতেছে না। কমিসনর বলিয়াছেন। কেবল তাঁহাদিগের নিজের ব্যয় না, এনিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র আফিসও হইয়াছে। যদি দুর্ভিক্ষ প্রকোপের উপক্রমে তন্নিবারণ চেষ্টা হইত, তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্টের এত ব্যয় ও কমিসন নিয়োগের প্রয়োজন হইত?

গবর্ণমেণ্টের ব্যয় সমুদ্র তুল্য, সমুদ্রের দুই কলস জল বাড়িলেই কি আর কমিলেই কি, তন্নিমিত্ত আমাদিগের তত ক্ষোভ জন্মিতেছে না, ক্ষোভ এই, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালে এক্ষণকার ন্যায় বাণিজ্য কার্য্যের ও যানবাহনাদির সুবিধা ছিল না, তাহাতেই দুর্ভিক্ষে লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, এক্ষণে সমুদায় বিষয়ের সুবিধা হইয়াছে, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টও প্রজার প্রাণ রক্ষার্থ অর্থ ব্যয়েও কাতর নহেন, তথাপি অনাহারের অসহ্য যন্ত্রণায় অসংখ্য লোকের প্রাণ বিয়োগ হইল! ইহাতে কি হৃদয়কে সুস্থির করিয়া রাখা যায়? আমাদিগের ধ্রুবজ্ঞান এই, বীডন সাহেব যদি প্রথমে গবর্ণমেণ্টের অর্থ রক্ষা অপেক্ষা প্রজার প্রাণ রক্ষা বড় জ্ঞান করিতেন, কখন এ অনর্থ আপতিত হইত না।

—o—

ইংলণ্ডে এদেশ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ।

আত্ম দুঃখ নিবেদন ও পরিবেদন করিয়াও যে জাতি ও যে গবর্ণমেণ্টের চিত্তকে আর্দ্র করা না যায়, তাদৃশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস অতিশয় ভয়ঙ্কর, তাদৃশ গবর্ণমেণ্টের প্রজারা সহস্র বাহ্য সুখে সুখী হইলেও বাস্তবিক সুখী হইতে পারে না। আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় এই, আমরা তাদৃশ জাতি ও গবর্ণমেণ্টের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হই নাই। আমরা আত্ম দুঃখ নিবেদন করিয়া ক্রন্দন করিলে ইংরাজ জাতি ও ইংলিস গবর্ণমেণ্ট কর্ণ পাতিয়া শুনিয়া থাকেন। তবে সকল বিষয়ে যে আমরা প্রতীকারের মুখ দেখিতে পাই না, তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। এখানে ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থসাধনার্থির বাস। অত্রত্য প্রধান পুরুষেরা অনেক সময়ে বিমোহিত হইয়া কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করেন। তন্নিবন্ধনে এক ইংলণ্ড আমাদিগের আশা স্থা[ন] হইয়া উঠে। আমরা যদি আমাদিগে[র] দুঃখ যথাযথরূপে তত্রত্য ইংরাজ জাতি ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গোচর করিতে পারি, নিঃসন্দেহ দুঃখের প্রতীকার হয়। আমাদিগের অনেকবিধ দুঃখের স্বরূপ তাঁহারা জানিতে পারেন না। পার্লিয়ামেণ্ট সভা ও ইংরাজ জাতির অগ্রে ভারতবর্ষের অনেক বিষয় অযথাযথরূপে বর্ণিত হয়। এখন যদি কেহ আমাদিগের পক্ষ হইয়া কিছু বলেন, সে কেবল তাঁহার দয়া করিয়া বলা হয়। সুতরাং তাহা তত কাজের হয় না। যাহার দুঃখ তাহার নিজে জানান আবশ্যক। তাহা হইলে তাহাতে লোকের মন অধিকতর আকৃষ্ট হয়। অতএব এখান হইতে আমাদিগের প্রতিনিধি প্রেরণ করাই কর্ত্তব্য।

ইংলণ্ডে এক্ষণে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কয়েকটি সভা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এখান হইতে যিনি প্রতিনিধি হইয়া যাইবেন তিনি ঐ সকল সভার সভ্য অপেক্ষা অধিক কাজ করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডের লোকেরা এখানকার প্রতিনিধির বাক্য যেরূপ যত্ন ও আদর সহকারে শ্রবণ করিবেন, উল্লিখিত সভার সভ্যগণের বাক্য সেরূপে শ্রবণ করিবেন না। তাহার কারণ এই, যাঁহারা উল্লিখিত সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা তদর্থ এখান হইতে গমন করেন নাই, তাঁহারা কার্য্যান্তরে সেখানে আছেন, প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে সভ্যপদ গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগের বাক্য তত গুরুতর হইবে না। কিন্তু যিনি এখান হইতে প্রতিনিধি হইয়া যাইবেন লোকে তাঁহার বিষয়ে এই বিবেচনা করিবে, ভারতবর্ষীয়েরা বিশেষ কষ্টগ্রস্ত না হইলে আর প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই।

এখন প্রতিনিধির যোগ্য লোক পাও
ও দুরূহ নয়। আজি আমরা বাবু কেশ
চন্দ্র সেনকেই লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার
ন সম্ভ্রম হইয়াছে আমাদিগের কি
দুঃখ আছে, তিনি তাহার স্বরূপ
বগত আছেন এবং বাক্য দ্বারা ব্যক্ত
রিয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে
ারেন, তাঁহার এরূপ ক্ষমতাও আছে।
তএব তাহার যাওয়াই কর্ত্তব্য। তিনি
থানে যে কাজ করিতেছেন, সেখানে
গেলে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ অধিক
াজ করিতে পারিবেন। তাঁহার তথায়
মনের সুন্দর সময়ও উপস্থিত ইংলণ্ডের
াকেরা দুর্ভিক্ষের যথাযথ বৃত্তান্ত জা-
তে পারিতেছেন না, জানিতে পারি-
ন, সে সম্ভাবনাও অল্প। কেশব বাবু
দি ইহার স্বরূপ বর্ণন করিয়া লোকের
ন আর্দ্র করিতে পারেন, উত্তর কালে
রূপ ঘটনা না হয়, তাহার উপায় হ
তে পারিবে। এপিডেমিকে বাঙ্গলা
দেশের চতুর্থাংশ লোক নিঃশেষিত
ইল। এ পর্য্যন্ত এখান হইতে তাহার
প্রতীকারের কোন সদুপায় হইল না,
য় ত সেখান হইতে হইতে পারে।

— — —

সর সিসিল বীডনের পক্ষসমর্থন।

১৯ এ জানুয়ারি শনিবার বাঙ্গলা
দেশের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর সর সিসিল
বীডন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায়
উৎকলের দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ করিয়া এক
বক্তৃতা করিয়াছেন। ব্যবস্থাপক স-
ভাকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করা হই
য়াছে বটে কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া
দেখা যায় প্রতীয়মান হইবে, সর্ব্বসাধা
রণের নিকটে আত্মশুদ্ধির চেষ্টা পাওয়া
হইয়াছে। উৎকলে অদ্যাপিও সহস্র সহস্র
ণ দাতব্যের উপরে নির্ভর
নবীন শস্য পর্য্যন্ত অর্থাৎ
তাহাদিগকে সাহায্য

দিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কি করা
উচিত, তিনি তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভার
পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বঙ্গদে-
শীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিনিধি সভা নহেন,
ব্যবস্থাপকদিগের শাসনসম্বন্ধে কোন
ক্ষমতা নাই। সুতরাং এস্থলে এ বিষয়
উপস্থিত করা অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে।
অতএব সর সিসিল বীডনের বক্তৃতা
অবিকিৎকর বলিয়াই উপেক্ষিত হইত,
কেবল দুটি গুণের নিমিত্ত আদৃত হই
তেছে। সে এই;—শাসনকর্ত্তৃগণ অ-
রাধী হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদিগকে
সর্ব্বোচ্চ, সুতরাং সাধারণ মতের অগম্য
বিবেচনা করিয়া আর সাধারণের বাক্যে
উপেক্ষা করিতে পারেন না। অপর, ব্যব
স্থাপক সভা যে ক্রমে প্রতিনিধিসভা
হইয়া উঠিবে, তাহার উপক্রম হইতেছে।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে সর সিসিল বীডনের
বিরুদ্ধে এই কয়েকটী অপরাধের অভিযোগ
হইয়াছে;—প্রথম, তিনি নিজে উৎকলে
গিয়া লোকের কষ্ট স্বচক্ষে দর্শন করি
য়াও তাহা স্বীকার করেন নাই, এবং
অল্পজ্ঞ স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগের অমূলক
বাক্যে মোহিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়,
যখন স্থানীয় কর্ম্মচারিগণেরও দুর্ভিক্ষের
বিষয় অপলাপ করিবার সামর্থ্য ছিল না,
তখনও তিনি রাজধানীতে অবস্থান ক
রিয়া বিপত্তি নিবারণের চেষ্টা না পাইয়া
দারজিলিঙে গিয়া বাস করেন। তৃতীয়,
বণিক্ সম্প্রদায় সাধারণের নিকট হইতে
চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব করিলে তিনি
তাহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন নাই।
চতুর্থ, ইংলণ্ডের লোকেরা চাঁদা দিতে
প্রস্তুত ছিলেন, লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের কথায়
লার্ড ক্রাণবোরণ লার্ড মেয়রকে তাহা গ্রহণ
নিষেধ করেন।

প্রথম অভিযোগের বিষয়ে তিনি
কোন কথাই বলেন নাই, বস্তুতঃ কিছু
বলিবারও নাই। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ

বলিয়াছিলেন মহাজন ও জমীদারের
একবাক্য হইয়া শস্যের মূল্য বৃদ্ধি কর
বার জন্য চাউল লুক্কায়িত করিয়া রাখেন
সেই লুক্কায়িত চাউল পরে বাহির হ
নাই। লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের বিশেষ দু
সক সাহেব বলেন উৎকলে অন্তত
১২ লক্ষ মণ চাউল না পাঠাইলে লোকে
প্রাণধারণ করা ভার হইবে। লুক্কায়ি
চাউল তবে কোথায় গেল? ১২ লক্ষ
মণ চাউলের প্রয়োজন হয় কেন? ফল
তিনি দুর্ভিক্ষের ভয়ানক ভাব এত অল্প
বুঝিয়াছিলেন যে গত মে মাসে যখ
চাপমান সাহেব রেবিনিউ বোর্ডের প্রতি
নিধি স্বরূপ বলেন, সাধারণ চাঁদার প্রয়ো
জন নাই, তখন তিনি তাহাতে বিশ্বা
করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফণ্ডের দু
লক্ষ টাকার মধ্যে দুই লক্ষ টাক
সাহায্যার্থ প্রদান করিয়াছিলেন
পরে বণিক সম্প্রদায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে
গবর্ণর জেনরলের নিকটে টেলিগ্রা
করিলে আর চারি লক্ষ টাকা দেও
হয়। দ্বিতীয় অভিযোগের কোন উ
ত্তর নাই। পীড়া ইহার উত্তর নহে
এমত কষ্টের সময়ে সহস্র পীড়া হইলে
রাজধানী ত্যাগ করা উচিত ছিল না
এক জন যথার্থ স্বকর্ত্তব্যপরায়ণ শাস
কর্ত্তা এরূপ স্থলে মৃত্যুও শ্রেয়ো জ্ঞা
করিতেন। কলিকাতার বণিক সম্প্র
দায় সাধারণ দুঃখের সময়ে যে প্রকা
সাহায্য করেন, এমত কোন দেশের ব
ণিগণ করেন না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে
দুর্ভিক্ষ, গত ঝড় এবং বর্ত্তমান দুর্ভি
বণিকদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপি
করিয়াছে। কিন্তু সর সিসিল বীডন
তীয় অভিযোগের প্রত্যুত্তর স্বরূপ বলে
বণিক সম্প্রদায়ের কথায় তিনি চাঁ
সংগ্রহ করিবার কার্য্যে অনুমোদন করে
নাই। তখন আমরা ব্যাক্ মেকেন্জি

হয়, সাধারণ অর্থকৃচ্ছ্র উপলক্ষে সকলে বিরক্ত ছিলেন। তথাপি বণিক সম্প্রদায় সাধারণ চাঁদা সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা গবর্ণর জেনরলকে এই কথা টেলিগ্রামে বলিয়াছিলেন যত দিন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষের ফণ্ডের ছয় লক্ষ টাকা অব্যাহত থাকিবে তত দিন সর্ব্বসাধারণে চাঁদা দিতে সম্মত হইবেন না এবং গবর্ণর জেনরলও লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরকে অবশিষ্ট চারি লক্ষ টাকা দিবার সময়ে এই কথা বলিয়াছিলেন। সর সিসিল বীডন এমত অবস্থায় বণিক সম্প্রদায়ের স্কন্ধে দোষ ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা পাইয়া অন্যায় করিয়াছেন। চতুর্থ অপরাধ তিনি স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং ইহার সমর্থন যুক্তিকর হইবে সম্ভাবিত নহে। যখন এখনও কষ্ট রহিয়াছে এখনও প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া চাউল প্রেরণ করিতে হইবে, তখন ইংলণ্ডে চাঁদা সংগ্রহ করা কি অপরামর্শ সিদ্ধ ছিল? সর সিসিল বীডন ইংলণ্ডে চাঁদা বন্ধ না করিয়া আর একটী অনিষ্ট করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য মণ্ডলী বুঝিয়াছেন লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের দোষে ইংলণ্ডীয় লোকেরা চাঁদা দেন নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা কৃপণতা ও সমদুঃখ সুখতার অভাব বিবেচনা করেন। অতএব ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের একটী দোষও ক্ষালিত করে নাই বরং সর্ব্বসাধারণে এমত সময়ে এমত কথায় বিরক্ত হইয়াছেন।

যাহা হউক লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের বক্তৃতার একাংশ সাধারণের বিশেষ মনোযোগের উপযুক্ত। একণে স্থির হইয়াছে উৎকলের তিন অংশের একাংশ লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, কটকের অর্দ্ধেক লোক নাই। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ২০০০ বলেন, কিন্তু আমরা জানি প্রায় ১০,০০০ মাতৃহীন শিশু সাধারণের দয়ার উপরে নির্ভর করিতেছে। মিসনরিগণও কতকগুলিকে প্রতিপালন করিতেছেন, ইংলণ্ডীয় মিসন ফণ্ড হইতে তাঁহারা আরও টাকা পাইবেন। তথাপি এই প্রশ্ন হইতেছে এত কল শিশুর বিষয়ে কি করা উচিত? ইহা ভিন্ন অদ্যাপিও তিন লক্ষ লোক সাধারণ সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে। সর সাহেবের প্রস্তাবানুসারে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্র ৪ লক্ষ মণ চাউল প্রেরণ করিবেন। কয়েক মাসের মধ্যে আর ৮ লক্ষ মণ যাইবে। সাধারণ চাঁদা না হইলে এ টাকা অবশ্যই সাধারণ ধনাগার হইতে দিয়া সাধারণ কর ভার বৃদ্ধি করা হইবে। পিটর্সন সাহেবের প্রস্তাবানুসারে ভুমির কর বৃদ্ধি অথবা দরিদ্র আইন কোন মতে হইতে পারে না। উৎকলের জমিদারদিগের উপর বিশেষ করও অত্যাচার হইবে। সাধারণ চাঁদায় কি এত টাকা উঠিবে? আমরা তন্নিমিত্ত প্রস্তাব করিতেছি, ইংলণ্ডে পুনর্ব্বার চাঁদার জন্য আবেদন করা হউক, সেখান হইতে আমরা অন্ততঃ ১৫ লক্ষ টাকার প্রত্যাশা করিতে পারি। এখানেও আর পাঁচ লক্ষ উঠিতে পারে। তৎপরে মিসন ফণ্ডের টাকা হইতেও প্রায় এক লক্ষ আসিবে। অবশিষ্ট টাকা সাধারণ ধনাগার হইতে দিলে চলিবে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বণিক সম্প্রদায়ের সহকারী সভাপতি মনক্রিফ সাহেবের মত চাহিয়াছেন। এ সময়ে ব্যক্তি বিশেষের মতে কিছু করিতে পারিবে না। বণিক সম্প্রদায় ও ভারতবর্ষীয় সভার পরামর্শ আবশ্যক। ইহাঁরা হস্তার্পণ না করিলে গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিতে পারিবেন না। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের অনেক অপরাধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান কষ্ট যখন যায় নাই, তখন তাঁহার সহায়তা করা কর্ত্তব্য। আমরা অনুরোধ করি তিনি সৎ ও সরলচিত্তে যাবতীয় বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচর করুন। সর্ব্বসাধারণের সহিত অকপট ব্যবহার করিলে তাঁহারা কায়মনোবাক্যে স[র]
সিসিল বীডনের সাহায্য করিবেন
আশা বৃথা।

—:o:—

নবনাটক ও তাহার অভিনয়।

শনিবার আমরা যোড়াসাঁকো[র]
নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শ[ন]
করিতে গিয়াছিলাম। এখানে নাট[্য]
অভিনয়ের যে প্রণালী দর্শন ক[রি-]
লাম, তাহা যদি সর্ব্বত্র প্রচলিত [হয়]
আমাদিগের বিশুদ্ধ আমোদ কোনে[র]
একটি উৎকৃষ্ট উপায় হইয়া উঠে। না[ট্য]
শালা প্রকৃত রীতিতে নির্ম্মিত ও দৃশ্য-
গুলি সুন্দর বিশেষতঃ সূর্য্যাস্ত
সন্ধ্যার সময় অতি মনোহর হইয়াছিল
অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই [যে]
মুদ্রারগুলি এতদ্দেশীয় শিল্পকরে[র]
দর্শকদিগের উপবেশন প্রণালী অদ্যাপি
উৎকৃষ্ট হয় নাই। এজন্য গ্যালারি ক[রা]
আবশ্যক। সংকীর্ণ স্থানে অধিকসংখ্য
চৌকি সন্নিবেশিত হয়। এককালে দ্ব[ার]
উদ্ঘাটিত হওয়াতে যাবতীয় দর্শ[ক]
প্রবেশ করিয়া সকলেই সম্মুখের আস[ন]
গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে
গোলযোগ, গাত্রঘর্ষণ, ও আসনভ[ঙ্গ]
ইহার ফল হইয়া উঠে। যত দিন গ্যালা[রি]
না হইতেছে, তত দিন আগন্তুকদিগকে
এক এক করিয়া উপবেশন করিতে দেও[য়া]
হই পরামর্শসিদ্ধ, নচেৎ প্রায় ১০ মিনি[ট]
কাল রেলওয়ে ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণী[র]
টিকিট লইবার ন্যায় গোলযোগ হইবে।

নবনাটকের গল্প এই, গবেশ বা[বু]
এক জন পল্লীগ্রামস্থ জমীদার, তাঁহা[র]
প্রথম স্ত্রী সাবিত্রী সাবিত্রী তুল্য ছিলেন
সুবোধ ও সুশীল নামে দুটি রত্ন বিশে[ষ]
পুত্র ছিল। তথাপি ৫০ বৎসর বয়ঃক্র[ম]
কালে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরি-
গ্রহ করিলেন। সপত্নীবিবাদ আর[ম্ভ]

হইল। গবেশ বাবুর পুত্রেরা বিমাতার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া এক জন মাতুলালয়ে অপর ব্যক্তি লক্ষ্ণৌরে গমন করিলেন। সাবিত্রী এক প্রকার পরিত্যক্ত হইলেন। তাঁহার সত্তালিকায় বাস দিয়া এক পার্শ্ব কুটীরে বাস হইল। এখানেও আতান্তিক যন্ত্রণা হওয়াতে তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন। গবেশ বাবু কেবল করিবার নিমিত্ত ঔষধ দেওয়া হয়। তাহাতে তাঁহার পীড়া ও নানা প্রকার শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ হইয়া মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া অতিশয় পরিতাপ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধ লক্ষ্ণৌ হইতে হঠাৎ আসিয়া পিতার মৃত্যু ও মাতার উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ সমাচার শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, সেই মূর্চ্ছাই শেষ হইল। গ্রন্থখানি বহুবিবাহের দোষ কীর্ত্তনার্থ রচিত হইয়াছে। দেশের কৃতবিদ্যেরা আবেদন পত্র দ্বারা অনুরোধ করেন, গ্রন্থকার নটী ও নটের মুখ দ্বারা সকলকে সেই অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন নূতন লেখক নহেন। তাঁহার "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" নাটক এক্ষণকার অনেক নাটকের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছে। কিন্তু সামাজিক বের লইয়া যে সকল গ্রন্থ প্রণীত হয়, তাহার চির আদরের আশা করা যায়। নবনাটকের যে পরমায়ু অল্প, তাহা তেই বলা যাইতে পারে। সামা ক কোন বিষয় বা দলের পোষকতা ক গেলে, প্রায় অত্যুক্তি ও অতিবর্ণন র ঘটিয়া উঠে। বিশেষতঃ এদেশের কারেরা অত্যুক্তিপ্রিয়। এতন্নিবন্ধন হাদিগের অনৈসর্গিক বর্ণনায় বিলক্ষণ রুচি আছে, সুতরাং বর্ণনীয় ব্যক্তি দের চরিত্রের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি থাকে। নবনাটক লেখক বিচক্ষণ লেখক হইয়াও এবোধের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। গবেশ বাবু নাটকের নায়ক, কিন্তু তাঁহার চরিত্র পূর্ব্বাপর সঙ্গত হয় নাই। পুষ্করিণীর তীরে বিধর্ম্মবাগীশ ও সুধীরের সহিত যে কথোপকথন হয়, তাহাতে গবেশ বাবু নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু পঞ্চমাঙ্কে তিনি যখন খেদ করিতেছেন, তখন তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয় না। যথার্থ বিজ্ঞ ব্যক্তি দৈবাৎ বুদ্ধির ভ্রমে কোন অপকর্ম্ম করিয়া শেষে যেপ্রকার পরিতাপ করেন, গবেশ বাবুর পরিতাপ সেই প্রকার হইয়াছে। তিনি আক্ষেপ করেন, "এ কি? সেই সংসারের দশা এখন কি এই হয়ে উঠ্‌ল? হা বিধাতঃ! সাবিত্রী তখন তখন আমাকে কত ভক্তি শ্রদ্ধা কর্‌তো। *** আমার সুবোধ ত অতি সুবোধ সন্তানই ছিল, তার গুণে আমার মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল, সে অভিমানভরেই নিরুদ্দেশ হলো। *** এমন যে শোচনীয় অবস্থা আমার ঘটেছে তার কারণই ত আমি।" এত বয়সে যুবতী স্ত্রীর মনোরঞ্জনার্থ "নবীন জন সেব্য" বস্ত্র পরিধান, ও নিধুর টপ্পা কণ্ঠস্থ করা যে অন্যায় হইয়াছে, তাহার জন্য পরিতাপ হইতেছে। অথচ "যার জন্য এত দুর পর্য্যন্ত হলো সে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয় নাই। "সেই আনন্দ সারিকাকে হৃদয় পিঞ্জরে আবদ্ধ" করিবার এত চেষ্টা হয়, তথাপি সে ধরা না দিয়া "কুমতি পক্ষ আশ্রয়" করিয়া "নিরন্তই" উড়িয়া বেড়াইতেছে। ফলতঃ প্রথমে গবেশ বাবুকে যে প্রকার নির্ব্বোধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তাঁহার যে নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার এমত জ্ঞানগর্ভ পরিতাপ সম্ভবিত নয়। অপর বিরোধ এই, গবেশ বাবু সুবোধের গুণ জ্ঞাত ছিলেন না এরূপ নয়, অথচ সুবোধ যে দিবস বাটী ত্যাগ করেন, সে দিবস ছোট গৃহিণী "কুন কুন" করিয়া কর্ত্তাকে কি বলিলেন, আর তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইলেন, এতদ্দ্বারা সুবোধের প্রতি বিমাতৃহরণ দোষারোপ করা হয়, কিন্তু শেষে গবেশ আবার তাঁহার গুণ স্বীকার করেন। অপর অতিবর্ণন দোষ এই চপলা সদ্য পরিচিত। মনের যে ভাব থাকুক না, সদ্যঃ পরিচিত ব্যক্তির নিকটে কোন স্ত্রীলোক বলেন, সপত্নী কেমন সুমধুর সংগীত আলাপ মিষ্ট? গবেশ বাবুর শেষ অংশটি ভাল হয় নাই। পাপের পরিতাপের সময়ে অতি পাষণ্ডেরও মন আর্দ্র হয়, কিন্তু গবেশ বাবুর উদর স্ফীত, তাহাকে জল প্রদান প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রোতৃগণ অনবরত হাস্য করেন।

অভিনয়ের বিষয়ে বক্তব্য এই, অভিনেতৃগণ প্রায় সকলেই স্বকর্ত্তব্য অভিনয়ক্রিয়া সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছেন। গবেশ ও চিত্ততোষের ত কথাই নাই, কৌতুক ও রসময়ীর অংশ উত্তম হইয়াছে এবং নাগর ও প্রামোদের চরিত্রও নৈসর্গিক হইয়াছে। রঙ্গ ভূমির নাগর যদি যাবতীয় যুবক কৃতবিদ্যের আদর্শ হন, তাহা হইলে দেশের পরম মঙ্গল হয়। এ ব্যক্তির অভিনয় দর্শনে সবিশেষ পরিতোষ লাভ হইয়াছে। সুধীর পণ্ডিতের চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। সাবিত্রী দাসীর অংশটি জঘন্য হইয়াছে। সকলেরই বেশ প্রায় উত্তম হইয়াছিল, কিন্তু সাবিত্রী না স্ত্রীলোক না হিজড়ে রূপ ধারণ করে। এ ব্যক্তির কথার ভাবও স্ফুর্ত্তি রূপ হয় নাই। সুবোধের শেষ অংশটি বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। অর্দ্ধ ঘটিকা পর্য্যন্ত কেবল ক্রন্দন কোন ব্যক্তি শ্রবণ করিতে পারেন? যে ব্যক্তি অভিমানে অনায়াসে দেশান্তরে গমন করিতে

পারেন, তাঁহার স্ত্রীলোকের ন্যায় ক্রন্দন সঙ্গত নয়।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, কোন কোন অংশে কিছু কিছু ত্রুটি থাকুক না কেন বিবেচনা করিলে গ্রন্থ ও অভিনয় উভয়ই উত্তম হইয়াছে।

কলিকাতা সপ্তত্রিংশ ব্রাহ্মসমাজ।

গত ১১ ই মাঘ বুধবার কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা ভারতবর্ষের বহুল উন্নতির আশা করা যায়, এই জন্য ব্রাহ্মসমাজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতির আলোচনা করাতে আনন্দ লাভ আছে। সপ্তত্রিংশৎ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হয় নাই, তখন রামমোহন রায় এবং তাঁহার সহচর কয়েকটী ব্যক্তির হৃদয়েই এই ধর্ম অবস্থিত ছিল। এক্ষণে এই ধর্মের নাম ভারতের সীমা অতিক্রম করিয়া বিস্তৃত হইতেছে। ভারতের দক্ষিণ উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিম সর্ব্বভাগেই ইহার অনুমোদিত উপাসনা কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যাইতেছে। শুদ্ধ পুরুষে নয়, এদেশের অবলাগণও এই ধর্ম অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারকগণ দিগ্ দিগন্তে পর্য্যটন করিয়া ইহার অধিকার বিস্তারের চেষ্টা পাইতেছেন। এই সকল দেখিয়া বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্মই ভারতবর্ষের এক মাত্র ধর্ম হইবে। এখানে যে পৌত্তলিক ধর্ম এতাবৎ কাল প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, ক্রমশঃ তাহার বিলোপদশাই লক্ষিত হইতেছে। তৎপরিবর্ত্তে খৃষ্টিয়, মহম্মদীয় বা অন্য কোন পৌত্তলিক ধর্ম স্থান পরিগ্রহ হইলে এতদিনে তাহার প্রভাব দৃষ্ট হইত। কিন্তু ভারতক্ষেত্রে আর্য্যদিগের চিরবেষ্ট সনাতন ব্রাহ্মধর্মই যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নত বেশ ধারণ করিবে অতি স্বল্প কালের পরীক্ষাতেই তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রাহ্মগণের প্রতি আমাদিগের বক্তব্য যে তাঁহারা স্বদেশীয় সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মোন্নতির চেষ্টা করিবেন না, তাহা হইলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। তাঁহারা দেশীয় সদাচার ও সুনীতি সকল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন। যে সকল বদ্ধমূল কুসংস্কার ও পাপ তৎসঙ্গে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, ক্রমশঃ অধ্যবসায় সহকারে তাহার উন্মূলনের চেষ্টা করুন, প্রত্যেকে জ্ঞানে উন্নত হইয়া আপন আপন চরিত্রকে সাধারণের দৃষ্টান্ত স্বরূপ করুন, এবং যত দূর সাধ্য ঐক্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্বদেশের হিত সাধনে অগ্রসর হউন, যে উন্নতি হইয়াছে, আরও শতগুণ উন্নতি তদনুরূপ কাল মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবেন।

ব্রাহ্মদিগের বিশেষ ধীর ও শান্ত ভাবে আপনাদিগের কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। নতুবা এই পরিবর্ত্তনের সময়ে চাপল্য প্রকাশ করিলে উপহাসাস্পদ হইবেন; তাঁহাদিগের দৃষ্টান্তের কেহ অনুসরণও করিবেন না। সমাজ সংস্কার করিতে হইলে সাধারণের অনুরাগভাজন হইতে হয়। হিতকর কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিলে সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব এক একটী ব্রাহ্মসমাজের তৎসীমান্তর্গত এক একটী স্থানের সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অন্নছত্র প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা দেশের উপকার সাধন করুন। বালক ও যুবকদিগের চরিত্র যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নশীল হউন। ধর্ম্মালোচনা, সৎসঙ্গ এবং সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান যত অধিক হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহারই উপায় করুন। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আস্থা ও ভক্তি প্রদর্শন যেরূপ কর্ত্তব্য, সাধারণের কল্যা[ণ] বর্দ্ধন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন[ও] সেইরূপ কর্ত্তব্য।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ও সর বার্টল ফ্রিয়ার।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কলাংশে অদ্যা[পি] কলিকাতার তুল্য হইতে পারিতে[ছে] না বটে এবং কোন কোন বিষয়ে মান্দ্রা[জে]র অপেক্ষাও নিকৃষ্ট রহিয়াছে, কি[ন্তু] ইহার নিয়মাবলী ও কার্য্যপ্রণালী সর্ব্বো[ৎ]কৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কলিকা[তা] ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেন্টে[র] রাজকার্য্যের অন্তর্ভূত এক একটি বিভা[গ] স্বরূপ। ইহাদের নিজের স্বাধীনতা [ও] বিশেষ ক্ষমতা নাই, সকল বিষয়ে গব[র্ণ]মেণ্টের উপর নির্ভর ও তাহার আনুগ[ত্য] স্বীকার করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টও ইহাদি[গ]কে সামান্য দৃষ্টিতে দর্শন করেন—ই[হা]দের যথোচিত গৌরব বর্দ্ধন করেন ন[া]। বস্তুতঃ বর্ষে বর্ষে এক একটী পরীক্ষা [ও] উপাধিদান ক্রিয়া ভিন্ন সাক্ষাৎ সম্ব[ন্ধে] ইহাদের অস্তিত্বের আর কি চিহ্ন উপল[ব্ধ] হয়? সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপাধিধারীদিগে[র] জন্য গবর্ণমেণ্টই বা কি বিশেষ স্নেহ নি[দ]র্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন?

এতদ্বিষয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় সমধিক সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে[।] ইহা যে একটী স্বাধীন ক্ষমতা স্বরূপ হই[য়া] কার্য্য করিতে থাকিবে এরূপ ভাবে সং[গঠিত] হইয়াছে। বোম্বাইয়ের গবর্ণর ম[হা]মতি সর বার্টল ফ্রিয়ারের অসাধারণ [ব্যু]ৎপত্তি ও বিদ্যোৎসাহিতাই এতাদৃশ ম[হা] কল্যাণের নিদানভূত। তাঁহার মতে বি[শ্ব]বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের হস্তাবলম্বিত এ[কটি] সামান্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হই[তে] পারে না। ইহার কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র, [সু]তরাং ইহার গঠন ও কার্য্যপ্রণালীও স্বত[ন্ত্র] হওয়া আবশ্যক। ইহাকে গবর্ণমেণ্টে[র]

আদেশ ও নিষেধের বশবর্ত্তী এবং গবর্ণমেণ্টের লাভ ক্ষতি বিবেচনা স্থলে নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিলে ইহার কার্য্য কখন সুন্দর রূপে চলিতে পারে না, সুতরাং ইহার উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ আমাদিগের দেশে এক একটী বিদ্যালয় কোন কোন ধনশালী ব্যক্তির আসবাব স্বরূপ হইয়া যেরূপ তুচ্ছ দৃষ্ট হয়, বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের আসবাব স্বরূপ হইলেও সেইরূপ হীনশ্রী হইবে সন্দেহ নাই।

সর বার্টল ফ্রিয়ার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন এবং যত শীঘ্র ইহা স্বতঃ কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিতে পারে এরূপ উপায় প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তবে যত দিন ইহা অক্ষম থাকিবে, তত দিন ইহার বলবির্দ্ধন ও উন্নতি সাধন জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য প্রদত্ত হইবে। এই মহৎ লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাহাতে ইহার সামর্থ্য বৃদ্ধি হয়, যাহাতে ইহা জ্ঞানোন্নতির এক মাত্র যন্ত্র স্বরূপ হইয়া দেশীয় সমুদায় লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে, যাহাতে ইহা সারবান বৃক্ষ স্বরূপ হইয়া চিরকাল সুমধুর ফল প্রসব করিতে পারে, তিনি স্বীয় রাজকীয় ক্ষমতা দ্বারা তৎপক্ষে চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তিনি তত্রত্য কৃতবিদ্য যুবক দলের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যেরূপ মহস্রমুখে তাঁহাদিগের প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত এতদ্দেশীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহাঁদের ব্যবহার নিতান্ত উদাসীনবৎ।

সর বার্টল ফ্রিয়ার এক্ষণে স্বীয় পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক অভিনন্দনপত্র পাইয়াছেন। তদুপলক্ষে ভারতবর্ষীয় শাসন বিষয়ে তিনি যে একটী সুমহান ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উদার প্রকৃতির পরিচয় হইতেছে। তিনি ইংরাজ দলের ভারতবর্ষ অধিকার জগদীশ্বর প্রদত্ত একটী গুরুতর ভার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তিনি যেমন বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীন ও সক্ষম করিয়া দেওয়া গবর্ণমেণ্টের মহৎ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ ভারতবর্ষকে স্বাধীন, সক্ষম ও উন্নত করিয়া দেওয়া ইংলণ্ডের মহৎ কর্ত্তব্য ব্যক্ত করিয়াছেন। "এই জন্য ইংলণ্ড জগদীশ্বরের নিকট দায়ী।" ভারতবর্ষীয়গণ এ প্রকার উদার বাক্য কদাচিৎ শুনিতে পান। তাঁহারা প্রীতির একান্ত বশীভূত। সর বার্টলের ন্যায় মহাত্মাদিগের নিকট তাঁহারা চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। কিন্তু আমরা এ প্রদেশে অনেক ইংরাজের নিতান্ত বিরুদ্ধ ভাব দেখিয়া বারংবার পরিতাপ প্রকাশ করিয়া থাকি। তাঁহাদিগের মতে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের পদানত থাকিবে, ইংলণ্ডের আপনার স্বার্থ সাধন জন্য ইহার সর্ব্বশোণিত শোষণ করিবার অধিকার আছে, ইহা দ্বারা ইংলণ্ডের লাভাংশ যদি না বৃদ্ধি হয় তবে ইহাতে প্রয়োজন কি? এরূপ হীনাশয়তা সুসভ্য ইংরাজদিগের কখন শোভাকর নহে।

যাহা হউক ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষকে জগদীশ্বর দত্ত একটি ভার বিবেচনা করিয়া ইহার মঙ্গল সাধনই একমাত্র লক্ষ্য স্থির রাখেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ তাঁহার মহত্ত্ব ও গৌরবের চিরকীর্ত্তি নিদর্শন হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে ইংলণ্ড ও ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইবে, পরস্পরের দ্বারা পরস্পরের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, এবং রাজকীয় উদারতার এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্তে ইতিহাসের পত্র উজ্জ্বল করিতে থাকিবে। এই ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন, সংস্কৃত ও উর্ব্বর ভূমি, ইহা কখন চিরকাল হীনাবস্থায় থাকিবে না। যে বন্ধু বন্ধ ও বিপ... ভাব হইতে ইহাকে মুক্ত করিয়া উন্নতি পথে নীত করিবেন, তাঁহার অপরিশোধ্য ঋণ ইহা কোনকালেই বিস্মৃত হইবে না।

কলিকাতা পুলিসের ১৮৬৫। ৬৬ অব্দের রিপোর্ট।

আমরা কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকা... করিতেছি, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিক... হইতে কলিকাতার পুলিসের ১৮৬৫ ৬৬ অব্দের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছি। এ বৎসর কলিকাতার মধ্যে ৪ টি হত... একটী হঠাৎ হত্যা একটী বিষখাবা হ... জ্ঞান করিয়া চুরি, কয়েকটি গুরুত... আঘাত, ৭৪ টি সিঁদ ও ২৬৩১ টি চুরি হয়। পুলিস যাবতীয় হত্যাকারিকে ধৃ... করিতে পারেন নাই, এ জন্য লেপ্টেনা... গবর্ণর অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। পুলিস কমিসনর আক্ষেপ করেন, নগ... মধ্যে যত চুরি হয়, তাহার অধিকাংশে... মকদ্দমা হয় না। কারণ হৃতস্ব ব্যক্তিগ... নালীশ করিতে চাহেন না, কিন্তু উপনগরে ইহা অপেক্ষা অধিক দণ্ড হয়। কলিকাতা... যত দ্রব্য অপহৃত হয়, তাহার অধিকাংশ... যথার্থ অধিকারিদিগকে পুনঃপ্রদান কর... হইয়াছে। এ বিষয়ে উপনগর অপেক্ষ... নগরের পুলিস অধিক কার্য্যদক্ষতা প্রদ... র্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ আগির... জাহাজের যাবতীয় সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত... হইয়া পুলিস বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতায় যত লোককে বিচারার্থ সমর্পণ করা হয়, তাহার শত... করা ৮০ জন এবং উপনগরের শত কর... ৯১ জন দণ্ড পাইয়াছে। কমিসনরের প্রস্তাবানুসারে কনষ্টাবলদিগের বেতন... বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে বিস্তর লোকে অল্প বেতন ও অধিক পরিশ্রম হেতু পলায়... করিত, বেতন-বৃদ্ধি অবধি এ অনিষ্ট... অনেক কমিয়াছে। বস্তুতঃ নগরের পুলিস উপনগরের পুলিস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ... যথার্থ পুলিস নাই। কলিকাতার আশে... মফস্বলের পুলিসের ত কথাই নাই।

কোন্নগরস্থিত সংবাদদাতা লিখি-য়াছেন।

১। মহাশয় ! পূর্ব্বে আপনাকে যে বিশ্বস্ত সূত্রে জনবদ্ধ তস্করদিগের অত্যাচারের বিষয় জানাইয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহাদের কুৎকর্ম্মের লোপেকোগের সময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমতঃ এক দল ধৃত হইলে তাহারা অনেক সাক্ষাই সাক্ষী মানে। সাক্ষিগণ সকলেই ভদ্র লোক। পুলিশের আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভদ্রলোক চোরের সাক্ষী * এই সন্দেহ করিয়া তাহাদিগের (সাক্ষীদিগের) খানাতল্লাস করি-বার আদেশ করেন। অনেকানেক সাক্ষী তাহাতে লজ্জিত হইয়া আসিষ্টাণ্ট মহামতি লয়েল সর্ব্বপে উভয় দলই বদমায়েশ বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাহেব মহোদয়ের বিচারে দুরাত্মারা এক বৎসর নির্দ্দিষ্ট জীবন নিবাসের আদেশ পাইয়াছে। তিনি যে কেবল উহাদিগকে দণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন এমত নহে, অপর দলেরও ৩ জন ধৃত করিয়াছেন। অনেকে আশঙ্কা করি-তেছেন, দুর্ব্বৃত্তেরা নিষ্কৃতি পাইয়া পুনরাগত হইলে উহাদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অধিকতররূপে প্রকাশ পাইবে। ভবিষ্যতে আর উপদ্রব না হয়, এই জন্য আসিষ্টাণ্ট সাহেবের বিশেষ মনোযোগ বিধান বিধেয়।

২। বাইনখাড়া নিবাসী কোন এক ব্রাহ্মণ ঢাকা হইতে গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন, পথি মধ্যে টঙ্গীবাড়ী নামক স্থানে একটা আহত (বাওয়াল) শূকর তাঁহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক ক্ষত বিক্ষত করে। উঁহার সঙ্গে অপর দুই জন ব্রাহ্মণ ছিল। তাহারা দৌড়িয়া আত্মরক্ষা করি-য়াছিল। পরে তাহারা মুমূর্ষু ব্রাহ্মণকে সেবা-রাছি করিয়া গৃহে লইয়া যায়। শুনিলাম সেই রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। কি শোচনীয় বিষয় !!!

৩। কয়েক দিন হইল, কান্দরগাঁ গ্রামে এক চণ্ডালী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অনেকে বলেন, ব্যভিচারই উক্তরূপ আত্মহত্যার নিদান। মহাশয় ! কতিপয় দিবস যাবৎ আমরা কেবল আত্মহত্যার বিবরণই শুনিয়া আসিতেছি। কি ভয়ঙ্কর বিদারক ঘটনা।

৪। ৩। ৪ দিবস গত হইল, কাঁচাদিয়ার নিকটবর্ত্তী পদ্মা নদীতে একখানি নৌকায় এক ব্যাপারীর নৌকায় ডাকাতি হয়। নৌকায় লোক দিগের ক্ষমতা ছিল না, কেবল একটী সিন্দুকের মধ্যে ৮৮০ টাকা নগদ ছিল। শুনিলাম মাল বোঝাই করিবার উদ্দেশেই ঐ নৌকা ব্যাপারীকে যাইতেছিল। নৌকাতে ৭ জন মাঝি ছিল। মাঝিগণ দস্যুদিগের ভয়ে প্রস্থানপর হয়, কেবল এক জন মাত্র অন্তরীক্ষ কোন নিভৃত স্থানে লুকায়িত থাকিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। দস্যুরা তাহাকে দেখিতে পাইল না।

৫। কালীপাড়া, সাহাবাজদপুর, কাঁচাদিয়া বটেশ্বর প্রভৃতি স্থানে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পশুধন ছাগ, মেষ, গো প্রভৃতি নিরীহ জন্তু নষ্ট করিতেছে। সৌভাগ্য এই এপ র্য্যন্ত মনুষ্যের প্রাণ বিনাশ করিতে পারে নাই। তত্তৎগ্রামস্থ লোকগণ শার্দ্দুল ভয়ে একেকালে ব্যতিব্যস্ত।

৬। মুন্সীগঞ্জ থানার অধীন কোন স্থানের কয়েক জন মুসলমান, পুলিষ মহাপুরুষদিগের বেশ ধারণ করিয়া নিকটবর্ত্তী লোকদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। শুনি-লাম, পরে ধৃত হইয়া মুন্সীগঞ্জের মাজিষ্ট্রেটের বিচারে দুরাচারদিগের প্রত্যেকের ৩ মাস করিয়া শ্রীমন্দির বাসের আদেশ হইয়াছে। শাস্তি কিছু কম হইয়াছে।

৭। সম্পাদক মহাশয় ! প্রায় দুই মাস গত হইতে চলিল এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালা ত্রৈবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার ফল বাহির হইল না। পক্ষা-ন্তরে তাহার কত পরে প্রবেশিকা পরীক্ষা গৃহীত হইয়া স্কলরশিপ পর্য্যন্তও বণ্টন করা হইল। ৪। ৫ টাকা কি ১০। ১৪। ১৮ টাকার নিকট এতই অশ্রদ্ধেয় হইল ? কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে মনোযোগ বিধান নিতান্তই কর্তব্য। অন্যথা দুর্ভাগ্য ছাত্রদিগের ক্ষতির সম্ভাবনা।

৮। মহাশয় ! হঠাৎ ধান্য চাউল কেমন মহার্ঘ হইয়া উঠিল। কয়েক দিন হইল এখানে চাউল ২০। ২২ সের টাকায় পাওয়া যাইত। আজি কাল ১৫। ১৬ সের পাওয়া দুষ্কর। ধান্য ২৫ সের হইয়া উঠিয়াছে। বড়ই কষ্টের বিষয়। অনেকে ভাবী অকালের আশঙ্কা করিতেছেন।

কালনার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

এখানকার জ্বরের বিষয়ে সব এসিষ্টাণ্ট সার্জন বাবু নবীন চন্দ্র মিত্র মহাশয় এইরূপ রিপোর্ট করিয়াছেন। গত ভাদ্রমাস হইতে এখানে জ্বরের প্রকাশ হইয়া কার্ত্তিক মাসে প্রবল হয়। এখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৭।৮ শত ব্যক্তি গণের মধ্যে চার আনা জ্বরের রোগী। প্রতি ঘরেই দুই বা ততোধিক লোক জ্বরাক্রান্ত হই-য়াছে ও হইতেছে। জ্বরের প্রকার (ইণ্টার মিটেণ্ট ফিবার) অর্থাৎ পালাজ্বর, অধিকাংশই প্রাত্যহিক, দ্ব্যাহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক জ্বরও দেখা যাইতেছে। কাহারো কাহারও বিকার ও হইতেছে কিন্তু অল্প। পূর্ব্বে ঐরূপ জ্বরের রোগী যেরূপ দুর্ব্বল হইত এবৎসর সেরূপ হই-তেছে না। প্লীহা ও যকৃৎ বান কাস শোথ উদ-রী, কামলী, মুখরোগ ও মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য প্রভৃতি উপদ্রবও ঘটিয়া থাকে। জ্বরের পর দুর্ব্বলতা ও রক্তের অল্পতা নিবন্ধন অনেক উপসর্গ হইতে দেখা যায়। ১৮৬৩ অব্দে এখানে যে এপি ডেমিক হইয়াছিল তাহা রাজপুরুষ দিগের অবি-দিত নাই। তাহাতে অনেক গ্রাম ও বংশ উৎ-সন্ন প্রায় হইয়া গিয়াছে। ১৮৬৪ সালের শেষে এখানে এপিডেমিক কমিসনর আইসেন, তাঁহা দের অনুরোধে এখানকার সমস্ত পুষ্করিণী ও বনজ-ঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছিল। তজ্জন্য ১৮৭৫ অব্দে এখানে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় নাই বোধ হয়। কিন্তু ঐ সকলের পুনরাধিক্যে পুনরায় অর্থাৎ ১৮৭৩ সালের শেষে জ্বর প্রবল হয়। সেই জ্বরের সহিত এ জ্বরের সৌসাদৃশ্য আছে। তা-হাতে অধিক লোক পীড়িত হইয়াছিল ইহাতেও বহু লোক আক্রান্ত হইতেছে। এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক। অজ্ঞ লোকেরা বারম্বার জ্বর হওয়াতে মনে করে কুইনাইন সেবন করি-লেই বুঝি ঐ রূপ হয়। কিন্তু জ্বরের যে স্বভাবই ঐরূপ তাহা অনুধাবন করিয়া দেখে না। বিশেষ না জানিয়া কাহারও প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয়।

প্রতিবৎসর গঙ্গার উভয় পার্শ্বে যে জ্বর হয় তাহা তত কঠিন হয় না, সুতরাং সামান্য চিকিৎ-সাতে রোগী আরোগ্য লাভ করে, তজ্জন্য মৃত্যুর সংখ্যাও অল্প হয়। দেখা যাইতেছে ক্রমে পশ্চিম দিকেই জ্বরের গতি হইতেছে। ৬৩ সা-লের এপিডেমিক কালনার নিকট গ্রাম কালনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, এবৎসর উহার পশ্চিম ৭।৮ মাইল দূর সাতগাছিয়া, মকিমডিহি, টীকা-পুর চৌধরিয়া ও বোহার প্রভৃতি স্থানে বিলক্ষণ বল প্রকাশ করিতেছে। জ্বরের এমনি প্রভাব যে এই সমস্ত স্বাস্থ্যকর স্থান একবারে দূষিত করিয়া ফেলিয়াছে। আর সে শ্রী নাই আর সে মন উত্তম বায়ু বহমান হয় না। ডাক্তার বাবু দুই দিবস নিয়ত ঐ স্থানে ভ্রমণ করিয়া রোগের লক্ষণ নির্ণয় এবং মৃতলোকের ও রোগাক্রান্তের সংখ্যা করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। তিনি বলেন ১৮৬৩ সালে কালনায় যে জ্বর হয়, এখ-নকার জ্বরের লক্ষণও ঠিক সেইরূপ। ঐ সকল গ্রামের অবস্থাও কিছু কিছু লিখিয়াছেন। সাধ

ড়িয়া গ্রামে একটী সংক্রা০ আছে বেশ বাব
। তাহাতে .গ্রামে ম, পানাবায় অপর্য্যাপ্ত হই
ছে ইহা উপযুক্ত সংগ্রহ সংবাদ বর্ণিত হন।
য় ডিস্ট্রিক্ত স্থান ... কীরাই. স্থানে তাহ
...
লে সেই ২ স্থান বেষ্টন হইয়া পীড়ার বি
। হয়। চিকিৎসা সেইরূপ। রোহার
খায়া গ্রামে সহস্র লোক আছেন সাই
ষ্ট রাস্তাঘাটের তাদৃশ শৃঙ্খলা নাই। ঐ সকল
মের লোক ও মৃত্যু সংখ্যা।

	বসতি	লোকসংখ্যা	মৃত	রোগাক্রান্ত
ডগাছিয়া	২০০০	১০০০০	৩৫৫	৫৬৫
মহিষডিজি	৩০০	২০০০	৪৫	১৭০
রোহার	৭০০০	৩৬০০	৭৭	১৫০
জীবাপুর	১০০	৫০০	৫০	

এনাত সেখ নামক যে ব্যক্তি এখানকার
বশ দারগাকে ছোরা দ্বারা আঘাত করিয়া
, সেসনে বিচার হইয়া তাহার যাবজ্জীবন
াদ হইয়াছে। অমৃত বেওয়া ও তাহার উপ
ত দুর্গাচরণ সরকার উভয়ে একটী যুবতী
কে ক্রয় করিয়াছিল, ধৃত হইয়া ডেপুটী
র বিচারে সেসনে সমর্পিত হয়। তাহাদের
ছয় বৎসর মেয়াদ হইয়াছে। এদণ্ড আমা
বিষয়। কারণ এই শ্রেণীর লোক হইতে
ের স্রোত বৃদ্ধি হইতেছে। কালনার নিকট
লপাড়া গ্রামে একটী যুবতী স্ত্রী অতিসাহসিক
আত্মহত্যা করিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর সন্তান
হওয়াতে তাহারস্বামী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে
ত হয়। সে সপত্নীর অধীনে বদ্ধ হইবে
বিয়া পিত্তল দ্বারা জীবন ধ্বংস করে। ছিটে
া এরূপ লাগিয়াছিল যে তাহার মুখের চিহ্ন
না। স্ত্রীলোকের এরূপ সাহস অল্প দেখা
।

বিবিধ সংবাদ।

১০ ই মাঘ সোমবার।

কলিকাতার মেডিকাল কালেজের অধ্যাপক
ক্র কলিন যে ছইজন ছাত্রকে প্রহার করেন,
াত্রদিগের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।
শনিবার কয়েকজন ছাত্র অতিশয় অন্যায়
করিয়াছেন। ইহাঁরা ডাক্তার কলিনকে
দেশ গৃহে প্রহার করিবার কল্পনা করেন।
াপক তাহা জানিতে পারিয়া অন্য এক গৃহে
। ছাত্রগণ ও ইহার অনুগমন করিবার চেষ্টা
। এরূপ ব্যবহার নিবারণ করাতে তা

হাকে প্রাতঃস্মিত প্রহার করা হইয়াছে। এরূপ অত্যন্ত অন্যায়। এরূপের সর্দ্দারদিগকে কালেজ হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য।

মিস কার্পেণ্টর বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিয়া তদ্দেশীয় প্রধান বিদ্যালয়ে ব্যায়াম চর্চার অনুষ্ঠান করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এই পত্রখানি শিক্ষাসংক্রান্ত সাহেবের প্রধান অধ্যক্ষের হস্তে দিয়াছেন। আমরা মধ্যে মধ্যে এপ্রস্তাব করিয়া থাকি।

বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ মফস্বলে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন এখানকার কয়েকজন বিচারপতি মফস্বলে এক বার গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কি উন্নতি সাধন করিলেন তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না।

ভূমিতে জলসেচনের সুবিধার জন্য খাল খনন প্রণালী অবলম্বন করা সকলেরই মত। ভারতবর্ষীয় ও ইংলণ্ডীয় উভয় গবর্ণমেণ্টই এতদনুসারে কাজ করিবার মানস করিয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটারি একার্যের জন্য এক পৃথক বিভাগ করিয়া কর্ণেল ষ্ট্রেচিকে তাহার অধ্যক্ষ করিবেন।

শনিবার জুরি রাত্রি ৭ ঘটিকার সময়ে কলিকাতার কাপ্তেন টেলরকে দোষী বলেন। কিন্তু ক্ষমার জন্য অনুরোধ করাতে কাপ্তেনের কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিনমাস মিয়াদ হইয়াছে। কথনেরের জুরি তাঁহাকে যে অপরাধে দোষী বলেন আডবোকেট জেনরল তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য দেন নাই। যে অপরাধের বিচার হয়, তাহাতে তিনমাস মাত্র ঊর্দ্ধসংখ্যা মেয়াদ হয়। এপ্রকার দোষীর গুরুতর দণ্ডের প্রয়োজন।

নিউজিলাণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে, তথায় যুদ্ধ চলিতেছে: আদিমবাসিগণ এক নূতন দুর্গ করাতে উপনিবেশীয় সৈন্যগণ তাহা আক্রমণ করিয়াছে।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের অন্তর্গত বারুদকলিতে একখনি উড়িয়া যাওয়াতে প্রায় ৫০০ মজুর হত হইয়াছে। এজন্য ১০০০ শিশু নিরাশ্রয় হইয়াছে। রাজ্ঞী ইহাদিগের সাহায্যার্থ নিজে কিছু টাকা দিয়া সাধারণকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কলিকাতা জাহাজ জলমগ্ন হওয়াতে কয়েক জন শিশু ও বিধবা নিরাশ্রয় হইয়াছেন। ইহাঁদিগের জন্য চাঁদা হইতেছে।

১০ ই মাঘ মঙ্গলবার।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বলেন যেসকল খৃষ্টিয়ান পুরোহিত জেল দর্শনার্থ গমন করিবেন, তাঁহাদিগকে মাসিক অতিরিক্ত ৫০ টাকা দেওয়া হইবে। ঐ প্রকারে হিন্দু কয়েদিরা ভাটপাড়ার ঠাকুর অথবা খড়দহের গোস্বামীদিগকে এবং মুসলমান কয়েদিরা মোল্লাদিগকে পাইতে পারে। আমরা পাদরিদের এই অতিরিক্ত পুরস্কারের প্রতিবাদ করিতেছি।

লার্ড নেপিয়র মান্দ্রাজের স্বাস্থ্য রক্ষার কমিসনর ইলিস সাহেবের সহিত যাবতীয় দেশ ও নগরের এতদ্দেশীয় বিভাগ দর্শন করিয়া সে সমুদায়ের উন্নতির চেষ্টা পাইতেছেন।

অযোধ্যার নবাবের ভয়ানক ব্যয়। তাঁহার অধিকাংশ কর্ম্মচারী জুয়াচোর। নিয়মিত পেন্সনে তাঁহার যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এত অপরিসীম ব্যয় হইতেছে, যে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তত্ত্বাবধানায় হস্তার্পণ করিতে পারেন ষ্টেটসেক্রেটারির নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছেন।

এবার মান্দ্রাজে ৭,১৯ ৯২ ৮০০ টাকা আয় হইবে স্থির হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৩১৮ ২৮০০ অধিক দেখা যাইতেছে।

পবলিক ওপিনিয়নের একজন পত্রপ্রেরক বলেন বোখারার রাজা রুশীয়দিগের নিকটে পরাজিত হইয়া এক কালে সাহসহীন হইয়াছেন। জুজাকে পরাজিত হইয়া রাজা সুমারকন্দে পলায়ন করেন। তত্রস্থ ৩৫০০০ কর্ম্মচারি প্রভৃতি রুশীয়দিগের পক্ষ অবলম্বন করেন। রাজা সর্ব্বদা প্রজাদিগের নিকটে আপন জীবন বিপন্ন বোধ করেন এই জন্য যখন মসিদে যান তখন ২০০ অস্ত্রধারী লোক তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকে।
কাবুলের সংবাদ এই, সম্প্রতি আবদুলরহমন খাঁ এক উপত্যকায় আমীরসিরালিখাঁর ১৫০০ সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছেন। আফজুল খাঁ ইহাতে অতিশয় উল্লাসিত হইয়াছেন।

কলিকাতা জাহাজ পুনর্ব্বার ভাসিয়াছে। তলায় এক শৃঙ্খল লাগিয়া একটি সামান্য ছিদ্র হইয়াছিল। আরোহিগণ ভীত না হইলে কাহারও প্রাণ নষ্ট হইত না।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী ৫০ টাকার ছাত্র বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। যে সকল দরিদ্র ইউরোপীয় যুবক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগকে উচ্চতর শ্রেণীতে পাঠ করিবার সমর্থ করিবার জন্য ইহা হইয়াছে।

সম্প্রতি সিয়াসিয়ব আক্ষেপ করেন, গবর্ণমেণ্ট ও কর্ম্মচারিগণ ডিউক অব আলেন্সনের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ইনি পতিত রাজবংশীয়, কিন্তু বেলজিয়মের বর্ত্তমান রাজা যখন আসিয়াছিলেন তখন চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয়। সিয়াসিয়রের আক্ষেপ অমূলক। ডিউক অব আলেন্সন গোপনে ভ্রমণ করিতেছেন। কলিকাতার গবর্ণর জেনরল তাঁহাকে নিজ বাটীতে রাখেন।

বিবি রোমনার নামে এক ইউরোপীয় স্ত্রীলোক ...নেক করিয়া আগরাব্যাঙ্ক হইতে তাহার ...মীর নামে ৮৭৫০ টাকা বাহির করিয়া আনে চন্দননগরে পলায়ন করিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে ...মান থাকাতে মাজিষ্ট্রেট হোগ সাহেব ফরাসী ...র্তৃপক্ষকে পত্র লিখিয়া স্ত্রীলোকটিকে পাঠা-...য়া দিবার অনুরোধ করিয়াছেন।

...পিরনিয়র বলেন আগরার আগামী প্রদর্শনে ...না দেশ হইতে দ্রব্য আনয়ন করা হইবে। ...ন প্রভৃতি দেশের দ্রব্য আসিবে। প্রদর্শকেরা ...ক্রয় হয় কি না এই ভয়ে যদি দ্রব্য না প্রেরণ ...রেন তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া ...দর্শন করা হইবে। গবর্ণমেণ্ট এজন্য বিনা সুদে ...বং পুনঃ প্রাপ্ত হইবার কোন নিয়ম না করিয়া ...াহেবের হস্তে ৩০,০০০ টাকা দিয়াছেন। ...টাকা যে উঠিবে তাহা পূর্বেই বলা যাইতে ...ারে।

রেঙ্গুন গেজেট বলেন ব্রহ্মদেশের রাজা বাব ...ীয় লৌহ ও কয়লার খনি ইজারা দিবার বিজ্ঞা...ন দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই কথা বলেন ...চ্ছা হইলে এসকল দ্রব্য বন্ধানীবন্ধ করিবেন। ...ঙ্কদেশে অদ্যাপিও সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত ...য় নাই। পাচিও মিওয়ার বিদ্রোহী সৈন্য ...ন অদ্যাপিও দৌরাত্ম্য করিতেছেন। রাজা ...দিও বিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে অধিকতর ...াহায্য পাইয়াছেন তথাপি নূতন সন্ধি করিতে ...ম্মত হন নাই।

...বর্ষও শস্য উত্তম জন্মিয়াছে, তথাপি চাউলের ...ূল্য যেরূপ হওয়া উচিত, তাহা হইতেছে না। ...ম্পারণ প্রভৃতি স্থানে পূর্বের ন্যায় দুর্মূল্য ...হিয়াছে। কলিকাতায় কয়েক দিবস সস্তা ...ইয়াছিল কিন্তু পুনর্বার মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট সবকর্ত্ত... ...উলকে বলিয়াছেন বেরারে যাহাতে পিঠ ফুঁড়ি...া চড়ক পাক খাওয়া বন্ধ হয় সেই চেষ্টা ...রেন। রাজস্ব ইজারা দেওয়ার প্রণালীও উঠিয়া ...ইবে।

১১ ই মাঘ বুধবার।

গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশীয় পোষ্টমাষ্টর জেনরলকে ...রাজশাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও আসাম দর্শনার্থ ...মন করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। তিনি প্রত্যেক ...্থানে কিয়দ্দিবস বাস করিয়া ডাকের প্রণালী ও ...ক কি ত্রুটী আছে, তাহা অবগত হইয়া প্রতীকা-...রের চেষ্টা পাইবেন। আসামের ডাক প্রণালীর ...সংশোধন আবশ্যক।

...২৭ ই ডিসেম্বর কমিসনর রবোহার্ট জমী-দারদিগকে আহ্বান করিয়া রূপদহ অবধি দেব-পাড়া পর্য্যন্ত এক খাল কাটিয়া ভৈরব নদের স্রোত পরিবর্ত্ত করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধার সম্ভাবনা থাকাতে জমীদারেরা তাহাতে সম্মত হইয়া যথেষ্ট টাকা দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়া পবলিকওয়ার্ক বিভাগকে খাল খননের ব্যয়ের অনুমান করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের হস্তিসংখ্যা অল্প হওয়াতে চট্টগ্রামের বন সমূহে এক খেদা করিবার জন্য এক জন কর্মচারী প্রেরিত হইয়াছেন। চট্টগ্রামের জঙ্গলে অনেক হস্তী আছে। গবর্ণমেণ্টের হস্তী এত অল্প হইয়াছে যে বিস্তর ব্যয়ে মুনামন হইতে ১০০ হস্তী ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে। মধ্যভারতবর্ষে সম্প্রতি ৪৭ টী হস্তী ধরা হয়; তথায় ক্রমশঃ হস্তিসংখ্যা কম হওয়াতে বিনা কারণে হস্তি বধ নিষিদ্ধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, নূতন পোষ্টআফিস বাটীর চতুর্দ্দিক ফাটিয়া গিয়াছে। পবলিকওয়ার্ক সেক্রেটারি কর্ণেল ডিকেন্স বলিয়াছেন এককালে ভগ্ন না করিলে শঙ্কা দূর হইবে না। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট ক্রোধ প্রকাশ করিয়া এক জন এতদ্দেশীয় সবইঞ্জিনিয়রকে স্বপক্ষ সমর্থন করিতে না দিয়া পদচ্যুত করিয়াছেন। এটী অতিশয় অন্যায় হইয়াছে। অন্ততঃ সবইঞ্জিনিয়রের কৈফিয়ৎ লওয়া কর্ত্তব্য ছিল। কাহার দোষে এরূপ হইল ভালরূপ অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করা উচিত। ইঞ্জিনিয়র আর কবিরাজ দুই সমান। কবিরাজ হত্যা করিলে কেহ কিছু বলিতে পারেন না, ইঞ্জিনিয়রেরা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বনাশ নষ্ট করিলেও কিছু বলিবার যো নাই।

কলিকাতায় মাতৃপিতৃহীন শিশু আলয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ২০৫ টি শিশু আছে। ইহার মধ্যে ১৬৫ টির পাঁচ বৎসর অবধি দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স। গত ডিসেম্বর মাসে সমুদায় আলয়ের জন্য ৩০৯৪ টাকা ব্যয় হয়। গত শনিবার এক সভা হইয়া মিস এ, পি, নীলকে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে আলয়ের অধিষ্ঠাত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে। মিস নীল তথায় রাত্রি দিন থাকিবেন। ডাক্তর টনিয়র ও পেইন শিশুদিগের আহারের বন্দোবস্ত করিবার ভার পাইয়াছেন। তত্ত্বাবধায়িনী সভা নিয়ম করিয়াছেন ১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে শিশুদিগকে আপন আপন গ্রামে প্রেরণ করা হইবে অথবা অন্য কোন প্রকারে তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। আপাততঃ অন্ততঃ দুই জন সভ্যের মত না লইয়া নূতন শিশুকে গ্রহণ করা হইবে না।

১২ ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিরুদ্ধে এ... অভিযোগ করা হইয়াছে, তিনি কয়েক জন ই... গোপীয়ের কথা শ্রবণ করিয়া অনেক অবিচা... করেন। গবর্ণমেণ্ট ইহার অনুসন্ধান করিতে... ছেন।

উক্ত পত্র বলেন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভ... বাবু বহরমের যে বৃত্তান্ত গবর্ণমেণ্ট সম্প... দের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে লে... মান্ট গবর্ণরের দুর্ভিক্ষের বিষয়ের বক্তৃতা না... তবে কি নেপোটিজমের জন্য? তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

গত কল্য বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞা... সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া কার্য্যকারী সভ... সভ্য দিগকে মনোনীত করা হইয়াছে। মিষ্ট... কার সাহেব সভাপতি, বাবু রমানাথ ঠাকু... সহকারী সভাপতি এবং দুই জন অবৈতনি... সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। ১৫ জন সভ্য এ... সভায় থাকিবেন। বাবু রমানাথ ঠাকুর যথা... বলিয়াছেন আপাততঃ ইউরোপীয় সভ্য যত... ধিক থাকেন ততই ভাল, সামাজিক বিজ্ঞ... আমাদিগের পক্ষে নূতন বিষয়। ইহার অনু... লনে ইউরোপীয়দিগের সাহায্য বিশেষ আব... শ্যক।

উৎকলের জল সেচনকারী কোম্পানির ১১ ক্রো... খাল হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহারা কেন্দ্রা পা... র খাল খুলিয়াছেন। ইহাতে ৩০,০০০ এক... ভূমিতে জল সেচন হইবে। দুর্ভিক্ষের সময়ে এ... কোম্পানি অনেক কাজ করিয়াছেন। এবং ইহা... দিগের কার্য্যের উৎসাহ দিলে ভবিষ্যতে দুর্ভি... হইবে না।

১৮৬২ অব্দের ২৪,৩২৫ আইন অনুসারে প্র... নতম বিচারালয়ের বিচারপতি হইবার পূ... অন্ততঃ তিন বৎসর জেলার জজের কার্য্য ক... আবশ্যক। সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ভার... বর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন বিভাগী... কমিসনর জজের ক্ষমতা পালন করিলে তাঁহাদে... প্রধানতম বিচারালয়ে আনয়ন করা যায় ... না? গবর্ণর জেনরল বলিয়াছেন যথার্থ জজে... কাজ না করিলে এই উন্নত পদ হইতে পা... না, এবং ষ্টেটসেক্রেটারি ইহার অনুমোদ... করিয়াছেন। বকলাণ্ড সাহেবকে চিরকাল চাব... কমিসনরের কাজ করিতে হইল। তাঁহার জন্য এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

টাইমস অব ইণ্ডিয়া বলেন সর বার্টল ... য়ার সংবাদ পাইয়াছেন ১৭ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্য... ফিটজারলণ্ড সাহেব বোম্বাইয়ে আসিবেন।

১৩ ই মাঘ শুক্রবার।

অদ্য রাজপুরের বঙ্গবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সম্পন্ন হইল। এই দুইটী বিদ্যালয়ই ভবানীপুরস্থ মিসনরিদিগের যত্নে স্থাপিত এবং অতি সুশৃঙ্খলরূপে চলিয়া আসিতেছে বঙ্গবিদ্যালয় হইতে প্রায় বৎসর বৎসর বালকগণ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতেছে অতি অল্পকাল মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের আশাতীত উন্নতি লাভ হইয়াছে মিসনরি মণ্ডলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত লেইন সাহেব অতি উৎসাহে পারিতোষিক দানোপলক্ষে অনেকগুলি সাহেব ও বিবি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বালকবালিকাগণের উন্নতি দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বসা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঘোষ এম্ বিবন বালিকাগণের বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিও এই উপলক্ষে তাহাদিগকে রূপার ফুল ও নানাবিধ খেলনা পুরস্কার দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বৎসর বি. এল. পরীক্ষায় ৪১ জনের মধ্যে ২২ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ৩ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৯ জন। এম এল, পরীক্ষায় ১২ জনের মধ্যে ৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন

এত দিন কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তি উপনগর সকলেই জুয়া খেলার দণ্ড বিহিত ছিল, গত ১৯ এ জানুয়ারি ব্যবস্থাপক সভায় অনরেবল আস্লি ইডেনের প্রস্তাবে এই আইন বঙ্গদেশীয় লেপ্টনেন্ট গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ সর্ব্বস্থলে চলিত হইতে পারিবে।

১৪ ই মাঘ শনিবার

ইংলিশম্যান শুনিয়াছেন, মাদ্রাজের গবর্ণর লার্ড নেপিয়ার ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় আগমন করিবেন।

দুর্ভিক্ষ কমিসনরেরা ফেব্রুয়ারি মাসের ২ রা রবিনিউ বোর্ডে অধিবেশন করিয়া ঐ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারি চাপমান সাহেব প্রভৃতির সাক্ষ্য লইবেন।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকার সিকা	৮৭—৮৭৷
৪ " কোং	৮৭৸০—৮৭৸৶০
৫ " কোং	১০০—১০৫
৫৷০ " কোং	১১০৷—১১০৸০

উদ্ধৃত।

" গণেশ পুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম্ম।

(তত্ত্ববোধিনী)

পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির মধ্যে যত প্রকার ধর্ম্ম জন-সমাজ অধিকার করিয়াছিল তৎসমুদায়ই বেদ-মূলক। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম বেদোক্ত ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা ইহাকে অতি কঠোর দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। বৌদ্ধেরাও আপনাদিগের ধর্ম্মই সার ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া তৎকাল প্রচলিত বেদোক্ত ধর্ম্মে বিদ্বেষ প্রদর্শন করিত। এই কারণে বৌদ্ধদিগের সহিত বেদোক্ত ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ঘোরতর বিবাদ হয়। ঐ সময় উভয় পক্ষই আপনাদিগের মত সমর্থন করিবার নিমিত্ত বহুল গ্রন্থ প্রচার করেন। যাহাতে এই ধর্ম্মের বৃত্তান্ত প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা দর্শন শাস্ত্র। দর্শনশাস্ত্রের পর কতকগুলি পুরাণ প্রস্তুত হইয়াছিল। আমরা সেই সমস্ত পুরাণের মধ্যে গণেশ পুরাণ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মকে অনুস্যূত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে এই বিষয়টী সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত গণেশ পুরাণের উপাখ্যান ভাগ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

গণেশ পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নহে। ইহা একখানি উপপুরাণ। এই পুরাণ দুই কাণ্ডে বিভক্ত। ইহার উভয় কাণ্ডেই গণেশের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই পুরাণে গণপতি বেদোক্ত প্রতিপাদিত ব্রহ্মের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে কোন স্থলে ধ্যান ও কোন স্থলে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাল্পনিক পূজা পদ্ধতি দ্বারা তাঁহার উপাসনা বিহিত হইয়াছে।

এই পুরাণে প্রসঙ্গতঃ গৃৎসমদের উপাখ্যান উক্ত হইয়াছে। গৃৎসমদ বিদর্ভদেশের * রাজা ভীমের পৌত্র। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এই রাজা পুত্রের অভাবে বংশরক্ষা হইল না দেখিয়া সংসারে বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করেন। তথায় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার আদেশানুসারে দেব প্রধান গণেশের আরাধনা করেন। অনন্তর দেবতার প্রসাদে মহারাজ ভীমের রুক্মাঙ্গদ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। একদা ঐ পুত্র মৃগয়ায় গমন পূর্ব্বক মৃগের অনুসরণক্রমে গন্তব্য পথ বিস্মৃত হইয়া এক মহর্ষির পর্ণশালায় উপনীত হন। ঋষি-পত্নী রাজার রূপে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট আপনার কোন অসৎ অভিসন্ধি প্রকাশ করেন, কিন্তু রাজকুমার তাহাতে সম্মত না হওয়াতে তিনি তাহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র ভীমতনয় রুক্মাঙ্গদের বেশ ধারণ পূর্ব্বক ঐ মহর্ষির পর্ণকুটিরে উপস্থিত হন। এই ছদ্মবেশী ইন্দ্র হইতেই গৃৎসমদের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অনেকে কহেন যে ভীমতনয় রুক্মাঙ্গদই তাঁহার জন্মদাতা।

একদা গৃৎসমদ মগধ দেশে কোন যজ্ঞোপলক্ষে গমন করেন। তথায় অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে জারজ বলিয়া বিলক্ষণ অবমাননা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক এই রূপ অপমানিত হইয়া তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাকী মুনির সহিত নিরন্তর পরমাত্মারূপ গণেশের ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিতেন। এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে গণেশ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন এবং তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রাধান্য, ব্রহ্মজ্ঞান ও পুষ্পক বন প্রদান করেন।

এক দিন গৃৎসমদ পুষ্পক বনে ধ্যান করিতেছিলেন, ইতঃমধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে একটি বালক তাঁহার নিকটে আগমন করিতেছে। পরে সেই বালক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, তপোধন! দেবতা আমাকে আপনার নিকট সমর্পণ করিলেন, এক্ষণে আপনি আমার গুরু হউন। গৃৎসমদ বালকের এই বাক্যে সম্মত হইয়া তাঁহাকে গুরুনির্দ্দেশ প্রতিপালন করত গণেশোপাসনার নিমিত্ত ধ্যানের শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ বালকও গুরুপদিষ্ট ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক অল্পকাল মধ্যে গণেশকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিভুবন পরাজয়করিবার বর প্রার্থনা করে। গণেশ তাহার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিয়া কহিয়াছিলেন, বৎস শিবের অস্ত্র ব্যতিরেকে আর কিছুতেই তোমার মৃত্যু হইবে না। আমার বর প্রভাবে তোমার লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিনটি পুরী হইবে এবং তুমি দেহান্তে পরমাত্মায় লীন হইয়া যাইবে।

এই বালকটি ত্রিপুরাসুর। এই অসুর বর লাভে [illegible] ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকে পরাভূত করিয়াছিল। দেবতারাও তাহার ভয়ে হিমালয়ের এক গহ্বরে পলায়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ দুর্দ্দান্ত অসুর ত্রৈলোক্য সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া ব্রহ্মলোক ও বিষ্ণুলোক অধিকার করিয়াছিল। পরিশেষে কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সম্মতি ক্রমে উহাও অধিকার করে। এই অবসরে মহর্ষি নারদ অধিত দেবগণের নিকট গমন করিয়া কহিয়াছিলেন, এই ত্রিপুরাসুর ধ্যান করে

গণেশকে প্রসন্ন করিয়া এই রূপ প্রভূত লাভ করিয়াছে, অতএব তোমরা যদি অসুর বিদ্বিষ্ট উপাসনা প্রণালী অবলম্বন কর, তাহা হইলে গণেশ তোমাদিগের উপরও প্রসন্ন হইবেন। অনন্তর দেবতা ও অন্যান্য ঋষিগণ নারদের এই বাক্যে সম্মত হইয়া ধ্যান বলে অবিলম্বে গণেশকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। গণেশও তাঁহাদিগের দুর্দশা দূর করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাত হইয়া এক ব্রাহ্মণের বেশে ত্রিপুরেশ্বরের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, অসুর রাজ! তুমি যদি অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি তোমার নিমিত্ত লৌহ, রজত ও সুবর্ণময় তিন পুরী প্রস্তুত করিয়া দিই। পরে তিনি ত্রিপুরেশ্বরের আদেশ ক্রমে ঐ তিন পুরী প্রস্তুত করিলে অসুর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কার প্রদানের ইচ্ছা করিয়াছিল। তখন গণেশ কহিয়াছিলেন, কৈলাসে যে চিন্তামণি নামক গণেশের প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাই আমার এই পরিশ্রমের প্রকৃত পুরস্কার। অতএব তুমি আমাকে তাহাই আনয়ন করিয়া দেও। তখন অসুরেশ্বর মহাদেবের নিকট এই বলিয়া এক দূত পাঠাইয়াছিল যে, যদি তুমি স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে চিন্তামণি প্রদান কর, ভালই, নতুবা আমি বল পূর্ব্বক তাহা লইয়া আসিব। মহাদেব এই বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া ঐ অসুরের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে তিনি তাহার দল বিক্রমে পরাভূত হইয়া হিমালয়ের গুহা মধ্যে পলায়ন করেন। তখন ত্রিপুরাসুর জয়লাভে দর্পিত হইয়া চিন্তামণির মন্দির ভগ্ন করিয়া ঐ দেবতাকে উত্তোলন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছিল। এদিকে নারদ মহাদেবকে অসুরের নিকট পরাভূত ও বংশলোপাশঙ্কিত দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে জয়লাভার্থ গণেশের উপাসনা করিতে উপদেশ দেন। মহাদেবও গণেশের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করেন। পরে তিনি পুনর্ব্বার দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ অসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ত্রিপুরাসুরও আপনার সেনা সামন্ত সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে। পরিশেষে সে মহাদেবের ভুজ বলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়।

এই উপাখ্যানে রূপক ছলে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি ও অবনতি উভয়ই বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিপুরেশ্বর নূতন উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠান সকল উচ্ছেদ করিয়াছিল। এই পুরাণের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে ত্রিপুরাসুর সমুদায় দেবগণ ও ঋষিদিগকে পরাজয় করত যজ্ঞ স্থল, পুণ্যক্ষেত্র, দেবালয়, ধার্ম্মিকদিগের আশ্রয় স্থান ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্ন করে। তাহার ভয়ে স্বাহা, স্বধা ও বষট্কার পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়া যায় এবং বেদের আলোচনা রহিত হয়। আমরা যখন মহাবংশে অশোক রাজার জীবন চরিত পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই যে তিনি যখন বেদোক্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহা হইতে এই রূপ কতক গুলি অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং বৌদ্ধেরা যে রূপে পৌত্তলিকদিগের ক্রিয়া কলাপ উচ্ছিন্ন করে, অসুর কৃত এই কার্য্যের সহিত তাহার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। ইহা দ্বারা এই রূপ প্রতিপাদিত হইতেছে যে শুদ্ধোদন কাল সহকারে বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং বেদের মধ্যে ঋগ্বেদে যে সমস্ত দেবতার স্তুতিবাদ রচনা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আর তাঁহার কিছু মাত্র ভক্তি ছিল না। কারণ ত্রিপুরাসুর তাঁহারই শিষ্য। ত্রিপুরাসুর দেবতাদিগের প্রতি যে রূপ অত্যাচার করে, তাহা তাঁহারই শিক্ষিত, সন্দেহ নাই।

দেবতা দিগের উদ্দেশে যাগ যজ্ঞ ও তাঁহাদিগের স্তুতি গান বেদোক্ত ধর্ম্মে উপাসনার উৎকৃষ্ট প্রণালী বলিয়া প্রথিত আছে। কিন্তু শুদ্ধোদনও ত্রিপুরাসুর ধ্যানই প্রকৃত উপাসনা বলিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। যখন শুদ্ধোদন মগধ দেশে মুনিগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক নিভৃত স্থানে বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি ধ্যান দ্বারাই গণেশকে প্রসন্ন করেন এবং ত্রিপুরাসুরও তাঁহার শিষ্য হইয়া উপাসনার ঐ রূপ প্রণালী অবলম্বন করে। বৈদিক উপাসনায় প্রার্থনা প্রধান ছিল। বেদ অনুসন্ধান করিলে তাহার প্রচুর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে ধ্যানের প্রথা কিছু মাত্র প্রচলিত ছিল না। বৌদ্ধেরাই উহা প্রচলিত করিয়া যায়। শুদ্ধোদন ও ত্রিপুরাসুরের এই উপাসনা প্রণালী দেবতারা কিছুই জানিতেন না, নারদ গিয়া তাঁহাদিগকে ইহার বিষয় অবগত করেন, এবং ইহা তাঁহাদিগের মধ্যেও প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের বিষয় সম্পূর্ণ উল্লেখ করা হইয়াছে।

বৌদ্ধেরা নির্ব্বাণকে মুক্তি বলিয়া থাকে বৈদান্তিক মুক্তি ও নির্ব্বাণ উভয়ই একই প্রকার। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে এই রূপ মুক্তির ভাব লোকের মনে উদিত হয় নাই। লোকান্তরে বৈষয়িক সুখই সাধারণের প্রার্থনীয় ছিল। কেহ সূর্য্যলোকে কেহ বা চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নানাপ্রকার সুখ ভোগ করিবে, দেবগণের নিকট এই রূপই প্রার্থনা করিত। কিন্তু ত্রিপুরেশ্বর মহাদেবের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া গেল, এই বাক্য দ্বারা বৌদ্ধমতে মুক্তির যে আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

শুদ্ধোদনের স্ত্রীপুত্রাদি কিছুই ছিল না। তিনি ঐ বালকটিকে দত্তক পুত্র রূপে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দিগের একটী চিহ্ন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বিবাহাদি কিছুই করেন না এবং একটী দত্তক পুত্র প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, গ্রন্থকার কৌশলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত এবং উন্নতি ও অবনতি স্বপ্রণীত গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, এবং বেদের সূক্তকার শুদ্ধোদন যে বৈদিক ধর্ম্মের বন্ধনমুক্ত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাও বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।"

উদ্ধৃত।

(প্রভাকর)

"হাকিম ও দুর্ভিক্ষ।

জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ! বঙ্গদেশ এক্ষণে দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার হইয়াছেন। ভারতবর্ষ এখন যে রাজসভার করতলে, সেই সমদর্শী রাজ সভা এদেশের বিপদ মোচনে কায়মনে যত্ন করেন, কিন্তু যাঁহাদিগের দ্বারা কার্য্য হইবে, তাঁহাদিগের অনেকগুলি হিমাচলের ন্যায় স্থির এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর। কলিকাতার দমকলগুলি যেমন গৃহে অগ্নি লাগিলে অবশেষে আসিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করে, কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী তেমনি কার্য্যকুশল দমকল স্বরূপ! যে সকল মাজিষ্ট্রেট দুর্ভিক্ষের সময় কায়মনের অভিনিবেশ ও সাধ্যমত সাহায্য দান করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগের নিকট অকৃতজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করি না, তাঁহারা অবশ্যই সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন সন্দেহ নাই। মাল্দহের বীডন সাহেব দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়কালে পীড়িত ছিলেন, দুই দণ্ড স্থির হইয়া কাছারিতে থাকিতে পারেন নাই, উড়িষ্যা প্রভৃতি মফস্বলেও যাইবার শক্তি ছিল না।

আক্তারের দাবজিলিঙ লিখনে ৭.ই.১১ বিলক্ষণ সামর্থ্য ছিল। উড়িষ্যায় যখন প্রতি সপ্তাহে দুই সহস্রের অধিক লোকের মৃত্যু হয় নাই, ইহা, হংসাহাস্য কথা। উহার পর এক জন অনরেবল সিবিলিয়ান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের শিখর বাসের বিঘ্ন হইতে পারে না। এক্ষণে সমুদয় নিশ্চয় হইয়া গিয়াছে, ছটা কজুর রাজধানীতে আসিয়াছেন উপযুক্ত প্রমাণই দুর্ভিক্ষ কমিশন বসিয়াছে। কি কারণে দুর্ভিক্ষ হইল, কেন এত লোক মরিল, দুই জন সিবিলিয়ান, এক জন জজ এবং উক্তজন কর্ণেল তাহাতে চন্দ্র তাহার অনুসন্ধান করিতে উৎকলে গিয়াছেন। শিরশ্ছেদন করিলে রক্ত পাত হয় কেন, ইহার অনুসন্ধানপদ্ধতিও এইরূপ নীতিশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইতে পারে।

মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট হার্সেল সাহেব এই অবকাশে আগমিত হইয়াছেন। তাঁহা এক খানি দৈনিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তিনি দুর্ভিক্ষের চরম কালে নারায়ণগড়, রাণী সরাই, খাড়ুন, গগনেশ্বর, নওয়াগাঁও, ও পিঁয়াড়ি প্রভৃতি স্থানদর্শন করিয়াছিলেন। দর্শন ও শ্রবণ বৃত্তান্ত দৈনন্দিন লিপিবদ্ধ করিয়া জানিয়াছেন। নারায়ণগড়ের পুলিশ ইন্স্পেক্টর রিপোর্ট করেন, তাঁহার এলাকায় ন্যূন সংখ্যা ২০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে। খাড়ুনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তত্রত্য দুখানি ক্ষুদ্র গ্রামে ১২৫ জন লোকের মধ্যে ৩০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এক এক বাটির অনেকেরও আর পরিবার অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। নবনারায়ণ গ্রামের ২১ খানি বাটীর মধ্যে ৬ খানি বাটীতে একটী ও লোক নাই। অনতিদূরেই এই সকল ঘটনা হইয়াছে। ৩ লক্ষ অধিবাসী সংখ্যার চতুর্থাংশ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। হার্সেল সাহেব শুনিয়া লিখিয়াছেন, জমীদারেরা কোন উপকার করেন নাই, তিন জন প্রধান জমীদার কেবল ৫০ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এক জন কেবল কিছুদিন ৫০০ লোককে দুই বেলা আহার দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বড়ী মাধ ছুলাউঠা আরম্ভ হওয়াতে সে উপায় ও বন্ধ হইয়া যায়। মহাজনেরা অনেক উপকার করিয়াছেন। স্বদীয় জমীদারী দিগেরও নিতান্ত অমনোযোগ ছিল না, [illegible] তাঁহারা বলেন, আর কিছুদিন পূর্ব্বে যদি [illegible] এদিকে মনোযোগী হইতেন, তবে [illegible] অনেক লোকের প্রাণ [illegible] আমরাও এই [illegible] পুঙ্গ,

সাবধানতা কিছুই অবলম্বিত হয় নাই। এই মাজিষ্ট্রেট হার্সেল এত দিন কোথায় ছিলেন? সমস্তক্ষেত্রে মৃত শব দর্শন করিয়া সত্বর ক্ষেত্রের ন্যায় আমরা নিশ্চয় পূর্ব্বক যাচাইবা। কি কোন উপায় আছে? এবং হার্সেলের রোজনামা তাবে স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি বিপৎকালে এ দিন ও কার্যক্ষেত্রে দর্শন দেন নাই। রোজনামা লিখিবা এ অনেক দিন টেবিলে চাবি দিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা চমকিত হইতেছি এক জন হাকিমের, অধিকন্তু এক জন সিবিলিয়ানের এত বড় রোজনামা কোন উপকারে আসিল না। একটী অনুপকারে আসিয়াছে তিনি লিখিয়াছেন, “লোকের আর কষ্ট নাই, ফসলী দখল হইয়াছে।” ফসল হইলে মজুরদিগের কি সুখ? শ্রমজীবিরা সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এই দলের যাহারা দুর্ব্বল ও দুঃস্থ, তাহাদিগের দুর্ভিক্ষ চিরকাল। তাহাদিগের কিছুতেই ক্লেশোপশমের সম্ভাবনা নাই, সে পক্ষে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা শাসনকর্ত্তাদের কর্ত্তব্য। এই দুর্ভিক্ষে যত লোকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে বৃদ্ধ, বালক ও স্ত্রী লোক অধিক। আমরা বোধ করি অন্যান্য স্থলের হাকিমেরা ও হার্সেল সাহেবের ন্যায় শোচমানের বাহ্য শোভা দেখিয়া প্রীত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু এক্ষণে অনেকের ঘরবাড়ী ও নাই। চৈত্রের পর শস্যের ভাণ্ডার ও বাজারের মূল্য এই রূপ থাকিবে কি না, অগ্রে এই বেলা তাহার চিন্তা করা আবশ্যক।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

শক্তবেতার বঙ্গবিদ্যালয়।

মহাশয়! প্রায় নব বর্ষ অতীত হইল গ্রামস্থ ধনাঢ্যগণের সবিশেষ প্রযত্নে এই বিদ্যালয়রূপ সরস পাদপটী রোপিত হইয়া উক্ত মহাত্মাগণের যৎকিঞ্চিৎ উৎসাহ বারি সেচনে এতাবৎকাল জীবিত থাকিয়া এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত ও উন্নতিরূপ নূতন পল্লব ও চরণ কুসুমাবলীতে পরিপূরিত হইয়া মনুষ্য বৃন্দের নয়নানন্দ দায়ক হইয়াছে; আহা! এই অনল্প কাল মধ্যে ইহা যে এরূপ ফলফুলে শোভিত হইবে ইহা কাহার মনে ছিল? এবং কোন্ ব্যক্তিই বা এমত আশা করিয়াছিল? যাহা হউক, যে মহাত্মার অসীম ক্লেশহিতৈষিতা গুণে এই বিদ্যালয়টী উত্তম উন্নতি লাভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের হিতসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই ধন্য! এবং জগদীশ্বরসমীপে

আমরা কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি তিনি চিরসুখী হন। আমরা দুঃখ স্বীকার করিতেছি হয় না ইহা যথার্থ কথা, কারণ এ বিদ্যালয় পূর্ব্বে কি দুঃখের দশা ছিল!! তাহা স্মরণ হইলে আঁদ্যাপ সহৃদয়গণের দয়ার্দ্র ভারাক্রান্ত দুঃখের সঞ্চার হয় সন্দেহ নাই! এবং এক্ষণেই কি সুখের দশা উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বিশৃঙ্খল প্রতিকূল বায়ু মধ্যে মধ্যে উত্থিত হইয়া এই ক্ষুদ্র বৃক্ষটীকে আন্দোলিত ও সমূলে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, এক্ষণে সে বায়ুই অনুকূল হইয়া মন্দ মন্দ সঞ্চালন দ্বারা উহার যশঃপুষ্পের বিমল সুগন্ধ উত্তোলন পূর্ব্বক সমাজের চিত্ত মাজিনা দূরীকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত বালকগুলী আমাদের লোক স্থিতিরেকে অজ্ঞান তিমিরোদ্ধর ও দুঃখ বীর অগ্রগণ্য হইয়া পশুবৎ কালাতিপাত করিত এক্ষণে তাহারাই সুশিক্ষিত হইয়া সুবিজ্ঞ পরিচয় প্রদান করিয়া মানব নামের গৌরব রক্ষা করিতেছে। সে যাহা হউক, সম্পাদক মহাশয়! সম্প্রতি গ্রামবাসী ও বিদেশবাসী কয়েকটী সন্তান ইহার উন্নতির বিষয়ে যে প্রকার মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন, যদি তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তাহা হইলে অচিরাৎ এই বিদ্যালয়টী একটী প্রধানতম বিদ্যালয় মধ্যে গণ্য হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শিক্ষক মহাশয়েরা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মনোনিবেশ সহকারে পাঠনা কার্য সম্পাদন করিতেছেন, ছাত্রসংখ্যা শতাধিক হইয়াছে। এক্ষণে তিন জন শিক্ষক দ্বারা বঙ্গবিদ্যা অধ্যয়ন করান হইতেছে। এবং পরোপকারী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র কর মহাশয়ের (যিনি কিছু দিনের জন্য কটক বিভাগে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন) আকুল বিদ্যা বেতনে মনোযোগ পূর্ব্বক অত্র বিদ্যালয়ে বালকগণকে অবসরকালে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা দান করিতেছেন। এই অবৈতনিক মধ্য শিক্ষক মহাশয় ছাত্রের নিরতিশয় পরিশ্রমে বিদ্যোৎসাহিত্বের [illegible]

[illegible]

ইহারা কিছুকাল এখানে ছাত্র স্থলীয়ে অবস্থিতি করেন। [illegible] অন্তরে [illegible]

[illegible]

প্রস্থান করিয়ে মেদিনীপুরে গমন করিয়াছিল, [illegible] [illegible]

...ওক্ত শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন রায় মহাশয়ের নাম। ...ত পরিশ্রমের উদ্দেশ্য কথা তাহা সকলেই অবগ...ত করিয়াছেন, আমরাও তজ্জন্য সন্তুষ্ট ...হৃদয়ে অকপট সাধুবাদের সহিত তাঁহাকে অশেষ ধন্যবাদ ...দান করিতেছি।

উপসংহারকালে নিবেদন যে গত ১২ ই ...ফাল্গুন সোমবাসরে অনেক গুলি বন্ধুর অনু...রোধে এই বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে গিয়াছি...লাম। পাঠনা কার্য্যের সুশৃঙ্খলা দর্শন করিয়া ...ম পরিতোষলাভ করিয়াছি। অদ্য বিদ্যালয়ে ...প্রায় ৫০ জন বালক উপস্থিত ছিল, জিজ্ঞাসা ...য় অবগত হইলাম যে পর্বোপলক্ষে অনেক ...ত্র পড়িতে আইসে নাই। ছাত্রগণের সুশীলতা ...বিদ্যোৎসাহিতার কথা কি কহিব, শুনিয়া ...চমৎকৃত হইলাম যে গত দুর্ভিক্ষে দরিদ্রগণের ...প্রকাশিনী পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এই বিদ্যা...লয়ের বালকগণকে চাঁদার জন্য অনুরোধ ...য় ইহারা সকলে দয়াপরবশ হইয়া ২০ টাকা ...দান করিয়াছে। পাঠকবর্গ শুনিয়া থাকিবেন “মেদিনীপুর জেলার মধ্যে অনেকগুলি বিদ্যা...লয় সংস্থাপিত আছে এবং তত্রস্থলে অনেকা...নেক বালক অধ্যয়ন করিতেছে, কিন্তু গড়বে...তা স্কুলের ছাত্রগণ যেমন সুশীল ও শান্ত ...এত আর কোথায়ও নাই।” তাহা হইতেই ...বিবেচনা করুন।

আপনার একান্ত বশম্বদ।
গড়বেতা নিবাসী
শ্রী রা, মা,

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

এই ফুলিয়া, বেলগড়িয়া, বাগিপোতা, ...ও; নিমুলিয়া নামক পঞ্চ পল্লী সমষ্টিত ...ব্যাপি অনুমান এক ক্রোশ দীর্ঘ, অর্দ্ধ ক্রোশ প্রশস্ত এবং ফুলিয়ার মুখুটিদিগের আদিম ...বলিয়া বড় কুলীন সমাজ। পূর্ব্বে এখানে ...নানী শ্রেণীর চিকিৎসক, কি ধনী লোক, কি ...সায়ী, কি জলাশয় কিছুরই অপ্রতুল ছিল ...কিন্তু এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সকলগুলিরই সম্পূর্ণ ...ভাব হইয়া পড়িয়াছে। জলাশয়গুলির অবস্থা ...বিকার থাকিলে [illegible] পশ্চাৎ কহিব, কেবল ...পত্রের [illegible] প্রকাশ্য। এখানে ...দিগের সংখ্যার অনুমান ২০। ২৫ টী, কিন্তু ...গুলিই ডোবা ও [illegible] জঙ্গলের আকারে ...[illegible] কোনটী আর জল শূন্য হইয়া পড়ে। কেবল বাগিপোতার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটী বাস্তবিক পুষ্করিণী—নিমুলিয়ার একটী হাঁসপাঁতা পচা গর্ত্তে, অবশিষ্ট একটি দামশচা গর্ত্তে কথঞ্চিৎ জল থাকে, তদ্দ্বারাই স্নান পানাদি চলে, তাহা ক্রোশাধিক দূরবর্ত্তিনী, সুতরাং সকলেরই এমন শরীরের বা অশ্বের বল নাই যে [illegible] অবগাহন করে, কিন্তু এবারে [illegible] অনেক পথিকও বড় ভাল বলে। [illegible] কূপগুলি হইতে এই বেলা অবধিই অধিক পরিমাণে জলোত্তোলন হইতেছে অতএব এবারে [illegible] এই গ্রামের যে কি দশা ঘটিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। গ্রামস্থ ধনিগণের মুখ-[illegible], কাজের কথা তুলিলে [illegible] উত্তম। যাঁহারা কৃতবিদ্য হইয়া উঠিতেন তাঁহারা এক এক রাজ কর্ম্ম পাইয়া গ্রাম ছাড়িয়া অবশেষে বোধ হয় ভুলিয়া গেলেন। কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] চন্দ্র রায় এবং [illegible] নিবাসী [illegible] চৌধুরী মহাশয়দিগের মধ্যে কাহাকেও ইহাতে মনোযোগী হইতে দেখিতেছি না। কিছু দিন পূর্ব্বে [illegible] রাজপরিবারের কোন দয়াশীল ব্যক্তি [illegible] করিয়া এই গ্রামের দুর্দ্দশায় দয়ার্দ্র হইয়া সম্পূর্ণ আশ্বাস দিয়াও বোধ হয় ইহাদিগের দুরদৃষ্টবশতঃ ভুলিয়া গেলেন। ইহাদের কথা অধিক কি কহিব যখন (মাজীস্ট্রেটের কিঞ্চিৎ পরে) শান্তিপুরের [illegible] ডোবা পুষ্করিণ খনন বাবদে চাঁদা করিয়া অর্থ সংগ্রহে ব্রতী হইলেন তখন ভাবিলাম যে এবারে অন্ততঃ একটীও কাজ সমাধা হইবে। সম্পাদক মহাশয়! শেষে দেখি কিছুই হইয়া উঠিল না। তাহার পরেও এক বার এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] মহোদয় উক্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত কাজে ও কিছুই হইল না। একে ত এখানকার অধিকাংশ লোকেই সম্বল হীন, তাহাতে আবার জলাভাবে মহামারী প্রবল হওয়া ও দুর্ভিক্ষ দ্বারা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই অভাগাদিগকে কি কেহই দয়া করিবেন না; কি জমীদারগণ, কি উক্ত রাজপরিবার ব্যক্তি কি আমাদিগের সদাশয় ডেপুটী বাবু [illegible] কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি করিলেই [illegible] যে ইহাদিগের একটা উপায় হয়।

একান্ত বশম্বদ।
শ্রী শ, ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অদ্য ৩। ৪ দিবস হইল [illegible] ষ্টেশন হইতে ২ দুই মাইল দূরে [illegible] এক জন [illegible] মহাশয়ের বাটীতে একটী ভয়ানক ডাকাইতী হইয়া গিয়াছে। ডাকাইতগণ প্রায় ১০০ লোক [illegible] দ্বিপ্রহরের সময় আলো জ্বালিয়া বাটীতে উপস্থিত হয়।

প্রথমতঃ [illegible] করিয়া ঘরে [illegible]। [illegible] স্ত্রীলোক সমুদায় পলায়ন করে, কিন্তু ডাকাইতগণ গৃহস্বামীকেও পলায়ন করিতে দেখিয়া অস্ত্র দ্বারা মস্তকে ও শরীরে আঘাত করে। আমরা কয়েকটী বন্ধু উক্ত মহাশয়কে চিকিৎসালয়ে দেখিয়াছি, বাঁচিবে এমত বোধ হইতেছে। ডাকাইতগণ নগদ ১০,০০০ দশ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। কিন্তু গৃহস্বামীর বাটীতে [illegible] হাজার টাকা ছিল, তৈজ পত্র [illegible] সমুদয় ১০,০০০ দশ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। গৃহস্বামী কিছু জোর না করিলেও [illegible] ডাকাইতগণ তাহাকে আঘাত করিয়াছে ইহাতে বোধ হয় তাহার কোন শত্রুও উহার মধ্যে ছিল, নতুবা ডাকাইতগণ কেবল মাত্র লোভপরবশ হইয়াই যদ্যপি এমত অবস্থায় তাঁহাদিগের কর্ম্মের প্রতি যদি কেহ ব্যাঘাত না জন্মাইল তবে কেন তাহারা তাহাদের প্রতি আক্রমণ করিবে? পুলিশ প্রাতঃকালে তদন্তে যাইয়া কেবল মাত্র সাক্ষ্য ও জবাব লইয়া আসিয়াছেন কি করেন বলা যায় না। [illegible] গ্রামের বর্ত্তমান পুলিশ কর্ম্মচারিগণ যে প্রকার দক্ষ ইহাতে বোধ হয় না যে ডাকাইতগণ ধৃত হইবে। যাহা হয় পশ্চাৎ জানাইব।

আপনার ২৮ এ পৌষের সোমপ্রকাশে “বিবিধ সংবাদ” কলমের এক স্থানে লিখিত আছে যে চট্টগ্রামে স্থানে বৃক্ষ কাটা হইয়াছে বলিয়া ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের মিউনিসিপাল কমিশনারগণের মত তদ্বিপরীত। এখানকার ডাক্তারদের মত বৃক্ষাদি কাটিলেই রোগ হ্রাস হইবে, কিন্তু ফলে সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব্বে শ্রাবণ মাসের অর্দ্ধেক গেলে ব্যারামের সময় অতীত হইয়াছে, ভাবিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু বৃক্ষাদি কাটা যাওয়াতে সমুদায় বৎসরই ব্যারাম হইয়া থাকে। এক্ষণে আর নিরূপিত সময় নাই।

চট্টগ্রাম। বশম্বদ।
২ রা মাঘ। শ্রীরামচন্দ্র দাস।
১২৭৩ সাল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

(শুক পক্ষি ছলে আত্ম দুঃখ প্রকাশ)

হে চারু বর্ণ পিঞ্জরবাসি শুক পাখি!
নতশিরে কি ভাবনা করিছ একাকী?
পূর্ব্বের সে সুখ কিহে হৃদয়ে তোমার
করিতেছে, উদিত হইয়া, তিরস্কার?
মৃদুল পবন কিহে কহিতেছে কাণে,
লয়ে যেতে বসন্তের প্রমোদ উদ্যানে?
সাধিছে তমাল শাখা তাহে কি বসিতে?
সুধার সদৃশ ফল ভক্ষণ করিতে?
পড়েছে কি মনে মাতাসুত পরিবার।
তাই দুটি নয়নেতে বহে নীর ধার?
প্রকৃতির চারুশোভা করি দরশন,
কত সুখ সম্ভোগ করিতে অনুক্ষণ।
বেড়াইতে স্বাধীন ভাবে শাখায় শাখায়,
হাসাইতে বনস্থলী ললিত কথায়।
কভু সরসীর কভু তটিনীর নীর,
সুধায়ে তোমার প্রাণ করিত সুস্থির।
করিতে কতই খেলা প্রেয়সীর সনে,
কাছে কাছে মুখে মুখে নয়নে নয়নে।
উঠিত প্রেমের উৎসে সুধাকরণীর,
গাইতে হে কতরূপে প্রশংসা বিবিধ।
তপনের তাপে পান্থ সন্তাপিত হয়ে,
করিত শান্তির সেবা তরুর আশ্রয়ে,
বসি পাশে তুমি তাকে শুনাইতে গীত,
জন্মাইতে তার মনে অপ্রমেয় প্রীতি।
সে ভাবিতে প্রতি জনি অমিত বন্ধু।
হইত সে কাননেতে অমৃত বর্ষণ,
সখাত্ব তোমার অমনি শতাননে,
মিলাইত সুস্বর সে সুস্বরের সনে।
নিশাকালে বনস্থলী প্রশান্ত হইয়া,
শুনিতেন তব গীত মনোনিবেশিয়া।
ঝিল্লীর সুস্বরে কর্ণ করিয়া অর্পণ,
করিতেছে কতমত সুখ আস্বাদন।
নিশান্তে উষার শোভা, আনন্দে দেখিতে,
পুলকিত-হৃদয় হয়ে ললিত গাইতে।
এহেন পূর্ব্বের সুখ হৃদয়ে তোমার,
প্রদান করিছে কিহে যাতনা অপার।
ভাবিছ কি আমাদের সুখের মিলনে।
বসিতে হে পুনরায় সুখ সিংহাসনে?
তোমার পিঞ্জরে আছ, সোনার বাটিতে
রয়েছে পানীয় তব, খাদ্য চারি ভিতে,
কিন্তু তাহে সুখ কিছু আছে কি তোমার?
কিছু নাই কিছু নাই জেনেছি যে সার।
বেঁধেছে তোমার পদ দাসত্ব শৃঙ্খল,
সুধা খাদ্য সুধাতুল্য স্বর্ণপাত্রে জল,
বাহির হইতে নাথ পিঞ্জর হইতে,
হতেছে নিয়ত তোমা যতনে কাঁদিতে।
সত্য হে এ দুঃখ যদি হয়েছে তোমার,
তবে ত নিশ্চয় তুমি বান্ধব আমার।
এখন আমার দুঃখ তোমায় কহিব,
হে পাখি! বিরলে দুই সখায় কাঁদিব।
যেরূপ হে তুমি যেই দুঃখের অধীন,
জ্বলিতেছি আমিও সে দুখে দিন দিন।
অধীনতা নিগড়েতে বেঁধেছে চরণ,
তোমার মতন করি পিঞ্জরে রোদন।
করিহে মনের জ্বালা মনেতে গোপন
বাহ্য সুখে লোকে বলে সুখী এই জন।
অন্তর অনলে কেহ দৃষ্টি নাহি রাখে,
জানে সেই মম সম যদি কেহ থাকে।
বুঝিবা জীবনরবি দুঃখ কারাগারে,
অস্তমিত হবে, মগ্ন করি অন্ধকারে।
(পরকাল সত্য হলে) না জানি তখন,
পাইতে কিরূপ শাস্তি করিব গমন।
বিশ্বাধিপতির করি নিয়ম লঙ্ঘন,
করিয়াছি কত পাপ স্মরিব যখন,
তখন কিরূপ মন হবে ভয়ঙ্কর,
ভাবিয়া দেখিলে হয় হৃদয় কাতর।
কতকালে বন্ধন ঘুচিবে আমাদের;
করিতে কি চিন্তা, পাখি! পার সেকালের?
বোধ হয় পার না, কারণ এই তার,
পাখিহে আমার মত অবস্থা তোমার।
যাহলো এবার তায় দুঃখ আর নাহি,
দীননাথ! তবপদে এই ভিক্ষা চাই,
যদ্যপি আবার ভবে হয় জনমিতে,
দাসত্ব শৃঙ্খল যেন না হয় পরিতে।

কস্যচিৎ।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার বসু	সাহেবগঞ্জ	
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত		৭
" " আনন্দনাথ লাইব্রেরি	রামপুরবোয়ালিয়া	
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ		১৩
" " কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	মাজিপোতা	
১২৭৩ পৌষ হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ		৭
" এফ, ফ্রেজিন সাহেব	কৃষ্ণনগর	
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর		১৩
নসখবা ইংরাজী পত্রের সম্পাদক মহাশয়		৭
" গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	কালীঘাট	১৩
" " সূর্য্যনাথ মজুমদার	জনাইপুর	১০
" " পরেশনাথ চৌধুরী	ইটাপুর	১৩

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মণিঅর্ডার, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

কলিকাতা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের ডাকঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতি পংক্তি ৵০ আনা তৎপরে প্রতি পংক্তি /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের দ্বারা প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ১২ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম যাণ্মাসিক ৫॥ টাকা।

সন ১২৭৩। ২৩এ মাঘ। ১৮৬৭। ৪ ঠা ফেব্রুয়ারি

মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা, ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

নীতি পাঠ প্রথম ভাগ ও বর্ত্তমান বঙ্গদেশ নামক অভিনব গদ্য গ্রন্থ দ্বয় মুদ্রিত হইয়া পটলডাঙ্গায় শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের ১১ নং পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। প্রথম খানির মূল্য ৵০ আনা, দ্বিতীয় ।০ আনা মাত্র।

শ্রীযাদবচন্দ্র বসু।

চন্দ্রবিলাস নাটক।

শ্রীপ্রেমধন অধিকারী প্রণীত।

এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ও সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটলডাঙ্গার সমস্ত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে মূল্য ১ টাকা।

—:০:—

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত চারুদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—০—

নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরি সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনপত্র।

স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্বানুসন্ধানের কার্য্য সুবিধা করণাভিপ্রায়ে সকল রেজিষ্টরি কার্য্যকারককে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তাঁহার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারেন তবে উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রতিলিপী সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র লেখা যায়, উক্ত কার্য্যকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চিত মতে জানিবার জন্য অন্বেষণের প্রার্থনা হইলে সেই অন্বেষণের খরচ দিতে হইবে।

এই প্রকার কার্য্য হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে তদ্বিষয়ের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ভাবিকালে অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে

প্রতিনিধি রেজিষ্টার জেনরল।

—

কিসমত পরগণে ইসদপুর ওগয়রহ মহাল ওকফ জারিজানির অন্তর্গত পরগণে মহেশ্বরপাশা যাহা জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে খাসে আছে উক্ত পরগণা রেবিনু বোর্ডের আদেশানুযায়ী আগামী ১৮৬৭ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও বিলডাকাতিয়া উপরোক্ত পরগণার অন্তর্গত কিন্তু বিলের জমী পতিত উদ্দেশে বন্দোবস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজারার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ৭২৯৫।৵৫ টাকা। ১৮২৬ সালের ৩১ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত উক্তসবাদে বাকি ১৩৩১।৵১ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৬৭। ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক কি শত ২৫ টাকা সরকারী বাবে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বক্রী অর্দ্ধেক ঐ মত সরকারী বাবে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকুল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার কাল খাজনার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ। পরিষ্কাররূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওকফের নিরাপত্য স্বত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইহার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্তকারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে মহেশ্বরপাশার ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া লা মহর করিয়া কালেক্টর সাহেবের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহির করিয়া ইজারাদার স্থির করিবেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক গ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকিলেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সম্বাদ যশোহরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়াথ মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দোপাধ্যায় মোক্তারের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবুলতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপি উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুলতির লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সরত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বার্ষিক খাজনার যেকদার ইজারাদারের জামীন দিতে হইবে। যেরূপ জামীন

দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তারিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্‌রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

কিসমত পরগণে সৈদপুর এওয়জ মহালওকফ চাবিস্তানির অন্তর্গত পরগণে খালিসপুর বাকি জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে খাসে আছে উক্ত পরগণা বেবিনিউ বোর্ডের আদেশানুযায়ী আগামী ১৮৬৭ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখ হইতে ২০ বৎসর মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত হইবে।

২। যদিও লাটআবাদ খালিসপুর ও লাট-কীর্ত্তি প্রসন্নপত্তনী ও বিল পাবলা উপরোক্ত পাবনার অন্তর্গত কিন্তু পত্তনী বন্দোবস্তী উক্ত লাট দ্বয় ও বিলের জমী পতিত উল্লেখে বন্দো-বস্ত হইয়া থাকুক কিম্বা যে অবস্থাই হউক ইজা-রার বহির্গত থাকিবে উক্ত বিল ও পত্তনী দুই মহাল শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেবের খাসদখলে থাকিবে।

৩। যে ভূমির ইজারার বিজ্ঞাপন দেওয়া যাই-তেছে তাহার বার্ষিক খাজনা ১০১৫২৶৮ টাকা। ১৮৬৬ সালের ৩০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত উশুল বাদে বাকি ১০৪২৷৷২ টাকা তন্মধ্যে অধিকাংশ টাকা পরিশেষে আদায় হইয়াছে। ১৮৬৭ সালের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বাকি থাকে তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা ইজারাদারের প্রতি দেওয়া যাইবে। ইজারাদার মোট বাকির অর্দ্ধেক ফি শত ২৫ টাকা সরঞ্জামি বাদে সন ১২৭৪ সালের মধ্যে ও বক্রী অর্দ্ধেক ঐ মত সরঞ্জামী বাদে সন ১২৭৫ সালের মধ্যে কালেক্টরিতে দাখিল করিতে বাধ্য হইবে। আদায় সম্বন্ধে সাকল্য ব্যয় ইত্যাদি উক্ত ২৫ টাকার মধ্যগত থাকিল। এবং বকায়া খাজনা প্রত্যেক সন ইজারার হাল খাজ-নার অতিরিক্ত দিতে হইবে। যে ভূমি ইজারা দেওয়া যাইবে তাহার সীমানা সরহদ্দ পরিষ্কার রূপে নির্দ্দিষ্ট ও তাহাতে মহালওকফের নিরা-পত্য সত্ব আছে। আগামী ১৫ ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত ইজারার দরখাস্ত জেলা যশোহরের শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব গ্রহণ করিবেন। দরখাস্ত কারি যে বার্ষিক জমা দিতে ইচ্ছুক হইবেন তাহা স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লেখেন।

৪। দরখাস্তের লেফাফার উপরিভাগে (পরগণে খালিসপুরের ইজারা সম্বন্ধের দরখাস্ত) লিখিত হইয়া না মহর করিয়া কালেক্টর সাহে-বের সমীপে অর্পণ ও প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ সকল দরখাস্ত ১ লা মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত কালে ক্টর সাহেব বাহির করিয়া ইজারাদার স্থির করি বেন। কোন কারণ না দর্শাইয়া শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় মতে যে কোন দরখাস্ত হউক অগ্রাহ্য করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমবান থাকি-লেন। প্রস্তাবিত ভূমি সম্বন্ধে সমুদায় সমাচার যশো হরের কালেক্টরি হইতে কিম্বা খুলনিয়ার মহকুমা হইতে ৪ মাইল ব্যবধান দৌলতপুরস্থ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মেনাজরের নিকট হইতে অথবা খুলনিয়ার ডেপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সেনের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে। ইজারাদারের যে কবু-লতী দিতে হইবে তাহার প্রতিলিপী উপরের লিখিত তিন স্থানেই দৃষ্ট করা যাইতে পারিবে। ইহা বলা অতিরিক্ত যে প্রত্যেক ব্যক্তি কবুল-তীর লিখিত এবং অত্র বিজ্ঞাপন পত্রের সমস্ত আমলে আনিতে হইবে।

৫। ইজারার বাৎসরিক খাজনার মেকদার হস্তাবালাদের জামিন দিতে হইবে। যেরূপ জামিন দিতে ইজারাদার ইচ্ছুক হয়েন তদ্বিস্তা-রিত স্পষ্টরূপে দরখাস্তে লিখেন।

জে, মন্‌রো অফিসিয়েটিং কালেক্টর
যশোহর।

ভারতবর্ষের বিবরণ।

ভারতবর্ষের বিবরণ তৃতীয়বার মুদ্রিত হই য়াছে। এবারে যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

ভূগোল পরিচয়

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাগরাদির চিত্র সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। সং-স্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৶১০ দশ পয়সা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা

ভুটান পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর মিয়াদে সাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

হস্তি ধরিবার নিমিত্ত যত ফুনকি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার ফি ফুন্‌কি প্রতি ২০ টাকা হারে মাসুল দিতে হইবে, ধৃত হস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমত গবর্ণমেণ্টের থাকি-বেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষর কারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবেক।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস
জলপাইগুড়ি। } শ্রীযুক্ত জে, এফ, টিউডর সাহেব
১২ ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬। } ডেপুটী কমিসনর

১৮৫৮ অব্দের ইউনিভার্সিটি এণ্ট্রান্স কোর্সের হরেক পদের পদানুবাদ, ধাতু, প্রত্যয়, সমাস, কারক ও ব্যাখ্যা সম্বলিত অর্থ পুস্তক (কী) মুদ্রিত হইয়া ফর্ম্মা ফর্ম্মা প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি ফর্ম্মার মূল্য ৴০ এক আনা। গ্রাহকেরা মহাশয়েরা পটলডাঙ্গা গোলদীঘির দক্ষিণ "ট্রেনিং ইনষ্টিটিউসন" নামক বিদ্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীরামসর্ব্বস্ব শর্ম্মা।
পাইকপাড়া গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী সংস্কৃত
বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত।

জেলা দিনাজপুরের কালেক্টরির তৌজি নং ৪৬ জেলা বগুড়ার ষ্টেশন লালবাজারের অধীন লাট আদমপুর বাহার সদর জমা ৩৫৮ ২৴১১ পাই।

নিম্ন স্বাক্ষরকারীর উক্ত জমীদারী বর্ত্তমান বর্ষের বিগত পৌষ কিস্তির ২০৬০ টাকা মাল গুজারী বাকীর নিমিত্তে আগামী ৫ ই ফাল্গুন নীলাম হওনের বিজ্ঞাপন গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইবেক, তাহা অবিদিত নহে, কিন্তু পশ্চাৎ লিখিত কয়েক বিষয় উল্লিখিত বিজ্ঞা পনে অপ্রকাশ থাকিবেক, এপ্রযুক্ত বর্ণনা করি তেছি, মফসী ১৭ মৌজায়, মোট ১৮ হাজার ভূমির সংখ্যা এবং চান্দনী নিষ্কর, দ্বিতীয় এই ভারতবর্ষ মধ্যে উক্ত মহাল ভিন্ন আর কোন স্থানে গাঁজা উৎপন্ন হয় না। এতদ্ভিন্ন ইক্ষু হরিদ্রা মরিচা ইত্যাদি নানাবিধ লাভ জনক ভূমি উৎপন্ন হয় তাহা খরিদ করণেচ্ছুক মহোদয়গণের, অব গত্যার্থে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল

জেলা দিনাজপুর } শ্রীফজলহোসেন খাঁ
১০ ই মাঘ। ১২৭৩ }

১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতার "মাস্তুলাক ক্লথিঙ ডিপো" কারখানাতে দরকারমত সামান্য দ্রব্য সকল যোগাইবার প্রার্থনা সিল মোহর করিয়া আগামী ৯ ই মার্চের মধ্যে পাঠাইলে কলিকাতার "মাস্তুলাকক্লথিঙ ডিপোর" অধ্যক্ষ কমিসরী অব অর্ডনান্সের গ্রাহ্য হইবে।

দ্রব্যজাতের তালিকা, গবর্ণমেন্টের অনুমত্যানুসারে পশ্চাৎ তাঁহাদের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি, যেরূপ প্রার্থনা প্রেরণ করিতে হইবে এবং কবার পত্রের কারম, যাহা প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে কবাব করিতে ১ এক টাকা মূল্যের ষ্টাম্প বসাইয়া স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিতে হইবে—এই সকল বিষয় রবিবার এবং পর্ব্বাহ ব্যতীত প্রত্যেক দিন "মাস্তুলাকক্লথিঙ ডিপো" কারখানার আফিসে প্রার্থীদিগকে দেখান যাইবে।

প্রার্থনা সকল দুইখান করিয়া এবং ইংরাজীতে করিতে হইবে। যে প্রকার দ্রব্য যোগান হইবে তাহার প্রত্যেকের মূল্য অক্ষর ও অঙ্কপাত দ্বারা লিখিতে হইবে।

ইনস্পেক্টর জেনারল অব অর্ডনান্স প্রার্থনা গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। অতি সামান্য প্রার্থনা অথবা যে প্রার্থনা বিশেষ বর্ণনার সহিত দেওয়া না হইবে, অথবা প্রার্থনায় যে যে দ্রব্যের মূল্য আতিরিক্ত অধিক বোধ হইবে তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। প্রার্থনার সহিত স্বীকৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে শতকরা ২৷৷০ টাকা ডিপজিট, দিতে হইবে, কবালপত্র [illegible] অথবা প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে ঐ ডিপজিট প্রত্যর্পিত হইবে।

১৮৬৭ অব্দের ১১ ই মার্চ্চ মধ্যাহ্নে মাস্তুলাকক্লথিঙ ডিপো আফিসে কমিসারী অব অর্ডনান্স প্রার্থনা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবেন। প্রার্থী ব্যক্তিরা উপস্থিত হইতে আহূত হইতেছেন।

মাস্তুলাক ক্লথিঙ ডিপো আফিস্ কলিকাতা ২৫ জানুয়ারি ১৮৬৭ } আর, এল, ক্রুইস লেফ্‌টনেন্ট কমিসারী অব অর্ডিনান্স।

—:০:—

বিদ্যারত্নসাগর গলি ১৫ নম্বর বাটীতে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

গ্রন্থের নাম	মূল্য
শ্রীগুহ্যচিন্তা...	১ টাকা
জ্যোতিষ্কতত্ত্ব	১ "
মুগ্ধবোধের ব্যাকরণ	।০
নীতিদর্পণ (১ ম ভাগ)	।/০
নীতিদর্পণ (২ য় ভাগ)	।/০

প্রচারিত।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীযাদবচন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

———

বালিয়া পরগণার অন্তর্গত লাট খাটরা আমার পত্তনী তালুক বিক্রয় করিব, তাহার হস্তবুদ ২০১৪৸৶৭ টাকা তন্মধ্যে ১৪৬০৸/৭ টাকা রাজস্ব বাদে ৫৫৯৶ টাকা মুনফা আছে, একণে ক্রয় মহাশয়েরা আমার কালীপুরের বাটীতে ১৫ ই ফাল্গুনের মধ্যে তত্ত্ব করিলে বিস্তারিত জ্ঞাত হইতে পারিবেন

কালীপুর গলকো ওবির পূর্ব— } শ্রীমহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। পটোলডাঙ্গা বিদ্যারত্নসাগর গলি ১৫ নং লাইব্রেরিতে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীবংশীনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

———

রেলওয়ে কন্ট্রাক্টার প্রভৃতিকে

বিজ্ঞাপন

করা যাইতেছে, যে জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত হেজমপুরের নাবালকী ষ্টেট সংক্রান্ত রূপনপুর নামক জঙ্গলের শাল কাষ্ঠ নিজ রূপনপুর মোকামে ১৮৬৭ সালের ১১ ই মার্চ তারিখ সোমবার দিবসে নীলাম করা যাইবে।

২০ ইঞ্চি বেড়ের পরিমাণের আনুমানিক ৩০০০০ ত্রিশ হাজার বৃক্ষ আছে, এবং অনুভাব হইতেছে যে রেলওয়ে স্লীপর কি হালকা কড়ি আদির কার্য্য ঐ কাষ্ঠে চলিতে পারে।

খরিদদারের সুবিধার জন্য ১২ টী পৃথক পৃথক লাট করিয়া জঙ্গল বিক্রয় করা যাইবে। প্রত্যেক লাটে গড়ে ৩৫০ বিঘা জঙ্গল আছে, নিলাম বাজ হইবামাত্র প্রত্যেক খরিদদারের ডাকের মূল্যের উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা হিসাবে আমানত করিতে হইবে, আর মূল্যের বাকী টাকা নিলামের তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে দাখিল করিলে আমানতি টাকা জমা হইবে।

খরিদদার লোককে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে নিলামের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে সমুদায় জঙ্গল কাটিয়া স্থানান্তর করিতে হইবে, তাহা না করিলে উক্ত নির্দ্ধারিত কালের অবশিষ্ট যে বৃক্ষাদি থাকিবে, তাহা নাবালকের ষ্টেটের বস্তু গণ্য হইয়া পুনর নিলাম হইতে পারিবে।

রেলওয়ের কন্ট্রাক্টর ও কাষ্ঠের মহাজন ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করা যাইতেছে যে অগ্রে হইতে তাঁহারা জঙ্গল দৃষ্ট করিয়া আইবেন যে কোন কথার সংবাদ লওয়া আবশ্যক হয় তাহা এ ডিপুটি কালেক্টর সাহেব অথবা নিম্নে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকটে লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

জেলা বাঁকুড়া নীলাম ৩১ এ জানুয়ারি ১৮৬৭। } এ ডিউক স্মিথ মেনেজার ষ্টেট হেজমপুর।

সোমপ্রকাশ।

২৩ এ মাঘ সোমবার।

জয়পুর ধর্ম্ম নির্ণয় সভা।

আমাদিগের এক আত্মীয় জয়পুরে গমন করিয়াছিলেন, ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় লইয়া তত্রত্য মহারাজের প্রজার সহিত যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তিনি (আত্মীয়) তাহার আনুপূর্ব্বিক যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আসিয়াছেন, এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক সোমপ্রকাশে প্রচারার্থ লিখিয়া দিয়াছেন। পাঠকগণ তাহা স্থানান্তরে দর্শন করিবেন।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমাদিগের সন্তোষ ও অসন্তোষ উভয়ই জন্মিল। সন্তোষের কারণ এই, সম্প্রদায়ী লোকেরা ধর্ম্মের নামে যে যুক্তি ও ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ ও সাধুজনবিগর্হিত আচরণ করিয়া থাকেন, মহারাজ তাহার শাসন করিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি অনধিকারী নহেন। কিন্তু তিনি যে রামানুজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শাস্ত্রমূলকতার অনুসন্ধান ও তত্তৎসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে আমরা অসন্তুষ্ট হইলাম। এটী রাজধর্ম্ম নয়। প্রজারা শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া পুরুষ পরম্পরা যে ধর্ম্মের সেবা করিয়া

আসিয়াছে, তাহা ভ্রমপ্রমাদ পরিপূরিত হইলেও দণ্ড দান দ্বারা রাজার তাহার সংশোধন চেষ্টা বিধেয় হয় না। সে চেষ্টা করিতে গেলে রাজার গোঁড়ামী হইয়া উঠে। রাজার ধর্ম্মবিষয়ে গোঁড়ামী বহু অনর্থের মূল। যে যে রাজা এরূপ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং অসুখিত হইয়াছেন, এবং প্রজাদিগকে যার পর নাই অসুখিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইতিহাস অন্বেষণ করিলে ইহার বহুতর প্রামাণিক উদাহরণ পাওয়া যায়। রোমান কাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট কাণ্ড লইয়া ইয়ুরোপে কি তুমুল ও অন্যায় কাণ্ড না হইয়াছে? এই নিমিত্ত বিজ্ঞ বিবেচক রাজারা প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না। মহান্ আকবর এ বিষয়ে উদাসীনবৎ ব্যবহার করিয়া অবিনশ্বর যশোভাজন হইয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা কহেন না। রাজা যদি প্রজার ধর্ম্মগত ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করিতে যান, তাহা হইলেই প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়, ও তন্মূলক বহুতর অনর্থ ঘটিয়া উঠে। ইংরাজ জাতি যে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম ভ্রমপ্রমাদে পূর্ণ। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানেরা স্বীয় ধর্ম্মকে ভ্রমপ্রমাদ পূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করেন না। তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্মকে মুক্তির সোপান বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। এরূপ স্থলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ কি বিধেয় হয়? ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যদি হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করেন, জয়পুরের মহারাজ তখন অসুখিত হইবেন কি না এক বার বিবেচনা করিয়া দেখুন। যদি অসুখিত হন, তাঁহার হস্তক্ষেপ নিবন্ধন রামানুজ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা কেমন অসুখিত হইয়াছেন, তাহাতে অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন। যে যে ধর্ম্ম অবলম্বন করে, যাহাতে তাহার নিয়মাদি নিবদ্ধ থাকে, সেই তাহার অবলম্বনীয় শাস্ত্র। অন্য ধর্ম্মাবলম্বী অথবা অন্য সম্প্রদায়ের লোকের তাহাতে আস্থা না থাকিলেই যে তাহা অপ্রমাণ হইল, এমন নিয়ম নয়। বেদ ও মন্বাদি শাস্ত্রে তন্ত্রোক্ত পূজাপদ্ধতির প্রসঙ্গ নাই, তাই বলিয়া কি তন্ত্রশাস্ত্র অপ্রমাণ হইবে? এ যুক্তির অনুসারে রামানুজাদি সম্প্রদায়ের লোকদিগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি মন্বাদি শাস্ত্রের অনুমোদিত না হইলেও তাহা অপ্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, তাহারা বহুকাল অবধি সেইরূপ করিয়া আসিতেছে। তাহাদিগের মতানুসারে তাহার প্রমাণ প্রয়োগাদিও আছে, অতএব জয়পুরের মহারাজ তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া ভাল করেন নাই। এখনই তাঁহার এবিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত।

-:০:-

মোক্তারী পরীক্ষা।

মুরশিদাবাদ হইতে এক ব্যক্তি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, তত্রত্য জজ সাহেব নিয়ম করিয়াছেন, মধ্য দলের যে সকল ব্যক্তি ইংরাজী না জানেন, তিনি তাহাদিগকে মোক্তারী পরীক্ষায় মনোনীত করিবেন না। আমরা দুঃখিত হইলাম, পত্রপ্রেরকের মতে মত দিতে পারিলাম না। জজ সাহেব যে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহাই উত্তম কল্প। যে ব্যক্তি ইংরাজী জানেন তাহাকে মোক্তার করিলে এই লাভ হইবে, লেখাপড়া জানেন এমন এক ব্যক্তিকে মোক্তার করা হইল। অশিক্ষিত গাঁইট কাটা অপেক্ষা সে ব্যক্তি যে উৎকৃষ্ট তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। শিক্ষিতেরা যদি অসৎপথাবলম্বী হয়, তথাপি অশিক্ষিতদিগের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই, জজ সাহেবেরা যৎকিঞ্চিৎ ইংরাজীজ্ঞকে মনোনীত না করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকে অনুসন্ধান করিয়া মনোনীত করুন। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরা যদি আদালতে মান ও লাভ দেখিতে পান মোক্তারী পদ স্বীকারে উন্মুখ হইবেন সন্দেহ নাই। দিন দিন প্রবেশিকাদি পরীক্ষোত্তীর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, অতএব ইহাঁরা জজ সাহেবদিগের দুর্লভ হইবেন না। এই সকল ব্যক্তি মোক্তারী পদ গ্রহণ করিলে, আদালতের ধর্ম্মনীতিঘটিত বিলক্ষণ উন্নতি লাভ হইয়া উঠিবে। সদ্বিচার হইবারও অনেক সম্ভাবনা হইবে সন্দেহ নাই। অসৎ মোক্তারেরাই সৎ বিচারের এক প্রকার প্রতিবন্ধক। তাহারা অর্থি প্রত্যর্থিকে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনাদি শিখাইয়া দেয়। তাহারাই অর্থি ও প্রত্যর্থির ক্রোধাগ্নিতে উত্তেজক বাক্যরূপ আহুতি প্রদান করে। তাহাতেই মকদ্দমার এত সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিরা মোক্তারী পদ গ্রহণ করিলে এ সমুদায় বিষয়েরই অবনতি দিন দিন নয়নগোচর হইবে সন্দেহ নাই।

নীলকর হস্তে জমীদারী ইজারা দেওয়া।

"নীলকর পীড়িত প্রজা" এই স্বাক্ষরের একখানি পত্র আমাদিগের হস্তে আসিয়াছে, তাহা স্থানান্তরে প্রকটিত হইল। পত্রপ্রেরকেরা বলেন, এদেশের জমীদারেরা নীলকরকে যে জমীদারী ইজারা অথবা পত্তনি দেন, সেটি অতিশয় অন্যায়। আমরাও পত্রপ্রেরকদিগের বাক্যে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। নীলকর বলিয়া কেন, যাহার হস্তে জমীদারী ইজারা দিলে প্রজাপীড়ন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ ব্যক্তিকে ইজারা দেওয়া অতিশয় অনুচিত। যে জমীদারকে

[illegible] রীতি প্রচলিত হইলে, লোকে কেবল অর্থলোভী হইয়া প্রণোদিত হয়? যে জমীদার অসৎ ব্যক্তিকে জমীদারী ইজারা দেন, তিনি প্রজাবৎসল নহেন, ইহাই বলিয়া দেওয়া হয়। ইজারদারদিগের প্রজার প্রতি প্রায় স্নেহ থাকে না। তাহারা স্বার্থসাধনার্থই ব্যগ্র হয়, সুতরাং প্রজার হিতাহিত চিন্তার অবসর পায় না। যে ব্যক্তি প্রজার প্রতি স্নেহশূন্য হইল, সে যে অত্যাচার ও পীড়ন করিয়া প্রজার নিকট হইতে অর্থ শোষণ করিবে তদ্বিষয়ে সংশয় কি? এই নিমিত্ত ভদ্র ও প্রজাবৎসল জমীদারেরা প্রায়ই অসৎ ব্যক্তিকে জমীদারী ইজারা দেন না। ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বহস্তে ভারতবর্ষের ভার গ্রহণ, ইহার একটী সহজ দৃষ্টান্ত। যখন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে ভারতবর্ষ ইজারা ছিল, তখন প্রজারা অনেক অংশে সুখী ছিল, তথাপি ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহ হওয়াতে ইংলণ্ডেশ্বরী মনে করিলেন, কোম্পানি প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতেছেন, তাহা না হইলে প্রজারা বিদ্রোহী হইবে কেন? এই অনুমান করিয়াই স্বহস্তে রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন। এটী উচিত কার্য্যই হইয়াছে। যাঁহার বিষয়, তিনি স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান না করিলে কখন তাহার সম্যক উন্নতি হয় না। ফলতঃ [illegible] নিমিত্ত জমীদারী ইজারা [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] নাই [illegible] করিতেন [illegible] অবশ্য জমীদারী ইজারা [illegible] তাঁহাদিগের উচিত [illegible] উন্নতি হইলে [illegible] না [illegible] এখন আর [illegible] ভয় নাই। [illegible] করিয়াছেন [illegible] বর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। এখন আর তাঁহাদিগের সে আধিপত্য নাই। মহাত্মা কৃষ্ণ প্রাণ্ট সাহেব তাহাদিগের বিষ দন্ত ভগ্ন করিয়া বাঙ্গলা দেশের একটী মহোপকার করিয়া গিয়াছেন।

—৯৯—

সর সিসিল বীডনের মিনিট।

দুর্ভিক্ষ কমিসনর রিপোর্ট দিবার পূর্ব্বেই লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর সিসিল বীডন আত্ম সমর্থন নিমিত্ত এক মিনিট লিখিয়াছেন। আমরা তাহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। লার্ড ক্রাণবোর্ণ এক পত্র লিখিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের এই দোষ দেন তিনি সাধারণ লোক সুলভ [illegible] শ্রবণ করেন নাই, যে সময়ে [illegible] করিয়া চাঁদা করা উচিত ছিল, যে সময়ে তিনি [illegible] হস্তে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুর্ভিক্ষের [illegible] টাকা দিয়া তাঁহাদিগকে চাঁদা [illegible] উৎসাহ দেন নাই এবং সাধারণতঃ এই বিপদকালে [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ কমিসনরের রিপোর্টের পূর্ব্বে এই পত্র প্রকাশ করা উচিত ছিল কিনা [illegible] সিদ্ধান্ত করা যায় না। [illegible] সর সিসিল বীডনের [illegible] উচিত ছিল।

সর সিসিল বীডন কেবল নিজের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি ইহার আরম্ভে [illegible] সংবাদ [illegible] যে অপরাধ দিয়াছেন, [illegible] অর্থাৎ যাহা দর্শন দিয়া লার্ড ক্রাণবোর্ণ তাঁহার উপর এত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহার প্রত্যুত্তর [illegible]। স্থানীয় কর্ম্মচারি [illegible] ও রেবিনিউ বোর্ড আপনাদিগের দোষ আপনারা ঢাকেন [illegible]। ৩২ [illegible] সর সিসিল বীডন তাহার [illegible] জীবনের প্রধান অংশ [illegible] হইয়াছে। তদবস্থার পদস্থতার সময়ে এ প্রকার কলঙ্ক তাঁহাকে ম্লান করে সন্দেহ নাই। অতএব আমরা সহজে তাঁহার দোষ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।

সর সিসিল বীডন বলেন, ১৮৬৫ অব্দের ২১এ অক্টোবর তিনি কটকের কমিসনরের এক টেলিগ্রাম দ্বারা অবগত হন কার্ত্তিকমাসে বৃষ্টি না হওয়াতে ফসল একেবারে নষ্ট হইয়াছে। চাউল টাকায় আট সের বিক্রীত হইতেছে এবং দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়াছে। পর দিবস তিনি বলেন দোকানদারেরা যোগ করিয়া দোকান বন্ধ করিয়াছিল, পুনর্ব্বার দোকান খোলাতে চাউল পাওয়া যাইতেছে। ২৩এ অক্টোবর সোমপ্রকাশ পাঠ করিয়া তিনি অবগত হন সাধারণে ফসল নষ্ট হইয়াছে, অতএব অনুসারে কটকের কমিসনরকে এ বিষয়ের বিস্তারিত রিপোর্ট করিতে বলেন। কমিসনর বলেন অর্দ্ধেক ফসল নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মহাজনেরা আপনাদিগের লাভের জন্য প্রকৃত অনিষ্ট আরও অধিক করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন। এই প্রকার নদীয়া, ভাগলপুর ও পাটনা বিভাগের কমিসনরদিগকে রিপোর্ট করিতে বলা হয়। ৩১এ অক্টোবর লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর রেবিনিউবোর্ডের নিকটে বিশেষ রিপোর্ট চাহেন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের তালিকা প্রকাশ করিতে বলেন। ২৭এ অক্টোবর কটকের কমিসনর বলেন অন্নকষ্ট ক্রমশঃ অধিক হইতেছে, দোকান বন্ধ, বালেশ্বরেও সামান্য কষ্ট। তথাপি বলা হয় "মহাজনদিগের হস্তে এত চাউল আছে যে দুই বৎসর পর্য্যন্ত লোকের আহার চলিবে"!!! নবেম্বরের আরম্ভে ভাগলপুর, নদীয়া, রাজসাহী ও পাটনা বিভাগের কমিসনরেরা কষ্ট স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা এত অধিক বলেন নাই যে পূর্ত্তকার্য্যে লোকদিগকে নিযুক্ত করা

যায়। এসময়ে কটকে টাকায় ছয় সের চাউল বিক্রীত হইতেছিল. কমিসনর টেলিগ্রাম করেন গাঞ্জামের সহিত চাউলের ব্যবসায় বন্ধ হইয়াছে। কটকে চাউল অতি কষ্টে পাওয়া যাইতেছিল। ১৪ ই নবেম্বর কমিসনর পুনর্ব্বার রিপোর্ট করেন, চিল্কা হ্রদের উভয় পার্শ্বে লোকে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন, কিন্তু অন্য অন্য বিভাগে এরূপ না হওয়াতে কমিসনর বলেন সাধারণ ধনাগার হইতে সাহায্য দিবার প্রয়োজন নাই, জলসেচন কোম্পানির কার্য্যে বিস্তর লোক প্রতিপালিত হইতেছে। ২০ এ নবেম্বর অন্ন কষ্টের জন্য কটকের কৃষিপ্রদর্শন বন্ধ হয়। ২৫এ হুগলীর প্রদর্শন স্থগিত হইল। ২৫ এ নবেম্বর রেবিনিউ বোর্ড রিপোর্ট প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলেন অর্দ্ধেক ফসল নষ্ট হইয়াছে, কোন কোন স্থলে ইহারও কম হইয়াছে। লোকের বিশেষতঃ কৃষকদিগের কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই। সমুদায় বঙ্গদেশে শস্যের মূল্য অধিক হইয়াছে তাহা বোর্ড স্বীকার করেন, কিন্তু বলেন পূর্ব্ববাঙ্গলায় প্রচুর ফসল হইয়াছে। সেই চাউল সর্ব্বত্র যাইতেছে। অতএব তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে কর্ণার্পণ করিয়া "স্বাধীন বাণিজ্য ও বার্ত্তাশাস্ত্রের নিয়ম" ভঙ্গ করিতে বলিতে পারেন না। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের এই মাত্র কর্ত্তব্য স্থির করেন যে সকল স্থানে লোকদিগের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে তথায় গবর্ণমেণ্ট মজুরদিগকে উৎসাহ ও কার্য্য দিয়া সাহায্য করিতে পারেন। জলসেচন কোম্পানির কার্য্যে কটক ও মেদিনীপুরের লোকের যথেষ্ট সাহায্য হইবে, তারকেশ্বরীর রেলওয়ের শাখার কার্য্যে [illegible] ও পাটনার দরিদ্রগণ যথেষ্ট সাহায্য পাইবে। তবে গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগকে [illegible] প্রদর্শনের জন্য দানমহলের প্রজা [illegible] দিতে থাকুন। [illegible] যদি যথার্থ দুর্ভিক্ষ হয়, তাহা হইলে সাধারণ দাতব্যের উপরে নির্ভর করাই উচিত।"

এগুলি সর সিসিল বীডন নিজে স্বীকার করিয়াছেন। নবেম্বরমাসে এত কষ্ট হয় যে পূর্ত্তকার্য্য ও শস্য দিয়া স্থানে স্থানে সাহায্য করিবার আবশ্যক হয়। উৎকলে যে কষ্ট হইতেছিল তাহা অপলাপ করিবার উপায় নাই। টাকায় ছয় সের চাউল দরিদ্র লোকেরা কখন ক্রয় করিতে পারে না এবং বার্ত্তাশাস্ত্রের নিয়ম অর্থাৎ "উচ্চ মূল্য ও প্রচুর শস্য" এ স্থলে কিছুই খাটে না, যেহেতুক যথার্থ দৌর্ভাগ্যের সময়ে উচ্চ মূল্য ক্রমশঃ হয়। যেখানে টাকায় ৩০ সের চাউল সচরাচর বিক্রীত হয়, তথায় শস্য নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য না হইলে এককালে পাঁচগুণ মূল্য হয় না। অতএব যাঁহার সামান্য জ্ঞান আছে, তাঁহারও বিবেচনা করা উচিত শস্য নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বারবার বার্ত্তাশাস্ত্র ও জন ষ্টুয়ার্ট মিলের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল বণিকদিগের ষড়যন্ত্র অল্পদিন মাত্র স্থায়ী হয়। দুই মাস পর্য্যন্ত কি ইহা থাকিতে পারে? ৩০ সেরের স্থানে ছয় সের হইলে আর কোন্ বণিক চাউল রাখিয়া থাকেন? গবর্ণমেণ্ট নিজে রপ্তানী না করুন তাঁহাদিগের দেখা উচিত ছিল, উৎকলে চাউল যাইতেছে কি না? রেবিনিউ বোর্ড সাধারণ্যে বলেন পূর্ব্ববাঙ্গলা হইতে চাউল যাইতেছে, কিন্তু কয়েক নৌকা বালেশ্বরে ভিন্ন আর কোথায়ও যায় নাই। আমরা গবর্ণমেণ্ট ও রেবিনিউ বোর্ডকে এ কথার অলীকত্ব প্রমাণ করিতে বলিতেছি।

ইণ্ডিয়ান্ সংবাদপত্র সকল চিৎকার আরম্ভ করেন। আমরা আপনারা [illegible] এক বোধ [illegible] যে [illegible] [illegible] দুর্ভিক্ষের ভয় [illegible] চাউল রপ্তানী ও দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে নিষিদ্ধের প্রস্তাব করি। ইহা বার্ত্তাশাস্ত্রের সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা আমরা লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের ন্যায় জানিতাম। কিন্তু বিশেষ বিষয়ে বিশেষ উপায় আবশ্যক। সময় বুঝিয়া কাজ করিতে পারা যথার্থ বুদ্ধিমানের কার্য্য। নেপলিয়ন যুদ্ধের সময়ে সুযোগ পাইলেই সামরিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কাজ করিতেন। অকারণে নিয়ম ভঙ্গ করা যেমন দোষ, তাদৃশ বিপদ দেখিয়া কেবল নিয়মের অনুরোধে তাহার অতিক্রমণ না করা তেমনি দোষ। স্পেনের এক জন রাজার যে ভৃত্যের অগ্নি নির্ব্বাণ করা কাজ ছিল সে না থাকাতে ধূমে মৃত্যু হয়। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বার্ত্তাশাস্ত্র লইয়া সেই দশা ঘটিয়াছে। শেষে কোথায় বার্ত্তাশাস্ত্র রহিল? সেই গবর্ণমেণ্টকে কি শেষে নিশ্চিন্ত করিয়া চাউলের ব্যবসায় করিতে হইল না? পূর্ব্বে ইহা করিলে ১৫ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিত না। তিনি যথাসময়ে সংবাদ পান নাই এ বাক্য অমূলক, তাঁহার সমর্থনে এ কথা প্রমাণ করে না। যখন লোকে প্রাণ ত্যাগ করিতেছিল, তখন তাহা দেখিয়া যে ব্যক্তি "মহাজনদিগের ষড়যন্ত্র" বিশ্বাস করেন, তাঁহার স্বপক্ষ সমর্থন কি? প্রত্যক্ষ কষ্ট, সংবাদপত্রের চিৎকার ও কর্ম্মচারিদিগের রিপোর্টের পরস্পর [illegible] এরূপ ঐক্য লক্ষিত হয়, তখন [illegible] শাসন কর্ত্তার অন্ততঃ এক [illegible] কেবল লোককে [illegible] করিবার জন্য [illegible] করা উচিত ছিল।

যথাসময়ে চাউল [illegible] করিলে অনেক লোকের জীবন রক্ষা হইত। [illegible] [illegible] করেন [illegible] তাঁহার মাতে [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন। কিন্‌

...রণ কোম্পানি আপনাদিগের জন্যে
...পরে চাউল লইয়া যাইতে চাহেন।
...লেকস কোম্পানি নিজ ব্যয়ে বিক্রয়
...উল লইয়া যান। তাঁহাদিগের এজেন্ট
...র্ণল রওলি ও বুথবি সাহেব ঐ প্রস্তাব
...রন। সর অর্থর কটন এজন্য মহাজন
...রাছিলেন। সর সিসিল বীডন স্বীকার
...য়াছেন মার্চ্চমাসে গবর্ণর জেনরল নিজে
...ন্য জিদ করেন, কিন্তু (তাঁহার সর
...সিল বীডনের) কথায় এ প্রস্তাব পরি-
...ক্ত হয়। সংবাদপত্রে ত প্রত্যহ পর্য্যাপ্ত
...াহারাভাবের কথা লিখিত হইতেছিল।
...ত অবস্থায় যে শাসনকর্ত্তা তথাপি
... করিয়াছিলেন, তাঁহার যে কার্য্য
...তিশয় অন্যায় হইয়াছে, সে কথা কোন্
...ক্ত না স্বীকার করিবেন? ফেব্রুয়ারি
...ন লেপ্টনেন্ট গবর্ণর উৎকলে গমন করে
যাবতীয় লোক অনাহার নিবন্ধন
...টের বিষয় জানাইলেন, কিন্তু তিনি
...ষ্ঠিত ভূমির কর ও বার্ত্তাশাস্ত্র প্রদর্শন
...রা কর্ত্তব্যকর্ম সম্পাদন করিলেন!!
...সময় রেবনশা ওহাবিদিগকে ধৃত ক-
..., অতএব তিনি লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের
...র বার্ত্তাশাস্ত্রে দক্ষ, তিনি উৎকলের
...লের গোলায়ও সংবাদ রাখিতেছিলে
... তিনি মহাজনদিগের ষড়যন্ত্রের কথা
...লেন লেপ্টনেন্ট গবর্ণর সন্তুষ্ট হই-
...ন!! ২৮ এ মার্চ্চ অবধি ১৪ ই মে
...ন্ত এই প্রকার কেবল পত্র লেখা-
...খিতে যায়। সর অর্থর কটন কয়েকখানি
...ৗকা নিয়মিতরূপে নিযুক্ত করিয়া চা-
... প্রেরণের যে প্রস্তাব করেন তাহা
... হইল। তৎপরে রেবনশা সাহেব নিজে
...লেন জেলের কয়েদি ও সৈনিকদি-
...ও আহার পাওয়া যাইতেছে না, চাউল
...রণ করা কর্ত্তব্য। ভুটান যুদ্ধের জন্য
...ট্ট কালিকাঘাটে ৪০০০ মণ আটা ছিল,
...রী বালেশ্বরে প্রেরিত হইল। লেপ্টনেন্ট
...র একবারে এখানে আইলেন, অতএব

তাঁহার জানা উচিত ছিল উৎকলে চাউলই লোকের আহারদ্রব্য। বালেশ্বরের কালেক্টর চাউল চাহিয়াছে এই ৪০০০ মণ আটা তাম্রপুরে প্রেরিত হয়। ১৭ ই মে দুই জাহাজ চাউল বালেশ্বর ও কাসন পইন্টে প্রেরিত হয়। ৪ ঠা জুন জাহাজ কটকে পহুছে, ২০ এ জুন তাহা তীরে উঠে। এই সময়ে প্রত্যহ শত শত লোক রাস্তার দুই পার্শ্বে প্রাণত্যাগ করিতেছিল। বর্ষাকাল আরম্ভ হয়, যত চাউল যায় তাহার তৃতীয়াংশ সমুদ্রে জলমগ্ন হয়। যে কিছু সাহায্য সদরেই হইয়াছিল। মফঃস্বলের বিশেষ কষ্ট নিবারিত হয় নাই। "চাউল প্রেরণ করা উচিত কি না? যদি উচিত হয় তবে কি প্রকারে প্রেরণ করা হয়?" লেপ্টনেন্ট গবর্ণর যদি বোর্ডের সহিত এইরূপ বৃথা পত্র লেখালিখিতে সময় অতিবাহিত না করিতেন, তাহা হইলে অনেকের জীবন রক্ষা পাইত। এক দিনের যুদ্ধে ২০,০০০ লোক হত হইলে তাহা কষ্ট হয়, কিন্তু অনাহারে মৃত্যু দর্শন হৃদয় বিদীর্ণ করে। যথাসময়ে চাউল প্রেরণ করিলে ইহার অধিকাংশ ঘটিত না। এ দোষ যদি সর সিসিল বীডনের না হয় তবে আর কাহার হইবে?

সর সিসিল বীডন এক স্থানে বলিয়াছেন, আহারদ্রব্য অপেক্ষা টাকারই অধিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কটকের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়র ইহার বিপরীত বলেন, আর টাকাই বা কোথায় যথেষ্ট দেওয়া হয়? ১২ ই এপ্রেল কেও অবধি ক্রিয়া প্রথমতঃ প্রস্তাব করেন, সাধারণে চাঁদা করা উচিত। লাইকস কোম্পানি হিজিলিতে উহা করিয়াছিলেন। মিসনরি গণ যথাসাধ্য সাহায্য দিয়াছিলেন। ৩০ এ বণিক সম্প্রদায় গত দুর্ভিক্ষের ন্যায় লক্ষ টাকা এক সাধারণ সভার হস্তে দিতে চাহেন। সম্প্রদায় চাঁদা সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন, তখনও এমন অর্থকৃচ্ছ উপস্থিত যে গবর্ণমেণ্টের হস্তে টাকা থাকিতে সর্ব্বসাধারণে চাঁদা দিবেন না। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এ প্রস্তাবের শিরোধার্য করিয়াছেন, কিন্তু বণিক সম্প্রদায় তাহার বিপরীত বলেন, সর্ব্বসাধারণে তাঁহাদিগের বাক্যের অনুমোদন করিয়াছেন। বণিক সম্প্রদায়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ৯ ই জুলাই তাঁহারা প্রত্যুত্তর পান, লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের মতে সাধারণ চাঁদার প্রয়োজন নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ছয় লক্ষ টাকা দ্বারা তিনি রেবেণিউবোর্ড ও রেবেন্সা সাহেব দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার মানস করেন। কিন্তু মার্চ্চ অবধি জুলাই পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষ কষ্টের আতিশয্য হয়, এবং প্রত্যহ শত শত লোক "অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছিল।" সর্ব্বসাধারণে যখন দেখিলেন, লেপ্টনেন্ট গবর্ণরের দ্বারা কিছু হইবে না, তখন কলিকাতার সভার অধ্যক্ষ হগ সাহেব কার্য্যতঃ রেবেণিউ বোর্ড ও গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সাহায্যের কাজ সভার হস্তে আনিলেন। এ সময়েও লেপ্টনেন্ট গবর্ণর স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগকে সভার মতে কাজ করিতে দেন নাই। এ প্রতিবন্ধকতার জন্য বিশেষ অসুবিধা ঘটে। হগ সাহেব লণ্ডনের লার্ড মেয়রের নিকটে সাহায্যের জন্য টেলিগ্রাম করেন। লার্ড মেয়র তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কয়েক দিবসের মধ্যে অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা আসিত। কিন্তু সর সিসিল বীডন বলেন, সাহায্যের প্রয়োজন নাই, লণ্ডনে চাঁদা হইল না!! সেই চাঁদার জন্য এক্ষণে পুনর্ব্বার প্রার্থনা করা হইয়াছে। গবর্ণর জেনরল এবার নিজে প্রার্থী, কিন্তু যথাসময়ে হইলে কত জীবন রক্ষা পাইত। দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা যচকে কষ্ট দেখেন, তাহাতেই সাহায্য চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সর সিসিল বীডন বারাকপুরে বসিয়া ভিন্ন

রূপ দর্শন করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তাঁহার কেবল ঔদাসীন্য নহে, ইহাতে প্রতিবন্ধকতা প্রকাশ পাইয়াছে। এজন্য তিনি সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি বলেন, "আমার যত দূরসাধ্য করিয়াছি, আমার চেষ্টায় আর এক জনেরও প্রাণরক্ষা হইত না।" লণ্ডনে চাঁদা হইলে কি তাহা হইত না? এ জন্য অভাব পক্ষে বিংশতি সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এদোষ কাহার? সর সিসিল বীডনের আর এক দোষ এই, যে সাহায্য বিতরণের জন্য তিনি যথেষ্ট লোক দেন নাই। মাকনীল সাহেবকে বিশেষ মাজিষ্ট্রেট করিয়া বালেশ্বরে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু কটকের মাজিষ্ট্রেট বারংবার দুই জন ডেপুটী কালেক্টর প্রার্থনা করিয়া পান নাই। বারলো সাহেব উৎকলের অবস্থা উত্তম জানিতেন। কটকের কালেক্টরের সে গুণ ছিল না। ইহার উপর তাঁহার হস্তে বিচার ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিস্তর কাজ দেওয়া হয়। তিনি এক জন সহকারী মাজিষ্ট্রেট পান বটে, কিন্তু এক জন ডেপুটী কালেক্টর স্থানান্তরিত হন। সর্ব্বসাধারণ বারংবার বলেন, এক জন উপযুক্ত তত্ত্বাবধারককে কটকে প্রেরণ করা উচিত। কিন্তু তাহা বৃথা হয়। বালেশ্বরে বিস্তর লোক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করেন। যে কয়েক জন এতদ্দেশীয় চিকিৎসক প্রেরিত হন, তাঁহারা যথোচিত কৃতি করিতে সমর্থ হন নাই। এ বিষয়ে এই বলিলে যথেষ্ট হইবে, লেপ্টনেন্ট গবর্ণর ইহার সমর্থন করিতে গিয়া অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

সর সিসিল বীডন সংবাদ পত্রের বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমরা এই মাত্র বলি ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার [illegible] যে কথা বলা হইয়াছে তাহাতে [illegible] পরোচিত গাম্ভীর্য্যের বিপ[illegible] প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার মিনিটের সর্ব্ব স্থানে গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হয়, কিন্তু সংবাদ পত্র লইয়া কথা হইবা মাত্র তিনি তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, সংবাদ পত্রসমূহ তাঁহাকে যথাসময়ে সংবাদ দেন নাই, এ জন্য তিনি ইংলিসম্যান, পেট্রিয়ট, ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ বিষয়ে উক্ত পত্রসমূহের সম্পাদকেরা উত্তম প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। সোমপ্রকাশ প্রথমতঃ সংবাদ দেন, তাহা তিনি স্বীকার করেন কিন্তু ইহাকে যখন বার্ত্তা শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রস্তাব করা হয়, তখন যে বিশেষ বিপদ ঘটিয়াছে এটি যে তিনি বুঝেন নাই এই বড় আক্ষেপ।

সর সিসিল বীডন দারজিলিঙে পীড়ানিবন্ধন গমন করেন, পীড়া হইলে কোন ব্যক্তিকে খাটান অনুচিত, এ জন্য আমরা তাঁহার দোষ দিতে চাহি না। কিন্তু বিপদ পড়িলে যদি শাসনকর্ত্তা অশক্ত হন, তবে অন্যের হস্তে সে ভার দেওয়া উচিত। বিদ্রোহের সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টনেন্ট গবর্ণর এক দিনের জন্য পীড়িত হন, তথাপি ঐ দিবস পরয়ানা দ্বারা আপনার কার্য্যের ভার অন্য হস্তে দেন। বিপদের সময়ে শাসনকর্ত্তার উপস্থিত থাকা অতিশয় আবশ্যক, তাঁহার কথা ও উৎসাহে অনেক কাজ হয়। লেপ্টনেন্ট গবর্ণর নিজে সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া চাঁদা করিলে দশ টাকার স্থানে ২০ টাকা আদায় হইত, যাঁহারা এতদ্দেশীয়দিগের স্বভাব জানেন, তাঁহারা এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। পারিসের ওলাউঠার সময়ে সম্রাট নেপোলিয়ন ও রাজ্ঞী [illegible] চিকিৎসালয়ে গমন করিয়া উৎসাহ দেন। সর সিসিল বীডনের সম্রাট নেপোলিয়নের সহিত তুলনা হয় না, এ দুই জনের পার্থক্য অনেক, তথাপি তাঁহার কিঞ্চিৎ সমদুঃখ থাকিলে তিনি নিজে উৎকলে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন সন্দেহ নাই। অসময়ের কাজই এই। তিনি এক স্থলে বলেন "যখন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হয়, সে সময় ব্যতীত আর সকল সময়ে বঙ্গদেশের শাসন দারজিলিঙে থাকিয়া চলে।" সর সিসিল বীডন স্বপ্ন দেখিতেছেন। রিপোর্ট শ্রবণ ও পত্রে স্বাক্ষর করিয়া যাবদবধি কোথায়ও চলে, সে স্থান বঙ্গদেশ নহে। এখানে গবর্ণর জেনরলের ন্যায় এক জন শাসন কর্ত্তার প্রয়োজন। উৎকলের দুর্ভিক্ষের ন্যায় ঘটনা যেখানে সেখানে হইলেও শাসন কর্ত্তার কষ্টের স্থানে উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য। সর সিসিল বীডন তাহা না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। অস্বার্থপর শাসনকর্ত্তা হইলে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিয়া প্রাণ দিতেন। যাঁহার শরীর রক্ষার উপর এত মায়া, তাঁহার অন্ততঃ কার্য্যভার অন্য হস্তে দেওয়া উচিত ছিল।

অতিশয় দুঃখের সহিত সর সিসিল বীডনের বিরুদ্ধে বলিতে হইল। তাঁহার বৃদ্ধ দশায় এমত কলঙ্ক হয় ইহা কাহারও ইচ্ছা নহে, কিন্তু তিনি যে দোষ করিয়াছেন তাহা আমরা অপলাপ করিতে পারি না। তাঁহার সমর্থন সমর্থনই নহে। ইহার একটী বাক্য যদি তাঁহার [illegible] করিত, আমরা আহ্লাদ সহকারে তাহার অনুমোদন করিতাম। তিনি [illegible] [illegible] কাজ হইত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই, [illegible] [illegible] [illegible] করা [illegible]।

[illegible] লিখিয়াছেন।

[illegible]

সভাস্থান পুষ্পমালা ও উজ্জ্বল দীপ দ্বারা সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় সভার বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিয়া কার্য্যারম্ভ করিলে, শ্রীযুক্ত বাবু শশিশেখর গোস্বামী সংস্কৃত এবং বাঙ্গলা ভাষাতে সভার উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন। তদনন্তর সভ্য এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র দত্তের বক্তৃতার পর সভা ভঙ্গ হইল।

এই সভাটি অতি সামান্য রূপে সংস্থাপিত হয়। ১৮৬৬ সালের অক্টোবর মাসে শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ ঘোষ নামক এক জন ব্রাহ্ম এখানে আগমন করেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি সাধনার্থ "গুডউইল ফ্রেটার্নিটি" নামক একটী সভা স্থাপন করেন। কিন্তু এখানে এরূপ সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া বড় সহজ কথা নয়। সভ্যের সংখ্যা অতি অল্প হইল। এবং প্রায় সকলেই ব্রাহ্ম সমাজ বলিয়া এই সভার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে বারাণসী এবং জয়নারায়ণ কালেজের কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্র ইহার সভ্য হইলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র দত্ত সভাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন। ইঁহারা কাশীতে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্থাপনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই এবং এরূপ সমাজ স্থাপনে বিশেষ উপকার হইবে না বিবেচনা করিয়া সভার নিয়মের এবং কার্য্যের অনেক পরিবর্ত্তন করিলেন। সেই অবধি সভাটি দিন দিন উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে এবং সভ্যের সংখ্যাও অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। এখন কাশীতে এ একটী প্রধান সভা।

বিজয় নগরের রাজা স্বীয় পরিবার ও সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়াছেন। ইঁহাদের গমনে অনেক লোক দুঃখিত হইয়াছে এবং কাশীর দক্ষিণ দিক প্রায় শূন্য দেখাইতেছে।

সম্প্রতি [illegible] সাহেব ডিউক এখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের জজ সাহেবের বাটীতে এক রাত্রি যাপন করিয়া এলাহাবাদে গমন করিয়াছেন।

১৩ ই জানুয়ারি [illegible] এক জন ডাকাতের ফাঁসি হইয়াছে। এই দুর্বৃত্ত [illegible] করিত। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে।

এখানে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইতেছে। ইহাতে অসময়ের শস্যের বিশেষ উপকার হইবে।

বিবিধ সংবাদ

১৬ই মাঘ সোমবার।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দুই জন জেলার জজ অক্ষমতা নিবন্ধন পদচ্যুত হইয়াছেন। তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয় ইঁহাদিগের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিয়াছিলেন। একটি সুলক্ষণ। কিন্তু যত দিন পৃথক বিচারপতিশ্রেণী না করা হইতেছে তত দিন যথার্থ কাজ হইবে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের যাবতীয় বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৩ জন প্রথম শ্রেণীতে, ২২ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এবং ১৮ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে বঙ্গদেশের প্রাধান্য বহুকাল থাকিবে।

এমত জনশ্রুতি শুনিয়াছি [illegible] সাহেবের এক জন [illegible] হইয়াছেন।

পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। ইনি গবর্ণর জেনারেলের বাটীতে আছেন।

দুর্ভিক্ষ কমিসন ফেব্রুয়ারির প্রারম্ভে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবেন। যে সকল কর্ম্মচারী দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহাদিগের জবানবন্দী লওয়া হইবে। কয়েক জন এতদ্দেশীয় জমীদারকে এ সময়ে আহ্বান করা উচিত।

দিল্লী গেজেট বলেন, রুষিয়গণ বোখারার রাজাকে বলিয়াছেন তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত রুষিয়গণ বোখারার নিকটে এক শিবির স্থাপিত করিবে। রাজা এ নিয়মে সম্মত না হন ত যুদ্ধ চলিবে। আবদুল খাঁর এক দূত রুষিয়দিগের সহিত সন্ধি করিতে গমন করিয়াছেন। বোখারার ন্যায় কাবুল সহজে হস্তগত হইবে না, হস্তগত করিতে গেলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই হস্তার্পণ করিতে বাধিত হইবেন। ১৮৫৫ অব্দে দোস্ত মহম্মদ খাঁর পুত্র হায়দার খাঁ যে সন্ধি করেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে কাবুলের স্বাধীনতার এক প্রকার জামীন হইতে হইয়াছে।

মহীসুরের বিচার সংক্রান্ত কমিসনর তত্রত্য বিচারালয়ের ওকালতীর নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা উপযুক্ত পরীক্ষকদিগের নিকটে প্রকাশ্যরূপে ওকালতী পরীক্ষা সনন্দ পাইয়াছেন তাঁহারা বিনা পরীক্ষায় মহীসুরে উকীল হইতে পারিবেন।

[illegible] খাল খনন ও জল সেচন প্রণালীর তত্ত্বাবধারণ জন্য পবলিকওয়ার্ক বিভাগের অধীনে কর্ণেল ক্রোফ্‌ট "জল সেচনের প্রধান পরিদর্শক" উপাধি পাইয়া নিযুক্ত হইয়াছেন। কর্ণেল ক্রোফ্‌ট ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার কার্য্যারম্ভ করিবেন।

পুলিসের ইনস্পেক্টর জেনেরল সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে চম্পারণের মাজিষ্ট্রেট বিসন সাহেবের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করেন, তত্রত্য পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে এক পত্র লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট ইনস্পেক্টর জেনেরলের নিন্দা করিয়াছেন। লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পুলিসের মাজিষ্ট্রেটের সহিত যে সম্বন্ধ আছে সে বিষয়ে বিসন সাহেবের ভ্রম হয় নাই, কিন্তু তাঁহার পত্রের ভাষা "অতিশয় দূষণীয়।"

১৭ ই মাঘ মঙ্গলবার।

লাহোর ক্রণিকেল বলেন, শিয়ালকোট ও মিয়ানমিয়ারে দুইটী দুর্গ নির্ম্মিত হইবার আজ্ঞা হইয়াছে। তিনি বলেন শিয়ালকোটে দুর্গ আবশ্যক বটে, কিন্তু মিয়ানমিয়ারে ইহা করা নিতান্ত অপব্যয়, যেহেতু দিল্লী হইতে লাহোর এবং লাহোর হইতে করাচি পর্য্যন্ত রেলওয়ে হইলে দুর্গের প্রয়োজন থাকিবে না। দুর্গ নির্ম্মাণ বিষয়ে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিশেষ জিদ হইয়াছে।

উক্ত পত্র আরও বলেন, পঞ্জাব জয় করিবার পূর্ব্বে শীকদিগের সহিত যে যে স্থানে যুদ্ধ হয়, সেই সেই রণক্ষেত্রে এক একটী স্মরণার্থ স্তম্ভ হইবে।

পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, পঞ্জাবের পুলিস ঘটিত কয়েকটী লজ্জাকর বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অনুসন্ধান আবশ্যক। পঞ্জাবের শাসন প্রণালীর বিষয়ে সরকারি যত উত্তম রিপোর্ট হউক না কেন, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ জানেন উক্ত প্রদেশ অতি মন্দরূপে শাসিত হয়।

ইংলিসম্যান বলেন, রামপুরের নবাব পীড়িত হইয়া গত কল্য কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধিত হইয়াছেন।

উক্ত পত্র কুলিরক্ষক মার্শাল সাহেবের বিরুদ্ধে পুনর্ব্বার এক প্রস্তাব লিখিয়াছেন। পূর্ব্বে মার্শাল সাহেব পদচ্যুত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে দুই খানি পত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। মার্শাল সাহেব পূর্ব্বে কি ছিলেন সে কথা হইতেছে না, এক্ষণে তিনি স্বকর্ত্তব্য উত্তমরূপে করিতেছেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইল। চা-করেরা এই কর্ম্মচারিকে দূর করিবার চেষ্টা পাইয়া আপনাদিগের ক্ষতি করিতেছেন। এতদ্দেশীয় কুলিগণ মার্শাল সাহেবকে যথার্থ "রক্ষাকর্তা" বলিয়া জানে।

ডাক্তর আওয়ার্দন, কেয়ার, ইওয়াট, মাকনামারা, কলিস ও পাট্রিজ এবার মেডিকাল কালেজের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট যাবতীয় টেলিগ্রাফ ক্রয় করিয়া তাহা পোষ্টআফিসের সহিত একত্রিত করিবার মানস করিয়াছেন। টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে ক্রয় করা গ্লাডষ্টোন সাহেবের প্রস্তাব

ডিউক অব আলেজন পেশোয়ারে গমন করিয়াছেন। লাহোরে তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিবার উদ্যোগ হয়, কিন্তু রাজকুমার গোপনে ভ্রমণ করিতেছেন বলিয়া সাধারণ সম্মান লইতে স্বীকৃত হন নাই।

ক্লে সাহেবকে বঙ্গদেশের লেপ্টেনণ্ট গবর্নর করা উচিত কি না, ইহা লইয়া তর্ক হইতেছে। ক্লে সাহেব নিশ্চয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইবেন। কিন্তু তিনি সিবিল বীডসের কার্য্যে আমাদিগের সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্তার উপর অভক্তি হইয়াছে।

১৮ ই মাঘ বুধবার।

গত কল্য হাওড়া লাইনে একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক হত হইয়াছে। পূর্ব্বে আরো কয় বার হত্যা হইয়াছে। বোধ হয় লাইনের ভাল তত্ত্বাবধান না থাকাতেই এরূপ ঘটনা হইতেছে। যাহাতে তত্ত্বাবধানের ভাল নিয়ম করা হয় করা কর্ত্তব্য।

বিবি জেকবার নামে এক স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর নামে জাল করিয়া আগরা ব্যাঙ্ক হইতে প্রায় ৮০০০ টাকা বাহির করিয়া লয়। এক্ষণে তাঁহার প্রকাশিত হওয়াতে স্ত্রীলোকটীর নামে নালিশ হয়। সে ইতিমধ্যে পলায়ন করাতে সাক্ষী কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি অনুসারে তাহাকে ধৃত করিয়া আনা হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেসিয়নে সমর্পণ করিয়াছেন। এই মকদ্দমাটি বিশেষ শোচনীয়।

বোম্বাই গেজেট বলেন, ১৯ এ ফেব্রুয়ারির বাটল ফ্রিয়ার বোম্বাই ত্যাগ করিবেন। ১৫ ই নূতন শাসনকর্ত্তা আসিবেন। কিন্তু সচরাচর যে নিয়ম আছে তাহার বিরুদ্ধে সর বাটল ফ্রিয়ার যত দিন থাকিবেন, তত দিন শাসনদণ্ড ধারণ করিবেন।

আগরা ব্যাঙ্কের কার্য্য শীঘ্র পুনরারম্ভ হইবে, ইংলণ্ডের বাইস চান্সেলর উক্ত আজ্ঞা দিয়াছেন। ব্যাঙ্কের মহাজনেরা আপাততঃ এক এক অংশ পাইবেন, ইহার শতকরা পাঁচ টাকা সুদ দিবে। ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি হার্বেস সাহেব বোম্বাইয়ের শাখা ব্যাঙ্কের কার্য পুনরারম্ভের [illegible] করিয়াছেন।

টাইম্স অব ইণ্ডিয়া বলেন, গত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই হইতে ২,২৯,৫৫০ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছে।

১৯ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

মিলীগেজেট আশঙ্কা করিয়াছেন এবার পঞ্জাবে ফসল হইবে না। তথায় দুর্ভিক্ষ না হউক, বিশেষ অন্নকষ্ট হইবে।

মাল্রাজ টাইমস বলেন, তত্রত্য মিউনিসিপালিটি গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন অন্য অন্য সম্ভ্রান্ত লোকের ন্যায় কর্ণাট রাজবংশীয়দিগকেও মিউনিসিপাল আইনের অধীনস্থ করা উচিত। মিউনিসিপাল কেন? যাবতীয় আইনের অধীনস্থ করা উচিত। এ বিষয়ে কাহারও অভিমান করা অনুচিত।

১ লা এপ্রেলের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ রেলওয়ে খোলা হইবে না। রাস্তা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কয়েক দিবসাবধি একখানি কল তাহা দিয়া যাইতেছে। কিন্তু কোন স্থানের রেল পরিবর্ত্ত আবশ্যক হওয়াতে বিলম্ব পড়িল।

৫ ই ফেব্রুয়ারি আগরায় একটী কুকুর প্রদর্শন হইবে। ৬০০ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার আছে। এ প্রদর্শনটী কি কৃষিকার্য্যের উন্নতি নিমিত্ত হইতেছে?

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতি সর চারলস সার্জেণ্ট অনেক দেউলিয়ার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ইহারা অংশের খেলা খেলিয়া দেউলিয়া হইয়াছেন।

গত বি, এ, পরীক্ষায় ১৪১ জন পরীক্ষার্থির মধ্যে ৬০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে, ২৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে, এবং ২২ জন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২০ এ মাঘ শুক্রবার।

চীন হইতে সংবাদ আসিয়াছে, অনেক বিদ্রোহী হাঁকাউ নগর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। সর হারি পার্কস যখন সিংহলে যাইয়া অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন, তখন এক জন ইয়াকুইন অসমসাহস সহকারে তাঁহার পথ রুদ্ধ করে। টোকিয়ো জাপানের টাইকুন হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন। বিদেশীয়দিগের সহিত সংস্রব বৃদ্ধি করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করা তাঁহার রাজনীতি হইবে, যদি তাহারা তাঁহার সহায়তা না করেন, তবে তিনি সর ত্যাগ করিবেন। ইয়াকো, হাবার নিকটে পুনর্ব্বার আগুন লাগিয়াছিল। জেডোনগরের দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত বাটী দগ্ধ হইয়াছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের দক্ষিণ ডিকাপের ১৯ জন দোকানদার কম মাপ ও বাটখারা রাখাতে আপনাদিগের জরিমানা হইয়াছে। পূর্ব্ব রোমের কারবারীদিগের দণ্ডকাল সর্ব্বত্র সর্বদা।

২১ এ মাঘ শনিবার।

৩০ এ জানুয়ারি জবলপুরের প্রদর্শন বন্ধ হইয়াছে। কয়েক দিবস প্রধান কমিশনর এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। নাগপুরের ন্যায় এখানেও উত্তম পশু প্রদর্শিত হয়। নাগপুর বাসী এক ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম এক বৃষ প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার পান। মেষ, ছাগল ও গৃহপালিত পক্ষীর জন্য যে সকল পুরস্কার দেওয়া হয়, তাহা প্রায় ইউরোপীয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের খামার একটী প্রকাণ্ড বকনা প্রথম পুরস্কার লাভ করে। মিশেল ও টমসন কোম্পানি উত্তম কল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আঞ্জারের বিখ্যাত একশ্রেণীয় অনেক জমীদার সে সকল ক্রয় করিয়াছেন। চাঁদবিভাগের এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তি বিবিধ কল প্রদর্শন করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন। জবলপুরের এক জন এতদ্দেশীয় এক উত্তম গালবসিংহাসন করাতে তাঁহাকে কমিশনরের পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এতদ্বিধ ধাতু প্রদর্শন করিয়া অনেকে পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহাদিগের অধিকাংশ এতদ্দেশীয়, উৎসাহ দিলে এখানকার শিল্পও উন্নতিলাভ করিতে পারে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই জানুয়ারি। আমেরিকার মহাসভা সভাপতির কত দূর ক্ষমতা তাহা স্থির করিবার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। জনসন কাফি বিসাকে প্রতিনিধি মনোনীত করিবার ক্ষমতা দিবার আইনের প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন এজন্য তাঁহার বিচার করা মহাসভার উদ্দেশ্য। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ওয়াশিংটনস্থ ইংরাজ দূতকে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি আমেরিকার গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন উভয় জাতির দাওয়া স্থির করিবার জন্য তাঁহারা সালিসে স্বীকৃত আছেন কি না? পূর্ব্বে আলাবামাদিগের বিবেচনার বিষয় সকল স্থির হইবে। অবিস্ফোরা [illegible] আরও যেমন [illegible] সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হইয়াছে।

লণ্ডন ১৭ ই জানুয়ারি। [illegible] লেবারো বাইকার দেবরোও [illegible] করিয়া তাঁহার স্থলে [illegible] নিযুক্ত করিয়াছেন। [illegible] [illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible] ১৮ [illegible] ফেব্রুয়ারি [illegible] মহাসভা [illegible] [illegible]

শেষ জাতির আইন অনুসারে কার্য্য করিবার উত্তেজনা করিয়াছেন।

কাঁকাকার নীরা উত্তমরূপে রক্ষিত হইতেছে। দুইটা বুক হইতে জাপানের নৌকা কয়েক বাক্স কাহার সকল জ্বালিয়ে দমন করিয়াছে। ১১ জানুয়ারি কিওটার প্রাচীর বিশ্লেষে আগুনে নষ্ট করিয়াছে। গরাটের (করাণী) বক্তৃতা শান্তিসূচক।

আমরা হইতে ১৭ ই নবেম্বরের লিখিত এক আত্মসমর্থন পুস্তক পালমাল গেজেটের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সর উইলিয়ম মানসফিল্ড ইহা নিজে লিখিয়াছেন; কি জন্য কাবেন বর্মিলে নিরূপিত আদালতে সমর্পণ করা হয় নাই, পুস্তকে তাহার কারণ লিখিত হইয়াছে। মানসফিল্ড বলেন তিনি ইহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু জজ আডবোকেট জেনরলের প্রতিবন্ধকতা আর করিতে সমর্থ হন নাই। পালমাল গেজেট বিবেচনা করেন সর উইলিয়ম মানসফিল্ডের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হইয়াছে।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জয়পুরে ধর্মনির্ণয় সভা।

জয়পুরাধীশ মহারাজ রামসিংহ বাহাদুর স্বীয় নিকটস্থ পণ্ডিত সমভিব্যাহারে করিয়া এক ধর্ম্ম নির্ণয় সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। ঐ সভা পণ্ডিতগণ দুই প্রহরের পর তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত উপবিষ্ট হইয়া, বেদ ও মন্বাদি সংহিতা শাস্ত্রে যাহা সনাতন ধর্ম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহারই নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন। যে সকল বিষয় সভানিষ্ঠ হইতেছে, তাহা মহারাজের গোচর করিলে তাহা শাস্ত্রানুসারী বটে না বটে ইহা তিনি স্বয়ং নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি করিলে, ঐ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হয়। আমাদের ধর্ম ও আচারের যে যে সনাতন ধর্ম তাহাই নির্ণীত হইতেছে।

এই প্রদেশে রামানুজ, মাধ্ব, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য্য এই চারি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব [illegible] সেই সকল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

লিখিত তাৎপর্য্যের আট প্রকার প্রশ্ন ও অন্যান্য ওর প্রকার প্রশ্ন করিয়া প্রেরণ করেন। তাহার মূল তাৎপর্য্য এই—

ঐ সম্প্রদায় চতুষ্টয় কত দিন অবধি হইয়াছে ও তাহার মূল কোন্ শাস্ত্র? ঐ ঐ আচার সকল কি আর্য্যের ধর্ম্ম? শূদ্রাদি বৈরাগ্যাশ্রম কোন্ প্রমাণানুসারে? শূদ্রেরা বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিলে তিনি শালগ্রাম ও বিগ্রহাদি পূজা করেন কোন প্রমাণে? বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করিলে তিনি শ্রীসংস্পর্শ ও অসংস্রব করেন কোন প্রমাণে? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি সকল বর্ণ ঐ মত অবলম্বন করিয়া এক পংক্তিতে ভোজন করেন কোন প্রমাণে? এবং শূদ্র কর্ত্তৃক পক্ব অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে ও ব্রাহ্মণেরা ভোজন করেন কোন প্রমাণে? শূদ্র শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া [illegible] কৃষ্ণাদি [illegible] [illegible] নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া বিতরণ [illegible] কোন প্রমাণে? ত্রিকাদিতে সন্ধ্যা ও মুদ্রা ধারণ যে করা হয় তাহা কোন্ প্রমাণে? ব্রাহ্মণ যে গুরু আদি শিষ্য হন তাহা কোন্ প্রমাণে? শিব ও বিষ্ণু ভেদ জ্ঞান করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও তাহা করে কোন্ প্রমাণে? স্বমতে বল্লভাচার্য্যের সম্প্রদায় আত্মসমর্পণ এক আচার প্রচলিত আছে তাহাতে এই নিবেদন—শিষ্যগণ গুরুকে আত্মসমর্পণ করেন এবং গুরুও তাঁহাদের অঙ্গস্পর্শ করেন তাহা কোন্ প্রমাণে? রামানুজ সম্প্রদায়ক এক তপ্ত মুদ্রা নিবেশ দীক্ষা করিয়া থাকেন? তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্ম রাখিলেও [illegible] কি প্রকারে? বল্লভাচার্য্য বিবাহের [illegible]। তৎপ্রচারিত ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণের কিরূপে গ্রাহ্য হয়?

এই সকল তাৎপর্য্যে উক্ত সম্প্রদায়ী লোকের নিকট প্রশ্ন করিলে তাঁহারা এক এক উত্তর প্রেরণ করেন। তাহাতে সকল বিষয়ের সমাধান নির্ণীত হয় নাই। অন্যত্র কুলাবন নিবাসী রাজা পুরুষ মতপুরাশী এক পণ্ডিত দুরভিসন্ধিক্রমে এক [illegible] রচনা করিয়া ঐ চতুর্ব্বিধ [illegible] প্রকার [illegible] উত্তর দেন। ঐ উত্তর প্রাপ্ত হইয়া সভাসদেরা তাহা দেখিয়া আনন্দ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন, এবং [illegible] [illegible] [illegible] বিধর্ম্মি [illegible] ধর্ম তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া ঐ সকল [illegible] নিশ্চয় করিয়া আমার

সভাসদদিগের প্রতি ঐ গ্রন্থের প্রত্যুত্তর করিতে অনুমতি করিলে তাঁহারা [illegible] এক খানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাহা আর্য্য যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

অনন্তর মহারাজ আপন সভাসদদিগের প্রতি ঐ সকল সম্প্রদায়ী ধর্ম্মের সমুদয় যা নির্দ্দিষ্ট আছে নির্ণয় করিবার জন্য আদেশ করিলে তাঁহারা বেদ ও মন্বাদিসংহিতাতে অথবা প্রামাণিক কোন শাস্ত্রে ঐ সকল ধর্ম্মের প্রমাণ না পাইয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট নির্ণয় করিলেন।

গত বৈশাখ মাসে মহারাজ আপন অধিকারে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে সম্প্রদায়ী ধর্ম্ম অশাস্ত্রীয় ইহা ধর্ম্ম নির্ণয় সভা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। অতএব ঐ সকল ধর্ম্মে যে সকল অনাচার হইয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত সকলের করা উচিত। এই ঘোষণা প্রচারিত হইলে অনেকেই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঐ সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিলেন। এই সময়ে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ী লোকেরা মহারাজের প্রতি বিজ্ঞাপন করে যে আমরা অন্যান্য পণ্ডিত দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিব। তাহাতে রাজা সম্মত হইয়া এই আজ্ঞা দেন যে ধর্ম্ম নির্ণয় সভার পাঁচ জন পণ্ডিত ও সম্প্রদায়ীদের পক্ষের দশ জন পণ্ডিত ও উভয় বাদী সম্মত মধ্যস্থ পাঁচ জন পণ্ডিত থাকিয়া যাহা নির্ণীত হইবে তাহাতে যদি সম্প্রদায়ী ধর্ম্ম প্রামাণিক শাস্ত্রানুসারী হয়, তবে সেই মত আচরণ করিতে পারিবে নচেৎ অপ্রমাণ হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। সম্প্রদায়িগণ এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দিলে দেশ দেশান্তর হইতে পণ্ডিত আনাইয়া কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই মত স্থিরীকৃত হইলে সম্প্রদায়ীদিগের নিকট প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিতে পাঠান হয়। তাহারা কোনক্রমে স্বাক্ষর করে না। কেহ কেহ বা সে স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইল।

এই সময়ে সম্প্রদায়ী লোকেরা মহারাজের প্রতি শৈবধর্ম্ম পক্ষপাতী, বেদ বৈষ্ণবধর্ম্ম উচ্ছেদ করণরূপ দোষারোপণ করিয়া প্রজাদিগের ধর্ম্ম বিনাশ করিতেছেন বলিয়া গবর্ণমেণ্টে অভিযোগ উপস্থিত করে। গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ের তদন্ত করিবার ভার রেসিডেণ্ট সাহেবের উপর অর্পণ করেন এবং মহারাজের নিকট কৈফিয়ত তলব করেন, তাহাতে মহারাজ আপন কৈফিয়তে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিয়া পরিশেষে এই লিখেন যে সম্প্রদায়ী লোকদিগের প্রতি এক এক দেবালয়ের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহার্থ বহুমূল্য ভূমি সকল রাজ সরকার হইতে [illegible]

নিয়োজিত হয় ও দেবসেবা উত্তমরূপে হয় ইহা আমার নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহাতে যে প্রকার তাঁহারা শূদ্র সংসর্গাদি দ্বারা দেবসেবা দূষিত করিতেছেন ও দেব নৈবেদ্য যে বিপ্রসাৎ না করিয়া শূদ্রসাৎ ও বিক্রয় করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অসদাচার। সুতরাং ইহার সংশোধন জন্য বিশেষতঃ বল্লভাচারীদের আত্মসমর্পণরূপ যে অত্যন্ত কুৎসিতাচার আছে, যাহাতে বোম্বাই প্রদেশে এক মকদ্দমা উপস্থিত হইয়া বিলাত পর্য্যন্ত তুমুলকাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহার বিপক্ষে গুরুর অত্যাচার নামে এক খানি ইংরাজী পুস্তক লিখিত হইয়াছে, ঐ কুৎসিতাচার সংশোধন জন্য আমি এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছি। এইরূপ এক পত্র লিখিয়া অবশেষে গত আগরার দরবারে গবর্ণর জেনেরল সমক্ষেই স্বয়ং ঐ বিষয় জানাইবাতে গবর্ণর জেনরল এই অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে রূপ অত্যাচারের দণ্ড না করিয়া তুমি কুরীতি সংশোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। অতএব এ বিষয়ে আমাদের হস্তক্ষেপের আবশ্যকতা নাই। গবর্ণর এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া সম্প্রদায়ীদিগের কতকগুলি পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, মধ্যে প্রধান দোষী বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ী গোকুলেশ্বর স্বামী নামে গোস্বামী আপন দেশ ছাড়িয়া বিকানিরের রাজধানীতে পলায়ন করিয়াছেন। ঐ মহারাজের অদ্যাপিও জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন হয় নাই বলিয়া তাঁহাকে [illegible] পূর্ব্বসংস্কার বশতই আশ্রয় দিয়াছেন। এ স্থানেও কিছু দিনের মধ্যে ঐ অত্যাচার প্রকাশিত হইলে আবার দূরীকৃত হইবেন।

সম্প্রদায়ী লোকেরা অন্য কোন প্রকার উপায় না পাইয়া নানা স্থানের রাজপুত ও ব্রাহ্মণদিগকে এই ঘোষণা করিয়া দিতেছেন যে জয়পুরের রামসিংহ শৈবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া আমাদের বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎপাত করিতেছেন। কিন্তু পাঠকগণ এই সকল বৃত্তান্ত আমূলত অবগত হইলে জানিতে পারিবেন যে মহারাজ শৈবধর্ম্ম [illegible] কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন নাই, কেবল ন্যায় বিচারাধীন হইয়াই এই কার্য্য করিতেছেন।

সম্প্রতি ঐ স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের [illegible] মহারাজের অভিমত যে প্রতিজ্ঞা পত্র তাহাতে স্বাক্ষর না করিয়া এক অভিমত [illegible] প্রস্তুত করিয়া পাঠান, তাহাতে এই লিখিত হয় যে উভয়পক্ষের ভিন্ন ভিন্ন [illegible] বিচার হইবে, বিষ্ণু ও শিব এই উভয়ের স্বয়ম্প্রতিপত্তি উৎকর্ষ ও অপকর্ষের ন্যূনতা বা উৎকর্ষ বিবেচিত হইয়া যাহা স্থির হইবে তাহা উভয় পক্ষকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু শৈবধর্ম্মের কোন মহান্ত যদি স্বাক্ষর না করেন, তাহাতে কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহান্তও স্বাক্ষর করিবেন না। অর্থাৎ কুম্ভকর্ত্তা ব্যক্তিকে অপরের সহিত তাঁহারা প্রতিজ্ঞাপত্র বা নির্ণয় পত্রে স্বাক্ষর করিবেন না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র আসিলে মহারাজ পুনর্ব্বার ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন যে শৈব বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ আমার বিচার্য্য নহে। সম্প্রদায়ী লোকের যে সকল অনাচার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সমূলে নির্ম্মূল হয় ইহাই আমার অভিপ্রায়। অতএব [illegible] পূর্ব্বমত দিবে কি না? যদি এক মাসের মধ্যে না পাওয়া যায় তবে সম্প্রদায়ীদিগকে বর্ণাশ্রম বহিষ্কৃত বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

শ্রী[illegible]

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! জেলা নদীয়ার অন্তর্গত রাণাঘাট সবডিবিজনের ২ মাইল দক্ষিণ আড়ুলিয়া গ্রামের কতিপয় সজ্জন মহোদয় ব্যক্তির যথার্থ নিম্নলিখিত অনুতাপসূচক প্রস্তাবটী শ্রবণ করিয়া ভবদীয় সোমপ্রকাশে না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

সম্পাদক মহাশয়! উক্ত আড়ুলিয়া গ্রামের প্রায় ৩০। ৩৫ জন ভদ্রসন্তান মিলিত হইয়া সন ১২৭০ সালের পরে একটী সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। সকলেই প্রায় সমবয়স্ক, সকলেরই উন্নতি হয়, এবং যে যে উপায় করিলে গ্রামটিকে সভ্য শ্রেণী মধ্যে গণনীয় করা যায়, ইহাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিশেষত প্রতি সপ্তাহে নীতি বিষয়ক প্রবন্ধ রচিত হইয়া সভ্যগণ কর্ত্তৃক সভায় পঠিত হইত এবং ইহাদের মধ্যে পাপ হইতে বিরত থাকিয়া সত্য ও সদাচারের বশবর্ত্তী হইবার চেষ্টা অনেকেরই মনে বলবতী ছিল। বলিতে কি, যদি অনবরত কতিপয় বৃদ্ধ মহাশয় উক্ত সভার প্রতিবাদী না হইতেন এবং সভাটী নির্ব্বিঘ্নে এই রূপ কার্য্য চলিতে পারিত তাহা হইলে আড়ুলিয়া গ্রামের সভ্য মহাত্মাগণ অনেকেরই আদর্শ স্বরূপ হইতে পারিতেন এবং গ্রামের অনেক শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইত সন্দেহ নাই। সম্পাদক মহাশয়! দুঃখের বিষয় এই যে সভার সমস্ত সভ্যকে এক ভাবাপন্ন দেখিয়া বৃদ্ধ মহাশয়েরা যার পর নাই দুঃখিত হইলেন, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণপতি পুরন্দর প্রভৃতি একবাক্য হইয়া যেরূপ অসুর কুলের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন, ইহারাও তদনুরূপ সভ্যগণের অনিবার্য্য উদ্যম ও একাগ্রতাকে বিধ্বংস করিতে যত্নবান হইলেন। যাহাতে সমাজ না হইতে পায় ইহাই তাঁহাদের প্রধান অভিপ্রায় হইয়া উঠিল। যেরূপ সায়ংকালে গভীর অরণ্য মধ্যে একটী শিবারব শুনিবামাত্র অতিকষ্টে সমুদায় বিপিনবাসী শিবাগণের কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায় তদ্রূপ ইহাদের মধ্যে অনেকেই ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সম্পূর্ণ প্রতিবাদী হইয়া উঠিলেন। যে বাটীতে সমাজ ছিল, মন্ত্রণা করিয়া তথা হইতে সমাজ উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিতে না পারায় উক্ত সভার সভ্যদিগকে প্রহার করিতে মন্ত্রণা করিয়া সভার পরমোৎসাহী এক সজ্জন ব্যক্তিকে বিনাপরাধে মারিতে উদ্যত হইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন, পরিশেষে ও ব্যাপারে কেহই প্রকৃত বল ও সাহস অবলম্বন করিতে পারিলেন না, কারণ সকলেই পাঠকগণ! কাহারই অর্থ ব্যয় করিবার সামর্থ্য ছিল না। [illegible] যুবকগণের এইরূপ চমৎকার আচরণ দেখিয়া মানসিক উন্নতির আশা ভরসায় একেবারেই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এবং তদবধি সকলেই অন্যোন্যস্থ ও নিরাশ হইয়াছেন। সকলেরই মনে বিষাদ চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। উন্নতির আশা একেবারে বিলুপ্ত হইল দেখিয়া অনেকেই দূর দেশে গমন করিতেছেন। এক্ষণে কুসংস্কার প্রবীণেরা নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিতেছেন। [illegible]

করিয়াছিলেন। পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার বাটীর দরজায় দেবতাকে তাঁহার প্রতি দৈববাণী হইল, যদি তুমি অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক দেবতাদিগের সমীপে প্রণিপাত কর, তোমার দোষের ক্ষমা হইবে। তদনুসারে সে ব্যক্তি যথোপযুক্তরূপে পাদ বন্দনা করিলে তাহার দোষের ক্ষমা হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়! লোকে বলে কলিতে দেবতাগণ নিদ্রিত আছেন, কিন্তু দেখিলাম, তথায় দেবতারা সম্পূর্ণভাবে জাগ্রৎ।

একান্ত বশম্বদ

এক জন হিতৈষী পরিব্রাজক।

-•◆•-

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

সম্পাদক মহাশয়! আপনার ১৪ ই জানুয়ারির সোমপ্রকাশ পত্রে " চিরকালই সত্যের জয় দুষ্কর্মকারীদিগের দণ্ডই পরিণাম ফল " এই শিরোনামের প্রেরিত পত্র খানি পাঠ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কারণ আপনার পত্রপ্রেরক মহাশয় সাধারণের নিকট সুপরিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের মুহুরী বাবুকে অপদস্থ করবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে মুহুরী বাবু দুষ্কর্মকারী, অর্থাৎ প্রতি মাসেই পুলিস কর্ম্মচারিদিগের বেতন ও কনটিনজেন্সির টাকা হইতে হাওলাত শোধ বলিয়া অনেক টাকা কর্ত্তন করিয়া লইতেছিলেন দৈবাৎ তাহা ডেপুটী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের কর্ণগোচর হওয়ায় সাহেব মুহুরী বাবুকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন। আপনার পত্রপ্রেরক বিবেচনা করেন যে ঐ হাওলাত শোধ প্রকৃত হাওলাত শোধ নহে সুতরাং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব মুহুরী বাবুকে অর্দ্ধ দণ্ড দিয়া ইহার কিছু দণ্ড দেন, তজ্জন্য তিনি সাহেবকে অনেক অনুরোধও করিয়াছেন। এক্ষণে বিলক্ষণ বিবেচনা হইতেছে যে আপনার পত্রপ্রেরকের সহিত মুহুরী বাবুর পূর্ব্বাবধি শত্রুতা আছে, এজন্য পত্রপ্রেরক কেবল অমূলক অপবাদ দ্বারা মুহুরী বাবুর প্রতি বৈরনির্য্যাতনের চেষ্টা পাইতেছেন। যাহা হউক, মুহুরী বাবু তাঁহার আর পত্রোত্তর করিবেন না, তিনি যুক্তি তর্ক সংক্রান্ত, তজ্জন্য তিনি কিছু মাত্র দুঃখিত নহেন। বাস্তবিক সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব মুহুরী বাবুকে কিছু দিনের জন্য সস্পেণ্ড করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু একণে সুবিচার মতে তাঁহাকে খালাস দিয়া পূর্ব্ব পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। সস্পেণ্ডের কারণ এই যে, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব শুনিয়াছিলেন যে, উমেশচন্দ্র দত্ত নামক এখানকার এক জন পুলিস সবইনস্পেক্টর কতক গুলি সরকারি টাকা তহবিল তছরূপাত করিয়াছিলেন মুহুরী বাবু সে বিষয় অবগত থাকিয়াও উমেশচন্দ্র দত্তকে ধরিবার কোন বিশেষ উপায় করেন নাই, এই বলিয়াই সাহেব প্রথমতঃ মুহুরী বাবুকে সস্পেণ্ড করেন। পরে বিশেষ তদন্তে জানা গেল যে উমেশ দত্তের টাকা তছরূপাতের বিষয় মুহুরী বাবু গোপন করেন নাই। বরং তাহাকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু একটী বিশেষ কারণে উমেশ দত্ত হঠাৎ আত্মঘাতী হওয়ায় মুহুরী বাবু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং মুহুরী বাবু নির্দ্দোষ হইয়া সস্পেণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

পত্রপ্রেরক বলেন টাকা প্রাপ্তির হিসাবের সরকারি কাগজে হাওলাত শোধ বলিয়া উল্লেখ পূর্ব্বক মুহুরী বাবু অনেক টাকা আত্মসাৎ করিতেছিলেন। সম্পাদক মহাশয়! ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না, যেহেতু ইহা নিতান্ত অসঙ্গত ও বিচার বিরুদ্ধ, যদি হাওলাত শোধ বলিয়া কোন কাগজে লেখা থাকে তবে তাহা অবশ্যই হাওলাত দেওয়া টাকার পরিশোধ হইবে। কারণ এরূপ নির্ব্বোধ কেহই নাই যে উৎকোচ গ্রহণের সময় সাক্ষী রাখিয়া টাকা লয়। বিশেষতঃ সরকারি কাগজে (যাহা চিরকাল স্থায়ী) তাহাকে কোন প্রকারে উল্লেখ করে। ইহাও জানা যাইতেছে যে, এই ডিপার্টমেন্টে বাস্তবিক অনেকেই টাকা হাওলাত দেওয়া লওয়া করিয়া থাকেন। মুহুরী বাবুর বেতন যদিও ১৫ টাকা মাত্র কিন্তু ইনি এক জন ভদ্রবংশজাত ও পুরুষানুক্রমে ধনশালী ব্যক্তি, ডেপুটী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব মুহুরী বাবুর সচ্চরিত্রতার ও কার্য্যদক্ষতার বিষয় পূর্ব্বাবধি অবগত হইয়া বিশেষরূপ সন্তুষ্ট আছেন, বিশেষতঃ তিনি সুবিচারক। তিনি কখনই আপনার পত্রস্থ কাতর পত্রপ্রেরকের কথায় কর্ণপাত ও বিশ্বাস করিবেন না।

পত্রপ্রেরক আরো বলেন মুহুরী বাবু কেবল সাহেবকে হুজুর ও ধর্ম্মাবতার প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিশেষণ শব্দ দ্বারা ভূষিত হইতেছিলেন একণে তাহা রহিত হইল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি বাল্যকালাবধি ও তদ্বংশীয় অপর সকলেই পূর্ব্বাপর ঐরূপ বিশেষণ শব্দ দ্বারা ভূষিত হইয়া আছেন। বরং পত্রপ্রেরকও অনেক সময় ঐরূপ বিশেষণ শব্দ প্রয়োগ দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন। মুহুরী বাবু উক্ত বিশেষণ শব্দের বাচ্য বটেন, তবে আপনার পত্রপ্রেরকের তাহা অসহ্য হইল কেন?

পত্রপ্রেরক মুহুরী বাবুর জ্ঞাতি ভ্রাতৃগণ ভিন্ন পুলিসে প্রবেশ দ্বারা এতদ্দেশবাসিগণের যে কারণ প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা পত্রপ্রেরকের নিতান্ত ভ্রম ও ঈর্ষ্যা। বোধ করি, তিনি পুলিসে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত লোক নহেন। তবে মুহুরী বাবুর পরিচিত ব্যক্তিরা যদি পুলিসে প্রবেশ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা অবশ্যই যোগ্যপাত্র ও সচ্চরিত্র, কারণ ঐ সকল লোক সুবিচক্ষণ ডেপুটী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের দ্বারা মনোনীত হইয়াছেন।

২২এ জানুয়ারি।

১৮৭৭ সাল।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

আমাদিগের পল্লীগ্রামের দুরবস্থা বর্ণনাতীত। কোন কালে যে ইহার উন্নতি হইবে (অনেক দেখিয়া শুনিয়া) তাহার আর প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ যাহারা এসকল স্থানের ... তাহারা প্রায়ই কুসংস্কারাপন্ন নিঃস্ব। তবে ভূস্বামিগণ কিছু কিছু কৃপা কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিদ্যালয়াদি সংস্থাপন দ্বারা দেশের উন্নতিকল্পে যত্নশীল হইলে কালে কথঞ্চিৎরূপে শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ সে আশাতেও একরূপ জলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছি। বলিতে কি ইহারা আপন আপন জমীদারী (আমাদিগের অধিবাস স্থান) নীলকর ভুজঙ্গের ভীষণ হস্তে ন্যস্ত করিয়া প্রজার দুরবস্থার এক শেষ করিয়া তুলিয়াছেন। মহাশয়! ইহার উদাহরণ স্বরূপে নিম্নে যে প্রস্তাবটী লিখিলাম তাহাতেই আপনার এবং পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

আমরা * * * নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু * * * * * জমীদারীর অধীনস্থ প্রজা। ঐ বাবু * * * কুঠী * * * * * * * নীলকরের হস্তে ইজারা সূত্রে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পুত্র মহাশয়ও তন্মাথা না করিয়া ক্রমে ইজারার এক মিয়াদ অবসান হইলে মিয়াদ বাড়াইয়া দিয়া নীলকরের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভাল সম্পাদক মহাশয়! রাজার বা জমীদারের প্রজার মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করা কি জগদীশ্বরের নিয়ম নহে? যদি হয়, প্রশংসিত বাবু কি ঈশ্বর সমীপে অপরাধী হইবেন না? আমরা সদা সর্ব্বদা ধার্ম্মিকবর বাবুর পদপ্রান্তে ... অধুনা...

করিয়া যার পর নাই অস্থিরে বেদনা প্রাপ্ত হয়। তিনি এক অংশের প্রজার সন্তোষ ও মঙ্গলার্থে নিজের নীলের কুঠী উঠাইয়া দিয়া খালি জমীদারী রাখিলেন, পাছে প্রজা নীলের সিটি দেখিলে কষ্ট পায় এজন্য তাহা পর্য্যন্ত দগ্ধ করিলেন, বিদ্যাশিক্ষা জন্য একটী ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দিলেন, অন্যাংশের প্রজাকে নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নীলকর রাহুর করাল কবলে সমর্পণ করিয়া রাখিলেন!!! ইহা কি তাঁহার সদাশয়তার চিহ্ন? না উদারতার কার্য্য? না ধর্ম্মমার্গের অনুমোদনীয়? আমরা শুনিয়াছি স্বর্গীয় বাবু কলিকাতার কয়েকটী হাউসে আবদ্ধ থাকাতে নীলকর প্রভৃতি সাহেব লোকের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া কোন কার্য্যে সদসৎ বিবেচনা করিতেন না। কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি বর্ত্তমান ধার্ম্মিক বাবু সে দোষে দূষিত নহেন। তবে কি জন্য তিনি হিতাহিত বিবেচনায় পরাঙ্মুখ হইলেন? কি জন্য জগদীশ্বরের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অসন্মার্গে পদার্পণ করিলেন? এবং কেনই বা বিবাদগ্রস্ত নিরন্ন প্রজার প্রতি এক বারও সদয় কটাক্ষপাত করিলেন না? আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ইহা কি তাঁহার ধর্ম্মশীল সরল হৃদয়ের অনুরূপ কার্য্য করা হইতেছে? তাঁহার স্বনির্ম্মিত চিরবাঞ্ছিত ধর্ম্ম স্তম্ভের মূল আমাদিগের দীন নয়নের বারিতে যে অহরহঃ বিধৌত হইয়া কত বিকৃত হইতেছে ইহা তিনি এক বার দেখিয়াও দেখেন না।

পাঠকগণ! আমরা চিরজীবন দুর্জ্জয় নীলকরের হস্তে পড়িয়া যে কত কষ্ট পাইতেছি তাহা জগদীশ্বরই জানেন। তিনি কি ইহার এক দিন বিচার করিবেন না? অষ্ট প্রহর দুঃখিত মন যোগাইয়া চলি, তথাচ তাঁহাদিগের মন পাই না। অধিক কি বলিব নীলকরের স্বার্থসাধনার্থে আমাদিগের অনুক্ষণ অনন্ত ক্ষতিস্বীকার করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এই, তাঁহারা (নীলকর সাহেবেরা) আমাদিগের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি, বিদ্যা জ্ঞান ও সামাজিক উন্নতি করা দূরে থাকুক, কখন মিষ্ট বাক্যেও সম্বোধন করেন না। হা বিধাতঃ তুমি যাহাদিগের প্রতি বিমুখ হও তাহারা সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে নিপতিত হইলেও তাহাদিগের বিড়ম্বনার শেষ হয় না!!!

নীলকর প্রপীড়িত প্রজা ৭।

১০ ই মাঘ।

১২৭৩।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

৯ ই মাঘের সোমপ্রকাশে চক্রবেড়িয়া পুলিসের আড্ডার কনষ্টেবলেরা সাঁত্রাগাছী নিবাসী শ্রীযুক্ত হলধর ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৌহিত্রকে চোর বলিয়া অপমান করিয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম এক্ষণে উক্ত বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত হওয়াতে হাবড়ার সুবিজ্ঞ মুন্সেফ মহাশয় হলধরের দাবির বিষয়ে ডিক্রী দিয়াছেন। আগামী শনিবার ফৌজদারি সংক্রান্ত মকদ্দমার নিষ্পত্তির দিন স্থির হইয়াছে, বিচারান্তে সকল জ্ঞাত করিব।

সাঁত্রাগাছী }
১৭ ই মাঘ } শ্রী—

—:০:—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জেলা মুরসিদাবাদের মোক্তারি পরীক্ষা।

এ জেলার বর্ত্তমান জজ মোক্তারি পরীক্ষা দিবার জন্য যত পরীক্ষার্থী উপস্থিত হন, তন্মধ্যে যাঁহারা ইংরাজী না জানেন তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিবার অনুপযুক্ত করিয়াছেন। কি চমৎকার! পাঠক মহাশয়েরা সকলেই অবগত আছেন, ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ৪ ধারানুসারে হাই কোর্ট হইতে এইরূপ নিয়মাবধারণ হয় যে পরীক্ষার্থিদিগকে সচ্চরিত্রতা ও সুশিক্ষা প্রাপ্তির নিদর্শন দর্শাইতে হইবে, কিন্তু জজ মহোদয়ের কি উপস্থিত মতি, তিনি দরখাস্ত দেখিয়া ইংরাজী ভাষা জানে না বলিয়া একে একে সমস্ত পরীক্ষার্থিকে অনুপযুক্ত করিলেন! কি ভয়ানক কার্য্য। উক্ত আইনে কি হাইকোর্টের কোন বিধানে এমন কোন স্পষ্ট কি অস্পষ্ট বিধি নাই যে পরীক্ষার্থিদিগকে ইংরাজী ভাষা জানিতেই হইবে। একেই বলে (দেশে নাই বা ছেলের চায় তা) কারণ হাইকোর্ট হইতে এরূপ কোন নিয়ম হয় নাই যে মোক্তারি পরীক্ষার্থিদিগের ইউরোপীয় ভাষা জানা আবশ্যক। ফলে জজ সাহেব ইংরাজী ভাষা নূতন নিয়ম বাহির করিলেন। সাহেব মহোদয় স্বকপোল কল্পিত এই এই কয়েকটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়া মোক্তারি পরীক্ষার্থির ইংলণ্ডীয় ভাষা জানা আবশ্যক বলেন। ১ ম অধুনাতন জেলা সমূহে প্রায় অধিকাংশ কার্য্য ইংরাজীতে সম্পন্ন হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এখন মোক্তারদিগকে গুরুতর ক্ষমতা দেওয়া হইবে। তৃতীয়তঃ নব্য পুরুষেরা কেবল বাঙ্গলা জানিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এদেশে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার আস্থা থাকিবে না। ১ ম কারণ সম্বন্ধে বক্তব্য যে, যে সমস্ত কার্য্য পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গলাতে সম্পন্ন হইত অদ্যাপি তাহার কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই এবং এক কালেই যে বাঙ্গলাতে কোন কার্য্য হইবে না, এরূপ বোধ হয় না। দ্বিতীয় কারণ সম্বন্ধে বলা উচিত যে কেবল বাঙ্গলা ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিকে গুরুতর ভার দেওয়ার হানি কি? ইংরাজী না জানিলে কি লোকে গুরুতর ভার গ্রহণ করিতে পারে না? এবং বুদ্ধিমান সচ্চরিত্র হয় না? ইংরাজি ভাষাজ্ঞ বাঙ্গালির কথা দূরে থাকুক, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে কি নির্ব্বোধ ও মন্দ চরিত্র ব্যক্তি পাওয়া যায় না? এটী জজের সম্পূর্ণ ভ্রম। শেষ কারণ সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই নব্য পুরুষেরা কেবল বাঙ্গলা জানিয়া মোক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার আস্থা থাকিবে না ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি তর্কের জন্য উল্লিখিত কয়েক কারণ ন্যায় সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই বা কি ফলোদয় হইবে, হাইকোর্টের জজেরা এরূপ বিবেচনা করিবার আদেশ করেন নাই ও আইনেও কোন ক্ষমতা দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গলা ভাষাজ্ঞ সচ্চরিত্র যে সকল ব্যক্তি বহুতর পরিশ্রম করিয়া আইন আদি অধ্যয়ন করিয়াছেন কেবল ইংরাজী না জানা হেতুতে জজ সাহেব তাহাদিগকে পরীক্ষা দিবার অনুপযুক্ত করিয়াছেন, আর সাহেব মোক্তার দলের মধ্যে যাহারা স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিতে সক্ষম কি না সন্দেহ, কেহ মোক্তারদিগের বাসায় থাকিয়া মোক্তার হইয়াছেন এরূপ লোক ইংরাজী না জানিয়াও সাহেব মোক্তার বলিয়াই পরীক্ষা দিবার উপযুক্ত হইয়াছে। এটী কি জজ সাহেবের উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে?

হ—

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! আমার পূর্ব্বপত্র সম্বন্ধে আপনি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক বোধ হওয়াতে নিম্নে কয়েক পংক্তি সন্নিবেশ করিলাম অনুগ্রহ করিয়া সাধারণের গোচর করিবেন।

১। যাঁহার যেরূপ বুদ্ধি বিবেচনা তিনি সেইরূপ মত ব্যক্ত করিবেন ইহা আমি অস্বীকার করি

না এবং আপনাকে অন্যায়রূপে স্বার্থিক প্রকাশ করিতে দেখিয়া আমি আপনাকে অহঙ্কার জ্ঞান করি নাই, কিন্তু অন্যের বাক্য শ্রবণ না করা অনুদারতা ইহাই আমার বাক্যের অভিপ্রায় ছিল। আপনি যেমন আপনার মত প্রকাশ করিবেন, সেইরূপ কেহ তাহার প্রতিবাদ করিলে তাহাও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আপনি অনেকসময়ে এই রীতির বিরুদ্ধ ব্যবহার (১) করিয়া থাকেন বলিয়া "অন্যের বাক্যের প্রতি বধির" এই কয়েকটী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলাম। আমারই প্রতি মধ্যে মধ্যে আপনি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। আপনার সহিত যখন আমার মতের অনৈক্য তখন তাহার দোষগুণ বিচার করিতে আপনি সক্ষম নহেন সুতরাং তাহা সাধারণের সমক্ষে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। যদি বলেন আপনি স্থান সংকুলান করিতে পারেন না, তাহা হইলে ঐ প্রকার কোন প্রস্তাব লেখা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ।

২। আপনি এবার রাখালবাবুদিগকে যে জন্য "মনোরঞ্জক" "বালস্বভাব" প্রভৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তদ্দ্বারা আপনার কেবল অযৌক্তিক স্বমত পোষকতাই প্রকাশ পাইতেছে। আপনি লিখিয়াছেন যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সাহেবদিগের সহিত পানভোজনাদির আড়ম্বর (২) করেন না, রাখালবাবুরা ঐরূপ করিয়াছেন, অতএব তাঁহারা জ্ঞানী নহেন। এ যুক্তিটী অত্যন্ত হাস্যকর। আপনি যাহা প্রমাণ করিবেন তাহাই প্রথমে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সাহেবদিগের সহিত পানভোজন করেন না, ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য? কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিই কি ঐরূপ ব্যবহার করেন না? এবং তাহা কি আপনার নিশ্চয় "জানা আছে?" পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐরূপ ব্যবহার করেন তাঁহারা যে অজ্ঞ তাহাও কি স্বতঃসিদ্ধ? * * * আড়ম্বর করা যদি দোষ হয় তাহা হইলে রাখালবাবুরা নিষ্কৃতি পাইতে পারেন, কারণ তাঁহারা উপযাচক হইয়া সাহেবদিগের নিমন্ত্রণ করেন নাই। সাহেবদিগের যাঁহারা অনুরক্ত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, এমন কি সাহেবদিগের উপযোগী ভোজনাদি নাই বলিয়া এক প্রকার অনিচ্ছা প্রকাশ করাতেও কোন কোন সাহেব আপনাদিগের ভোজনাদি দিয়াছিলেন। সম্পাদক হইয়া আপনাদিগের এই সকল পূর্ব্বে সবিশেষ অবগত (৩) হইয়া লেখা কর্ত্তব্য। হিকপেটি স্ট্রিটের ন্যায় যার তার মুখে শুনিয়া অলীক অথবা বিষয় লিখিলে সম্পাদকীয় গৌরবের হানি হয় ইহা জানা কর্ত্তব্য।

পরন্তু কলিকাতার লোকদিগের কার্য্যের ছিদ্রানুসন্ধান করেন না কেন? আপনাদিগের কলিকাতার কোন "কুমার" যখন বীডন সাহেব ও তাঁহার স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন তখন আপনারা নিঃশব্দ ছিলেন কেন? সে দিবস সত্যেন্দ্র বাবু স্ত্রীকে লিপিতে লইয়া গেলেন তাহাতে দোষ হইল না? এইরূপ কত কত ব্যক্তি সাহেবদিগের সহিত ভোজনাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে আপনারা "সাহেবদিগের মনোরঞ্জক" "বালস্বভাব" প্রভৃতি ব্যবহার করেন না কেন? ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহার করাই যে দূষণীয় ইহা আপনার মত হইতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এরূপ বলিবেন না যে যাহারা সাহেবদিগের সহিত ভোজনাদি করে তাহারাই মুখ ওকাটুরাব (৪)।

৩ আপনার ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অপরিপক্কাবস্থা হেতু আপনি এরূপ বাক্য কহিয়াছেন যে "উপবীত ধারণাদি অনুচিত কার্য্য করিলেও ঈশ্বর আমাদিগের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।" জানিয়া শুনিয়া অনুচিত কার্য্য করিলে অপরাধ হয় না ইহা ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ বাক্য। আমরা শত শত গর্হিত কার্য্য করিলেও ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি বিরূপ হয়েন না, কিন্তু তদ্রূপ ব্যবহার আমাদিগের পক্ষে পাপ সন্দেহ নাই। জানিকৃত অপরাধ মাত্রেই পাপ। তাহাতে অবস্থার বিচার নাই, দেশকাল পাত্রের বিচার নাই। ঈশ্বরের প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালন করিতেই হইবে। অন্যের অনুরোধে স্বীয় কর্ত্তব্যকে অবহেলা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য, অন্যের জন্য আমি পাপী হইতে পারি না। অন্যের অনুরোধ উপরোধে আমার পাপ ক্ষয় হইতে পারে না। ইহাই প্রতিনিধিগত প্রায়শ্চিত্ত মত—ইহাই খৃষ্টিয়ধর্ম্ম (৫) অজ্ঞান ও কুসংস্কারাবিষ্ট সমাজের অনুরোধে কর্ণপাত না করিয়া ঈশ্বরের প্রতি স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধন করিলে পাপ হয়, আপনার এই নূতন মতটী অদ্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইলাম! আবার ঐ কর্ত্তব্য সাধন জনিত পাপ মার্জ্জনার যোগ্য নহে, ইহা আরও চমৎকার মত!!

৪। সমাজের হিতসাধন করা কাহাকে বলে তদ্বিষয়ে আপনার জ্ঞান অতি অল্পমাত্র বোধ হইতেছে। সমাজকে কুসংস্কার মধ্যে থাকিতে দেওয়া সমাজসংস্কারকের কার্য্য নহে। তাহাকে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিতে হইবে। কিন্তু আমি যদি আপনাকেই প্রথমে সংস্কৃত না করি তাহা হইলে সমাজ আমার বাক্য গ্রহণ করিবে কেন এবং আমারই বা বলিবার মুখ থাকিবে কোথায়? সুরাপায়ী সুরাপান বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিলে কি উপদেশ দিলে সে কথা কি কেহ শ্রবণ করে? একাপে জগতের কোন সংস্কারকার্য্যই (৬) হয় নাই। অপিচ উপবীত ধারণ ও জাতিভেদ রক্ষা করা যদি পাপ হয় তবে তাহা পরিত্যাগ করিবার জন্য সমাজকে

---

(১) যাঁহারা নিতান্ত বিবাদপর হইয়া অযৌক্তিক ও অকিঞ্চিৎকর বাক্যে পত্র পূর্ণ করেন অথবা এক পুরাণ কথা লইয়াই বারবার আন্দোলন করেন, পাঠকগণের বিরাগ ভয়ে তাঁহাদিগের পত্র উপেক্ষিত হয়। স।

(২) আমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ করি নাই, অল্পবুদ্ধি ও তরলস্বভাব ভিন্ন সারবান লোকে আড়ম্বর করেন না, আমাদিগের এই সংস্কার। এই নিমিত্তই আড়ম্বর শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। স।

(৩) সাহেবদিগের সহিত পানভোজনাদি কিছু এমন কাজ নয় যে তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধানার্থ ঘটনা স্থলে লোক প্রেরণ করিতে হয়। আমরা চতুর্দ্দিক হইতে আড়ম্বরের যে সমাচার পাইয়াছিলাম, তদনুসারে প্রস্তাব লেখা হইয়াছিল। সাহেবেরা যে আজি কালি ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ লইতে আরম্ভ করিয়াছেন, এটী আমরা জানিতে পারি নাই, আমাদিগের এ ত্রুটী হইয়াছে। স।

(৪) এ পারস্যোক্তি পুনরুক্ত দোষে দূষিত। স।

(৫) এ ক্ষেত্রে যদি খৃষ্টধর্ম্মের দোহাই দিয়া চলেন, তাহা হইলে আমাদিগের উপস্থিত তর্ক উত্থাপন করা উচিত হয় নাই। আমরা জানি, ব্রাহ্মদিগের মতে সমাজের ইষ্টানিষ্ট লইয়াই পাপপুণ্যের স্বরূপ নিরূপণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি সমাজের ইষ্টসাধন করিবার উদ্দেশে উপবীত ধারণ করে, সে পাপী নয়। একণে জিজ্ঞাস্য এই যখন ব্রাহ্ম মতে সমাজের ইষ্টানিষ্ট ভিন্ন পাপপুণ্য নিরূপণের উপায়ান্তর নাই, তখন যিনি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া সমাজের অনিষ্ট করেন, তিনি ঘোর পাপী হইবেন কি না? স।

(৬) যাঁহারা যথার্থ সমাজসংস্কারক, তাঁহারা কখন সমাজ পরিত্যাগী ব্রাহ্মদিগের ন্যায় [illegible] বিষয়ের বিপ্লাবন করিয়া সমাজসংস্কার চেষ্টা করেন না। পত্রপ্রেরক খৃষ্ট বুদ্ধ চৈতন্য রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের কার্য্যপ্রণালী অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। স।

উপদেশ দিতে হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য কোন সময়ে উহা করা উচিত? যখন সমুদায় সমাজ একমত হইবে? তাহা কি কখন সম্ভব? বোধ হয় কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ কথা বলিবেন না। আপনার মতে সমাজের এক অংশকে পরিত্যাগ করিয়া শোধ করা উচিত নহে তবে ত সমাজ সংস্কার হইতেই পারে না, যাহার সামান্য বুদ্ধি আছে সে ব্যক্তিও এ কথা বুঝিতে পারে, কিন্তু আপনি যে বুঝিয়াও কেন বুঝেন না আমি বুঝিতে পারিলাম না। আপনি কহিয়াছেন যাহারা সমাজ পরিত্যাগ করে তাহাদিগের দ্বারা সমাজের যখন উপকার হইল না তখন জগতের কি উপকার হইবে? জিজ্ঞাসা করি আপনারা সমাজে থাকিয়া বিধবাবিবাহ কার্য্যে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন? কে আপনাদিগের সহিত যোগ দিতেছে? ব্রাহ্মেরাও যদি টাকা দিয়া চেষ্টা করেন সহস্র সহস্র লোককে এইরূপে তাহাদিগের দলভুক্ত করিতে পারেন; যাহা হউক, আপনি স্থির নিশ্চয় করিবেন যে আপনার ন্যায় দুই চারি জন লোক লইয়া জগৎ নহে এবং জগতের আর কোন স্থানেই আপনার ন্যায় জাতিভেদ মানে না অতএব আপনার উপকার না হউক "জগতের" উপকার নিশ্চয়ই হইবে তিলমাত্র সংশয় নাই।

৫। পরিশেষে আর একটী কৌতুককর (১) অনুত্তাপিবাদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতে বাসনা করিতেছি। আপনি বলিয়াছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিবার অভিপ্রায় থাকিলে তিনি কষ্ট করিয়া "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি শ্লোক অন্বেষণ করিতেন না। এস্থলে মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করেন নাই তাহা কি ঐ শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হয়? তিনি কি সত্যযুগে বাস করিতেছেন যে তৎকালের নিয়ম ও ব্যবহার এখনকার নিয়ম ও ব্যবহারের সঙ্গে ঐক্য হইবে? বিধবাবিবাহ কি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ কার্য্য নহে? "হিন্দুসমাজ" কি উহাতে যোগ দিয়াছে? বৃথা তর্কের জন্য বিবেকের বিরুদ্ধে বাক্য কহা কখনই কর্ত্তব্য নহে। বিধবাবিবাহ পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল বলিয়া যদি সমাজ বিরুদ্ধ কার্য্য না হয় তবে ব্রাহ্মধর্ম্মও কিছুমাত্র সমাজ বিরুদ্ধ নহে কারণ উহাই আমাদিগের দেশের সনাতন ধর্ম্ম ছিল এবং জাতিভেদ ত্যাগ করাও কিছুমাত্র গর্হিত কার্য্য নহে কারণ আমরাও শাস্ত্র মন্থন করিয়া "ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং" প্রভৃতি ভূরি ভূরি বচন সংগ্রহ করিতে পারি। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজ ত্যাগ না করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু কাল দ্বারা যখন দেখা যাইতেছে যে সমাজ তাঁহার মতকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাতে যোগ দিল না তখন তৎকার্য্যে ক্ষান্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে আশু কর্ত্তব্য হইয়াছে। তিনি ত সমাজকে ছাড়িতে চাহেন না। কিন্তু সমাজ যে তাঁহাকে গ্রহণ করে না এ ব্যাধির ঔষধ কি? তথাপি যদি সমাজ রক্ষা করিতেছি মনে করিয়া কল্পনা পথে মানস বিহঙ্গকে পত্র চালনা করিতে দিয়া সুখী হয়েন হউন আমি আর তাহাতে বিঘ্ন সঞ্চার করিতে ইচ্ছা করি না।

১৫ই জানুয়ারি। এক জন পাঠক।
১৮৬৭। বরিশাল।

(১) পত্রপ্রেরকের বিধবাবিবাহ পুস্তক পাঠ করিয়া অথবা কোন বন্ধুর নিকটে উহার তাৎপর্য্য অবগত হইয়া "কৌতুককর অনুত-বাদের" কথাটি লেখা উচিত ছিল। পরাশর কলি ধর্ম্ম প্রস্তাবেই "নষ্টে মৃতে" ইত্যাদি বচন লিখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর ঐ বচনটী স্বদেশীয়দিগের গোচর করিয়া বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা পাইয়া যথার্থ সমাজসংস্কারকের কাজ করিয়াছেন। খৃষ্ট পুরাতন বাইবেল অবলম্বন করিয়া স্বমত প্রচার করিয়া যান, কিন্তু তাঁহার মত কি একদিনে বিশ্বব্যাপী হইয়াছিল? বিদ্যাসাগর কৃতকার্য্য হইবেন কি না? পত্রপ্রেরক এতদ্দ্বারাই অনুমান করিয়া লইবেন। যাহা হ[illegible], আমাদিগের শেষ বক্তব্য এই, পত্রপ্রেরক [illegible] না জানিয়া ও না বুঝিয়া যদি বাল[illegible]ত্তের ন্যায় কতকগুলি প্রলাপ বাক্যে পত্র [illegible] করিয়া পাঠান, তাহা সোমপ্রকাশে স্থান [illegible] না। স।

মূল্য প্রাপ্তি।

বাবু অক্ষয়নারায়ণ দাস কাঁথি
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " নন্দকুমার বসু সাহেবগঞ্জ
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন ৭
" " বিশ্বনাথচরণ মল্লিক পিপলি
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন ৭
" " অখিলচন্দ্র দত্ত মেদিনীপুর ৭
" " রাধাকৃষ্ণ রায় মনিকতলা
১৮৬৭ ফেব্রুয়ারি হইতে জানুয়ারি ১০
" কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ পাইকপাড়া ১০
" আর, এল, মার্টিন সাহেব মেদিনীপুর
১২৭৩ মাঘ হইতে পৌষ ১৩।৵
রাজা ভাগীরথী মহেন্দ্র বাহাদুর কটক
১২৭৩ মাঘ হইতে পৌষ ১৩।০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা. মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৷৷০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে [illegible] প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ ম ভাগ। ১৩ সংখ্যা

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং

অগ্রিম মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ৩০এ মাঘ। ১৮৬৭ ১১ ই ফেব্রুয়ারি { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮০

বিজ্ঞাপন।

নীতি পাঠ প্রথম ভাগ ও বর্ত্তমান বর্ষের নামক অভিনব পদ্য গ্রন্থ দ্বয় মুদ্রিত হইয়া পটোল ডাঙ্গায় শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষের ১১ নং পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। প্রথম খানির মূল্য ৶০ আনা, দ্বিতীয় ।০ আনা মাত্র।

শ্রীরাজকৃষ্ণ বসু।

—:০:—

চন্দ্রবিলাস নাটক।

শ্রীপ্রমথনাথ অধিকারিপ্রণীত।

এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে ও সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার সমস্ত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ১ টাকা।

—:০:—

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সম্প্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাধবদত্তবাবার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—০০—

নিদর্শন পত্র রেজিষ্টরি সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনপত্র।

আবার সম্পত্তিতে স্বত্বানুসন্ধানের কার্য্য সুবিধা করণাভিপ্রায়ে সকল রেজিষ্টরি কার্য্যকারককে এই আদেশ করা গেল, কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরি করিবার জন্য নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিলে সেই সম্পত্তির বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র রেজিষ্টরি হইয়াছে যদি তাহার আবশ্যক সংবাদ দিতে পারেন তবে উপস্থিত নিদর্শন পত্রের প্রতিলিপি সম্পর্কীয় বৃত্তান্তের যে সূচিপত্র লেখা যায়, উক্ত কার্য্যকারক তাহাতে ঐ সংবাদও লিখিবেন। তাহা লিখিবার কোন খরচ লাগিবে না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বৃত্তান্ত নিশ্চিত রূপে জানিবার জন্য অন্বেষণের প্রার্থনা হইলে সেই অন্বেষণের খরচ দিতে হইবে।

এই প্রকার কার্য্য হইলে কোন পত্র রেজিষ্টরি হইবার জন্য উপস্থিত করা গেলে তদ্বিষয়ের পূর্ব্ব রেজিষ্টরি বিষয়ক সংবাদ জানা যাইবে, সুতরাং ইহাতে ভাবিকালে অনেক বিলম্ব ও সন্দেহ নিবারণ হইবে। এই কারণে এতদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের সহকারিতার প্রার্থনা হইতেছে।

প্রতিনিধি রেজিষ্টার জেনরল।

—০০—

ভারতবর্ষের বিবরণ।

ভারতবর্ষের বিবরণ তৃতীয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। এবারে যতদূর উৎকৃষ্ট হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা গিয়াছে। কলিকাতার সকল পুস্তকালয়েই পাওয়া যায়।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

—:০:—

ভূগোল পরিচয়

উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সাগরাদির চিত্র সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র ভূগোল মুদ্রিত হইয়াছে। সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৶১০ দশ পয়সা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা

—০০—

১৮৬৮ অব্দের ইউনিভার্শিটি এণ্ট্রান্সকোর্সের ত্রয় পদ্যের গদ্যানুবাদ, ধাতু, প্রত্যয়, সমাস, কারক ও ব্যাখ্যা সম্বলিত অর্থ পুস্তক (কী) মুদ্রিত হইয়া খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য /০ এক আনা। গ্রাহকেরা মহাশয়েরা পটোলডাঙ্গা গোলদীঘীর দক্ষিণ "ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশন" নামক বিদ্যালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীরামসর্ব্বস্ব শর্ম্মা।

পাইকপাড়া গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত।

১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত দমদমার "মাগুকাক চরিত্র ডিপো" কারখানাতে আবশ্যকমত সামান্য দ্রব্য সকল যোগাইবার প্রার্থনা শিল মোহর করিয়া আগামী ৯ ই মার্চের মধ্যে পাঠাইলে দমদমার "মাগুকাকচরিত্র ডিপোর" অধ্যক্ষ কমিসরী অব অর্ডনান্সের গ্রাহ্য হইবে।

দ্রব্যজাতের তালিকা, গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে পশ্চাৎ তাঁহাদের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি, যেরূপ প্রার্থনা প্রেরণ করিতে হইবে এবং করার পত্রের ফারম, যাহা প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে কণ্ট্রাকটরকে ১ এক টাকা মূল্যের ষ্টাম্প বসাইয়া স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিতে হইবে—এই সকল বিষয় রবিবার এবং পর্ব্বাহ ব্যতীত প্রত্যেক দিন "মাগুকাকচরিত্র ডিপো" কারখানার আফিসে প্রার্থীদিগকে দেখান যাইবে।

প্রার্থনা সকল দুইখান করিয়া এবং ইংরাজীতে করিতে হইবে। যে প্রকার দ্রব্য যোগান হইবে তাহার প্রত্যেকের মূল্য অক্ষর ও অঙ্কপাত দ্বারা লিখিতে হইবে।

ইন্‌স্পেক্টর জেনারল অব অর্ডনান্স প্রার্থনা গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। অতি সামান্য প্রার্থনা, অথবা যে প্রার্থনা বিশেষ বর্ণনার সহিত দেওয়া না হইবে, অথবা, প্রার্থনায় যে যে দ্রব্যের মূল্য আন্দাজের অধিক বোধ হইবে তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। প্রার্থনার সহিত স্বীকৃত বস্তুর মূল্যানুসারে শত করা ২॥০ টাকা ডিপজিট, দিতে

হইবে কাগজপত্র [illegible] অথবা [illegible] হইলে ঐ [illegible] প্রভৃতি [illegible] হইবে।

১৮৬৭ [illegible] মাঝুক-[illegible] আমাকে [illegible] শুভ আ-[illegible] [illegible] কন [illegible] আরম্ভ [illegible] হবেক। [illegible] [illegible] আং ত কং-[illegible]।

[illegible]	আর, এফ, হাইন
[illegible]	লেপ্টনেন্ট কামসারি
[illegible] ১৮৬৭	অব অর্ডিনান্স

[illegible] অন্তর্গত [illegible] [illegible] কালেক্টর [illegible] করিব, [illegible] ১২৭৪৮/০ টাকা তন্মধ্যে ১৪৬৪॥/৭ টাকা [illegible] বাদে ৫৫৯৯০ টাকা মুনফা আছে, [illegible] [illegible] কাশীপুরের বাটীতে [illegible] মধ্যে তত্ত্ব করিলে বিশেষ [illegible] জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

[illegible]   শ্রীনবীনচন্দ্র [illegible]

মুগ্ধবোধং [illegible]।

[illegible] টীকা ও বাঙ্গালা [illegible] সংস্কৃত কালেজের [illegible] শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। [illegible] সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। [illegible] ৩ তিন টাকা।

শ্রীবৃন্দাবন [illegible]।

রেলওয়ে কন্ট্রাক্টার [illegible]

বিজ্ঞাপন

[illegible] করা যাইতেছে, [illegible] জেলা [illegible] অন্তর্গত [illegible] [illegible] কাদিপুর [illegible] কাঠ নিজ রূপনগর [illegible] ১৮৬৭ সালের ১১ ই মার্চ তারিখে [illegible] করা যাইবে।

২০ [illegible] আনুমানিক [illegible] বৃক্ষ আছে, এবং অনুভব [illegible] যে রেলওয়ে [illegible] [illegible] চালাইতে পারে।

খরিদদারের সুবিধার জন্য ১০ টী পৃথক [illegible] লাট করিয়া [illegible] করা যাইবে। [illegible] লাটে গড়ে ১৫০ বিঘা জঙ্গল আছে, [illegible] হইবামাত্র প্রত্যেক খরিদদারের [illegible] মূল্যের উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা [illegible] আমানত করিতে হইবে, আর মূল্যের [illegible] টাকা নিলামের তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে দাখিল করিলে আমানত টাকা ফেরত হইবে।

খরিদদার লোককে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে নিলামের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে সমুদায় জঙ্গল কাটিয়া স্থানান্তর করিতে হইবে, তাহা না করিলে উক্ত মিয়াদ গতে অবশিষ্ট যে বৃক্ষাদি থাকিবে, তাহা নাবালকের স্টেটের বস্ত গণ্য হইয়া পুনর্নিলাম হইতে পারিবে।

রেলওয়ে কন্ট্রাক্টার ও কাঠের মহাজন ও অন্য অন্য ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করা যাইতেছে যে অগ্রে হইতে তাঁহারা জঙ্গল দৃষ্ট করিয়া [illegible] যে কোন কথার সংবাদ লওয়া আবশ্যক হয়, জেলার শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব অথবা নিম্নে স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকটে লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

জেলা [illegible]	এ, [illegible]
৩০ এ জানুয়ারি	ম্যানেজার স্টেট
১৮৬৭।	[illegible]পুর।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
[illegible] ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৵০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৵০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীতারকানাথ শর্ম্মা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

বিজ্ঞাপন।

(পীস গুডস, অর্থাৎ বস্ত্রাদির গাঁইট যাহা উত্তমরূপে বাক্সবন্দ কর নাই তাহার বিষয়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি নীচের লিখিত ভাড়ার পরিবর্ত্তন হইবেক।

পীসগুডস অর্থাৎ বস্ত্রাদির বিলাতি প্যাক করা গাঁইট অথবা এতদ্দেশীয় প্যাক করা গাঁ। ইট কাষ্ঠের বাক্সতে বন্ধ থাকিলে দ্বিতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মনকরা প্রতি মাইলে ইংরাজি অর্দ্ধপাই লাগিবেক।

এবং যে সকল পীস গুডস অর্থাৎ বস্ত্রাদি [illegible] বাক্সতে (প্যাক করা) অর্থাৎ মোড়া হয় [illegible] তাহা তৃতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মনকরা [illegible] মাইলে ইংরাজী এক পাইয়ের তিন অংশের দুই অংশ লাগিবেক।

বোর্ড অব এজেন্সি ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস কলিকাতা ১৮৬৭। ৭ ই ফেব্রুয়ারি	সিসিল ষ্টিফেন[illegible]

সোমপ্রকাশ।

৩০ এ মাঘ সোমবার।

পাঠকগণ স্থানান্তরে দর্শন করিবে[illegible] "চিত্ততোমসা" স্বাক্ষরিত এক খা[illegible] প্রেরিতপত্র প্রকাশিত হইল। এডুকে[illegible] গেজেট সম্পাদক সর সিসিল বীডনে[illegible] লিখিত মিনিটের প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহ[illegible] পক্ষসমর্থন করেন, তাহাতে পত্রপ্রে[illegible] বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি কটাক্ষ ক[illegible] য়াছেন। এ কটাক্ষ করা অনুচিত ও অ[illegible] বশ্যক। এডুকেশন গেজেট গবর্ণমেন্টে[illegible] কাগজ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। গবর্ণমেন্টে[illegible] অর্থ দ্বারা ইহা প্রতিপালিত হইতেছে[illegible] প্রতিপালিতের প্রতিপালকের বিপ[illegible] তাচরণ কি বিধেয় হয়? বিপক্ষতাচ[illegible] করিলে সম্পাদক অকৃতজ্ঞতা দোষে অ[illegible] যুক্ত হইবেন সন্দেহ নাই। প্রস্তাবি[illegible] বিষয় লইয়া পত্রপ্রেরকের এডুকে[illegible] গেজেটের প্রতি কটাক্ষ করা অনাবশ[illegible] এ কথা কহিলাম, তাহার কারণ এ[illegible] সম্পাদক যদি নিরপেক্ষ হইয়া আপন[illegible] বিবেচনা ও সংস্কারানুরূপ লিখিয়া থ[illegible] কেন, তথাপি লোকে তাঁহার সে ভা[illegible] প্রত্যয় করিবেন না। এই সকল বিবেচ[illegible] করিয়া আমাদিগের এরূপ ইচ্ছা ছিল [illegible] যে উল্লিখিত পত্রখানি আমরা সোম[illegible] কাশে প্রকাশ করি। তবে প্রকাশ করি[illegible] বার এই কারণ হইল, সর সিসিল বীড[illegible] নের প্রতি এতদ্দেশের লোকের যে মনো[illegible] ভাব জন্মিয়াছে, পত্রখানিতে তাহা সুস্প[illegible] রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। উক্তপত্র পা[illegible]

প্রধান পুরুষেরা তাহা জানিতে পারিলে অনেক উপকার দর্শিতে পারিবে। বিশেষতঃ আজিও দুর্ভিক্ষ কমিসনের কার্য্য শেষ হয় নাই। উহা থাকিছলে দণ্ডায়মান হইবে। সর সিসিল বীডন যখন কটকে যান, তত্রত্য লোকেরা আপনাদিগের কষ্টের বিষয় তাঁহার গোচর করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তৎকালে লোকে ঘাস ও শাক ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিল, তাহা পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টিপথে উপস্থিত করিয়াছিল, তথাপি তিনি নিতান্ত পাষাণহৃদয়ের ন্যায় হইয়া প্রতীকারের কোন উপায় না করিয়া চলিয়া আইসেন, তাহাতেই এদেশের লোকে তাঁহার উপরে অধিকতর বিরূপ হইয়াছেন। অধিক কি, সকলে স্থির করিয়াছেন, তিনি শাসনকর্ত্তার যোগ্য লোক নহেন।

"আগামী বর্ষের উপায় কি?"

সেহড়ার শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয় উপরিস্থ শিরোনামের প্রস্তাবটী লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা এই স্থলেই উহা অবিকলাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিলাম।

"গত ভয়ানক দুর্ভিক্ষে দেশ এক প্রকার উৎসন্ন হইয়াছে। পুরী, কটক, বালেশ্বর, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে যে মহাশোকজনক নিদারুণ কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অনাহারে, কদাহারে, চুরী, ডাকাইতী ও গৃহদাহাদি উপদ্রবে এবং রোগের যন্ত্রণায় দেশ একবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং আমরা ১৫। ১৬ লক্ষ স্বদেশীয় ভ্রাতা ভগিনীকে চিরকালের জন্য হারাইয়াছি। গত ১২৭২ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিকের অবর্ষণে উক্ত দুর্ভিক্ষ সমুদ্ভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু যদি সময়ে সাবধান হইয়া যথাকালে সদুপায় অবলম্বন করা হইত, তাহা হইলে কি এত লোকের মৃত্যু হয়? সাধারণে যখন দুর্ভিক্ষ সম্ভাবনা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতে বলেন, তখন যদি স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ ও আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর মান্যবর সর সিসিল বীডন বাহাদুর তৎপ্রতি কর্ণপাত করিতেন তাহা হইলে কি আজি আমাদিগকে অসংখ্য স্বদেশীয়দিগের বিনাশ দেখিয়া বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইতে হয়? গবর্ণমেণ্ট ও দেশহিতৈষী মহোদয়গণ একবাক্য হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রশমনার্থ যে মহা উদ্যোগ করিয়াছিলেন, যদি যথাকালে তাহার অনুষ্ঠান হইত, তাহা হইলে কি ঐ মহা চেষ্টার অনুরূপ ফললাভ না হয়? তাহা হইলে কি আজি ভূরি পরিমিত প্রজা ক্ষয় সন্দর্শন করিয়া দয়ালু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে ব্যাকুলিত হইতে হয়? যাহা হউক, আর সে সকল কথার আক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই, গতানুশোচনা বিফল। এক্ষণ দয়ালু রাজপুরুষদিগের এবং দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে সংক্ষেপতঃ এই মাত্র জিজ্ঞাস্য যে, আগামী বর্ষের উপায় কি?

যদি কেহ বলেন, আর চিন্তা কিসের? গত বর্ষাকালে উত্তম বৃষ্টি হইয়াছিল, কার্ত্তিকমাসেও যথেষ্ট জল হইয়াছে, সম্পূর্ণ ফসল জন্মিয়াছে, তবে আর চিন্তা কিসের? উক্তরূপ প্রশ্নকর্ত্তা যদি কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করেন, উক্ত প্রশ্নের অসারতা সহজে বুঝিতে পারিবেন। গত বৃষ্টিকালে সুবর্ষণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশের অনেক স্থান বন্যা জলে ডাকিয়া গিয়াছে। যে সকল মাঠ গভীর, তাহাতেও ফসল ভাল হয় নাই। বহু লোকের মৃত্যু ঘটনায় বিস্তর জমী পতিত রহিয়াছে। অনেক কৃষক বীজ অথবা গরুর অভাবে আবাদ করিতে পারে নাই। অনেকে বীজ জন্মাইয়াছিল, কিন্তু অন্নকষ্টে সমুদায় ভূমিতে রোপণ করিতে পারে নাই। এই সমস্ত হেতুবশতঃ সমুদায় ভূমি আবাদ হয় নাই, আর যাহা আবাদ হইয়াছে, তাহারও অনেকাংশ ক্ষতি দোষ হইতে মুক্ত নহে। বিবেচনা করিলে গড়ে দশ আনার উর্দ্ধ ফসল জন্মিয়াছে, এমন বোধ হয় না। উহার অধিকাংশ সম্পন্ন লোকদিগেরই আবাদ করা। যাহাদিগের কিছু সঙ্গতি ছিল, তাহারাই যথাকালে সুচারুরূপে কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগেরই ষোল আনা লাভ। পক্ষান্তরে যে সকল লোক দরিদ্র, অথবা দুর্ভিক্ষ পীড়ায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা আপনাদের জোত জমীর সমুদায় আবাদ করিতে পারে নাই, যাহা আবাদ করিয়াছে, তাহাও যথাকালে উপযুক্ত মতে না হওয়াতে সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হয় নাই। তাহাদের ঐ স্বল্প পরিমিত ধান্য ব্যতীত অন্য কোন সংস্থানও নাই, তাহাও আবার ঋণ পরিশোধেই পর্য্যাপ্ত হয় কি না সন্দেহ স্থল। তদ্ব্যতিরেকে রাজকরও দিতে হইবে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, আগামী সনের প্রারম্ভ (বৈশাখ মাস) অবধি প্রস্তাবিত দীন দুঃখী লোকেরা পুনরায় অন্নকষ্টে পতিত হইবে। গত ভয়ঙ্কর মন্বন্তরে দেশের যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে বর্ণিত প্রকার দীন হীনের সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইবে এমন বোধ হয় না। ঐ সকল লোকের পরিত্রাণার্থ এখন অবধি কোন সদুপায় না করিলে পুনরায় হৃদয়বিদারক নিদারুণ ব্যাপার সংঘটিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ আমরা লাবণিক প্রদেশের সাতিশয় শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি। তত্রত্য প্রজাগণ দুর্ভিক্ষপাতের পূর্ব্বাবধিই উপর্য্যুপরি বিপদে পড়িয়া

কর্ত্তব্যীভূত হইয়াছিল—তাহারা, নিমক পোক্তান উঠিয়া যাওয়ার পর প্রসিদ্ধ আশ্বিনের ঝড়ের উৎপাত, লাবণিক অত্যাচার, বসন্ত বিসূচিকাদি রোগের প্রাদুর্ভাব প্রভৃতি নানা প্রকার দুর্ঘটনায় নিপীড়িত হইয়াছিল—এক্ষণে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে পিষ্টপেষণ করিতেছে। অতএব উপরি বর্ণিত নিঃস্ব মানব সমূহ যাহাদিগের সংখ্যা বহুল বিনাশে দ্রুত হইবে আশ্চর্য্য কি? দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশের মধ্যে লাবণিক ভাগ অত্যন্ত অল্প নহে, সমুদ্র সন্নিহিত সমুদায় স্থান উক্ত ভাগের অন্তর্গত। যাহা হউক, বিপত্তিগ্রস্ত দীনহীনদিগের পরিত্রাণের জন্য যথোচিত উপায় শীঘ্র অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক সন্দেহ নাই।

এস্থলে আর একটী কথার উল্লেখ করা অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা এই—গত দুর্ভিক্ষে অন্নকষ্টে পড়িয়া প্রায় সকলেই শাকশাড়ী প্রভৃতি কুখাদ্য অপুষ্টিকর দ্রব্য খাইয়াছিল। ফলিতঃ তন্নিবন্ধন এখন অনেকেই রোগগ্রস্ত দেখা যাইতেছে। শোথ, জ্বর, বসন্ত, ওলাউঠা এবং নানাবিধ উদরাময়, ইহার অন্যতর পীড়া যে গৃহে দৃষ্ট না হইতেছে, তাহা গৃহই নহে। এই সকল পীড়ার যদি শীঘ্র সমুচিত প্রতীকার না হয়, তাহা হইলে ক্রমে সমুদায় দেশই স্বাস্থ্যবিলয়ে নিমগ্ন হইবে এবং বহু লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এখন কথা এই হইতেছে, উল্লিখিত বিপদরাশি কিরূপে নিবারিত হইবে? দুঃখিগণ কিরূপে নিস্তার পাইবে? দেশের পীড়া কিরূপে উপশম হইবে? এগুলি প্রজাহিতৈষী রাজপুরুষদিগের এবং স্বদেশশুভাকাঙ্ক্ষী মহাত্মগণের ভাবনীয় বিষয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কয়েকটি উপায় উদিত হইতেছে।

প্রথম, দুর্ভিক্ষ উপশমের জন্য ইংলণ্ডের যে সাহায্য চাওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বিরত না হইয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা বর্ণন পূর্ব্বক এখনও সাহায্যের আবশ্যকতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক তথা হইতে দান প্রেরণের প্রার্থনা করা হউক। ইংলণ্ডের লোকেরা স্বভাবতঃ দয়ালু। বিশেষতঃ মাঞ্চেষ্টরের নিরাশ্রয় মজুরদিগের আনুকূল্যার্থে এদেশ হইতে প্রচুর অর্থ প্রেরিত হইয়াছিল। অতএব ইংলণ্ডীয়েরা এদেশের উপকার নিমিত্ত বদান্যতা প্রদর্শনে উদাসীন হইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়, উল্লিখিত অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য শীঘ্র প্রার্থনা করা হউক। গবর্ণমেণ্ট গত দুর্ভিক্ষে যথোপযুক্তরূপে দান করেন নাই। বিশেষতঃ আমাদিগের দয়ালু ষ্টেট সেক্রেটারি মহামান্য লার্ড ক্রাণবোরণ বাহাদুর যত আবশ্যক টাকা দিয়া প্রজার ক্লেশ নিবারণের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। যদিও উক্ত আজ্ঞা গত দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে, কিন্তু যখন প্রস্তাবিত সাহায্য ঐ দুর্ভিক্ষজনিত ক্ষত প্রশমনের ঔষধ স্বরূপ, তখন উল্লিখিত আদেশ এতৎ সম্পর্কে না খাটিবে কেন? এজন্য বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এবারে মুক্তহস্ত হইবেন। তৃতীয়, দেশীয় দয়ালু ভাগ্যবান লোকদিগের এবং ধনশালী জমীদারগণের নিকট হইতেও দান সংগ্রহ আবশ্যক। তাঁহারা দুর্ভিক্ষোপলক্ষে মনোশৌণ্ডতা ও স্বদেশহিতৈষিতা দর্শাইয়া প্রচুর ব্যয় করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বদেশের দুঃখ বিমোচনে পুনর্ব্বার হস্তাবলম্বদান করিতে হইবে। দাতার বর্ষণ বর্ষাকালীন বর্ষণের ন্যায় সময় বিশেষের অধীন নহে। পরদুঃখকাতর মহাত্মারা সাধ্যমত পরহিত সাধনে কখনই ক্ষান্ত হইতে পারেন না। পরন্তু আমাদিগের দেশের দুঃখ নিরাকরণার্থ দেশীয় লোকদিগেরই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। চতুর্থ, উপরিলিখিত ত্রিবিধ ধন দ্বারা এক বৃহৎ ফণ্ড করা হউ তাহা হইতে ব্যবসায়িজাতীয় নিঃস্ব লোকদিগকে মূলধন স্বরূপ কিছু দেওয়া হউক, এবং বর্ষাকালে দরি লোকদিগকে স্বল্পমূল্যে তণ্ডুল বি করা হউক। আর, রোগীদিগের চিকিৎ হেতু মেডিকাল কালেজের বাঙ্গলা ব্র শের অন্যূন ১০০ জন ছাত্রকে ঔষধ স লিত দুর্ভিক্ষপিষ্ট দেশে প্রেরণ ক হউক। পঞ্চম, গবর্ণমেণ্ট দরিদ্রদিগে সকলোদ্দেশে সাধারণ হিতকর কা কলাপ সত্বরে বাহুল্যরূপে আরম্ভ করি দিউন, এবং দক্ষিণ প্রদেশ হইতে শ রপ্তানী বন্ধ করুন। আমরা প্রজা হি কর এবং গবর্ণমেণ্টের লাভকর এক বৃহৎ কার্য্য দেখাইয়া দিতেছি। তা এই যে, গবর্ণমেণ্ট নিমক মহলে বাঁ করাউন, এবং তত্রত্য বর্দ্ধনশীল নিবি কানন ছেদন করাইয়া তাহা আবাদ কর ইতে প্রবৃত্ত হউন। এরূপ হইলে একদে লোণা অঞ্চলের শ্রমজীবী দরিদ্রলোকের রক্ষা পাইবে এবং ঐ অঞ্চলের জঙ্গ বৃদ্ধি হওয়াতে সম্প্রতি ব্যাঘ্রের অত্য উপদ্রবে প্রজাগণের গোবৎস প্রতিপা লন যে বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছে, তা হাও দূরীকৃত হইবে। পক্ষান্তরে ঐ সক বহুযাত ভূমি আবাদ হইলে খাসমহলের ন্যায় বিক্রীত হইয়া রাজকোষে প্রচুর ধনাগমের উপায় হইবে, অথচ তদ্দ্বার সাধারণ সৌভাগ্যও বর্দ্ধিত হইবে।”

রায় মহাশয় মেদিনীপুর অঞ্চলবাসী তিনি ঐ প্রদেশের ও উড়িষ্যার বিশেষ বৃত্তান্তজ্ঞ। তাঁহার লিখিত বাক্যগুলির যাথার্থ্য বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তিনি প্রামাণিক লোক। তিনি ভাবী বিপদ আশঙ্কা করিয়া পত্র মধ্যে যে কয়টী প্রস্তাব করিয়াছেন, তদনুরূপ কার্য্য করা অচিরাৎ আবশ্যক। গত বর্ষের

ন্যায় নরহত্যা না হয়, এই আমাদিগের অনুরোধ। উল্লিখিত প্রস্তাব সমুদায়ের মধ্যে যে গুলি প্রধান পুরুষদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছে, তদিতরের অনুসন্ধান করিয়া তদবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের আর একটী বক্তব্য উপস্থিত হইল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এ সময়ে তণ্ডুলের সচরাচর যেরূপ মূল্য হইয়া থাকে, এবর্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে। তন্নিমিত্ত অনেকে শঙ্কা করিতেছেন, ১২৭৪ সালেও অন্নকষ্ট উপস্থিত হইবে। কিন্তু এবার এ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হইবে, কোন ক্রমেই আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না। এখন তণ্ডুল মহার্ঘ্য হইয়াছে, তাহার এই কারণ বোধ হয়, চাউল নানা স্থানে রপ্তানী হইতেছে, কিন্তু আজিও সকল স্থান হইতে আমদানী হয় নাই। যাহা হউক, এ বর্ষেও রাজপুরুষদিগের কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক। এবার যেমন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে শস্য জন্মিয়াছে, তেমন অন্যান্য বৎসরের ন্যায় পূর্ব্ব বর্ষের কিছুমাত্র সঞ্চিত নাই, সকল গৃহই শূন্য, শীতল স্থান অপেক্ষা তপ্ত স্থান আর্দ্র করিতে অধিক জল লাগিয়া থাকে। অতএব আমরা এ বর্ষেও বার্ত্তাশাস্ত্রের বিরুদ্ধ প্রস্তাব করিতেছি, রপ্তানীর বিষয়ে যেন তাঁহাদিগের দৃষ্টি থাকে। বঙ্গদেশ হইতে না হইয়া গত বর্ষে যে যে স্থানে দুর্ভিক্ষ না হইয়াছিল, তথা হইতে রপ্তানীর ব্যবস্থা করা হউক।

মারীভয়ের অন্যতর কারণ।

একে ত বঙ্গদেশ নিম্নভূমি, জলাকীর্ণ ও আর্দ্র বলিয়া অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর, তাহাতে আবার কয়েক বৎসরকাল কয়েকটী বিশেষ কারণের সংঘটন হওয়াতে ইহা অধিকতর অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশের মধ্যে যে যে স্থান অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ও সচ্ছন্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা মারীভয় দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নানা প্রকার দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে। যে যে কারণে মারীভয় হইতেছে। উৎকৃষ্ট জল নির্গমপথ বিরহ ও গ্রাম মধ্যে দূষিত জল প্রবেশ তন্মধ্যে প্রধান। এক্ষণে বঙ্গদেশের অনেক নদীরই স্রোত মন্দ অথবা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যে যে স্থলে এই ঘটনা হইয়াছে, সেইখানেই মারীভয়ের সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়। কৃষ্ণনগর ইহার একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। কিছু দিন হইল, আমরা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারুইপুর ও তৎসন্নিহিত স্থান সকলের ভয়ঙ্কর মারীভয় বৃত্তান্ত পাঠকগণের গোচর করিয়াছিলাম। যে বাঁধ থাকাতে পূর্ব্বে গ্রাম মধ্যে লোণা জলের প্রবেশ নিবারিত ছিল, তাহার সংস্কার না হওয়াতে লোণা জল প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই ঐ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ অনেক স্থলেই জল নির্গমাদি দোষ মারীভয়ের কারণ বলিয়া লক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। অদ্য এপ্রস্তাব উপস্থিত করিবার কারণ এই, হুগলী জিলার অন্তঃপাতী বরদাপরগণার নদীর স্রোত রুদ্ধ হইয়া একটী প্রকাণ্ড জলা হইয়াছে। সেই জল নির্গমের পথ না থাকাতে উহার চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামগুলি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় এক ক্রোশ ভূমি জলমগ্ন হওয়াতে পূর্ব্বে তথায় যে অপর্য্যাপ্ত নানাবিধ শস্য জন্মিত, তাহার সম্পূর্ণ ক্ষতি হইয়াছে। স্থানান্তরপ্রকটিত প্রেরিত পত্রে পাঠকগণ ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন। পত্রপ্রেরকেরা প্রার্থনা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়া জল নির্গমের একটী পথ করিয়া দিয়া প্রজা রক্ষা করুন। আমরাও অনুরোধ করিতেছি, এ কার্য্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে কেবল যে প্রজাক্ষয় নিবারণ হইবে এরূপ নয়, ঐ জলময় স্থানের উদ্ধার হইয়া কৃষি ও বাণিজ্য উভয়েরই সবিশেষ উন্নতি হইয়া উঠিবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের লাভ বিনা অলাভ নাই। পত্রপ্রেরকেরা যেরূপ কহিতেছেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে নিজে সমুদায় ব্যয়ও দিতে হইবে না। তত্রত্য জমীদার ও প্রজার নিকটে সাহায্য পাইতে পারিবেন।

-:০:-

পুলিসের অদ্ভুত কাণ্ড।

নূতন পুলিসের বিষয়ে আমরা যে আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিতেছে। সেই পূর্ব্বের ন্যায় মিথ্যা মকদ্দমা সাজান, আইনের বিরুদ্ধে কয়েদ রাখা, স্বীকার করাইবার জন্য প্রহার করা এসকল সমানই রহিয়াছে। সম্প্রতি প্রধানতম বিচারালয়ে এক অদ্ভুত মকদ্দমার আপীলের বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারালয় এ বিষয়ে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি।

গত চৈত্র মাসে এক দিন রঙ্গপুরের অন্তর্গত মহাধাপা গ্রামের চিপু নামে এক যুবতি স্ত্রীলোকের বাটীতে এক জন চৌকীদার গিয়া বলে, নদীতে একটি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে চিপু তাহার শ্বশুর আদমের সঙ্গে বিবাদ করাতে ঐ ব্যক্তি বাটী ত্যাগ করিয়া যায়। চৌকীদার বলিল ঐ ব্যক্তি হত হইয়াছে এবং চিপু তাহা জানে এই বলিয়া তাহাকে ও আর দুই ব্যক্তিকে তথায় লইয়া গেল। বেণীমাধব রায় নামক এক জন জমাদার স্ত্রীলোকটিকে প্রহার করিয়া বলিল তাহার চক্রান্তেই আদমের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু চিপু বলিল সে মৃতদেহ তাহার শ্বশুরের নহে। জমাদার

তাহাকে অনেক দম দিয়া দুই রাত্রি তাহার সহিত বাস করিল এবং অনেক কৌশলে সেই দস্যুদেহ তাহার শ্বশুরের এই কথা স্বীকার করাইল, এবং এই কথা বলাইতে বলিল যে সাহক, চাঁদ, বোদা এবং গৌরমণি এই কয়েক জনে তাহাকে বধ করিয়াছে। ইতিমধ্যে ইনস্পেক্টর জগচ্চন্দ্র সেন আসিয়া মহা ধুমধাম আরম্ভ করিলেন। তিনিও চিপুকে লইয়া দুই রাত্রি যাপন করিলেন। ভয়ঙ্কর প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া সাহক প্রভৃতি হত্যাপরাধ স্বীকার করিল। মকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রেরিত হইল, চিপু তথায় শিক্ষামত সমুদায় স্বীকার করিল। বিচার হইতেছে, এমত সময় চিপুর শ্বশুর আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইল। চিপু প্রথমে ইনস্পেক্টরের উপদেশক্রমে তাহাকে শ্বশুর বলিয়া স্বীকার করিল না। কিন্তু আর সকলে তাহাকে চিনিবাতে শেষে পুলিসের ষড়যন্ত্রকাণ্ড প্রকাশ করিয়া দিল। এক্ষণে ওকার ঘাড়ে বোঝা পড়িয়া গেল। বিহারিলেন, খাতিরুল্লা ও তমিজুদ্দিন নামক তিন জন কনষ্টাবল গুরুতর আঘাতের এবং জগচ্চন্দ্র সেন ও জমাদার তাহার সহায়তা করিবার অপরাধে দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারানুসারে সেসিয়নে অর্পিত হইল। সেসিয়ন জজ তাহাদিগের মিয়াদ দেন, কিন্তু প্রধানতম বিচারালয় প্রমাণের অভাবে জগচ্চন্দ্র সেনকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয়, এই ব্যক্তিই প্রধান দোষী। ইহার অনুমতি ব্যতিরেকে কখন পীড়ন ও মিথ্যা মকদ্দমা সাজান হয় নাই। পুলিস ২৪ ঘটিকার অধিককাল তাহাকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। কিন্তু তিন দিবস চিপু ও অন্য অন্য লোককে স্থানে স্থানে বদ্ধ রাখা হয়। ইনস্পেক্টরের এ অপরাধে বিচার ও দণ্ড হওয়া উচিত ছিল।

প্রধানতম বিচারালয় এই আক্ষেপ করিয়াছেন, এ প্রকার সাজান মকদ্দমা প্রায়ই তাঁহাদিগের নিকটে উপস্থিত হয়। অতএব এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। পুলিসের কত দূর ক্ষমতা, তদ্বিষয়ে তাঁহারা এই কথা বলেন যে পুলিস নিজ বিবেচনানুসারে যাহাকে তাহাকে আটক করিয়া রাখিতে ও বিচারালয়ে সমর্পণ করিতে সমর্থ নহেন। মাজিষ্ট্রেটের পরয়ানা ভিন্ন গ্রেপ্তার করিতে হইলে ফৌজদারী আইনের ১০০ ধারার ২ য় পারেগ্রাফ অনুসারে পুলিসের বিশেষ বিবেচনা করা উচিত যে ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ অথবা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ জন্মিয়াছে কি না? বিচারপতি কেম্প ও মার্কবি বলেন "যুক্তিসঙ্গত অভিযোগ ও সন্দেহ প্রকার প্রতি মকদ্দমার অবস্থার উপরে নির্ভর করিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সন্দেহ কোন স্পষ্ট ঘটনা নিবন্ধন হওয়া উচিত। অনিশ্চিত অনুমান ও অবিশ্বাস্য সংবাদ নিবন্ধন হওয়া উচিত নয়। পুলিস কোন কোন ব্যক্তিকে এই বলিয়া ধৃত করেন, যে অতঃপর তাহাদিগের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ বাহির হইবে। এটী তাঁহাদিগের ক্ষমতার নিতান্ত বহির্ভূত কর্ম্ম। স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন পুলিস কর্ম্মচারী আইন বিরুদ্ধে ক্ষমতাতীত কাজ করিয়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলে দণ্ডবিধির ২২০ ধারানুসারে তাঁহার সাত বৎসর মেয়াদ হয়।" প্রধান বিচারালয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য আবশ্যক হইলে, পুলিস পরয়ানা দিতে পারেন এবং ঐ ব্যক্তির তাহা মান্য করা উচিত, কিন্তু সাক্ষীকে নিজে বলপূর্ব্বক আনয়ন অথবা তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তকাল ধৃত করিয়া রাখা পুলিসের ক্ষমতায়ত্ত নহে। সচরাচর এই ঘটনা হইয়া থাকে, এক জন পুলিস আফিসর নিজে ধৃত না করিয়া কোন ব্যক্তিকে গ্রামস্থ লো[ক]... নজরবন্দীতে রাখিয়া দেন। এটী আ[ইন] বিরুদ্ধ কার্য্য। অতএব এজন্য পু[লিস] কর্ম্মচারী দণ্ডনীয় হইতে পারেন। ... স্থলে কোন ব্যক্তিকে যথার্থ দোষে ... প্তার করা হয়, সে স্থলেও মাজিষ্ট্রে[টের] বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে ২৪ ঘটি[কার] অধিককাল আটক করিয়া রাখা আ[ই]নের অনুমোদিত নয়। আর এস্থলে পুলি[স] কর্ম্মচারী তাহাকে থানার ভিন্ন অ[ন্য] রাখিতে সমর্থ নহেন। বিচারপতি[রা] পরিশেষে বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট ... আইনের এই মর্ম্মানুসারে আপনারা ক... কগুলি অবাস্তর নিয়ম করিয়া ত... সারে সকলকে কাজ করিতে বা[ধ্য] করেন, তাহা হইলে এ প্রকার অপরা[ধ] বিরল প্রচার হয়। "দুর্ভাগ্য বশ[তঃ] আমাদিগের সম্মুখে যে সকল মক[দ্দমা] আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্দ্বারা আ[মরা] জানিতে পারিয়াছি প্রধানতম কর্ম্মচা[রি]গণও রুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যন্ত্রণা দি[য়া] থাকেন। কিন্তু সাবধান হইয়া কাজ ... রিলে যে এই অসৎ কর্ম্মচারিদিগের ... সংশোধিত হয়, তাহা আমরা স্প[ষ্ট] করে বলিতে পারি।"

দেশের সর্ব্ব প্রধান বিচারালয় সা... নাতঃ বর্ত্তমান পুলিসের প্রতি দোষা... করিয়াছেন, কিন্তু কোন্ মূল হইতে ... দোষ উৎপন্ন হইতেছে তাহা বলা ... নাই। আমরা বলিতেছি অধিকাংশ ই[ন]স্পেক্টর সবইনস্পেক্টর ও হেডকনষ্টা[বল] পূর্ব্বতন পুলিস হইতে মনোনীত ... য়াছে। যাহারা নূতন লোক, তাহাদি[গে]রও অধিকাংশ অসৎ ও অপদার্থ। ... পুর ত অনেক দূর, ২৪ পরগণার অ[নে]ক স্থান অন্বেষণ করিলে বেণীমাধব রা[য়ের] মত অনেক জমাদার ও জগচ্চন্দ্র সে[নের] মত ইনস্পেক্টর দেখিতে পাওয়া যা[য়]। আমরা কেবল আড়ম্বর ও বহু ব্যয় দে[খি]...

দেখি, তাহা একেবারে দুরীভূত হইতেছে না। আর দেখিয়া লোকের অনুমানাতীত ক্লেশ হইতেছে না। এক জন প্রধান ৫০ টাকা বেতনভোগী সবইন্স্পেক্টর যদি গাড়ী বা পাল্কী করিয়া বেড়ান, তাহা হইলে তিনি যে উৎকোচ লন, তাহার আর সন্দেহ কি? অনুসন্ধান করিয়া এই সকল অপদার্থ লোককে বহিষ্কৃত কর, পুলিসের দোষ গোপন করিও না, তাহা হইলে শীঘ্র পুলিস কার্য্যক্ষম না হউক অন্ততঃ সৎ হইবে। এখন কেবল ছেলেখেলা হইতেছে।

৮ ভূমি সংক্রান্ত আইনের অনিশ্চিত অবস্থা ও তাহার সংশোধন।

বিদ্রোহের পূর্ব্বে যে সকল কার্য্যে সাধারণের অসন্তোষ হয়, বঙ্গদেশে লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জায়গীর বাজেয়াপ্ত করা এবং বোম্বাইয়ের ইনাম কমিসন তাহার অন্যতর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভূমিচ্যুত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশ বিদ্রোহের সময়ে অস্ত্রধারণ করেন নাই। কিন্তু বহুকালের ভূমি হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে সকলের যে অতিশয় মনঃপীড়া হয়, এবং বিদ্রোহের অনেক নষ্টের [illegible] অত্যাচারের নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন, তাহা অপলাপ করিবার নহে। লাখেরাজ বাজেয়াপ্তের সময় এক প্রকার অতীত হইয়াছে। কালেক্টরগণ সম্প্রতি এ বিষয়ে হস্তার্পণ করেন না, কিন্তু পূর্ব্বে অনেক বৎসরে যে সকল ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, তাহাতে বিস্তর কষ্ট আরোপিত লোকদিগকে ভোগ করিতে হইতেছে।

আমাদিগের ভূমির বন্দোবস্ত অনেকাংশে অতি [illegible]। ভূমির [illegible] [illegible] প্রজাদিগকে [illegible] করিতে [illegible] আইনের বিরুদ্ধে জমীদারেরা অনেক দূরে অত্যাচার করেন, [illegible] [illegible] আদালত বিষয়ে আইনে তাহাদিগের সহায়তা করিতেছে। ১৭৯৩ অব্দের ১৯ আইন প্রচলিত করিবার সময়ে লার্ড কর্ণওয়ালিস বলেন, "এ দেশে চিরকাল এই নিয়ম আছে, রাজা প্রত্যেক বিঘা ভূমির উৎপন্নের কিয়দংশ প্রাপ্ত হইবেন।" যে স্থলে রাজা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাহা ত্যাগ করেন সেখানে কেবল প্রজাগণ কর হইতে রক্ষা পান।" এই যুক্তিতেই গবর্ণমেণ্ট অনিষ্ক নিষ্কর ভূমির কর স্থাপন করেন। এই লাখেরাজ ভূমির অধিকারিগণ কৃষক ও অন্য অন্য প্রজার নিকটে কর লইতেন, যে অংশ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য তাহা দিতেন না। অনেকে লাখেরাজদারের স্বত্ব স্থির জানিয়া মৌরসি পাট্টা লইয়া পাকা বাটী, বাগান, পুষ্করিণী প্রভৃতি করেন। হঠাৎ ১৮১৯ অব্দের ২ আইন হইল, কালেক্টর লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিলেন, লাখেরাজদার করপ্রদায়ী জমীদার হইলেন। তিনি তখন রায়তদিগকে বলিলেন, "তোমরা পূর্ব্বে যে হারে কর দিতে তাহা একণে যথেষ্ট নহে, আমায় রাজস্ব দিতে হইতেছে, তোমাদিগের মৌরসি স্বত্ব আর নাই, একণে আমি ঠিকা প্রজার ন্যায় যেচ্ছামত তোমাদিগের নিকটে কর আদায় করিব।" যে সকল জমীদার "বিশেষ দয়ালু" তাঁহারা কেবল সদর জমার টাকাটি প্রজাদিগের নিকটে তুলিয়া লইতেন। ভূত পূর্ব্ব সদর আদালত ১৮৬০ অব্দের ৫ ই মে এই নিষ্পত্তি করেন যে লাখেরাজদারদিগের স্বত্বেই প্রজাদিগের মৌরসির স্বত্ব [illegible], যখন তাঁহাদিগের স্বত্ব যাইতেছে, তখন প্রজাদিগের স্বত্বও যাইবে। অর্থাৎ এক জন লাখেরাজদার [illegible] করিয়া একবারে গবর্ণমেণ্টের [illegible] [illegible] দেন নাই। এক্ষণে [illegible] পড়িয়াছেন, তাঁহাকে শতকরা ৩০ টাকা সরকারী জমা দিতে হইল, সদর আদালতের মতে তিনি প্রজাদিগের নিকটে তাহার দশ গুণ আদায় করিয়া লইতে পারিবেন!! আইনের মর্ম্ম এই, কোন ব্যক্তি আপনার প্রবঞ্চনা নিবন্ধন লোকসান ভোগ করিতে পারিবেন না, কিন্তু সদর আদালতের নিষ্পত্তি অনুসারে সৎ জমীদারেরা মৌরসিদারদিগকে কিছু বলিতে পারিবেন না, কিন্তু জুয়াচোর বাজেয়াপ্ত লাখেরাজদারেরা সদর জমার দশ গুণ লইতে সমর্থ হইলেন। যাহা হউক, সৌভাগ্যের বিষয় এই, ১৮৬৫ অব্দের ১০ই জুন প্রধানতম বিচারালয় নিষ্পত্তি করিয়াছেন লাখেরাজদারের নিকটে রাজস্ব গৃহীত হইলেও মৌরসিদারের জমা ঠিকা হইবে না। কিন্তু লাখেরাজদারকে যে টাকা সদর জমার স্বরূপ দিতে হইবে, তাহা কি তাঁহার প্রতারণার দণ্ডস্থানীয় হইবে? অথবা তিনি প্রজাদিগের ভূমি ও করের পরিমাণে তাঁহাদিগের নিকট হইতে তাহা গ্রহণ করিবেন? ১০ই জুন বিচারালয় এ প্রশ্নের বিচার করেন নাই। কিন্তু প্রকারান্তরে বলিয়াছেন রাজস্বের টাকা প্রজার স্কন্ধে পড়িবে। কিন্তু ঐ বৎসরের এক মকদ্দমায় দুই জন বিচারপতি বলেন, লাখেরাজদার গবর্ণমেণ্টকে এ পর্য্যন্ত ফাঁকি দিয়া আসিতেছিলেন বলিয়া রাজস্বের টাকা একণে প্রজার নিকট আদায় করিতে পারিবেন না। অতএব এই পূর্ব্বাপর বিপরীত নিষ্পত্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, কিন্তু এতন্নিবন্ধন ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিতেছে। প্রায় অধিকাংশ লোকে মৌরসি পাট্টা লইয়া বাটী ও বাগান প্রভৃতি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের উপর কর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা অনেক স্থানে হইতেছে। তন্নিবন্ধন লোকের অসন্তোষ ও ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে। একণে প্রশ্ন হইতেছে, এপ্রকার অনিশ্চিত অবস্থা কত দিন থাকিবে?

আমরা বারম্বার বলিয়াছি ও বলিতেছি ভূমি সংক্রান্ত আইনে অনেক

গোলযোগ আছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন যে প্রকার সংগৃহীত হইয়াছে, ভূমি সংক্রান্ত আইন সেইরূপ একত্র সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে যে করদান প্রণালী আছে, তাহা ন্যায়সঙ্গত নহে। ধনী লোকেরা অপেক্ষাকৃত অল্প কর দিয়া মুক্ত হন, কিন্তু অধিকাংশ কর ভার দরিদ্রদিগের স্কন্ধে পতিত হইয়াছে। এক জন পূর্ব্বে লাখেরাজদার স্বরূপ ২০০০ টাকা পাইতেন, ভূমি বাজেআপ্ত হইলে তাঁহাকে ১০০০ টাকা সদর জমা দিতে হইল, এই টাকা তিনি প্রজার নিকটে আদায় করিতে লাগিলেন। ভূম্যধিকারির সেই সমান আয় রহিল, অত্যাচারকারী জমীদার বরং অধিকও আদায় করিতে লাগিলেন, কষ্ট কেবল প্রজাদিগেরই হইল। কিন্তু এই সকল অনিষ্ট কত দিন থাকিবে? কত দিন লোককে স্বত্বের অস্থিরতার জন্য সশঙ্কিত থাকিতে হইবে? লাখেরাজ বাজেআপ্ত হইলে প্রজার নিকট হইতে না লইয়া জমীদারের নিকট হইতে লওয়াই উচিত।

যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, তখন জমীদারের দেয় দশ বৎসরের করের একত্র করিয়া তাহার ১১ অংশের ৯ অংশ গবর্ণমেণ্ট লন, বাকী জমীদারের থাকে। ঐ সময়ে জোতদারদিগের কর বৃদ্ধির দৃষ্টান্ত নাই, বিধিও নাই। লাখেরাজের প্রজাগণ যখন পাট্টা লন, তখন সেই সময়ের উর্দ্ধসংখ্যা কর দিয়া কবুলতি দেন। প্রজার নিকটে যাহা আদায় হয়, তাহার যে অংশ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য, তাহা লাখেরাজদার প্রতারণা করিয়া আত্মসাৎ করেন। এক্ষণে তিনি ধরা পড়িয়াছেন। অতএব গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য গবর্ণমেণ্টকে দিলে তাঁহার ক্ষতি নাই, বরং সৌভাগ্যের বিষয় যে গবর্ণমেণ্ট [illegible] বৎসরের টাকা ছাড়িতেছেন না। এমত অবস্থায় জমীদারকে যদি বলা হয় সদর জমার টাকা তিনি প্রজার নিকটে লইতে পারেন, তাহা হইলে তাহা যুক্তি ও ন্যায়বিরুদ্ধ হইতেছে। অসৎ লোকের অসাধুতার দণ্ড কি কারণে সৎ লোককে ভোগ করিতে হইবে? আমরা এই জন্য গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক দিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা ভূমি সংক্রান্ত আইন সংশোধন করিয়া একত্র করুন। লাখেরাজ বাজেআপ্ত হইলে প্রজার কত দূর স্বত্ব থাকিবে, তাহা স্পষ্টরূপে ঐ আইনে স্থির করিয়া দেওয়া উচিত। ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইনের ৩৯ ধারানুসারে বাস্তু বাগান, ভূমি প্রভৃতির কর বৃদ্ধি হইতে পারে না; এ বিষয়ে ১০ আইনের সহিত অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে। বাস্তভূমির করের বিষয়ে একটী নির্দ্দিষ্ট আইন করা কর্ত্তব্য। ঠিকা ভূমিতে বাস্ত করিতে দেওয়া অনুচিত। জমীদার যদি তাহা করিতে দেন তাহা হইলে যত দিনের দখল হউক না কেন, কোনমতে কর বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা তাঁহার রাখা উচিত নহে। দেশের সম্পত্তির যত মূল্য বৃদ্ধি হয়, ততই সাধারণ সৌভাগ্য ও গবর্ণমেণ্টের মঙ্গল। বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় তাহা হইতেছে না। জমীদারেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা ভোগ করিতেছেন। কিন্তু তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের যে কয়েকটী কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থির হয়, তাহার একটিও হইতেছে না। কর লইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে প্রজার সম্বন্ধ। এমত অবস্থায় যদি আইন ও করদান প্রণালী [illegible] জমীদারের [illegible] উপেক্ষা হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট [illegible] করিতেছেন [illegible] গৌরব করেন তাহার [illegible] থাকে না। [illegible] কি গবর্ণমেণ্ট কেবল জমীদারদিগের [illegible] বৃদ্ধি করিতেছেন না?

প্রাপ্ত।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে এই পরগণার নাম "বিক্রমপুর" হয়। এমত কিংবদন্তী যে, সুপ্রসিদ্ধ বল্লাল সেন প্রভৃতি [illegible] এখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ একথা অপ্রামাণিক বোধ হয় না, এখনও বজ্রযোগিনী, রামপাল প্রভৃতি স্থানে সুরম্য হর্ম্যাবলীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। প্রবাদ আছে, যখন মুসলমান আক্রমণকারীগণ আগমন করেন তখন এস্থান নদীমাতৃক পুরপ্রদেশ ছিল, পরে অপেক্ষাকৃত অল্পকালে ইহার অন্য প্রকারান্তর সম্পূর্ণতা এবং সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। অধুনা বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী স্রোতস্বতী, পূর্ব্বসীমা মেঘনা নদী, দক্ষিণ সীমা ইদিলপুর পরগণা, পশ্চিম সীমা ফরিদপুর জেলা ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় গ্রাম।

এই স্থানে অনূ্যন দেড় লক্ষ লোক বসতি করিতেছে। ধলেশ্বরী, মেঘনা, পদ্মা, প্রভৃতি তরঙ্গিনী মালা প্রতিনিয়ত বিক্রমপুরের শোভা ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে। কৃষিজাত এখানে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। আউস ধান্য অত্রত্য সাধারণ লোকের প্রধান উপজীবিকা। এতদ্ব্যতিরেকে আমন ধান্য, সরিষা, তিল, কলাই, যব, চিনা, পাট, কাওনিয়া, ধনিয়া, সুপারি, তামাক, কার্পাস, খর্জ্জুর, প্রভৃতি জন্মিয়া অধিবাসীদিগের মহান উপকার সাধন করে।

বিক্রমপুরে শ্রীনগর, তাজপুর, এবং মুনসিগঞ্জ এই তিন স্থানে তিনটী পুলিস ষ্টেসন আছে। এক এক ষ্টেসনে এক এক জন সব ইনস্পেক্টর ও কতিপয় কনষ্টেবল থাকিয়া দেশের শান্তি রক্ষা করিতেছেন। তৈলঙ্গ ভিন্ন মুনসিগঞ্জে একটী মাজিষ্ট্রেটী আফিস সংস্থাপিত আছে। মাজিষ্ট্রেটের অধীনে [illegible] [illegible] আছেন। [illegible] ফৌজদারি সংক্রান্ত [illegible] বিচার [illegible] হয়, এই স্থানে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

যে স্থানে [illegible]

(১) [illegible]

(১) [illegible]

নে অবস্থিত; কীর্ত্তিনাশা ,কীর্ত্তিকে বক্ষিণ
র্শে রাখিয়া পূর্ব্বকালের গমনপূর্ব্বক অনকদার
রীয়া, কোয়ার্কী, ব্রাহ্মণ গাঁ প্রভৃতি গ্রাম
সমূহকে কাঞ্চীবৎ পরিবেষ্টন করিয়া সুশোভিত
রিয়াছে। পদ্মার জল সুরস, তৃপ্তিকর এবং
স্বাস্থ্যজনক। পদ্মার ইলিস মৎস্য সুস্বাদু বলিয়া
বাজারে বহুমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে।
নদী বর্ষাকালে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া
নৌকারোহীদিগের অন্তঃকরণে মহান্ আতঙ্কের
উৎপাদন করিয়া দেয়। তখন ইহার স্রোত অতি
প্রবল হয়, এবং যখন পূর্ব্বদিগ হইতে নির-
ন্তর তীব্র বাত্যাসহকারে ইহার গর্জ্জন অন-
নি পর্য্যন্ত সমান উত্তাল তরঙ্গরূপ ধারণ করে,
সেই পদ্মা এমনি ভীষণদর্শনা হয় যে সেই
ময়ে সমুদ্রগামী কোন কোন সুনিপুণ নাবিকও
পার হইতে সাহসী হয় না। পদ্মাকে কখন
নাশা বলিয়া ভ্রম হয়। পদ্মা নদীর উত্তর পার্শ্বে
রহজ ও কেদারপুর। এই দুই স্থানে দুইটী
কীর্ত্তি ॥ ছিল, কিন্তু দুই বর্ষ হইল অনন্তকুমারি
লেখের ভবি অবধি কেদারপুরে অনেক জল
কালীশধারী কমণ্ডলুও শান্তিনিকেতন করিতেছে
। লোহজঙ্গে এখন একটী আবকারি আ-
সংস্থাপিত আছে, কিন্তু তত্রত্য কীর্ত্তি
কালে উঠিয়া গিয়াছে।
লোহজঙ্গ বনিপ্রধান পালদিগের অবস্থান
। পূর্ব্বকালে ইহাদিগের বিপুল প্রতিপত্তি
। কিন্তু অধুনা তাঁহাদিগের ধনলক্ষ্মী
দুর্দ্দিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। তথায় সময়
ফাল্গুন মাসে একটী অনতি প্রসিদ্ধ মেলা
হইয়া থাকে। সেই মেলায় ঢাকা, বরিশাল,
ফরিদপুর প্রভৃতি নগর হইতে বণিকগণ আগমন
করিয়া আপন আপন স্থাপন করিয়া বহুবিধ শিল্পজাত
দ্রব্যজাত ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। মুন্সীগঞ্জ
ও রাজনগর এই দুই স্থানেও এতাদৃশ মেলা হয়।
শেষোক্ত মেলার নাম " কার্ত্তিক বারুণী » এবং
ইহা একমাসকালব্যাপিনী। এই মেলাতে
বিক্রমপুরে বিবিধ দ্রব্য এবং আবশ্যক
সামগ্রীর আমদানি হইয়া থাকে।
দীর্ঘ একটী ক্ষুদ্র খাল ছিল। এক্ষণে রাজ
খালে সেই খালের জল প্রবাহ অপেক্ষাকৃত
বেগে প্রবাহিত হইয়া তাহার এক
হইয়া পড়ে। কতিপয় খালের মধ্যে এক
বিক্রমপুরবাসিনী ও তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া
গ্রাম প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং অনেক কীর্ত্তি
কীর্ত্তিকলাপ বিলোপ করে, বলিয়া ঐ
খালের নাম " কীর্ত্তিনাশা। »

পদ্মার দক্ষিণ তটবর্ত্তী রাজনগরী (২) নামক স্থানে রাজা রাজবল্লভ প্রভৃত পরাক্রমসহকারে বাস করিতেন। তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তি এবং বিপুল ঐশ্বর্য্য ছিল। অনেক ইতিহাসে রাজবল্লভের নাম অদ্যাপিও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণ সমস্ত প্রদেশের রাজলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে আশ্রিতা এবং বহুকাল অচলা ছিলেন। আজিও আবালবৃদ্ধ সকলে রাজনগরীর রাজাদিগের নামোল্লেখ ও তাঁহাদিগের কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অত্রত্য জমিদার ও তালুকদারদিগের গৃহে এখনও তাৎকালিক রাজকীয় দস্তাবেজাদি চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আমরা অনেক ইতিহাস পাঠ করিয়াছি। কিন্তু অদ্যাপি রাজবল্লভের ন্যায় কোন সম্রাট অথবা কোন ভারতবর্ষীয় ভূপতি কীর্ত্তিমান ছিলেন, এরূপ দর্শন করি নাই। রাজাধিরাজ রাজবল্লভের কীর্ত্তিরাশির অনেক নিদর্শন আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া কালের করাল হরণ শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদর্শন করিতেছে।

নৃপতির বহির্ব্বাটীর সিংহদ্বারোপরি উচ্চ চূড়া সহলিত এক বিংশতি রত্ন প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছে। সিংহ দ্বার মনুষ্য আকারে ইষ্টক নির্ম্মিত। অনেকে ঐ রত্নরাশি গগনাকারে ভ্রম প্রমাদে নিপতিত হইয়াছেন। সম্প্রতি সাধারণ লোকে উহাকে " একুশ রত্ন " শব্দে অভিহিত করে। রত্নরাজি যোত্ৰাবস্থায় বিরাজমান থাকিয়া মানা দেশীয় অবধকারী ও দর্শক বৃন্দের মনোমধ্যে আশ্চর্য্য রসে পরিপ্লুত করিতেছে। কিয়দ্দূরে ইষ্টক রচিত একটী দোলমঞ্চ সংস্থাপিত রহিয়াছে। দোলমঞ্চ এরূপ উচ্চ যে তাহার চূড়ায় প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকের নেত্রের প্রতি অবিশ্বাস হয়। যেমনী সমুন্নত তেমনি গঠিত ও সুশোভিত। মূল প্রদেশে চতুষ্কোণে চারিটী, তদুপর সোপানের প্রথম স্তবক (যাহাকে সাধারণে " থাক " কহে।) চারি কোণে চারিটী, তদুপর মধ্য স্তবকে চারিটী, তদুর্দ্ধ স্তবকের উপর চারিটী এবং চূড়ার উপর অবশিষ্ট একটী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রত্নাবলী ক্রমান্বয়ে উচ্চ। এই দোলের সর্ব্বোচ্চ শিখরোপরি উখিত হইয়া অধোদিকে দৃষ্টিপাত করিলে পথ ঘাটে গমনশীল লোকদিগকে ক্ষুদ্র বিকাল অপেক্ষা অধিক বড় দেখায় না এবং কীর্ত্তিনাশী কালনদী প্রবাহিতা পদ্মাকেও একখানি ক্ষুদ্র

(২) অতঃপরে রাজনগরের প্রাচীন বাটীর বৃত্তান্ত লিখিত হইবে।

পরিসর দৌত উত্তরীয় বসনবৎ ভ্রম হয়। বস্তুতঃ একুশরত্ন হইতে সপ্তদশ রত্ন যে অপেক্ষাকৃত সমধিক আশ্চর্য্য দর্শন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। দোলমঞ্চোপরি একাদিক্রমে সোপানপংক্তি অতিক্রম করিয়া উঠিতে হইলে স্থানে স্থানে দুই তিন বার বিশ্রাম করিতে হয়। এই ইষ্টক বিনির্ম্মিত দোলমঞ্চেই মহারাজ রাজবল্লভ প্রতিবৎসর উৎসবক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতেন। উৎসব সময়ে ঋত্বিকগণ দোলায় দোলায় " লক্ষ্মী নারায়ণের » চক্র দোলে উঠাইতেন। চক্র সাধারণতঃ " ঠাকুর » বলিয়া অভিহিত হয়। উৎসবে এত অধিক পরিমাণে " ঠাকুরকে" আবীর দেওয়া হইত, যে তাহাতে সমুদায় গ্রাম আচ্ছাদিত ও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত।

শ্রুত আছে নৃপতিপুত্র রাজবল্লভের আদেশানুসারে ছয় পশুরি সুবর্ণ দ্বারা একটী কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। প্রতিদিন উহার অর্চনা ক্রিয়া মহা আড়ম্বর সহকারে নির্ব্বাহিত হইত। অধুনা তাহার চিহ্নও আছে কি না সন্দেহ স্থল। রাজবাটীর অধিকাংশ স্থলই সম্প্রতি ভয়ানক ভুজঙ্গ ও হিংস্র জন্তু নিচয়ের আবাস ভূমি হইয়াছে। তাহাদিগের ভীম গর্জ্জনে নির্ভীক হওয়া কাহার সাধ্য ? রত্নাবলী নানাপ্রকার জঙ্গল লতায় আচ্ছাদিত থাকাতে বোধ হইতেছে যেন তাহারা রাজাবলীর বিয়োগ শোকে অধীর ও ব্যাকুল হইয়া বল্কলরূপ মলিন বসন এবং জটারূপ শ্মশ্রু ধারণ করিয়া সংসারের অনিত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে এবং কার্য্য কালে যে অবহিত থাকিয়া যেন দুরন্ত কৃতান্তের চরণে প্রণত রহিয়াছে।

রাজা কতকগুলি সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তৎসমুদায়ের এক একটী এরূপ দীর্ঘ যে এক তট হইতে বজ্রক ধ্বনি করিলে তটান্তরস্থ লোকেরা শুনিতে পায় না। ব্যবহারানুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। মহারাজ যে দীর্ঘিকায় স্নান করিতেন, তাহার নাম " রাজসাগর। » রাজ্ঞীদিগের স্নান দীর্ঘিকার নাম " রাণী সাগর। » ধাত্রীনিচয়ের স্নান জন্য খনিত দীর্ঘি " ধাই সাগর » এবং অনুচরগণ যে জলাশয়ে পোষিত শুক পক্ষীকে স্নান করাইত তাহা " শুকসাগর " বলিয়া অভিহিত। তদতিরিক্ত আর আর অনেকগুলি পুষ্করিণী ছিল। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে যে চৌপাড়া ছিল তাহার পরিসর পদ্মার কোন কোন শাখা নদী অপেক্ষা ন্যূন হইবে না। উল্লিখিত জলাশয় সমূহের অধিকাংশই পদ্মার সহিত সন্মিলিত হই

য়াছে। কেবল স্থানে স্থানে ভগ্নাংশ মাত্র রহিয়াছে।

রাজার বহির্বাটী হইতে রাজাবাড়ী, কেদার মার দীঘির পার (১) মাকোহাটি বজ্রযোগিনী প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া ঢাকা নগরীর সহিত সম্মিলিত একটী সুপ্রশস্ত পথ নির্ম্মিত হয়। তাহার পার্শ্ব দ্বয়ে বৃক্ষশ্রেণী রোপিত ছিল। অদ্যাপিও স্থানে স্থানে ঐ "রাজসরকার" চিহ্ন বাশি নয়ন পথের অতিথ্য স্বীকার করিয়া থাকে। কৃষ্ণদাস (যিনি বাঙ্গালার নবাব সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে ভীত হইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী ড্রেক সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন) রাজা রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। অদ্যাপিও তাঁহাদিগের বংশ প্রভাতকালীন চন্দ্রকিরণের ন্যায় নিষ্প্রভরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বিবিধ সংবাদ।

২৩ এ মাঘ সোমবার

সম্প্রতি মান্দ্রাজের কৃতবিদ্য সমাজ পাচিয়াপা বিদ্যালয় বাটীতে মিস কার্পেণ্টরের প্রস্তাবিত স্ত্রীনর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপনের যৌক্তিকতা বিবেচনার্থ এক সভা করেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর প্রস্তাব একণে স্থগিত রহিল।

আমরা দেখিতেছি কলিকাতার মিউনিসিপালিটির ন্যায় মফস্বলের মিউনিসিপালিটিও ইউরোপীয় বিভাগ পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত অধিক যত্নবান। হগ সাহেবের আগমন অবধি কলিকাতার দেশীয় বিভাগের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্জাবের লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর তত্রত্য বিদ্যাশিক্ষার রিপোর্ট সমালোচনা করিবার সময়ে ডাক্তর লিটনারের বিষয়ে বলিয়াছেন যে প্রকার নিয়ম আছে তদনুসারে তাঁহার কাজ করিলে ভাল হয়। অধ্যক্ষ নিজের মতাবলম্বন করিয়া কাজ করেন, ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্ট হইতেছে, অতএব তাঁহার এটী পরিত্যাগ

---

(১) কথিত আছে, দীঘি খনিত হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাতে জল উঠে না। পরে স্বপ্নাদেশ হয় যে "এক পুত্রবতীর পুত্র কাটিয়া রক্ত দান করিলে দীঘিতে জল উঠিবে।" কেদা কৈবর্ত্তজাতীয় ছিল। রাজাদেশে দীঘির কাছে কেদার শির ছিন্ন হয়। পুত্রবিয়োগ শোকে মাতা অধীরা হইলে তাহার শোকাপনয়নার্থ প্রভু দীঘিকার নাম "কেদার মার দীঘি" রাখেন। উহা অত্যন্ত প্রশস্ত।

উচিত। পঞ্জাবশিক্ষাবিভাগের অনেক স্থানেই অনেক গোলযোগ আছে।

মধ্যভারতবর্ষের প্রধান কমিসনর তত্রত্য অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটদিগের কার্য্য প্রণালীর সুখ্যাতি করিয়াছেন। আপাততঃ তথায় ৬০ জন অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট আছেন গত বৎসর তাঁহারা ৪১১৪ টি মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। অর্থাৎ সমুদায় প্রদেশের যাবতীয় ফৌজদারি মকদ্দমার পঞ্চমাংশ তাঁহাদিগের দ্বারা বিচারিত হইয়াছে। ৪০৭১ জন এই প্রদেশে শারীরিক দণ্ড পান। ১৭০ জনের শারীরিক দণ্ড ও নিয়াদ উভয়বিধ শাস্তি হয়।

কলিকাতার কৃষিসমাজ বঙ্গদেশে কারোলিনার ধান্য চাষের উদ্যোগ করিতেছেন। মান্দ্রাজ হইতে কিঞ্চিৎ বীজ আসিয়াছে।

গত বৃহস্পতিবার বিচারপতি নর্ম্মান ফিয়ার সিটনকার ও মার্কবি, ইডেন ও মাকিণ্টস লড ও রেবরেণ্ড আয়রো সাহেব প্রভৃতি কয়েক জন ইউরোপীয় ভদ্রলোক জোড়াসাঁকোর নাট্যশালায় নবনাটকের অভিনয় দর্শন করিতে যান। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।

২৪ এ মাঘ মঙ্গলবার।

দুর্ভিক্ষ কমিসন ওয়েলেসলি প্লীর ৫ নং বাটিতে অধিবেশন করিতেছেন। অনেকের জবানবন্দি লইতেছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় একালি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে না। কমিসন উৎকলের মফস্বলে যাইতে পারেন নাই। তথাপি আমরা অবগত হইলাম যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেবঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অব্যাহতি পাইবেন এরূপ বোধ হয় না।

সম্প্রতি লার্ড শাফটসবরি আক্ষেপ করিয়াছেন, ইংলণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের হ্রাস হইতেছে, যাঁহারা অতিশয় কৃতবিদ্য, তাঁহারা কোলেজোর ও নিউমানের মতাবলম্বন করিতেছেন। সাধারণে কাথলিক ধর্ম্ম পুন গ্রহণ করিতেছেন। এজন্য অনেকে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ও লার্ড শাফটসবরি আশঙ্কা করেন পোপের রাজ্য গেলে তিনি যদি কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকেন তাহা হইলে সমুদায় ব্রিটেন পুনর্ব্বার কাথলিক হইবেন। উপধর্ম্মের এপ্রকার অত্যাচার কাঁটা সর্ব্বত্র আছে।

ইংলিসম্যান অবগত হইয়াছেন চন্দননগর হস্তান্তর করিবার প্রস্তাব ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আর শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। সম্রাট নেপলিয়ন অর্থ পাইয়া রাজ্যত্যাগ করিবার লোক নহেন।

২৫ এ মাঘ বুধবার।

মান্দ্রাজ ষ্টাণ্ডার্ড বলেন, গত নবেম্বর মাসে মান্দ্রাজে ১১,৯১,৮০২ নগদ টাকা আমদানী ১৭,২০,২৭৫ টাকা নগদ রপ্তানী হইয়াছে আমদানীর টাকার অধিকাংশ কলম্ব হই আইসে। রপ্তানীর টাকার প্রায় সমুদায় কেরা রেঙ্গুণে প্রেরণ করেন। কয়েক ব বাণিজ্যের নিয়ম দোষ নিবন্ধন এদেশ হই নগদ টাকা বাহির হইতেছে।

ইংলিসম্যান ভূটান হইতে সংবাদ পাইয়া দেবরাজ এবং পেনলোগণ একবাক্য হই প্রজাদিগকে সভ্যজাতির ধরণ অনুসারে ক করাইতে যত্নবান হন। কিন্তু তথায় এক বি ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অধিকাংশ দেবরাজের নিকটে প্রেরণ করেন. ইহাতে প রাজের ঈর্ষ্যা হওয়াতে তিনি সভাসদ্গি সহিত পরামর্শ করিয়া দেবরাজের পদ উঠাই ধর্ম্ম ও শাসন উভয় ভার আপন হস্তে লই কেন। সৌভাগ্য বশতঃ এতন্নিবন্ধন গৃহযুদ্ধ নাই।

২৬ এ মাঘ বৃহস্পতিবার।

বোম্বাইয়ের একজন জুয়াচোর ভদ্রধর রা সাজিয়া অনেক লোককে ঠকাইতেছে। ই সহযোগী জুয়াচোরেরা ভুলে তার বেশ ধরিয়া লোককে কি "রাজার" সহিত সাক্ষাৎ করি আসিলে তাঁহাকে প্রেয়ারা খেলিতে বলা হ তিনি যে পুনম্মধ্যে প্রত্যাগমন করেন ইহা ব বাহুল্য। এক জন পারসী ভদ্রলোক সম্প্র "রাজাকে" পুলিসে দেন, কিন্তু আইনে কুতর্কে "রাজা" রক্ষা পাইয়াছেন। কমিশ তার পূর্ব্বে এক ব্যক্তি এ প্রকার "নবাব" "রাজা" হইয়া প্রেয়ারা, খেলিয়ে প্র দুঃতক্রীড়া করিত, কিন্তু এক্ষণে শীঘ্র পড়ে, এবং জনেককাল মধ্যেই কাঁসাক "ম নিগকে" ঠকাইয়া দিবা দেয়।

মান্দ্রাজের রাজা সর জোসফ জনের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা জনের উপরে বো বীদের [illegible] করিতেছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, বঙ্গদেশীয় গ মেণ্ট যে ১২ লক্ষ মণ চাউল উৎকলে প্রের দিয়াছেন তাহা দাতব্যের দ্বারা বিতরণ [illegible] না। [illegible] করা হইবে? [illegible] দেওয়া হইবে। [illegible] চোর ডাকাতের ন্যায় [illegible] পারিবেন না। [illegible] করিবে? [illegible] চাউলের আনিবারণ [illegible] সকল [illegible] তাহাকে আবার [illegible] করা কর্ত্তব্য।

কাবুল হইতে পরস্পর বিপরীত সংবাদ আসিতেছে। ইংলিসমান বলেন সিয়ার আলী খাঁ সম্পূর্ণ জয় লাভ করিয়া কাবুলে প্রবেশ করিয়াছেন। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সংবাদ পাইয়াছেন আমীর পরাজিত হইয়া হিরাটে পলায়ন করিয়াছেন। যাহা হউক শীঘ্র ঐ হতভাগ্য দেশের গৃহবিবাদ যাইতেছে না। গজকচ্ছপের যুদ্ধশেষের ন্যায় কাবুল রুশিয়ার গ্রাসে না পড়িলে শান্ত মূর্ত্তি ধরিতেছে না।

রেবরেণ্ড এচ, উড প্রথমতঃ প্রোটেষ্টাণ্ট পাদরী ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে দুশ্চরিত্রতার অভিযোগ হওয়াতে কলিকাতার বিশপ তাঁহাকে বহিষ্কৃত করেন। রেবরেণ্ড উড সম্প্রতি কাথলিক ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন। শৈব হইয়া বৈষ্ণব হওয়া বড় কঠিন কথা নহে।

পাটনার কমিসনর রিপোর্ট করেন, ত্রিহুত ও চম্পারণ ভিন্ন বেহারের সর্ব্বস্থানে যথেষ্ট শস্য জন্মিয়াছে। ত্রিহুতে শস্য কাটিবামাত্র বণিকেরা ক্রয় করিয়াছেন। কৃষকেরা উক্ত মূল্যের লোভ ত্যাগ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু পরে তাহাদিগের অন্নকষ্ট হইবার সম্ভাবনা যেহেতুক অধিকাংশ শস্য স্থানান্তরিত হইতেছে। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করেন নাই। স্থানীয় কর্ম্মচারিদিগের কথায় আর বিশ্বাস হয় না।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, পঞ্জাবে এবার অনাবৃষ্টি হেতু দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করিতেছে।

দুর্ভিক্ষ কমিসনর কটকে এক বিশেষ অন্যায় কাজ করেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে যে সকল লোক জবানবন্দি দেন, তাঁহাদিগের বাক্য স্থানীয় কর্ম্মচারিগণ যখন ইচ্ছা পাঠ করিতে পান। এই জন্য অনেক লোকে ভীত হইয়া কর্ম্মচারি-দিগের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলিতে সাহসী হন নাই। তাঁহারা জানেন কমিসনরেরা গমন করিলে কৃষক অবশ্যই পুনর্ব্বার প্রহার আরম্ভ করিবে। উৎকলের সকলে একবাক্যে বলেন দারুণ দুর্ভিক্ষ কষ্টের সময়ে কমিসনর রেবেন্সা গবর্ণমেণ্টকে কেবল যে অমূলক সংবাদ দেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি দূষণীয় ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথাপি এই ব্যক্তির হস্তে উৎকলের ভার রহিয়াছে।

সিবিলিয়ানদিগের এতদ্দেশীয় ভাষার পরীক্ষা ইংলণ্ডে হওয়াতে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য পরীক্ষক সম্প্রদায় উঠাইয়া দিতেছেন। ইংলণ্ডে এতদ্দেশীয় ভাষার পরীক্ষা নামমাত্র হবে। এখানেই যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে লোকে হাস্য করিয়া থাকেন। দুই এক জন ভিন্ন সকলের কথা অতি জঘন্য, উচ্চারণের ত কথাই নাই।

২৭ এ মাঘ শুক্রবার।

ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশন দিবসে হবহাউস সাহেব এক বিল অর্পণ করিবেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যত পুস্তক এদেশে মুদ্রিত হইবে অবশ্য তাহার রেজিষ্টরী করিতে হইবে। স্বেচ্ছাধীন রেজিষ্টরীতে কোন কাজ হয় নাই গ্রন্থকারদিগের কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভিন্ন বিশেষ ইষ্টফল হইবে বোধ হয় না।

বিচারপতি মর্গানের প্রাধান্যলাভ বাসনা ক্রমশঃ দূষণীয় হইতেছে। তিনি আগরার প্রধান তম বিচারালয়ের অন্যতর বিচারপতিদিগকে শূন্যমাত্র করিয়া রাখিয়াছেন। পিয়নিয়র বলেন, সিবিলিয়ান বিচারপতি পিয়র্সন এজন্য পদত্যাগ করিয়াছেন। নিম্নতর কর্ম্মচারিদিগের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা না থাকিলে যে কাজ হয় না, তাহা অনেকে বুঝেন না। যে সকল লোকের চিরকাল পরাধীন থাকা অভ্যাস তাঁহারা প্রধান ক্ষমতা প্রায় উত্তমরূপে ব্যবহার করিতে পারেন না।

ডাক্তর আণ্ডার্সন রিপোর্ট করেন দারজিলিঙ্গে একণে ৩,২৫,৪০৮ টি সিঙ্কোনা বৃক্ষ আছে। গত ডিসেম্বর মাসে ২৩,৮০০ কলম হয়। বৃক্ষগুলি উত্তম হইতেছে। ডাক্তর আণ্ডার্সন আরও বলিয়াছেন মেহাগ্নি বৃক্ষ বঙ্গদেশের সকল স্থানে হইতে পারে। বিশেষতঃ আসাম ও সিকিম পর্ব্বতের নীচে হইতে উত্তমরূপে জন্মিতে পারে। গবর্ণমেণ্টের উদ্যানে যে সকল মেহাগ্নি বৃক্ষ ছিল, তাহা ঝড়ে নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি অল্পকাল মধ্যে বৃহৎ হইয়াছিল।

২৮ এ মাঘ শনিবার।

ঢাকার কমিসনর সি. টি বকলাণ্ড সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন আসামের কুলিদিগের বিষয়ে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহা রহিত করিয়া কুলি ও চা-করকে পরস্পরের বন্দোবস্ত করিতে দেওয়া উচিত। কোন চুক্তি পত্র এক জন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে লিখাইবার নিয়ম করিলে যথেষ্ট হইবে। চা-করেরা ফৌজদারি কণ্ট্রাক্ট আইনের জন্য ক্ষোভ করিতেছেন।

অদ্য বহুবাজার বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে।

কল্য কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের পারিতোষিক দান ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৩ ই জানুয়ারি। ইংলণ্ড, ফ্রা জার্ম্মনীতে অতিশয় বরফপাত ও ঝড় তেছে। ইহাতে ডাক আসিতে বিলম্ব হয়।

অকুলান পরিপূর্ণ করিবার জন্য ইটা রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী ১৮৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত তীয় ধর্ম্মালয়ের সম্পত্তির উপরে ১০ শতাংশ কর আদায় করিবার মানস করিয়াছে

লণ্ডন ২৩ এ জানুয়ারি। সর জন লরে অতিশয় মিতব্যয়বিষয়ক রাজনীতি অবল করিয়াছেন বলিয়া যে দোষ দেওয়া হয়, টাই তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

তুরস্ক সার্ব্বিয়ার দাওয়া শ্রবণ করিতেছে ফরাসী শাসন প্রণালীর অনেক উৎকর্ষ হইবে ইহাতে মুদ্রাযন্ত্রের অধিক স্বাধীনতা দেও হইবে।

মার্শাল বাজেন সৈন্যদিগকে মাক্সিমিলি য়ানের অধীনে কর্ম্ম লইবার অনুমতি দিয়াছেন আমেরিকার প্রধানতম বিচারালয় বলিয়াছে পরীক্ষার শপথের রীতি সঙ্গত।

লণ্ডন ২২ এ জানুয়ারি। লার্ড ক্র্যানবোর্ণ আবিসিনিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করিবার আ দিয়াছেন, এ জনরব অকাল জাত। কর্ণেল সিয়া ওয়েল্‌স প্রত্যাগমন না করিলে কিছুই হইবে না বোম্বাই হইতে যে টেলিগ্রাফ আসিয়াছে অনু সারে গবর্ণমেণ্টপরিশোধকগণ ও চাকরি আ লক্ষ প্রতি পাউণ্ডে দশ সিলিঙ্গ প্রদান করিবেন

সভাপতির অসম্মতি অগ্রাহ্য করিয়া আমে রিকার মহাসভা কাফ্রিদিগকে প্রতিনিধি মনো নীত করিবার ক্ষমতা দিবার বিল বিধিবদ্ধ করি য়াছেন। সভাপতির ক্ষমা করিবার যে ক্ষমতা ছিল তাহা রহিত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৪ এ জানুয়ারি। ১১ ই ফেব্রুয়া রিফরম সভা ট্রাফালগর স্কোয়ারের স টিতে হইবে।

জর্ম্মনীর প্রধান প্রদেশ সমূহের একতা সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট হঙ্গ রীয় প্রতিনিধি সভার এড্রেস গ্রহণের সময়ে বলিয়াছেন, শীঘ্র এরূপ এক ঘোষণা হইবে, যা হাতে যাবতীয় ভয়ের কারণ দূর করিবে।

তুরস্ক জাহাজে কাণ্ডিয়াস্থ গ্রীক রেরা উক্ত দ্বীপ ত্যাগ করিতেছে

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। পূর্ব্ব লণ্ডনে অ শয় অন্নকষ্ট হইয়াছে। ডেপটফোর্ড ও গ্রী উইচে খাদ্যের জন্য ক্রমাগত বন্দী হয়।

লণ্ডন ২৫ এ জানুয়ারি। কানাডায় ফেন ফেনিয়ানের মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহাদি গের তাহার পরিবর্ত্তে ২০ বৎসর মেয়াদ হইয়াছে

ষ্টিফেন্সকে পদচ্যুত করিয়া নিলসনকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

লণ্ডন ২৬ এ জানুয়ারি। ...মি ... মেবি গেজেট বলেন, ইংলণ্ডীয় ক... আলিসন সাব-রিক ...বচারের আজ্ঞা প্রবল ...। মানস ...মিলড্রাক ভৎসনা করা হইয়াছে ...তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইবে না। লাড ক্র...বোরন ভারত বর্ষের সৌভাগ্যোন্নতিকে এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। দেশের উন্নতি হেতু যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা করিতে তিনি কর্ণেল স্ট্রেচিকে অনুমতি দিয়াছেন। ...বেইনওয়েস ব্রক ও জনসেন আফ্রিকা ইত্যাদি ...শার টাকা।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আপনার ২ রা মাঘের পত্রিকাতে ... দেশীয় রাজগণের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিবয়টী পাঠ করিতে করিতে ত্রিবাঙ্কুর ও ক্ষেত্রীর মহারাজদ্বয়ের দৈনন্দিন উন্নতি সাধনের বিষয় পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু মহাশয়! আপনি এবং আপনার পাঠকবর্গ ক্ষেত্রীর মহারাজের সবিশেষ উন্নতি সাধনের বিষয় জ্ঞাত নহেন, অতএব আমি সমস্ত না লিখিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

মহাশয়! ক্ষেত্রীতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচ ছয়টী রোগী সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে এবং তাহারা আহারীয় দ্রব্য চিকিৎসকের অভিমতে সম্পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হইতেছে। পঁচিশ ত্রিশটী রোগী প্রত্যহ আসিয়া ঔষধ লইয়া যায়। প্রজাগণ ইংরাজী টীকা দিবার এত দূর পর্য্যন্ত অভিলাষী যে অধিক দূরবর্ত্তী স্থান (অন্যান্য রাজার অধিকার) হইতে বালক লইয়া আসিয়া টীকা দেওয়াইতেছে।

একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজী, উর্দ্দু এবং সংস্কৃত ...েন ভাগার তিন জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। ছাত্রসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১০৪ জন।

মহারাজের নিজ অধিকার এখান হইতে ১৫ ক্রোশ অন্তর কোট পুতলী। তথায় একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ ইংরাজী, উর্দ্দু এবং সংস্কৃত তিন প্রকার শিক্ষা পাইতেছে, ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৯০ জন। আর চিড়াউ নামক গ্রামে এক চিকিৎসালয় ও এক উর্দ্দু বিদ্যালয় এবং বাবাই গ্রামেও একটী উর্দ্দু বিদ্যালয় হইয়াছে।

মহাশয়! অত্র স্থানে একটী ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহার কার্য্য প্রতি শুক্রবার রজনী ৮ ঘটিকার সময় আরম্ভ হয়। তাহাতে মহারাজ স্বয়ং, শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ঢোল সব আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ও শ্রীযুক্ত বাবু জোয়ালা ...হাই এই তিন ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। ... যে সমস্ত ব্যবস্থা সংগৃহীত হয়, তন্মধ্যে ... ...শ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা। এই ...ভা টীর স্থাপনাবধি দেশের যে কত অত্যাচার নিবারিত এবং কত যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা মদীয় লেখনী লিখিতে অক্ষম। জেলখানার অধিকাংশ নিয়ম ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জেলের আইনের ন্যায় হইয়াছে। পুলিসের পরিচ্ছদ এবং কনষ্টেবলের চাপরাস বেঙ্গল পুলিসের ন্যায় হইয়াছে। ক্ষেত্রী সহর অতি ক্ষুদ্র, তথাচ বাজার এবং সহর পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত ২০ জন মেথর নিযুক্ত আছে, তাহারা প্রাতে এবং অপরাহ্নে দুই বার কাজ করিতেছে। পর্ব্বতময় দেশ প্রযুক্ত পূর্ব্বে এখানে রাস্তা নিয়মিতরূপ ছিল না, এক্ষণে মহারাজ আপনার এলাকা মধ্যে স্থানে স্থানে রাস্তা নির্ম্মাণ করাইতেছেন।

প্রাচীনকালের ন্যায় প্রজাদিগের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার নাই, পূর্ব্বের ন্যায় ইচ্ছাধীন অনিয়মিত কারাবদ্ধ করিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আইন অনুসারে কারাবাসের আদেশ হইতেছে। ইংরাজী, উর্দ্দু এবং হিন্দিতে পারদর্শী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নন্দলাল জী দেওয়ানী পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। এত দিনের পর মহারাজের রাজস্ব হইতে উৎকোচ গ্রহণের আশঙ্কা দূরীভূত হইল। মহারাজ মধ্যে মধ্যে চিকিৎসালয়ে এবং বিদ্যালয়ে স্বয়ং গমন করিয়া তত্ত্বাবধারণ করেন। অন্যান্য রাজগণের ন্যায় ক্ষেত্রীর মহারাজ নৃত্য গীতাদি আমোদ প্রমোদে দিবা যামিনী যাপন করেন না, কেবল বিদ্যালোচনার আমোদ প্রমোদে সময় যাপন করিয়া থাকেন। না করিবেন কেন? "বিদ্যারত্নং মহাধনং" তাহা তিনি বুঝিয়াছেন, তাহাতে প্রধান ...ণী শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল ঢোল সবআসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন। ...ই মহাত্মার এ স্থানে আগমনাবধি মহারাজ রাজ্যের উন্নতি সাধনে এবং প্রজাবর্গের দুঃখ বিমোচনে সমধিক ...বান হইয়াছেন।

সম্পাদক মহাশয়! ক্ষেত্রীর ...বাজের আয় যদি জয়পুর, যোধপুর, ভরতপুর, ...তিয়ালা প্রভৃতি রাজার ন্যায় হইত, তাহা হইলে যে আরও কত স্থানে কত চিকিৎসালয় ও বিদ্যা... সংস্থাপিত হইত তাহা কল্পনাতীত। এ... জিজ্ঞাসা করি, এবম্বিধ প্রজাপ্রিয় স্বদেশহিতৈ... রাজাকে গবর্ণমেণ্ট হইতে ষ্টার অব ইণ্ডি... উপাধি প্রদান করা উচিত কি না?

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদ... মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়। বঙ্গদেশের লেপ্ট... গবর্ণর বাহাদুরের মিনিট উপলক্ষে এডুকে... গেজেট ও সোমপ্রকাশে লিখিত প্রস্তাবদ্বয় ... করিয়া আমার মনে বিভিন্নভাবের উদয় ...য়াছে। আমি ক্রমশঃ সেই সকল ভাব ব... করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সোমপ্রকাশে প্রক... করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

আমি আপনাকে বহুজ্ঞ ও বিজ্ঞ বলি... জানিতাম, কিন্তু সেটী আমারই ভ্রম। আপ... এক এক সময়ে পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করি... এক কথা বলিয়া বসেন, কিন্তু কে আপনার ক... কর্ণপাত করে। আপনি তবু বলিতে ছাড়েন ... এই ত আপনার একটী প্রধান দোষ দেখিতেছি... আপনি গবর্ণমেণ্টকে অন্যের মুখাপেক্ষী ... হইয়া উড়িষ্যা প্রদেশে চাউল পাঠাইবে... সেই চাউল অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে পুনঃ পু... অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে কথা কে শুনি... ছিল? সে কথাতেই আপনার বার্ত্তাশাস্ত্রে... অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছিল মাত্র। তবু ... আপনি বুঝেন না।

বৃপত্তিয়া চারচক্ষু এ কি আপনি জানেন... ও কখন শুনেনও নাই? "স্থানীয় কর্ম্মচারি... গের বিজ্ঞাপনই গবর্ণমেণ্টের চক্ষু কর্ণের স্বরূপ... কালেক্টর কমিসনর প্রভৃতি প্রধান প্রধান ক... রিয়া সময়ে সময়ে যাহা লিখিয়াছিলেন, ত... আর কি লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের হৃদয়ঙ্গম হ... সম্ভব? একি আপনি বুঝিতে পারেন নাই? ... "যেরূপ প্রতীতি হয় তাহার বিপরীত বা ... রিক্ত কার্য্য কে করিয়া থাকে? কেহই করেন ... এডুকেশন গেজেটের প্রতি দৃষ্টি করি... বুঝিতে পারিবেন।

অপর, লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের "যেরূপ সং... বদ্ধমূল হইয়াছিল তাহার বিপরীত কার্য্য ... কি প্রকারে করেন" "দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন "অ... লোকের প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে বটে" তজ্জ... লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর বা গবর্ণমেণ্টকে দোষী করি... প্রকৃত কারণ লক্ষিত হয় না।" ঠিক! ... লাটিয়ালেরা কিঞ্চিৎ অর্থলোভে লোম্বণ ...

দুই এক লাঠির আঘাতে যে মনুষ্য হত্যা করে, এখানে ত সেরূপ হয় নাই। লেপ্টেনণ্ট বাহাদুরের অর্থলোভ ত নাইই, তিনি লাঠির আঘাতও করেন নাই, তবে তাঁহার দোষ কি !!! বিশেষতঃ যখন লাঠিয়ালদিগের ঐরূপ নরহত্যা করিয়া অর্থোপার্জন করা সংস্কার হইয়াছে তখন তাহাদিগেরই বা দোষ কি? তবে যে বাঁশ ঝাড়ের বাঁশে লাটি হইয়াছে, সেই বাঁশ ঝাড় যাহার জমিতে আছে, সেই ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ দোষ বলিতে হইবে। উড়িষ্যার অনিষ্টের "অধিকাংশই কাঠজুড়ী বেগবতী নদীর জলোচ্ছ্বাস জনিত" যখন স্থির হইল, তখন যে মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ হইয়াছিল সেই মেঘেরই দোষ, অথবা যে বায়ুতে সেই মেঘ উড়িষ্যায় লইয়া যায়, সেই বায়ুরই দোষ, বলিতে হইবে। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের কি দোষ? এইটী প্রবল বায়ুরই কার্য্য। আপনাদিগের প্রস্তাবদ্বয় পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে আপনাদিগের কাহারও তর্ক শক্তির তাদৃশ উন্মেষ হয় নাই। দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। যিনি যাহা বলুন, দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ আমিই ঠিক করিয়াছি। দুর্ভিক্ষ হেতু যেখানে যত লোক মরিয়াছে, সেই সকল হতভাগের কপালেরই দোষই প্রকৃত কারণ। তাহারা কেন আর কোন দেশে গিয়া জন্ম গ্রহণ করিল না? এ পোড়া ভারতবর্ষ ছাড়া আর কি পৃথিবীতে দেশ নাই? যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল!

আপনি লিখিয়াছেন "তিনি মিনিট না লিখিলে বুদ্ধির কাজ হইত।" আপনি ত বড় বোকা দেখি। এডুকেশনে দৃষ্টি করুন, মিনিটের গুণ বুঝিতে পারিবেন। ঐ মিনিটে কত লোকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিয়াছে। কেহ কেহ দেশের মঙ্গলেচ্ছু হইয়া যে ভাবধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ মিনিটের গুণে নিজ মঙ্গলেচ্ছু হইয়া অন্য ভাব ধারণ করিয়াছেন। ঐ মিনিটের এত গুণ!! আপনি লিখিয়াছেন যে দুর্ভিক্ষ কমিসনের রিপোর্টের পূর্ব্বে মিনিট না লিখিয়া সর সিসিল বীডনের স্থির হইয়া থাকা উচিত ছিল। কেন "ঠাকুরঘরে কে? আমি কলা খাই নি।" ঐ মিনিট লেখাতে ত এরূপ বলা হইতেছে না, তবে ইহাতে কি দোষ হইল? ঐ মিনিটে যে কত কাজ হইবে পরে আরও জানিতে পারিবেন।

আপনার কি দুর্ব্বুদ্ধি! নিজের ভ্রম না দেখিয়া বড়লোকের ভ্রম দেখিতেছেন। আপনি কেমন করিয়া প্রকৃত ঘটনার অপলাপ করিলেন? আপনি লিখিয়াছেন "শাসনকর্ত্তার কষ্টের স্থানে উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য।" ভাল ইহা মানিলাম। আপনি কি জানেন না যে সর সিসিল বীডন দারজিলিঙে থাকিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইয়াও কি একবার উৎকল দেশে গমন করেন নাই এবং দারজিলিঙ ছাড়িয়া কিছু দিনের জন্য কলিকাতায় আইসেন নাই? আপনি এসকল কথার উল্লেখ করেন নাই এ আপনার বড় দোষ। দারজিলিঙেরও গুণ আপনি জানেন না। সর সিসিল বীডন ত লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর, তাঁহার গুণের ত সীমা নাই এবং যেরূপ মিনিট লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি দারজিলিঙে থাকিয়া যে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন এ বিচিত্র নহে। কিন্তু দারজিলিঙের এমনি গুণ যে এডুকেশন বিভাগের ডিরেক্টরও সেখানে থাকিয়া শিক্ষাকার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে থাকেন এবং সেখানে তাঁহার এত কাজ যে প্রায় এক বৎসরের মধ্যে তিনি অধস্তন শিক্ষকদিগের শ্রেণীবিভাগের বিষয় স্থির করিয়া রিপোর্ট করিতে পারিলেন না। গ্রীষ্মের সময় কলিকাতায় থাকিয়া কি তিনি এত কাজ নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন! ধন্য তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ধন্য তাঁহার শ্রমশীলতা!!

যাহা হউক, আপনি এই কয়টী প্রশ্নের উত্তর দিন দেখি। কিন্তু আপনার যেরূপ স্বভাব দেখিতেছি তাহাতে আপনাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত, যেমন তেমন উত্তর দিলেই চলিবে না। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া সাবধানে উত্তর দিবেন। বড় লোকের কি দোষ আছে? দোষ থাকিলেও সে দোষ কি দর্শন করা উচিত? দর্শন করিলেও কি সে দোষ লইয়া আন্দোলন করা উচিত? সম্পাদকদিগের কি লোকের সন্তোষ সম্পাদনে যত্ন করা উচিত নয়? বড় লোকের দোষোল্লেখ করিয়া লোককে চটান কি উচিত? রাজপ্রসাদ লাভ করিতে না পারিলে কি এডুকেশনের শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে? আর এরূপ কত প্রশ্ন লিখিব এডুকেশনে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক প্রশ্ন দেখিতে পাইবেন। ভাল আরও বলুন দেখি। ভারতবর্ষ কি স্বাধীন দেশ? ভারতবর্ষ কি ব্রিটেন? সভ্য দেশের সহিত কি অসভ্য দেশের তুলনা হয়? সভ্য লোকের সহিত কি অসভ্য লোকের উপমা হয়? ভারতবর্ষের মনুষ্য কি মনুষ্যের মধ্যে গণ্য? বিলাতের পশুদিগের সহিত কি তাহাদিগের তুলনা হইতে পারে? বিলাতের কতকগুলি পশু নষ্ট হওয়াতে যে ধুমধাম ও বক্তৃতা হইয়াছে, এদেশের ১৫ লক্ষ লোক নষ্ট হইয়া দেশ উৎসন্ন হইলেও কি সেরূপ ধুমধাম হওয়া উচিত? কৃষ্ণকায়ের সহিত কি শ্বেতকায়ের তুলনা হইতে পারে? খৃষ্টীয়ানের সহিত কি পেগানের তুলনা হইতে পারে? উৎকলের মনুষ্য কি মনুষ্য? পাল্কির বেহারার সহিত কি বিলাতি অশ্বের তুলনা হয়? ভাল বোধ করুন, যদি উৎকলের দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে গিয়া "সর সিসিল বীডন মহোদয়ের প্রাণ নাশ হইত, তাহা হইলে কি লোকের দুঃখের আর পরিসীমা থাকিত? তাঁহার ন্যায় দয়াবান ও গুণবান লোক আর কোথায় মিলিত? অপর, ইহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য, ১৫ লক্ষ উড়িয়ার প্রাণ নাশ হইয়াছে, তাহাতে ত "কোন বিশেষ হানি হইতেছে না।" সে সকল লোক থাকিলেও হয়, না থাকিলেও হয়। এক জন শ্বেতকায় খৃষ্টীয়ান সভ্য গুণবান লোকের সহিত কখনই ১৫ লক্ষ কি সহস্র লক্ষ কৃষ্ণকায়, পেগান অসভ্য ও নির্দ্দোষ লোকের তুলনা করা যায় না। যদি বলেন, যে সর সিসিল বীডনের দোষে অনেক অর্থ ব্যর্থ ব্যয় হইয়াছে ও এক্ষণেও হইতেছে। প্রাণ বড় না অর্থ বড়? গবর্ণরের প্রাণ বড় না প্রজার অর্থ বড়? এমন অনেক অর্থ ত নিত্য ব্যর্থ ব্যয়িত হইতেছে। শুদ্ধ সিমুলিয়ার পর্ব্বত ও দারজিলিঙে যাতায়াতের ব্যয় ও ভাতা দিতে কত টাকা প্রতিবৎসর ব্যয় হইতেছে। অতএব ব্যয়ের কথা মুখেও আনিবেন না।

সম্পাদক মহাশয়! আমি ত আপনার অনেক দোষ দেখিতেছি, আপনি ত যাহা করিবার করিয়াছেন, গতানুশোচনায় ফল কি। এক্ষণে দুই একটা হিত কথা বলি শ্রবণ করুন। এই কথার অনুসরণ করিলে পরে ফল দর্শিতে পারে? আপনি কি শুনেন নাই যে সম্প্রতি বহুকালব্যাপী বিবেচনার পর অধস্তন শিক্ষকদিগের শ্রেণীবিভাগের রিপোর্ট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে গিয়াছে? এডুকেশন গেজেটে দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন। অতএব এই সময়ে পূর্ব্বের মত প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ না করিয়া দুই একটা ভাল কথা বলুন, কাজ দেখিতে পাবে। সুযোগ পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া নির্ব্বোধের কর্ম্ম। আপনি ত এডুকেশন পাইয়াছেন। বুঝেন না কি যে "পেটে খেলেই পিটে সয়" যদি বলেন, অগ্রে না বুঝিয়া দোষ করিয়াছেন, এক্ষণে আর কি করিবেন? কেন এডুকেশন ত পাইয়াছেন, খোসা ছাড়িয়া বলুন, দেশী পাদরির অনুকরণ করুন না, এডুকেশনের আচরণ অবলম্বন করুন না, মলপুরী আছে ভয় কি? প্রায়শ্চিত্ত করিলেই ত দোষ ক্ষালন হইবে?" সর সিসিল বীডন মহোদয় এতবড় লোক হইয়াও উৎকলে

...ংৎ গমন ও দারজিলিঙ ছাড়িয়া কিছু দিন
...লিকাতায় অবস্থান জন্য যে অশেষবিধ কষ্ট
...োগ করিয়াছেন এবং দারজিলিঙের সুশীতল
...মীরণ সুস্থির চিত্তে সেবন করিয়া যে নিজ
...ণ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমাদি
...র অতিশয় কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের যোগ্য
...য়াছেন। অতএব তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র
...দানের ও তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি
...র্মাণের চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটী দীর্ঘ
...স্তাব লিখুন এবং সেই সঙ্গে আমাদিগের
...ড় কেশন গেজেটের সম্পাদককে এক অভিন-
...ন পত্র প্রদানের প্রস্তাবও করুন। তিনি দুর্ভি
...ক্ষের সময়ে যে অন্নের ধামা ধরিয়াছিলেন তা-
...তে ত তাঁহার কিছু স্বার্থসাধন হয় নাই। কিন্তু
...বার বুঝি তাঁহার ধামাধরা সার্থক হইয়া
...ঠিবে।

"চিত্তভোষণ্য"

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

হুগলি জেলার অন্তঃপাতী ...রজাপরগণার
...ধ্য উত্তর পাওড়া দক্ষিণ পেচাড়া সুলতানপুর
...আগড়া পশ্চিম কোটা ও মজরোল পূর্ব্ব
...যোদরপুর, এই চতুঃসীমার অন্তর্গত প্রায় এক
...াশ দীর্ঘ প্রস্থভূমি জলময় হইয়া রহিয়াছে।
...বাকুলি নদী পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্বমুখে
...সিয়া দক্ষিণমুখে প্রবাহিত আমোদর নদের
...হত ঐ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সঙ্গত হইয়াছে। পাঠ
...গণের স্মরণের নিমিত্ত কহিতেছি, এই আমো-
...নদের বিষয় দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থে বিশেষরূপে
...কটিত হইয়াছে। ইহার প্রবাহ চিরকালই
...বিহত ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর অতীত
...ল পূর্ব্ববর্ত্তী সন্নিহিত সাঁকরা নদীর সরকারি
...ন্ধু মধ্যে মধ্যে বন্যাবলে ভগ্ন হওয়াতে প্রবল
...ারোৎক্ষিপ্ত বালুকারাশি আসিয়া ডেঙরা
...লি নামক স্থানে ইহার গতি অবরোধ করি
...ছে। বর্ষার জলে পরিপুষ্ট হইলে দুই একমাস
...ত্র ইহার গতি শক্তির কিঞ্চিৎ উদয় হইয়া
...কে। নতুবা অন্যান্য সময়ে সম্মুখ পতিত
...ত প্রতিরোধী উন্নত বালুকারাশিতে প্রতিহত
...য়া ইহার সমস্ত জল পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে
...বরুদ্ধ হয়। তাহাতে উক্ত ভূমি ভয়ানক মূর্ত্তি
...রণ করিয়া সন্নিহিত গ্রামবাসীদিগকে নানা
...কারে কষ্ট দিতেছে। দলকাকুণ্ড দীঘাকুণ্ড
...কুণ্ড হরিকুণ্ড প্রভৃতি স্থান সকল এই ভূমির
...র্গত। পূর্ব্বে এই এই স্থান সকলে স্থানবিশেষে
...থাও রবি কোথাও ধান কোথাও বগুন উৎকৃ

প্রভৃত শস্য সকল উত্তমরূপ উৎপন্ন হইয়া কৃষিজীবিগণের পরিশ্রমের সমধিক পুরস্কার প্রদান করিত। একণে সে সুখের আশা একবারে শেষ হইয়াছে। প্রভৃত উহার ভয়ঙ্কর ভাবই নয়ন গোচর হইয়া থাকে। তারাকুলি ও আমোদরের প্রবাহানীত যাবত উদ্ভিজ্জ বস্তু আসিয়া এই স্থলেই অবস্থিতি করে। ঐ সকল বস্তু পচিয়া সতত পূতিময় বাষ্প উত্থিত হইতেছে। তাহাতে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকলে মধ্যে মধ্যে ভয়ানক মারী উপস্থিত হইয়া থাকে। গ্রামের লোকেরা নানা প্রকারে উদ্বেজিত হইতেছে। একে উপজীব্য ভূমিতে শস্যের নাম ও নাই, লোকে সতত পেটের জ্বালায় জ্বলিত ও ব্যতিব্যস্ত, তাহাতে আবার রোগের জ্বালা। কিরূপে তিষ্ঠিয়া থাকে? ঐ সকল গ্রামের জমিদারদিগের মধ্যে সদাশয় মহাশয়দ্বয় স্ব স্ব অধিকার রক্ষার নিমিত্ত স্বব্যয়ে একটী খাল খনন করাইয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যয় তাদৃশ ফলোপধায়ক হয় নাই। যে পরিমাণে জল নির্গত হওয়া আবশ্যক তদ্দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতেছে না। যে স্থল দিয়া জলের সুচারুরূপ গতি হইতে পারে, তাহা অন্যান্য ভূম্যধিকারীর অধিকার। যদি চ জল উপযুক্ত স্থল দিয়া বহির্গত হইলে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, তথাপি যে তাঁহারা দেন না, তাহার কারণ তাঁহারাই বলিতে পারেন। হাকিম লোক মধ্যে মধ্যে উক্ত জলার নিকট দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা আমোদী হইয়া কখন উহাতে জলচর পক্ষিশীকারে গমন করেন। উক্ত ভূমি জলমগ্ন থাকাতে তাঁহাদের আমোদের বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের রক্ষণীয় প্রজাবর্গের যে উহাতে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার প্রতি ভ্রান্তিক্রমেও একবার দৃষ্টিপাত করা হয় নাই। ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে। যাহা হউক, ঐ জল স্থিরভাবে থাকিয়া লোকের অনিষ্টকর না হইয়া যাহাতে বহির্গত হইয়া যায়, তাহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে ইহা সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। অন্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, আমরা উপরে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। জমীদারেরা পরস্পর প্রতিবন্ধকতাচরণ করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইলে সকলকেই নতশিরা হইয়া থাকিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট স্বকোষ হইতে সমুদায় ব্যয় দিয়া এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া দিন, আমরা এ প্রার্থনা করিতেছি না। গবর্ণমেণ্ট উদ্যোগ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত জমীদার ও প্রজার নিকটে সাহায্য পাইতে পারিবেন।

ক্ষতিগ্রস্ত প্রজাগণ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদ... মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয়নিবেদনমিদং—

মহাশয়! ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হই...
হিন্দুগণ এই প্রয়াগ সহরের ত্রিবেণী ঘাটে ...
গাত্র মুণ্ডন ও স্নান হেতু মাঘ মাসে আগ...
করেন বলিয়া এখানে একটী বৃহৎ মেলা হ...
থাকে, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। মেল...
প্রায় দুই মাস কাল স্থায়ী হয়। অতএব বণি...
সম্প্রদায় দোকানগুলি স্থায়ী গোছের নির্ম্মা...
করিয়া থাকেন। এইরূপ দোকান ও যাত্রিদিগে...
বাসস্থান প্রায় চতুর্দ্দিকে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপি...
থাকে। গত রাত্রি ৯ ঘটিকার সময়ে উ...
ঘাটে অগ্নি লাগিয়া অনেকগুলি গৃহ ভস্মসা...
হওয়াতে বণিকদিগের ও অন্যান্য লোকের য...
পরোনাস্তি ক্ষতি হইয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়! উক্ত স্থানে প্রায় ম...
মধ্যে ঐরূপ অগ্নি লাগিয়া থাকে। কিন্তু দুঃখে...
বিষয় এই, গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিকারের কো...
উপায় করিতেছেন না। এদিকে প্রতিবৎ...
রজেক্ট ইষ্টিমেটে মাঘমেলার আয় ২৫০০০ টা...
অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু কি প্রকারে উ...
টাকা সংগৃহীত হয়, গবর্ণমেণ্ট এক বার ...
উন্মীলন করিয়া তাহাও দেখিলেন না। ঐ ...
দিনের নিমিত্ত বালুকাময় গঙ্গার চড়ার এক ক...
হস্ত জমীর রাজস্ব ৫। ৬ টাকার হিসাবে লও...
হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য টাক্স আছে। ...
পাণ্ডা ও বণিকদিগের নিকটে এত টাকা লই...
তাহাদিগের ধন ও প্রাণ রক্ষায় রাজপুরুষ...
পরাঙ্মুখ থাকেন, ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বি...
আর কি আছে? অন্য মফঃস্বলে এরূপ অন...
হইলে তত ক্ষতি হইত না, কিন্তু এই স্থান উ...
পশ্চিমাঞ্চলের রাজধানী বলিয়াই এত ক্ষোভে...
হইতেছে।

গত বৎসর একজিবিসন সময়ে ম্যাজিষ্ট্রে...
সাহেব যে দমকল ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা ...
কেবল দর্শন সুখের নিমিত্ত? মেলা হইতে ...
আদায় হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই মিউনিসিপ...
কণ্ডে দত্ত হইয়া কেবল সিভিল ষ্টেসনের শ্রী...
করা অপেক্ষা দাতাদিগের ধন ও প্রাণ রক্ষা...
কিঞ্চিৎ ব্যয় করা কি উচিত নহে? প্রায় ...
সপ্তাহ অতীত হইল ২। ৩ খানি গৃহ ও ...
প্রাণী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়াও ম্যা...
ষ্ট্রেট সাহেবের সতর্ক হওয়া কি কর্ত্তব্য ...
না? এই প্রকার অগ্নি লাগিয়া পাণ্ডা ও বণি...

...গের অনেক ক্ষতি হইয়া থাকে। অত-...ব মাজিষ্ট্রেট সাহেব জমি নির্ণয়ের নিমিত্ত ...হাদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া আর...। ৩টী ...ফল ক্রয় করিতে চেষ্টা করিলে অবশ্যই কৃত-...র্য্য হইতে পারেন। মহাশয়! এরূপ বিশৃঙ্খলা ...ব কোথায়ও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ...লিসের দল বিলক্ষণ পুষ্ট আছে, তথাপি প্রা... ...হর্ষ্যে চুরি ও ডাকা হইতেছে। কিন্তু আশ্চ-...র্য্যের বিষয় এই চোরেরা অনেক সময় প্রশ্র-...য়ও পাইয়া থাকে। যাহা হউক, এ বিষয়ে ...বর্ণমেণ্টের কিঞ্চিৎ বিশেষ মনোযোগ আব-...শ্যক।

এলাহাবাদ দারাগঞ্জ। একান্ত বশম্বদ।
৩১ এ জানুয়ারি। এক জন দর্শক।
১৮৬৭।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়! আপনার সোমপ্রকাশ ...ত্রে প্রায় সকল স্থানেরই সমাচার পাওয়া ...য়, কিন্তু বর্দ্ধমানের ত কৈ কিছুই সংবাদ ...খিতে পাই না। কেন, ২।৪ পংক্তি বাঙ্গলা ...খেন এখানে কি এমন লোক নাই? না ...খানে ও সংবাদ পত্রকে ইঁহারা ঘৃণা করিয়া ...কেন? সত্য বটে, এখানে (নিজ বর্দ্ধমানে) ...মন কোন লোকের বসতি দেখি না যাঁহাদের ...সে লেখাপড়ার অনুশীলনা আছে। কিন্তু শুনি ...ম, অত্রত্য আদালত ও মাজিষ্ট্রেটী সম্বন্ধে ...খানে ত অনেক কৃতবিদ্য বিদেশী আছেন ...হারা ও কি বর্দ্ধমানবাসিদিগের সহবাসে তাদৃ-...র সংস্কার পাইয়াছেন? ইহা কদাচ সম্ভাবিত ...হে। নিজ বর্দ্ধমান কতকগুলি ক্ষত্রিয়, কতক ...লি বেশ্যা ও অপরাংশ ইতর লোকে পরিপূর্ণ, ...র অধিকাংশ ক্ষত্রিয়ই লক্ষ্মীর বরযাত্র, সুতরাং ...পত্নী শুদ্ধ্যা জন্য সরস্বতী সে পল্লী দিয়া কখন ...মেও গমন করেন না। কেবল আদালত ও ...জ বাটীর কৃপা বর্দ্ধমানের নাম সার্থক করি-...ছেন। ব্রাহ্মসমাজ ও তৎসংক্রান্ত বিদ্যালয়, ...সনরি বিদ্যালয়, মুদ্রা যন্ত্রালয়, সংবাদ পত্রি-...লয় ও ঔষধালয় প্রভৃতি যাহা কিছু উন্নতির ...হ্ন এখানে দিন দিন লক্ষিত হইতেছে, ...হাতে বর্দ্ধমানবাসী এক প্রাণীরও সাহায্য, ...ৎসাহ বা যত্ন দেখা যায় না। সকলেই বিদেশীয় ...কবিদ্যদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। এখানে একটী ...বর্ণমেণ্ট মধ্যম বিদ্যালয় এবং অত্রত্য মহারা-...জের একটী সংস্কৃত, একটী ইংরাজী একটী বাঙ্গলা ও একটী বালিকা বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বর্দ্ধমানের মহারাজের উপযুক্ত তাঁহার বিদ্যালয় চারিটী দৃষ্ট হইল না, বিদ্যানুশীলন ও উন্নতি বিষয়ে তাঁহার যে বিশেষ অনুরাগ আছে, তাঁহার স্কুলের অবস্থা দেখিয়া তাহা বোধ হয় না। বর্দ্ধমানের এমনি দুরদৃষ্ট যে আমাদিগের প্রজা বৎসল গবর্ণমেণ্টও বর্দ্ধমানের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিক্ষেপ করেন না, ইহা নিতান্ত দুঃখের। এবিষয়ে সন্দেহ কি? এখানে একটী গবর্ণমেণ্ট কালেজ বা অন্ততাবে একটী হাইস্কুল সংস্থাপন অতি আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা নিজ বর্দ্ধমানের না হউক, এ অঞ্চলের যাবতীয় লোকের সমূহ ক্লেশ হইতেছে। মহারাজের অবৈতনিক বিদ্যালয় মিসনরি বিদ্যালয় এবং ইহার সন্নিহিত অপরাপর বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে একেবারে কোন কালেজে বাসা খরচ মাসিক প্রায় ২০।২৫ টাকা ব্যয় করিয়া স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে এতদ্দেশের ২।১ জন ধনাঢ্য সক্ষম হয়েন, সুতরাং অজ্ঞানান্ধকার যে বিদ্যার বিমল জ্যোতিকে আক্রম করিয়া এই জেলায় ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, উল্লিখিত অভাবই তাহার মূলীভূত কারণ। এক্ষণে অত্রত্য কয়েক জন ভদ্র সন্তানের কর্ত্তব্য বোধে প্রজাবৎসল বিদ্যানুরাগী আমাদিগের রাজপুরুষদিগের নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে আমার উল্লিখিত বিষয় অনুসন্ধান করিয়া সপ্রমাণ হইলে এ অঞ্চলের প্রজাবর্গের উক্ত অভাব দূরীকরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আনন্দ প্রদান করেন এবং মহাশয়ের নিকটেও আমার ও অত্রত্য যাবতীয় বিদ্যানুরাগীর প্রার্থনা যে মহাশয় যদি ইহাদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ে অনুমোদন করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই আমার এই প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে পারেন।

বর্দ্ধমান ন্যাসনেল হোটেল } জনৈক বিদেশী পর্য্যটক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং--

গত ১৮ ই বৈশাখের সোমপ্রকাশ মধ্যে "কেরাণি ও ওভারসিয়রগণের অনবধানতা ও মহৎ অনিষ্টের উৎপত্তি" বিষয়ক প্রেরিতপত্র খানি প্রকাশিত হওয়াতে মহোপকার সাধিত হইয়াছে; অনুসন্ধান করিয়া অত্রত্য প্রজাবর্গের নিকটে অবগত হইলাম যে, এক জন ইংরাজ ও এক বাঙ্গালী বাবু (বোধ হয় ... ইঞ্জিনিয়র ও এক ওভরসিয়র) সেখপুরের সে... সেতুর বিষয় তদারক করিতে আসিয়াছিলে... উক্ত সাহেব ও বাবু প্রথমতঃ সেখপুর নিবা... প্রজাগণকে জিজ্ঞাসা করেন, "কে সংবাদপ... সেখপুরস্থ সেতুর বিষয় প্রকাশ করিয়াছে? ... ব্যক্তি কি উপস্থিত আছে?" কতকগুলি প্র... উত্তর করিল তিনি উপস্থিত নাই, কলিকাত... গমন করিয়াছেন। তৎপরে সাহেব ও ব... উভয়ে ঐ সেতুটীর অবস্থা দর্শন করিয়া বলি... গিয়াছেন, "এই সেতুকে চারি ফুকর বিশি... করিতে হইবে, নচেৎ অধিক পরিসরাভা... অভাবে দিয়া বর্ষাকালের জলস্রোত সুচারুরু... বহির্গমন করিতে পারিবে না এবং প্রজাবর্গ ... বহুল যথার্থ ক্ষতি ও ক্লেশভোগ করিবে।" সে... পুর বাসী প্রজা সমূহ তচ্ছ্রবণে যার পর না... আনন্দিত হইয়াছে। সেতুটী এক্ষণে দ্বিফু... বিশিষ্ট আছে, চারি ফুকর হইলে প্রজাগণে... অনিষ্ট নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই।

সম্পাদক মহাশয়! দেখুন, এদিককার কর্ম্ম... চারিগণ কেমন মনোযোগ পূর্ব্বক স্বকর্ত্ত... সম্পাদন করিয়া থাকেন! তাঁহাদিগের অনবধা... নতা দোষ ইঁহারা স্বমুখেও কি স্বীকার করিতে... না? এখন তদোষ আরোপ করা হইয়াছে, অ... তাঁহারা অপগত প্রশংসার ভাজন হইয়াছে... কিন্তু তাঁহাদিগকে এস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে বা... হইলাম, এতকাল প্রজাবর্গ তাঁহাদিগের অন... ধানতা নিবন্ধন যে কতই অনিষ্ট সহ্য করি... আসিতেছে তাহার ক্ষতিপূরণ কে করিবে... যুক্তি অনুসারে সেকালের কর্ম্মচারিরা ... তাহার দায়ী হইতেছেন না? যাহা হউক, উ... সাহেব ও বাঙ্গালী কর্ম্মচারী আপনাদিগে... বাক্যানুসারে উক্ত খত সেতুটিকে এক্ষণে বর্ষা... বর্ষারম্ভের পূর্ব্বেই উক্তরূপে নির্ম্মাণ করিলে এত... গণ তাঁহাদিগের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতাপা... বদ্ধ থাকিবে এবং যে বাক্যাতীত উপকার সাধি... হইবে তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণে অগণ্য ধন্যবা... প্রদান করিবে।

উপসংহার স্থলে বক্তব্য যে, উর্দ্ধতন কর্ম্ম... যেন সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে স্ব স্ব কর্ত্তব্য তত্ত্বাব... কার্য্য সম্পাদন করেন, নতুবা নিম্নস্থ কর্ম্মচারি... যে মনোযোগ সহকারে কার্য্য করিবেন, ... প্রত্যাশা করা বৃথা। নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণে... কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি যাদৃশ মনোযোগ, উপস্থি... দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার কেমন পরিচয় পাও... যাইতেছে! সম্পাদক মহাশয়! সেখপুরের সে... বিষয় যদি সোমপ্রকাশ মধ্যে প্রকাশিত না হই...

তাহা হইলে কি উক্ত ইং [illegible] ও বাঙ্গালী কর্ম্ম চারিদ্বয়ের অদ্যাপি চৈতন্য হ[illegible]?

দিঘলা । বশম্বদ ।
২৩ এ মাঘ । শ্রীকালীচাঁদ মুখোপাধ্যায়
১২৭৩ ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু ।

সম্পাদক মহাশয় ! আমাদের ফরিদপুরের বর্ত্তমান মাজিষ্টেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত মে: লুইস সাহেব মহোদয় মফস্বল পরিভ্রমণ সময়ে সদরদীর নীলকুঠির সন্নিকটে অবস্থিতি করিয়া খালকুলাস্থ বালক ও বালিকাবিদ্যালয় (সদরদী হইতে ৮ মাইল ব্যবধান) সন্দর্শন ও পরীক্ষার্থ আগমন করিয়াছিলেন । বালক ও বালিকা-দিগের পরীক্ষা করিয়া প্রশ্ন সমূহের উত্তর শ্রবণে সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন ।

সাহেব মহোদয় বিদ্যালয় দর্শনানন্তর যে মন্তব্য ইংরাজীতে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম । "খাল কুলাস্থিত স্কুল সন্দর্শন করিলাম যে প্রকারে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম । এ অতি সন্তোষের বিষয় যে লক্ষ্যস্থ হিন্দুরা তাঁহাদের দুহিতৃগণকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সুযোগ করা গিয়াছে তাহা অবলম্বন করিতেছেন ।"

সাহেব মহোদয় যে কেবল এই বিদ্যালয় পরি দর্শন করিলেন এমত নয়, ইনি মফস্বলে ভ্রমণ সময়ে যে যে স্থলে বিদ্যালয় আছে জানিতে পারেন, তাহা সাতিশয় আগ্রহ সহকারে দর্শন করিয়া থাকেন । ইঁহার বিদ্যা বিষয়ে যেরূপ উৎসাহ, বিচার সম্বন্ধেও তদ্রূপ । এই মহাত্মার ফরিদপুর আগমনাবধি প্রজাগণ সম্যক সুবিচার প্রাপ্তিতে সুখী হইতেছে । সবলকর্তৃক দুর্ব্বলের উৎপীড়ন তিরোহিত হওয়াতে সহায়বিহীন দুঃখী কৃষকেরা প্রশংসিত সাহেব ও শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধুচন্দ্র বসু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের যেরূপ গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে এরূপ (এজেলায়) আমরা কখনই শুনিতে পাই নাই । মহাশয় ! এক্ষণে আমরা জগদীশ্বর সমীপে কৃতজ্ঞচিত্তে প্রার্থনা করি যে এইরূপ বিচারপতি দ্বারা যেন তিনি শান্তি দেবীকে চাঞ্চল্যতা ও অলস্যতা ত্যাগ এবং বিদ্যা বিষয়ে বিচারপতিদিগকে উৎসাহিত করিয়া দেশমধ্যে বিদ্যার উজ্জ্বল জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া দেন ।

ফরিদপুর । কস্যচিৎ [illegible]
১ লা জানুয়ারি
১৮৬৭ ।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু ।

চন্দননগর বিদ্যালয় ।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল ।

চন্দননগর সাহায্যকৃত বিদ্যালয় সাধারণের হিতার্থে স্থাপিত হইয়া শিক্ষকদিগের যত্নে ক্রমশঃই উন্নত হইয়া আসিতেছে । গতবৎসর ইংরাজি ডিপার্টমেন্টের ৫ টী বালক মাসিক ৫ টাকা করিয়া এবং বাঙ্গালা ডিপার্টমেন্টের ১ টী অল্প বয়স্ক বালক মাসিক ৪ টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি পাইয়া হুগলি কালেজে পাঠ করিতে অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং হুগলি জেলার সমুদয় বিদ্যালয় অপেক্ষা এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট হয় । এবৎসর এই বিদ্যালয় হইতে যে কএকটী বালক বাঙ্গালা ও ইংরাজি পরীক্ষায় উপস্থিত হয় তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ৪ টী বালক ৫ টাকা করিয়া ২ বৎসরের জন্য মাসিক ছাত্রবৃত্তি পাইয়া হুগলি কালেজে পাঠ করিবার অধিকার পাইয়াছে । এবৎসরও এই বিদ্যালয় হুগলি জেলার অন্যান্য বিদ্যালয় অপেক্ষা উত্তম হইয়াছে । চন্দননগর ও তৎপার্শ্ব বর্ত্তি গ্রাম সমূহের বালকগণ এইরূপ ছাত্রবৃত্তি এই বিদ্যালয় হইতে অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হই লেই অধ্যক্ষগণ পরমাহ্লাদিত হইবেন ।

চন্দননগর ১ লা ফেব্রুয়ারি ।

মূল্য প্রাপ্তি ।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১৩
" " দ্বারকানাথ মল্লিক পটোলডাঙ্গা
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১০
" " রঘুমণি বিশ্বাস পাটনা
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " গোপীমোহন মজুমদার মুরসিদাবাদ
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১৩
শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে, লঙ সাহেব জানবাজার
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১০
" " মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাশীপুর ১০
" " অভয় দাস [illegible] কলিকাতা ৫।০
" " যদুনাথ রায় [illegible] ১৩
" " শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় বহুবাজার ১[illegible]
" " অক্ষয়চন্দ্র দাস বহুবাজার ৫[illegible]
" " নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাবড়া ৫[illegible]
" " নীলকমল বসাক ট্রেজরি ৫[illegible]

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম ।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে ম[illegible] স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না ।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্[illegible] সিক ৫।।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমে[illegible] বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩[illegible] তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় ন[illegible] হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টা[illegible] টিকিট ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার [illegible] হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ [illegible] বেন ।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, [illegible] হারা যেন এক অথবা আধ আনার অ[illegible] মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করে[illegible]

যখন, যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশে[illegible] মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি ক[illegible] শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠা[illegible] বেন ।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হ[illegible] আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে [illegible] লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হ[illegible] গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার [illegible] এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ [illegible] যাইবে । শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পা[illegible] হইবে ।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের [illegible] ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব ।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ [illegible] বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ [illegible] যাইবে না ।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে [illegible] করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি[illegible] আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হই[illegible] যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি[illegible] তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে ।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মা[illegible] রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গ[illegible] পোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষ[illegible] বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকা[illegible] হয় ।

সোমপ্রকাশ

১ ম ভাগ। ১৪ সংখ্যা

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। | সন ১২৭৩। ৭ই ফাল্গুন। ১৮৬৭। ১৮ই ফেব্রুয়ারি | মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১১ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮

বিজ্ঞাপন।

চন্দ্রবিলাস নাটক।

শ্রীপ্রসন্ন [illegible] প্রণীতক

এই অভিনব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও সংস্কৃত পুস্তকালয়ে ও পটোলডাঙ্গার সমস্ত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ১ টাকা।

—:০:—

১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত দমদমার "বারুদকারিগরি ডিপো" কারখানাতে কয়ারমত যাবতীয় দ্রব্য সকল যোগাইবার প্রার্থনা সেল মোহর করিয়া আগামী ৯ ই মার্চের মধ্যে পাঠাইলে দমদমার "বারুদকারিগরি ডিপোর" অধ্যক্ষ কমিসরী অব অর্ডিনান্সের গ্রাহ্য হইবে।

দ্রব্যজাতের তালিকা, গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে পশ্চাৎ দ্রব্যের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হেতু প্রার্থনা প্রেরণ করিতে হইবে এবং কয়ার পত্রের কায়দা, যাহা প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে কয়ারকারীকে ১ এক টাকা মূল্যের ষ্টাম্প বসাইয়া স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিতে হইবে—এই সকল বিষয় রবিবার এবং পর্ব্বাহ ব্যতীত প্রত্যেক দিন "বারুদকারিগরি ডিপো" কারখানার আফিসে প্রার্থীগণকে দেখান যাইবে।

প্রার্থনা সকল ইংরেজীতে করিয়া এবং ইংরাজীতে লিখিতে হইবে। যে প্রকার দ্রব্য যোগান হইবে তাহার প্রত্যেকের মূল্য অক্ষর ও অঙ্কপাত দ্বারা লিখিতে হইবে।

ইন্স্পেক্টর জেনারল অব অর্ডন্যান্স প্রার্থনা গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। অনিয়মিত প্রার্থনা অথবা যে প্রার্থনা [illegible] সহিত দেওয়া না হইবে [illegible] প্রার্থনায় যে দ্রব্যের [illegible] আত্যন্তিক অধিক হইবে তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। প্রার্থনার সহিত স্বীকৃত দ্রব্যের মূল্যের শতকরা ২॥০ টাকা ডিপজিট দিতে হইবে, কয়ারপত্র সিদ্ধ অথবা প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে ঐ ডিপজিট প্রত্যর্পিত হইবে।

১৮৬৭ অব্দের ১১ ই মার্চ মধ্যাহ্নে বারুদকারিগরি ডিপো আফিসে কমিসারী অব আর্ডনান্স প্রার্থনা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিবেন। প্রার্থী ব্যক্তিরা উপস্থিত হইতে আহূত হইতেছেন।

বারুদকারিগরি ডিপো আফিস দমদমা ২৫ জানুয়ারি ১৮৬৭ } আর, এস, [illegible] ডেপুটি কমিসারি অব অর্ডিনান্স।

মনুসংহিতা

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত. সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক সংশোধিত। ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার প্রভৃতিকে বিজ্ঞাপন

করা যাইতেছে, যে জেলা বীরভূমের অন্তর্গত হেতমপুরের রাজার শ্রী[illegible] সংক্রান্ত রূপপুর নামক জঙ্গলের শালকাষ্ঠ নিলাম রূপপুর মোকামে ১৮৬৭ সালের ১১ ই মার্চ তারিখ সোমবার দিবসে নীলাম করা যাইবে।

৩০ ইঞ্চি বেড়ের পরিমাণে [illegible] ৩০০০ ত্রিশ হাজার [illegible] আছে. এবং অনুভাব হইতেছে. রেলওয়ে শ্লীপর কি হালকা কড়ি প্রভৃতির কার্য্য ঐ কাষ্ঠে চলিতে পারে।

খরিদদারের সুবিধার জন্য ১২ টী পৃথক পৃথক লাট করিয়া জঙ্গল বিক্রয় করা যাইবে। প্রত্যেক লাটে গড়ে ৩৫০ বিঘা জঙ্গল আছে, নিলাম সাঙ্গ হইবামাত্র প্রত্যেক খরিদদারের ডাকের মূল্যের উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা হিসাবে আমানত করিতে হইবে, আর মূল্যের বাকী টাকা নিলামের তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে দাখিল করিলে আমানতি টাকা জব্দ হইবে।

খরিদদার লোককে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে নিলামের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে সমুদায় জঙ্গল কাটিয়া স্থানান্তর করিতে হইবে, তাহা না করিলে উক্ত মিয়াদ গতে অবশিষ্ট যে বৃক্ষাদি থাকিবে, তাহা মালিকের ষ্টেটের বস্তু গণ্য হইয়া পুনি নিলাম হইতে পারিবে।

রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার ও কাষ্ঠের মহাজন ও অন্য অন্য ব্যক্তিগণকে আহ্বান করা যাইতেছে যে অগ্রে হইতে তাঁহারা জঙ্গল দৃষ্ট করিয়া অধিকন্তু যে কোন কথার সংবাদ লওয়া আবশ্যক হয়, জেলার শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব অথবা নিম্নের স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকটে লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

জেলা বীঃ সিউড়ি ৩০ এ জানুয়ারি ১৮৬৭। | এ ডিউম [illegible] মেনেজার হেতমপুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বিজ্ঞাপন।

(পীস গুড্স) অর্থাৎ বস্ত্রাদির গাঁইট যাহা উপনয়নে বাজেয়াপ্ত হয় নাই তাহার বিবরণ।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি নীচের লিখিত ভাড়ার পরিবর্ত্তন হইবেক।

পীস গুডস অর্থাৎ বস্ত্রাদির বিলাতি প্যাক করা গাঁইট অথবা এতদ্দেশীয় প্যাক করা গাঁইট কাষ্ঠের বাক্সতে বদ্ধ থাকিলে দ্বিতীয় ক্লাসের

ড়া অর্থাৎ মণকরা প্র৩ মাইলে ইংরাজি [illegible]পাই লাগিবেক।

এবং ষ সকল পীস গুডস অর্থাৎ বস্ত্রাদি [illegible]ন্ত (প্যাক করা) অথাৎ যোড়া হয় নাই, [illegible]া তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্র৩ [illegible]লে ইংরাজী এক পাইয়ের তিন অংশের [illegible] অংশ লাগিবেক।

[illegible]ার্ড অব এজেন্ট
[illegible]ষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
[illegible]উস কলিকাতা
[illegible]৬৭। ৭ ই ফেব্রুয়ারি } সিসিল ষ্টিফেন্সন

—:o:—

[illegible]কুচাক্ যন্ত্রালয়ের নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকল [illegible]য়ার্থ আছে:—

১ অ্যালবিয়ন রয়াল প্রেস
১ বড় প্রস্তরের কালী দিবার মেজ
২ রোলার
১ লণ্ডনে প্রস্তুত যন্ত্র বাক্সের আকৃতি (সম্পূর্ণ)
১ বৃহৎ কাষ্ঠের কটপ্রেস
২৫০ সিলবোর্ড
১ বৃহৎ ইম্পোজিঙ্‌ষ্টোন ফ্রেম সহিত
৩৭ পাউণ্ড ছাপার কালী

বাঙ্গলা অক্ষর।

১ মণ গ্রেট প্রাইমার অক্ষর
৬ ঐ ইংলিস ঐ
৭ ঐ স্মলপাইকা ঐ
১ ঐ বরজাইস ঐ
১ ঐ নানা প্রকার ঐ
[illegible]ন হাফ কোটেসন ইত্যাদি ঐ

ইংরাজী অক্ষর।

[illegible]ড়াপাইকাঅক্ষর (প্রায়নূতন, ইটালিকসহিত)
ঐ ছোট ঐ ঐ ঐ
ঐ ব্রিবিয়র ঐ ঐ ঐ
ঐ ননপেরিল ঐ ঐ

হেডলাইন অক্ষর।

২ লাইন স্মলপাইকা লম্বা
২ ঐ মিলিয়ন ঐ
গ্রেট পাইকা রোমান ঐ ছোট বাক্সে
১ জোড়া পাইকা আণ্টিক ঐ পাতলা
১ ঐ ঐ ঐ মোটা
বরজাইস ঐ ঐ পাতলা
[illegible] ননপেরিল একত্রিত ঐ
২ লাইন মিলিয়ন ইজিপশিয়ান ঐ
লঙপ্রাইমার সেনসিরিফ ঐ

কাষ্ঠের আসবাব।

৪ জোড়া বাঙ্গলা অক্ষরের কেস
১ ঐ ইংরাজী ঐ ঐ
১০ প্রস্তুত [illegible] কেস ৪০ টী অংশ
৪ খানি ইম্পো[illegible] চেষ্ট। ৪ পেজি গালি।
৩ মেজ। ১ লেখার মেজ। ৪ টুল।

অন্য অন্য।

১ বড় রুল করিবার পিত্তলের ছাঁচ।
৪ পিত্তলের কম্পোজি ষ্টিক।
২৬ টন পিত্তলের রুল।
॥০ মণ পাইকা কোয়াড্রেট।
৷০ ঐ ছোট পাইকা ঐ
৷৷০ ঐ কোটেসন।
২ ঐ লেড ভিন্ন ভিন্ন ওজনের।
৯ প্রকার ফুল কিনারার জন্য।
৩ প্রস্তুত কোণ। ৩ প্রকার চেস।
৪ ডেমি চেস। ৪ রয়াল চেস।
৫ সম্পূর্ণ ফুলস্কাপ চেস।
৯ অন্ধ তক্তা ঐ
৩ সিকি ঐ ঐ
১ পিত্তলের রুল কাটিবার বড় কাঁচি।
সিসের উপর নানা প্রকার ছাঁচ।
২ বাক্স ইম্পোজিঙ্‌ আসবাব।
১ ম্যালেট। ১ প্লেনার। ১ জাঁতা।

গড়পার বাগের মুজাপুর } শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস
২০ এ মাঘ। ১২৭২। } মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ

যাঁহারা হুগলি নর্ম্মাল স্কুলের ইংরাজি ডিপার্টমেণ্টে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট ইংরাজী ২০ এ ফিব্রুয়ারি তারিখের পূর্ব্বে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া আবেদন করিতে হইবে। সম্প্রতি ১০ দশ টাকা করিয়া ১২ টী বৃত্তি খালি আছে। ঐ [illegible] বৃত্তিতে ১২ টী ছাত্র পরিপোষিত হইবে। ইহা ভিন্ন অপর প্রবেশার্থিদিগকে মাসিক ২ দুই টাকা করিয়া বেতন দিতে হইবে। যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোন কালেজে এক বৎসর বা তদতিরিক্ত কাল অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে আদরণীয় হইবেন।

মধ্যবিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর।

৫ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।

সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয় মির্জ্জাপুরনামার লেন ১৫ নং বাটী হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১১৬ নং সাবেক বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে।

৭ ই মাঘ ১২৭৩। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভুবনসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা

সোমপ্রকাশ।

৭ ই ফাল্গুন সোমবার।

এক জন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন, চাঁদনীর চিকিৎসালয়ের এডওয়ার্ড রিলি সাহেব রোগীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন না। পত্রপ্রেরক বলেন, রিলি সাহেব গর্ব্বিত ও উদ্ধত স্বভাব, রোগীদিগের প্রতি স্বভাবানুরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। আমরা এ বিষয়ে চাঁদনীর চিকিৎসালয়ের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিক্ষেপের অনুরোধ করিতেছি। রোগিরা যাহার হস্তে জীবন সমর্পণ করে, তিনি যদি তাহাদিগের প্রতি স্নেহ ও মমতা শূন্য হইয়া স্বভাবের উগ্রতা নিবন্ধন রোষভরে কাজ করেন, রোগীর ইষ্টলাভের সম্ভাবনা কি?

—:o:—

দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভা।

গত মঙ্গলবার দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ টাউনহালে এক সভা হয়। গবর্ণর জেনরল নিজে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিস্তর ইউরোপীয় ও এদেশীয় ভদ্রলোক এবং কয়েক জন ইউরোপীয় স্ত্রীলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সর জন লরেন্স এক বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, ১৮৬৫ অব্দে অনাবৃষ্টি হেতু ধান্য নষ্ট হয়, এবং গত বর্ষাকালে জল প্লাবিত হইয়া কটক বিভাগের প্রায় সমুদায় শ[illegible]

লোকের অবশিষ্ট সম্পত্তি নষ্ট হই- ছে। প্রায় ১৫০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত নের লোকে এতন্নিবন্ধন আত্যন্তিক পাইতেছে। কিছু দিন হইল, বঙ্গ- দীয় গবর্ণমেণ্ট বোর্ডের অন্যতর সভ্য সাহেবকে উৎকলের অবস্থা দর্শনার্থ রণ করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় কে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পার্ট পাঠ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। লক্ষ মণ চাউল প্রেরণ না করিলে কের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। ১ লা প্রলের পূর্ব্বে ইহার অর্দ্ধেক চাউল াতে যায় গবর্ণমেণ্ট সে বন্দোবস্ত রয়াছেন। অবশিষ্ট অংশ যত শীঘ্র রা যায় প্রেরিত হইবে। যথার্থ দরিদ্র- কে বিনা মূল্যে চাউল দেওয়া হইবে। হাদিগের সঙ্গতি আছে, তাঁহারা মধ্য- মূল্যে ক্রয় করিবেন, এবং যাবতীয় লকায় লোককে কর্ম্ম দেওয়া হইবে। ন্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা বশ্যক। আরও ভূমির রাজস্ব কতক াগ করিতে হইবে। ভূমির যে বন্দো আছে, তাহার সময় অতীত হই- ছে, কিন্তু আর ২০ বৎসরকাল তাহার ন পরিবর্ত্ত হইবে না। জলসেচন ম্পানি লোককে কর্ম্ম দিবেন বলিয়া হাদিগকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, ১৫০০ অবধি ২০০০ পর্য্যন্ত নাথ শিশুর প্রতিপালন আবশ্যক হই ছে। ইহাতে অন্ততঃ দশ লক্ষ টাকা ব্যয় ইবে কিছু দিন হইল, তিনি লার্ড ক্রান- রকে ইংলণ্ডে চাঁদা করিবার অনু াধ করিয়াছিলেন, কিন্তু এবার সকল টেই কষ্ট, ভারতবর্ষেই অধিক মাত্র। ট সেক্রেটারি বলিয়াছেন ইংলণ্ডী- রা সাহায্য করিতে পারিবেন না। রাং ভারতবর্ষীয়দিগের আপনার রেই নির্ভর করিতে হইবে। সকলই রের আরম্ভ, বর্ত্তমান বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য সকলের পুনর্ব্বার বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। দেশীয় জমীদার ও বণিকগণ এ সময়ে যেন আপনাদিগের প্রসিদ্ধ বদান্যতার বিরুদ্ধ কাজ না করেন।

সর জন লরেন্স উপসংহারকালে বলেন "ভারতবর্ষীয়েরা দয়া ও দান শৌণ্ডতার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, যাঁহারা অন্ন বিনা কষ্ট পায়, তাহাদিগের সাহায্য করা তাঁহাদিগের শাস্ত্র ও ধর্ম্মনীতিতে বিশেষ করিয়া বিধি দিয়াছে। এই বিপদে তাঁহাদিগের দেশীয় ভ্রাতৃগণ কষ্ট পাইতেছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহারা আপনাদিগের ভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তি অনুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি করিবেন না।"

শ্রোতৃগণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বারম্বার প্রশংসাধ্বনি করিলেন। অনন্তর মেইন সাহেব উত্থিত হইলেন। এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকেরা সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষ পীড়িতের যে সাহায্য করিয়াছেন, তিনি তাহা প্রশংসা সহকারে স্বীকার করিয়া বলিলেন, বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে বার্ত্তাশাস্ত্র লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপে এ শাস্ত্রের নিয়ম যেরূপ খাটে, ভারতবর্ষে সেরূপ খাটে না। বৈপরীত্য দৃষ্ট হইতেছে। অতএব তিনি গবর্ণমেণ্টের চাউল আমদানী কার্য্যের অনুমোদন করিয়া প্রস্তাব করিলেন, যাহাতে যাবতীয় নিরন্নলোক আহার পায়, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। অন্যায় অবস্থা ভেদ করা হইয়া যেন কাহারও মৃত্যু না হয়। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে পুনর্ব্বার চাঁদা সংগ্রহ করা আবশ্যক স্থির হইল। তৎপরে কার্ডিনাণ্ড শিলার সাহেব বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সাহায্য ও ভবিষ্যতে এতন্নিবারণের উপায় করিবার পরামর্শ দিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণ মন্সাদি প্রভৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন নিরন্নলোকদিগকে সাহায্য করা সকলেরই কর্ত্তব্য। রেবরেণ্ড ব্রোমহেড্ও এই প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দিয়া এক বক্তৃতা করিলেন। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র বলিলেন, নাটোরের রাজা আনন্দনাথ রায় ১০০০ টাকা এককালে ও মাসিক ৫০ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন। বাবু দিগম্বর মিত্র বলিলেন, ২০০০ শিশুর জন্য সাহায্য প্রার্থনায় যেন কেহ উপেক্ষা না করেন। সিটনকার সাহেব দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, উৎকলের দুরবস্থা ও তন্নিবারণার্থ সকলের যত্নবান হওয়া একান্ত আবশ্যক। বাবু কৃষ্ণদাস পাল বলিলেন এপর্য্যন্ত ৩,৮০,২০০ টাকা চাঁদার উঠিয়াছে। আরও টাকার আবশ্যক। এদেশীয়েরা যত দূর সাধ্য সাহায্য করিবেন। এজন্য এদেশীয় রাজাদিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলে ভাল হয়। ফরেন সেক্রেটারি এক কথা বলিলে বিস্তর টাকা আসিতে পারে। তৎপরে আর কয়েকজন ভদ্রলোক বক্তৃতা করিলেন। অনন্তর চাঁদা সংগ্রহার্থ বিশেষ সভা স্থির হইল। গবর্ণর জেনরল বলিলেন, তিনি বর্ত্তমান কষ্ট নিবারণার্থ ১০,০০০ টাকা দিবেন। কলিকাতার দশ জন প্রধান বণিক প্রত্যেকে ২,৫০০ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে সম্মত হইয়াছেন। স্কট মনক্রিফ সাহেব বলিলেন যদিও লার্ড ক্রানবোরণ সহায়তা করেন নাই তথাপি টাইমস পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া প্রার্থনা করিলে ইংলণ্ডের লোকেরা কখন মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

সভার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইয়াছে। এজন্য আমরা সর জন লরেন্সকে বহুতর ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। সভার পূর্ব্বে তিনি নিজে অনেক ভদ্রলোককে সভায় যাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষের আরম্ভ অবধি তিনি সহায়তা করিতেছেন। এবারের

দানের ত কথাই নাই। যিনি তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, তিনি অলঙ্কার দ্বারা আপনার বাক্য শোভিত না করিয়া সরল ও অকপটভাবে বক্তব্যগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি এতদ্দেশীয়দিগের বদান্যতার উপরে নির্ভর করিয়াছেন। বিপদও সামান্য নহে। এদেশীয়দিগকে অন্য সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। অতএব সকলেরই অকপটভাবে সাধ্যানুসারে সাহায্য দান করা কর্ত্তব্য। সহায়সাধ্য কার্য্যে সংঘরক্ষিতা একান্ত আবশ্যক। গবর্ণর বিশ্বাস করেন, এদেশীয়দিগের এ সাহায্যদান সামর্থ্য আছে। নাই আমরা অন্যের সাহায্য পাইলাম, সকলে চেষ্টা করিলে কি উৎকল উৎসন্ন হইতে পারে? এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, এ সময়ে সাবধান হইয়া কাজ করা আবশ্যক। পর্য্যাপ্ত সংখ্যক কর্ম্মচারিকে অন্নবিতরণার্থ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। কৃতবিদ্যমণ্ডলী হইতে যেন কর্ম্মচারী মনোনীত করা হয়। যে সকল কর্ম্মচারী অন্নবিতরণার্থ নিয়োজিত হইবেন, তাঁহাদিগের উপরে যেন অন্য কর্ম্মের ভার না থাকে। অন্ন বিতরণ কালে কোন প্রকার প্রভেদ করা কর্ত্তব্য নয়। এ প্রভেদ করিতে গেলে অনেক কষ্ট ও অত্যাচার হইবে। যে চাহে, তাহাকে অন্ন দাও। সঙ্গতিমান লোকেরা মানের ভয়ে কখনই ভিক্ষার্থী হইয়া আসিবে না। মেদিনীপুরে পুনর্ব্বার সমুদায় দ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইতেছে। কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের কাঁটা বসাতে প্রত্যহ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে। পাটনা প্রভৃতি স্থানেও কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। অন্য অন্য স্থানে বিশেষতঃ চম্পারণ ও ত্রিহুতে অধিকতর কষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণর জেনরল এ সকল স্থানে সাহায্যদানে উদ্যত আছেন। তিনি কমিসনরদিগকে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট নিজে স্বীকার করিয়াছেন, ভারতবর্ষ বার্ত্তাশাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণরূপে কাজ করিবার স্থান নহে। যথাবিধি স্বাধীন বাণিজ্য প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে বাণিজ্যের অনুষঙ্গী যাবতীয় বিষয় গুলির সত্তা আবশ্যক। তাহা এখানে আজিও হয় নাই। প্রয়োজনানুরূপ রাস্তা ঘাট প্রভৃতি কি হইয়াছে? যখন উৎকলে টাকায় তিন সের চাউল বিক্রীত হয়, তখন আরাকানে ২। ২।০ টাকা মণ বিক্রীত হইয়াছিল। তথাপি কোন্ বণিক এত লাভ দেখিয়াও "আবশ্যক হইলে দেয়া যাইবে" এ নিয়মের অন্বর্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন? কিছুকালের জন্য গবর্ণমেণ্টকে বণিকের কাজ করিতে হইল। বার্ত্তাশাস্ত্র এক্ষণে কিছু দিনের জন্য মস্তক লুক্কায়িত করুন। যথার্থ কথা বলিতে কি, চাউল রপ্তানী বন্ধ করা কর্ত্তব্য। এখনই কলিকাতায় ১॥০। ১৸০ টাকার স্থানে ৪॥০ টাকা চাউলের মণ দাঁড়াইয়াছে। যদি রপ্তানী বন্ধ না হয়, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে চাউল অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিবে। এখন যে মূল্যে চাউল বিক্রয় হইতেছে, যদি ইহার অপেক্ষা আরো অধিক হয়, দরিদ্রদিগের জীবন রক্ষা হওয়া ভার হইবে।

—:০:—

ভূমি সংক্রান্ত আইন সংগ্রহ।

আমরা আহ্লাদিত হইলাম, আমাদিগের প্রয়াস বিফল হয় নাই, মেইন সাহেব স্বীকার করিয়াছেন ভারতবর্ষের ভূমি সংক্রান্ত আইন সকল একত্র সংগ্রহ করা আবশ্যক। রোমীয় সম্রাট জষ্টিনিয়নের সময়ে রোমক আইন সকল এত বিস্তৃত এবং বিচারালয়ের নজির এত অধিক হয় যে সামান্যতঃ লোকের দেশের ব্যবস্থা জ্ঞান সাধ্যাতীত হইয়া উঠে। জষ্টিনিয়ন এ জন্য যাবতীয় আইনে[...] সার সংগ্রহ করেন। যদি আজিও মুদ্রা[...] যন্ত্রের সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে এদে[...]শের ভূমি সংক্রান্ত আইনের গোলযো[...] রোমীয় আইনের অপেক্ষা বড় অল্প হইত না। আইন অনেক স্থলে অস্প[...] আছে। বিচারালয় সমূহ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এতন্নিবন্ধন অনেক অনিষ্ট হইয়াছে [...] হইতেছে। কোন ব্যক্তি ভাল করিয়া জানেন না কোন্ আইন অনুসারে তি[...] বাস্তু অধিকার করিতেছেন। যাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ভূমিতে বা[...] করেন, তাঁহাদিগের সহিত এই নিয়[...] আছে, প্রয়োজন হইলেই তাঁহাদিগকে ভূমি ত্যাগ করিতে হইবে। জমীদারদিগের অধীনে যাঁহাদিগের বাস, তাঁহাদিগকে অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া সদা চলিতে হয়। জমীদারেরা শ্যেনের ন্যায় দর্শ[...] করিতেছেন, কোথায় ১০ আইনের ৩ [...] ৪ ধারায় সুবিধা রহিত করিয়া প্রজার কর বৃদ্ধি হইতে পারে। সকলই অনিশ্চিত, সকলই গোলযোগে পূর্ণ। এম[...] অবস্থায় একটি স্থিরতর আইন সংগ্র[...] হইলে লোকে আপন আপন স্বত্ব বুঝিতে পারেন এবং মকদ্দমার সংখ্যা অল্প হইয়া সাধারণের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হ[...] সন্দেহ নাই।

আমরা ব্যবস্থাপক সভাকে নিম্ন লিখিত কয়টী বিষয়ে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিতেছি। জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহার পরিবর্ত্ত করিবার উপায় নাই এ[...] কাহারও সে অভিপ্রেত নহে। গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব স্থিরতর করিয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু নির্দ্দিষ্ট আয়ের অতিক্রম হইবে না এরূপ প্রতিশ্রুত হন নাই। লার্ড কর্ণওয়ালিস স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন "জমীদারদিগের সুপ্রণালী অনুসারে যে আ[...]

বে তাহা তাঁহাদিগের থাকিবে।” র্য্যতঃ কত জন জমীদার এ কর্ত্তব্য কর্ম্ম াদন করিয়াছেন, তাহা কাহারও বদিত নাই। কৃষিকার্য্যের উন্নতি জমী দিগের নিকটে ঋণী নহে। কৃষকদি র যে সৌভাগ্য দৃষ্ট হইতেছে, গবর্ণ ন্টের বাণিজ্য প্রণালীর উৎকর্ষ তাহার । ন্যায় ও যুক্তি ধরিয়া বিবেচনা রিলে প্রতীয়মান হইবে, যে যে নিয়মে রের চিরস্থায়িভাব বন্দোবস্ত করা হই ছে, জমীদারেরা তাহা ভোগ করিবার র হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। দুঃখের ষয় এই বিচারালয় সমূহের গতি এই, স্থলে কর বৃদ্ধির কথা হয়, সেখানে হারা প্রায় জমীদারের হইয়া টানেন। ক জন বিচারপতি সম্প্রতি বিধিবদ্ধ না ইয়াও বাজেয়াপ্ত লাখেরাজদারকে অল্প পরিমাণে কর আদায় করিবার মতা দিয়াছেন। অর্থাৎ যেন গবর্ণ ন্ট এইরূপ খত লিখিয়া দিয়াছেন জমীদারের নির্দ্দিষ্ট আয়ের অল্পতা খন আর হইবে না। জমীদারেরা চির য়ী রাজস্ব দিতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহা দের সংখ্যা অধিক নয়, দেশও তাঁহা দের নিকটে অধিকতর ঋণী নহে। তাহাদিগের জন্য কি দেশের অসংখ্য ষক ও মধ্যবিধ শ্রেণীর লোকদিগকে চরকাল বেগারের ন্যায় বাস করিতে হ ইবে? যে সকল ভূমিতে বাসস্থান, উদ্যান, পুষ্করিণী, কারখানা প্রভৃতি হই য়াছে সেসমুদায়ের কর বৃদ্ধি করা অতি শয় অন্যায়। কিন্তু ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইনে ৩৮ ধারা ভিন্ন এ বিষয়ে স্পষ্ট আইন নাই। ঐ ধারাতেও আছে, ১২ বৎসরের মধ্যে যদি পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির কর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে মীদার ক্রেতা ঐ সকল ভূমির কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন আদালত সমূহ মকদ্দমায় পরিপূর্ণ হইতেছে এবং লোকে বিব্রত হইয়াছেন। জমীদারির মূল্য অল্প হইয়া যায় আমাদিগের অভিপ্রেত নয়, গবর্ণমেণ্টের সে রাজনীতিও নহে, কিন্তু জমীদারের অনুরোধে নিম্নতর জমা সকল ঠিক অবস্থায় রাখাতে দেশের সৌভাগ্য স্রোত বদ্ধ হইয়াছে এই মাত্র। বাসস্থান ও উদ্যান না হইলে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু যদি জমীদার স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর বৃদ্ধি করিতে পারেন এরূপ হয়, তাহা হইলে ভূমির মূল্য অল্প হইয়া যাইতে পারে। জমীদারদিগের মিত্রগণ বলেন কর বৃদ্ধি করিবার স্বত্ব না থাকিলে জমীদারির মূল্য কমিয়া যায়। আমরা তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই পর্য্যন্ত দেখা উচিত সাধারণ রাজস্ব আদায়ের ক্ষতি হইবে কি না? তাহা না হইলে জমীদারের আয়ের প্রতি আর দৃষ্টি করা অনাবশ্যক। প্রায় যাবতীয় জমীদারি ক্রমশঃ পত্তনী দেওয়া হইতেছে। তাহাতে কি মূল্য কমিতেছে? জমীদার একবিধ কর দিতেছেন, পত্তনীদার, দরপত্তনীদার প্রভৃতিও ঐরূপ একবিধ কর দিতেছেন, কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে সকল হতভাগ্য ভূমি অধিকার করিতেছে, তাহাদিগেরই যত অপরাধ ও যত কষ্ট! যাবতীয় প্রজার সহিত যাবতীয় ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার সময় অদ্যাপিও আইসে নাই, কিন্তু আমরা পুনরায় বলিতেছি বাস্তু ও উদ্যান যে সকল ভূমিতে হইয়াছে, তাহার চিরস্থায়ী কর হওয়া উচিত। ইহাতে জমীদারের লাভ না হউক ক্ষতি নাই, কারণ অন্য বস্তুর ন্যায় জমীদারির রাজস্ব বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু প্রজার মঙ্গল ও ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয়। ১৮৬০ অব্দের ২৭ আইন অনুসারে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিকে অক্তের সার্টিফিকেট লইতে হয়, ভূমির মূল্য পরিমাণে এস্থলে শুল্ক গৃহীত হইয়া থাকে। ভূমির মূল্য অধিক হইলে তদ্ঘটিত মকদ্দমায়ও অধিক ইষ্টাম্প লাগে। বাস্তু ভূমির কর এককালে চিরস্থায়ী করিলে এই লাভ হয়, প্রজারা নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট থাকেন এবং ইমারত প্রভৃতিতে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হইয়া উঠে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট সার্টিফিকেট ও মকদ্দমা উপলক্ষে অধিকতর রাজস্ব পাইতে পারেন; জমীদারেরও ক্ষতি হয় না। অতএব আইন দ্বারা একেকালে যে ইহার নিশ্চয় করা আবশ্যক তাহা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? মকররি পাট্টা ও ২০ বৎসরের দাখিলা প্রভৃতি থাকুক আর না থাকুক, জমীদার ইমারত প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে দিয়াছেন যদি এরূপ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তাঁহার কর বৃদ্ধির স্বত্ব বদ্ধ করা উচিত। আমরা গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবস্থাপক সভাকে সতর্ক করিতেছি, এক্ষণে বাস্তুর কর বৃদ্ধি লইয়া অনেক মকদ্দমা আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে কেবল কৃষকগণ নহে, মধ্যবিধ লোকমাত্রেই অসন্তুষ্ট হইতেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে লার্ড কর্ণওয়ালিস প্রজাদিগের হিতার্থ আইন করিবার আবশ্যকতা হইলে আইন করিতে হইবে বলিয়া যে পথ রাখিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে কাজ করিবার সময় আসিয়াছে।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই, কোন্ স্থলে গবর্ণমেণ্ট লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবেন? কোন্ স্থলে জমীদার তাহা করিবেন? বাজেয়াপ্ত করিলে প্রজাদিগের স্বত্ব কত দূর রক্ষিত বা অপরিবর্ত্তিত হইবে? এটী স্থির করা আবশ্যক। তৃতীয়, ১৮২২ অব্দের ৭ আইন ও ১৮৬৩ অব্দের ২৩ আইন ঐ দুটিকে অধিকতর বিশদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক ১৮৫৯

অব্দের ১০ আইন প্রজাদিগের সনন্দ স্বরূপ। এতদ্ঘটিত যে সমস্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে, সে সমুদায় বিবেচনা করিয়া ১৮৫৯ অব্দের ১১ আইন ও ১৮৬২ অব্দের ৬ আইনের সহিত ইহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংগ্রহ রাখা উচিত। এক্ষণে অনেক আইনের পরস্পর গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভূমি সংক্রান্ত আইনের এ প্রকার সংগ্রহ হইলে দেশের যে অতিশয় উপকার হইবে, এ কথা বলা বাহুল্য। এটী করাও অতি আবশ্যক। বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট অবগত আছেন, বাস্তু আমাদিগের অতিশয় স্নেহের বস্তু। বাস্তুর অনুরোধে অযোধ্যার লোকেরা ওয়াজিদ আলী সাহেব ও তালুকদারদিগের অসহ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াও স্থানান্তরে যাইতে পারেন নাই। আক্ষেপের বিষয় এই, এ বিষয়ে এত গোলযোগ আছে যে বাস্তু হইতে জমীদার কখন্ বহিষ্কৃত করিবেন এটী লোকে বলিতে পারেন না।

মোক্তারী পরীক্ষা ও বিজ্ঞাপনী।

আমরা ইতিপূর্ব্বে মোক্তারী পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষাজ্ঞদিগকে মনোনীত করিবার যে মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, বিজ্ঞাপনী সম্পাদক তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন আমরা ইংরাজীর পক্ষপাতী হইয়া বঙ্গভাষার প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়াছি। বস্তুতঃ সম্পাদক আমাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবধারণ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষার উৎসাহ দান ও বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জীবিকার উপায় নির্ণয় করিয়া দেওয়া আমাদিগের লিখিত সে প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। আদালতের দোষ সংশোধনই উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে আদালতে কি কি সাংঘাতিক দোষ আছে, এবং তাহার সংশোধনের উপায়ই বা কি তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। অদ্য তিনটী প্রধান দোষের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। এক, আমলাদিগের অসাধুতা, দ্বিতীয়, মোক্তারদিগের অসাধুতা ও অযোগ্যতা, তৃতীয় অধিকাংশ বিচারপতির এদেশীয় ভাষাবোধে অপারগতা। ইংরাজী ভাষাজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে যদি আদালতে মোক্তার ও আমলারূপে প্রবেশিত করান যায়, তাহা হইলে এই তিন দোষেরই অনায়াসে সংশোধন হইতে পারে। যাঁহারা আদালতে মোক্তারী করিতে যান তাঁহাদিগের অধিকাংশ অশিক্ষিত, অর্থী প্রত্যর্থীর বিরোধ বাড়াইয়া দিয়া কৌশলে অর্থোপার্জ্জনই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য এবং তাঁহারা হাকিমদিগের অভিপ্রায় অবগত হইতে অথবা তাহাদিগের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পটু নহেন। বাঙ্গলায় সুশিক্ষিত এবং বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ আদালতে প্রবিষ্ট হইলে অনেক দোষ নিবারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা সকল অভাব পরিপূরিত হয় না। আদালতের কার্য্যে ইংরাজীর ভাগ যে ক্রমশঃ অধিক হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

বিশেষতঃ হাকিমদিগের অনেকে বাঙ্গলা ভাষা ভাল জানেন না। এরূপ স্থলে নিরবচ্ছিন্ন বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ মোক্তারগণ বিশেষ কার্য্যকর হইতে পারেন না। ইংরাজীতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মোক্তার হইলে আদালতের সম্পূর্ণ উপকারের সম্ভাবনা। আজি কালি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বাঙ্গলা ও সংস্কৃত শিখিতেছেন এবং তাঁহারা ইংরাজীও জানেন, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা আদালতের কার্য্য যেরূপ সুসম্পন্ন হইবে, শুদ্ধ বাঙ্গলাভাষাজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সেরূপ হইবার প্রত্যাশা করা যায় না। আরও মোক্তারদিগের পদ ও ক্ষমতার উন্নতি দেখিতে চাহিলে তাহাতে শিক্ষিত ও উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের প্রবেশের পথ করা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেই পদে অভিষিক্ত হইলে তাহার উপকারিতার ন্যায় মর্য্যাদারও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তাহার সন্দেহ নাই। এক জন কেবল বাঙ্গলা জানেন আর এক জন ইংরাজী ও বাঙ্গলা জানেন, এ উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি যে অধিকতর আদরণীয়, বিজ্ঞাপনী সম্পাদক এতদ্বাক্যের স্বীকারে কদাচ বিমুখ হইবেন না।

কয়টি সাংঘাতিক দোষের অভিযোগ।

বিদেশীয়েরা এদেশীয়দিগের প্রতি এই দোষার্পণ করেন যে, প্রকাশ্য সভায় এদেশীয়েরা গোলযোগ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কথা অযথার্থ নহে, ইহার সংশোধন করা অতিশয় আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি যে স্থলে শারীরিক দৌর্ব্বল্য থাকে, সেখানেই জিহ্বা বলবতী হয়। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক বাক্য ব্যয় করেন। ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা ভারতবর্ষীয়েরা গল্প করিতে অধিক ভাল বাসেন, ভারতবর্ষের যাবতীয় প্রদেশের মধ্যে বাঙ্গালীদিগের এ রোগ অধিক। আমাদিগের মধ্যে যে সকল লোক মূর্খ ও মাদকপ্রিয়, তাঁহাদিগের এ রোগ আরও প্রবল। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই পল্লিগ্রামবাসিবৃন্দ আমাদিগের যে সামাজিক অবস্থা ও সামাজিক আমোদ ছিল, তাহাও এক্ষণে দূরগত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রতি পল্লীগ্রামে এক চণ্ডীমণ্ডপ কিম্বা বটতলায় বিস্তর লোক সমবেত হই-

ন। দ্রব্যাদি সুলভ ছিল, আহারের
বনা প্রায় কাহারও ছিল না। তামাক
ওয়া, গল্প করা, ও মহাভারত অথবা
মায়ণ পাঠ ইহাতেই সময় অতিবাহিত
ইত। পার্ব্বণ উপলক্ষে সকের কবিতা
যাত্রা হইত। কিন্তু স্বাধীন বাণিজ্যের
াচুর্য্য হওয়াতে এক্ষণে সকল দ্রব্যই
র্মূল্য হইয়াছে। সকলকেই পরিশ্রম
রিতে হয়। বিদ্যাশিক্ষার সহিত সভ্যতা
দ্ধি হওয়াতে চণ্ডীমণ্ডপ ও বটতলা
ন্য হইয়াছে। বাল্মীকি ও বেদব্যাস
বার পত্রকে স্থান দিয়া কেবল বিদ্যা-
রই অবস্থিতি করিতেছেন। সকের যাত্রা
কবিতা নূতন নাটকাভিনয় দর্শন
রিয়া অন্তর্হিত হইতেছে। তখনকার
ামোদের সহিত এখনকার আমোদের
হ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে
াহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি যদি পুনঃ
ীবিত হইয়া ওস্তাদি চুলির স্থানে
তন ফুট বাদ্যকরকে দর্শন করেন, বিস্ম
পন্ন হন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রশ্ন হই-
তেছে আমরা নূতন আমোদ ভোগ
রিতে সমর্থ হইয়াছি কি না? উত্তম
দ্য দ্রব্য সম্মুখে উপনীত হইলেই
প্তি লাভ হয় না, ক্ষুধা আবশ্যক।
ন্তু আমাদিগের সে ক্ষুধা জন্মিয়াছে
ক না? যে আমোদ ভোগ করিতে
লে অগ্রে অশ্লীলতাদি দোষের পরি-
র ও শিষ্টাচার অভ্যাস আবশ্যক হয়।
ন্তু আজিও এদেশের লোকের এছটী
ষের সম্পূর্ণ অধিকারী হইবার বিলম্ব
াছে
—ইউরোপীয় সভায় স্ত্রীলোকেরা থাকেন
ন অশ্লীলতার অনেক দমন হয়, আমা-
দেশে সভা কেবল পুরুষ দ্বারা অধি-
ষ্ঠিত সুতরাং শীঘ্র এদোষের সংশো-
র সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে পরিমাণে
দোষ যুক্ত হয়, সামান্যরূপ চেষ্টা পাইলে
দূরীকৃত হইতে পারে। এ সকল লোকের

প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিলেই দোষ ক্র-
মে দোষ ক্রমে অন্তর্হিত হইতে পারে। আর
একটি দোষ ইদানীন্তন সভায় উৎপন্ন হ-
ইয়াছে। আমরা প্রায় দেখিতে পাই যেখা-
নে নৃত্য গীত বা সভা হয়, সেখানে দুই এক-
টি মাতাল উপস্থিত হইয়া থাকে। এ সকল
লোক আমাদিগের প্রাচীনদিগের সমাজে
প্রবেশ করিতে পারিত না। ইউরোপীয়
সভ্য ইহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।
এটির প্রশ্রয় দেওয়াতে নব্যদলের কলঙ্ক
হইতেছে। আমাদিগের সমাজের পরি
বর্ত্তনাবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। এ সময়
লোক আমাদিগকে সবিশেষ সতর্ক হইয়া
চলিতে হইবে। এ সময় যে দোষ অনু
মূলিত থাকিবে, তাহা ক্রমশঃ বদ্ধমূল
হইয়া উঠিবে।

নূতন পুস্তক ও পত্রিকা।

১। চন্দ্রবিলাস নাটক। উজ্জয়িনীর অধিপতি জয়সেনের পুত্র চন্দ্রশেখর ইহার নায়ক এবং অবন্তীরাজ কন্যা বিলাসবতী নায়িকা। বিলাসবতী বিশালারণ্যে অনাদিনাথকে দর্শন করিতে যান, এবং চন্দ্রশেখর মৃগয়া প্রসঙ্গে ঐ অরণ্যে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎকার ও প্রণয় সঞ্চার হয়। এদিকে অবন্তীর দস্যুরা উজ্জয়িনীতে উপদ্রব করাতে সেই সূত্রে উভয় রাজার পরস্পর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উজ্জয়িনীর অধিপতি স্বয়ং সমরক্ষেত্রে গমন করেন। ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া উভয় পক্ষের বিস্তর সৈন্য বিনষ্ট হয়। শেষে চন্দ্রশেখর ও বিলাসবতী উভয়ের সমাগমরূপ সলিল দ্বারা সংগ্রামানল নির্ব্বাণ হইয়া যায়। এতন্নাটক পাঠে দুটি বিষয়ের সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়। এক, রাজারা অনেক সময়ে অনুরক্তি ও চাটুবচনাদি দ্বারা বিমোহিত হইয়া অসৎ ব্যক্তিদিগকে রাজপুরুষ পদে নিয়োজিত করেন। সেই দুষ্কা-

চারিদিগের অসাধুতা নিবন্ধন রাজ
...রের অনিষ্ট হয়। দ্বিতীয়, যাঁহ
যথার্থ ধার্ম্মিক, তাঁহারা কুলোকে
কুচক্রে পড়িয়া সহস্র বিপদাপন্ন হইলে
কখন ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হন
শেষে সমুদায় বিপদ অতিক্রম কর
উঠেন, এবং যাঁহারা যথার্থ পতিব্র
হন, কোন দুরাচারই কোনরূপে তাঁহা
দের পাতিব্রত্য ভঙ্গ করিতে পারে ন
উজ্জয়িনীস্থ সদ্বংশজাত ধর্ম্মদাস না
এক জন পরম ধার্ম্মিক ও সুশীলা না
তাঁহার পরম রূপবতী বিধবা কন্যা ছিলে
উজ্জয়িনীরাজ জয়সেন যুদ্ধযাত্রা কা
ভীমকেতু ও ধনদাস নামে দুই কর্ম্মচারি
হস্তে নগর রক্ষার ভার সমর্পণ করি
যান। ঐ দুরাত্মারা একবাক্য হইয়া প্রজ
ধন ও মান হরণে প্রবৃত্ত হয়। ভীমকে
(ইনি নগর রক্ষক) সুশীলাকে অস
পথগামিনী করিবার বিস্তর চেষ্টা পা
তাহার পিতা ধর্ম্মদাসের নামে বিদ্রো
অপরাধ দিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ পর্য
করে, তথাপি সুশীলাকে স্বমতে লই
ধর্ম্মপথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। শে
ঐ দুরাত্মারাই গুরুদণ্ড প্রাপ্ত হইল।

ফলতঃ গল্পটী মনোহর ও ই
রচনা প্রাঞ্জল ও বাঙ্গলার রীতিবি
হইয়াছে। এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের বিল
বহুজ্ঞতা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে ব্য
যেরূপ তাহার স্বভাব ও চরিত্র এ
কথাবার্ত্তাগুলি সেইরূপ করিয়া লিখি
ও বর্ণিত হইয়াছে। তত্তৎস্থান পাঠ
দিগে সবিশেষ প্রীত হইতে হয়। কি
গ্রন্থে কয়েকটী দোষও ঘটিয়াছে। প্রথ
এক এক স্থলে এরূপ দীর্ঘ বর্ণনা করা
য়াছে যে পাঠ করিতে করিতে শে
তাহা বিরস হইয়া উঠে। দ্বিতীয়,
বাহুল্যরূপে আদিরস দ্বারা পরিপূর্ণ
হইলে জনসমাজে সমধিক সমাদ
গৃহীত হইবে, আজি কালি নব্যদে

গ্রন্থকারদিগের যে এই একটী ভ্রম জন্মিয়াছে, চন্দ্রবিলাস নাটককার তাহা হইতে মুক্ত হন নাই। এ গ্রন্থে শৃঙ্গার রসের ভাগ অধিক দৃষ্ট হইল; এই দুটী দোষ ঘটাতে ইহাতে অ ভদ্র লোকাতারও ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। তৃতীয় বাঙ্গলা নাটক লেখকদিগের হৃদয়ে যে একটা প্রগাঢ় ভ্রম বদ্ধমূল হইয়া আছে, চন্দ্রবিলাস নাটককার তাহার হস্ত হইতেও পরিত্রাণ পান নাই। গ্রন্থকার "ছিল থাকি" ক্রিয়া পদগুলির লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। চন্দ্রবিলাস নাটকের অনেক স্থলের রচনা প্রগাঢ় হইয়াছে। প্রগাঢ় রচনার মধ্যে "ছিল থাকি" ক্রিয়া পদ প্রযুক্ত হইলে পতৎপ্রকর্ষতা দোষ ঘটিয়া যে রচনার ঔদার্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়, গ্রন্থকার তদ্বোধে অসমর্থ হইয়াছেন। "ছিল থাকি" গুলি অভ্যাসবশতঃ কথোপকথনে ভাল লাগে বটে, কিন্তু লিখনে নিতান্ত কর্কশ হয়। চতুর্থ, গ্রন্থকার সকল স্থলে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিদিগের বক্তব্যগুলির সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই। চন্দ্রশেখর অবন্তিরাজের অন্তঃপুর হইতে পিতার সম্মুখে আনীত হইলে পিতা বলিলেন "কে গো যুবরাজ রাজকর্ম্মে এর মধ্যেই অরুচি জন্মেছে না কি? তোমার প্রণয় করবার কি আর অবসর পেলে না" ইত্যাদি। এতদ্দ্বারা রাজার রাজোচিত ও পিতৃসমুচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা হয় নাই। ক্রোধের সময়েও রাজার এরূপ গ্রাম্যতা শোভা পায় না।

২। ব্যাকরণ দীপক। এখানি বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রকুমার ধর ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় যে সমস্ত সংস্কৃত ও তদ্ভিন্ন শব্দ প্রচলিত আছে, ইহাতে তৎসাধন প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। হ বা প্রভৃতি ধাতু ও কী খী প্রভৃতি বিভক্তি এবং ইষ্ণু ও ক্যপ্ প্রভৃতি পদ সাধনের সূত্র করিয়া অকারণ গ্রন্থখানিকে কলেবর করা হইয়াছে।

৩। সংগীত রসমঞ্জরী। ইহাতে নানাবিষয়ক সংগীত আছে। শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহার রচনা করিয়াছেন। সংগীতগুলি রাগ রাগিণী সঙ্গত ও ভাব বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহার মধ্য হইতে দুটী সংগীত উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

শিববন্দন।
রাগিণী চেতা-গৌরী—তাল কাওয়ালী।
শিব শঙ্কর বম বম ভোলা।
কৈলাসচন্দ্রপতি, বৃষভবাহনে গতি,
পঞ্চানন চন্দ্রমতি, গলে বাঘছালা॥
ছাই ভস্ম মাখা গায় শ্মশানে নেচে বেড়ায়,
এক খুতুরা খায়, গলে হাড়মালা॥
বিষপানে ত্রিনয়ন, ঢুলু ঢুলু সর্ব্বক্ষণ,
শিরে জটা কঙ্কণ বামে গিরিবালা।
নন্দী ভৃঙ্গী দুই পাশে কভু রোষে কভু হাসে
সদানন্দ উল্লাসে, দেখে পঞ্চভূতের খেলা॥"
"রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।
সখি একি হলো লো আমার।
আহা। বিরহে, বুঝি বা না রহে,
এ দেহে জীবন আর॥
যে হতে শ্রীহরি, ব্রজ পরিহরি,
করে যাত্রা করিয়াছে মথুরার।
বিচ্ছেদঅনলে, সদা প্রাণ জ্বলে,
আপনার মন নহে আপনার॥
মলয়ানিল খরা, যেন কালফণী,
বিষ সম গণি, বড় জ্বালা তার।
নিশা বিভাবরী, কমুদিনী ধরি,
বল না কি করি, উপায় ইহার॥
শয়নে স্বপনে, সুখ নাহি মনে,
কেবল যে মন করেছি সার॥
যার প্রেমে মত্ত, হোয়ে মন হত
সমস্ত গঞ্জিত নানা গঞ্জনার।
এখন সে জন, করিল গমন,
মথুরায় আপন অধিকার সার॥
গুণসিন্ধুনীরে, ফেলে অবনীরে,
চাহিলনা ফিরে, একি ব্যবহার॥"

৪। চারুপাঠ হিন্দিভাষায় অনুবাদিত। শ্রীযুক্ত ভানুদত্ত পণ্ডিত অক্ষয়কুমার বাবুর কৃত চারুপাঠ হিন্দিভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

৫। ১২৭৪ সালের নূতন পঞ্জিকা। বালীর শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল ঠাকুরের যত্নে কলিকাতা লালবাজারে ২৩ নং বাটীতে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কোন কোম্পানির যন্ত্রের মুদ্রিত এ পঞ্জিকা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রশংসার্থ আমাদিগের অধিক বক্তব্য নাই। ইহাতে যে যে বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, পাঠকগণের গোচরার্থ তাহা পঞ্জিকাকারদিগের বাক্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

"ইংরাজি তারিখের দিনের সহিত বঙ্গদিনের ঐক্য করিয়া লেখিবিবরণীয় তিথ্যাদি প্রাত্যহিক লগ্ন মুহূর্ত্ত ভুক্তি এবং স্মার্ত্ত সম্মত ও একণ [illegible] দিবাদি ও জোয়ার নানা প্রকার বচন এবং হবিষ্যান্ন ... দক্ষবিলাসের মত ও এখানকার ব্যবস্থা সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঠাকুরের বহুযত্নে ... জনান্য ব্যক্তিদিগের সাহায্যে এই পঞ্জিকা প্রস্তুত হইল।"

৬। আশুবোধ ব্যাকরণ, প্রথমখণ্ড। এখানি সংস্কৃত। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালার ব্যাকরণাধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রক্রিয়াকৌমুদী ও সিদ্ধান্ত কৌমুদী প্রভৃতি পাণিনি সম্মত ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া ইহা সঙ্কলন করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজ প্রভৃতিতে ইহার পাঠনা আরম্ভ হইয়াছে।

৭। বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বৎসরিক পত্রিকা। প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময়ে সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়া পুরাণ পাঠাদি যে যে নিয়মে সভা চলিয়া থাকে, তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

৮। পল্লীবিজ্ঞান। এখানি মাসিক পত্রিকা। ঢাকার মোগলটুলি সুলভ যন্ত্রে ইহা প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে নিম্নলিখিত কতিপয় বিষয় সন্নিবেশিত দৃষ্ট হইল। প্রথম, ভূমিকা। দ্বিতীয়, পল্লীবিজ্ঞান। তৃতীয়

ারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা। ুর্থ, সময়। পঞ্চম গ্রাম্য বিদ্যালয়। ত, দেশের প্রচলিত অস্ত্র। সপ্তম, ইতি স এবং পুরাবৃত্ত। অষ্টম, গতবর্ষীয় হামারী এবং দৈনসার ডিস্পেন্সরি। াম, সেনেটারি কমিসন।

"গ্রাম্য বিদ্যালয়।

এইরূপে পল্লীগ্রামে বিদ্যালয়ের আর অভাব ই। স্থানে স্থানে সাহায্যকৃত স্কুল সমূহ স্থাপিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা যে কেবল ভদ্র ানগণই উপকৃত হইতেছে এমন নয়, ইতর ক প্রভৃতি যাহাদের মধ্যে কখনও বিদ্যা- কার চর্চা ছিল না, তাহারাও এইরূপে ক্ষিত, বিজ্ঞান ভূগোল খগোলাদি নানা য়ের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা কি সামান্য ল্লাদের বিষয়? বস্তুতঃ এটী কাহার? কেবল ল গুণীয় মহাত্মাদের যত্নে নয়? তাহাদের ন্যায় মনা যদি আমাদের শিক্ষার জন্য সমুচিত যত্ন তাম তবে না জানি এত দিনে এদেশ ভ্যতা সোপানে কত দূর অগ্রসর হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গ্রাম ও পল্লী- ুহের উন্নতিতেই দেশের প্রকৃত উন্নতি, অত প্রাম্য স্কুলগুলির উন্নতি পক্ষে কর্ত্তৃপক্ষদি ক বিশেষ যত্নবান হইতে হয়। শিক্ষকদিগকে থোপযুক্ত বেতন দিউন, ছাত্রদিগের উৎসাহ দ্ধর উপায় করুন, অন্তরবাধানের নিয়মগুলির শোধন করুন এবং সাধারণতঃ মঙ্গলের পক্ষে র যে কোন উপায় হইতে পারে, অবলম্বন ন্ন। নিকটস্থ বিদ্যালয় সমূহের কোন বিদ্যা ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার ছাত্র খ্যা কত এবং সাধারণতঃ শিক্ষার উন্নতি ক কি কর্ত্তব্য, শিক্ষক এবং বিদ্যানুরাগী মহা াগণ লিখিয়া পাঠাইলে তাহা প্রকাশ করায় মরা যত্নবান হইব।"

—:০:—

বিবিধ সংবাদ।

৩০ এ মাঘ সোমবার।

গত শনিবার সরস্বতী পূজা হওয়াতে টৌন ল দুর্ভিক্ষনিবারণী সভার অধিবেশন হয় ই। বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভাও এজন্য গিত ছিল।

বরডাইল সিভার কোম্পানি গারোপর্ব্বতের ল্য প্রভৃতি যে কোন খনিজ দ্রব্য পাওয়া , তাহা উত্তোলন করিবার জন্য গবর্ণমেন্টের ুমতি চাহিয়াছেন। কি কি বস্তু তথায় পাওয়া যায়, তাহা ২ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেন্টকে জানাইবেন।

সম্প্রতি প্রশ্ন হয় ১৮৫৮ অব্দের ১৫ আইনের ১২ ধারানুসারে সদর কালেক্টরগণ অপ্রাপ্ত ব্যবহারের প্রাপ্ত ব্যবহার অধিকার ব্যক্তির ভারা- বাধনের ভার লইতে বাধ্য করিতে পারেন কি না? আদ্ভোকেট জেনেরল বলিয়াছেন, অন্যের এ ক্ষমতা নাই। আদালত দ্বারা পাই- লেও কালেক্টর অপ্রাপ্ত ব্যবহারের সম্পত্তি প্রাপ্ত ব্যবহার অধিকার বিষয় একেবারে লইতে পারেন না। কিন্তু সাধারণ অভিভাবককে এ ক্ষমতা দিতে পারেন।

গত যে মাস অবধি গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন বারাসতকে একটী পৃথক জেলা করা উচিত কি না? ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রে কার্য্য অধিক হওয়াতে এ প্রস্তাব হয়। এ প্রস্তাব সাধারণের অনুমোদনীয়। বারাসতে একটী জজ আদালত ও এক জন সদর আমীন হওয়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান পবলিকওপিনিয়ন বলেন, ব্রিটিস গবর্ণমেন্ট বোখারার রাজাকে বৃত্তি স্বরূপ কর্ণা নগর প্রদান করিয়া তাঁহার রাজ্যের অবশিষ্ট অংশের শাসন ভার আপনারা গ্রহণ করিয়া- ছেন। এটি ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর অনু করণ।

গবর্ণমেন্ট লেদাখে এক জন প্রতিনিধি রাখিবার মানস করিয়াছেন। পঞ্জাব হইতে যে সকল বণিক তিব্বতে বাণিজ্য করিতে যান, কাশ্মীরের রাজার লোকেরা তাঁহাদিগের উপরে অত্যাচার করিতে না পারেন, এ জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে।

আমেরিকার ডাক্তর যে ব্রহ্মাকার এতদ্দে শীয় সমাজের উন্নতি হেতু শীঘ্র ভারতবর্ষে আসিবেন। লাহোরে যে সভা হইতেছে, তথায় উপস্থিত থাকা তাঁহার অভিপ্রেত।

গবর্ণমেন্ট বিলাতীয় কমিসনরদিগকে আজ্ঞা দিয়াছেন, যাবতীয় রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট মিউনিসিপাল ফণ্ড হইতে সরাই প্রস্তুত করেন। বাটীগুলি কয়েকটী ঘরে বিভক্ত হইবে। সম্ভ্রান্ত এতদ্দেশীয়গণকে নীচ শ্রেণীর সহিত মিশ্রিত হইতে না হয়, এ জন্য এই আজ্ঞা হইয়াছে। এ কাজ রেলওয়ে কোম্পানির করা উচিত ছিল। এ সকল ত হইল, একটি স্ত্রীলোকের শকট হইবার বিলম্ব কি?

খৃষ্টীয়ানদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের আইনে সাধারণের অসন্তোষ জন্মিয়াছে। গোবিন্দ শঙ্কর হিন্দু সমাজ চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহারা ইংলণ্ডে এক জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ষ্টেটসেক্রেটারিকে আইন রহিত করি- বার অনুরোধ করিবেন। এ বিষয়ে অনেকে তাঁহাদিগের সহায়তা করিবেন।

সম্প্রতি চন্দননগরের এতদ্দেশীয় অধিবাসি গণ পণ্ডিচারির শাসনকর্ত্তাকে এক এড্রেস দিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা ফরাশী গবর্ণমেন্টের অধীনে পরমসুখে আছেন। অতএব যেমন জনরব উঠি য়াছে তদনুসারে যেন এস্থান ব্রিটিশ গবর্ণমে- ন্টকে দেওয়া না হয়।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীন অংশটি গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইতেছে। এ প্রস্তাব শ্রবণ আমাদিগের প্রীতিকর হইল না।

হিন্দুপেট্রিয়ট বলেন, যশোহরের মাজিষ্ট্রেট মন রো সাহেব আমলা উমেশচন্দ্র ঘোষের প্রতি যে অন্যায় আজ্ঞা দেন, গবর্ণর জেনরল তৎসংক্রান্ত কাগজ সকল দর্শন করিতে চাহিয়াছেন।

উক্ত পত্র অবগত হইয়াছেন, বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যারিষ্টর হইয়াছেন। তিনি বোম্বা- ইয়ে উপনীত হইয়াছেন, শীঘ্র কলিকাতায় আসিবেন।

উক্ত পত্র কলিকাতার কমিসনর হগ সাহে বের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। কয়েক দিবসাবধি ইংলিসমান কমিসনরকে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া ছেন। হগ সাহেব এতদ্দেশীয় করপ্রদায়ীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা পান বলিয়া অনেক ইউরোপীয় তাঁহার প্রতি বিরক্ত।

টেম্পল সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের বিদেশীয় সেক্রেটারি হইবেন। অযোধ্যার রাজস্ব সংক্রান্ত কমিসনর ডেবিস সাহেব মধ্য ভারতব র্ষের প্রধান কমিসনর হইবেন।

১ লা ফাল্গুন মঙ্গলবার।

পঞ্জাবের নিস্তর আচক্রিত কর্ম্মচারী তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয়ের ওকালতি করিবার জন্য পদত্যাগ করিতেছেন। যেখানে অল্পবেতন সেখানে এই অবস্থা। শিক্ষাবিভাগে একণে আর কোন উপযুক্ত লোক প্রবেশ করিতেছেন না।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এতদ্দেশীয় ও ইউরো- পীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক সকের বাজার হয়, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্র সকল বিক্রীত হইয়াছিল। যাহারা এতদ্দে শীয় স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্রী জড় পদার্থ বলিয়া জানেন তাঁহারা পারসী ও মহারাষ্ট্রীয় রমণীদি- গের সাহস ও সুন্দরমতি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলেন। পারসী স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক হয়।

১৮৬৪ অব্দে কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে মৃত অপ্রাপ্ত ব্যবহারের সম্পত্তি তত্ত্বাবধানার্থ গভর্ণমেণ্ট করে ৯৫,৮০,২৭৭ টাকা হয়। উহার মধ্যে ৫৩,৩০ ১৪৮ টাকা মাত্র আদায় হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধমানের জমীদারী উত্তমরূপে চলিতেছে, দেখ যাইতেছে। মৃত রাজার ঋণ পরিশোধের জন্য ১৫,৭৫,৪৬০ টাকা দেওয়া হয়। কমলও সাহেব অপ্রাপ্ত ব্যবহার হইবার নামে ...০৩১৫ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ ক্রয় করিয়াছেন এতদ্দেশীয় লোকদিগের হস্তে যাহা অপব্যয় হয় এবং চেষ্টা করিলে সে টাকায় কত কাজ হয়, কমলও সাহেব তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

৩ রা জেলার বিশেষ অবধি ৬ ই পর্য্যন্ত চম্পারণে অতিশয় বৃষ্টি ও মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড় হইয়া রবিশস্য ও অহিফেনের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। কয়েক গ্রামে অহিফেনের চাষ একবারে নষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে রবিশস্য উত্তম হওয়াতে যাবতীয় শস্য সস্তা হইয়াছিল। ঝড়ে আর কত অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই।

ইংলিসম্যান সংবাদ পাইয়াছেন, সম্প্রতি এক জন ইউরোপীয় বাণিজ্যের জন্য নেপালের গবর্ণমেণ্টের অনুমতি না লইয়া বাহাদুরকাষ্ঠ কাটিতেছিল, এমত সময়ে তত্রত্য কয়েক জন গবর্ণমেণ্ট ভৃত্য তাহাকে বধ করিয়াছে।

উক্ত পত্র শ্রবণ করিয়াছেন, সানার ও উজি জীরগণ জেলালাবাদের শাসন কর্ত্তা নবকলা খাঁর পুত্রকে আক্রমণ করিয়া কচ দুর্গে অবরোধ করে। শাসনকর্ত্তা তাহাদিগকে দমন করিতে গমন করিয়াছেন। সর্দ্দার ওমার খাঁ আফজুল খাঁর পক্ষ হইয়া জেলালাবাদ অধিকার করিতে আসিতেছেন।

আফ্রেদের লোকেরা সম্প্রতি রুষীয় সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিয়মিত শপথ গ্রহণ করিয়াছে। ঐ উপলক্ষে তথায় ভোজ নৃত্য গীত প্রভৃতি হইয়াছে।

ও, কে হুইটন বেচারাম নামক এক জন ইউরোপীয় এক জন এতদ্দেশীয় বস্ত্রব্যবসায়ীর নিকটে কয়েক জোড়া বস্ত্র ক্রয় করিতে চাহে দরে না বনাতে ইউরোপীয় বলেন "আমার মূল্যে দ্রব্য না দিলে আমি তোমাকে গুলি করিব।" বস্ত্রব্যবসায়ী অসম্মত হওয়াতে এই ব্যক্তি তাহার উরুদেশে গুলি করে। মাজিষ্ট্রেটের নিকটে হুইটন বেচারা আপন দোষ স্বীকার করিল, কিন্তু অর্থীর সাক্ষীর কথায় মাজিষ্ট্রেটের প্রত্যয় না হওয়াতে সে মুক্ত হইয়াছে। এ কি বিপোর্টরের ভ্রম? না মাজিষ্ট্রেটের চমৎকার বিচার? কলিকাতার দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েক বৎসরাবধি এখানকার মাজিষ্ট্রেট মাত্রেরই এক একটি ছিট দেখা যাইতেছে।

আগামী ১ লা জুন ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে এলাহাবাদ অবধি মাহুবি পর্য্যন্ত খুলিবে। ১৮৬৮ অব্দের মধ্যে তবে জব্বলপুর পর্য্যন্ত খোলা সম্ভব।

গত বৃহস্পতিবার এক্সচেঞ্জ গৃহে নিম্নলিখিত প্রকার অহিফেন বিক্রীত হইয়াছে।—

প্রতি বাক্স	সর্বোচ্চ ৮০০	সর্ব্বনিম্ন ৮০০
[illegible]	১৫১৫/	১৮০০/
[illegible]	৪৫৩	৪৮

অহিফেনে এবার অলাভ হইবার সম্ভাবনা আর নাই।

২ রা ফাল্গুন বুধবার।

সম্প্রতি এক দল দস্যু ঢোলপুরে বড় দৌরাত্ম্য করে। তত্রত্য রাজার সৈন্যগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরাজিত করিতে পারে নাই। দস্যুগণ অনেককে বন্দী ভূত করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহাদিগের দল ভগ্ন করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। এই দস্যুদল দরবারের সময়ে আগরার নিকটে ডাক লুঠ করিয়াছিল।

সোমবার যখন কলিকাতার ডেপুটী কমিসনর কাছারিতে বসেন তখন কয়েক জন ইউরোপীয় কনষ্টাবল তাঁহার নিকটে আবেদন করে, সম্প্রতি ডেলিনিউসে তাহাদিগের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। তাহাদিগের টাউনহালে ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রস্তাবটী থাকাতে তাহারা প্রার্থনা করে লেখকের নাম জানিবার জন্য সম্পাদককে পত্র লিখিবার অনুমতি দেওয়া হয়। কমিসনর এ প্রার্থনা গ্রাহ্য করেন নাই। যখন কমিসনর ও মাজিষ্ট্রেটগণ প্রাদির নালীশ করিবার অনুমতি চাহেন, তখন দুষ্ট কনষ্টাবলদিগের অপরাধ কি?

সোমবার লাহোরের রাজা আনন্দনাথ রায় ভারতবর্ষীয় ষ্টার দেওয়া হইয়াছে। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর সম্মানসূচক রাজার সাধারণ হিতকর কার্য্যের বর্ণনা করিয়া গবর্ণর জেনেরলের নিকটে পরিচয় দেন। গবর্ণর জেনেরল উৎসাহসূচক বক্তৃতা করিয়া ষ্টার প্রদান করিয়াছেন। পীড়ানিবন্ধন রাজা আগ্রায় যাইতে সমর্থ হন নাই।

ইংলিসম্যান বলেন, অনেকে পঞ্জাবের কোন সম্প্রদায়ের মত গ্রহণ করিতেছেন। সম্প্রতি এক পদাতিক রেজিমেণ্টের এক জন সুবেদার বলেন, অনেক সিপাহী এই মত অবলম্বন করিতেছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, এই মতাবলম্বীদিগকে সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, এবং যে সকল সিপাহী এই মত গ্রহণ করিতেছে তাহাদিগকে দলচ্যুত করা হইবে। এই অগ্রাহ্য করিলে কি ভাল হইত না? যতক্ষণ কোকা সম্প্রদায়ের রাজদ্রোহিতা প্রমাণ না হয়, ততদিন এ আজ্ঞা অনেকে ধর্ম্ম সাধনার প্রতিবন্ধক বলিতে পারেন। ধর্ম্ম বিষয়ে নূতন ও পুরাতন জ্ঞান না করিয়া নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

আন্দামান দ্বীপবাসিগণ ক্রমশঃ পূর্ব্বের বন্য স্বভাব ত্যাগ করিতেছে। ইহারা এত অসভ্য যে গণনা করিতে জানে না। পূর্ব্বে মালয়গণ সর্ব্বদা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ক্রীতদাস করিয়া লইয়া যাইত বলিয়া বিদেশীয়মাত্রের উপরে তাহাদিগের শত্রুতা হয়। আন্দামানের কয়েদিদিগের পায়ের বেড়ি ও অস্ত্র পাইবার জন্য আদিমবাসিগণ সর্ব্বদা তাহাদিগকে আক্রমণ করিত। ইহার ভয়ে ইউরোপীয়দিগের নিকটে আসিত না। সম্প্রতি তত্রত্য হমফ্রে সাহেব সদ্ব্যবহার করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে পোষ মানাইতেছেন। রস দ্বীপে তাহাদিগের এক বাসস্থান হইয়াছে। এখানে যে কেহ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিলে আহার পায়। ইহারা এ জন্য লুঠ ত্যাগ করিয়াছে। হমফ্রে সাহেব আন্দামান ভাষা এত শিখিয়াছেন যে তাহাদের সহিত তাহাতে কথোপকথন করিতে পারেন। তিনি অনুমান করেন একণে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০ হাজার আন্দামানবাসী আছে। এ সংখ্যা কম বোধ হইতেছে। আন্দামান বাসিগণকে সভ্য করিতে পারিলে হমফ্রে সাহেব মানবমণ্ডলীর এক মহৎ উপকার করিবেন।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের এক জন আর্টপীর দোকানের মকদ্দমা হইয়াছে। প্রধানতম বিচা

এই কারণে পুনর্বিচারের আবেদন গ্রাহ্য য়াছেন। কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের র্মীদিগের অনেকের এক দোষ আছে, হারা শুনিয়া টাকা লন, কিন্তু যাবতীয় কার্য্য বাদীদিগের দ্বারা সারেন। মফস্বলবাসীগণ মর্মীদিগকে সাক্ষাৎ যম দর্শন করেন।

৩রা ফাল্গুন বুধবার।

২৯এ জানুয়ারির সুরাটে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড য়া প্রায় চারিলক্ষ টাকার সম্পত্তি ও বহুসংখ্য নী নষ্ট হইয়াছে। ১৮৩৭ অব্দে এপ্রকার ক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে বহুদ্য সাবধি কলিকাতায় আগুন কম হইতেছে কা ইমরাত আর খোলার কুটীর করিলে আগুন ম লাগে।

আমরা জানিতাম ১৮৭৯ অব্দে ভারতবর্ষীয় কৃষক গের মনস্বরূপ ১০ আইনের জন্য বিখ্যাত। ৎ রেও আইন সম্বন্ধে কেবল উন্নত হয় নাই, ানসম্বন্ধেও উহার বিশেষ রূপ প্রসিদ্ধ কারিয়া- ন। বশোহরে তাঁহারা প্রেত সম্ভাষণ করিতে ন, সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় বিখ্যাত লেখক আডা তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন ১৮৫৯ অব্দের এ অক্টোবর ঈশ্বর প্রেতদিগকে আজ্ঞা দেন হারা পৃথিবীতে আসিয়া লোককে দর্শন দিয়া মনোরঞ্জন করেন। লার্ড কর্ণওয়ালিসের ন্যায় বরের প্রথমকার ভ্রম সংশোধিত হইল। কিন্তু আমেরিকার ১৮৪৯ অব্দের পূর্ব্বে প্রেত সম্ভাষণ ারম্ভ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উত্তম কবিতা লি য়া প্রেতসম্ভাষকদিগের মনোরঞ্জন করিতে ন। আমরা শীঘ্র ইহা দর্শন করিবার প্রত্যাশা রি। আমরা প্রেতসম্ভাষকদিগকে এক সৎপরা র্শ দিতেছি, চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস চুপ করিয়া াকেন যেন সম্ভাষণ পুনরারম্ভ না করেন। কলি াতার সম্ভাষকদিগকে প্রেতগণ ত্যাগ করিয়া ছেন দেখা যাইতেছে।

সম্প্রতি টেম্পল সাহেব শিবসাগরে গিয়া এক রবার করিয়া এতদ্দেশীয় বণিক ও ধনী লোক- দিগকে বলিয়াছেন যাহাতে নগরের স্বাস্থ্য উন্নতি র তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের যত্নবান হওয়া উচিত। রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ প্রণালী প্রভৃতির উৎকর্ষের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। নগরবাসিগণ প্রধান কমি নরের অনুরোধে এক ইংরাজীবিদ্যালয় স্থা পিত করিয়া আনুকূল্য প্রার্থনা করিবেন। গবর্ণ- মেণ্টের নিকটে বিস্তর কয়লা আছে। টেম্পল সাহেবের যত্নে সে সমুদায় খনি হইতে উদ্ধৃত হইবে।

বোখারার রাজা আফগানি স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন। রাজা পুনর্ব্বার স্বাধীনভাব পুনঃ যুদ্ধ করিবেন।

কাপ্তেন হার্ডওয়ার্ড আগরার মাজিষ্ট্রেট পোলক সাহেবের নামে ৫০০০ টাকার দাবী দিয়া যে নালীশ করেন, তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইহা জানা কথা।

রামসিংহ নামক এক ব্যক্তি পঞ্জাবী খোকা সম্প্রদায়ের প্রধান পুরোহিত। ইনি চারি জন ধর্ম্ম যে যককে স্থানে স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। খোকাদিগের এই প্রার্থনা শীঘ্র খালাসা (শীক) দিগের জয় ও একাধিপত্য হয়।

ত্রিবঙ্কুরের রাজা মান্দ্রাজে আগমন করাতে এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজ তাঁহাকে রেলওয়ে ষ্টেসনে গ্রহণ করেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজে জাতিভেদ অনেক কম।

বোখারার দূত মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম ঘোষণা করিতেছেন। ইনি যখন বক্তৃতা করেন তখন বিস্তর মুসলমান তাহা শ্রবণ করিতে যান। ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক কুটিল প্রশ্ন তাঁহার নিকটে সর্ব্বদা করা হয়। দূত ভুতন কাজ করিতেছেন বটে।

মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিলাসপুরে সম্প্রতি ৩৮ টি হস্তী ধরা হইয়াছে। ওখানকার বনে বিস্তর হস্তী আছে।

কল্য দুর্ভিক্ষ নিবারণীসভার অধিবেশন হইবে।

আসামের যে সকল চা-কর অপরিমিত ভূমি ক্রয় করিয়া বিব্রত হইয়াছেন তাঁহাদিগের ভূমি ফিরাইয়া লইবার বিষয়ে সর উইলিয়ম গ্রে যে প্রস্তাব করেন ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন। পূর্ব্বে চা-করেরা ভূমি ভূমি করিয়া গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট জয়পুর ও আলোয়ারের রাজাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছেন।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন আফজুল খাঁ সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমীর সিয়ার আলী খাঁর সিংহাসন প্রাপ্তির আশা অল্পই আছে। গবর্ণমেণ্ট সহজে আফজুল খাঁকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন না।

উক্তপত্র বলেন দুর্ভিক্ষ কমিসন গত সপ্তাহে রেবেনিউবোর্ডের সভ্যগণ ও ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারির জবানবন্দি লইয়াছেন। আগামী সপ্তাহে জবানবন্দি গ্রহণ শেষ হইবে। রিপোর্ট সম্পূর্ণ করিতে আর দুই তিন সপ্তাহ লাগিবে। কমিসন মৃত্যুর ঠিক সংখ্যা দিতে পারিবেন না, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেই লোককে লোমাঞ্চিত হইতে হইবে। তথাপি সর সিসিল বিডন বলেন তাঁহার চেষ্টায় যদি একজন লোকের প্রাণ বাঁচিত তাহা হইলে তিনি তাহা করিতেন।

উক্তপত্র বলেন তাজমহলে ভোজদিবার বিষয় সংবাদ পত্রে যাহা লিখিত হয় তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান করেন। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট তিনজন মুসলমান ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা বলিয়াছেন ঐ স্থান কবর অথবা ধর্ম্মালয় নহে, এবং ওখানে আরও পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভোজ হয়। টমসন সাহেবকে একবার ভোজ দেওয়া হইয়াছিল। তমও সা হেব বলিয়াছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গালী সম্পাদকগণ ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া এই প্রতিবাদ প্রকাশিত করেন। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের মুসলমানেরা ভোজের জন্য বিরক্ত হন নাই। যে তিনজন মুসলমানের মত লওয়া হয় তাঁহারা আদালত সংক্রান্ত লোক কি না তাহা বলা উচিত ছিল। আমাদিগের ইচ্ছা ভবিষ্যতে যেন এ নজির ধরিয়া আর কাজ না হয়।

৪ঠা ফাল্গুন শুক্রবার।

চাঙ্গার বর্ত্তমান আপন রাজ্যে ক্রীতদাস রক্ষার প্রথা রহিত হইবার ঘোষণা দিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

জয়পুরের রাজার ইংলণ্ড দর্শনেচ্ছায় গবর্ণর জেনরল সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি মাসিক ১০০০ টাকা বেতনে কাপ্তেন ওয়ালটরকে আপনার কর্ম্মচারী করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবেন এবং যদি ষ্টেট সেক্রেটারী অধিক দূর ভ্রমণ করিবার অনুমতি না দেন তাহা হইলে ইংলণ্ডে এক বৎসর যাপন করিবেন। রাজার ব্যয়ের জন্য ৩ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং তাঁহার যাত্রার আয়োজন হইতেছে।

ষ্টেট সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে যদি কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ছয়মাসের জন্য কোন বিশেষ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া একমাস অবকাশ গ্রহণ করেন এবং সম্পূর্ণ বেতন পান তাহা হইলে অনেক গোলযোগ হয়, গবর্ণমেণ্টকে ও মনুষ্যের পারিবর্ত্তে ৭ মাসের বেতন দিতে হয়, আর যদি নির্দ্দিষ্ট ৬ মাসের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ৫ মাসের কাজে ৬ মাস ব্যয় করিয়া অধিক বেতন দিতে হয়। লার্ড ক্র্যানবোর্ণ বলেন যে বিশেষ ও সাময়িক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে বেতন নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা বাস্তবিক কাজের সময় ধরিয়া দেওয়া উচিত এবং ভবিষ্যতে এই নিয়মের অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

স্পেকটেটর বলেন উড়িষ্যার কমিসনর সেবে নসা দুর্ভিক্ষের এক রিপোর্ট ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে গত জুলাইয়ের পূর্ব্বে ৬ লক্ষ লোকের মৃত্যু এবং কোন কোনস্থলে ১২ আনা লোক সংখ্যার হ্রাস স্বীকার করিয়াছেন। রেবেন সা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী এবং লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্ভিক্ষ সমাক্‌রূপে অবগত না হইবার আরও অনেক কারণ আছে। অতএব উড়িষ্যার অর্দ্ধেক লোকের মৃত্যু প্রায় সত্য বলিয়া বোধ হয়। লার্ড ক্যাম্বেরণ প্রদেশের ভাবী অমঙ্গল নিবারণার্থ ১৮৭১ অব্দের পর কর্ত্তৃপক্ষদিগের বার্ষিক প্রবাসে বাসের নিষেধ করিয়াছেন। ইহাতে কর্ম্মচারিগণ বস্তুতঃ সাবনে বঞ্চিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণনাশ হয় বলিয়া অনুযোগ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন অপেক্ষা রাজ্যরক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয়। একটি সহজ উপায় অবলম্বন করিলে আর কোন গোল থাকে না। যদি তাঁহাদিগের পর্ব্বত বাসের জন্য বিদায় দিয়া অনুপস্থিতি কালের বেতন স্থগিত করা হয়, তাহা হইলে তাঁহারা অনায়াসে পর্ব্বত অপেক্ষা নিম্নভূমি স্বাস্থ্যকর দেখিতে পাইবেন।

৫ ই ফাল্গুন শনিবার।

ইংলিসম্যান বলেন, প্রধান সেনাপতি যখন দারজিলিঙে যাইবেন, তখন তথায় মাসিক ১০০ ও ৫০ টাকা বেতনে দুইজন কর্ম্মচারী রাখিবার আবশ্যকতার কি অনুসন্ধান করিবেন? এই দুই পদ একত্র করিলে গবর্ণমেণ্টের অনর্থক অর্থ ব্যয়ের কিছু লাঘব হয়।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৬ ই ফেব্রুয়ারি—লণ্ডনগেজেটে বান্দা ও কর্ণাইয়ের লুঠের টাকা বিভাগের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

আগামী সোমবার গবর্ণমেণ্ট রিফরমের বিষয়ে আত্মমত প্রকাশ করিবেন।

বারণ বিউষ্ট নূতন অষ্ট্রীয় মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত করিতেছেন।

অষ্ট্রীয় মহাসভা কনাধারণ অধিবেশনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লণ্ডন ৮ ই ফেব্রুয়ারি—আবেবিকাস পুনরায় বন্দোবস্ত বিষয়ক সভা সকল রিপোর্ট প্রদান করিয়া বিদ্রোহী প্রদেশ সকল পাঁচ অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। এ গুলি সৈনিক শাসনপ্রণালীর অধীনস্থ হইবে।

লণ্ডন ৭ ই ফেব্রুয়ারি—আমেরিকার প্রতিনিধি সভা বর্ত্তমান বর্ষে নোট প্রচলন কমান বন্ধ করিবার জন্য এক বিল প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

জামেকা কমিটি নাবিক দলের লেপ্টেনণ্ট বাণ্ডকে গ্রেপ্তার করিবার এক পরওয়ানা বাহির করিয়াছেন। ইনি গর্ডনের সামরিক বিচারালয়ে অধ্যক্ষ ছিলেন।

রিজেণ্টস্ পার্কে বরফ ভঙ্গ হইয়া প্রায় ৫০ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। রাজ্ঞীর বক্তৃতার প্রত্যুত্তরে এড্রেস দিবার প্রস্তাব লার্ড হলমস ডেলের দ্বারা করা হইবে। এলবার্টের মার্কুইসের মৃত্যু হইয়াছে। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট ক্রিটীতে সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। মস্ক্বির চতুঃপার্শ্বের সীমায় কোন গোলযোগ নাই। কিন্তু বাহিরে বিপ্লবের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ফরাসী মহাসভা খুলিতে বিলম্ব হওয়াতে অনেকে অনেক প্রকার অনুমান করিতেছেন। জনগণের মাঝে নালাশ করিবার প্রস্তাবের অনেক প্রতিবন্ধকতা হইতেছে, ইহা পরিত্যক্ত হইবার সম্ভাবনা। এমত জনশ্রুতি গারিবলডি ক্রিটীতে গমন করিয়াছেন। সাইদর ফিটজাবলডেস কর্ম্মস্থিত লণ্ডনগণ তাঁহার নিজের এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।

লণ্ডন ৮ ই ফেব্রুয়ারি—লার্ড ক্রাণবোরণ বলিয়াছেন, এক্ষণ অবধি ভারতবর্ষে যাবতীয় হিসাব ৩১ এ মার্চ দিবসে প্রস্তুত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরের আদেশানুসারী

নিয়োগ।

২২ এ জানুয়ারি ১৮৬৭—নিম্নলিখিত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরগণ ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষমতায় স্থিরীকৃত হইয়াছেন—

মৌলবী উইলায়ট হোসেন, শা মহম্মদ ইসাক, বাবু সি, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯ এ জানুয়ারি—ডাক্তর জে, আণ্ডারসন কলিকাতা মেডিকাল কালেজের উদ্ভিদশাস্ত্রের অধ্যাপকের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

রঙ্গপুরের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু অম্বিকাচরণ রায় কিছু দিনের নিমিত্ত ভবানীগঞ্জ উপবিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কটকের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর বাবু হরচন্দ্র ঘোষ বাঁকুড়ায় স্থানান্তরিত হইয়াছেন।

৩১ এ জানুয়ারি—জে, ডবলিউ, মেক্রি এম. এ, বঙ্গদেশীয় শিক্ষাবিভাগের তৃতীয় শ্রেণীতে উত্থাপিত হইয়াছেন এবং পাটনা কালেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

রেবরেণ্ড জে, মেসফিল্ড এম. এ, কৃষ্ণনগর কালেজের এক জন অধ্যাপক হইবেন।

৫ ই ফেব্রুয়ারি—এ, এল, রসেল রঙ্গপুরের সিবিল ও সেসন জজ হইবেন।

ই. সি. ক্রাষ্টার রঙ্গপুরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর হইবেন, কিন্তু এচ, আর, মাডক সাহেবের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত অথবা যে পর্য্যন্ত অন্য আদেশ না হয়, ভাগলপুরের সিবিল ও সেসন জজের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

এস, সি, বেলী মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর এবং প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবেন, কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারির প্রতিনিধিত্ব করিতে হইবে।

টি, নর্ম্মান হুগলীর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হইবেন।

৬ ই ফেব্রুয়ারি—এচ, ক্লার্ক বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

৭ ই ফেব্রুয়ারি—ডাক্তর ডিকন পাবনার সিবিল আসিষ্টাণ্ট সর্জন হইবেন।

নিম্ন লিখিত অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটগণ পদ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন:—

৩ য় হইতে ২ য় শ্রেণীতে।

বাবু দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র।

৪ র্থ হইতে ৩ য় শ্রেণীতে।

মৌলবী মহম্মদ আবদুল্লা। ডবলিউ, মিল্লার। এ, সি, হাইট।

৫ ম হইতে ৪ র্থ শ্রেণীতে।

বাবু হরচন্দ্র কর, বাবু দীনবন্ধু মল্লিক, নবকৃষ্ণ সরকার, সাহাবজাদা আমেদআলী মৌলবী তিলায়াব হোসেন আমেদ বি, এ।

৬ ষ্ঠ হইতে ৫ ম শ্রেণীতে।

মৌলবী আবদুল গফুর। বাবু হরসিংহ। বাবু মাধবচন্দ্র মৈত্র। যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় এম এ। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এ, উড ওয়ার্ড। জে ডবলিউ, বুসহাট। মৌলবী আমীর হোসেন। বাবু উমাচরণ গাঙ্গুলী। এচ, বেলী। বাবু গোপালচন্দ্র দাস।

বিজ্ঞাপন।

সালগড় মুদিয়া নীলসংক্রান্ত বিষয়।

১৮৭১ অব্দের ১লা মার্চ্চ শুক্রবার বেলা ১টার সময় এক্সচেঞ্জ কমার্শিয়াল সেলগৃহে মাকেঞ্জি লায়াল এবং কোম্পানি বন্ধক গ্রহীতার বিক্রয় ক্ষমতানুসারে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা যশোহর ও নদিয়ার অন্তর্গত সালগড় মুদিয়া ইণ্ডিগো কনসরণ নামক প্রসিদ্ধ অতি মূল্যবান ও সুবিস্তৃত নীল সংক্রান্ত ভূমি ও তৎসম্বন্ধ সমুদায় জমীদারী, তালুক, গ্রাম, বসত বাটী প্রভৃতি, দরপত্তনি ও কুঠিয়া জোত সমেত সমুদায় ভূমি সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিবেন। উক্ত সম্পত্তি প্রভৃতির অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা যাইতে পারে এবং যে কেহ জানিতে চান কলিকাতা হেষ্টিংস ষ্ট্রিট ১০ নং ভবনে ষ্টক কুলিস ও মার্ক্রকম্ব সাহেবের কার্য্যালয়ে তত্ত্ব করিলে অবগত হইতে পারিবেন।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

জেলা হুগলির অন্তঃপাতি পাঁচপাড়া বঙ্গবিদ্যালয় গত বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীল শ্রীযুক্ত গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত হয় এবং তদবধি গ্রামবাসী মহোদয়গণের অসামান্য যত্নে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য এপ্রকার সুপ্রণালীতে নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে যে বোধ হয় অল্প দিবসের মধ্যেই অনেক ছাত্র তন্নিবাসী মহাত্মগণের অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্যসাধন করিতে পারিবে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরাও যেরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা দর্শন করিয়া কোন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। এমন কি, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যামন্দির প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় ও এক বৎসরের মধ্যে তাহা এপ্রকার সুচারু ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে যে অল্প দিবসের মধ্যে এমন হওয়া সুকঠিন। বিশেষতঃ উক্ত গ্রাম নিবাসী এবং বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অত্যন্ত অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে এই বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনে সবিশেষ সচেষ্ট রহিয়াছেন। গত ১০ই ফেব্রুয়ারি গ্রামবাসী মহোদয়গণ বিদ্যালয়ে সমবেত হইয়া বালকদিগকে পারিতোষিক প্রদান করিয়াছেন। ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গোলোক বাবু সর্ব্ব সমক্ষে একটি বক্তৃতা করেন, তাঁহা শ্রবণ করিয়া যে সকল বালক পারিতোষিক পায় নাই, তাহারাও সন্তোষ প্রকাশে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে এই গ্রামস্থ সমস্ত বিদ্যোৎসাহী মহোদয় সর্ব্বক্ষণ সুখে ও সচ্ছন্দে থাকিয়া বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সমুৎসুক থাকেন।

শ্রীসীতানাথ চট্টোপাধ্যায়।
পাঁচপাড়া বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! আপনি হিতকথা শুনিবেন না, অন্যের দেখে বুঝিবেন না, ঠেকেও শিখিবেন না, এই আপনার এক মহৎ দোষ। গত সোমবারের পত্রিকাতে আপনি কেন চিত্ততোষের প্রেরিতপত্রখানি প্রকাশ করিলেন? যদি বা প্রকাশ করিলেন, কেন তৎপক্ষে দুই একটী কথা লিখিলেন? ভাল যদিই বা লিখিলেন, তবে কেন মিষ্ট কথা লিখিয়া তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিলেন না। কটু কথা (হিত কথা) কহিয়া লোককে চটাইবার প্রয়োজন কি? "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" একি আপনি জানেন না।

এডুকেশন গেজেট সম্পাদক লিখিয়াছেন আপনি "যে কি অভিপ্রায়ে এ প্রকার বলিয়াছেন, তাহা দেখা যাইতেছে না।" তিনি কি না নবীন, তাই দেখিতে পান নাই, আর কিঞ্চিৎ প্রবীণ হইলেই দেখিতে না পান, বুঝিতে পারিবেন।

উক্ত সম্পাদক আরও লিখিয়াছেন যে যদি তাঁহার লিখিত বিষয়ের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করা আপনার উদ্দেশ্য হইত তবে আপনি তাহার "উক্ত ৭ স্তম্ভের মধ্যে ৭ পংক্তির ৭টী কথারও উল্লেখ করিয়া তাহার বিপরীত পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাহাও করেন নাই।" আপনার গত ২৩এ মাঘের পত্রিকায় লিখিত গর সিলিস বীচরের মিনিট ঘটিত প্রস্তাবটী অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া আপনার অভিপ্রায় বুঝিলে অথবা "সর্ব্ব শাস্ত্রে যা ঔষধ দিবে কোথায়" এই বাক্যটী স্মরণ করিলে বোধ হয় তিনি আর ঐরূপ লিখিতেন না। যাহা হউক, এক ৭ স্তম্ভেই রক্ষা নাই আবার ৭ স্তম্ভ।

অপর আপনার লিখিত "সম্পাদক যদি নিরপেক্ষ হইয়া আপনার বিবেচনা ও সংস্কারানুরূপ লিখিয়া থাকেন তথাপি লোকে তাঁহার সে ভাবে প্রত্যয় করিবেন না" এই বাক্যটী লক্ষ্য করিয়া এডুকেশন গেজেট সম্পাদক লিখিয়াছেন "কিন্তু কেহই যে প্রত্যয় করিবেন না এরূপ বাক্য প্রয়োগে তাঁহার কি অধিকার আছে?" সত্য, আপনার এরূপ বাক্য প্রয়োগের কোন অধিকার নাই, আমরা স্বীকার করি। কিন্তু আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই, পদের প্রসিদ্ধার্থ পরিত্যাগ করিয়া অযথা অর্থ ঘটাইবার তাঁহার কি অধিকার আছে? তিনি ত আমাদিগের মত "ক্ষুদ্রান্তঃকরণ" নন, তিনি ত এমন অভদ্র আচরণ করিতে পারেন না, যে অর্থ স্পষ্ট তাহাকে কোন (সম্পাদকের) কাল্পনিক বর্ণনার হেতু নির্দ্দেশ করেন। তিনি ত সাধ্যপক্ষে কাহার দোষ দর্শন করেন না। এমন সাধু ব্যক্তি হইয়াও অযথা অর্থ ঘটাইবার অধিকার কোথায় পাইলেন? একি তাঁহার সম্পাদকীয় পদের অধিকার? না শব্দশাস্ত্রের অধিকার? "লোকে" এই পদের অর্থ অধিকাংশ লোক বা সাধারণ লোক না করিয়া কিরূপে তিনি "কেহই" এই ... করিলেন? লোকের ঐরূপ অর্থ করাতে তাঁহার সরলতা কি কুটিলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, লোকেই তাহার বিচার করুন। অথবা তিনি স্বয়ং স্বীকার করুন।

আপনি আপনার সংস্কারানুরূপ কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি কেন এত রুষ্ট হইলেন? তিনি নিজেই ত লিখিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি নিজ সংস্কারানুরূপ কার্য্য করাতে তাদৃশ দোষী হয় না, তবে তিনি আপনার উপর এত দোষারোপ করিতে ব্যাকুল হইয়াছেন কেন? এ আবার কোন্ সংস্কারের কার্য্য? এইরূপ কার্য্যই কি তাঁহার "স্বভাবের ও পদের সঙ্গত কার্য্য" বোধ করিয়াছেন?

এডুকেশন গেজেটের ১০২ পৃষ্ঠার ৩ স্তম্ভের শেষে যে কয়টী প্রশ্নের ছটা আছে তাহাদের প্রকৃত উত্তরই, না। ইহাতে কি সম্পাদক সন্তুষ্ট হইলেন? ভাল তিনি বলুন দেখি, সকল সম্পাদকই কি সম্পাদক? সকল লেখাই কি লেখা? সকল লোকই কি লোক? সকল লোকই কি সদাশয়? অর্থানুরোধে তাম্বূল্য বলে, এমন লোক অতি বিরল কি না?

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কতকগুলি অনন্যসাধারণ সদ্গুণ আছে, উহা সকলেই স্বীকার করে ও তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সকলেই সাধুবাদ প্রদান করে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগের শত্রুরাও সেই সকল গুণের অপলাপ করিতে সাহসী হয় না। এডুকেশন গেজেট সম্পাদক সেই সকল মহৎ গুণের কতিপয় গুণ উল্লেখ করিয়া লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ ও এক কম বড় লোকের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার এই চেষ্টা সাধীয়সী কি না তাহা লোকেই বিচার করিবেন। তাঁহার লেখার ভঙ্গী ও কৌশল কি চমৎকার, তাঁহার সাহসও কম নয়। আপনি "পত্রপ্রেরকের পশ্চাদ্দেশ হইতে অস্ফুট বচনে দুই একটী শ্লেষ ব্যবহার করিয়াছেন" "স্পষ্ট বাক্যে কিছু বলিতে সাহসী হন নাই।"

তনি রাজা ভীমসিংহের ন্যায় "দল কাঁপেবে
ড়িয়া ইতিকর্তব্যতা বিমূঢ় হইয়া পড়েন ৷
ই, এবং যেমন "কৃষ্ণকুমারীর বধসাধন বরাই
য়ঃবধ দাঁড়ায় ৷ তিনি তেমন দাঁড়ান নাই,
শ" সম্পাদকের পদের সম্ভ্রম ও গাম্ভীর্য্য ৷
ক্ষা করিবার জন্য শত কৌশল ও সাহস করিয়া
মুখে সন্নদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং
াপনি সম্পাদক হইয়া যে উপদেশ প্রতিপালন
রতে পারেন নাই তজ্জন্য সম্পাদককে সেই উপ
শ দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সম্পাদকেরা স্থির
তে ক্ষান্তযোগ্য হেতুবাদের আশ্রয় না লইয়া,
ভাদের সহিত প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিচার
রিবেন' এ সোমপ্রকাশ পাঠ করণ' আপনার
চার করিয়া দেখুন, তিনি সেইরূপ বিচার করি
ছেন কি না ?

যাহা হউক, আমরা জিজ্ঞাসা করি, অকারণ
কার দোষোল্লেখ করা অন্যায় কি না ? —যেখা
হইলে বড় লোকের দোষোল্লেখ না করন,
ই দোষ ঢাকা অন্যায় কি না ? বৃথা কাহা
ষ ঘোষণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ও প্রয়োজন
লে হ্যাখিতান্তঃকরণে অন্যের দোষের ঘ
সম্পাদকদিগের উচিত কি না ? সব মহাট
বদগকে যাঁহারা অভিনন্দন পত্র প্রদান
ন তাঁহারা এই ভারতবর্ষের লোক কি না? বড়
কের দোষ দর্শন করিয়া প্রকাশ করে এমন
ক অতি বিরল কি না ? যেখানে দোষ প্রদ
করিলে উপকার সম্ভাবনা আছে, সেখানে
র প্রদর্শন উচিত কি না ? সম্পাদক মহাশয়!
পনি সাবধান হইবেন যেন "অগ্রজ না হয়
া হইলে (এক জন ত পথ পান নাই) আপ
ও পথ পাইবেন না। কিমধিকমিতি।
ই ফাল্গুন) কস্য চিৎ
২৭৩। আশুতোষস্য

কিন্তু বাল্যকাল অবধি এদেশে থাকিয়া তাঁহারা
নিস্তেজ হইয়া যান। ইউরোপে কার্য্যের এ বয়স
প্রতিবন্ধক নয় বটে, কিন্তু এখানে তাহা হইয়া
থাকে। দ্বিতীয়তঃ সিবিলিয়ানগণ এখানে থাকিয়া
এতদ্দেশীয় সাধারণমত একপ্রকার অগ্রাহ্য করি
তে শিক্ষা করেন ইংলণ্ডে পীড়াপীড়ি না হইলে
ইঁহারা কিছুতেই গাত্রোত্থান করেন না। দুর্ভিক্ষের
সময়ে এত ভ্রম হইয়াছে, সেই ভ্রম নিবন্ধন এত
অনিষ্ট হইয়াছে তথাপি সর সিসিল বীডন তাপ
নার দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, কেবল
ইংলণ্ডে গোলযোগ হইয়াছে বলিয়া তিনি আত্ম
সমর্থন করিতে যত্নবান হইয়াছেন। তিনি যে
শ্রেণীর অন্তর্গত, তাঁহারা এদেশের যত উপকারী
হউন না কেন, এখানকার সর্ব্বসাধারণের নিকটে
পরামর্শ লওয়া অপমান জ্ঞান করেন। বঙ্গদেশ
ধন, বিদ্যা ও বুদ্ধিতে ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান
অংশ। এখানকার সাধারণ মত অতিশয় প্রবল।
সমুদায় ভারতবর্ষ বঙ্গদেশের সাধারণ মতে চা-
লিত হইতেছেন। সিবিলিয়ান শাসনকর্তৃগণ ইহা
জানিতেছেন, তথাপি ইহার অপলাপের চেষ্টায়
আছেন! সেদিবস আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পাঠ
করিয়াছি, বর্ত্তমান লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বলেন দারজি
লিঙে থাকিয়া বঙ্গদেশের শাসন কার্য চলে।
সিবিলিয়ান শাসনকর্তৃগণের কার্য্য প্রণালীর
মূলগত ভ্রম আছে। আদালতে মকদ্দমার
সময়ে বিচারপতির নিজ সংস্কার যে প্রকার হউক
না কেন, তিনি অন্যায় মত জানুন না কেন,
যদি অন্যায়কারী আপন স্বত্ব বজায় রাখিবার
জন্য প্রমাণ দেন, তদনুসারে আজ্ঞা দিয়া থাকেন।
দলীল জাল, সাক্ষী জাল সকলেই জানিতে-
ছেন তথাপি বিচারপতি নিজ সংস্কা-
রানুসারে কাজ করিতে সমর্থ নহেন। সিবিলি-
য়ান শাসনকর্ত্তারা ভাবেন যদি কাগজে তাঁহারা
আপনাদিগের রাজনীতির সহায়তা করিতে
পারেন, তাহা হইলে আর কোন চিন্তা নাই!
এস্থানে মারীভয় হইয়া সহস্র সহস্র লোক প্রাণ
ত্যাগ করিল, সর্ব্বসাধারণ চীৎকার করিলেন,
সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্তা এক বৃহৎ পুস্তক মুদ্রিত
করিয়া ও মিনিট একমিনিট লিখিয়া প্রদর্শন করি
লেন পীড়ার সময়ে কমিসনরকে রিপোর্ট করিতে
বলা হয়। সেই রিপোর্টানুসারে সিবিল সর্জ্জন
রিপোর্ট করেন, তদনুসারে এক সভা হয়, তাঁহারা
আর এক রিপোর্ট করেন। এই সময় মধ্যে পীড়া
শান্ত হইল। সুতরাং শাসনকর্ত্তা ভাবিলেন
আপনার কার্য্যের সমর্থন হইল!! এদেশের কর্ম্ম-
চারিগণ মিনিট লিখিতে যে এত ভালবাসেন
তাহার কারণ এই, তাঁহারা কেবল কার্য্যদক্ষতার

প্রমাণ কাগজে প্রদর্শন করিতে পারিলে যথে
জ্ঞান করেন। উৎকলে এত লোক প্রাণত্য
করিল, প্রত্যক্ষ লোক মরিতেছে সংবাদপ
তাহা অবগত হইলেন, তথাপি কমিসনর বে
নসা ও রেবেনিউবোর্ড রিপোর্ট করিলেন
দুর্ভিক্ষ নাই, ইহা প্রদর্শন করিয়া সর সি
বীডন আত্মসমর্থন করিতে চাহেন। তবে সি
কি জন্য আছেন? কর্ম্মচারিগণ অপরাধ হই
কি জন্য উপায় নাই? এই দৃষ্টান্তে যে
স সর সিসিল বীডনের নহে সিবিলি
শ্রেণী মাত্রের ভ্রম প্রকাশ করিতেছে। তাঁহ
কখন এ ভ্রম ত্যাগ করিতে পারিবেন না। চি
বাস এতদ্দেশীয়দিগের উপরে প্রভুত্ব করি
শেষে কোন বিষয়ে সমকক্ষতা স্বীকার ক
ইঁহাদিগের দ্বারা হয় না। কিন্তু ইহারা
যেন না এক জন মাজিষ্ট্রেট এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি
তুচ্ছ করিয়া পার পাইতে পারেন। শাসনকর্ত্ত
তাহা করিলে স্পষ্ট অনিষ্ট হয়। সিবিলিয়া
দিগের এই দোষ ব্যতীত আর এক দোষ আছে
তাঁহারা চিংড়ি মৎস্যের ন্যায় পরস্পরকে অবল
ন ও পরস্পরের দোষ গোপন করেন। বঙ্গদে
সেবা করিবার সময় অতীত হইয়াছে। এক
হগ্রিণ সাহেবের ন্যায় মাজিষ্ট্রেটকে পদস্থ রা
এক প্রকার সাধারণ মতকে পদে দলন করা হ
সিবিলিয়ানদিগের আর এক দোষ তাঁহারা কত
গুলি কুসংস্কারবিশিষ্ট। শাসনকর্ত্তা হইয়া তা
ত্যাগ করিতে পারেন না। এই সকল কার
বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা কে ইংলণ্ড হইতে আন
করা কর্ত্তব্য। প্রশস্ত অন্তঃকরণ বঙ্গদে
শের শাসন কার্য্যের প্রয়োজন। সিবিলিয়ানে
প্রহরীর লাণ্টেরণ মাত্র, সহস্র বুদ্ধি থাকিলে
যেখানে আলোক দেন, সেই স্থানই পরিষ্কৃ
হয়, আর তিন দিক অন্ধকারময় থাকে। শাস
ব্যবস্থা বিদ্যাশিক্ষা বাণিজ্য প্রভৃতি প্রধান লই
বঙ্গদেশে সর্ব্বদা আন্দোলন হয়। এখানে
মীমাংসা করা হয়, সমুদায় ভারতবর্ষের গ্রা
হ্য। এমত স্থলে সিবিলিয়ান শাসনকর্ত্ত
আর নিযুক্ত করা অন্যায়। কামরা পূর্ব্বেও প্রস্তা
করিয়াছি, যে যাহাই ও মান্দ্রাজের ন্যায় এখা
এক জন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার প্রয়োজন
বোম্বাইয়ে ১,৫০ লক্ষ লোকের বসতি, এখা
৪০০ লক্ষ লোক আছেন। রাজস্ব, সভ্যতা
শিক্ষা প্রভৃতির বিষয়ে তুলনা হয় না, কি
বোম্বাইয়ে এক জন পৃথক শাসনকর্ত্তা ও মন্ত্রি
সভা আছেন, এখানে এক জন বুদ্ধ অকর্ম্মণ্য সি
লিয়ান বৎসরের অর্দ্ধেকাংশ পর্ব্বতে বসিয়া যা
করেন।

বঙ্গদেশের ভাবী শাসন কর্ত্তা।

মহাশয়! শুনিতেছি, আগামী এপ্রেল মাসে
, সিসিল বীডন পদত্যাগ করিবেন; ইহাতে
কার বিরক্ত আত্মীয় ভিন্ন কেহই দুঃখিত হই-
ন এরূপ বোধ হয় না। সর্ব্বসাধারণে এক
কার স্থির করিয়াছেন, তাঁহার পর গ্রে সাহেব
লবিডিয়রে রাজত্ব করিবেন। কিন্তু একটী
স্তর বিষয়ের আন্দোলন উপস্থিত দেখি-
ছি। অতঃপর আর কোন সিবিলিয়ান এদে-
র লেপ্টেনান্ট গবর্ণর হন ইহা বাঞ্ছনীয় অভি
ত নহে। যে বয়সে সিবিলিয়ানগণ লেপ্টেনান্ট
বর্ণর হন, তাহা নিতান্ত বৃদ্ধকাল বলা যায় না।

মহাশয়! সমুদ্রপথে গমনকালে হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া যদি কেহ পতনোন্মুখ এক খণ্ড তৃণের উপরে উঠিয়া আপাততঃ জীবন রক্ষা করে, এবং তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিক্ষণে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এমন সময়ে অনতিদূরে একখানি অর্ণবযান দর্শন করিলে ঐ ব্যক্তির মনে যেরূপ অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, ২০ এ আশ্বিনের ভয়ঙ্কর ঝড়ের পর গত অভূতপূর্ব্ব দুর্ভিক্ষের হস্ত এড়াইয়া ও ধান চাউলের বাজার দেখিয়া লোকের মনে সেইরূপ আনন্দের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু ভাবী দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ক্রমশঃ সেই আনন্দের স্থান অধিকার করিতেছে। ২। ১ মাস পূর্ব্বে এখানে ৩ টাকা দেশীয় চাউলের মণ বিক্রীত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে সাধারণের যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল, তাহা লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। বোধ হইল এত দিনের পর দরিদ্রদিগের উপর জগদীশ্বরের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে, তাহাদিগের হৃদয় বিদারক কষ্টের চরমকাল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সেই অনুমানকে ভ্রম বলিয়া বোধ হইতেছে। ক্রমশঃ চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইয়া এক্ষণে প্রায় ৩।০ টাকা মণ দাঁড়াইয়াছে। ক্রমশঃ যে আরও বৃদ্ধি হইবে তাহাও বিলক্ষণ বোধ হইতেছে। দেশীয় চাউলের বাজার ত এইরূপ। আবার বালামের বিষয় শুনুন। আমরা দুই জন বন্ধুতে সম্প্রতি এক দিন অত্রত্য রাজপুরের গঞ্জে পথ্যের নিমিত্ত বালাম চাউল ক্রয় করিতে গিয়া শুনিলাম, প্রাতঃকালে যে চাউল ৩।০ টাকা মণ বিক্রীত হইয়াছে, অপরাহ্নে তাহার মূল্য ৪ টাকা দাঁড়াইয়াছে। এরূপ মূল্য বৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করাতে দোকানদার কহিল, "মহাশয়! আমি এইমাত্র বেলিয়াঘাটা হইতে আসিতেছি। চাউলের বাজার যেরূপ দেখিয়া আইলাম, এখন ৩।৪ টাকা মণ পাইতেছেন ২।৪ দিন থাকুন, দেখিতে পাইবেন।" ভাবিলাম এবার দেখিতে হইবে অগ্রেই দুর্ভিক্ষকে দর্শন করিতে হইবে। কি ক্ষতি, না হইবে নয়। ৩।৪ দিন শরীরের শোণিত শুষ্ক করিয়া এবং শিরোবেদনার অসহ্য যন্ত্রণা তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া বহু পরিশ্রম সহকারে যাহা উপার্জ্জিত হইয়াছিল তদ্বিনিময়ে ১০ সের মাত্র চাউল লইয়াই সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল। আমাদিগের ন্যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষে যে ইহা কিরূপ কষ্টকর তাহা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তবে অকাল ইহাকে বলিয়া এক্ষণে তত কষ্ট হইতেছে না। যে মাসে ত এই। এখনও ৮।৯ মাস আছে। ইহার পরে কি হইবে বলা যায় না। এই সমস্ত দেখিয়া অনেকেই "ঘরপোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দর্শনের" ন্যায় ভীত হইয়াছেন। এই সময়ে যাহাতে চাউলের মূল্য আর বৃদ্ধি না হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মৃত্যু সংখ্যার নিমিত্ত কমিসন নিয়োগ অপেক্ষা অগ্রে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তৎপ্রতিবিধান চেষ্টা করা কি উচিত নহে? যাঁহারা আমাদিগকে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি বিশেষ চেষ্টা পাইয়া অকৃত্রিম প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় দেন, এই সকল গুরুতর বিষয় কি তাঁহাদিগের মনোযোগের যোগ্য নহে? এতদ্দ্বারা যে প্রজার কত দূর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা উড়িষ্যার দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিলেই বিলক্ষণ অনুভূত হইবে। অতএব তাঁহারা যদি বাস্তবিক প্রজার কল্যাণার্থী হইয়া আসিয়া থাকেন, যাহাতে আমাদিগকে পুনর্ব্বার দারুণ অন্নকষ্টে পতিত হইতে না হয়, তাহা করুন।

কোদালিয়া। কস্যচিৎ
২১ এ জানুয়ারি। দুঃখভোগিনঃ
১৮৬৭।

আবিসিনিয়া ও ভারতবর্ষ।

মহাশয়! সম্প্রতি একটী ইউরোপীয় টেলিগ্রাফে দর্শন করিলাম, লার্ড ক্রাণবোরণ মানস করিয়াছেন যদি এদেশের এজেন্ট কর্ণেল মিয়ারওয়েদার আবিসিনিয়ার রাজাকে পরামর্শ দিয়া ইংরাজ কয়েদিদিগকে মুক্ত করিতে না পারেন তাহা হইলে তথায় সৈন্য প্রেরণ করিবেন লার্ড ক্রাণবোরণ আবিসিনিয়ার রাজাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইয়াছেন, কিন্তু কি প্রকারে একার্য্যটী সম্পন্ন হইবে? এজন্য ভারতবর্ষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইবে কি না? যদি তাহা হয়, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি, রাজা থিওডোরের সহিত বিবাদে ভারতবর্ষের কি সম্পর্ক আছে? পাঠকবর্গ বোধ হয় জানেন রাজা থিওডোরের সহিত বিবাদের কারণ কি? প্রায় তিন বৎসর হইল, রাজা থিওডোর ইংলণ্ডেশ্বরীকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। এই পত্রের কোন প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। বরং ইংরাজী সংবাদপত্রে রাজার নিন্দা ও তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশিত হয়। সেই আক্রোশে থিওডোর ইংরাজ কন্সল ও আর কয়েক জনকে কারারুদ্ধ করেন। তিনি অতঃপর যে পত্র প্রেরণ করেন, লার্ড রসেল তাহাও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। সেই অবধি অনেক চেষ্টা হইতেছে, কি[illegible] কিছুতেই বন্দিগণ মুক্ত হইতেছেন না। থিওডোরের ক্রোধ লার্ড রসেলের নির্ব্বুদ্ধিতা নিব[illegible]ন হইয়াছে। এ বিবাদ কেবল ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত হইতেছে, কয়েক জন ইংরাজ বন্দিকে মুক্ত করাই বিবাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, বাণিজ্য অথবা অন্য কোন জাতিসাধারণ স্বা[illegible] সম্বন্ধীয় নহে। এমত অবস্থায় ভারতবর্ষকে বিবাদে আকর্ষণ করিয়া কয়েক শত ভারতবর্ষীয় সৈন্যের প্রাণ ও কয়েক লক্ষ ভারতবর্ষীয় টাকা নষ্ট করা যুক্তি ও রাজনীতি সঙ্গত কি না? আমরা এ প্রস্তাবের স্পষ্ট প্রতিবাদ করিতেছি। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীনস্থ দেশ সন্দেহ নাই, ইংলণ্ডের আবশ্যক হইলে ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগকে যুদ্ধে প্রেরণ করাও অসঙ্গত নহে। কিন্তু সে বিশেষ স্থলে হইতে পারে মাত্র। ইউরোপীয় কোন রাজ্যের সহিত যুদ্ধ হইলে এদেশের শৌর্য্য অথবা অন্যথা সৈন্য প্রেরণ করিবার বাধা নাই। কিন্তু আবিসিনিয়ার কি দোষ আছে? [illegible] বিবাদে কেবল ইংলণ্ডের স্বার্থ তথায় আমাদিগের অর্থ ব্যয় করান অবশ্যই অত্যাচার হইতেছে। যাহারা বলেন ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের স্বার্থ একবিধ, অতএব ইংলণ্ডের যে সে কার্য্যে ভারতবর্ষকে সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহা[illegible] তাঁহাদিগকে ঐ কথা কানাডাবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিতেছি, অথচ এ পর্য্যন্ত আমাদিগের শাসনপ্রণালী কানাডার অর্দ্ধেক স্বাধীনতাও অর্পণ করে নাই। শীঘ্র সৈনিককে যেখানে সেখানে পাঠাইবার কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগকে আমরা বলিতেছি পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়দিগকে আইরিসদিগের ন্যায় স্বত্ব প্রদান না করিয়া এ কথা যেন না বলেন।

ভূ·

চাঁদনীর চিকিৎসালয়ে এড্‌ওয়ার্ড বিলি সাহেবের আচরণ।

মহাশয়! যে সকল প্রকাশ্য কার্য্যালয় সাধারণের উপকারের নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছে তথায় নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্ম কায়মনোবাক্যে সম্পাদন করিতে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্যালয় সংস্থাপক মহোদয়গণের মঙ্গলোদ্দেশ্য বিফল হইয়া যায় এবং লোকের শোচনীয় অবস্থা নয়নপথে পতিত হইতে থাকে। এতাদৃশ দুরবস্থা [illegible] প্রধান উপায় সংবাদপত্র। সংবাদপত্র সম্পাদকগণ যেমন স্বাধীনতা সহকারে [illegible] বাক্য ব্যক্ত করিয়া লোকের চক্ষু [illegible]

শীল হয়েন, তেমন আর দেখা যায় না। অদ্য যে উদ্দেশে এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে বাধ্য হইলাম তাহা নিম্নে নিবেদন করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক কর্ণপাত করুন।

চাঁদনীর চিকিৎসালয় যে কিরূপ প্রসিদ্ধ স্থান ও তথায় বিখ্যাত ডাক্তর বেলি সাহেব স্বীয় দয়া ও সুচিকিৎসার গুণে যে কেমন যশস্বী হইয়াছেন, তাহা মহাশয় ও মহাশয়ের পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব? এমত উৎকৃষ্ট স্থানেও এক উদ্ধত ও অবিবেচক ব্যক্তি বাস করিতেছেন! কিছু দিন হইল, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি জ্বরের পীড়ায় কাতর হইয়া আরোগ্যলাভের প্রত্যাশায় চাঁদনীর চিকিৎসালয়ে গমন করিয়া ছিলেন। তথায় প্রথমতঃ দয়ালু ও বিজ্ঞ ডাক্তর বেলি সাহেব যত্নের সহিত তাঁহার রোগ পরীক্ষা করেন এবং সহকারী কর্ম্মচারী জন হাইওয়র সাহেবকে ঔষধ দিতে বলেন। পর দিবস নিবারণ বাবু পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম বোধ করিয়া পুনরায় উক্ত চিকিৎসালয়ে গমন করেন। পূর্ব্ব দিন যে সময়ে (অপরাহ্ণ ৪৷৷০ ঘটিকা, যখন অনেক রোগী যায়) তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এদিনেও সেই সময়ে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বেলি সাহেব অনুপস্থিত ছিলেন, এবং ইউরোপীয় কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কেবল রিলি সাহেব তৎকালে অতি উগ্র ও অনিচ্ছুক ভাবে রোগীদিগকে দেখিতেছিলেন। নিবারণ বাবু তাঁহার পীড়ার অবস্থা রিলি সাহেবের নিকট বর্ণন করিতে উদ্যত হইলে রিলি সাহেব একেবারে ক্রোধ সহকারে কর্কশ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাঁহাকে ঔষধ দিতে অসম্মত হন, সুতরাং তিনি ঔষধ না পাইয়া বিষণ্ণভাবে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার প্রতি সাহেবের কোপ হইবার হেতু এই যে, তিনি অপরাহ্ণ কালে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সাহেব সে সময়ে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অনিচ্ছা করেন। যে সকল দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহা ১৪ ই জানুয়ারির ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টের ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিলে রিলি সাহেবের স্বভাব ও গুণের তরঙ্গ কখন বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হয় না। তাঁহার ন্যায়পরতা ও আচরণের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। রোগীদিগের আরোগ্যলাভ দূরে থাকুক, তাহারা তাঁহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করে না। তাঁহার স্বভাব এমন গর্ব্বিত ও উগ্র, যে তিনি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে ছাগ মেষাদির ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদ্রূপ ব্যবহার করেন। এক্ষণে উক্ত বুদ্ধিমান রিলি সাহেবের নিকটে কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি, তিনি তদুত্তর প্রদান করিয়া সাধারণ সমক্ষে স্বপক্ষ সমর্থন করুন। চাঁদনীর চিকিৎসালয়ের দ্বার কোন সময়ে বন্ধ হইয়া থাকে? রিলি সাহেব যে অপরাহ্ণে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন না, তাহা নিবারণ বাবু কি প্রকারে জানিবেন? যত দিন প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন দ্বারা অপরাহ্ণ কালীন নিরূপিত সময়ের পরিবর্ত্তনের বিষয় সর্ব্বসাধারণের গোচর করা না হইবে, তত দিন লোকে কি প্রকারে জানিতে পারিবে? যখন বৈকালে উপস্থিত হইবার নিষেধ হইবে, তখন কি কেহ তৎসময়ে চিকিৎসালয়ে গমন করিবে? সাহেব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অনিচ্ছু, তজ্জন্য কে দোষী হইতেছে? রোগী ব্যক্তিরা কি হইতেছে? যত দিন চাঁদনীর চিকিৎসালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্য নিয়ম দ্বারা বৈকালের কর্ম্ম রহিত না করিবেন, তত দিন রিলি সাহেব কে সেই সময়ের কার্য্যে অনিচ্ছা বা অনবধানতা প্রদর্শন করিতে পারেন?

সম্পাদক মহাশয়! "ভদ্র না হইলে ভদ্রের ব্যবহার বুঝিতে পারে না" এইটী সিদ্ধ বাক্য। নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি ভদ্র, শিষ্ট ও ন্যায়পর ব্যক্তি। তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বেলি সাহেবের চিকিৎসা ও অনুপম দয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু রিলি সাহেবের সদ্ব্যবহার!! তাহার চিরস্মরণীয় থাকিবে। অতএব যে স্থলে এক জন উদ্ধত ইউরোপীয়ের ব্যবহার একটী প্রসিদ্ধ চিকিৎসালয়ের উপর কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে ও তন্মূলক লোকের উপকার না হইয়া বরং অপকার হইবার সম্ভাবনা হইতেছে, সেস্থলে সংবাদপত্র সম্পাদকগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতি আবশ্যক।

ভবানীপুর। বশম্বদ।
১ লা ফাল্গুন। শ্রীরসিকলাল মুখোপাধ্যায়
১২৭৩।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায় নশিরাম্বাগী
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ মাঘ ১০
" " চন্দ্রমোহন শর্ম্ম রায় চৌধুরী
কুণ্ডীসদঃপুষ্করিণী
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১০
" " দুর্গাচরণ চৌধুরী নড়াইল
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ ৭
শ্রীযুক্ত বারাসাত স্কুল সম্পাদক বাখরগঞ্জ
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১০
" " কেদারনাথ দত্ত ফিরাউ

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফ স্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মা সিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমে বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ... তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিটি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টা টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবি হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ ক বেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁ হারা যেন এক অথবা আধ আনার অধি মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশে মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাই দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হই আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হই গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার প এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ক যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠা হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ড ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হই যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করি তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্রী কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাং পোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষ বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকা হয়।

সোমপ্রকাশ

১৩ শ ভাগ। ১৫ সংখ্যা।

“ প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং। ”

অগ্রিম মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৭। ১৪ ১৮৭১। ২৫এ ফেব্রুয়ারি { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩॥

বিজ্ঞাপন।

নিউ এপথিকারিস হল।

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল নূতন আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সারি প্রভৃতির সুবিধার জন্য অল্প মূল্যে বাজারের অতি কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে ঔষধের ফর্দ্দ ও তাহার মূল্য সহিত রেজিষ্টরী বা বেয়ারিং চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি সত্বর পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর ডিকস্ত কোং।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

———:০:———

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক সংশোধিত। ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীবদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

—:•—

রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার প্রভৃতিকে

বিজ্ঞাপন

করা যাইতেছে, যে জেলা বীরভূমের অন্তর্গত হেতমপুরের নাবালকী ষ্টেট সংক্রান্ত রূপসপুর নামক জঙ্গলের শাল কাষ্ঠ মির্জা রূপসপুর মোকামে ১৮৭১ সালের ১১ ই মার্চ তারিখ শনিবার দিবসে নীলাম করা যাইবে।

২০ ইঞ্চি বেড়ের পরিমাণের ন্যূনাধিক ৬০০০০ তিন হাজার বৃক্ষ আছে, এবং অনুমান হইতেছে যে রেলওয়ে স্লীপর কি ব্রাক্‌টা অতি আসানি মতে ঐ কাষ্ঠে হইতে পারে।

খরিদ্দারের সুবিধার জন্য ১২ টী পৃথক পৃথক লাট করিয়া জঙ্গল বিক্রয় করা যাইবে। প্রত্যেক লাটে গড়ে ৩৫০ বিঘা জঙ্গল আছে, নিলাম সাঙ্গ হইবামাত্র প্রত্যেক খরিদদারের ডাকের মূল্যের উপর শতকরা ২৫ পঁচিশ টাকা হিসাবে আমানত করিতে হইবে, আর মূল্যের বাকী টাকা নিলামের তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে দাখিল করিলে আমানতি টাকা জব্দ হইবে।

খরিদদার লোককে স্পষ্ট বুঝিতে হইবে যে নিলামের তারিখ হইতে ৬ মাসের মধ্যে সমুদায় জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে, তাহা না করিলে উক্ত নিলাম গতে অবশিষ্ট যে বৃক্ষাদি থাকিবে, তাহা নাবালকের ষ্টেটের বজ্য গণ্য হইয়া হানি নিলাম হইতে পারিবে।

রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টার ও কাষ্ঠের মহাজন ও অন্য অন্য ব্যক্তিগণকে আহ্বান করা যাইতেছে যে অগ্রে হইতে তাঁহারা জঙ্গল দৃষ্ট করিয়া অধিকন্তু যে কোন কথার সংবাদ লওয়া আবশ্যক হয়, জেলার শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব অথবা নিম্নের স্বাক্ষরকারী ব্যক্তির নিকটে লিখিলে প্রাপ্ত হইবেন।

জেলা বীরভূম সিউড়ি ৩১ এ জানুয়ারি ১৮৭১। } এ, হিউম স্মিথ মেনেজার ষ্টেট হেতমপুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বিজ্ঞাপন।

(পীস্ গুড্‌স) অর্থাৎ বস্ত্রাদির গাঁইট যাহা উত্তমরূপে বাক্সবন্দি হয় নাই তাহার বিষয়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি নীচের লিখিত ভাড়ার পরিবর্ত্তন হইবেক।

পীস্ গুড্‌স্ অর্থাৎ বস্ত্রাদির বিলাতি প্যাক করা গাঁইট অথবা এতদ্দেশীয় প্যাক করা গাঁইট কাষ্ঠের বাক্সতে বদ্ধ থাকিলে দ্বিতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি মাইলে ইংরাজী অর্দ্ধপাই লাগিবেক।

এবং যে সকল পীস্ গুড্‌স্ অর্থাৎ বস্ত্রাদি বাক্সতে (প্যাক করা) অর্থাৎ মোড়া হয় না তাহা তৃতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি মাইলে ইংরাজী এক পাইয়ের তিন অংশের দুই অংশ লাগিবেক

বোর্ড অব একেন্সি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস কলিকাতা ১৮৭১। ৭ ই ফেব্রুয়ারি } সিসিল ষ্টিফেন্সন

-:০:-

সুচারু যন্ত্রালয়ের নিম্ন লিখিত দ্রব্য সকল বিক্রয়ার্থ আছে:—

১ আলবিয়ন রয়াল প্রেস
১ বড় প্রস্তরের কালী দিবার মেজ
২ রোলার
১ লণ্ডনে প্রস্তুত যন্ত্র বাক্সের আকৃতি (সম্পূর্ণ)
১ বৃহৎ কাষ্ঠের হটপ্রেস
২৫০ গিলবোর্ড
১ বৃহৎ ইম্পোজিং ষ্টোন ফ্রেম সহিত
৬৫ পাউণ্ড ছাপার কালী

বাঙ্গলা অক্ষর।

১ মণ গ্রেট প্রাইমার অক্ষর
৬ ঐ ইংলিস ঐ
৭ ঐ স্মলপাইকা ঐ
১ ঐ বরজাইস ঐ
১ ঐ নানা প্রকার ঐ
সাইন হাফ ক্রাকেস ইত্যাদি ঐ

ইংরাজী অক্ষর।

৭ স্মলপাইকা অক্ষর (প্রায় নূতন) ইটালিক সহিত
১০ ঐ ছোট ঐ ঐ ঐ
৩ ঐ ব্রিবিয়র ঐ ঐ ঐ
৪ ঐ ননপেরিল ঐ ঐ ঐ

হেডলাইন অক্ষর।
২ লাইন স্মলপাইকা লম্বা
২ ঐ মিলিয়ন ঐ
গ্রেট পাইকা রোমান ঐ ছোট বাকে
১ জোড়া পাইকা আণ্টিক ঐ পাতলা
১ ঐ ঐ ঐ মোটা
ব্রেভিস ঐ ঐ পাতলা
নন্‌পেরিল একত্রিত ঐ
২ লাইন মিলিয়ন ইজিপশিয়ান ঐ
লঙপ্রাইমার সেনসিরিফ ঐ
কাঠ ও আসবাব।
৪ জোড়া বাঙ্গলা অক্ষরের কেশ
১ ঐ ইংরাজী ঐ ঐ
১০ প্রস্তুত বাঙ্গলা কেশ ৪০ টী অংশ
৪ খানা কম্পোজিং ষ্টেক্‌ট। ৪ শেপ্স গালি।
৩ ডেস্ক। ১ লোহার মেজ। ৪ টুল।
অন্য অন্য।
১ বন্ধ বদল করিবার পিত্তলের ছুঁচ।
৪ পিত্তলের কম্পোজিং ষ্টিক্‌।
২৬ ডজন পিত্তলের রুল।
৪০ মণ পাইকা কোয়াড্রেট।
৭০ ঐ ছোট পাইকা ঐ
১৪০ ঐ কোটেসন।
২ ঐ লেড ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের।
৯ প্রকার ফুল বিন্যাসার জন্য।
৬ প্রস্তুত কোণ। ৬ প্রকার চেন।
৪ ডেসি চেন। ৪ রস্যাল চেন।
৫ সম্পূর্ণ ফুলক্যাপ চেস।
৯ অর্দ্ধ তক্তা ঐ
৩ সিকি ঐ ঐ
১ পিস্তলের রুল কাটিবার বড় কাঁচি।
পিসের উপর নানা প্রকার ছুঁচ।
২ বাক্স কম্পোজিং আসবাব।
১ মালেট। ১ হাতুড়ি। ১ কাঁটা।

ক্ষণাব বাটীর মুজাপুর } শ্রীমাধবচাঁদ বিশ্বাস
১০ এ মাঘ। ১২৭১। } প্রকাশকগণের অধ্যক্ষ

সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয় মির্জাপুরস্থ ... ১৫ নং বাটী হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ৬ নং সাবেক বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে।
... মাঘ ১২৭১। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়
অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংগৃহীত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয় ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

সালগড়মুদিয়া নীলসংক্রান্ত বিষয়।

১৮৬৭ অব্দের ১ লা মার্চ শুক্রবার বেলা ১ টার সময় এক্সচেঞ্জ কমার্সিয়াল সেলগৃহে মাকেঞ্জি লয়াল এবং কোম্পানি বন্ধক গ্রহীতার বিক্রয় ক্ষমতানুসারে প্রকাশ্য নিলাম দ্বারা যশোহর ও নদিয়ার অন্তর্গত সালগড় মুদিয়া ইণ্ডিগোকনসারণ, নামক প্রসিদ্ধ অতি মূল্যবান্ ও সুবিস্তৃত নীল সংক্রান্ত ভূমি ও তৎসম্বন্ধ সমুদায় জমীদারী, তালুক, গ্রাম, বসত বাটী পত্তনি, দরপত্তনি ও চুটিয়া জোত সমেত সমুদায় ভূমি সংক্রান্ত বিষয় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করিবেন। উক্ত সম্পত্তি প্রভৃতির অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জানা যাইতে পারে এবং যে কেহ জ্ঞাত হতে চান কলিকাতা হেষ্টিংস ১০ নং ভবনে হিক্ কুলিস ও মারফিলড সাহেবের আফিসে তত্ত্ব করিলে অবগত হইতে পারিবেন।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভুবণসার ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৮০

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

১৪ ই ফাল্গুন সোমবার।

মফস্বলে করণার নিয়োগ।

তিন বৎসরের অধিক হইল, আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম, রাজধানীর ন্যায় মফস্বলে করণার নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। মফস্বলে যে সকল অপমৃত্যু হয়, তাহার অধিকাংশের প্রকৃত অনুসন্ধান হয় ... অনেক স্থলে গোপনে মৃতদেহ দাহি... য়া সমাহিত হয়। যে স্থলে পরীক্ষা... উহা প্রেরিত হইয়া থাকে, সে স্থলে... উহা এত পচিয়া উঠে যে প্রকৃত অনু... স্থান হওয়া, সম্ভাবিত নহে। এই ... অনেক হত্যাকারির দণ্ড হয় না ... পল্লীগ্রামে সচরাচর দেখিতে পাও... যায় কাহার অপঘাত হইলে যদি গাত্রে... গুরুতর আঘাত চিহ্ন না থাকে, তা... হইলে মৃত ব্যক্তি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যা... করিয়াছে ইহা সপ্রমাণ করিয়া দিবা... অভিপ্রায়ে শবের গলায় দড়ি দি... বৃক্ষে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। পুলিস অনু... সন্ধান করেন মাত্র। আমাদিগের পুলি... সের চমৎকার গুণ কোন্ ব্যক্তি বা অব... গত না আছেন? চিকিৎসকেরা য... যথোচিত সময়ে পরীক্ষা করিতে পান... অনেক স্থলে প্রকৃত কারণের উদ্ঘাটন... হইতে পারে বটে, কিন্তু মফস্বলে সুন্দর... কার্য্য প্রণালী না থাকাতে আইন অনু... সারে অনুসন্ধান হয় না। পুলিসের নিমিত্ত... বিস্তর অর্থ ব্যয় হইতেছে, ধর্ম্মাধিকরণের... সংস্করণ ও তদর্থ ব্যয় বৃদ্ধি হইতেও চলি... য়াছে। অতএব এ সময়ে মফস্বলে কর... ণার নিয়োগের প্রস্তাবটী সঙ্গত হইতেছে... না। আমরা প্রস্তাব করিতেছি, এক এক... জন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে করণারের... ক্ষমতা দেওয়া হউক, ইনি সব্‌আসিষ্টাণ্ট... সর্জ্জনের দ্বারা মৃতদেহ পরীক্ষা করি... বেন। যেখানে সব্‌আসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন ও... সিবিল সর্জ্জন নাই, সেখানে এতদ্দেশীয়... চিকিৎসক (নেটিব ডাক্তর) দিগের... উপরে ঐ ভার সমর্পণ করিতে হইবে।... করণার নিজের সাহায্যার্থ কয়েক জন... ভদ্র ও সুশিক্ষিত লোককে জুরি স্বরূপ... আহ্বান করিবেন। আকস্মিক মৃত্যু সপ্র... মাণ হইলে আর আদালতে সোপর্দ্দ... করিয়া বিচার করিবার প্রয়োজন হইবে...

লোকেরও কষ্টের অনেক লাঘব ব। জলে মজ্জন অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ শ হইলে এক্ষণে পুলিসের যে উপা ও পূজা করিতে হয়, তাহা আর তে হইবে না। আর হত্যা সপ্রমাণ লে অপরাধীকে এককালে সেসিয়নে র্পণ করা হইবে।

আমরা উপরে যে প্রস্তাব করিলাম, বঙ্গদেশে তদনুরূপ একটী আইন হওয়া বশ্যক। তদ্দ্বারা দুটী অভীষ্ট সাধিত বার সম্ভাবনা আছে। প্রথম, অপ-ত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে। তীয়, পুলিসের দুর্বৃত্তদিগের অত্যা-রের অনেক নিবারণ হইবে। অপমৃত্যু টিত মকদ্দমাই পুলিসের উপার্জনের শস্ত দ্বার। সে দ্বার রুদ্ধ হইয়া যাইবে। প্রতি সেইন সাহেব সিঙ্গাপুরে করণার রোগের এক বিল অর্পণ করিয়াছেন। রতবর্ষের যাবতীয় বিভাগে উহা প্রচ-লিত হয়, ইহা আমাদিগের প্রার্থনীয়।

নূতন ইষ্টাম্প আইন।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার হবহাউস হেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় টাম্প আইন সংশোধনার্থ এক নূতন াইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়া ন। প্রায় দুই বৎসর হইল, পঞ্জাবের ার্টিন সাহেব প্রস্তাব করেন, ইষ্টাম্পের ল্য বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে মকদ্দমার ংখ্যা হ্রাস হয়, সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তনি বলেন, সামান্য মকদ্দমায় শত করা ায় ৬৫ টাকা ইষ্টাম্পকরস্বরূপ গৃহীত া, কিন্তু এক লক্ষ টাকার অধিকের কদ্দমা হইলে শত করা চারি আনা াত্র লওয়া হইয়া থাকে বর্ত্তমান ষ্টাম্প আইনে যে প্রকার মূল্য স্থির ইয়াছে, তাহা সামান্যতঃ কোন বিশেষ ণালী অনুসারে হয় নাই। অতএব ক্ষে শত করা ১২৸০ টাকা ইষ্টাম্প স্থাপনের প্রস্তাব হয়। হব হাউস সাহেব এতদনুসারে এই পাণ্ডুলেখ্য খানি প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহার কৃত পাণ্ডুলেখ্য মধ্যে চারিটী প্রস্তাব দৃষ্ট হইল। প্রথম, এক্ষণে দেওয়ানী মকদ্দমায় যে ইষ্টাম্প গ্রহণের নিয়ম আছে, তাহার পরিবর্ত্ত করিয়া রাজধানীর ছোট আদালতের ন্যায় প্রতি টাকায় দুই আনা অর্থাৎ শত করা ১২৸০ টাকা ইষ্টাম্পের সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়, এক্ষণে নিয়ম আছে, ভূমি সংক্রান্ত মকদ্দমায় নিষ্কর ভূমির বাৎসরিক করের ১৮ গুণ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভুক্ত ভূমির ৩ গুণ এবং মিয়াদি ভূমির সদর রাজস্বের পরিমাণে ভূমির মূল্য স্থির করা হয়। কিন্তু কার্য্যে দেখিতে পাওয়া যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভুক্ত ভূমি নীলামে দশ গুণ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, মিয়াদি ভূমিরও চারি গুণ টাকা আদায় হয়। অতএব হব হাউস বলেন, এ নিয়মের পরিবর্ত্ত করিয়া বাজার দরে ভূমির মূল্য স্থির করিয়া সেই পরিমাণে ইষ্টাম্প লওয়া কর্ত্তব্য। তৃতীয় প্রস্তাব এই, ফৌজদারি মকদ্দমার পূর্ব্বে (১৮৬০ অব্দ পর্য্যন্ত) ইষ্টাম্প লাগিত, কিন্তু দণ্ড বিধির প্রচার অবধি ফৌজদারি মকদ্দমার নালীশ সামান্য কাগজে হইয়া থাকে। এতন্নিবন্ধন সামান্য মকদ্দমায় সংখ্যার অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৬১ অব্দে সমুদায় বঙ্গদেশে ৬৪০০০ মকদ্দমা হয়, পর বৎসরে ৪৪,০০০ হইয়াছিল। কিন্তু যে পরিমাণে নালীশ হয়, তাহার ঊর্দ্ধসংখ্যা শত করা ৩৭ জন মাত্র দণ্ড পায়। মকদ্দমায় ইষ্টাম্প নাই, সাক্ষীর সমনের খরচ নাই, সুতরাং যে সে ব্যক্তি বৈরনির্য্যাতনার্থী হইয়া নালীশ করিতে যায়। সত্য বটে, দণ্ডবিধিতে মিথ্যা নালীশের দণ্ড আছে, কিন্তু কার্য্যে দেখা যাইতেছে, সেই মিথ্যা নালীশ সপ্রমাণ করা এত কঠিন যে প্রধানতম বিচারালয়ের পুনঃ পুনঃ আজ্ঞাসত্ত্বেও মাজিষ্ট্রেটেরা তদ্বিষয়ে যত্নবান হন না। অতএব প্রস্তাব করা হইয়াছে, যে সকল মকদ্দমায় প্রতিভূ গ্রহণের সম্ভাবনা আছে, তাহার নালীশে ৷৷০ আনা, তদ্ভিন্ন মকদ্দমায় ১ টাকার ইষ্টাম্প দিতে হইবে। অপর, সামান্য মকদ্দমায় ৷৷০ আনার ইষ্টাম্প ও ৷০ আনা সাক্ষীর সমনের খরচা দিতে হইবে। অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া সপ্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারি আইনের ৪৪ ধারানুসারে প্রত্যর্থির জরিমানা করিয়া অর্থিকে ইষ্টাম্পের মূল্য দেওয়াইয়া দিবেন। যেস্থলে প্রত্যর্থীকে নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া বোধ হইবে, সেস্থলে মাজিষ্ট্রেট ইষ্টাম্পের মূল্য সরকারী ধনাগার হইতে দিবেন। চতুর্থ প্রস্তাবটী উহার অপেক্ষাও গুরুতর। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে যত মকদ্দমা হয়, তাহাতে নিয়মিত দেওয়ানী আদালতের ইষ্টাম্পের চতুর্থাংশ মাত্র দিতে হয়, অপর ১৭৯৯ অব্দের ৭ (সপ্তম) আইন অনুসারে কর আদায়ের ইষ্টাম্প লাগিত না, তন্নিবন্ধন মকদ্দমার সংখ্যা, সুতরাং জমীদার কৃত অত্যাচারের বৃদ্ধি হওয়াতে ইষ্টাম্পের সৃষ্টি হয়। যখন ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন হয়, তৎকালে সর বার্ণেস পিকক অতিশয় আপত্তি করাতে সম্পূর্ণ ইষ্টাম্প লইবার ধারাটী বিধিবদ্ধ হইতে পারে নাই। সর বার্ণেস পিকক এই আপত্তি করিয়াছিলেন, প্রজার প্রদত্ত করের উপরে জমীদারের রাজস্ব নির্ভর করে, রাজস্ব দিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট কিস্তির দিবস সূর্য্যাস্তের পর জমীদারি নীলাম করেন, অতএব যাহাতে সহজে জমীদারের কর আদায় হয়, সেই নিয়ম করা কর্ত্তব্য। হব হাউস সাহেব এক্ষণে এই প্রস্তাব করিতেছেন, ১০ আইন ঘটিত মকদ্দমার স্থলেও সম্পূর্ণ ইষ্টাম্প লওয়া কর্ত্তব্য।

সম্প্রতি সমুদায় ভারতবর্ষের আদালত সমূহের নিমিত্ত ২,২৫,০০,০০০ টাকা ব্যয় হইতেছে। বর্ত্তমান বিল বিধিবদ্ধ করিয়া আয় বৃদ্ধি করিয়া আর ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা হব হাউস সাহেবের উদ্দেশ্য। আমাদিগের অচিহ্নিত বিচার পতিগণ অতি সামান্য বেতন পান, আমলাদিগের বেতন এত অল্প যে "তাঁহারা যে এপর্য্যন্ত গড়ে ভাল কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।" এই সকল কর্ম্মচারিদের বেতন বৃদ্ধি করা বর্ত্তমান আয় বৃদ্ধির অপর উদ্দেশ্য। ইষ্টাম্প হইতে আপাততঃ ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইতেছে। বর্ত্তমান বিল বিধিবদ্ধ হইলে আয় ৬৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ দেওয়ানী মকদ্দমার ব্যয় বৃদ্ধি নিবন্ধন ২৭ লক্ষ, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হেতু ৮ লক্ষ, ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইনের মকদ্দমায় ৩ লক্ষ এবং ফৌজদারি মকদ্দমায় ৫ লক্ষ, অধিক আয় হইবে

আদালতের আমলাদিগের বেতন বৃদ্ধি যে অগ্রে কর্ত্তব্য, তাহা সকলেই বহুকাল অবধি বলিয়া আসিতেছেন। অচিহ্নিত কর্ম্মচারিদিগের বেতনও পর্য্যাপ্ত নহে। কিন্তু কথা হইতেছে হব-হাউস সাহেবের কৃত ইষ্টাম্পের কর বৃদ্ধির প্রস্তাব কতদূর সাধারণের অনুমোদনীয় হইবে? ফৌজদারি মকদ্দমায় ইষ্টাম্প করের প্রস্তাবে সাধারণে অসন্তুষ্ট হইবেন না, কিন্তু দেওয়ানী মকদ্দমার ব্যয় বৃদ্ধিতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কি জন্য এ প্রস্তাব হইতেছে? এদেশীয়দিগের মকদ্দমা প্রবৃত্তির নিবারণ নিমিত্ত? গবর্ণমেণ্ট হব হাউস সাহেবের মুখ দ্বারা বলেন, এদেশীয়েরা মকদ্দমাপ্রিয়, পঞ্জাবে যে প্রকারে মকদ্দমার সংখ্যা কমান হইয়াছে, সর্ব্বত্র সেইরূপ করা উচিত। আমাদিগের দেশে মকদ্দমা অধিক হয়, তাহার অপলাপ করা যায় না, কিন্তু আমরা বলি গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি ইহার প্রশ্রয় দিতেছে। আমাদিগের আদালতে ভূমি সংক্রান্ত মকদ্দমা অধিক হয়। ইংলণ্ড বাণিজ্যপ্রধান দেশ। সেখানে যে প্রকার চুক্তি ভঙ্গের মকদ্দমা অধিক পরিমাণে হয়, এখানে ভূমি সম্বন্ধে সেইরূপ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রজাস্বত্বের মকদ্দমা নগর সমূহেই অধিক। অনেক জমীদার ও ধনী লোক মকদ্দমা করা একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও আমোদ বলিয়া বিবেচনা করেন। এগুলি অযথার্থ নয়, কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ কি? আমাদিগের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের জীবনযাপনের কি উপায় আছে? তাঁহাদিগকে হয় ইন্দ্রিয় সুখে নচেৎ মকদ্দমায় মত্ত থাকিতে হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ছোট আদালতের জজের পদ আমাদিগের উর্দ্ধ প্রাপ্য। যাঁহাদিগের বাৎসরিক ৫। ৭ লক্ষ টাকা আয় তাঁহারা এ কাজ করিবেন কেন? তাঁহারা নিত্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সুখে কালক্ষেপ করুন, এই কথা বলিবেন? সকলের সে শিক্ষা ও অভ্যাস হয় কৈ? আমরা জিজ্ঞাসা করি ইউরোপে কত জন লার্ড শাফটসবরি আছেন? ইষ্টাম্পের কর বৃদ্ধি কর, আর যাহাই কর, যত দিন এতদ্দেশীয়দিগের সেনাদল ও শাসন সংক্রান্ত উচ্চতর কার্য্যে প্রবেশ করিবার স্বত্ব না হইতেছে, তত দিন এই অবস্থাই চলিবে। ইষ্টাম্পের মূল্য বৃদ্ধি করিলে মকদ্দমাপ্রিয় ধনী ব্যক্তিদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। যে কষ্ট দরিদ্রের। ফলতঃ একণে রাজস্ব সংক্রান্ত রাজনীতির, দরিদ্রের উপর কর ভার ক্ষেপণ করা, মর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে। তাহার প্রমাণ এই, বাজেটগুণ লাথেরাজের রাজস্ব ভার প্রজাদিগের স্কন্ধেই ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। হবহাউস সাহেব নিজেই স্বীকার করেন, গত বৎসর যে ৮ লক্ষ দেওয়ানী মকদ্দমা হয়, তাহার মধ্যে ৭ লক্ষ মুক্ত কিতে হইয়াছে। অর্থাৎ যাবতীয় মকদ্দমার আট অংশের সাত অংশ ৩০০ টাকার উর্দ্ধ নয়। ইহার মূল্য বৃদ্ধি করিলে যদি দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার না হয়, তবে কিসে হইবে আমরা বলিতে পারি না। এ সকল মকদ্দমার ব্যয় অল্প হয় ইহাই প্রার্থনীয়। যদি বল আদালতের সঙ্কল্পিত ব্যয় বৃদ্ধির নিমিত্ত এ চেষ্টা হইতেছে, তাহার উত্তর স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, দরিদ্র বধ করিয়া এ চেষ্টা সফল করা বিধেয় হয় না। অন্য উপায়ের শরণ লওয়াই উচিত। বিলাতী দ্রব্য ও সুরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের মাসুল বৃদ্ধি করিয়া এ অর্থ সংগ্রহ করিয়া লও। সুরা প্রভৃতির মাসুল বৃদ্ধি হইলে আর একটী উপাদেয় ফললাভ হইবে। মাদকসেবির সংখ্যা কমিয়া যাইবে। যাহারা মাদক সেবন করিয়া পরিপক্ক হইয়াছে তাহারা যদি এককালে ত্যাগ করিতে না পারে, তথাপি মহার্ঘ্য হইলে অর্দ্ধভোজী হইবে সন্দেহ নাই, তাহাই পরম লাভ।

সর জন লরেন্সের পররাষ্ট্র বিষয়িণী রাজনীতি।

প্রায় দুই বৎসর হইল, পঞ্জাবের এক খানি সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন সর জন লরেন্সের পররাষ্ট্রবিষয়িণী রাজনীতি নাই বলিলে হয়। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট এই মত স্থির করিয়াছেন যে পর্য্যন্ত ইংলণ্ড আক্রান্ত অথবা অধিকারের স্বার্থ বা সম্মানের হানি না হইবে, তত দিন কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত। এই কারণে ডেন্মার্কের সহায়তা করা হয় নাই, এই কারণে আমেরিকার বিবাদে হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। ইউরোপখণ্ডে পূর্ব্বের ন্যায় ইংলণ্ডের ক্ষমতা নাই

রাটিরলুর যুদ্ধের পর প্রায় ৪০ বৎসর ই-লণ্ড ইংরাজ মন্ত্রিগণের বাক্য রাজাদি-গের বিধিস্বরূপ ছিল, কিন্তু এক্ষণে অতি সামান্য রাজাও কথা গ্রাহ্য করেন না। ১৮৩৮ অব্দে রুষিয়ার চক্রান্তে যখন পারসীক সৈন্যগণ হিরাট আক্রমণ করে, তৎকালে লার্ড পামরষ্টন কাউণ্ট নেসেল রোডের ন্যায় মন্ত্রিকেও গর্ব্ব রোষ ও ঘৃণা সহকারে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "রুষিয়ার রাজনীতি কি? ইহা কি মন্ত্রিদিগের ঘোষণা অথবা দূতদিগের কার্য্য দ্বারা স্থির করিতে হইবে?" নিক লাসের সদৃশ গর্ব্বিত সম্রাট ১৮৪৫ অব্দে নিজে ইংলণ্ডে গিয়া ইংলণ্ডের মৈত্রী প্রার্থনা করেন। ইংলণ্ডের প্রতাপ ও নেপলিয়নের পরাভবসমুখিত কীর্ত্তি লোকের মনকে এত আকর্ষণ করিয়াছিল যে ১৮৫৩ অব্দে তুরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে নিকলাস ইংরাজ দূত সর হামিল্টন সাইমরের অগ্রে বার বার বলিয়াছিলেন "ইংলণ্ডের সহিত যদি আমার সদ্ভাব থাকে তাহা হইলে আর কে কি বলিলেন না বলিলেন তাহা আমি গ্রাহ্য করি না।" কিন্তু এক্ষণে সে অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়াছে। ইউরোপখণ্ডে ইংলণ্ডের কথা বড় কেহ গ্রাহ্য করেন না। রাজনীতি সম্বন্ধে বিদেশে ইংলণ্ডের প্রতাপের অনেক হ্রাস হইয়াছে। সম্রাট নেপলিয়নের সদৃশ চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান লোকেরা বিবেচনা করেন যে অতি ১৭০ লক্ষ লোক সংখ্যা ও ২০ কোটি টাকা রাজস্বের সাহায্যে ২০ বৎসর কাল তুর্কের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ক্ষোণিপতিকে পরাজয় করেন এবং এক্ষণে [illegible] ৩০০ লক্ষ লোক ও রাজস্ব ৭২ কোটি হইয়াছে, সে জাতি পূর্ব্বকার [illegible] এক্ষণে সে [illegible] না, ইহা [illegible] নহে। কিন্তু সাধারণ লোকে জানেন, সর্ব্বের বৃদ্ধি এই [illegible] দোষ প্রবিষ্ট হইয়া ইংলণ্ডের পূর্ব্বপূর্ব্ব তেজস্বিতার বিনাশ করিয়াছে। যাহারা ইংলণ্ডের অবলম্বিত উদার রাজনীতির মর্ম্মবোধে সমর্থ, তাহাদিগের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যাহারা বুঝে না, তাহাদিগের এপ্রকার সংস্কারে ক্ষতি আছে। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা ইংলণ্ডের উদার রাজনীতির মর্ম্ম বোধে সমর্থ নহে। বিদ্রোহের পূর্ব্বে সিপাহিদিগের এই সংস্কার হয়, রুষিয়ার সহিত যুদ্ধে ইংলণ্ড হতবল হইয়াছেন, কেবল ফরাসী সম্রাটের জন্যে রুষিয়া ইংলণ্ডকে উৎসন্ন করিতে পারেন নাই। ইংলণ্ড অপেক্ষা রুষিয়ার বল অধিক এ সংস্কার উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবের অনেকের আছে। রুষিয়া ক্রমশঃ অগ্রসরও হইতেছেন। বোখারা, খোটান প্রভৃতির দূতগণ গবর্ণর জেনরলের নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিয়া হতাশ হইয়াছেন। ইংলণ্ড রুষিয়াকে ভয় করেন এ সংস্কার ইহাতে আরও বদ্ধমূল হইতেছে। আসিয়ার মধ্যে কাহারও ইংলণ্ডের সমান ক্ষমতা নাই, এই সংস্কার ব্রিটিশ রাজত্বের প্রধান অবলম্বন স্তম্ভ স্বরূপ। বিপরীত সংস্কার এক বার বদ্ধমূল হইলে আর কিছু না হউক সীমার মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ ও দৌরাত্ম্য হইবার সম্ভাবনা আছে।

লার্ড ডেলহাউসি পর্য্যন্ত ইংলণ্ড সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বপ্রতাপ সকলের গোচর করিয়াছেন। লার্ড কানিঙ বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন ব্রিটিশ সৈনিকগণ অজেয়। সর জন লরেন্সেরও ইংলণ্ডীয় প্রতাপ পরিচয়ের কিছু প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক। আমরা এদেশীয় সৈনিকের সহিত ইংরাজ সৈনিকের তারতম্য আলোচনার কথা কহিতেছি না। রুষিয়া [illegible] ইংলণ্ডের ক্ষমতার কত দূর হ্রাস হইয়াছে, এবং কি উপায় অবলম্বন করাই বা কর্ত্তব্য? এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। ইংলণ্ড যদি রুষিয়াকে আর অগ্রসর হইতে না দেন, তাহা হইলে কাবুল, খোটান, বোখারা প্রভৃতি অমে রুষিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবেক এবং ভারতবর্ষের দুষ্টেচ্ছিত লোকেরা রুষিয়ার জয় কামনা করিবে।

এক্ষণে তবে গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য? ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরলের সহিত কাবুল, মধ্যআসিয়া, আরব, ব্রহ্মদেশ ও দ্বীপ সমূহের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। যেখানে ইংরাজ দূত আছেন, সেখানে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ভিন্ন কোন কাজ হইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহে গবর্ণর জেনরলের ক্ষমতা এক প্রকার অসীম। সর জন লরেন্সের সেই সকল স্থানের সহিত পররাষ্ট্রবিষয়িণী রাজনীতি সাধারণের অনুমোদনী কি না বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রা[illegible] বৎসর অতীত হইল সর জন লরেন্স (তখন তিনি পঞ্জাবের প্রধান কমিসনর ছিলেন) দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত খাইবর উপত্যকায় সন্ধি করেন। তখন নিরপেক্ষ রাজনীতি ছিল না, পারস্য ও রুষিয়া অগ্রসর হইতে পারেন এই অভিপ্রায়ে আমীরকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। দোস্তমহম্মদ যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন কাবুল ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকের কপাট স্বরূপ ছিল। কিন্তু শিয়ারআলীর সহিত তাঁর ভ্রাতৃগণের বিবাদকালে গবর্ণর জেনরল দূষণীয় রাজনীতি অবলম্বন করেন। আজিম খাঁকে পঞ্জাবের সীমায় থাকিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া শেষে অস্ত্রসহ কাবুল যাইতে দেওয়া হয়। শিয়ারআলী পদস্থ থাকিতে সর জন লরেন্স আজিম খাঁকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু সম্প্রতি যে এক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতে

গবর্ণর জেনরল বলেন যত দিন আফজুল খাঁ সমুদায় কাবুলের রাজা না হন তত দিন তাঁহাকে আমীর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইউরোপীয় রাষ্ট্রাস্ত্রের ন্যায় এদেশে ইউরোপীয় নিরপেক্ষ রাজনীতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনিষ্টকারিণী। এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া আজিম খাঁ যার পর নাই অত্যাচার আরম্ভ করিয়া যাহাতে সিরাজআলীকে উৎসন্ন করিতে পারেন সেই চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। গবর্ণর জেনরল যদি বলিতেন সিরাজআলী ভিন্ন আর কাহাকে গবর্ণমেণ্ট আমীর বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না, তাহা হইলে কাবুলের লোকেরা তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেন। সিরাজআলীকে দোস্তমহম্মদের নিকটে [illegible] লক্ষ টাকা দিলে তাঁহার জয় [illegible] হইত এবং কাবুল যথার্থই পশ্চিম [illegible]দিগের কবাট স্বরূপ হইত। যেরূপ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আজিম খাঁ যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রকৃত বন্ধুভাব অবলম্বন করিবেন এরূপ বোধ হয় না। ভুটান ও ব্রহ্মদেশে সর জন লরেন্সের রাজনীতি ফলোপধায়িনী হয় নাই। ভুটানের যুদ্ধ ও সন্ধি উভয়ই লজ্জাকর। কর্ণেল ফেয়ার নিজে গিয়া ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত সন্ধি করিতে পারেন নাই। মস্কাটের ইমামের মৃত্যুর পর গবর্ণমেণ্ট যে প্রকারে সলিমকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাতে তাঁহার সহিত অকপট মৈত্রীর আশা করা যাইতে পারে না।

সম্প্রতি এডিনবরা রিবিউএ সর জন লরেন্সের পররাষ্ট্রবিষয়িণী রাজনীতি সংক্রান্ত এক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। লেখক নিরপেক্ষ রাজনীতির অনুমোদন করিয়াছেন। বোধ হয় তিনি এদেশের ভাব জানিতেন না। সর জন লরেন্স সৎ লোক, তিনি যেরূপ বুঝিয়া সেইরূপ কাজ করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ নহে। আমরা প্রস্তাব করিতেছি তাঁহার পূর্ব্বাপর কিঞ্চিৎ [illegible] প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হইতেছে। এদেশীয় অধীনস্থ রাজাদিগকে অবমাননা করিলেই কেবল সে [illegible] প্রকাশ পাইবে না। গবর্ণর জেনরল কাবুল অথবা মধ্য আসিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করুন আমরা এ কথা বলি না, সেটী উন্মত্তপ্রলাপ হইবে। কিন্তু তিনি রুষিয়াকে এ কথা বলিতে পারেন, কাবুল, বোখারা ও খোটানের স্বাধীনতা রক্ষা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের মঙ্গলের জন্য আবশ্যক। হিরাটের বিষয়ে এ কথা বলা হইয়াছে, এই কারণেই দুই বার পারস্যের সহিত যুদ্ধ হয়। বোখারা ও খোটানে ইংরাজ দূত প্রেরণ করা উচিত, ইংলণ্ড যদি প্রকাশ্যরূপে এভিন্ন করেন রুষিয়ার অগ্রসর হইতে সাহস হইবে না। তুরস্কের সহিত রুষিয়ার পুনর্ব্বার যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, এমত স্থলে সম্রাট আলেকজণ্ডার সহজে ইংলণ্ডের শত্রুতাচরণ করিবেন না।

অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্ট শিক্ষাদান চেষ্টা বিফল।

সকলে মিতব্যয়িতার স্বরূপবোধে সমর্থ নহেন। অনেকে মনে করেন, কার্য্য সম্পাদন কালে ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলেই মিতব্যয়িতা হয়, কার্য্য ভাল হইল কি মন্দ হইল, তাঁহারা সে বিবেচনা করেন না। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এটী মিতব্যয়িতার লক্ষণ নহে। ব্যয় সংক্ষেপ করিতে গিয়া যদি কার্য্য মন্দ হয়, তাহাতে মিতব্যয়িতা হয় না। লোকে তাহার ব্যয়কুণ্ঠতা এই নাম দেয়, বাস্তবিক সেটী অপব্যয়িতার অপর নাম। যদি কাজ মন্দ হয়, তন্নিমিত্তে যে কিছু ব্যয় করা যায়, সেসমুদায়ই অপব্যয় সন্দেহ কি? আমরা বাঙ্গলা দেশের মধ্য বিদ্যালয়ের স্কুল ইনস্পেক্টর [illegible] সাহেবকে উল্লিখিত প্রকার মিতব্যয়িতা সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট দেখিতে পাই। গত মাসের শিক্ষাদর্পণ এই দোষের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। শিক্ষাদর্পণের পরিহাসের অংশটী আমাদিগের অনুমোদনীয় নয় বটে কিন্তু তিনি শিক্ষাদর্পণের কটাক্ষ নিক্ষেপের অপাত্র নহেন। তিনি স্বল্পব্যয়ে এদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষাদান চেষ্টার একান্ত পক্ষপাতী। এই চেষ্টা নিবন্ধনই [illegible] হইয়াছে। তিনি বলেন, স্বল্পব্যয়ে ইংরাজী শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সে শিক্ষা কি প্রকার, তাঁহার বিবেচনা করা উচিত। এদেশে "যেমন দাম তেমনি দক্ষিণা" একটী প্রসিদ্ধ কথা আছে, সে শিক্ষা তাহারই অনুরূপ হইয়া থাকে উড্রো সাহেব নিশ্চয় জানিবেন "এক বেঁক্তে শুরুতে মহাভারত" হয় না। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ বিদ্যালয় যে নামমাত্র বিদ্যালয়, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা ও ইনস্পেক্টর উভয়ের স্বল্পব্যয়ের অনুসন্ধানই তাহার মুখ্য কারণ। সে ব্যয় এক প্রকার গর্ত্তপ্রান্তে যায়, বললে অত্যুক্তি হয় না। যদি বল যে কিছু শিক্ষা হয়, সেই লাভ। সে লাভ আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট লাভ জ্ঞান করেন এরূপ বোধ হয় না। এদেশীয়দিগকে সুশিক্ষিত করিয়া উন্নত করিয়া তুলিবেন, গবর্ণমেণ্টের যদি এরূপ অভিপ্রেত হয়, সে গতিকে লাভ জ্ঞান হইতে পারে না। সামান্য ব্যয়ের সামান্য বিদ্যালয় দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা কি? বহুসংখ্য লোককে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার চেষ্টা ও কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া যদি অল্পসংখ্য লোককে ভালরূপ শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা দেশের [illegible] উন্নতির সেতু হইয়া উঠে [illegible]

মিসনরি বিদ্যালয়, নগর ও মফস্বল
পুলিষ, নগর ও মফস্বল আদালত প্রভৃ
তের এত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় কেন ?

দুর্ভিক্ষ।

উৎকলের লোকদিগের কষ্ট ক্রমশঃ
বৃদ্ধি হইতেছে। কটকের সহকারী মাজি
ষ্ট্রেট ওয়েবষ্টর সাহেব রিপোর্ট করি-
য়াছেন, দুটী পরগণা ব্যতিরেকে কেন্দ্রাপাড়ায় যে শস্য আছে তাহা দুই
মাসের অধিক কাল লোকের জীবন
ধারণে পর্য্যাপ্ত হইবে না। এক্ষণে গবর্ণমেন্টের অন্নছত্রে অন্ন প্রস্তুত করিয়া
নির্দ্দিষ্ট দরে বিক্রয় করা হইতেছে, কিন্তু
যাহাদিগের কিঞ্চিৎ আত্মাভিমান আছে,
তাহারা ইহা গ্রহণ করিতেছে না। ইহা
দিগের সংখ্যা অল্প নহে। চাউল বিক্র
য় ব্যবস্থাতেও তাদৃশ কাজ হইতেছে
না। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা দিয়াছেন যাহারা নিতান্ত অপারগ, তাহাদিগকে চাউল অথবা অন্ন দেওয়া হইবে।
কর্ম্মক্ষম হইলেই পরিশ্রম করিতে হইবে।
স্ত্রীলোকদিগকেও এই নিয়মের অন্তর্গত
করা হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা ফলোপ-
ধায়িনী হইতেছে না। ওয়েবষ্টর বলেন
নিতান্ত বিপদাপন্ন না হইলে উচ্চজাতীয়েরা আগমন করেন না এবং মৃত্যু নিকট
না হইলে স্ত্রীলোকেরা বাটী হইতে বহি
র্গত হন না। যে সকল স্ত্রীলোক অন্নছত্রে
আইসে, তাহারা প্রায় বেশ্যাতুল্য ব্যভি
চারিণী হইয়া পড়ে। ইহার অপেক্ষা
শোচনীয় অবস্থা আর কি আছে ? এক
শত ফুট কাজ করিলে তিন আনা মজুরি
দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা এত কাজ
করিতে পারেন না। কিন্তু সর সিসিল
বিডন এত কাজ না করিলে অন্ন দিবেন
না !! উড়িষ্যায় যে এত লোক কি
দুঃখে প্রাণত্যাগ করিল, পাঠকগণ বোধ
[illegible]

জাতিভেদ আছে। যেখানে জাতিভেদ
প্রবল, তত্রত্য উচ্চজাতীয় পুরুষেরা কর্ষণ
বহনাদি নীচ কার্য্যে প্রাণান্তেও যায় না,
স্ত্রীলোকের ত কথাই নাই। এটী বীডন
সাহেবের জানা উচিত ছিল। কারণ
তিনি এদেশে বহুকাল আছেন ও বহু
দর্শিতার অভিমান করেন।

ওয়েবষ্টর সাহেব আর এক স্থানে
লিখিয়াছেন "জমীদারেরা কৃষকদিগের
আশ্রয়দানে একান্ত অসমর্থ হইয়াছেন।
তাঁহাদিগের ঘরে অন্ন নাই, টাকা নাই,
কর্জ্জ চাহিলেও কেহ তাহা দেন না।"
অতএব তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে
স্থলে চাউল বিক্রয় করা হইবে, তথায়
২।।০ টাকা মণ কোন কোন স্থলে ২ টাকা
মণ বিক্রয় করা কর্ত্তব্য। আর স্ত্রীলোকদিগের পরিশ্রম আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে সুতাকাটা প্রভৃতি গৃহে বসিয়া
যে কাজ হয় তাহা দেওয়া উচিত। কৃষকেরা যাহাতে ভবিষ্যতে কষ্ট না পায়,
তাহার উপায়বিধানার্থ বীজধান দেওয়া
আবশ্যক। এ প্রস্তাবগুলি উৎকৃষ্ট
সন্দেহ নাই। এস্থলে আমাদিগের বিশেষ
বক্তব্য এই, অবস্থাভেদে দান করিবার
কল্পনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা
কর্ত্তব্য। কোন্ ব্যক্তি সে প্রভেদ করিবেন ? দুই বৎসর হইল দুর্ভিক্ষ হইয়াছে,
যাঁহার যে সঙ্গতি ছিল, তাহা নিঃশেষিত
হইয়াছে। অতএব যে ব্যক্তি আশ্রয় চাহিবেন, তাঁহাকেই আশ্রয় দেওয়া হইবে,
এই নিয়ম করাই কর্ত্তব্য। অপর কর্ত্তব্য
এই, অন্নছত্র উঠাইয়া দিয়া প্রতিগ্রামে
ও প্রতিপল্লীতে চাউল বিতরিত এবং
প্রতি মণ ২ টাকার অধিক না হয়, এরূপ
মূল্যে বিক্রয় ব্যবস্থা করা হউক। তাহাতে এই ইষ্টলাভ হইবে, যাহাদিগের
কিছুমাত্র সঙ্গতি নাই, তাহারা বিতরিত
তণ্ডুল গ্রহণ করিবে, আর যাহাদিগের
কিছু সঙ্গতি ও অভিমান আছে, তাহারা

ক্রয় করিবে। যে কোন উপায়ে প্রজার
প্রাণরক্ষা হয়, গবর্ণমেন্টের তাহাই করা
কর্ত্তব্য। অপর, স্ত্রীলোকদিগকে খাটাইয়া
লইবার প্রস্তাব এককালে পরি[illegible]
করাই কর্ত্তব্য। উচ্চজাতীয় স্ত্রীলোকে
প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি তাহাতে
সম্মত হইবেন না।

—:•:—

কোরহাটীস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন;—

১। পাইকপাড়া নিবাসী এক জন প্রসিদ্ধ শিকারী ব্যাঘ্র শিকার করিতে যাইয়া
দৈববশতঃ তাঁহার এক অনুচরকে আঘাত করিয়াছেন। বন্দুক ছিটা গুলিপূর্ণ ছিল বলিয়া
হতভাগ্য অনুচর ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ ও মৃতকল্প হইয়াছে। আহত ব্যক্তি চাকদহ বিডকোর্ট হাস্পিটালে নীত হইয়াছে। জীবন সংশয়। স্থানীয়
পুলিষ কর্ম্মচারিগণ ইহার অনুসন্ধান করিয়া
শিকারী প্রভৃতি কয়েক জনকে ধৃত করিয়া ফৌজ
দারীতে প্রেরণ করে। কিন্তু আহত ব্যক্তি ও
অপর কতিপয় সাক্ষীর সাক্ষ্যে মাজিষ্ট্রেট
সাহেব আসামীদিগকে নিষ্কৃতি প্রদান করিয়াছেন। মনুষ্যের প্রতি গুলি করা শিকারীর
উদ্দেশ্য ছিল না ইহা সপ্রমাণ হয়। মাজিষ্ট্রেট মহোদয় কেবল নিষ্কৃতি দিয়া ক্ষান্ত হয়েন
নাই, তিনি "এরূপ ব্যক্তিকে ধৃত করা অন্যায়
হইয়াছে" বলিয়া পুলিষ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি
অসন্তোষ ও ক্রোধ প্রকাশ করেন। শিকারী
ব্যক্তি এক জন সম্ভ্রান্ত লোক।

২। কোরহাটীর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে ভদ্র
কুলোদ্ভবা ষোড়শ বর্ষীয়া এক গর্ভবতী কামিনী
কু চিকিৎসা দোষে দেহত্যাগ করিয়াছেন। একদা
রাত্রি দুই দণ্ড থাকিতে ঐ বামা কোন কার্য্য
বশতঃ একাকিনী বাহিরে আইসেন এবং তৎপরে
গৃহে যাইয়াই উদর বেদনায় কাতর ও অস্থির
হইয়া পড়েন। এরূপ অবস্থা দেখিয়া বাটীর
সকলে প্রত্যুষ সময়ে ঘরের বাহির হওয়াতে
প্রেতপ্রথা বিবেচনা করিতে লাগিল। ক্রমে দুঃখ
তীর উদর বিষূচিক রূপে স্ফীত হইয়া উঠিল।
কুসংস্কারাবিষ্ট লোকেরা ওঝা, বৈদ্য দ্বারা ইহার
নানাবিধ অবৈধ চিকিৎসা আরম্ভ করাইল। মহাশয়! ওঝায় কি করিবে? কষ্টপুত্রে যে অজ্ঞের
গুণ দুষ্ট হয়? যাহার অন্তর বিকারে জর্জ্জরিত
তাহাকে জলসেক করিলে কি তাহার ক্লেশ
অপনীত হইবে? কখনই না। এক্ষণ মহামতগণ

আপনা, ব…পুস্তক…পাঠ ও…কবিত…করিলেন …কিছুতেই কিছু হইল না। …হইলে আমোদ…একাপ…না…বলিবা…তুহকারী ইহা বড় দুঃখের বিষয়…চিকিৎসা…ইন্সপেক্টর…হইয়া উঠে। তখন…কোন গতিকে…প্রাণ…দৌভাগ্য না হইলে প্রাণ…বাহাদুর…অভাব…গবর্ণমেন্টের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

৩। বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি সম্বন্ধে এত দিন নিতান্ত বিশৃঙ্খলা ছিল। কতিপয় বৎসর হইল ইনস্পেক্টর মহোদয় পাঠ্যপুস্তক নিরূপিত করেন বলিয়া পরীক্ষার্থীদিগের কথঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপিও অনেক বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে। দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল, মহামান্য ডাইরেক্টর মহোদয় মাইনর স্কলারশিপ পরীক্ষার নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছেন, কিন্তু এই পরীক্ষার পাঠ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা দেখিতেছি না। ইহাতে পরীক্ষার্থিগণ কি প্রকার ক্ষোভ ও দুঃখ পাইয়া থাকে বলা যায় না। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে সমস্ত বৎসর এক রকম পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে, পরীক্ষাকালে পুস্তকান্তর হইতে প্রশ্ন আইসে। ইহা কত দূর অন্যায়, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। …আশ্চর্যের বিষয় এই যে, …পাঠ্যাদি…বঙ্গ…দেশীয়…প্রিয়তাবা…তাঁহার…অতএব অতিশয় বিনীত ভাবে এই অনুরোধ, বঙ্গদেশের …ইনস্পেক্টর) …পরীক্ষার পাঠ্য…নির্দিষ্ট করিয়া দেউন।

৪। কতিপয় দিবস গত হইল, নবাবগঞ্জ ষ্টেশনের অধীন …গ্রামে এক বিধবা…এক দিন তাহার পাঁচ বর্ষ বয়স্ক একটী পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নদীতে স্নান করিতে যায়। মাতা …স্নান করাইয়া ঘাট হইতে …কিয়দ্দূরে রাখিয়া স্বয়ং আবার পুনরায় ঘাটে যায়। অনন্তর স্নান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুত্রটীকে যেখানে রাখিয়াছিল সেই স্থানে যাইয়া দেখিল পুত্রটী তথায় নাই এবং চতুর্দ্দিকে (যত দূর দৃষ্টি চলিতে পারে তত দূর) দৃষ্টিপাত করিয়া কোথাও দেখিতে পাইল না। ইহাতে সে হা হতোস্মি বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহে …কিন্তু কোথাও দেখিল না। পরে গ্রাম মধ্যে এই সংবাদ বিস্তারিত হইলে পুত্রের অন্বেষণ হইতে লাগিল। দুই দিন পর এক ব্যক্তি …দেখিল একটী শব তটসংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সম্মুখে যাইয়া অবলোকন পূর্ব্বক উহাই …মৃতদেহ স্থির করিল। …বিধবার একমাত্র সন্তান ছিল; বড়ই শোচনীয় ঘটনা!!!

তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। এখানকার মিউনিসিপাল …অধীন …কমিটির …নাই। তাঁহাদিগকে ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অধীন হইতে হইয়াছে। তাহাদিগের মাসিক বেতন ও পরিচ্ছদ প্রভৃতির ব্যয় সকলই কমিটী যোগাইতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে পুলিসের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইতেছে। পুলিস সদয় হইয়া স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

২। অত্রত্য পবলিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র ও ওভরসিয়ারে অতিশয় বিবাদ চলিতেছে। এক দিন ওভরসিয়ার সাহেব আসিষ্টাণ্ট সাহেবের বাটীতে গমন করেন। কিন্তু আসিষ্টাণ্ট মহাশয় তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন না। তাহাতে ওভরসিয়ার কুপিত হইয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন। ক্রমে উভয়ে বিলক্ষণ বাগ্যুদ্ধ হইয়া গেল। পরিশেষে উভয়ে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের নিকট রিপোর্ট করিলেন। বিচারে ওভরসিয়ার মহাশয়কে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিরে অন্যায় অপমান করিবার অপরাধে দণ্ডিত করা হইয়াছে। পরে এক দিন ওভরসিয়ার আসিষ্টাণ্ট সাহেবের বাটীর সম্মুখস্থ পথ দিয়া সস্ত্রীক গমন করিতেছিলেন। শেষোক্ত মহাশয় তাঁহাকে যার পর নাই অপমান করেন। ওভরসিয়ার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিলেন; আসিষ্টাণ্ট সাহেবের ৫০ টাকা দণ্ড হইয়াছে। কর্ম্মচারিদিগের পরস্পর এরূপ ব্যবহার দর্শন করিয়া সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

৩। গত ২ রা ফেব্রুয়ারি রজনীযোগে এ অঞ্চলের কোন কোন স্থলে প্রবল ঝড়বাত্যা শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলাগুলি এত বৃহৎ যে তাহাতে ভিন্ন গৃহ ভেদ করিয়া পতিত হইয়াছিল। তাহাতে বহুসংখ্যক …পতিত হইয়া গবাদি অনেক পশুর প্রাণনাশ হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে কোন মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হয় নাই।

৪। এখানে দিন দিন তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া সকলে সশঙ্কিত হইয়াছেন।

কালনাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

প্রায় ১৫ দিন গত হইল কালনার নিকট …প্রামে গোলাম রহমন চৌধুরীর বাটীতে দিনের বেলায় ৩০০ লোক (লাঠিয়াল) উপস্থিত হইয়া বিশেষ অত্যাচার সহকারে লুঠ করিয়াছে। বাদিগণের এজেহারে জানা গেল নগদ ২৪০০০ টাকা নোট [১২০০০ টাকার অলঙ্কার প্রভৃতি ৪০০০ হাজার টাকা মোট ৪০০০০ সহস্র টাকা অপহৃত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অপমান করা হইয়াছে। অধিক কি সে সময়ে মহারাণীর রাজ্য এরূপ বোধ ছিল না। …নিবাসী মুন্সি নবাবজানের সহিত উক্ত গোলাম রহমানের অনেক দিন পর্য্যন্ত বিবাদ হইয়া আসিতেছিল। শুনিলাম উহার উপরেই এই দোষ অর্পিত হইয়াছে। অত্রত্য পুলিস ইনস্পেক্টর ও বর্দ্ধমানের পুলিস ইনস্পেক্টর এবং আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট …সাহেব উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান করিতেছেন। ৩০। ৩২ জন লোক দোষী বলিয়া ধৃত হইয়াছে সকলেই হাজতে আছে। মুন্সি নবাবজানকে ধৃত করিবার বিশেষ চেষ্টা করাতে তিনি স্বয়ংই …হাজির হইয়াছেন। ইহাঁর অর্থের অপ্রতুল নাই। এখনই কৌন্সলি …সাহেবকে আনা হইয়াছে। সাহেব অনেক তর্ক বিতর্ক করাতে নবাবজান ১০০০০ হাজার টাকার জামিন দিয়া হাজির আছেন। যাহা হউক, আমরা এই বলি যে অত্যাচারটী অতি গুরুতর। আমাদের নূতন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট প্রাণনারায়ণ সিংহ বাহাদুর যেন জান করিয়া এবিষয়ের বিচার করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শাসনাধীনে এখনও এমন অত্যাচার! এদি দিনে ডাকাইতী!!

এখানকার চৌকীদারী টাক্স যে অত্যন্ত অধিক ধার্য্য হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লেখা হইয়াছে। একণে পুনরায় নূতন বন্দোবস্তের সময় উপস্থিত। এখানে দ্রব্যাদির উক্ত মূল্য নিবন্ধন লোকের বিশেষ ক্লেশ হইয়াছে. ইহার উপর আর টাক্স পীড়ন সহ্য হইবে না। এবিষয়ে ডেপুটী বাবুর একটু করুণ দৃষ্টি থাকে, এই প্রার্থনা। এখনও বলিতেছি যা যে এই ডিপার্টি…

...টের কর্ম্মচারিগণের বেতন ও রাস্তা প্রভৃতি ...দের ব্যয়োপযোগী যে অর্থ তাহা না লওয়া ।। এ অংশে যত ব্যয় হইবে সে পরিমাণে ...তে কাহারও আপত্তি নাই। এক্ষণে ইহার ...সিক ব্যয় অবগত হইলাম। টাক্স সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের বেতন ৮৭ টাকা চৌকীদারগণের বেতন ৩০৯ টাকা। আর রাস্তা প্রভৃতি সংস্কারের জন্য মাসে মাসে ২০০ টাকা রাখিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। তাহা হইলেও ৫৯৬ টাকা টাক্স আদায় হইলেই সকল কাজ নির্ব্বাহ হইতে পারে। কিন্তু ৭৬৩ টাকা আদায় হইতেছে। বিবেচনা করিলে ১৬৭ টাকা ও অনায়াসেই ত্যক্ত হইতে পারে, অধিকন্তু যদি রথে মাসে মাসে ২০০ টাকার কিছু কম রাখা হয়, তবে আরও অল্প টাক্স হইতে পারে। ডেপুটী বাবু দীন দুঃখীদিগের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া যাহাতে অবস্থানুসারে টাক্স ব্যয় হয় তাহাও করিবেন এই অভিলাষ।

এখানকার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু অভয়াচরণ বসু ২২৮ টাকা করিয়া পেন্সন লইয়া কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত কার্য্যকুশল লোক ছিলেন। ইনি ইংরাজীতে সীতার জীবন চরিত লিখিয়াছেন। এক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া কিছুদিন বিশ্রাম সুখ অনুভব করুন। এলাক্ত সেখের সাত বৎসর মিয়াদের কথা লিখিয়াছিলাম, কিন্তু হতভাগ্য ঐ সাত বৎসর দ্বীপান্তর বাস করিবে শুনিলাম। আমাদের নূতন মুন্সেফ বাবু গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কার্য্য দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আমরা কিছু দিন কার্য্য না দেখিয়া কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না।

এখানে চাউলের মূল্য এক্ষণে ২৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আর অধিক না হইলেই মঙ্গল। দ্বিগুণ অন্নের মূল্য এখন অধিক আছে।

—:•:—

বিবিধ সংবাদ।

৭ ই ফাল্গুন সোমবার।

পঞ্জাবের কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ দিবার জন্য এক কোম্পানি হইতেছেন। অসঙ্গত কুসীদগ্রাহী মহাজনদিগের হস্ত হইতে কৃষকদিগকে রক্ষা করা কোম্পানির উদ্দেশ্য। জমীদারের ভূম্যাধিকারী কৃষকদিগের যাহা থাকে, মহাজনেরা তাহা গ্রাস করেন। ইহঁদিগের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয় এটি বিশেষ আহ্লাদের বিষয়।

পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তব্য করিয়াছেন বটে ... [illegible] ... পুনরুদ্ধৃতির চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নাই। পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন জেলার লোকদিগকে সংস্কৃত ও পারসের প্রতি অধিকতর যত্নবান করিবার উদ্দেশে রণজিৎ সিংহের সভাপণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ ও মির্জা খাওয়ারকে জলন্ধর অম্বালা লুধিয়ানা প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিয়াছেন। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ একজন বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মির্জা খাওয়ার একজন প্রসিদ্ধ কবি। আসিয়াখণ্ডের ভাষার লোপ হইয়া যায় যাঁহারা এরূপ অভিপ্রায় করেন, তাঁহাদিগের দুরভিপ্রায় সন্দেহ নাই।

মে সাহেব লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হইলে সর জর্জ্জ ইউল গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলের সভ্য হইবেন।

উইলসন, আপষ্টন ও নিকোলাস নামক তিনজন লোকার বোম্বাইয়ের এক মাদোয়ারির দোকানে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বধ ও দুই জনকে ভয়ানক আঘাত করাতে তত্রত্য প্রধানতম বিচারালয় তাহাদিগের মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছেন।

বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্ত কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া এখানকার প্রধানতম বিচারালয়ে ... জন এতদ্দেশীয় বারিষ্টর হইলেন।

মক সাহেব দুর্ভিক্ষ কমিসনর হইয়া উৎকলে গমন করিয়াছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের চাউল বিতরণ করিবেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাধীনে থাকিবেন এবং দুর্ভিক্ষ নিবারণ সভার সহিত পত্রাদি লিখিবেন। মক সাহেবের উপরে কটকের কমিসনরের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। গবর্ণমেণ্ট ও দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার ক্ষমতা পরস্পরবিরোধিনী হইবে না ত?

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে, সিয়ার আলি খাঁ পদচ্যুত হইয়াছেন। আজিম খাঁ যুদ্ধে যে আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। একজন দুশ্চেষ্টিত সিপাহী আফজুল খাঁকে হালাহিলে বধ করিয়াছে। সংবাদ সত্য হইলে আবদুল রহমন খাঁ সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।

লার্ড ক্র্যানবোরণ মহাসভায় বলিয়াছেন, রায়তদিগের স্বত্বের বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে এক পত্র লিখিবেন। ১০ আইনে প্রজাদিগের যে স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা রহিত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। এবং আমরা ভরসা করি গবর্ণমেণ্ট এচেষ্টাও করিবেন না। তবে ভূমিসংক্রান্ত আইন একত্র সংগ্রহ করিয়া জমীদার ও প্রজার স্বত্ব স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত করা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে।

রাজেন্দ্র মল্লিক রায় বাহাদুর দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থ ৫০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং প্রতিমাসে ৫০ টাকার হিসাবে দিবেন। অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও অগ্রসর হউন।

আমরা অবগত হইলাম অযোধ্যার নবাব ৮০,০০০ টাকা দিয়া বাবু রাজেন্দ্র মল্লিকের চিড়িয়াখানা ক্রয় করিয়াছেন। নবাবের পক্ষী পুষিবার এমনি সক যে চীন হইতেও বহু ... আইসে তাঁহার লোকেরা দুর্ভিক্ষের মধ্যে গমন করিয়া যাবতীয় উত্তম পক্ষী ক্রয় করেন। সক মন্দ নয়। কিন্তু স্বদেশীয়দিগের প্রতিও একবার পক্ষীর ন্যায় দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য।

২ রা মার্চ্চ টৌনহালে মুসলমান সাহিত্য সভা হইবে। লার্ড মেনিয়র আসিবেন বলিয়া সভার অধিবেশনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতেছে।

জানুয়ারি মাসে কলিকাতা হইতে ২৪,৬১,০২৫ টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে পুনর্ব্বার গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। কর্ণেল ফেয়ার প্রত্যাগমন করাতে অনেকে রাজার ক্ষমতা লোপের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন। রাজা কেবল মধ্যে মধ্যে আত্যন্তিক নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়া কতক লোককে বধ করিতেছেন। দেশের সকল অংশে বিশৃঙ্খলা হইতেছে। এই হতভাগ্য দেশ এক্ষণে লুঠ ও হত্যার স্থান হইয়াছে। বোধ হয় ইহার স্বাধীনতা লোপ অধিকতর দূরবর্ত্তী নহে।

মহাসমারোহে আগরায় প্রদর্শন আরম্ভ হইয়াছে। সহস্র সহস্র লোকে ইহা দেখিতে আসিতেছেন। উত্তম উত্তম কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যসকল প্রেরিত হইয়াছে।

ফিন্দুপেট্রিয়ট প্রবণ করিয়াছেন দুর্ভিক্ষ কমিসন আর দুই মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে পারিবেন না। কিন্তু তাঁহারা শীঘ্র দুর্ভিক্ষের কারণ এবং এতৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট কি করিয়াছেন তাহার রিপোর্ট প্রদান করিবেন। ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ না হয় এবিষয়ে দ্বিতীয় রিপোর্ট হইবে। দুর্ভিক্ষ কমিসন অল্পমাত্র সময় উৎকলে অতিবাহিত করিয়াছেন অতএব তাঁহাদের রিপোর্ট সন্তোষজনক হইবে কি না সন্দেহ স্থল।

৮ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

গত রাত্রিতে ভবানীপুরের বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে সর ... বীডনের সম্মানার্থ এক ভোজ ও নৃত্য হয়। ... জেনরল, সর উইলিয়ম মান্স ফিল্ড প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও বিস্তর এতদ্দেশীয় ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন। আহূত ব্যক্তিদিগের আমোদের জন্য শীক লেমোনেড ও ইউরোপী ...

যাইতে [illegible] সেনাদলের বাদ্য [illegible]। মাদ্রাস [illegible] বিলাতে [illegible] ক্যাপ্টান [illegible] এক দল বাই আমাদিগের [illegible] তাঁহাদিগের [illegible] সমবেত বাদ [illegible] উপলক্ষে [illegible] ডিউক [illegible] ভূমণ [illegible] এবং [illegible] প্রকাশ করেন। [illegible] বিলাত [illegible] বাদ্য শ্রবণ করিয়া [illegible] "তিনি এরূপ মিষ্ট স্বর [illegible] নাই।" [illegible]

[illegible] সঙ্গীত [illegible] বিশেষ আনন্দ লাভ [illegible] নিয়মের মতে [illegible] উৎকৃষ্ট বাদ্য এবং অনেক [illegible] সমবেত দলের অধ্যক্ষ বাবু যদুনাথ দত্ত [illegible] ও গীতগুলি ইংরাজীতে সাঙ্কেতিক চিহ্নে লিখেন। ইহাকে [illegible] বলা যাইতে পারে। এ সকল বাবু যদুনাথ [illegible] প্রস্তুত হয়। ইনি এক জন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ লোক। এই দলটী একণে নগরের সর্ব্বপ্রধান হইয়াছে। দলের সম্পাদক বাবু অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible] যোগ। গবর্ণর জেনরল [illegible] দুই প্রহরের [illegible] চলিয়া যান, এবং [illegible] বাবু জগদানন্দ [illegible] সাক্ষাৎ লাভ [illegible]।

১৮৬৪ অব্দের [illegible] আইন ও ১৮৬৫ অব্দের [illegible] আইন অনুসারে ১৮৬৫। ৬৬ অব্দে [illegible] আয় ৪,০০,৯১৭) [illegible] ব্যয় হয়। ১,২২৬৭২৯৫ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে।

১০ ই ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয়, তাহাতে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ৩ লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছেন। এপ্রকার লাভ হইলে কোম্পানি শীঘ্র অংশীদিগকে শতকরা পাঁচ টাকার অধিক দিয়া গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইবেন। তাঁহারা স্ত্রীলোক শকট প্রস্তুত ও তৃতীয় শ্রেণির আরোহিদিগের প্রতি অধিকতর সদ্ব্যবহার করিলে অধিকতর লাভবান হইতে পারিবেন। ষ্টেসন মাষ্টারেরা [illegible] বাণিজ্য দ্রব্য প্রেরণকালে [illegible] করেন না এদিক ওদিক করিয়া থাকেন। এটি [illegible] করা আবশ্যক। [illegible] সমূহ হইতে ষ্টেসনমাষ্টার [illegible] হইলে এই অনিষ্টের নিবারণ হইতে পারে।

১ লা মার্চ অবধি আগরা ব্যাঙ্ক পুনর্ব্বার [illegible] করিবেন। [illegible] ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত [illegible] তাঁহাদিগের টাকা এককালে ঐ দিবসে [illegible] হইবে। ইহার অধিক যাঁহারা পাইবেন [illegible] দিগকে প্রতি টাকায় [illegible] আনা [illegible] অবশিষ্ট টাকার জন্য খত দেওয়া হইবে। [illegible] ৫ টাকা সুদ চলিবে। [illegible] যে কত লোকের আহ্লাদ হইবে বলা যায় না।

বালেশ্বরে পুনর্ব্বার দুর্ভিক্ষের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। খাদ্য দ্রব্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট পবলিকওয়ার্ক বিভাগের কর্ম্মচারিদিগকে মজুরদিগের বেতন [illegible] আজ্ঞা দিয়াছেন।

ইৎ [illegible] ছুল হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, তথায় [illegible] রোগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে [illegible] জন এই রোগে প্রাণত্যাগ করিতেছে। [illegible] মজুরা [illegible] করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, এবং আবাদিত সকল নষ্ট হইয়াছে। ইহার কি কোন প্রতিকারের উপায় নাই?

১৯ ই ফাল্গুন বুধবার।

সিবিলিয়ান ই, এবলিট [illegible] সাহেব দুর্ভিক্ষ নিবারণী সভার অধীনে উৎকলে বিশেষ কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন। এচ, [illegible] আই, উড ও [illegible] সাহেবের সেক্রেটারি হইয়াছেন। অল্প কালের মধ্যে উড উড সাহেবের অপেক্ষা কেহই অধিক পরিশ্রম করেন না। দুর্ভিক্ষ গত হইলে [illegible] তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হইবে।

এমত জনশ্রুতি ইডেন সাহেব সর সিসিল বীডনের সহিত ইংলণ্ডে যাইতেছেন। আপাততঃ এস, সি, বেলি সাহেব বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সেক্রেটারি হইবেন। গ্রে সাহেব লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হইলে ডাম্পিয়র সাহেব সেক্রেটারি হইবেন, সকলের এই বিশ্বাস। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, এচ, এল, হারিসন সাহেব গবর্ণমেণ্টের জুনিয়র সেক্রেটারি হইয়াছেন।

সম্প্রতি টেম্পল সাহেব হোসাঙ্গাবাদে দরবার করিয়া একত্রিত সর্দ্দারদিগকে বলিয়াছেন উক্ত বিভাগে তুলা ও গম যথেষ্ট জন্মিতে পারে। এই দুই দ্রব্যের এক্ষণে বিশেষ কাটতি। গত কয়েক বৎসর হোসাঙ্গাবাদে ৭৭০০০ টাকা সাধারণ দাতব্য স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে, অতএব সর্দ্দারগণ এখন আপনারা চেষ্টা পাইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করেন, এটি আশা করা যাইতে পারে। টেম্পল সাহেব এবিষয়ে যত্নবান ৩১ জন সর্দ্দারের নামোল্লেখ করিয়াছেন (টেম্পল সাহেবের এই সকল বিষয়ে অনুরাগ আছে, এবং দেশের প্রথম অবস্থায় তাঁহার ন্যায় লোকের দ্বারা যথার্থ কাজ হয়। আমরা দুঃখিত হইলাম, তিনি এমত সম্মানের পদ ত্যাগ করিয়া বিদেশ সেক্রেটারির পদ গ্রহণে উদ্যত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবানুসারে [illegible] মেদিনীপুরের জলসেচন কোম্পানিকে টাকা কর্জ্জ দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। কোম্পানি ১২ লক্ষ টাকা ছয় মাসে চাহেন। তাঁহারা আপাততঃ ১৫০০০ লোক খাটাইতেছেন, এই টাকা পাইলে ৪০,০০০ লোক লইতে পারিবেন। তিনটি খাল আরম্ভ হইবে। ইহাতে অনেক দরিদ্রের উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

[illegible] নামক এক জন যুবক ইটালিয়ান [illegible] এক জাল টিকেট লইয়া টৌনহলের [illegible] প্রবেশ করাতে তাহাকে পুলিসে অর্পণ করা হইয়াছে। [illegible] মাডামজ্যানা বিশপের এক জন [illegible] টৌনহল আনা বিশপের জন্য ৫ খানি টিকেট প্রেরণ করেন, এক দিবস [illegible] দুই জন এতদ্দেশীয় বেশ্যা লইয়া সংগীত শ্রবণ করিতে যায়। পর দিবস আনা বিশপের নাম কর্ত্তন করিয়া আপনার নামে টিকেট করাতে তাহাকে পুলিসে দেওয়া হইয়াছে।

দিল্লীগেজেটের বাহুলিকস্থ সংবাদদাতা বলেন, সম্প্রতিকার যুদ্ধের পর জনরব হয় আমীর সেয়ার আলী হত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার পরিবারগণ শোক করাতে আফজুল খাঁ তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া সান্ত্বনা করেন। আফজুল খাঁ আমীরের কনিষ্ঠ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বলেন "আমাদিগের দোষ নাই, সেয়ার আলী খাঁ আমাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করাতে বিবাদ হইতেছে।" মুসলমান রাজকুমারদিগের পক্ষে এ ব্যবহারটী আশ্চর্য্য বটে। সেয়ার আলী খাঁ আফজুল খাঁ ও আজিম খাঁ হত হইয়াছেন। এসংবাদ সত্য বোধ হইতেছে। জনরব উঠিয়াছে আফজুল রহমন খাঁ আমীর হইতেছেন। সেয়ার আলী খাঁ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট আফজুল খাঁকে আমীর বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু একটু এক [illegible] না হইলে সেয়ারআলীই সকল ভ্রাতার মধ্যে উপযুক্ত ও সদাশয়।

আমরা টাইমস অব ইণ্ডিয়া পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, খান্দেশের কালেক্টর সম্পূর্ণ ভেজাল বিবেচনায় তত্রত্য বিস্তর তুলা নষ্ট করিয়াছেন। ব্যবসায়িগণ একবারে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, এবং সকলে বলিতেছেন উত্তম অমিশ্রিত তুলা নষ্ট হইয়াছে। তুলায় ভেজাল হইলে জরিমানা করাই আইন, খাদ্য দ্রব্য নয় যে শরীরের হানি হইবে। [illegible] অতিশয় অন্যায়

[illegible] আমরা [illegible] যদি পর [illegible] এই [illegible] প্রতি বিশেষ [illegible] দিবেন।

[illegible] বলেন, আমাদের যে [illegible] রাজকুমার [illegible] পুলিশের নজরবন্দীতে [illegible] তাঁহারা [illegible] এতকালে নিরাপদ [illegible] ঐ সুযোগে পলা- [illegible] করিয়াছেন। [illegible] বলে পলায়ন [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] কর্ণেল [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] করিবেন এজন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা [illegible] তজ্জন্য ইউরোপীয় সমাজ এক [illegible] করিবেন। এক্ষণ [illegible] হইতেছে। কর্ণেল [illegible] ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতার [illegible] করিবেন। আমাদের [illegible] [illegible] হইয়াছে।

১০ ই [illegible]

আমরা অবগত হইলাম [illegible] রেলওয়েতে [illegible] গবর্ণমেণ্টের [illegible] করিবার জন্য কলিকাতায় এক সভা হইয়াছে। [illegible] এতদ্বারা অনেক [illegible] হইবে।

[illegible] রেলওয়ে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরও [illegible] [illegible] এই [illegible]

[illegible] সময়ে [illegible] একজন ইউরোপীয় [illegible] বাস করে। সম্প্রতি সে [illegible] করিয়া [illegible] ১২০০ টাকা লইতে [illegible] [illegible] স্ত্রী ও [illegible] [illegible]

[illegible] একা [illegible]

[illegible] কথা বলেন। ইউরোপীয় [illegible] এবং [illegible] কার্য্যের [illegible] স্বীকার [illegible] এক [illegible] প্রতি [illegible] [illegible] অবধি আমার [illegible] বোম্বাইয়ের [illegible] [illegible] [illegible] সহিত [illegible] [illegible] করিয়া আসিতেছেন। যে ব্যক্তির কার্য্য [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] নাই বলিয়া [illegible] যাইতে হইল।

কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] স্থির করিয়াছেন, [illegible] ব্যক্তি বি এ পরীক্ষা দিতে আসিবেন তাঁহাদিগকে কোন [illegible] অথবা বিদ্যালয়ের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট হইতে এই সার্টিফিকেট আনিতে হইবে "তাঁহাদিগের উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে।" এটী [illegible] সাহেবের প্রস্তাবে হইতেছে। এনিয়ম অতিশয় অন্যায় [illegible] কাঁহার [illegible] হওয়া কঠিন হইবে। [illegible] এনিয়মের প্রয়ো[illegible] কি? [illegible] সাহেব সর সিসিল বিড- [illegible] কার্য্য করিতে- [illegible] অধিক [illegible] দিলে তাঁহারা [illegible] [illegible] হইবেন না, তাঁহার নিকটে আর কি [illegible] করা যাইতে পারে?

১১ ই [illegible]

আমরা শুনিয়া [illegible] হইলাম ঢাকাপ্রকাশ, [illegible] প্রভৃতি কয়েক খানি সংবা- [illegible] হইতে কিছু কিছু [illegible] পাই [illegible] ডিরেক্টর সাহেব [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] মেডিক্যাল আসোসি- [illegible] বাবু [illegible] এলোপেথি ও হোমিও- [illegible] একটী বক্তৃতা করেন। [illegible] হোমিওপেথির সমক্ষ উপকা- [illegible] বাবু [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] ক্রোধ ও বিদ্বেষ প্রক- [illegible] কিছু মাত্র [illegible] [illegible] একদিক হইতেও [illegible] বিশ্বাসের বিপরীত কথা [illegible] পারি না।" হোমিওপেথির উপর [illegible] [illegible] আমরা তাহার উপা- [illegible]

[illegible] ইচ্ছা [illegible] আত্মীয় [illegible]

৩১ এ [illegible]

[illegible] টাকার [illegible]

আমরা [illegible] রেলওয়ে [illegible] করিয়াছেন।

১২ ই [illegible]

[illegible] গেজেট বলেন, "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা স্থির করিয়াছেন, যে সকল ছাত্র এল, এ, অথবা বি, এ, পরীক্ষার প্রার্থী হইবে, তাহাদিগকে এরূপ সার্টিফিকেট উপস্থিত করিতে হইবে, যে তাহাদের উত্তীর্ণ হইবার অধিক সম্ভাবনা আছে। যাহারা কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে না, তাহাদিগকে কোন কালেজের অধ্যক্ষের অথবা কোন ইন্‌স্পেক্টরের নিকট সার্টিফিকেট লইতে হইবে, যাহারা এবেশিকা পরীক্ষার পর [illegible] বৎসরের মধ্যে [illegible] এ পরীক্ষার উপস্থিত হইত তাহাদের [illegible] না, এক্ষণে সকলকেই ৫০ টাকা করিয়া [illegible] কি দিতে হইবে।"

"কেম্ব্রিজের টিম্‌লিং সাহেব, যিনি [illegible] শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তিনি সম্প্রতি [illegible] থাকিয়া খৃষ্টধর্ম্মের বক্তৃতা [illegible] ছিলেন। এক্ষণে [illegible] আছেন, ইনি ভারতবর্ষের অনে- ক নগরেই [illegible] করিবেন।" টিম্‌লিং সাহেব না কি মনে করিয়াছেন, ভারতবর্ষে [illegible] ধর্ম্ম প্রচারক নাই, তাহাতেই লোকে খৃষ্টান হই- তেছে না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিলেই [illegible] খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। এটী তাঁহার বিষম ভ্রান্তি।

"যাহারা কোন [illegible] কালেজে না পড়িয়া কেবল ঘরে পড়িয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে যাই- বে, তাহাদিগকে হয় কোন কলেজের অধ্যক্ষ, নয় কোন ইন্‌স্পেক্টরের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করিতে হইবে, সেই সার্টিফিকেট ৩১ শে [illegible] মধ্যেই রেজিষ্টারের সমীপে প্রেরণ করিতে হইবে।"

[illegible] বলেন, "বোম্বাইয়ের [illegible] [illegible] বিদ্যালয়ের একটী [illegible] ছাত্রের [illegible] অতিশয় [illegible] [illegible] হইয়াছিলেন, এই দুঃখে উক্ত [illegible] করিয়াছে। [illegible] লোকাবহ ঘটনা।"

[illegible] একটী নূতন রেলওয়ে হইতেছে [illegible] মধ্যে [illegible] করা যাইবে।"

——•••——

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১৭ ই ফেব্রুয়ারি—সম্রাট মহাসভার
ক্‌ তাকালে বলিয়াছেন, ইউরোপের যাবতীয়
শ যে মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ হইবে, জার্ম্মনী ও ইটা-
র একতাতে তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।
াট আশা করেন রুসের চেষ্টা থাকিলে
ন্তি রক্ষা হইবে; তিনি বলেন রুসের সহিত
ন্য অন্য প্রধান গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিয়া খৃষ্টি-
নদিগের স্বত্ব রক্ষা ও সুলতানের ক্ষমতা অব্যা
ত রাখিলে তুরুষ্কের গোলযোগ শান্তি এবং
উরোপীয় রাজ্যের পরস্পর বিবাদ নিবৃত্তি
ইতে পারিবে। পোপের রাজনীতি সংক্রান্ত
মতা প্রাকৃতজনদিগের লোকের দ্বারা যাহাতে
াক্রান্ত না হয়, সম্রাট এ চেষ্টা করিবেন। ইংল
ের সহিত তাঁহার মৈত্রীভাবের ক্রমশঃ বৃদ্ধি
ইতেছে। সম্রাটের দৃঢ়বিশ্বাস আছে শান্তির
াঘাত হইবে না। তিনি শাসন প্রণালী সংক্রান্ত
উৎকর্ষ সাধন করিতেছেন এবং সেনাদলের
পুনরায় বন্দোবস্ত করিতেছেন প্রজাগণ সবি
ক্ষমা পূর্ব্বক তাহার অনুমোদন করিবেন,
ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে। ইটালীর মন্ত্রিবর্গ
পত্যাগ করিয়াছেন। ২৫ এ ফেব্রুয়ারি মহা-
ার উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে তর্ক হইবে। ইটা-
ীর মহাসভা ভঙ্গ হইয়াছে। কিলার্নীতে ফেনি
ন বিদ্রোহ হইয়াছে।

প্রতিনিধিনিচয় দক্ষিণবিভাগে সামরিক
াইন প্রচলিত করিবার বিল বিধিবদ্ধ করিয়া-
ন। ফেনিয়ান বিদ্রোহ কিলার্নির পর্ব্বত অতি-
র করিয়া অধিক দূরগামী হয় নাই। সৈন্যগণ
ফেনিয়ানদিগকে বেষ্টিত করিতেছে।

ফরাসী সৈন্যগণ মেক্সিকো ত্যাগ করি-
াছে। গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন আয়ার-
ণ্ডে ফেনিয়ান বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে।
াহাজ সকল আয়ারলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

—:০:—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

চন্দননগর সাহায্যকৃত ইংরাজী ও
বঙ্গবিদ্যালয়।

চন্দননগর সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের সপ্তম
ার্ষিক পারিতোষিক বিতরণকার্য্য গত রবিবার
ম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই কার্য্য উপলক্ষে বহু
ী সম্ভ্রান্ত লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন।
শ্রীরামপুর ... নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল বন্দ্যো

পাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া
বালক ও দর্শকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।
ফরাসডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু প্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী
মহাশয় ১০ টাকা মূল্যের পুস্তক একটী অতিরিক্ত
পারিতোষিক দিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু ভোলা
নাথ দাস মহাশয় ৫ টী করিয়া টাকা দুই জন
বালককে দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৭০ টাকা মূল্যের
এতদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদের প্রণীত পুস্তক
প্রদান করা হইয়াছে। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ছাত্র-
বৃত্তি পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা হুগলী
জেলার সমুদায় সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ের মধ্যে
যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। সভাপতি মহা-
শয় কহিলেন যে এ বিদ্যালয়ের বাটীটী অতি
সঙ্কীর্ণ, আর একটী ঘর প্রস্তুত করা নিতান্ত আব
শ্যক, এ জন্য সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা
করা উচিত।

—:০:—

চুচুড়া বালিকাবিদ্যালয়।

চুচুড়া নগরে তিনটী বালিকাবিদ্যালয় প্রতি-
ষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে " চুচুড়া বালিকাবিদ্যা-
লয় " নামক বিদ্যালয়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং উন্নত
অবস্থাপন্ন, ইহাতে কেবল ভদ্রলোকের কন্যারাই
অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, ছাত্রীসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা
উচ্চ এবং এখানকার কতকগুলি কৃতবিদ্যের
দ্বারাই ইহার ব্যয় এবং কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া
থাকে। বিদ্যালয়ের দর্শকদিগের অভিপ্রায় লিখি
বার পুস্তকে দেখিলাম গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভা-
গের বিশেষ বিখ্যাত কোন সুবিজ্ঞ ইনস্পেক্টর
লিখিয়াছেন এই বিদ্যালয় নিম্ন বঙ্গদেশীয় যাব
তীয় বালিকাবিদ্যালয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; আমি
ও তাঁহার এই অভিপ্রায় নিরপেক্ষ বলিয়া স্বীকার
করিলাম। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা অনেকের ন্যায়
সংবাদপত্রাদিতে মিথ্যা আড়ম্বর করেন না,
এ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়টী সাধারণতঃ প্রকাশ করেন
নাই। সম্প্রতি সমুদায় সুখ্যাতি সঞ্চয় করিয়া
এবং বিদ্যালয়ের যথাযোগ্য অবস্থা দেখিয়া
সাহস সহকারে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও অপরা-
পর মহোদয়গণের তত্ত্বাবধানে অর্পণ করিতে-
ছেন। পারিতোষিক উপলক্ষে এখানকার সাহেব
ও বিবিগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু
দুর্ভাগ্যবশতঃ সে দিন রবিবার হওয়াতে অনেকে
আগমন করেন নাই, কিন্তু প্রায় সকলেই পত্রের
প্রত্যুত্তর লিখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন
এবং ভবিষ্যতে অধ্যক্ষদিগের সহায়তা করিতে
স্বীকার করিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় মহিলাগণের মধ্যে
বিদ্যালয়ের বিশেষ মঙ্গলের সম্ভাবনা, বিবি প্রোএ

টেশ পারিতোষিক উপলক্ষে উপস্থিত হই
বিদ্যালয়ের একটী ভারগ্রহণ করিবেন, তিনা স
রোধে স্বীকার করিয়াছেন।

বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমাজ বঙ্গ ভদ্রগণ আছ
ভবন, উপযুক্ত পরিশ্রমী বিধান; শ্রীযুক্ত
বিবাহিত শীল সম্পাদকের পদে নিযুক্ত ব্যক্তি
বিদ্যালয়ের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে
তাঁহারই যত্নে এবং বুদ্ধি কৌশলে এক
" চুচুড়া নগর " এখানেও বালিকাবিদ্যা
প্রতিষ্ঠিত হইল, হইয়া আবার চিরস্থায়ী
উন্নত অবস্থাপন্ন হইল। সাহসিক ও বুদ্ধিমা
হস্তে সৎকর্ম্মের ভার অর্পিত হইলে কেন
সুসিদ্ধ হইবে না। চুচুড়ায় আবার বালিকাবি
লয় হইবে এ কাহার মনে ছিল।

চুচুড়া বালিকাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বাৎসরিক
পারিতোষিক বিতরণ সভার কার্য্যবিবরণ
২৯ এ মাঘ রবিবার ১২৭৩।

বিবি প্রোএটেশ এবং অপর দুইটী ইংলণ্ড
মহিলা এবং শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ লাহা, কে
মোহন চট্টোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় এ
ন্যূনাধিক দুই শত বামাজনহিতৈষী মহো
সভা স্থলে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত বাবু ভূ
মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে
এবং বিবি প্রোএটেশ বালিকাগণকে পারিতো
ষিক বিতরণ করিলেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত
শিবচন্দ্র সোম বিজ্ঞাপনী পাঠ করিলেন।

বিবি প্রোএটেশ বিশেষ আনন্দ প্রকা
হাসাবদনে প্রত্যেক বালিকাকে পুরস্কার প্র
করিলেন। পরিশেষে ভূদেব বাবু বিবির অনুরো
অতি সরল মিষ্টভাষাতে তাঁহার অসীম
ন্দের কারণ প্রকাশ করিলেন এবং বালিকাগ
বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা এবং তদ্দ্বারা
মঙ্গল সূচক স্বীয় যুক্তিসিদ্ধ অভিপ্রায় স
প্রকাশ করিলেন। অপর দুই তিন ব্যক্তি কি
কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করিলেন। বিদ্যালয়ের অ
শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ পাল সভ্যদের অনু
বিবি প্রোএটেশ ও সভাপতি মহাশয়কে ধন্য
প্রদান করিলেন, সভা ভঙ্গ হইল।

চুচুড়া। একজন দর্শক।
১৫ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।

—:০:—

সম্পাদক মহাশয়! দুই বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধ
জেলার অন্তঃপাতী রাজুলী ও ভাবিকটির
পাড়া গ্রামে অমুক অমুক দুইটী সাহায্য
ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয় ছিল। রাজুলী
কালিপাড়া অতি নিকট অধিক দূর নহে
গ্রামবাসীদিগের মধ্যে বিবাদ প্রবল
অভিমান ছিল, ... তাঁহার আগে
মহোদয়গণ ... সম্পর্কীয় ... ও

। বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। ইহাতে কল অবিয়াছিল, তাঁহারা বিপুল অর্থ ব্যয় দ্বারাও বাঞ্ছিত ফললাভে বঞ্চিত ছিলেন। স্কুলে মাসিক ১৪০ টাকা ব্যয়ে ৩০ টী বালক অধ্যয়ন করিত। এ প্রদেশের ভূত- র্ব ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ াধ্যায় এবং উক্ত গ্রামের কতিপয় ৎসাহী যুবক, বিদ্যালয় টীর এরূপ শোচ অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া বহু কষ্ট ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া ১৮৬৫ সালের মে মাসে ল টী একত্রিত করিয়াছেন। তদবধি এই লটী পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপ চলিতেছে। দুই সরের মধ্যে ইহার দুইটী ছাত্র বাঙ্গলা ছাত্র- ত্তি ও একটী মাইনর স্কলারশিপ পরীক্ষায় হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, মাইনর লারশিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রটী বয়োধিক লিয়া ছাত্রবৃত্তি পায় নাই। এক্ষণে এই স্কুলের পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহা য়ের সদ্গুণের পরিচয় না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তিনি নিজ ব্যয়ে স্কুলের নিমিত্ত ক্ত গ্রামের মধ্যস্থলে এক খানি বাঙ্গলা প্রস্তুত রাইয়াছেন এবং মাসিক ১৫ টাকা করিয়া দান দিতেছেন। শুনা যাইতেছে, কাটিপাড়া নবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার ঘোষ মহাশয় স্কুলের সম্যক উন্নতির নিমিত্ত মাসিক ৩০ টাকা করিয়া চাঁদা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন।

সম্প্রতি খুলনিয়া মহকুমার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী বসু সদরকেটে আসিয়া এই বিদ্যালয়টী দেখিতে আইসেন ও পরীক্ষা গ্রহণে সন্তুষ্ট হইয়া প্রথম শ্রেণীর একটী বাল- কে ৩ টাকা মূল্যের এক খানি পুস্তক পুরস্কার দিয়াছেন। কাটিপাড়া গ্রামে একটী বালিকা- বিদ্যালয় এবং আর একটী পল্লীতে একটী ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ উচ্চপদস্থ, তাঁহাদিগের নিকটে সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা সক- লে আসিয়া রাসবিহারী বাবুর মত প্রজাপুঞ্জের হিতসাধন বিষয়ে যত্ন করেন।

উপসংহারকালে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় ও প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দিগের আন্তরিক যত্নে ও অসাধারণ পরিশ্রমেই ইহার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, হেডমাষ্টার বাবু আমাদিগের দেশের অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর দোষে প্রায়ই পীড়িত হন বলিয়া স্থানান্তরে যাইবার চেষ্টা পাইতেছেন।

রাড়ুলী। এক জন ছাত্র।
১৭ ই ফেব্রুয়ারি।
১৮৬৭ খৃঃ অব্দ।

গত ৫ ই ফাল্গুন বেলা ১০ ঘটিকার সময় বরিশাল গবর্ণমেন্ট স্কুলে এক কমিটী হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত লেক সাহেব (জজ) ও শ্রীযুক্ত টমসন সাহেব (ছোট আদালতের জজ) স্কুল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পিলু সাহেব ও হিউজ সাহেব এবং গবর্ণমেন্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস ও ডেপুটী ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী প্রভৃতি সভ্যতাবিশিষ্ট মহাত্মারা উক্ত কমিটীতে উপস্থিত ছিলেন, ইহাতে যাহা অবধারিত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

গত বৎসর স্কুল ফণ্ডে যত টাকা জমা হইয়াছিল, তাহা পারিতোষিক স্বরূপ শিক্ষকদিগকে বিতরণ করা হয়। তন্মধ্যে প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য ১০০ টাকা, ও তৃতীয় ও চতুর্থ মাষ্টর মহাশয়েরা প্রত্যেকে এক এক শত টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ মাষ্টার মহাশয়েরা প্রত্যেকে ৭৫ টাকা করিয়া পাইয়াছেন। অবশিষ্ট নিম্নস্থ শিক্ষক মহাশয়দিগের প্রত্যেককে ৫০ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার বসু মহাশয় ৩০ টাকা পাইয়াছেন। ইহাঁর পক্ষে না পাওয়াই ভাল ছিল। কেন না তন্নিম্নস্থ শিক্ষক মহাশয়েরা তাঁহার অপেক্ষা অধিক পাইয়াছেন। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ই কেবল পুরস্কার পান নাই। তাঁহার বিষয়ে ও তাঁহার প্রতি সংক্ষেপে বক্তব্য এই, এক্ষণে তাঁহার কাশীতে গমন করাই শ্রেয়স্কর।

একান্ত বশম্বদ।
শ্রীঃ—

টীকা দেওয়া বসন্তরোগ নিবারণের অব্যর্থ উপায় কি না ?

বসন্ত অতি ভয়ানক রোগ। উহা যাহাকে আক্রমণ করে, তাহার ত কথাই নাই, তাহার পরিবারের এবং প্রতিবেশিদিগের পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। উহার সংক্রামণী শক্তি অতিশয় বলবতী। তৎপ্রভাবে কতশত পরিবার এক বারে মানবশূন্য হইয়া গিয়াছে। বসন্তের নিদারুণ যন্ত্রণা মনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। উহা যে মানবকুলের এক ভীষণতম বৈরী তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। টীকা দেওয়া ঐ প্রচণ্ড রোগের নিবারক উপায় স্বরূপ আমাদের দেশে মনুষ্য বসন্তের বীজ দিয়া টীকা দেওয়ার প্রথা বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। কয়েক বৎসর হইল, গোবীজ দিয়া টীকা দিবার রীতিও এদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশীয় টীকার সংক্রামিকতা, প্রবল জ্বরোৎপাদকতা কখন কখন মারাত্মকতা প্রভৃতি কতকগুলি দোষ আছে, তজ্জন্য উহা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের নিকটে আদরণীয় হয় না। যা হউক, ফলে এক সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, দেশীয় টীকায় নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইলে যাবজ্জীবন আর বসন্ত হয় না। ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বিশা- রদ বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র মহাশয়ও ঐ মত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি স্বপ্রণীত ঔষধ ব্যবহারক ব্যবস্থায় বলিয়াছেন, "একথা যথা যে, ইন অকুলেশনে (মনুষ্য বসন্তবীজের টীকায়) বাঁচিয়া গেলে আর বসন্ত হইতে পারে না। (১) কিন্তু কি আশ্চর্য্য। পরিবর্ত্তনের প্রব তরঙ্গে উল্লিখিত প্রত্যুতী বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে উপস্থিত বসন্তকালে অন্যান্য বহু স্থানের ন্যায় আমাদের দেশেও বসন্ত রোগের অত্যধিক প্রকোপ দেখা যাইতেছে। এবারে বহু দেশীয় টীকাধারী ব্যক্তি উহার হস্ত এড়াইতে পারে নাই, অনেককে মানবলীলা সংবরণ করিতেও হইয়াছে। নিম্নে একটী তালিকা প্রকটিত হইল, তদ্দ্বারা আমার বাক্য সকলেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে।

পরগণার নাম।	গ্রামের নাম	দেশীয় টীকা সংস্পৃষ্ট হইয়াও যাহারা বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়াছে তাহাদের নাম।	রোগ…
বালিসাই	তলকাঁঠাল্যা	বৈদ্যিধর	[illegible]
ঐ	ঐ	রামহরি গিরি	রোগমু…
ঐ	ঐ	নারায়ণ পাত্তর	[illegible]
ঐ	ঐ	মধু মাইতি	[illegible]
ঐ	ঐ	নবু বেহারা	মৃ…
ঐ	কশবা	সাহেব জানার স্ত্রী	[illegible]
ঐ	ঐ	অতিরজানার স্ত্রী	[illegible]
ঐ	ঐ	লক্ষ্মী রাঁড়	[illegible]
ঐ	ঐ	লাড়ু ভুঞা	[illegible]

---

(১) প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন অ… ঔষধ ব্যবহারক ব্যবস্থা ২৭৪ পৃষ্ঠা। মেদিনী…

ঐ ঐ ঐ গুনার স্ত্রী ঐ
ঐ দক্ষিণ বাগিলাই বৈদিপতি গোস্বামী
ঐ ঐ ঐ গুনার স্ত্রী মৃত
ঐ নয়াওয়া বাবদোসের স্ত্রী রোগমুক্ত
ঐ ঐ নারায়ণ শেট মৃত
বীরকুল পাউতাপুর কদিনারায়ণ পা ঐ
ঐ বহুলিয়া ... ঐ
মিরগোদা মাগবেশ্ব ... মৃত
ঐ অলঙ্কারপুর ... মৃত
ঐ ঐ ঐ গুনার স্ত্রী ঐ
বাসজোড়া, পিঙ্গাপাড়া বামচাঁদ ... পাল
ঐ ঐ অনাথ বন্দা ঐ
কাকড়াচোর, মান্দারী, নারায়ণ ... কন্যা ঐ
ঐ ঐ ঐ জামার আর এক কন্যা ঐ
ঐ ঐ কানু বেহারার বধূ ঐ

এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখাইতে পারা যায়, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম।

বিবিধ ক্লেশ ভোগসহকারে দেশীয় টীকা গ্রহণ করিয়াও যদি তদ্দ্বারা বসন্তের শঙ্কা দূরীকৃত না হইল, তবে উহা নিষ্ফলরূপে পরিগণিত হইতেছে, সন্দেহ নাই। এখন গোমসূর্য্যাধানই আমাদের একমাত্র ভরসা স্থান। উহাও আবার অসুবিধাশূন্য নহে। ডাক্তারেরা বলেন, প্রতি সপ্তবর্ষান্তে উহা এক এক বার গ্রহণ না করিলে তদ্দ্বারা ইষ্টলাভ হয় না। (২) ভাল তাহাও যেন স্বীকার করা গেল, যদি তদ্দ্বারা বসন্ত শঙ্কা দূরীভূত হয়, তাহা হইলে ঐ অসুবিধা বড় একটা ধর্ত্তব্য নহে। কিন্তু কথা এই হইতেছে যে, গোমসূর্য্যাধানের বসন্ত নিবারণী শক্তি নিশ্চয়াত্মিকা বটে কি না? সত্য বটে যে, রাজপুরুষেরা উহা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইতেছেন, ডাক্তরেরা অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন সোমপ্রকাশেও উহার প্রশংসাবাদ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে যে আর বসন্ত রোগ হইবে না ... কুত্রাপি শুনিতে পাওয়া যায় না। উহার ব্যবহারক ব্যবস্থাকার বলেন, "অধুনা ... হইতে এমত পরীক্ষিত হইয়াছে ... পণ্ডিত ... বলেন (গোবসন্তের) বীজে টীকা দিলে পরেই সাধারণ বস

(২) প্রাকটিশ আব মেডিসিন ২৭৪ পৃষ্ঠায় দেখিবেন

... নিবারণ করিতে পারে। কেন না গোবসন্তের বীজে টীকা দিলে যদিও বসন্ত হইতে পারে বটে, তথাপি সেই সামান্য বসন্তের দ্বারা বিপত্তি সংঘটিত হইতে পারে না। যে হেতু বসন্তের সংখ্যা অতি অল্প হইয়া থাকে, আর স্বাভাবিক বিষয়তা শক্তিরও অল্পতা হইয়া উঠে। অতএব ভ্যাক্সিনেশনকে বিশেষ উপকারক বলিতে হইবেক, সন্দেহ নাই (৩)" এখন সহজেই এই সন্দেহ জন্মিতেছে যে, উল্লিখিত চিকিৎসা পুস্তকের দেশীয় টীকার ফল ঘটিত মত যখন অন্যথাকৃত হইল, তখন গোমসূর্য্যাধান বিষয়ক মতও যে তদ্রূপ হইবে না, তাহারই বা উপযুক্ত প্রমাণ কি? বিশেষতঃ যে টীকা (মনুষ্য বসন্ত বীজের টীকা) দিলে একবারে যাবজ্জীবন বসন্ত হইবে না বলিয়া স্থিরীকৃত ছিল, তাহার উপর যখন বসন্ত হইয়া মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হইল, তখন গোমসূর্য্যাধানে (যাহাতে বসন্ত হইবার সম্ভাবনা ডাক্তারেরাই করিয়াছেন, তাহাতে) যে বসন্ত হইয়া লোকের অনিষ্ট জন্মিবে না, ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? অপিচ, হিন্দুপাক্ষিক নামক একখানি সাময়িক পত্রে লিখিত হইয়াছে "গোবীজ সম্বন্ধীয় যে যে সংশয় রহিয়াছে তাহার এপর্য্যন্ত কিছুই নিবারণ হয় নাই। তাহাতে এতদ্দেশে বসন্ত রোগ যে কি পরিমাণে নিবারণ হইতে পারে তাহাও প্রমাণ দ্বারা কিছুমাত্র নিশ্চয় হয় নাই। ইহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, গোবীজ যদি বসন্ত নিবারণের অব্যর্থ উপায় হইত তবে তাহাতে সময়ে সময়ে কেনই অনিষ্টোৎপাদন হইবে? অনেক সময়ে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, ইহা দ্বারা কোনরূপ উপকার হয় নাই ইত্যাদি" (৪) এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্তঃকরণ সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতেছে।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই যে যদি যথার্থই গোবীজের টীকা বসন্ত নিবারণের অমোঘ উপায় হয়, তাহা হইলে উহার ফল সম্বন্ধীয় বিস্তারিত এবং বিশুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া তাহাতে সাধারণের প্রবৃত্তিবিধান করা সোমপ্রকাশের একটী প্রধান কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। ১২৭১ সালের ১৫ ই ফাল্গুনের সোমপ্রকাশে এতদ্বিষয়-ঘটিত যে একটী প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত টীকার ফল ও উপকারিতা সম্বন্ধে বিস্তারিত বৃত্তান্ত কিছুই লিখিত হয় নাই। সোমপ্রকাশ আমাদের পরম হিতৈষী পত্র, তাহাতে আমরা ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ের সবিস্তর সমালোচনা প্রত্যাশা করিয়া থাকি।

(৩) প্রাকটিশ আব মেডিসিন ২৭২ পৃষ্ঠা দেখিবেন।

(৪) ১৮৬৬ সালের ৩১ এ মার্চ্চ দিবসীয় হিন্দুপাক্ষিকের "গোবীজে টীকার আদি কারণ কি?" এই প্রবন্ধ দেখিবেন।

উপহার।

কাঁচড়াপাড়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের কার্য্য বিবরণ।

২১ এ মাঘ ১২৭৩।

মানবজাতির দুঃখ নিবারণ ও সুখ সংবর্দ্ধন মনুষ্য জীবনের এক প্রধান কর্ম্ম। বিশেষতঃ মানবদেহে যত প্রকার যাতনা সহ্য করিতে হয়, তন্মধ্যে রোগের যন্ত্রণাই নিতান্ত দুঃসহ। অতএব যে মহাত্মা চিকিৎসা প্রণালীর সৌকর্য্য সাধন করিয়া রোগ যাতনার হ্রাস ও আরোগ্য সুখ সম্ভোগের পথ সহজ করিতে পারেন, তাঁহারই জীবন সার্থক। জর্ম্মণদেশীয় মহানুভাব হানিমান যে চিকিৎসা প্রণালীর অপেক্ষাকৃত অনেক সৌকর্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহা অনেক দেশে, অনেক পণ্ডিত মণ্ডলীতে নিঃসংশয়ে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বাগ্রে মহানুভাব হানিমানের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত। কিন্তু যে মহাত্মা বহুদূর বর্ত্তী সাগর পার হইতে হানিমান-আবিষ্কৃত সেই সুখকর চিকিৎসা প্রণালী সংগ্রহ করিয়া আমাদের দেশীয় বান্ধবগণের আরোগ্য সুখসম্ভোগ অপেক্ষাকৃত অনায়াসলভ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিও আমাদের সামান্য কৃতজ্ঞতার পাত্র নহেন।

বোধ করি আপনার পাঠকবর্গের মধ্যে প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে, কলিকাতা বাসী প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় মহাত্মা রাজেন্দ্র বাবু আমাদের দেশে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালীর সর্ব্ব প্রথম প্রচারয়িতা। রাজেন্দ্র বাবু যৌবনকাল অবধি রোগীর রোগ নিরাময়ে অনুরাগী। হোমিওপ্যাথি প্রচারের পূর্ব্বে তিনি নানাবিধ বহুমূল্য কবিরাজী ও অ্যালোপ্যাথি ঔষধ সকল সংগ্রহ করিয়া রোগীদিগকে অকাতরে বিতরণ করিতেন। অনন্তর হোমিওপ্যাথির অসাধারণ গুণ অবগত হইয়া অবধি তিনি স্বয়ং অর্থ ব্যয় ও বহুপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রতি দিন অনেক রোগীকে রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিতেছেন এবং অনেক দয়ালু ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিকে আপনার অনুগামী করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহারাও প্রতি দিন শত শত রোগীকে আরোগ্য সুখে সুখী করিতেছেন। এক্ষণে এই ভারতভূমির অনেক স্থানেই রাজেন্দ্র বাবু প্রচারিত হোমিওপ্যাথি প্রথার বহুল প্রচার হইয়াছে এবং

প্রভাবে বহুসংখ্যক রোগী উক্ত প্রণালীতে চিকিৎসিত ও রোগমুক্ত হইয়া প্রসন্নমনে রাজেন্দ্র বাবুর মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছে।

রাজেন্দ্র বাবু আমাদের যাদৃশ মহোপকারী, তাঁহাকে অনুরূপ কোন প্রীতিকর উপহার দিয়া যে, আমরা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করি, আমাদের এমন সংস্থান নাই, কিন্তু যিনি যে বিষয়ের প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা, সে বিষয়ের দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধিবার্ত্তা অবশ্যই তাঁহার হৃদয়ানন্দিনী হইয়া থাকে, এই ভাবিয়া অদ্য আমরা রাজেন্দ্র বাবুকে তাড়তারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়ের কতিপয় উপকারী কার্য্য বিবরণরূপে উপহার প্রদানে উদ্যত হইয়াছি।

১৮৬৩ খৃঃ অব্দের ১০ ই মে তাড়তারা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ মহাশয় স্বীয় স্বাভাবিক করুণাগুণে স্বীয় ও সন্নিহিত গ্রাম সমূহে আরোগ্য সুখ বিতরণ করিবার মানসে নিজ বাটীতে এই চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন, তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তিনি প্রতি দিন পূর্ব্বাহ্নে নিজ সাংসারিক গুরুতর কার্য্য পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়াও সমাগত রোগীদিগকে ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকেন, স্বহস্তে সমুদায় ঔষধ বিতরণ করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে নিয়মিত বেতন দিয়া এক জন সহকারী নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছে। তাড়তারা ও তৎসন্নিহিত অনেক গ্রাম হইতে প্রতিদিন অনেক রোগী চিকিৎসার্থী হইয়া যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, মেহ, বহুমূত্র, শূল, ওলাউঠা, উদরাময়, রক্তাতিসার, আঘাত জাত বেদনা, বা ক্ষতাদি বহু প্রকার রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত ও সত্বরমত সময়ে রোগমুক্ত হইয়াছে। ঔষধ সেবন করিলে অপরিপক্ক স্ফোটক মিলাইয়া যায় ও পরিপক্ক হইলে ফুটিয়া যায়, এক এক বার মাত্র ঔষধ সেবন করাইলেই এক দিনে ভয়ানক সর্দ্দির শান্তি হয়, যজ্ঞেশ্বর বাবুর চিকিৎসারম্ভের পূর্ব্বে ইহা এ প্রদেশে কেহই বিশ্বাস করিত না, কিন্তু এক্ষণে সকলে প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই চিকিৎসালয় স্থাপনের পূর্ব্বে এ প্রদেশে গর্ভিণী ও শিশুগণের পীড়া উপস্থিত হইলে নানা প্রকার অসুবিধা ও অনর্থের উৎপত্তি হইত। কখন শিশুদিগকে কটুতিক্ত কষায়াদি ঔষধ সেবন করাইবার কষ্ট হইত, কখন বা অতিরিক্ত মাত্রার দোষে অনিষ্ট ঘটনা উপস্থিত হইত। কখন অল্প মাত্রায় সেবন দ্বারা গর্ভিণীরা রোগমুক্ত হইত না, কখন বা অধিক মাত্রায় সেবনে গর্ভপাতাদি মহানর্থের উৎপত্তি হইত, কিন্তু এক্ষণে যজ্ঞেশ্বর বাবুর কৃপায় এ দেশ বাসীরা গর্ভিণী বা শিশুগণের পীড়াকালে অনায়াসে নিরাপৎ ও সুখ সেব্য ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া আশাতিরিক্ত ফললাভে যথেষ্ট আনন্দিত হইতেছে। স্ত্রীলোকের প্রদর ও ঋতুবন্ধ পীড়া অত্যন্ত ক্লেশকারিণী, কিন্তু উক্ত রোগগ্রস্ত নারীরা এই চিকিৎসালয় হইতে অতি আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্যলাভ করিতেছে। একটী স্ত্রীলোকের আট মাস ঋতু বন্ধ থাকে, প্রথমে গর্ভ সঞ্চার বলিয়া অবধারিত হয়, ক্রমে অন্যান্য গর্ভ লক্ষণের অভাব দেখিয়া রোগ নিশ্চয়ে উহার আত্মীয়েরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট চিকিৎসা প্রার্থনা করে, বাবু উহাকে যে ঔষধ দেন তিন দিন মাত্র তাহা সেবন করিয়া সেই নারী পুনর্ব্বার ঋতুমতী হয়। যাহা হউক, এইরূপ সামান্য সামান্য পীড়ার সবিশেষ বর্ণন করিতে গেলে প্রস্তাব বাড়িয়া যায়, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর বাবু যে কয়েকটী অসাধ্য বলিয়া অবধারিত রোগের চিকিৎসা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ না করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না, এই নিমিত্ত নিম্নে তাহার কয়েকটী উল্লিখিত হইতেছে।

তাড়তারার সন্নিহিত কুলীন গ্রামে এক ভদ্র বংশীয় নারী, ভয়ানক প্রদররোগে আক্রান্ত হন, ক্রমাগত কুড়ি বৎসরকাল তাঁহাকে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাঁহার স্বামী ও ভ্রাতা বিলক্ষণ সম্পন্ন লোক, অতএব তাঁহারা যে এই দীর্ঘকাল মধ্যে কবিরাজি, অ্যালোপ্যাথি, বা অন্যবিধ চিকিৎসা করাইতে ত্রুটি করিয়াছিলেন, তাহা কোনক্রমেই সম্ভব বোধ হয় না, ফলতঃ তাঁহারা অনেক প্রকার চিকিৎসা করাইয়া রোগ নিবারণে নিরাশ হইয়া এই প্রতিজ্ঞা প্রচারিত করেন যে, যে ব্যক্তি উঁহাকে আরোগ্যলাভ করাইতে পারিবেন, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব। এদেশস্থ কোন চিকিৎসকই উক্ত প্রলোভনে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া কৃতার্থ হইতে পারেন নাই। সর্ব্ব শেষে রোগীর আত্মীয়েরা যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট চিকিৎসা প্রার্থনা করেন। যৎকালে তাঁহারা বাবুর নিকট চিকিৎসার্থী হইয়া উপস্থিত হন তখন রোগের এই সকল উপসর্গ ছিল, অনবরত শোণিতস্রাব, সুতরাং দুর্গন্ধে রোগীর বাসগৃহ প্রবেশ দুঃসাধ্য, আহারে অরুচি, উত্থানে অসামর্থ্য, প্রতি দিন জ্বরকোলে জ্বরভোগ, এই সমুদায় শ্রবণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর বাবু চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন এবং রীতিমত ঔষধ সেবন করাইয়া পঞ্চম দিনে রোগীকে রোগমুক্ত করেন, যদিও এক পক্ষ মাত্র ঔষধ সেবনে রোগী আরোগ্যলাভ করেন, তথাপি বাবু পুনর্ব্বার কতকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা দেন, তদনুসারে ঔষধ সেবন করিয়া ঐ নারী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, দুই বৎসর অতীত হইল তাঁহার আর কোন অস্বাস্থ্যের লক্ষণ উপস্থিত হয় নাই।

রামেশ্বরপুরে এক দীন ব্রাহ্মণের প্রস্রাব বদ্ধ পীড়া হয়, তাহাতে তিনি এদেশস্থ চিকিৎসা করাইতে ত্রুটি করেন নাই, ক্রমশঃ বার দিন ব্যাপিয়া চিকিৎসা হয়, রোগের অবস্থা সমভাবে থাকে, অনন্তর এক হাতুড়ে প্রস্রাব দ্বার চিরিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে বলিয়া তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করাতে তিনি যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট চিকিৎসা প্রার্থনা করেন, বাবু তাঁহাকে যে ঔষধ দেন তাহার [illegible] মাত্রা সেবন করিয়া ৫ ঘণ্টা মধ্যে ব্রাহ্মণ আরোগ্যলাভ করিয়া সুস্থ হন।

বাবুর নিজ বাটীতে এক হিন্দুস্থানী জ্বররোগে আক্রান্ত হয়, সে প্রথমে বিষ ঘটিত ঔষধ সেবন করে, পরে উদরাময়ে আক্রান্ত হইলে অহিফেন সেবন করিয়া ভয়ানক রক্তাতিসারে কাতর হইয়া পড়ে। দিনের মধ্যে ৩০। ৪০ বার অল্পমাত্রায় মল নির্গত হইত এবং অনবরত হিক্কা উপস্থিত হইত, যখন সে জ্বর, রক্তাতিসার ও অনবরত হিক্কায় উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়িল তখন বাবুর নিকট নিজ অবস্থা জানাইল, যৎকালে বাবু এই রোগের সংবাদ পান তখন তাঁহাদের নিযুক্ত কবিরাজ মহাশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন, বাবু তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে অনুমতি করিলে তিনি কহিলেন রক্তাতিসারে হিক্কা আমাদের মতে অসাধ্য, তখন বাবু স্বয়ং তাহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, প্রথম দিন রাত্রিতে চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া পঞ্চম দিন প্রভাতে শুনিলেন রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছে।

বাবুদিগের নিযুক্ত এক বৃদ্ধমালী শ্বিত্র (ধবল) রোগে আক্রান্ত হয়। প্রথমে যখন তাহার মস্তক হইতে চুল উঠিতে ও মস্তকের উপর মসুর দানার ন্যায় দাগ হইতে আরম্ভ হইল, তখন সে দাদ হইতেছে স্থির করিল, একদা সে যজ্ঞেশ্বর বাবুর দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন মালি! তোমার মাথায় কি হইয়াছে? বৃদ্ধ কহিল মহাশয়! দাদকচক দাদ হইয়াছে।

কিন্তু বাবু বুঝিতে পারিলেন যে, সে ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইতেছে, অতএব তিনি তাহাকে কহিলেন, তুমি ঔষধ সেবে? সে কহিল না, মহাশয়! না, ইহার নিমিত্ত আর মহাশয়ের ঔষধ লইতে হইবে না ইহার বাবুর নিকট ঔষধ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রদর্শনের কারণ আছে, পূর্ব্বে এই মালী এক বার বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়, তখন বাবু চিকিৎসা করিয়া ইহাকে রোগমুক্ত করেন, হোমিওপ্যাথি পথ্য সামান্য লোকের পক্ষে বিলক্ষণ ক্লেশকর, এক্ষণে সেই পথ্য ক্লেশ স্মরণ করিয়া মালী ঔষধ গ্রহণে অস্বীকার করিতেছে। যাহা হউক, অনন্তর ইহার মস্তকের সমুদায় স্থান সাদা হইল, ক্রমে বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠ ও স্কন্ধের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত শুভ্র হইল, তখনও মালী দাগ মনে করিয়া সামান্য সামান্য প্রলেপ দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে যখন ইহার ওষ্ঠাধর শুভ্র হইয়া উঠিল তখন ইহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, সুতরাং ইহাকে অগত্যা বাবুর নিকট ঔষধ প্রার্থনা করিতে হইল, [illegible] মাস অতীত প্রায় বাবু ইহার চিকিৎসা করিতেছেন, প্রায় সমুদায় স্থানই কৃষ্ণ হইয়াছে, কেবল দুই একটী স্থান শুভ্র রহিয়াছে। বোধ করি অনতিবিলম্বেই মালী রোগমুক্ত হইতে পারে।

দাসপুরে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অন্ত্রবৃদ্ধি পীড়ায় আক্রান্ত হন, কবিরাজি বা আলোপ্যাথি প্রণালীতে উক্ত রোগের ঔষধ নাই। সুতরাং তাঁহার এক পুত্র নিতান্ত উদ্বিগ্ন মনে যজ্ঞেশ্বর বাবুর নিকট পিতার চিকিৎসার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে বাবু তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন, রোগের ভীষণভাব শান্তি হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি তিনি নীরোগ হইতে পারেন নাই। প্রাচীন বলিয়া রোগী যথাবিধি নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারেন না এই নিমিত্তই মধ্যে মধ্যে তাঁহার রোগ সামান্যাকারে আবির্ভূত হয়, কিন্তু তৎকালে ঔষধ সেবন করিবামাত্র তিরোহিত হইয়া থাকে। যদি তিনি যথোচিত নিয়ম প্রতিপালনে সমর্থ হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় এত দিন কোন্ কালে আরোগ্যলাভ করিতে পারিতেন। যাহা হউক, তাঁহাকে যে আর রোগের অসহ্য যাতনা সহ্য করিতে হয় না, ইহা সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

এক্ষণে আমরা জগদীশ্বরের নিকট নিয়ত এই প্রার্থনা করি যে, যজ্ঞেশ্বর বাবু তাঁহাদের প্রদেশের যেরূপ মহোপকার সাধন করিতেছেন, যাবজ্জীবন সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে সুখী থাকিয়া সেইরূপ কল্যাণ সাধন করুন এবং অনবরত অনন্য সুলভ আত্ম প্রসাদ সুখসম্ভোগ করিতে করিতে জীবন যাপন করুন।

কস্যচিৎ হোমিওপ্যাথি পক্ষিকস্য

মহাশয়! ৪ ঠা মাঘ বুধবার লোহজঙ্গ বিদ্যালয়ান্তর্গত "জ্ঞান প্রকাশিকা" সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সমারোহে নির্ব্বাহ হইয়াগিয়াছে। সভায় সমাগত সভ্য সমূহের সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত হইয়াছিল। প্রথমতঃ সভার প্রারম্ভে ছাত্রদিগকে বার্ষিক পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। তৎপরে, সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে প্রথম, বার্ষিক রিপোর্ট, দ্বিতীয় নিয়মাবলী ও তৃতীয় রচনা পাঠ হয়। অতঃপর অনেক সভ্য লোহজঙ্গ গ্রামে একটী চিকিৎসালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন জন্য স্থানীয় জনগণকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুই শেষ হইল না।

সভাপতি, সম্পাদক বাবু ও লোহজঙ্গের অন্যান্য ধনিগণ সমীপে আমাদের সবিনয় বক্তব্য এই, যে দেশহিতকর বিষয়টী (চিকিৎসালয় স্থাপন) ভবিষ্যতের গর্ভস্থ রহিল, তাহা যেন অচিরাৎ কার্য্যে পরিণত হয়, আর যাঁহারা স্ত্রী শিক্ষার কথায় মনোবেদনা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, উহা মনোবেদনা দায়ক নহে, বাস্তবিক মনোবেদনাপরিহারক। এ বিষয়টী যাহাতে সুসিদ্ধ হয়, তাহাও যেন সকলে যত্নবান হইয়া করেন।

১২৭৩ সাল। কস্যচিৎ

-০০-

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র বর্দ্ধ শিয়ালদহ
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন ৫৷৷০
" " অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় নবীনবাই
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ ৭
" সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাণিকতলা
১৮৬৭ ফেব্রুয়ারি হইতে ৬৮ জানুয়ারি ১০
" কালীকৃষ্ণ মণ্ডল চালীগঞ্জ
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ মাঘ
" " রামদাস সেন বহরমপুর
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ মাঘ ১৩
" " শশিভূষণ বসু লাহোর
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে জুন ৭৷৷০
" " যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্ত মজীলপুর
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" আলগার সাহেব বহরমপুর
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ ৭
বর্দ্ধমান ডকাটে শিবচন্দ্র দ
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ মাঘ

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং যাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার মধ্যে যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠী লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠী লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ কাগজের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

বাঙ্গালা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেশনের ডাক ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম দিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

উক্ত এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে সোনাপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটিতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

১ ম ভাগ। ১৭ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

মাসিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ২১এ ফাল্গুন। ১৮৬৭। ৪ ঠা মার্চ্চ। { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

নিউ এপথিকারিস হল।

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল নূতন আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সরি প্রভৃতির সুবিধার জন্য নগদ মূল্যে বাজারের অতি কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে ঔষধের ফর্দ্দ ও তাহার মূল্য স্বরূপ নোট, হুণ্ডী বা বরাতী চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি সত্বর পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর সি দত্ত কোং।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীব্রজনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
সুখবোধ ব্যাকরণ	।।
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

পুরাণ সংগ্রহের শেষখণ্ড।

মধ্যে পুরাণ সংগ্রহের বিতরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে নিয়মিত মফঃস্বলের গ্রাহকদিগকে ডাক মাশুল দিয়া পাঠান হইতেছে এবং কলিকাতার বহি গ্রাহকদিগকে দেওয়া যাইতেছে এবং বিতরণ বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্নবান হওয়া গিয়াছে, যাঁহারা পান নাই এবং যাঁহাদের সম্পূর্ণ সেটের বিচ্ছেদ জন্মিয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া ত্বরায় যোড়াসাঁকোর ভবনে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করুন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

ভূটান পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর মিয়াদে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

হস্তি ধরিবার নিমিত্ত যত কুনকি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার কি কুনকি প্রতি ২০ টাকা হারে মাশুল দিতে হইবে, ধৃত হস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমত গবর্ণমেণ্টের থাকিবেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস ময়নাগুড়ী। ১২ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬। } শ্রীযুক্ত জে, এফ, টুইডি সাহেব ডেপুটী কমিসনর

বালকদিগের ব্যবহারার্থে "গণিত বিজ্ঞান" নামে একখানি অঙ্কপুস্তক শান্তিপুরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত ও শ্রী আই সি, বসু কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ষ্ট্যানহোপ প্রেসে ও কালেজ ষ্ট্রীটে সংস্কৃত প্রেসের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

সোমপ্রকাশ।

২১ এ ফাল্গুন সোমবার।

গোমসূর্য্যাধান ও শ্রেষ্ঠত্ব।

গোবসন্ত বীজের টীকা ও মনুষ্য বসন্ত বীজের টীকা এ উভয়ের মধ্যে কোনটী উৎকৃষ্ট, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গতবার এক জন পত্রপ্রেরক এক খানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রপ্রেরক স্বয়ংই উভয়ের গুণদোষ বর্ণন করিয়াছেন। এক বার টীকা দিলে আর কখন বসন্ত হয় না, কোন টীকারই এরূপ গুণ নাই। তবে আমাদিগের দেশের লোকের এই সংস্কার আছে, মনুষ্য বসন্ত বীজে টীকা দিলে আর কখন বসন্ত হয় না, সেটী ভ্রমাত্মক। এ বিষয়ের প্রামাণ্য প্রতিপাদক উদাহরণ বিরল নয়। পক্ষান্তরে গোবসন্ত বীজের টীকাধারী অনেক ব্যক্তির অনেক সময়ে সাংঘাতিক বসন্ত হইয়াছে। যদি এ অংশে উভয়ের তুল্যতা রহিল, তবে কোনটীকে আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। ইহার নির্ণয়ার্থ অগ্রে উভয়ের গুণ নির্ণয় আবশ্যক। যাহার গুণ অধিক হইবে, তাহারই শরণ লওয়া উচিত।

মনুষ্য বসন্ত বীজের টীকায় কষ্ট ও বিপদ শঙ্কা অধিক। এক এক ব্যক্তির এরূপ বসন্ত হয়, কেবল যে তাহার প্রাণ সংশয় উপস্থিত হয় এরূপ নয়, হয়

মাসের ন্যূনে সম্পূর্ণরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। অধিকাংশ লোককেই অসংখ্য বসন্তের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু গোবসন্ত বীজের টীকা গ্রহণ সময়ে এ কষ্ট ও এ শঙ্কা নাই। প্রায় বসন্ত হয় না, যে ২। ৪ টী হয়, তাহা কষ্ট দায়ক নহে, শয্যাগত হইতেও হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে টীকা লইতে হয় এই দোষ। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, সে টীকার গ্রহণকালে কোন কষ্ট ও অনিষ্ট নাই, তখন মধ্যে মধ্যে লওয়াতে ক্ষতি কি? সে অসুবিধা অসুবিধা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। উভয় টীকার গুণদোষগত যখন এত অন্তর লক্ষিত হইতেছে, তখন উভয়ের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া একের উৎকর্ষ ও অপরের অপকর্ষ প্রতিপাদনার্থ অধিকতর প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

প্রেততত্ত্বের তত্ত্বজিজ্ঞাসু পত্রপ্রেরকের প্রতি বক্তব্য এই, ইহার যাথার্থ্য বিষয়ে আমাদিগের অণুমাত্র প্রত্যয় নাই। তাহার কারণ এই, প্রথম, আত্মা অলৌকিক পদার্থ. অনেক বড় বড় দর্শন ও বিজ্ঞানকার হইয়া গিয়াছেন, কেহই তাহার স্বরূপ নিরূপণে সমর্থ হন নাই। বৈদান্তিকেরা মায়াবচ্ছিন্ন পরমাত্মাকেই জীবাত্মা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, নৈয়ায়িকেরা স্বতন্ত্র পরমাত্মা ও স্বতন্ত্র জীবাত্মা স্বীকার করেন, বৌদ্ধেরা দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না, অন্য অন্য দর্শনকারদিগের মতেও ইহার প্রকার ভেদ আছে। মৃত্যুর পরেও আত্মার গতি বিষয়ে বহুতর মতভেদ দৃষ্ট হয়। যে পদার্থ স্থির নহে, সেই পদার্থ যে, যে সে লোকের আহূত হইয়া অপরের সংকল্পিত বিষয় ব্যক্ত করিবে, তাহা কোনক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে।

দ্বিতীয়, অন্যে আহ্বান করিলে আত্মার আবির্ভাবরূপ অনুগ্রহ হওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, সে অনুগ্রহ সকলের প্রতি না হয় কেন? প্রেততত্ত্ববাদিরা বলেন, সকলের প্রতি হয় না।

তৃতীয়, প্রেতাগারেরা প্রেত প্রেরিত হইয়া যে যে কথা বলেন, তাহার অধিকাংশ অসত্য হয়। প্রেততত্ত্ব সত্য হইলে এরূপ অসত্য হইবার সম্ভাবনা কি?

চতুর্থ, আমাদিগের এখানকার ভূতের ওঝার ন্যায় ডেবেনপোর্ট ভ্রাতরদিগের প্রতারণা অনেক স্থলে ধৃত হইয়াছে।

পঞ্চম, প্রেততত্ত্ববাদ আমাদিগের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জ্ঞানের প্রকৃত উপায় হইত, প্রাচীনকালের লোকেরা এ সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া কখন দর্শন বিজ্ঞানাদিরূপ উন্নতির জটিল উপায় অবলম্বনে ব্যগ্র হইতেন না।

বেহারের নীলকর ও প্রজাগণ।

যখন নদীয়া ও যশোহরের নীলকরদিগের অত্যাচারনিবন্ধন কৃষকগণ নীল বপন পরিত্যাগ করে, তৎকালে বেহারের নীলকরেরা এই বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছিলেন, এখানকার নীলকরদিগের ন্যায় তাঁহারা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করেন না। তত্রত্য প্রজাগণের কোন অসন্তোষ চিহ্ন না দেখিয়া আমরা এ কথা বিশ্বাসও করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে বোধ হইতেছে, নীলকর মাত্রেই এক দ্রব্যে গঠিত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর অবধি বেহারে নীল বপন অলাভকর হইয়া আসিতেছে। গবর্ণমেণ্ট অহিফেনের কৃষকদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আজি কালি তুলার যথেষ্ট লাভ হইতেছে। তাহার উৎপাদকদিগেরও কোন উচ্চবাচ্য নাই, গত বৎসর দুর্ভিক্ষ হওয়াতে কৃষকগণ অধিকতর লাভের আশয়ে অধিক পরিমাণে তুলা ও ধান্য উৎপাদন করিবার মানস করিয়াছে, নীল অলাভকর বলিয়া তাহার কৃষিকার্য্যে তাহারা বিমুখ হইয়াছে। কিন্তু নীলকরেরা তাহাদিগকে ছাড়িতেছেন না। ১৮৩০ অব্দে প্রতি বিঘায় যে মূল্য দেওয়া হয়, এখনও সেইরূপ দেওয়া নীলকরদিগের অভিপ্রেত। এরূপ অবস্থায় বিবাদ না হইবার সম্ভাবনা নাই। নদীয়া ও যশোহরের ন্যায় বেহারেও নীল করিবার দুই প্রকার ভূমি আছে। প্রথম নিজ জোত। দ্বিতীয়, রায়তওয়ারি ভূমি। প্রথমোক্ত ভূমিতে নীলকর কৃষক স্থানীয় হইয়া হলাদি ক্রয় করিয়া নীল উৎপাদন করেন। দ্বিতীয় কৃষক দাদন লইয়া তন্মধ্যে নীল বপন করে। নীল কমিসন শেষোক্ত ভূমির বিষয়ে এই নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, প্রজারা নিজের ভূমিতে যে শস্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারিবে। ইহাতে নীলকরদিগের অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা কৃষকদিগকে নীল বপন করাইতে বাধিত করিবার জন্য আদালতের আশ্রয় লইতেছেন। অলাভকর বিষয়ে লাভেচ্ছা পূর্ণ করিবার এই এক উৎকৃষ্ট উপায়। মফস্বলের হাকিমদিগকে যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের নিকটে বলা বাহুল্য যে যুবক সিবিলিয়ানগণ এবংবিধ আশ্রয়দানে পরাঙ্মুখ নহেন।

কিছুদিন হইল ত্রিহুতের অন্তর্গত পাণ্ডুল কুঠির এম, সেল সাহেব সহকারী মাজিষ্ট্রেট বারবর সাহেবের নিকটে এই আবেদন করেন যে, ত্রিভুবন তাঁতি তাঁহার নিজের ভূমিতে বলপূর্ব্বক তুলার বীজ বপন করিয়াছে, অতএব অনধিকার প্রবেশের দণ্ড হয়। প্রজা বলে, ভূমি তাহার নিজের সে যে শস্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে। ফৌজদারি আদালতের এইরূপ বিচার করা উচিত ছিল, ভূমি কাহার

স্থলে আছে ? জেল সাহেব এবং বাদী স্বরূপ উপস্থিত হইয়া কহিয়াছেন, ভূমি তাঁহার ; কিন্তু তিনি স্ববাক্য সমর্থনার্থ অন্য কোন সাক্ষী উপস্থিত করেন নাই; তাহা সহকারী মাজিষ্ট্রেটের লিখিত নিষ্পত্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রজা কয়েক জনকে সাক্ষী দেয়, সাক্ষিগণ সকলেই বলে ভূমি তাহার। এক জন মাত্র বলিয়াছিল আট বৎসরের মধ্যে তন্মধ্যে নীল হয় নাই। বারিবর সাহেব বলেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন ভূমিতে নীলের গোড়া রহিয়াছে। তিনি বলেন, "যে ভূমি নীলকুঠির নিজ জোতে আছে, তাহাতে কৃষক বলপূর্ব্বক চাষ করিবে এটি সম্ভাবিত নহে, কিন্তু সাক্ষিবাক্যের অনুসারে বিচার করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম।" তাঁহার মতে জেলের সাক্ষ্যই প্রমাণযোগ্য। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি ত্রিভুবন ও বেচু উভয়ের ৪ সপ্তাহ মিয়াদ দিয়াছেন ॥

অজ্ঞ কৃষকদিগের বাক্যের যদি পূর্ব্বাপরবিরোধ হইয়া থাকে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এদেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের বাক্য মধ্যে এ বিরোধের পরিহার দৃষ্ট হয় না। এরূপ স্থলে বিজ্ঞ বিচারপতিগণ বাক্যের তাৎপর্য্য ও সারাংশ গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া থাকেন। আট বৎসরের মধ্যে নীল হইয়াছিল কি না ? এ কথা বিচার্য্য নয়, ভূমি প্রত্যর্থির কি না ? ইহাই বিচার্য্য। তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে ? আর, কোনটী সম্ভাবিত আর কোনটী অসম্ভাবিত এই বিবেচনা করিয়া বিচারপতির বিচার করা কর্ত্তব্য। নীলকর বিচারে মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে যখন [illegible] মকদ্দমায় [illegible], তখন বিচারপতি কেম্প এই বলিয়া প্রত্যর্থিকে মুক্ত করিয়াছিলেন যে [illegible] বৎসর এদেশে আছেন, সুতরা- দর্শন দ্বারা উঁহার সংস্কার জন্মিয়াছে, জমীদার কখন আপনার বাটীর নিকটে দিনের বেলা দাঙ্গা করেন না। এস্থলেও নিয়াজের বাক্য অবলম্বন বিচারপতিদিগের নিকটে নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু প্রধানতম বিচারালয় এই বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণের নিকটে দোষী হন নাই। নীলকরের ভূমিতে কৃষক কি বলপূর্ব্বক নীল বপন করিতে পারে ? ইহা কি সম্ভাবিত ? এটী যে সম্ভাবিত নয়, সহকারী মাজিষ্ট্রেট স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন ?

নীলকরেরা এই প্রকার মকদ্দমা করিয়া কৃষকদিগকে ক্ষীণবল করিবার চেষ্টায় আছেন ; তাঁহারা দুর্ভিক্ষ কমিসনর কেম্বেল সাহেবের এই বলিয়া দোষ দিতেছেন যে তিনি কৃষকদিগকে বিদ্রোহী হইবার পরামর্শ দিতেছেন। এটি উদ্বুদ্ধি কারি দলের রোগ। তাহাতে কুলি রক্ষক মার্শল সাহেব মজুরদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতেছেন এবং আইনে তাহাদিগের যে স্বত্ব আছে তাহা বুঝাইয়া দিতেছেন বলিয়া চা-করেরা তাঁহার এই দুর্নাম দিতেছেন যে তিনি তাঁহাদিগের সহিত মজুরদিগের পরস্পর বিবাদ ঘটাইয়া দিতেছেন। মজুরের বিষয় অন্ধকারে থাকে ইহাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত। আমরা বেহারের নীলকরদিগকে সতর্ক করিতেছি, যখন নদীয়া ও যশোহরের দুর্ব্বল কৃষকেরা নীলকরদিগকে উৎসন্ন দিয়াছে, তখন বেহারের প্রজারা তদ্বিষয়ে অসমর্থ হইবে বোধ হয় না। নীল বপন উঠিয়া যায় ইহা কাহারও অভিপ্রেত নহে, কেবল অত্যাচারই অনভিপ্রেত। কৃষকদিগের ক্ষতি হউক, আর লাভ হউক, সেদিকে দৃষ্টি না রাখিয়া আপনারাই লাভ করিব, নীলকরেরা যদি এইরূপ মনে করেন, অত্যাচার দুর্নিবার হইবে সন্দেহ নাই। যাহাতে উভয়পক্ষের ক্ষতি না হয়, সেই ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। [illegible] নীলকরগণ কুলি বদ্ধ করিতেছেন, চা-করগণ মজুরদিগের উপরে অত্যাচার করিয়া আর যোক পাইতেছেন না, সুতরাং চাকের পুনর্ব্বার অবস্থা পরিপূর্ণ হইতেছে। বেহারের নীলকরগণ কি এই অবস্থা দর্শন করিতে চাহেন ? তাঁহারা সালীশ করিয়া কত দিন কৃষকদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন ? কৃষকদিগের সহিত বিবাদ করিয়া কখনই শ্রেয়োলাভ হইবে না। বঙ্গদেশের নীলকরগণ দশায় বাঁধিয়াছেন, চা-করেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন, বেহারের নীলকরগণ এ সময়ে যদি সদুপায় অবলম্বন না করেন, এই পথের পথিক হইতে হইবে। এই সকল দর্শন করিয়া আমরা দেখিতেছি ইউরোপীয়েরা কৃষক ও মজুরদিগের সহিত সদ্ব্যবহার ও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে জানেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের কৃতার্থতা লাভের সম্ভাবনা নাই, যেখানে ক্রীতদাস প্রথা আছে, সেইখানেই তাঁহারা লাভ করিতে পারেন; ভারতবর্ষে সেরূপ হওয়া কঠিন। এতদ্দেশবাসিদিগের নিকট হইতে দ্রব্য ক্রয় করিয়া ব্যবসায় করাই তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর।

পুলিস সংক্রান্ত আইনের এক নূতন পাণ্ডুলেখ্য।

সম্প্রতি গ্রে সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় উল্লিখিত আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য এই, রাজধানী ও মফস্বলে মিউনিসিপাল কর হইতে পুলিসের বেতন দিবার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, তাহার ব্যয়ের ভার পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের হস্তে থাকে। অনেক দিন অবধি পুলিস আক্ষেপ করিতেছেন, মিউনিসিপাল করের কতক অংশ পুলিসের হস্তে দেওয়া

হইবে তাহার স্থিরতা নাই। তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত উক্ত পাণ্ডুলেখ্য হইয়াছে। এতদ্দ্বারা কার্য্যত, মিউনিসিপালিটির ক্ষমতা পুলিসের হস্তে দেওয়া হইতেছে। ১৮৫৬ অব্দের ২০ আইন ও ১৮৫৪ অব্দের ৩ আইন অনুসারে যে কর আদায় হয়, তদ্দ্বারা পল্লীগ্রামে চোকীদারের বেতন দেওয়া হইয়া থাকে। উদ্বৃত্ত টাকা গ্রাম সমূহের শোভা বৃদ্ধি নিমিত্ত ব্যয় করিবার নিয়ম আছে, কিন্তু কার্য্যে কোথায়ও ইহা হইতেছে না। শত করা প্রায় ৭০ টাকা পুলিসের বেতনে পর্য্যবসিত হয়, অবশিষ্ট টাকা অন্য প্রকারে ব্যয়িত হইয়া থাকে। প্রস্তাবিত পাণ্ডুলেখ্যে প্রস্তাব হইয়াছে টাকা মিউনিসিপালিটি আদায় করিবেন, পুলিসের ব্যয় প্রভৃতি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টদিগের হস্তে থাকিবে।

পুলিসের জন্য কিয়দংশ সাধারণের দেওয়া উচিত বটে, কিন্তু অবস্থা ভেদে পরিমাণ ভেদ করা কর্ত্তব্য। যত টাকা আদায় হইবে, তাহার নির্দ্ধারিত অংশ পুলিসকে দিয়া অবশিষ্ট অংশ নগরের শোভার্থ ব্যয় করিবার নিয়ম হইলে যথার্থ কাজ হইতে পারে।

গত বুধবার ভারতবর্ষীয় সভা গৃহে এই বিল উপলক্ষে নগরবাসিদিগের এক সভা হয়। কলিকাতার পুলিসের কিয়দংশ নগরবাসিদিগের দেওয়া কর্ত্তব্য ইহা সকলে স্বীকার করেন, কিন্তু বাণিজ্য নিবন্ধন অধিকসংখ্য প্রহরীর প্রয়োজন হইয়াছে। অতএব সভা যে আবেদন করিতেছেন তাহাতে প্রস্তাব হইবে প্রতি টনে চারি আনার অনধিক পুলিস কর স্বরূপ আদায় করা হয়। বণিকগণ যখন শান্তি রক্ষা নিবন্ধন সৌভাগ্য ভোগ করিতেছেন তখন তন্নিমিত্ত কর দেওয়া অসঙ্গত নহে। সভার দ্বিতীয় প্রস্তাব এই ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৬৪ অব্দের ৩১ এ আগষ্টের কৃত সংকল্প অনুসারে পুলিসের চতুর্থাংশ ব্যয় গবর্ণমেণ্টের দেওয়া উচিত। তাঁহারা আরও প্রার্থনা করিবেন নগরের আবকারী কর মিউনিসিপালিটির প্রাপ্য হয়। গবর্ণমেণ্টের ও বণিকদিগের দেয় অংশের যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা নগরবাসিরা বাটীর করের হিসাবে শতকরা দুই টাকা পুলিস কর স্বরূপ দিবেন। বাটীতে যিনি বাস করিবেন, তাঁহাকে এই কর দিতে হইবে। এ প্রস্তাবটি অতি সঙ্গত। বাটীর অধিকারির নিকট হইতে লইবার নিয়ম হইলে তাঁহারা ভাড়া বৃদ্ধি করিবেন সন্দেহ নাই, তাহা হইলে প্রকারান্তরে উহা ভাড়াটিয়ার স্কন্ধে পতিত হইতেছে। এরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভাড়াটিয়ার নিকটে লওয়াই উচিত। সভা মিউনিসিপালিটির হস্তে পুলিসের ব্যয় ও নিয়োগের ভার দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। শান্তিরক্ষার ভার শান্তিরক্ষক পুলিস ভিন্ন আর কাহারও হস্তে দেওয়া উচিত নহে। ইংলণ্ডে লোকেরা অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটী ও মিউনিসিপালিটির হস্তে পুলিসের ভার উঠাইয়া দিবার চেষ্টায় আছেন। পুলিসের যত প্রতি বৎসর টাকা আবশ্যক, মিউনিসিপালিটি তাহা আদায় করিয়া পুলিসকে দিবেন, এই পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকিবে। পুলিস কর্ম্মচারির সংখ্যা অধিক হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে তদ্বিষয় জানাইবেন। এস্থলে পরস্পরের সদ্বিবেচনার উপর পরস্পরের নির্ভর করা উচিত।

১৮৬৫।৬৬ অব্দের লবণ সংক্রান্ত রিপোর্ট।

এ বৎসরের প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্টের ভিন্ন ভিন্ন গোলায় ৯০,০৯,২৯৮ মণ লবণ ছিল, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর ৯২,৩২,৩২৯ মণ অল্প হয়। বৎসরের মধ্যে ৪৯,৯৫,৯৪৯ মণ লবণ আইসে। ১৮৬৪।৬৫ অব্দে ৮৬,৪১,৩৫৮ মণ লবণ বিক্রীত হয়, কিন্তু ১৮৬৫।৬৬ অব্দে ৭৩,১৩,৪৪১ মণ মাত্র বিক্রয় হইয়াছে। লিবরপুলের লবণ আমদানী হওয়াতে যে এরূপ হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। কটকের করদমহল ও বাঁকাদে অনেক চোরিত লবণ বিক্রীত হইয়াছে। কটক, পুরী ও বালেশ্বরে চোরাই লবণের জন্য ১১৬১ টি মকদ্দমা হয়, তাহাতে ১১২৯ জন দণ্ড পাইয়াছে এবং ১৫১ জন মুক্ত হইয়াছে। ইনস্পেক্টর জেনরল আক্ষেপ করিয়াছেন এ সকল মকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটেরা প্রায় দণ্ড দিতে চাহেন না। দোষ সপ্রমাণ হইলে সামান্য জরিমানা হয়, মাজিষ্ট্রেটেরা অল্প স্থলেই লবণ বাজেয়াপ্ত করেন। লেপ্টনণ্ট গবর্ণর এ বিষয়ের সবিস্তর বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইয়াছেন। আমাদিগের বোধ হয়, পুলিস কর্ম্মচারিরা লাভ ও পুরস্কার লাভের আশয়ে নিরপরাধ ব্যক্তিদিগকেও বৃথা কষ্ট দেয় বলিয়া মাজিষ্ট্রেটেরা দণ্ডদানে বিমুখ হন। গত বৎসর লবণের রিপোর্ট সমালোচন করিবার সময়ে আমরা আক্ষেপ করিয়াছিলাম বিদেশীয় লবণ আসাতে আমাদিগের দোকান বন্ধ হইয়া দেশের একটী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য নষ্ট হইতেছে এবং যে দ্রব্য আমাদিগের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে তন্নিমিত্ত বিদেশের মুখাপেক্ষা করিতে হইতেছে। আমরা আহ্লাদিত হইলাম গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে লবণের উপরে আবকারী করের ন্যায় মাসুল লইয়া লোককে ইহা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ১৮৬৫।৬৬ অব্দে বালেশ্বর বিভাগীয় মলুঙ্গার এই প্রকারে উৎপাদিত দেশীয় লবণের উপর নির্ভর

করিয়াছিল। ২৪ পরগণার রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই, এজন্য কমিসনরের কৈফিয়াত চাওয়া হইয়াছে।

নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কার্য্য প্রণালী।

লার্ড ডেলহৌসির একটি বিশেষ দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, তিনি যে সমস্ত কার্য্যরূপ প্রস্তর দ্বারা আপনার চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্তম্ভ রচনা করিবার আশা করিয়াছিলেন, তাহা এক এক করিয়া খসিয়া পড়িতেছে। তাঁহার জীবিতকালে অনেকে তাঁহার যশোগান করিয়াছেন, অনেকে তৎকৃত কার্য্যগুলিকে তাঁহার বিপক্ষগণের বাক্যের খণ্ডনার্থ উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই এক এক করিয়া অনর্থের মুল বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে। পর রাজ্য গ্রহণ রাজনীতিরূপ দৃঢ়তর সেতু বিদ্রোহকালের শোণিত নদীর প্রবল প্রবাহ বেগে কেবল যে উন্মূলিত হইয়াছে এরূপ নহে, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের লাভার্থ শাসিত হয়, এ রাজনীতিও এক্ষণে নিন্দিত উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার সহকারিগণ এক্ষণে এক এক করিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু আজিও তাঁহার একটি কাজ অনেকের নিকটে আদৃত আছে। এটি নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের কার্য্যপ্রণালী। যে প্রণালী এক্ষণে পঞ্জাবে বিশেষরূপে প্রচলিত আছে। সত্যের জয় চিরকাল এ কথা যদি প্রমাণ এবং ভারতবর্ষীয়েরা স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া যে কথা বলেন, তাহা যদি পরম্পরাশ্রবণকারী ব্যক্তির মত অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় হয়, তাহা হইলে নিয়মবহির্ভূতপ্রদেশের কার্য্যপ্রণালী বহু দোষের আকর ও সভ্য গবর্ণমেণ্ট ও সভ্য জাতির নিতান্ত অযোগ্য ও অযশস্কর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। নিয়মবহির্ভূত কার্য্য প্রণালী রিপোর্টে যেরূপ বর্ণিত হউক না কেন, যে প্রদেশের সকল লোক ইহার অধীনে আছেন, তাঁহারা বলেন, রণজিৎ সিংহের শাসন প্রণালী ইহার অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ছিল। পঞ্জাবের লোকের তত্রত্য বিচারালয়ের প্রতি তাদৃশ আস্থা নাই। বিচারপতিদিগের প্রতি তাঁহাদিগের সত ভক্তি তাহা সম্প্রতি সর্দ্দার প্রতাপচাঁদ সিংহের বলপূর্ব্বক চাঁদা লইবার অভিযোগ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। তত্রত্য কমিসনর ডেপুটী কমিসনর ও সহকারী কমিসনরগণ রাজশক্তির যথেচ্ছ বিনিয়োগ করেন। তথায় লোকের সম্মান নাই, অত্যাচারের ভয়ে কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হন না। এই জন্য পঞ্জাবের রিপোর্টে "শান্তি শান্তি" এইরূপ লিখিত দৃষ্ট হয়। পঞ্জাবের পূর্ব্বতন ব্যবস্থাপদ্ধতি ও বিচার প্রণালী এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যদি মুখ বন্ধ করিয়া আক্ষেপ ও অভিযোগ বন্ধ করা সুশাসনের ফল হয়, তাহা হইলে পঞ্জাবের শাসন প্রণালী উত্তম, অন্যথা ইহা অত্যাচার এবং সভ্যতা ও মানবমণ্ডলীর অবমাননার অপর নামমাত্র। হেনরি লরেন্স জন লরেন্স লেক আবট প্রভৃতি মহিমশালী ব্যক্তিরা পঞ্জাবে থাকিয়া যশঃ ও উন্নতির মুল পত্তন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা প্রণালীর গুণে হয় নাই, লোকের গুণে হইয়াছে। হেনরি লরেন্সের সদৃশ মহানুভব ব্যক্তি চীনের শাসন কর্ত্তা হইলেও তত্রত্য ব্যবস্থানুসারে কাজ করিয়া যশোলাভ করিতে পারিতেন। ক্ষমতা বিনিয়োগের একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকিলে অত্যাচার হইবে সন্দেহ কি? ক্ষমতাপ্রিয়তা মানবস্বভাবসিদ্ধ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ক্রোধ শত্রুতা ও বৈরনির্য্যাতনস্পৃহা দ্বারা প্রেরিত হয়, লোক লজ্জা রাজনিয়ম ও রাজদণ্ডভয় ঐ সকল অবগুণের নিবারণোপায়, কিন্তু যেখানে রাজনিয়ম প্রভৃতি বিশৃঙ্খলাবদ্ধ কেবল সদ্বিবেচনার উপরে নির্ভর, সেইখানেই অত্যাচার, সেইখানেই লোকের কষ্ট। এই কারণেই আসিয়াখণ্ডের রাজগণ হইতে নানাবিধ অত্যাচার হইয়াছে। তবে পঞ্জাবের জল বায়ুর এরূপ অসাধারণ গুণ নাই যে তথায় মনুষ্য স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিবে। ফলতঃ তত্রত্য কমিশনর ও ডেপুটি কমিসনরগণ যথেচ্ছ আচার করিয়াও যদি রিপোর্টে প্রশংসালাভ করেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সকলের হস্তপদ ও মুখ বদ্ধ! কোন্ ব্যক্তি দোষ প্রকাশ করিবে? যদি কেহ এ দুঃসাহস করেন, তাঁহাকে অবিলম্বে শ্রীঘর দর্শন করিতে হয়। যখন বঙ্গদেশে শারীরিক দণ্ডের আইন চলিয়াতে এত অত্যাচার হইতেছে, তখন পঞ্জাবে হইবে আশ্চর্য্য কি? বঙ্গদেশে দোষ বলিবার লোক আছেন। সুতরাং দোষী মাজিষ্ট্রেটকে শঙ্কাসঙ্কুচিত হইতে হয়। পঞ্জাবে তাহা নাই, পক্ষান্তরে লোকের "ইজ্জতের" ভয় আছে, সুতরাং চাবুক খাইয়াও "যো হুকুম" বলিয়া তাঁহারা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন।

ক্রমশঃ নিয়মবহির্ভূত প্রদেশের কার্য্যপ্রণালী রহিত হইবে, আমাদিগের এইরূপ আশা আছে, কিন্তু শীঘ্র যে সে মনোরথ পূর্ণ হয়, তাহার সম্ভাবনা অল্প। অতিশয় আক্ষেপের বিষয় এই, কয়েক জন অজ্ঞ লেখক ইংলণ্ডের অনেক লোককে এই মতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহাঁদিগের সংস্কার এই, ভারতবর্ষীয়েরা ইংলণ্ডীয়দিগের ন্যায় বিশুদ্ধ ও সুক্ষ্ম

বিচার প্রণালীর গুণ বোধে সমর্থ নহেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বঙ্গদেশ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। ছোট আদালতের বিচারের আপীল নাই বলিয়া সর্ব্বত্র অসন্তোষ দৃষ্ট হইতেছে। অথচ পঞ্জাবপ্রণালী প্রিয় ব্যক্তিরা বলেন, আমরা বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্ম বিচার প্রণালীর মর্ম্ম বুঝি না। যাহা হউক, সম্প্রতি আমরা একটী সাধী [illegible] চেষ্টা দেখিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাস ও পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ডাভেণ্ট সাহেব যখন পঞ্জাবের হত্যা ও আক্রমণকারী গোঁড়াদিগের দণ্ডের বিল উপস্থিত করেন, আমরা স্পষ্টাভিধানে ইহা প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। এদেশের কেহ ঐ বিলের অনুমোদনকারী নহেন। তথাপি গবর্ণমেণ্ট ইহা বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা আছেন। কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই, স সিসিল বীডন, সর উইলিয়ম মানসফিল্ড ও মেইন সাহেব ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ২২ এ ফেব্রুয়ারির অধিবেশন দিবসে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন সর জন লরেন্সও কিয়দংশে ইহাঁদিগের সহায়তা করিয়াছেন। কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব লোকের মুখাপেক্ষায় আইনের মহিমায় জলাঞ্জলি দেওয়া ইহাঁদিগের অভিমত নহে। ডাভেণ্ট সাহেবের বিল বিধিবদ্ধ হইলে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যক্তি এক দিনের মধ্যে ক ব্যক্তির বিচার ও ফাঁসী দিতে পারিবেন। কাহার জন্য এরূপ উচ্ছৃঙ্খল আইন হইতেছে? মধ্যে মধ্যে দুই ক জন আফিগন গোঁড়ার দ্বারা আক্রান্ত হন বলিয়া হইতেছে সন্দেহ নাই। যাহারা গোঁড়া, তাহারা কি ইহা দেখিয়া নিরস্ত হইবে? কার্য্যে এই দাঁড়াইবে যে ব্যক্তি কোন ইউরোপীয়ের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সাহসপূর্ব্বক ...

এ আইনের নিকটে নবাবী অধিকার কোথায় আছে? এ যদি অত্যাচার ও অসভ্য ব্যবস্থা না হয়, তবে তাহা কিরূপ?

—:•:—

তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

গত মঙ্গলবার মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত হের্বেল সাহেব এখানে আগমন করিয়া এখানকার সবডিবিজন দর্শন করিয়া গিয়াছেন। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ এইরূপ মধ্যে মধ্যে অধীনস্থ কার্য্যালয় সকলের কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিলে এ সকলের দোষ অনেক অংশে সংশোধিত হয় এ কথা বলা বাহুল্য। সাহেব মহোদয় অতিশয় বিদ্যোৎসাহী। তিনি ঐ দিবস এখানকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া মন্তব্য পুস্তকে সন্তোষজনক অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব অতিশয় সরল ও অমায়িক। তিনি এখানকার ভদ্র মণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া সকলের সহিত নানা প্রকার সদালাপ করিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

২। এই নগরের নিম্নে রূপনারায়ণ নামক এক বিস্তীর্ণ নদ আছে। বর্ষাকালে তাহার বেগ এত প্রখর ও তরঙ্গমালা এতাদৃশ ভয়ানক হইয়া থাকে যে, সে সময়ে নৌকাপথে গমনাগমনের সবিশেষ প্রতিবন্ধকতা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং ব্যবসায়ের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি হয়। কিছুদিন হইল, কলিকাতার কোন বিখ্যাত "ষ্টীম কোম্পানি" এখান হইতে কলিকাতায় গমনাগমন ও ব্যবসার সামগ্রী প্রভৃতি বহন করিবার অভিপ্রায়ে একখানি ষ্টীমার এখানে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। যদ্যপি এখনও যাত্রী অধিক হয় নাই এবং সকল মহাজনে বাণিজ্য দ্রব্য প্রদান করিতেছেন না বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে যে উত্তর উত্তর সুবিধা হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। নগরের নিম্নদেশেই নদীর পশ্চিমপার্শ্বে এক বিস্তীর্ণ চড়া পড়িয়াছে। আরোহিগণের গমনাগমন ও নানা দ্রব্য বহনের সুবিধার জন্য নগর হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত একটী পথ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত কালেক্টর মহোদয় সেই রাস্তার আবশ্যকতা দর্শাইয়া কমিসনর সাহেবের নিকট তাহার প্রার্থনা করিয়াছেন। অনুমান ৩০০০ টাকা ব্যয় লাগিবে। তিনি নিজের ক্ষমতানুসারে আপাততঃ ... টাকা ... কার্য্য আরম্ভ করিবার আদেশ দিয়াছেন। বোধ হয় কমিসনর সাহেব এই বিস্তীর্ণ দেশের হিতকর কার্য্যের নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের এই প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিবেন।

৩। এই মহকুমার অন্তঃপাতী শীলকুণ্ডা ইংরাজী বিদ্যালয়ের (ইহা প্রায় দুই বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে) বালকগণ রত্নাবলী নাটকের অভিনয় সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছে। এপ্রদেশে নাটকাভিনয়ের পথদর্শক এই তমোলুকের বিদ্যালয়। এখানে প্রায় ৫।৬ বার অভিনয় কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। এদেশের মনুষ্যগণ অল্প বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন। এইরূপ অভিনয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যদি ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিতে পারেন পরম আহ্লাদের বিষয়।

প্রাপ্ত।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

রাজা রাজবল্লভ যে উল্লিখিতরূপ যশোবিস্তার করিয়াই আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন এমত নহে, অন্যান্য বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও তাঁহার বিলক্ষণ কীর্ত্তি আছে। তিনি আপনার অষ্টমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত অনেক প্রয়াস ও উৎসাহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে, তৎকালের সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা প্রাপ্তির জন্য স্বদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদিগের নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ কান্যকুব্জে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য প্রধান পণ্ডিতদিগের সমীপে বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা প্রার্থী হন। তাঁহারা রাজ-প্রেরিত অধ্যাপকদিগকে মহাসমাদর করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের আগমন কারণ তত্রত্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই কর্ণগোচর হইল। পণ্ডিতমণ্ডলী বিধবাবিবাহের ঔচিত্য বিধায়িনী ব্যবস্থা প্রদান করিলেন এবং ঈদৃশ উদারমতের কার্য্যে রাজবল্লভের অদ্ভুত উৎসুকতা দর্শন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন।

ব্রাহ্মণগণ তথা হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা নেপালে উপনীত হইয়া মহা সমাদরে সমাদৃত হইলেন। তত্রত্য ব্যবস্থাপকগণ প্রথমতঃ তাঁহাদিগের (ব্যবস্থা জিজ্ঞাসুদিগের) অনুষ্ঠানে দণ্ড প্রকাশ করিলেন। কিন্তু রাজের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কি বিচিত্র ভাব! তত্রত্য বিদ্যোৎসাহী আবাবিকারী ...

ব্দী লোকের অনুরোধেই হউক (১) অথবা কুৎসিত লোকাচারের প্রভাবেই হউক, তাঁহারা এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে উপহার স্বরূপ একটী গোবৎস আনিয়া দিলেন এবং বলিলেন " বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আপনাদিগের রাজা চেষ্টিত হইয়াছেন, উহা শাস্ত্র সম্মত বলেন নাই। কিন্তু এরূপ দিনের গোবৎস ভক্ষণ যেমন শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা কলিতে প্রচলিত নাই, সেইরূপ বিধবাবিবাহ যুক্তিসঙ্গত এবং শাস্ত্রসিদ্ধ হইলেও দেশাচার মতে অবিধেয়। যদি আপনারা এই গো-শাবক ভক্ষণ করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা বিধবাবিবাহে মত ও যোগ দিতে পারি। " নৃপ-প্রেরিত দ্বিজগণ তদ্দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত ও বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা অন্যত্র গমন করিবেন কি? কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। অনেকে বলেন এই বিষয়ে এক ব্যবস্থাপত্র হয়, তাহাতে নানা দেশীয় অধ্যাপকের নাম স্বাক্ষরিত আছে। আশ্চর্য্য ও আক্ষেপের বিষয় এই যে, নরেন্দ্র রাজবল্লভও উক্ত কার্য্যে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন নাই। যাহা হউক, ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, অনেক দিন পূর্ব্বেও এখানে সত্যের প্রখর জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছিল। অনুবর্ত্তী যে সকল আত্মাভিমানী বলিয়া থাকেন যে, এদেশীয়দের মানসিকভাব কোনকালেও তাদৃশ উন্নত ছিল না, আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, রাজবল্লভ কোন্ দেশীয় ছিলেন? কোথা হইতে তাঁহার এরূপ মনের ভাব হইল? তিনি কি পূর্ব্ব বাঙ্গলার নন? দেশের উন্নতির জন্য যে তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুলিত ছিল এই বিবরণটী পাঠ করিয়া সাধারণে তাহা সুন্দররূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। রাজবল্লভের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে উন্নতির আশা একবারে তিরোহিত হইয়াছে এমন নহে, আমরা আজিও অনেককে তাঁহার অপেক্ষা উন্নতিশীল মনে করিয়া বঙ্গভূমির দুঃখাপনয়নের প্রত্যাশা করিতেছি।

এরূপ প্রবাদ আছে যে ভূপাল " অগ্নিষ্টোম " নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বহুদেশীয় পণ্ডিত সমূহ তাহাতে সমাহূত হন। পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইলে নৃপতি তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা বলিলেন " হে নৃপেন্দ্র! যাহাদিগকে এক মাস পর্য্যন্ত অশৌচ ভোগ করিতে হয় এবং যাঁহারা দিনের মধ্যে দুই বেলা অন্ন গ্রহণ করে, এতাদৃশ যজ্ঞানুষ্ঠানে তাহাদিগের অধিকার নাই। " তৎকালে বৈদ্যদিগের উপবীত ছিল না। রাজবল্লভ তাঁহাদিগের বাক্যকে প্রারব্ধ কার্য্যের অন্তরায় মনে না করিয়া অকুতোভয়ে তৎসম্পাদন চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই সময়ে স্বজাতীয় সমুদায় বৈদ্যকে উপবীত দান এবং তাহাদিগকে এক মাস না হইয়া দুই পক্ষ অশৌচ করিতে হইবে বলিয়া সর্ব্বত্র আজ্ঞা প্রচার করেন। তদবধি বৈদ্যেরা দিনে দ্বিভোজন করেন না। অনন্তর অতি সমারোহ সহকারে উপস্থিত পণ্ডিতদিগের সমক্ষে যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। রাজবল্লভের কত দূর প্রতাপ ও প্রজারঞ্জনকারিতাগুণ ছিল এতদ্দ্বারা সকলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তি ও প্রতাপশালী রাজা অতি বিরল। ইহাঁর সমগ্র বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিলে যে একখানি বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে তাহার কোন সংশয় নাই।

মেঘনানদীর পশ্চিমপার্শ্বে রামপাল নামক স্থানে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তক বৈদ্যবংশসম্ভূত বল্লাল সেন রাজত্ব করিতেন। তাঁহারও মহীয়সী শক্তি এবং কীর্ত্তিকলাপের ভূরি ভূরি চিহ্ন অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অনেকে বলেন বল্লাল সেন রাজবল্লভের পূর্ব্বে রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়েকটী প্রসিদ্ধ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দেশীয় লোকের জলকষ্ট নিবারণোপায় করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে তিনি স্বীয় জননীর নিকটে এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন যে " তিনি (বল্লাল মাতা) একাদিক্রমে অপ্রতিহতভাবে যত দূর গমন করিতে পারিবেন বল্লাল সেন তত দূর ব্যাপিয়া এক দীর্ঘিকা পরিখাত করাইবেন। এক বার দাঁড়াইলে আর গমন করিতে পারিবেন না। " প্রতিজ্ঞানুসারে বল্লাল জননী ক্রমাগত গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গতি দর্শনে নৃপবর বিবেচনা করিলেন এরূপ হইলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা নিতান্ত দুর্ঘট হইবে। অতএব কোন কৌশলে এক বার মাতার গতিরোধ করিতে পারিলেই হয়। অনন্তর রাজার পরামর্শানুসারে তদীয় অনুচর এক ব্যক্তি বলিল ঠাকুরাণি! আপনার পদদেশে যে শোণিত চিহ্ন দেখিতেছি? তচ্ছ্রবণে রাজমাতা সচকিতা হইয়া দাঁড়াইলেন। সুতরাং বল্লাল মাতার গমনারম্ভ হইতে তাঁহার অবস্থিতি পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞাত দীর্ঘিকা খনিত করিলেন। ঐ দীর্ঘিকা এরূপ দীর্ঘ যে, তাহার এক পার্শ্ব হইতে হস্তভঙ্গী করিলে অপর পার্শ্বস্থ লোকের তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উল্লিখিত দীর্ঘিকা খনন সময়ে মজুরেরা যখন সায়ংকালে কোদাল ধুইয়া যাইত, তখন তাহাদিগের প্রত্যেকে অন্য এক স্থানে " এক কোদাল মাটি " কাটিত। ইহাতে এক সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা উৎপন্ন হয়, তাহা " কোদাল ধোয়া দীঘি " বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

এরূপ কিম্বদন্তী যে, কোন জ্যোতির্বিৎ আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। আগন্তুক পণ্ডিত স্বার্থাকাঙ্ক্ষা পরতন্ত্র হইয়াই হউক, অথবা রাজাজ্ঞানুসারেই হউক, গণনা করিয়া স্থির করিলেন যে, মৎস্যের কণ্টক গলায় বাধিয়া রাজার দেহত্যাগ হইবে। এতৎশ্রবণে বল্লাল সেন পণ্ডিতের নিকটে আত্মরক্ষার উপায় (অপমৃত্যু নিবারণের উপায়) জিজ্ঞাসা করেন। জ্যোতির্ব্বেত্তা নিষ্কণ্টক বা কোমল মৎস্য ভক্ষণের বিধান করিলেন। তদনুসারে নৃপতি প্রতিদিন পদ্মা হইতে অনায়াসে কাচকি মাছ আনাইবার নিমিত্ত এক পথ প্রস্তুত করান। তদবধি ঐ পথ " কাচকি দরজা " নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহা ফরিদপুর মুখে পদ্মার সহিত সম্মিলিত হয়। আজিও স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

অনেকের এই প্রকার বিশ্বাস আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসী রাজার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার মানসে তাঁহার বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সন্ন্যাসী দ্বারপালদিগকে বল্লালের দর্শন প্রার্থনা জানাইলে তাহারা নৃপবল্লভ বল্লালের নিকট সমস্ত নিবেদন করিল। রাজা তৎকালে নিদ্রাকর্ষণে বিমোহিত ও বিচেতন প্রায় ছিলেন, দ্বাররক্ষক ঐ কথা সন্ন্যাসীকে জানাইল। কিন্তু সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিব বলিয়া পুনরায় তাঁহার দর্শনলাভ প্রার্থনা করিল। বারম্বার এইরূপ প্রার্থনা করাতে রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন দ্বারপাল! তুমি যাইয়া সন্ন্যাসীকে বল, আমি এখন তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণে ইচ্ছুক নহি। ইচ্ছা হয় তিনি তাহা কোথাও রাখিয়া যাউন। সন্ন্যাসী তচ্ছ্রবণে ক্রোধান্বিত হইয়া পথপ্রান্তবর্ত্তী অলাবোপরি আশীর্ব্বাদ রাখিয়া গেলেন। অলাবটী গজারিবৃক্ষে ছিল। তদবধি আশীর্ব্বাদ পাইয়া কথিত গজারিবৃক্ষ শাখপল্লবে শোভিত হইয়া উঠিয়াছে। উহা এখনও জীবিত আছে। এটী কৌতুকাবহ ব্যাপার সন্দেহ নাই।

(১) অনেকের বিশ্বাস রাজবল্লভ পণ্ডিতদিগকে প্রলোভনাকারে মুদ্রা দিয়া বশীভূত করেন।

মহামতি বল্লাল সেন ঢাকা উক্ত বায়ুকোণস্থ অন্তর বনাকীর্ণ আবর্জ্জনা সম্পূরিত স্থানকে বাসোপযোগী করিয়া তথায় ঢাকেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ ও তাহার সম্মুখভাগে এক অনল্প পরিসর পুষ্করিণী খনন করান এবং তাঁহার আদেশানুসারেই ঢাকেশ্বরী সেবার জন্য কয়েক জন ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতে থাকেন।

-:০:-

বিবিধ সংবাদ।

১৪ ই ফাল্গুন সোমবার।

ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত বিক্টর্ কুজাঁও সম্প্রতি ৭৫ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দর্শন শাস্ত্র বিষয়ে বিক্টর কুজাঁও প্রায় অদ্বিতীয় ছিলেন। ফ্রান্সের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী ইঁহার দ্বারা স্থাপিত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্রাট হওয়া অবধি ইঁনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি সম্রাট ইঁহাকে বাৎসরিক বৃত্তি দিতেন। সম্পত্তির মধ্যে কুজাঁর এক পুস্তকালয় মাত্র আছে ইহা সর্ব্বসাধারণকে দেওয়া হইতেছে।

বাবু কানাইলাল দে আগরার প্রদর্শনে যে সকল এতদ্দেশীয় ঔষধ ও মাদক দ্রব্য প্রেরণ করেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। তিনি এ সকল পারিস প্রদর্শনে প্রেরণ করিবেন।

আমরা আহ্লাদিত হইয়া অবগত হইলাম [illegible] নিবারণী সভা অনুগ্রহ উঠাইয়া দিয়া প্রতি বাটীতে অংশ দিবেন।

গত বৃহস্পতিবার লার্ড নেপিয়র কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি গবর্ণর জেনরলের বাটীতে আছেন। লর্ড নেপিয়র কলিকাতার বিখ্যাত স্থান ও বিদ্যালয় সমূহ দর্শন করিতেছেন। এবং [illegible] কলিকাতার সমাজ তাঁহাকে এক সাধারণ ভোজে আহ্বান করিবেন।

বাবু মথু কুমারস্বামী কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইঁনি সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার এক জন সভ্য। ভারতবর্ষের নানা স্থান দর্শন করা ইঁহার উদ্দেশ্য। অদ্য তিনি কলিকাতার হিন্দু স্কুল দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন।

গোবীজে টীকা দিবার প্রথা সাধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন দেশীয় টীকাদার ব্রাহ্মণদিগকে জেলার চিকিৎসকদিগের অধীনস্থ করিয়া গোবীজ প্রদান করা হয়। টীকাদারেরা যে সকল টীকা দিয়া সফল হইবেন তন্নিমিত্ত [illegible] পাইবেন। নদীয়া পুরী, ও সিংহভূমে এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। দুই বৎসরাবধি [illegible] দেখিতেছি কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের টীকাদারেরা আপনারা গোবীজ ক্রয় করিয়া টীকা দিতেছেন।

মুন্সি সফদর অযোধ্যার রাজার বাটীর তত্ত্বাবধায়ক ও খাদ্য দ্রব্য সংগ্রাহক ছিলেন। তিনি সম্প্রতি রাজার বিরুদ্ধে ৪০ লক্ষ টাকার দাবিতে নালীশ করেন। ২৪ পরগণার প্রধান সদর আমীন এই সংবাদ কার্ণেল হাবর্টকে আইনঅনুসারে প্রেরণ করেন, ইহাতে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করাতে মকদ্দমা খারিজ করিয়া দেওয়া হয়, মুন্সি সফদর উক্ত বিষয় প্রধানতম বিচারালয়ে আবেদন করাতে প্রধানতম বিচারপতি ও বিচারপতি দুই জন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এ সংবাদ ডিক্রীর পর দেওয়া আবশ্যক, অতএব প্রধান সদর আমীন মকদ্দমা শ্রবণ করিবেন। অযোধ্যার রাজার সংসার ব্যয়ের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

যে সকল ইউরোপীয় সৈনিক ভারতবর্ষে কাজ করিয়া সময় অতীত হওয়াতে এককালে বিদায় পাইত, তাহাদিগের অনেকে নূতন সংগ্রহ টাকা পাইয়া সেনাদলে প্রবেশ করিত। এ জন্য প্রত্যেক রেজিমেণ্ট ইউরোপে পুনঃপ্রেরণের সময়ে পুনঃপ্রবেশের জন্য সকলকে সময় দেওয়া হইত। সংপ্রতি ইংলণ্ডীয় প্রধান সেনাপতি আজ্ঞা দিয়াছেন আইনঅনুসারে ইহা হইতে পারে না। এটি অতিশয় অন্যায়, প্রত্যেক ইউরোপীয় সৈনিকের জন্য এক্ষণে ১১০০ টাকা ব্যয় হয়, এখানে সংগৃহীত হইলে এ টাকা বাঁচে। বোধ হয় তাহাতে হর্ষ গার্ডের ক্ষতি হয়।

গত ডিসেম্বর মাসে ভিন্ন ভিন্ন টাকশালে নিম্নলিখিত টাকা মুদ্রিত হইয়াছে:—

কলিকাতা	৪৫,৮৩,০৮৯
মান্দ্রাজ	৬৮,০০০
বোম্বাই	৯,৯৯,৭২৬

গত রাত্রি নারিকেল ডাঙ্গার খালের পূর্ব্ব পার্শ্বে আগুন লাগিয়া প্রায় ১২৫ খানি কুটীর দগ্ধ হইয়াছে। শীঘ্র পুলিস ও দমকল আসাতে আর অধিক ক্ষতি হইতে পারে নাই।

কলিকাতার পুলিশ বিল বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এটি নগরবাসীদিগের প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিবে, কারণ যাঁহাদিগের ভূসম্পত্তি আছে তাঁহাদিগের উপর কর ভার পড়িতেছে। ভাড়াটিয়াগণ অর্থাৎ ইউরোপীয় সর্ব্বসাধারণ শান্তি রক্ষার জন্য কিছুই দিতেছে না। এই আইনের উপরে সাধারণের মত লইবার যথেষ্ট সময় দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমান বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের এই একটু চতুরতা। আমরা আহ্লাদিত হইলাম ভারতবর্ষীয় সভা ইহার প্রতিবাদ করিবার জন্য ভূম্যধিকারীদিগকে এক সভা করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

উৎকলের অনাথ শিশুদিগের সাহায্যার্থ এপর্য্যন্ত ১,৩৭,২৮০,৮৴ টাকা উঠিয়াছে।

ইংলিসম্যান বলেন, গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রস্তাব করা হইয়াছে পল্লীগ্রামে যে সকল গুরু মহাশয়ের পাঠশালা আছে, তাহাতে রাত্রিকালে কৃষকেরা পাঠ করিতে পারে এমত বন্দোবস্ত করা উচিত। এই সকল বিদ্যালয়ে উভয় বালক ও বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এ প্রস্তাব উত্তম সন্দেহ নাই, কিন্তু শিশু বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সময় অদ্যাপিও আইসে নাই।

১৫ ই ফাল্গুন মঙ্গলবার।

মধ্য ভারতবর্ষে অনেক চোরাই লবণ বিক্রীত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট মেয়ারে এক দোকান করিতেছেন।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে জবলপুর হইতে মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত জোহিলি পর্য্যন্ত যাইবে, তথায় বোম্বাই রেলওয়ের সহিত ইহা সংযুক্ত হইবে।

গত শুক্রবার বোখারার দূত কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাহায্য দিবেন না, একথা স্পষ্ট জানাতে দূত সেগ বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছে পঞ্জাবে প্রত্যাগমন করিয়া লেপ্টেনণ্ট গবর্ণরকে সংবাদ দিলে তিনি গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য জানাইবেন।

গত বৎসর পবলিকওয়ার্ক বিভাগে ৮৫,৬৯,৯৯০ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কতক সৈনিক কার্য্য বন্ধ করাতে এই টাকা বাঁচিয়াছে। সৈনিক বাস্তিক প্রতিবৎসর অনেক অপব্যয়ের কারণ।

ইউরো-ভারতীয় টেলিগ্রাফ পুনর্ব্বার পারস্যে বন্ধ হইয়াছে।

সিবিলিয়ানদিগের সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনে এক কালেজ হইতেছে। সিবিলিয়ানেরা এই চাঁদা দিবেন।

গত কল্য প্রধানতম বিচারালয়ের দ্বিতীয় ফৌজদারি সেসিয়ন আরম্ভ হইয়াছে। বিচারপতি মাকফার্সন। [illegible] দোষী বলিয়াছেন।

আমাদের [illegible] করাতে [illegible] গবর্ণমেণ্টকে এক [illegible]

াহেব এই সকল প্রকাশ করাতে চা-করেরা
াহার উপর এত বিরক্ত। আমরা দুঃখিত হই-
াম চা-করেরা বঙ্গদেশীয় নীলকর দিগের পরা-
র্শে কাজ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। তাঁহারা
খনও বুঝিয়া কাজ করিলে চার চাষ নষ্ট হয়
।

ইংলিসম্যান বলেন গবর্ণমেন্ট ভুটানের রাজাকে
৩০,০০০ টাকা এপর্য্যন্ত দিয়াছেন তাহার
ান অংশ কোন্ ব্যক্তি পাইবেন ইহা লইয়া
বাদ হইতেছে। রাজা ও অন্য অন্য সর্দ্দারগণ
ঞ্জুংপেনলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।
ক্ত গুরুলামা মধ্যস্থ হইয়া বলিতেছেন টংজু-
ানলো প্রধান সেনাপতি এবং গত যুদ্ধের সম
তাঁহার হস্তে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, অতএব
াহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ দেওয়া উ-
ত।

লাহোর ক্রনিকেল বলেন সম্প্রতি করিকো-
র রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিষ দ্বারা বধ করিবার
ষ্টা হয়। রাজকুমার ও তাঁহার এক জন সহচর
লের সহিত বিষ খাইয়া পীড়িত হন, সহচর
ণত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু রাজকুমার অনেক
ষ্টে বাঁচিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন গবর্ণর জেনরলের অনুরোধে
শ্মীরের রাজা কারাকোরম উপত্যকায় এক দল
রোপীয় সৈন্যকে অবস্থিতি করিতে দিবেন।
় আসিয়ায় রুশীয়েরা ক্রমশঃ অগ্রসর হই-
ছে। ইহার জন্য সতর্ক থাকিবার নিমিত্ত
র সীমায় সৈন্যদিগকে রাখা হইবে কতকগুলি
ইউরোপীয় সৈনিককে কারাকোরমে
খিলে কোন কাজ হইবে না, বরং কাশ্মীরে
ালযোগ হইলে সৈনিকগণ বিপন্ন হইবে।

উক্ত পত্র পবলিক ওপিনিয়ন হইতে সংবাদ
খিয়াছেন আজিম খাঁর মৃত্যু হইয়াছে। আফ-
ল খাঁকে বধ করিবার চেষ্টা হয়। সিয়ারআলি
জয়ী হইয়াছেন। যে ব্যক্তি ইহার উল্লেখ
িকেকে কাবুলে তাহার মৃত্যু দণ্ড হইতেছে
লে এজন্য ভীত আছে। জেলালুদ্দিন খাঁ
আসলাম খাঁ ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়া-
ন। ২২ এ ডিসেম্বরের পর যত যুদ্ধ হয় সে সমু
র সিয়ার আলি খাঁর জয় লাভ হইয়াছে।
াবআলি খাঁ ফুলতামআনের পুত্রকে হিরাটে
রণ করিয়াছেন। আফজুল খাঁ ওয়ালি মহম্মদ
কে খাঁসী দিবেন বলিয়াছেন।

বোখারার রাজা রুশীয়দিগকে বাৎসরিক
লক্ষ টিল্লা (মুদ্রা) কর ও বোখারার দুর
মধ্যে শিবির স্থাপিত করিতে দিতে সম্মত
াছেন। ... খাঁ আমুদরিয়ার ৫০ ক্রোশ
দূরে আসিয়াছেন, আবদুল রহমন খাঁ আহত
হইয়া কাবুলে আসিয়াছেন। সিয়ারআলি ও
ফৈজ মহম্মদ একত্রে কাবুলে আসিতেছেন।
কাবুল হইতে বিপরীত সংবাদ আসিতেছে।

১৬ ই ফাল্গুন বুধবার।

আগামী মঙ্গলবার মাসি সাহেব বাৎসরিক
আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করিবেন। জনরব
উঠিয়াছে এবার দুই কোটি টাকার অকুলান
আছে। ইনকম টাক্স পুনঃস্থাপিত করা তাঁহার
ইচ্ছা নহে, এই কর অসাধারণ বিপদ ও ব্যয়ের
সময়ে স্থাপিত হইতে পারে। আপাততঃ ৫০০
টাকার উপরে যত ব্যবসায়ের লাভ আছে তাহার
উপরে কর গ্রহণ করা তাঁহার অভিপ্রায়। কিন্তু
অনেক স্থলে মিউনিসিপালিটি এই কর আদায়
করিতেছেন।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী
পরীক্ষায় পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন:—

বি, এ, এবং এম এ, পরীক্ষার জন্য।

ইংরাজী ভাষা।

সি, এচ, টনি সাহেব।
রেবরেণ্ড এফ আর, বালিণ্ডন এম, এ,

সংস্কৃত ও বাঙ্গলা।

রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।
পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

ইতিহাস।

রেবরেণ্ড ডবলিউ, সি ফাইফ।
আর, হইও সাহেব।

অঙ্ক ও পদার্থ বিদ্যা।

আর, উইলসন সাহেব।
এম, এচ, এল, বি,বি,

মানসিক বিজ্ঞান।

...স্মিথ সাহেব।
এ, ডবলিউ, ক্রফট "

প্রকৃত বিজ্ঞান।

ডাক্তর এস, বি, পার্টিজ।
এচ, এফ, ব্লাণ্ডফোর্ড সাহেব।

প্রবেশিকা, এল, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায়।

গ্রীক ও লাটিন।

রেবরেণ্ড এল, বিস।
জে, সাইম সাহেব বি, এ,

সংস্কৃত ও হিন্দি ও উড়িয়া ভাষা।

বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

আরবী, পারসী ও উর্দ্দু।

এচ, ব্লকম্যান সাহেব এম, এ,

প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য।

ইংরাজী।

সি, আর, ক্লুক সাহেব বি, এ,
আর, পারি সাহেব।
জে, ক্লেস "
জে, উইলসন "

বাঙ্গলা।

বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
" রামগতি ন্যায়রত্ন।
" বিহারীচরণ চক্রবর্ত্তী।

ইতিহাস ও ভূগোল।

রেবরেণ্ড বি, লঙ্গীর সাহেব।
জে, কে, রজার্শ "
জি, কারণডফ "
এচ, ববটিন "

অঙ্ক।

জে, এম, স্কট সাহেব।
সি, এ, মার্টিন "
এম, মউএট " এম, এ,
উইলসন "

১৭ ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

ওবরলাণ্ড মেইল বলেন লার্ড ...
কার সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছে...
মন্ত্রিবর্গ পুনর্ব্বার নিযুক্ত হইলে তিনি পুন...
ভারতবর্ষীয় সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করিবেন ...

ডাক্তর হুইনলান সুরাপানে উন্মত্ত হওয়া...
তাঁহাকে সেনাদল হইতে বহিষ্কৃত করা হই...
আমাদিগের অনেক চিকিৎসক এই দৃষ্টান্ত দ...
করিয়া সতর্ক হইবেন।

ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস বোম্বাই হইতে ...
প্রাপ্ত হইয়াছেন, গত সপ্তাহে বোম্বাই ব্য...
হইতে একক্রোড় পাঁচলক্ষ জাল টাকা বাহির ...
হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট এসময়ে সাহায্য করি...
স্বীকৃত হইয়াছেন।

মফসলাইট কাবুল হইতে সংবাদ পাইয়াছে...
সিয়ারআলি খাঁ। অদ্যাপিও কাবুল ও কিলা...
গিলজির মধ্যস্থলে আছেন। পারস্যের ...
হিরাট লইবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ ক...
য়াছেন। ফৈজমহম্মদ খাঁ পশ্চাৎ গম...
করিয়াছেন। আজিম খাঁ যে আঘাত প...
তাহাতে কষ্ট পাইতেছেন। কাবুলে আ...
অত্যাচার হইতেছে।

এমত জনশ্রুতি বিদেশীয় সেক্রেটারি ই, ...
বেলি সাহেব হায়দ্রাবাদের রেসিডেন্ট হইবেন ...

১৫ ই অবধি ৩১ এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত বে...
সিউবোর্ড উৎকলে ১৪৯,৩০৭ মণ চাউল প্রে...
করিয়াছেন। ১৮৬৬ অব্দের শেষে উৎকলে গব...
মেণ্টের ৮১,১০৪ মণ চাউল ছিল। পুরী...
চাউল রাখিবার উত্তম গুদাম নাই, বাহিরে...
বারাণ্ডায় বস্তাগুলি থাকে, কতক নষ্ট হয়...
কতক চুরি যাইতেছে।

লার্ড ক্র্যানবোরণ মহীসূরের বর্ত্তমান রাজা...
মৃত্যুর পর উক্ত রাজ্য তাঁহার দত্তক পুত্রকে...
প্রত্যর্পণ করিবেন স্থির হইয়াছে।

পারিস প্রদর্শনে ৫২০০ প্রকার দ্রব্য প্রেরি...
হইতেছে। লণ্ডনের গত প্রদর্শনে ৩৩৫০ প্রক...
দ্রব্য পাঠান হয়। রাজপুতনা ও মধ্যভারত...
বর্ষের সর্দ্দারগণ অনেক দ্রব্য পাঠাইতেছেন...
বঙ্গদেশ হইতে ঢাকাই মসলিন, বহরমপুর...
হাতির দাঁতের কাজ ও কৃষ্ণনগরের পুতলি...
অনেক যাইতেছে।

চাষক্ষেত্রের মজুরদিগের মৃত্যুর কারণ অন্বেষণার্থ যে কমিসন নিযুক্ত হন তাঁহারা রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন। আমরা দুঃখিত হইলাম কেবল পথে গত লোকের মৃত্যু হয়, তাহারই অনুসন্ধান হইয়াছে। চাষক্ষেত্রে ও সংগ্রহের সময়ে কি হয় তাহা জানাই অতি আবশ্যক। গোলযোগও ইহা হইতে হইতেছে। সর সিসিল বিডনের কোন কমিসনই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অন্বেষণ করিতে পারেন না।

কটকের কালেক্টর ৩১ এ জানুয়ারি রিপোর্ট করেন কটক অবধি জালদণ্ডা পর্য্যন্ত ২১ ক্রোশ মধ্যে শস্যের চিহ্ন নাই। গত জলপ্লাবনের কুফল অদ্যাপিও লক্ষিত হইতেছে। নূতন ফসল করে, লোকদিগের এমত ক্ষমতা নাই, চেষ্টাও হইতেছে না। কটকে টাকায় /৯ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। জালদণ্ডার অন্নছত্রে ক্রমশঃ অধিকতর লোক আসিতেছে। এখানকার ৯২১ জনের মধ্যে ১০০ বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ মাত্র; আর সকল স্ত্রীলোক ও শিশু। ইহাদিগের ২১৬ জন কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। বাড়পুরে ৬২৯ ও শালপুরে ৫৫০ জন অনাথ আছে। ছয় অংশের পাঁচ অংশ স্ত্রীলোক ও শিশু। ইহাদিগের সকলেই শীর্ণকায় এবং দেখিলে বোধ হয় অচিরাৎ অধিকাংশ প্রাণত্যাগ করিবে। গবর্ণমেন্টের চাউল না যাওয়াতে লোকের ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। আরও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সর সিসিল বিডনের ও মহাজনদিগের সঙ্কল্প এ কোথায়? বার্ত্তাশাস্ত্রবিরা কোথা রহিল?

সিবিলগেজেটের কাবুলস্থিত সংবাদদাতা বলেন আফজুল খাঁ নিজপুত্র আবদুল রহমন খাঁকে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। আফজুল খাঁ গ্রীষ্মকাল জেলেলাবাদে অতিবাহিত করিবেন। মহম্মদ সরিফ খাঁ পুনর্ব্বার আফজুলখাঁর পক্ষ হইয়াছেন। ওয়ালিমহম্মদ খাঁ ফৈজমহম্মদ খাঁকে আক্রমণ করিবার জন্য বাকে গমন করিতেছেন।

গবর্ণর জেনরল আফজুলখাঁর পত্রের উত্তর স্বরূপ তাঁহাকে কাবুলের শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণ অবধি সিয়ার আলিকে হিরাটের শাসনকর্ত্তা বলিয়া জানিবেন। একদল পারস্য সৈন্য কান্দাহারে সীমায় আসিয়াছে। এমন জনশ্রুতি সিয়ারআলি খাঁ রুশীয়া ও পারস্যের সাহায্য লইয়া আফজুল খাঁকে দূরীভূত করিবেন। এই সাহায্যের মূল্য স্বরূপ পারস্যকে (নামে, কার্য্যতঃ রুশীয়াকে) হিরাট দিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এস্থলে কি করেন? ১৮৫৭ অব্দের পারিসের সন্ধিতে যেরে খাঁকে যে কথা বলেন গবর্ণমেণ্ট তাহা র করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? গবর্ণমেণ্ট রাজনীতি একবার প্রকাশ করিলে রুশীয়া যদি ... অগ্রসর হইবেন না।

১৮ ই ফাল্গুন শুক্রবার।

লার্ড মেসিয়র কলিকাতায় আসিয়া নানা স্থান দর্শন করিতেছেন। গত কল্য তিনি প্রধানতম বিচারালয়ের আদিম বিভাগে গিয়াছিলেন। বিচারপতি ফিয়ার ও মাকফার্শন বিচার করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া লার্ড মেসিয়র প্রত্যাগমন করেন।

উৎকলে সাহায্য দিবার জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রেবিনিউ বোর্ডকে আজ্ঞা দিয়াছেন। সক সাহেব ও দুর্ভিক্ষনিবারণী সভা যে প্রণালী স্থির করিয়াছেন, তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে। অনাথদিগকে সাহায্য দান সভার হস্ত দ্বারা হইবে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সক সাহেব চাউল আমদানী ও বিক্রয় করিবেন। মনোলী সাহেব মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইয়া সকের স্থানীয় প্রতিনিধি স্বরূপ কাজ করিবেন। কটক, বালেশ্বর ও পুরীর সাহায্যকারী কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আজ্ঞাধীনে থাকিবেন। তাঁহার অনুপস্থানকাল পর্য্যন্ত রেবেন সা সাহেব কাজ করিবেন। কৃষকদিগকে বীজধান দেওয়া হইবে। উৎকলে যত দূর সম্ভব ধান ক্রয় করা হইবে। কাহার নিকট ক্রয় করা হইবে?

ইংলিসম্যান বলেন, বিদ্রোহের পর লার্ড কানিং যে যে লোককে সম্মান করিতে বলেন তন্মধ্যে মেজর জেনরল সেয়ার, কমিসনর উইলিয়ম টেলর সাহেব ও দেওয়ান মৌলাবক্সের নাম ছিল না। সেনাপতি সেয়ার জগদীশপুরে বিদ্রোহের প্রারম্ভে তাহা নিবারিত করেন। এত দিনের পর তাঁহাকে ষ্টার দেওয়া হইয়াছে। উইলিয়ম টেলর পাটনার কমিসনর স্বরূপ বিস্তর লোকের ফাঁসী দেন, মৌলাবক্স তাঁহার সেরেস্তাদার ও গয়েন্দা ছিলেন। ওহাবি মৌলবীদিগকে ইহারা প্রথমতঃ বাহির করেন। কিন্তু তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট এজন্য কমিসনরকে স্থানান্তরিত ও দেওয়ানকে পদচ্যুত করেন। দেওয়ান মৌলাবক্সের গয়েন্দাগিরিতে এই কাজ হয়, বিস্তর নির্দ্দোষ লোক ভীত হয়। টেলর সাহেবের রাজনীতি অবলম্বিত হইলে অনেক লোককে প্রকাশ্য রূপে বিদ্রোহী হইতে হইত। সেনাপতি সেয়ারের তুল্য লোক ব্রিগেডিয়ার নীল ছিলেন। জর্জ ট্রিবিলিয়ান্ বলেন "এক শত বৎসরে ক্লিসম বিরা যত লোককে খুনীয়াম করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অধিক লোককে বিদ্রোহের সময়ে ফাঁসী দেওয়া হয়।" সেনাপতি সেয়ার নীলের যোগ্য ভ্রাতা। এ সকল লোকের রাজনীতি বলবতী হইলে ভারতসাম্রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইত।

১৯ এ ফাল্গুন শনিবার।

গত কল্য গবর্ণর জেনরল, লার্ড মেসিয়র ও সর সিসিল বীডন কলিকাতার বিদ্যালয় সমূহ দর্শন করিতে আইসেন। প্রথমতঃ মাদ্রাসা, তৎপরে মেডিকাল কালেজে যাওয়া হয়। বেলা দুইটার সময়ে সর জন লরেন্স প্রেসিডেন্সী কালেজ ও হিন্দুস্কুল দর্শন করেন। লার্ড মেসিয়র সংস্কৃত কালেজে যান, সর সিসিল বীডন কলুটোলা ব্রাঞ্চস্কুলকে সম্মানিত করেন। শাসনকর্তৃগণ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ছিলেন। বিদ্যালয় সমূহ যথানিয়ম অনুসারে দর্শক প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, লার্ড মেসিয়র না আসিলে গবর্ণর জেনরল আসিতেন কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয় অপেক্ষা মিসনরি বিদ্যালয়ের ভাগ্যবল অধিক।

বৃহস্পতিবার মাডাম্যানা বিশপ ও বিবি লাসিনিস দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ টৌনহালে গীত করিয়াছিলেন। প্রায় এক সহস্র দর্শক গমন করেন, প্রায় ৫০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। জোড়াসাঁকোর সঙ্গের সমবেত বাদ্য দল এই সাধারণ হিতকর কার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।

হুগলীর জজ পেণ্ড সাহেব আপনার কাছারিবাটী দুরস্তি করাতে প্রকাশ্য রাস্তার কিয়দংশ আক্রান্ত হইয়াছে। রাস্তা মিউনিসিপালিটির সম্পত্তি হওয়াতে সভাপতি পার্কর সাহেব আপত্তি করেন। জজ তাহা অগ্রাহ্য করাতে গবর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে। জজও পার্কর সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। পেণ্ড সাহেব অন্যায় করিতেছেন।

বিচারপতি ট্রেবর সাহেব শীঘ্র পদত্যাগ করিবেন। প্রধানতম বিচারালয়ের আপীলবিভাগের উকীলগণ তাঁহার সম্মানার্থ এক চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি আদালতের পুস্তকালয়ে রাখিবেন। বিচারপতি ট্রেবর এ সম্মানের উপযুক্ত। তাঁহার পদত্যাগে বিচারালয় প্রধান অলঙ্কার এবং দেশ এক জন অপক্ষপাতী ও অদ্বিতীয় বিচারপতি হারাইতেছেন।

কে. ডারিবউইকস নামক পূর্ব্ব বাঙ্গালার রেলওয়ের এক জন কর্ম্মচারী কালীচরণ চন্দ্র নামক এক জন মজুরকে ইংরাজীতে গাড়ি আনিতে বলে। সে তাহা বুঝিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহাকে বাক্যান্ত ভয়ানক পদাঘাত করাতে তাহার মৃত্যু হয়। বিচারপতি মাকফার্শন জুরিকে বলেন, ঐ ব্যক্তি দোষী, কিন্তু তাঁহারা নিহত ব্যক্তির প্লীহার কথা শুনিয়া তাহাকে নির্দ্দোষ স্থির করিয়াছেন। এ প্রকার ...

...র বধ হইবে? এবার জুরিদিগের এই মত ...এ দুটী মতসমায় প্রকাশিত হইয়াছে।

...কয়েক দিবসাবধি বাবিকতলার নিকটবর্ত্তী ...সমূহে আগুন লাগিতেছে। ইহা দুষ্টেচ্ছিত ...কের কাজ, লোকের এই সংস্কার জন্মিবাতে ...সকল লোক পাড়ার ঘরে থাকে তাহারা ...সনাদিগের থালা কাঁসা, বাক্স ও পেঁটরা ...লা বাটির অধিকারী প্রতিবেশিদিগের নিকটে ...খিয়া আসিতেছে। অগ্নি প্রায় সন্ধ্যার পর ...গিয়া থাকে, এ উপলক্ষে দস্যু ও দুর্জ্জনের ...নেক ক্ষতিও হয়। অতএব পুলিসের সতর্ক ...হা উচিত।

...নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত ...তেছে:—

৪ টাকার	সিকা	৮৭৷৷০—৮৭৷৷৵০
৪	" কোং	৮৭৷৷৵০—৮৮
৫	" কোং	১০৫৵০—১০৬৵০
৫	" পবলিকওয়ার্ক	১০৩৷০—১০৩৷০
৫৷০	" কোং	১১০৷০—১১০৷৵০

-:০:-

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২২ এ ফেব্রুয়ারি—মহাসভার উত্তর ...গী এক বিল বিধিবদ্ধ করিয়া দক্ষিণ বিভাগে ...নিক গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিবার বিধি করিয়া ...ন। যে সকল প্রদেশ কাফ্রিদিগকে প্রতিনিধি ...নোনীত করিবার স্বত্বদান ও শাসনপ্রণালী সংশো... ...র আইন গ্রাহ্য করিবেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বতন ...সনপ্রণালীর অধীনস্থ করা হইবে।

...আয়ারলণ্ডে হেবিয়স কর্পস আইন রহিত করি... ...র আজ্ঞা আর তিন মাস প্রবল থাকিবে।

লণ্ডন ২৩ এ ফেব্রুয়ারি—বুকারেষ্টে ষড়যন্ত্র ...ত হইয়াছে।

লণ্ডন ২৫ এ ফেব্রুয়ারি বৈকাল—জেনরল ...লসন ও লেপ্টনণ্ট ব্রাণ্ডের গত কোয়াটার ...সিয়নে বিচারার্থ সমর্পণ করা হইয়াছে।

...মহাসভার বিচার সম্বন্ধীয় কমিটী সভাপতির ...বে নালিশ করিবার প্রস্তাবের সহায়তা করিয়া ...পোর্ট না করিবার মানস করিয়াছেন। প্রশীয়ার ...লা উত্তর জার্ম্মেনীয় মহাসভা খুলিয়াছেন।

...অষ্ট্রীয় সম্রাট হঙ্গারির জন্য পৃথক মন্ত্রী ...য়োগ করিবার ঘোষণা করিয়াছেন।

...আমেরিকার প্রতিনিধি সভা অভ্যন্তরস্থ ...নার কর উঠাইয়া দিয়াছেন।

...হঙ্কঙে কাজ করিবার জন্য ইংলণ্ডীয় গবর্ণ... ...ণ্ট বোম্বেটি সংগৃহীত করিবেন।

লণ্ডন ২৬ এ ফেব্রুয়ারি প্রাতঃকাল—গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি মনোনীতের চারিটী নূতন গুণের প্রস্তাব করিয়াছেন:—প্রথম, বিদ্যা সম্বন্ধীয়। দ্বিতীয়, যাঁহাদিগের সেবিঙস ব্যাঙ্কে ৩০০ টাকা আছে। তৃতীয়, যাঁহাদিগের ৫০০ টাকা। কোন গবর্ণমেণ্টের কাগজ বা অংশ আছে এবং চতুর্থ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাঁহারা ১০ টাকা কর দেন।

বরোসমূহের ৩ সংখ্যা ও কাউণ্টির ১০ সংখ্যা কমান হইয়াছে। নূতন বিলে ৪ লক্ষ নূতন প্রতিনিধি মনোনীত করিবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। লাঙ্কেসিয়ারে মহাসভার সভ্য মনোনীতির সময়ে উৎকোচ লওয়া সপ্রমাণ হওয়াতে টটনেস, ইয়ারমৌথ ও রাইগেটের প্রায় ৭০০০ লোক মনোনীতির স্বত্ব হইতে রহিত হইয়াছে। ৩০ টি সভ্যের পদ একারণ শূন্য হইয়াছে। নূতন মহত্ত্বর জন্য ১০। ১৫ টি জেলাকে এবং একটী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এই বিল ফিরাইয়া লইবার জন্য বিশেষ জিদ করেন। গ্লাডষ্টোনের বক্তৃতা বন্ধুভাব প্রকাশ করে। বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত তর্ক স্থগিত আছে।

———•••———

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১। গত বৎসর ...দিগের দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, অবগ্রহবশতঃ ধান্য, পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ। বর্ত্তমান বর্ষে যখন আশাতীত শস্য জন্মিল, ধান্য ও চাউলের মূল্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল তখন মৃতপ্রায় মানবগণের মনে পুনরায় জীবন রক্ষার আশা, আবির্ভূত হইতে লাগিল। কিন্তু সে আশা, কেবল মনেই লীন হইবে, বোধ হইতেছে। কারণ সম্প্রতি তণ্ডুলের মূল্য ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতেছে, দেখিয়া আবার সকলেই মন ব্যাঘ্রদর্শী হরিণের ন্যায়, সর্পদর্শী মূষিকের ন্যায় ও নূতন শিক্ষকের নিকট ছাত্রের ন্যায়, ভয়ে কম্পিত ও আন্দোলিত হইতেছে। সমধিক ভাবনার বিষয় এই যে, গত বৎসরে তণ্ডুলের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য, দুর্ভিক্ষ হইয়া একটী দেশ, প্রায় নির্ম্মনুষ্য হইয়াছে, তাহারও মাঘ ফাল্গুন মাসে চাউলের মূল্য, এত উচ্চ ছিল না। যখন বর্ত্তমান সময়েই উহার মূল্য এরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তখন বৎসরের শেষে যে কি হইবে, তাহা ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যাইতেছে না। বিশেষতঃ কেবল কলিকাতাতেই যে তণ্ডুল মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে, এমত নহে, মফস্বলে... অনেক স্থান অনুসন্ধান দ্বারাও জানা যাইতেছে... যে, সেই সকল প্রদেশেও উহা মধ্যবর্ত্তী সম... অপেক্ষা ক্রমেই উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে... অতএব কেহ কেহ অনুমান করেন যে, চতুর্দ্দি... হইতে আমদানি না হওয়াতেই কলিকাতায় উ... মূল্য আছে, মফস্বলে অপেক্ষাকৃত সুলভ... তাহার কারণ কিছুই দেখা যাইতেছে না। যা... হউক, এই সকল কুলক্ষণ দেখিয়া ভাবী দুর্ভি... অন্ততঃ ভয়ানক কষ্ট অনুমান করা যাইতে... পারে। এক্ষণ হইতে, ইহার প্রতিবিধানে যত্ন... হইলে বহুল পরিমাণে উক্ত কষ্টের নিবারণ হ... বার সম্ভাবনা। দেশান্তরে তণ্ডুলের রপ্তানি... বন্ধ ও বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রেরণের সুবিধাযুক্ত... বন্দোবস্ত করিলে উপকার দর্শিতে পারে... কেবল কাগজের উপর দেশোপকারিতা প্রকা... করিলে কোন ফল নাই।

২। দ্রব্যের মূল্য ও শ্রমের বেতন, উভয়... এক নিয়মে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। উভয়... দুষ্প্রাপ্যতা প্রয়োজনীয়তা উপকারিতাদি গু... নুসারে নিরূপিত বা পুরস্কৃত হইয়া থাকে... যেমন, কোন একটী দ্রব্য ইংরাজ বাঙ্গালি... মগ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণ বিক্র... করিলে তাহার মূল্যের তারতম্য হয় না, মূ... দ্রব্যের গুণানুসারেই স্থিরীকৃত হয়, সেইরূ... কোন এককার্য্য, চীন, বাঙ্গালি, ইংরাজ প্রভৃ... ভিন্ন ভিন্ন জাতি কর্তৃক সম্পাদিত হইলে... কর্ম্মের আধিক মূল্য অর্থাৎ বেতন জাতি ভে... ইতর বিশেষ হওয়া উচিত নহে। ঐ বেতন উ... থিত দুষ্প্রাপ্যতাদি গুণানুসারে নির্দ্ধারিত হ... য়াই চিরপ্রসিদ্ধ, যুক্তিসঙ্গত ও সর্ব্বাশা... সম্মত। পরন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয় এই ... আমাদিগের সুবিজ্ঞ গবর্ণমেণ্ট লোক নির্ব্বাচনে... সময় উক্ত সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম প্রতিপাল... করিতে সমর্থ হন না। সর্ব্বদাই দেখিতে পাও... যায় যে, যে কর্ম্মে এক জন ইংরাজ কেবল ইং... রাজ কেন ইউরোপীয় বেশধারী এক জন ন মা... ফিরিঙ্গি দুই শত টাকা বেতন পান, সেই কর্ম্মে... এক জন এতদ্দেশীয় নিযুক্ত হইলে (যদি তাঁহা... ভাগ্য জোর থাকে, তবে) ঊর্দ্ধ সংখ্যায় পঞ্চা... শৎ মুদ্রা মাত্র প্রাপ্ত হইবেন, অথবা পঞ্চা... টাকা বেতনভোগী এক জন এতদ্দেশীয়ের স্থ... পেণ্টুলনধারী এক জন খৃষ্টীয়ান নিযুক্ত হইলে... অমনি বেতন উন্নমিত হইয়া দুই শত হই... উঠে। এরূপ বিভিন্ন জাতি দ্বারা যে কার্য্যে... ইতর বিশেষ হয় না, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র... তথাপি বেতনের যেরূপ গুরুশিষ্য সম্পর্ক ...

তাহা অবশ্যই দূষণীয় ও অবিবেচনার কার্য্য বলিতে হইবে।

এস্থলে কেহ কেহ কহিয়া থাকে যে ইংরাজ বা তৎসদৃশ লোকদিগের অধিক আয় না হইলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, আর এতদ্দেশীয়েরা অল্প আয়েই সংসার চালাইতে পারেন, এই জন্যই উক্তরূপ বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু পক্ষপাতী হইয়া যুক্তি অনুসারে বিবেচনা করিলে এই আপত্তি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে। যখন ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের উপর বেতন নির্ভর করে, তখন ব্যয় ধরিয়া বেতন নির্দ্ধারণ করা বিধেয় নয়। অধিক বেতন পাইলে কোন ব্যক্তি না অধিক ব্যয় করিতে পারে? সেবিষয়ে বিবেচনা করিলে উভয়েই সমান বলিয়া গণ্য হয়। কোন প্রভু অধিক ব্যয়গ্রস্ত বলিয়া অনুপযুক্ত ভৃত্যকে অধিক বেতন প্রদান করিয়া থাকেন? আর এস্থলে দয়ার কার্য্য বলিয়াও বিবেচনা করা যায় না। কারণ যখন দক্ষতানুসারে বেতন নির্দ্ধারিত হইতেছে তখন এককার্য্যে এক জনকে অধিক, অপরকে অল্প বেতন দান পক্ষপাতিতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বিশেষতঃ বাঙ্গালিরা কেবল আত্ম পরিবার লইয়াই সন্তুষ্ট নহেন, উহাঁদিগকে দূর সম্পর্কের অনেক লোকেরও ভরণ পোষণ করিতে হয়। এ বিষয় লইয়া বিবেচনা করিলেও ইহাঁরা অপর কর্ম্মচারি অপেক্ষা কি কারণে অল্প দয়ার পাত্র হইলেন, বুঝিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে দূরদর্শিতা নিতান্ত আবশ্যক।

৩। সম্প্রতি একটী আশ্চর্য্য মৃত্যু হইয়াছে। কয়েক দিবস হইল এক জন উড়িয়া গঙ্গার ...খোলের ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল। প্রথমতঃ সে স্নান ও পূজাদি রীতিমত সম্পন্ন করিয়া কহিল যে অদ্য জননী গঙ্গাদেবী আমাকে গ্রহণ করিবেন। তাহার এই বাতুলবৎ বাক্যে ...কেহই বিশ্বাস করে নাই, পরে সে সর্ব্বাঙ্গে ...মৃত্তিকালেপন পূর্ব্বক জলে অবতীর্ণ হইয়া "মা আমাকে গ্রহ। কর" এই কথা বলিয়াই ...প্রবল প্রবাহে দূরে অধিক জলে পতিত ...এবং তৎক্ষণাৎ নিমগ্ন হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া অবগাহনকারি জন ... ও তীর পার্শ্বস্থ লোকেরা ব্যস্ত হইয়া তাহার উদ্ধার ... অনুসন্ধান ... তাহাদিগের সমুদায় যত্ন ... ব্যর্থ হইয়া গেল। এই উড়িয়াকে মা গঙ্গা ...থেই গ্রহণ করিলেন!!!

৪। সকল রেলওয়েরই নিয়ম আছে যে, কেহ ...না টিকিটে অথবা এক স্থানের টিকিট লইয়া তাহা অপেক্ষা দূরতর স্থানে গমন করিলে প্রথম স্থান হইতে সমুদায় ভাড়া অথবা অতিরিক্ত গম্য স্থানের ভাড়া দিলেই আরোহী নিষ্কৃতি পাইত। ইহার অন্যথা করিলে অথবা প্রতারণা করিবার চেষ্টা করিয়া ধৃত হইলে রেলওয়ে কোম্পানি তাহাকে মাজিষ্ট্রেটে অর্পণ করিতেন। কিন্তু সম্প্রতি ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি সম্পূর্ণ রূপে ইহার বিপরীতাচরণ করিতেছেন। তাঁহারা বিনা টিকিটে অথবা টিকিটে নির্দ্দিষ্ট স্থান অপেক্ষা দূরতর স্থানে গমনকারি আরোহীগণকে কোন কথা জিজ্ঞাসা বা ভাড়া প্রার্থনা না করিয়াই বিচারার্থ মাজিষ্ট্রেটের প্রেরণ করিতেছেন। মাজিষ্ট্রেটও নবমী পূজার দিনের কর্ম্মকারকের ন্যায় খড়্গহস্ত হইয়া আছেন, এই লোক পাইবামাত্র কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই প্রত্যেকের দশ হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিতেছেন। শুনিলাম কেবল এইরূপ জরিমানায় হুগলির মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয়ে এক মাসের মধ্যে ১০। ১২ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে।

যদিও এবম্বিধ আরোহীদিগের মধ্যে ২। ৫ জন প্রতারক থাকা অসম্ভাবিত নয়, তাহা বলিয়া সাধারণে প্রবঞ্চক বলিয়া দণ্ড করা অতিশয় অবিবেচনার কার্য্য বলিতে হইবে। মনে কর গাড়ীতে গমন করিবার সময় নিদ্রিত হইয়া পড়াতে অবরোহণে অসমর্থ হইয়া যদি কেহ টিকিটে নির্দ্দিষ্ট ষ্টেসনের পরবর্ত্তী ষ্টেসনে গিয়া অবতরণ করে, অথবা এরূপ ঘটনাও অসম্ভাবিত নয় যে, শকটারোহণের পূর্ব্বে যে স্থানে প্রয়োজন ছিল বলিয়া বোধ ছিল আরোহণ করিয়া অপর কোন আত্মীয় দ্বারা অন্যস্থানের প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া যদি টিকিট অপেক্ষাও অধিক দূর যায়, অথবা কোন অসম্ভাবিত কারণে যদি কোন ব্যক্তি দূরতর স্থানে যাইতে বাধ্য হয়, এবং যদি নামিয়াই তথায় অযাচিতপূর্ব্ব হইয়া টিকিট ও অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কিরূপে প্রতারক (রেলওয়ে কোম্পানির প্রবঞ্চনাকারক) বলিয়া বিচারালয়ে প্রেরণ করা যাইতে পারে? বিচারপতিই বা কোন যুক্তি ও কোন নিয়মানুসারে প্রতারক ও সাধু নির্ব্বাচন না করিয়াই এরূপ সকল লোককেই প্রতারণার দণ্ডভাগী করিতে সমর্থ হন? তবে যথার্থ প্রতারকদিগের এরূপ দণ্ড সকলেরই প্রার্থনীয় সন্দেহ নাই। সাধারণের এরূপ দণ্ড প্রদান সাতিশয় দুঃখের ও দোষের বিষয় বলিতে হইবে।

"পূর্ব্বে এইরূপ লোকদিগের নিকট হই... যে সকল অতিরিক্ত ভাড়া আদায় ... রেলওয়ের টিকিটগ্রাহী কর্ম্মচারীরা, টি... খানি নষ্ট করিয়া পয়সা আত্মসাৎ করিতে... সুতরাং এরূপ অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান ... কোম্পানির কোন উপকার দর্শে না, অত... যাহাতে কর্ম্মচারীরা আর এরূপ করিতে ... পারেন তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।" ইহা ... বিয়া রেলওয়ে কোম্পানি যদি এরূপ কা... প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও এ... অপরাধে অন্যের শাস্তিভোগ করা কিরূ... সঙ্গত হইতে পারে? কর্ম্মচারিরা ভাড়া আ... সাৎ করেন তাহা বলিয়া আরোহীদিগকে ... নীয় করা যৎপরোনাস্তি দূষিত সন্দেহ না... যাহা হউক এবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযো... দেওয়া আবশ্যক।

৫। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন ... গত কয়েক বৎসর অবধি আমাদিগের দেশী... পূর্ব্বতন গুরুপাঠশালা সমূহ নির্দ্দোষ ও বিশু... রীতিতে চালাইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। ... জন ইনস্পেক্টর কতকগুলি ডেপুটি ইনস্পেক্... ও কয়েকটী গুরুট্রেনিং নর্ম্মাল স্কুল সেই উদ্দে... সাধনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। গ্রাম্য লোকের শীরু... "গুরু"কে আনয়নপূর্ব্বক এই সকল নর্ম্যাল... পূর্ব্বে এক বৎসরকাল শিক্ষা দেওয়া হইত... সম্প্রতি ঐ কাল পরিবর্দ্ধিত হইয়া সার্দ্ধবর্ষ নি... রিত হইয়াছে। বাঙ্গলার কয়েকটী জেলায় এ... কার্য্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই আরব্ধ হইয়াছে... সম্প্রতি ডাইরেক্টর সাহেব ঐ সকল পাঠশালা... পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচিত করিয়া দিয়াছেন। পা... পুস্তক সকল পাঁচ বৎসরের জন্য বিভক্ত হই... য়াছে। বালকগণ প্রথম বৎসরে বর্ণপরিচয় ১ ... ভাগ ও তালপত্র লিখন (!!!) হইতে আর... করিয়া ক্রমে উন্নতি পাইয়া শেষে পঞ্চম ব... বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নির্দ্ধারিত পুস্তক সক... অধ্যয়ন করিবে। মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে... বালকদিগকে কঠিন কঠিন পুস্তক ও বিষয় এব... কম্পাসের অধিগম (!!!) এরও শিক্ষা প্রদান... করিতে হইবে।

যদি এই সকল নিয়ম কেবল মাত্র কাগজের... উপর অবস্থিত না হইয়া কার্য্যে পরিণত হয়, তা... হইলে অতিশয় সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এরূপ... হইলে শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য অংশ সকল য... অর্থ ব্যয় ও সাহায্য করিয়া যত দূর করিতে সমর্থ... হয় নাই, কেবল মাত্র মাসিক পাঁচ টাকা দিয়া... তাহা অপেক্ষা অধিক হইতে চলিল ইহা অপেক্ষা... সাধ্যের আর কি আছে? কিন্তু ইহা সুসিদ্ধ হইবা...

বিষয়ে অনেকগুলি প্রতিবন্ধক ইহার মূলসংস্থা-
নেই প্রথিত আছে। " যেমন দান তেমনি
দক্ষিণা " এই অব্যভিচারী নিয়ম হওয়াতেই দুষ্ট
হইবে আশ্চর্য্য কি? দেখ যেসকল ব্যক্তি ঐ
সকল পাঠশালার অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করি
তেছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই আমাদিগের
দুর্ভাগ্য সমুদায় দুষ্কর্ম্মের আধার স্বরূপ কাণ্ড-
জ্ঞান রহিত, গণ্ডমূর্খ, ' গুরুমহাশয় "
হইতে সংগৃহীত। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া
এক বা দেড় বৎসর শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক ছাড়িয়া
দিলে, তাঁহারা কিরূপ বিদ্বান হইয়া বহির্গত
হন, তাহা বোধ হয় পাঠকবর্গ স্বচ্ছন্দে বুঝিতে
পারিয়াছেন। আমার বোধ হয়, সেরূপ গুরুদি-
গকে ক্রমাগত ৩০। ৪০ বৎসর শিক্ষা দিলেও
তাঁহাদিগের স্বভাবের পরিবর্ত্ত ও জ্ঞানের উন্নতি
হয় কি না সন্দেহ। বক্র পক্ববংশকে সরলাকৃতি
করা সহজ ব্যাপার নহে। সুতরাং তাঁহাদিগের
দ্বারা সেউল্লিখিত পাঠ্যপুস্তক সকল কিরূপে অধ্যা
পিত হইবে তাহা ত ভাবিয়া অনুকর্ষেই আইসে
না। বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকগণ
তিন বৎসর রীতিমত নর্ম্মাল স্কুলে শিক্ষা করি
য়াও যেসকল পুস্তক ও বিষয়ের শিক্ষা প্রদান
করিতে কঠিন বোধ করে, উক্তরূপ স্বশিক্ষিত
গুরু দ্বারা সে সকল পুস্তক ও বিষয়ের শিক্ষা
দান কতদূর সম্ভব তাহা কি ডাইরেক্টর সাহেব
দারজিলিঙের জলবায়ুর গুণে দেখিতে পান
নাই? এরূপ গুরু দ্বারা উক্তরূপ বিষয় সকলের
শিক্ষা দানের আশা স্বীসপরচিত প্রসিদ্ধ বন্ধ
পর আকাশে উড্ডয়নের ইচ্ছার সহিত অসমত
বলিয়া বোধ হয় না। যদি যথার্থতঃই গ্রাম্য
পাঠশালা সকলের উন্নতি করিবার বাসনা থাকে,
তবে গবর্ণমেণ্ট দান পাঁচ টাকার স্থলে দশ টাকা
করিয়া নর্ম্মালের পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদিগকে
তাহাতে নিযুক্ত করুন। এক্ষণে নর্ম্মালের পরী
ক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরও অভাব নাই। দশ টাকার
ব্যবস্থা হইলে বোধ হয় তাহারাও ঐরূপ কর্ম্মে স্বী
কৃত হইবেন সন্দেহ নাই। কারণ ঐ দশ টাকার
সহিত বালকদত্ত বেতন যুক্ত হইলে তাহাদিগের
একরূপ পোষাইয়া যাইবে।

এইরূপ হইলে অধিক অর্থ ব্যয় আবশ্যক
করে বটে, কিন্তু কার্য্য আশানুরূপ চলিবে
সংশয় নাই। যদি এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট নিতান্তই
অসমর্থ হন, অন্ততঃ বর্ত্তমান গ্রাম্য পাঠশালা
দুইটী একত্র করিলেও এ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে
পারে। নিকৃষ্ট বিদ্যালয় অনেক থাকা অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় অল্প থাকাও প্রার্থনীয়।
"দুষ্ট গরু অপেক্ষা শূন্যগোয়াল ভাল" সর্ব্বাধিক
আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "অনেক ঘোড়া থাকি
লেও তাহা পিটিয়া ঘোড়া করিবার চেষ্টা হই-
তেছে।" বোধ হয় তাঁহারা জানেন না যে,
"অঙ্গার শতবার ধৌত করিলেও তাহার মলি
নত্ব যায় না।"

বশম্বদ
লেখক।

—:•:—

হিত করিতে বিপরীত।

সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোদ্দেশে যে সকল ব্যবস্থা
বা আইন প্রণীত হইয়াছে, তাহা যথার্থরূপে
কার্য্যে পরিণত হইলে উক্ত উদ্দেশ্য সফল হয়,
কিন্তু যদি তৎসমুদায়কে কার্য্যে পরিণত করি
বার প্রণালীগত দোষ থাকে, তাহা হইলে বিষময়
ফল উৎপন্ন হয়। এমত স্থলে " হিত করিতে
বিপরীত " এই প্রসিদ্ধ বাক্যটীর প্রয়োগ হইয়া
থাকে। এতদ্বিষয়ের একটী সত্য দৃষ্টান্ত সাধার
ণের গোচরার্থ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

আজি কালি কালীঘাট, ভবানীপুর প্রভৃতি
উপনগর মধ্যে মিউনিসিপাল কমিসনরগণ প্রজা
পুঞ্জের হিত করিতে গিয়া বিপরীত কার্য্য করি
তেছেন। তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রণালীগত দোষ
নিবন্ধন ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে।
প্রজাগণ তন্মূলক ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া
অস্থির হইয়াছে। মিউনিসিপাল কমিসনর মহো
দয়দিগের নিয়োজিত কতকগুলি নিম্নস্থ ফিরিঙ্গি
কর্ম্মচারী ও এতদ্দেশীয় চাপরাসী আছে।
উপনগরের অপরিষ্কৃত স্থান সকল তদারক করি
বার ভার তাহাদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে।
কোন ব্যক্তির বাটী অপরিষ্কৃত ও পাইখানা
ময়লাতে পরিপূর্ণ এমত সংবাদ তাহারা উপস্থিত
কর্ম্মচারির নিকটে বর্ণন করিলেই সেই ব্যক্তির
বিরুদ্ধে " সমন " বাহির হয়। অবধারিত দিবসে
সেই ব্যক্তি উক্তপদস্থ কর্ম্মচারির সম্মুখে উপ
স্থিত হইলে তাহার তৎক্ষণাৎ ৫০। ৫০০ টাকা
জরিমানা হয়। যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে, তাহার
বাটী পাইখানা অথবা অন্য স্থান কিছুমাত্র অপ
রিষ্কৃত নহে, এবং তদারক দ্বারা সেই সকল
স্থান অপরিষ্কৃত বলিয়া সপ্রমাণ হইলে সে
আহ্লাদপূর্ব্বক দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড সহ্য করিতে
প্রস্তুত আছে, তাহা হইলে কর্ত্তা সাহেব তচ্ছ্ব
বণ করিয়া [illegible] হন, এবং বিনা বিচারে গুরু
তর দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করেন। ৫০ টাকার
স্থানে কাহারও জরিমানা হয় না। অপরাধীর
অবস্থোচিত অর্থ দণ্ড বিচারপতির অভিপ্রেত
নহে। মিউনিসিপাল ফণ্ডের পরিপূরণ করাই
তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। উক্ত ফিরি[ঙ্গি]
কর্ম্মচারী ও চাপরাসী যাহা (সত্যই হউক, ব[া]
মিথ্যাই হউক) উপস্থিত কর্ম্মচারির গোচর ক[রি]
তেছে, তাহাই তাঁহার বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে[,]
বিচার না থাকাতে উক্ত নিম্নস্থ কর্ম্মচারি[রা]
সুযোগ পাইয়াছে। যে ব্যক্তির বাটী অথ[বা]
পাইখানা অপরিষ্কৃত নহে, উহাদিগের বাক্যা[নু]
সারে তাহার দণ্ড হইতেছে, এবং যাহার পা[ই]
খানা বা বাটী ময়লাতে পরিপূর্ণ, তাহার প্র[তি]
সমনও বাহির হইতেছে না। এইরূপ বিপরী[ত]
হইবার কারণ কি? তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ ক[রি]
বার প্রয়োজন হইতেছে না। যে ব্যক্তির সক[ল]
স্থান অপরিষ্কৃত তাহার দোষ কি জন্য প্রধ[ান]
কর্ম্মচারির গোচর হইতেছে না, ও যে ব্যক্তি[র]
সকল স্থান সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত রাখিয়া[ছে]
তাহার কি জন্য দণ্ড হইতেছে, তাহা পাঠকব[র্গ]
সহজেই কি বুঝিতে পারিবেন না? কালীঘা[ট]
ও ভবানীপুর প্রভৃতি স্থানে উল্লিখিত বিপরী[ত]
ঘটনার ভূরি ভূরি উদাহরণ প্রত্যহ প্রত্যক্ষ [হই]
তেছে। সংক্ষেপতঃ এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হই[বে]
উক্ত নিম্নস্থ ফিরিঙ্গি ও চাপরাসী যাহাদিগের উপ[র]
প্রসন্ন হন, তাহারাই রক্ষা পাইতেছে। পাঠকগ[ণ]
মনে করিবেন না যে তাহারা (ঐ কর্ম্মচারিরা)
দয়ার পরতন্ত্র হইয়া কাহারও প্রতি কৃপাদৃ[ষ্টি]
করে।

সম্পাদক মহাশয়! যে স্থলে বিচার নাই, [সে]
স্থলে যুক্তি নির্ভরের এক দম এবং সেস্থলে ক্র[মশঃ]
বিষাদক ঘটনা সকল অনুক্ষণ নয়ন ও মনকে
ব্যথিত করিতে থাকে। দেখুন, মিউনিসিপা[ল]
কমিসনরগণের কার্য্য প্রণালীগত কত দোষ[।]
১ ম, প্রধান কর্ম্মচারিগণ লোকের অপরিমি[ত]
অর্থ দণ্ড করিতেছেন। ২ য়, তাঁহারা অপরা[ধ]
ও নিরপরাধ বিচার না করিয়া দণ্ড করেন[।]
৩ য়, যে সকল নিম্নস্থ কর্ম্মচারির উপর তদার[ক]
করিবার ভার আছে, তাহারা সুশিক্ষিত নহে[,]
তাহাদিগের চরিত্র সুশিক্ষার অভাবে পাপে
কলঙ্কিত রহিয়াছে। মহাশয়! মিউনিসিপা[ল]
কমিসনরগণ কোথা হইতে এরূপ ক্ষমতা প্রা[প্ত]
হইয়া আসিয়াছেন? কি জন্যই বা তাহা[রা]
এরূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন? লোকের উপকা[র]
করিবার জন্য? যে টাকা ট্যাক্স স্বরূপ মিউনিসি
পাল ফণ্ডে প্রদত্ত হইতেছে, তাহার দ্বারা নগরে[র]
সকল স্থানের কি উন্নতি ও শোভা সম্পাদি[ত]
হইয়াছে? এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ যে অংশে বা[স]
করেন, সেই অংশের রাস্তা প্রভৃতির অবস্থা
দর্শন করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া দুরূহ [হয়]
না। মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের বর্ত্তমা[ন]

নিয়ম কার্য্যোপযোগী নহে তজ্জন্য এত বিশৃঙ্খল ঘটনা নয়নপথে পতিত হইতেছে। তাঁহারা লোকের অতিরিক্ত অর্থদণ্ড করিবার কে? তাঁহারা টাক্স লইয়া ভাল মানুষের ন্যায় নগরের শোভা বর্দ্ধন করুন। যদি তাঁহারা বিনা বিচারে অধিক অর্থ দণ্ড করিতে ক্ষান্ত না হন, এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে অলারকের ভার দিতে অক্ষম হন, তবে তাঁহাদিগের নিকট নিবেদন তাঁহারা নিজে মেথর রাখিয়া সকলের পাইখানা পরিষ্কার করিবার ভার লউন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের যে ব্যয় হইবে, তাহার নির্ব্বাহার্থে প্রজাপুঞ্জ তাঁহাদিগকে মাসিক কিছু কিছু প্রদান করিবে।

যাহা হউক, সম্পাদক মহাশয়! উল্লিখিতরূপ স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন প্রজাবর্গের যে অসীম দুঃখ, যন্ত্রণা ও অনিষ্ট ঘটিতেছে, তন্নিবারণের চেষ্টা বিষয়ে আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আবশ্যক। মহাশয়! সম্প্রতি কালীঘাট, ভবানীপুর প্রভৃতি উপনগর নিবাসী ভদ্র অভদ্র, ধনী নির্ধন, সকল ব্যক্তি একবাক্য হইয়া ঐ স্বেচ্ছাচার হইতে নিস্তার পাইবার নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একখানি চাঁদার পুস্তক হইয়াছে ঐ পুস্তকে সকলেই চাঁদা দিবার স্বাক্ষর করিতেছেন, যাঁহার যেমন ক্ষমতা তিনি তেমন সাহায্য করিবেন, এবং এই প্রকারে যথেষ্ট টাকা সংগৃহীত হইলে ব্যারিষ্টর নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট শীঘ্র আবেদন করা হইবে।

কালীঘাট ১৪ ই ফাল্গুন ১২৭৩। ভবদীয়স্য এহাকাঙ্ক্ষী শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সম্পাদক মহাশয়! আমি যে বিদ্যাবতী, বহুগুণান্বিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলার জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া সমুজ্জ্বল সোমপ্রকাশে স্থান লাভের আশয়ে প্রেরণ করিতেছি, আপনি তাঁহার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্থান দান করিলে যথেষ্ট অনুগৃহীত হইব।

নবকুমারী দাসী।

চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী ভাটপাড়া গ্রামে ১২৩৮ সালের পৌষ মাসে শুক্রবারে নবকুমারীর জন্ম হয়। ভাটপাড়া নিবাসী উমাচরণ মিত্র নবকুমারীর পিতা। নবকুমারী মিত্রজ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা। এই কন্যা জন্মিলে তিনি ভাটপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহার আর একটী পুত্র ও কন্যা জন্মিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা অসময়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। তিনি অত্যন্ত স্নেহে নবকুমারীকে লালন পালন করিতেন বলিয়া ঐ পুত্র কন্যা শোক অনায়াসে বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

নবকুমারীর অন্যতর নাম চণ্ডীমণি ছিল। তাঁহার জননী অপত্যাভাবে নানাবিধ যোগ যাগ ও ব্রত পালন করিয়াছিলেন। পরে বীরুই চণ্ডীর পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া ঐ কন্যাটি প্রাপ্ত হন, একারণ তাঁহার নাম চণ্ডীমণি রাখেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি "নবকুমারী" এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা পুত্র সন্তানের অভাবে সৎভ্রাতুষ্পুত্রকে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। নবকুমারী, যাঁহাকে জ্যেষ্ঠ সোদর বলিয়া জানিতেন এবং শৈশবাবধি উভয়ে এক মাতার নিকট লালিত পালিত হওয়াতে অনামান্য ভ্রাতৃ ভগিনী স্নেহে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। শৈশবকালে সর্ব্বদা ভ্রাতাকে লেখাপড়া করিতে দেখিয়া তাঁহার বিদ্যাভ্যাসে ইচ্ছা হয়। এবং গোপীকালে ভ্রাতার উদ্যোগে বাটীতে ৬। ৭ মাস এক জন গুরুমহাশয়ের নিকট অল্প বাঙ্গলা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।

নবকুমারী, নবমবর্ষ বয়সে পিতৃহীনা হন। দশমবর্ষ বয়সের সময় চুচুড়ার অন্তঃপাতী শ্যাম বাবুর ঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমাপ্রসাদ সোম মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু শিবচন্দ্র সোমের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দ্বাদশবর্ষ বয়সের সময় তিনি প্রথম শ্বশুরের গৃহকার্য্য করিতে যান। তদনন্তর তাঁহাকে প্রায় সর্ব্বদা শ্বশুরালয়ে থাকিতে হইত। তিনি অদ্বিতীয়া রূপবতী ছিলেন না, কিন্তু যেরূপ গৌরাঙ্গী নাতিস্থূল, নাতিকৃশ, নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, সুন্দর অবয়বসম্পন্না ও সহাস্যমুখী ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রকৃত সুন্দরী বলিয়া বর্ণনা করিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বাহ্যরূপ লাবণ্য অপেক্ষা আন্তরিক সদ্গুণে অধিকতর প্রশংসিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী বিষয়কর্ম্মবশতঃ সর্ব্বদা বিদেশে থাকিতেন, কেবল বৎসরের মধ্যে ২। ১ মাস বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন। তাঁহার সপ্তদশবর্ষ বয়সে চৈত্র মাসে শ্বশুরালয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রটী ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ পুত্রটির নাম শরৎশশী রাখিয়াছেন।

নবকুমারী, একবিংশবর্ষ বয়সে স্বামীর সমভিব্যাহারে বালেশ্বরে গমন করেন। তাঁহার স্বামী তৎকালে তথাকার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। এই সময়ে দীর্ঘকাল স্বীয় স্বামীর সহবাস লাভ হয়। তাহাতে স্বামীর নীতিগর্ভ সদুপদেশে উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা জন্মে এবং স্বামীর যত্নে ও পরিশ্রমে সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগর কৃত বোধোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত তৃতীয়ভাগ চারুপাঠ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সুশীলার উপাখ্যানাদি সুললিত গ্রন্থ সকল অন্যকে সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। পঠন বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছিল। তিনি রচনা দ্বারা মনের ভাব সুস্পষ্ট ব্যক্ত করিতে পারিতেন। ধর্ম্মনীতি পাঠে ও স্বামীর উপদেশে তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহাবাক্যের মর্ম্ম সুন্দররূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীর সহিত ঈশ্বর উপাসনা করিয়া প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন ও রাত্রিতে উপাসনা না করিয়া কখন শয়ন করিতেন না। জগদীশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃঢ়ভক্তি ছিল। অহরহঃ পরমপিতা পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিতেন। বালেশ্বরে শরৎশশির একবার বিসূচিকা পীড়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহার জীবনাশা ত্যাগ করিয়া একান্তমনে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন। কিন্তু সে যাত্রা জগদীশ্বরের কৃপায় ও সব এসিষ্টাণ্ট সর্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মিত্রের চিকিৎসায় শরৎশশী আরোগ্যলাভ করেন।

নবকুমারী স্বামীর নিকট শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া কারপেটের ২। ৩ প্রকার উপানৎ প্রস্তুত করিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার চক্ষের পীড়া উপস্থিত হওয়াতে শিল্পকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্যলাভ করিতে পারেন নাই। অবিলম্বে তাঁহার চক্ষের পীড়া আরোগ্য হইলে, পুত্রের শিক্ষার বিষয়ে যত্নবতী হইলেন। এবং শরৎশশীকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে ও বর্ণপরিচয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন

নবকুমারী, দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে পুনরায় গর্ভবতী হন এবং চতুর্মাসের অন্তঃসত্ত্বায় অবস্থায় বালেশ্বর ত্যাগ করিয়া স্বামীর সহিত চুচুড়ায় আইসেন। চুচুড়ায় এক মাস থাকিয়া ভাটপাড়ায় স্বীয় মাতার নিকট প্রসব হইতে যাইয়াছিলেন। তিনি আষাঢ় মাসে দ্বিতীয় পুত্রটী প্রসব করিয়া সামান্য জ্বর পীড়িত হন। তাহাতে তাঁহার ভ্রাতা এক জন সুদক্ষ মেডিকেল ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার স্বামী কলিকাতায় কলিন্স স্কুলের হেডমাষ্টার হয়েন

নবকুমারী, ত্রয়োবিংশবর্ষ বয়সে শ্বশুরালয়ে, পুনরায় মাঘমাসে তৃতীয় পুত্রটী প্রসব করেন। এই পুত্র তাঁহার অধিকাংশ আদরের ধন হইয়া-

ন। তিনি সর্ব্বদা তাহাকে কোমলাঙ্কে ধারণ
রিয়া বিবিধ প্রকার বাক্যে আদর করিতেন।
পুত্রটি হওয়ার পর তাঁহার স্বামী হুগলী
দ্রাসা স্কুলের ইংরাজী ক্লাসের মাস্টর হন।
মীর প্রতি তাহার অকৃত্রিম প্রণয় ও অবিচ-
ত ভক্তি থাকাতে তাঁহার সকল কার্য্যেই
ভাব প্রকাশ করিতেন। তাঁহার স্বামী পুষ্প
য় বলিয়া তিনি ফুলের প্রতি বিশেষ অনুরা-
ণী হন। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলে নানা
কে কৃত্রিম, অকৃত্রিম বিবিধ প্রকার পুষ্প ও
ষ্পবৃক্ষ এবং সকল দর্শন ও তাহার আঘ্রাণ
ণ করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির অতিশয় প্রীতি
ভ হইত।

নবকুমারীকে এই সময়ে সাংসারিক কার্য্যে
অধিক ব্যস্ত হইতে হয়, সেই হেতু অধ্যয়ন করি
র অধিক সময় পাইতেন না কেবল সময়ে
ময়ে বামাবোধিনী পত্রিকা পাঠ করিতেন।
তিনি বস্ত্রালঙ্কার প্রিয় ছিলেন না। সর্ব্বদা
কেবল ধৌত বসন পরিধান করিতেন। সামান্য
লঙ্কার পরিধান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের বাটীতে
মন্ত্রণে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। যেখানে
ইতেন, সকলেই তাঁহার সৎস্বভাবের ভূয়সী
শংসা করিতেন। তিনি কাহার অপ্রিয় ছিলেন
। কলহকে অতিশয় ভয় করিতেন। বাটীতে
খন কোন কলহ হইতে দিতেন না। তাহার
রীরে অত্যন্ত দয়া ও মমতা ছিল। স্বামীর
নকট হইতে নিজ ব্যয়ার্থে যে কিঞ্চিৎ অর্থ পাই
তেন, তাহার অল্পাংশ দ্বারা নিজের সাহায্য এবং
অধিকাংশ দীনদরিদ্র ও পরিচারকদিগের প্রয়ো
জনীয় দ্রব্য ক্রয় জন্য দান করিতেন। তাঁহার
নিকটে কেহ কোন বস্ত্র যাচ্ঞা করিলে তাহাকে
নতন বস্ত্র ভিন্ন কখন জীর্ণ বস্ত্র দিতেন না।
দাস দাসী সকলেই তাঁহার সদয় ব্যবহারে বশতা-
পন্ন হইয়াছিল। পাচিকার সামান্য পীড়া হইলে
তিনি স্বয়ং পাকক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন। অল্প
সময়ে বহুবিধ দ্রব্যের উপাদেয় পাক করিতে
পারিতেন। শ্বাশুড়ী পিত্রালয়ে যাইলে শ্বশু-
রের আহারীয় দ্রব্যাদি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া
দিতেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ়
ভক্তি শ্রদ্ধা থাকাতে তিনি সাধ্যানুসারে তাঁহা-
দের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। স্বীয় মাতাকেও
যথেষ্ট ভাল বাসিতেন এবং "জননী জন্ম-
ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ
হইয়া বৎসরের মধ্যে ২।১ বার মাতার সহিত
সাক্ষাৎ করিতে ভাটপাড়ায় যাইতেন। তাঁহার
শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না ও স্ত্রী
স্বভাব সুলভ হিংসা তাঁহার উপর আধিপত্য

করিতে পারিত না। তিনি কখন কর্কশ বাক্যে
কাহার মনে বেদনা দেন নাই। কোন স্ত্রীলোক
তাঁহার নিকট যাইলে সহস্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া
তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিতেন। অন্যের
সন্তান বাটীতে আসিলে তাঁহার আর আনন্দের
সীমা রহিত না। তখন স্বীয় সন্তানদিগের অপে
ক্ষায় অন্যের সন্তানের অধিক আদর করিতেন
তিনি অত্যন্ত অভিমানী ছিলেন বলিয়া কেহ
কোন অসম্মানের কথা কহিলে কেবল তাহার
অশ্রুপাত হইত

নবকুমারী, চতুর্বিংশবর্ষ বয়সে পুনরায় গর্ভ
বতী হন। এই অবস্থায় তাঁহার অরুচি হওয়াতে
কিছুমাত্র আহার করিতে পারিতেন না।
তাহাতে অতিশয় অসমর্থা হইয়াছিলেন।
ঘটনাক্রমে ২। ৩ বার ভূমিতে পতিত হন। গত
অগ্রহায়ণ মাসে অষ্ট মাস গর্ভ হইলে তাহার অল্প
জ্বর হয় ও ঐ জ্বর সব এসিষ্টাণ্ট সরজন শ্রীযুক্ত
বাবু কৈলাসচন্দ্র দত্ত চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য
করেন। অনন্তর পুনরায় তাঁহার জ্বর হইয়া নিম্ন
উদরে ও হৃদয়ে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়।
ঐ বেদনায় যার পর নাই যন্ত্রণাভোগ করিয়াছি
লেন। জগদীশ্বরের অপার কৃপায় ১৫ ই অগ্রহা-
য়ণ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে অষ্ট মাসে তাঁহার
চতুর্থ পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইলে যন্ত্রণার অনেক লাঘব
হয়। কিন্তু অষ্টাহ পরে ঐ পুত্রটী প্রাণত্যাগ
করিল। তাহাতে তিনি শোকাকুল হন এবং
অশৌচান্তে স্নান করিয়া পুনরায় ভয়ানক জ্বর
গ্রস্ত হইয়া একবারে শয্যাশায়ী হইলেন। উদরে
অল্প বেদনা ও নিতম্ব হইতে পদ পর্য্যন্ত এরূপ
বেদনা হইল যে তিনি অন্যের সাহায্য ভিন্ন
পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। সে সময়
তাঁহার যেরূপ যাতনা হয় তাহা দেখিলে পাষাণ
হৃদয় নিষ্ঠুরের মনে দুঃখ উপস্থিত হইত। উক্ত
কৈলাস বাবুর চিকিৎসায় বেদনা আরোগ্য না
হওয়াতে সব এসিষ্টাণ্ট সরজন শ্রীযুক্ত বাবু নন্দ
লাল (সেট) দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করান হয়।
নন্দ বাবুর চিকিৎসায় ৩। ৪ দিন পরে বেদনার
অনেক উপশম হইয়াছিল। কিন্তু পুনরায় জ্বর
হইবা উদর স্ফীত হইলে হুগলী হইতে সবএসি-
ষ্টাণ্ট সরজন শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত ও
চুচুড়ার প্রধান কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশনাথ
গুপ্ত এবং কলিকাতার চিকিৎসালয়ের সব এসি
ষ্টাণ্ট সরজন শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচন্দ্র সোম
আনাইয়া ৪। ৫ জনের পরামর্শ লইয়া চিকিৎসা
করান হয়। দয়াল বাবু রোগীর দেহ পরীক্ষায়
রোগ নির্ণয় করিয়া বলিলেন, গর্ভাবস্থায় জরায়ু
আঘাত পাইয়া অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়াতে এই

রোগ হইয়াছে। স্বভাবতঃ জরায়ুর প্রকৃত অবস্থা
না হইলে পীড়া আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। তবে
একণে পথ্য ও ঔষধের দ্বারা জীবন রক্ষার
চেষ্টা করিতেছে ইহাই উৎকৃষ্ট উপায়। এইরূপ
উপদেশানুসারে শিবচন্দ্র বাবু স্বীয় সহধর্ম্মিণী
যথোচিত চিকিৎসা করাইয়াছিলেন

নবকুমারী, দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ গত ২৮
পৌষ শুক্রবার রাত্রিতে ঐ অবস্থায় স্বামী
সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলে সহসা তাঁহা
বাকরোধ হইয়া দন্ত বদ্ধ হয় *। তৎকালে
শিবচন্দ্র বাবু স্বয়ং চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে
সে অবস্থা হইতে মুক্ত করিলেন। তদনন্তর তিনি
জীবনাশা ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় একা
চিত্তা হন এবং সংসারের মায়া বিসর্জ্জন দি
স্বামীর উপর পুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্প
করেন। তাঁহার স্বামী, তিনি তখন দিব্য জ্ঞা
প্রাপ্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করি
লেন "তোমার সংসারের আর কোন বস্তুতে
লালসা আছে কি?" তিনি বলিলেন "আমা
আর কিছুতেই লালসা নাই। তুমি এক্ষ
আমায় বিদায় দাও আমি আনন্দধামে যাই।"
পুনরায় তাঁহার স্বামী বলিলেন "তোমার মা
দেখিবে কি? বল তাঁহাকে এখানে আনাই।"
তিনি উত্তর করিলেন "এখানে তাঁহা
আনিও না, একণে তাঁহাকে আর প্রয়োজ
কি। তুমি, আমার মুক্তির উপায় কর।"
তাহাতে তাঁহার স্বামী অপবর্গ লাভের মা
প্রকার উপদেশ দিয়া কহিলেন "এ যা
তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। অত
তোমায় ঈশ্বরের হস্তে শান্তিময় ক্রোড়ে অর্পণ কর
ছি। তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া অনন্ত
ভোগ কর। আর যেন তোমাকে এই ক্ষণ
স্থায়ী সংসারে আসিতে না হয়। জগদী
যেন আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করেন।"

নবকুমারী, তদনন্তর এরূপ শান্তভাব অ
বলম্বন করিলেন, তাঁহার পীড়ার
সময় এরূপ বোধ হইল যেন কাহার কোন
নাই। পরে রবিবার একাদশ ঘটিকার সময় ও
দায় জননীর শান্তভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন "তোমার আর কোন কষ্ট আ
ছে?" তাহাতে মৃদুস্বরে উত্তর দেন "না।
নাই" তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে মাতাকে ক্র
ন্দন করিতে দেখিয়া বলিলেন "মা, তুমি আ
মার জন্য ক্রন্দন করিতেছ কেন? আমার মৃত্যু
দেখিতেছ না।" তাঁহার জননী ইহা শুনি

* দাঁতকপাটী হয়।

—— ——

াবন্ন হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি য়ের সহিত একবার দেখা করিবে কি?" তিনি উত্তর করিলেন "এমন সময় দেখা করিয়া াহাকে দুঃখিত করা উচিত নয়।" পরে কি—বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন তাঁহার আত্মা লিলেন "আর কি বলিবে কি?" উত্তর লেন, "দাদা আর কি বলিব কিছু নয়।" ক বার ছোট ছেলেকে ডাক। তাঁহাতে তিনি াহার কনিষ্ঠ পুত্রটী লইয়া নিকটে যাইলে সে নের মুখ দেখিয়া উচ্চহাস্য করিতে লাগিল। নি কহিলেন "দাদা দেখেছ কেমন পাকা লে। আমি মরিলেও এর আর কোন ভাবনা ই।" তৎপরে তাহাকে "তুই যা" বলিয়া দায় করিয়া দিলেন। চিকিৎসকদের উপদে-নুসারে তাঁহাকে পরিমিত পথ্য ও ঔষধ দেওয়া ইতেছিল। দয়াল বাবু আড়াইটার সময় নাড়ী খিয়া বলেন বোধ হয় ইনি এ যাত্রা রক্ষা পাই ন।

নবকুমারী আরোগ্য হইবেন বলিয়া তাঁহার শুর অনেক দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি-ন। শনিবারে পুরোহিত স্বস্ত্যয়ন করিয়া াহার বদনে চন্নামৃত দান করিলে তিনি হাকে সহস্তে দক্ষিণা প্রদান করেন। সায়ং-লে যখন তাঁহার নিকট স্তব পাঠ হয়, তখন হা শুনিবার জন্য কিঞ্চিদুচ্চস্বরে পাঠ করিতে লন। রাত্রিতে তাঁহার শ্বশুর উদ্যোগী হইয়া ন্যের মস্তে তিন বার মকরধ্বজ ও চুণবাতি বন করান। রবিবারে যখন তাঁহার গৃহদ্বারে ীপাঠ হয়, তখন তাহা উচ্চস্বরে পাঠ করিতে বোধ করিয়া তাহা শ্রবণ করেন এবং চণ্ডী ঠ সমাপ্ত হইলে তাহার দক্ষিণা দেওয়া হইল না তাহার বাবা শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাদ লন। কিন্তু রবিবার রাত্রিতে প্রস্রাব না হাতে ও প্রস্রাব করাইবার ঔষধের কার্য্য হওয়াতে ক্রমশঃ উদর স্ফীত হইয়া রাত্রি াদশ ঘটিকার সময় সর্বাঙ্গে ঘর্ম্ম হইতে ম্ভ হয়।

নবকুমারী, সোমবারে নয়ঘটিকার সময় শুড়ীকে নিকটস্থ দেখিয়া বলেন "আপনি র আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, ক্ষণে ছোট বউকে লইয়া সংসারধর্ম্ম করুন।" াদশ ঘটিকার সময় জাতাকে বলিলেন াদা আর যে (ঈশ্বর) উপাসনা করিতে রি না "তিনি কোথায়"? " শিবচন্দ্র বাবু কটে আসিয়া কহিলেন "এই যে আমি?" হাকে অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "এসেছ এখানে থাক।" দুই প্রহরের সময় তাঁহার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইলে তাহাকে পবিত্র শয্যায় শয়ন করাইয়া ভিতরগৃহ হইতে তাঁহার স্বামী, জাতা, শ্বশুর ও অন্যান্য জনে বাহির বাটীর প্রাঙ্গণে আনিলেন। তথায় আনিয়া তাঁহার স্বামী শবের দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল পরমেশ্বরের ধ্যান করিয়া স্বীয় পিতাকে বলিলেন যদি আপনাদের ইহাঁর মুক্তির জন্য কিছু করিতে হয় তবে এক্ষণে করুন। ইনি এক্ষণে নিত্যধামে গমন করিতেছেন। তৎকালে তাঁহার জাতা শিরোদেশের নিকট বসিয়া বলি-তেছিলেন "ঈশ্বর তোমায় যেন শান্তি নিকে-তনে স্থান দেন।" তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার নাড়ী ছিল ও হস্তপদাদি শীতল হয় নাই। কিন্তু সকলে প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে যাইলে তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। মৃত্যুর পর স্নানকালে তাঁহার শরীরের সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলের এরূপ ভ্রম জন্মে যে, তিনি যেন জীবিত হইয়া আরোগ্য স্নান করিতেছেন। এই রূপে গত ২রা মাঘ সোমবার দুই প্রহরের পর তিনি পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। নবকুমারীর মৃত্যু সংবাদে সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন ইতি।

৮ ই মাঘ ১২৭৩ সাল } বশম্বদ জনৈক শোকাতুর শ্রী গো, চ, দত্ত,

—•••—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র মিত্র চাঁপাতলা ১০
" " রামধন সাশমল কাঁথি
১২৭৩ মাঘ হইতে ৭৪ পৌষ ১৩
" " দীনবন্ধু মৌলীক মাদারীপুর
১৮৬৭ জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর ১৩
" " গিরিশচন্দ্র সরকার গোন্তড়া
১৮৬৭ মার্চ হইতে মে ৩৸০
" " কালীপ্রসন্ন সিংহ জোড়াসাঁকো
১৮৬৭ মার্চ হইতে ৬৮ ফেব্রুয়ারি ১০
" " কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল চৌধুরী ময়মনসিংহ ১৩
" " প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কালীঘাট
১৮৬৭ ফেব্রুয়ারি হইতে ৬৮ জানুয়ারি ১০
" " গোলোকচন্দ্র সেন দীনাজপুর ১৩
" " হারাধন কবিরাজ কলিকাতা
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ ৫৷০
" মুন্সী মতিয়ালা রঙ্গপুর ১৪

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে ম স্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্ সিক ৫৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমে বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩ তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় ন হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টা টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবি হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ ক রেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, হারা যেন এক অথবা আধ আনার অ মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করে

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশে মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করি শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠা দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হ আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হই গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ ক যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পা হইবে।

ঝাকনা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ড ঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ ক রেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ ক যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ই করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি আনা তাহার পর ৵১০ আনা দিতে হইবে যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবে তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

☞ এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাত রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংরি পোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষ বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশি হয়।

সোমপ্রকাশ

৯ম ভাগ। ১৭ সংখ্যা।

"প্রথমাং মন্ত্রলিখিতমর্থং যথার্থং সরস্বতী ভুলিমবতী ন পীবরী।"

অগ্রিম মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৭। ২৮এ ফাল্গুন। ১৮৭১। ১১ ই মার্চ। { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৷০

বিজ্ঞাপন।

স্মিথ এণ্ড স্টানিস্ট্রিট কোং।

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল ক্রমশ আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সারি প্রভৃতির সুবিধার জন্য নগদ মূল্যে বাজারের অতি কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে ঔষধের ফর্দ ও তাহার মূল্য স্বরূপ নোট, হুণ্ডী বা বরাতী চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি সত্বর পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর সি দত্ত কোং।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

মনুসংহিতা।

কুল্লূকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক সংশোধিত। পটলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

পটলডাঙ্গা সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও সঙ্কলিত, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
কৌমুদীবিলাস	১ টাকা
রোমাবলিবিলাস	১ "
মুগ্ধবোধের ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২ য় ভাগ)	৶০
সঙ্কলিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	।৵০

শ্রীতারানাথ শর্ম্মা।

পুরাণ সংগ্রহের শেষখণ্ড।

মধ্যে পুরাণ সংগ্রহের বিতরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে নিয়মিত মফস্বলের গ্রাহকদিগকে ডাক মাশুল দিয়া পাঠান হইতেছে এবং কলিকাতার বহি গ্রাহকদিগকে দেওয়া যাইতেছে এবং বিতরণ বিষয়ে সাধ্যানুসারে যত্নবান হওয়া গিয়াছে, যাঁহারা পান নাই এবং যাঁহাদের সম্পূর্ণ সেটের বিক্রেয় অবশিষ্ট আছে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া সত্বর যোড়াসাঁকোর বাটীতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রাপ্য পুস্তক গ্রহণ করুন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

ভুলীয়া পশ্চিম খারদহে হস্তি খেদা কারবার নিমিত্ত আগামী ১৮৭১ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৭৬ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্যন্ত এক বৎসর নিমিত্তে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

হস্তি ধরিবার নিমিত্ত যত কুন্কি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার কি কুন্কি প্রতি ২০ টাকা হারে মাশুল দিতে হইবে, ধৃত হস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের থাকিবেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস মধুপুর। } শ্রীযুক্ত জে. এফ. টুইডি সাহেব
১২ ই ডিসেম্বর। ১৮৭০। } ডেপুটী কমিসনর

বালকদিগের ব্যবহারার্থে "গণিত বিজ্ঞান" নামে একখানি অঙ্কপুস্তক শান্তিপুরস্থ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী কর্তৃক প্রণীত এবং জে. জি. সি. বসু কোং দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া বহুবাজারস্থ ২৭৯ সংখ্যক ষ্ট্যানহোপ প্রেসে ও কালেজ ষ্ট্রীটে সংস্কৃত প্রেসের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয় সিমুলিয়াসাবার লেন ১৫ নং বাটী হইতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১৭৩ নং সাবেক বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে।

৭ ই মাঘ ১২৭৭। শ্রীচণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়

অধ্যক্ষ।

বর্দ্ধমানের সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে সাধারণজনগণকে এতদ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে অবিবাদে উক্ত বাবু সর্ব্বসাধারণের স্বল্প ভিজিট গ্রহণে চিকিৎসা করিবেন।

শ্রীহীরালাল নন্দী।

পাটীগণিত প্রথম ভাগ।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ব্যবহারোপযোগী হয় এরূপ প্রণালী অনুসারে আমি এক খানি পাটীগণিত প্রস্তুত করিতেছি। আপাততঃ উহার প্রথমভাগ মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। ইহার মধ্যে বহুল পরিমাণে সহজ অথচ ছাত্রকৌশল-রচিত প্রশ্ন সকল সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাধবঘোষালের গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎ-

য অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা আছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—:০:—

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বিজ্ঞাপন।

(পীস গুডস) অর্থাৎ বস্ত্রাদির গাঁইট

যাহা উত্তমরূপে বাক্সবন্দি হয়

নাই তাহার বিষয়।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, যে আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি নিম্ন লিখিত ভাড়ার পরিবর্ত্তন হইবেক।

পীস গুডস অর্থাৎ বস্ত্রাদির বিলাতি প্যাক গাঁইট অথবা এতদ্দেশীয় প্যাক করা গাঁ কাষ্ঠের বাক্সেতে বন্ধ থাকিলে দ্বিতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রভৃত পাইলে ইংরাজি পাই লাগিবেক।

এবং যে সকল পীস গুডস্ অর্থাৎ বস্ত্রাদি বাক্সেতে (প্যাক করা) অর্থাৎ মোড়া হয় নাই, তাহা তৃতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি মাইলে ইংরাজী এক পাইয়ের তিন অংশের দুই অংশ লাগিবেক।

বোর্ড অব এজেন্সি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হেড অফিস কলিকাতা ১৮৬৭। ৭ ই ফেব্রুয়ারি } সিসিল ষ্টিফেন্সন

সোমপ্রকাশ।

২৮ এ ফাল্গুন সোমবার।

ব্যবস্থাপক সভা।

পুরাণলেখক ও প্রাচীন কবিরা কল্পনাবলে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের এক এক অংশ লইয়া এক একটী অদ্ভুত পদার্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। নরসিংহ মূর্ত্তি প্রভৃতি সেই কল্পনাশক্তির ফল। সম্প্রতি অদ্ভুত কল্পনার কাল অতীত হইয়াছে বটে কিন্তু আজিও উল্লিখিত প্রকার অদ্ভুত পদার্থ নয়নগোচর হইতেছে। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলি সেই অদ্ভুত পদার্থ। ইহা বিচিত্র উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইহার অবয়বগুলিকে পৃথক করা যায় দেখিতে পাইবে, ইহাতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা ও যুক্তিপরতন্ত্র স্বাধীনতা প্রভৃতি নানা পদার্থের অংশ ইহার অন্তরে আছে। আজি দেখ ব্যবস্থাপক সভা একটী প্রস্তাব লইয়া কতই তর্ক বিতর্ক ও আন্দোলন করিতেছেন, যে কোন ব্যক্তি কোন সঙ্গত কথা কহিতেছেন, তাহা সাদরে শ্রবণ ও গ্রহণ করিতেছেন, কালি দেখ, কাহার কোন কথা না শুনিয়া আপনাদিগের সঙ্কল্পিত বিষয় বিধিবদ্ধ করিয়া লইতেছেন। অগ্রে কেহ কিছু জানিতে পারিতেছেন না। সুতরাং কেহ কিছু আপত্তি করিবারও অবসর পাইতেছেন না। যে অবধি বজেটের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই অবধি যথেচ্ছ ব্যবহারের সমধিক বৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যে কোন প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করিতে হইলে গবর্ণমেণ্ট প্রথমে তাহার পাণ্ডুলেখ্য করিয়া ব্যবস্থাপক সভার বিবেচনার্থ অর্পণ করিতেন। সর্ব্ব সাধারণের মত কি তাহা জানিবার জন্য বিলগুলি কিছু দিন গেজেটে প্রকাশিত হইত। কিন্তু বজেটে হইবার পর অবধি রাজস্ব সংক্রান্ত আইনের বিষয়ে এ প্রকার ব্যবহার প্রায় করা হয় না। নূতন বিধ কর হইবে? কি বর্ত্তমান কর বৃদ্ধি হইবে? এ সকল বিষয় প্রায় অজ্ঞকারা চ্ছন্ন থাকে। যে দিবস রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী আয় ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন, সেই দিন সর্ব্বসাধারণে আপনাদিগের ভাগ্য জানিতে পারেন। সাধারণে সে বিষয় লইয়া তর্ক করিবেন, সে অবসর কৈ? সাধারণে হঠাৎ আক্রান্তের ন্যায় বিস্মিত হন। নামমাত্রে বিলগুলি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পঠিত হয়। গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাখেন, ব্যবস্থাপক সভা গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা রেজিষ্টরী করেন মাত্র। এ বিড়ম্বনা কেন? লোককে এ অলীক প্রবোধ দিবার প্রয়োজন কি?

ফলতঃ বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার উপরে লোকের বিশ্বাস নাই। এখানে কোন বিষয়ের যথোচিত তর্ক বিতর্ক হয় না। গবর্ণর জেনরলের কৌন্সলের সভ্যগণের গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবার ক্ষমতা নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রেসিডেন্সি হইতে যে সকল সভ্য আইসেন, তাঁহারা যোগ্য লোক হইলে কেহ কখন কিছু বলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগেরও কৌন্সিলে প্রবেশ করিবার আশা থাকাতে সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠে উচিত কথা বলিতে সাহসী হন না। দিনকররাও ও দেবনারায়ণ সিংহের পর অবধি অবৈতনিক সভ্যগণ মৌনাবলম্বনকে রাজনীতিজ্ঞতার পরা কাষ্ঠা স্থির করিয়াছেন। পিতা ও পিতামহ ধনী ও ক্ষমতাশালী ছিলেন, এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সভ্য মনোনীত করা হয়, তাঁহারা যে কার্য্যে আইসেন, তাহার উপযুক্ত কি না, সে বিবেচনা করা হয় না। আজি কালি গবর্ণমেণ্টের এই রাজনীতি দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং তাদৃশ সভ্যের নিকটে সভার শোভা বর্দ্ধন ব্যতিরিক্ত অন্য কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? সুতরাং মেইন সাহেবের সদৃশ ব্যক্তিরা যে মত করেন, তাহাই হয়। সর্ব্বসাধারণের মত প্রকাশের যন্ত্র স্বরূপ এক সংবাদপত্র আছেন। পাছে ইহাঁদিগের কথা শুনিতে হয় এই ভয়ে গবর্ণমেণ্ট প্রায় যাবতীয় [illegible] আইন তাড়াতাড়ি বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলেন।

যাহা হউক, আমরা গবর্ণমেণ্টকে কয়েকটী বিষয়ের বিশেষরূপে বিবেচনা করিবার অনুরোধ করিতেছি। যাঁহাদিগের উপরে কর নিক্ষেপণ করিতে হইবে, কর স্থাপন বিষয়ে তাঁহাদিগের মত লওয়া অতিশয় আবশ্যক। এটি কর দাতার স্বাভাবিক স্বত্ব যেখানে ইহা [illegible] প্রদত্ত করা হয়, সেইখানেই সমর্থ আপত্তির হয়। লোকের অবশ্যই ইংরেজের

নপ্রণালীর ভুল ভিত্তি। ফরিয়া ও ক ভিন্ন ইউরোপখণ্ডের কোন প্রদেই প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণের অনম্মতিতে কর নির্দ্ধারিত ও গৃহীত হয় না। ন দেশেই নূতন করের যুক্তিযুক্ততা ই। উইলসন সাহেব যখন ইনকমটাক্স দেশে প্রবর্ত্তিত করেন, তখনও সর্ব্বসাধারণের মত জানার্থ তিনি বিশেষ ৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। লার্ড ানিঙ সকল বিষয়েই লোকের মত ার্থী হইতেন। কিন্তু এক্ষণে ইহার বিরুদ্ধ বহার হইতেছে। এটী অতিশয় দুঃখের বয়। গত মঙ্গলবারে ভারতবর্ষীয় ব্যবাপক সভা হইয়া যেরূপে নূতন কর অঙ্গীকৃত হয়, তাহার প্রতিবাদার্থেই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। যদি লোকের মত জিজ্ঞাসু হইয়া কর নির্দ্ধারণ করা প্রধান পুরুষদিগের অনভিপ্রেত হয়, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভায় এবম্বিধ প্রস্তাব সকলের প্রসঙ্গ উপস্থিত করিবার রীতি পরিত্যাগ করুন এবং আপনারা গোপনে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া রাজাজ্ঞারূপে তাহা সর্ব্বত্র প্রচারিত করুন। ব্যবস্থাপক সভায় উল্লিখিত প্রকারে আইনের পাণ্ডুলেখ্য উপস্থিত করিয়া ব্যবস্থাপক সভাকে ও আপনাদিগকে উপহাসাস্পদ করা বিধেয় হয় না।

—:০:—

রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রী।

শরীরী লোকের ন্যায় সাংসারী ব্যক্তি অপব্যয়ের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত, এটি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। মিতব্যয়ির কথা দূরে থাকুক, কৃপণেরাও অনেক সময় লাভকর ও আবশ্যক বিবেচনা করিয়া এরূপ অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, শেষে তাহা অলাভকর ও অনাবশ্যক বলিয়া সপ্রমাণ হয়। অনাবশ্যক ব্যয় অপব্যয়ের অপর নাম। আমাদিগের মিতব্যয়ী গবর্ণমেণ্ট এরূপ আবশ্যকবোধে কয়েকটী অপব্যয়গ্রস্ত হইয়া রহিয়াছেন। সেগুলি নিবারিত হইলে অনেক বিষয়ে সবিশেষ আনুকূল্য হয় সন্দেহ নাই। রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রিকে অকুলান দেখাইয়া নূতন কর বিধানার্থ এত ব্যগ্র হইতে হয় না। ব্যয়ের অল্পতা নিবন্ধন যে সমস্ত আদালত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহার অবস্থার অনেক উন্নতি হইতে পারে। সে অপব্যয়গুলি এই:—

প্রথম, এদেশে অধিকসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য স্থাপন। পঞ্চাশৎ সহস্র সৈন্য হইলেই যথেষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টকে অকারণ অতিরিক্ত বিংশতি সহস্র সৈন্যের অধিক ব্যয় দিতে হইতেছে। এ অপব্যয় রহিত হইলে কি প্রস্তাবান্তর বর্ণিত নূতন লাইসেন্স করের সদৃশ অসামঞ্জস্যদোষদূষিত নিঃস্বত কর প্রবর্ত্তিত করিয়া দরিদ্র পীড়নের প্রয়োজন হইত?

দ্বিতীয়, প্রধানপুরুষদিগের শিমলা ও দারজিলিঙ প্রভৃতি শৈলবাসের জন্য বৃথা ব্যয়। শতাধিক বৎসর এদেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আধিপত্য হইয়াছে, অনেকগুলি গবর্ণর হইয়া গিয়াছেন, কলিকাতায় বাস করিয়া কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায় নাই, আজি কালি কাল্পনিক আতঙ্ক এই রাজধানীকে প্রধানপুরুষদিগের দৃষ্টিতে যমপুরী করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা সুস্থিরহৃদয় হইয়া এস্থানে অবস্থান করিতে পারিতেছেন না। এটি কি রাজধানী পরিত্যাগের প্রকৃত কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? এ কারণে পাথেয় ও শৈলবাসাদিতে যে ব্যয় তাহা কি অপব্যয় নহে?

তৃতীয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বর্ষে বর্ষে দরবারে অসংখ্যব্যয়গ্রস্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছেন। দরবার এদেশীয় রাজগণের প্রভুভক্তি বদ্ধমূল করিবার প্রকৃত উপায় নহে। প্রধানপুরুষেরা বিরাগের কারণ উৎপাদন করিয়া যদি তাঁহাদিগের অন্তঃকরণকে কলুষিত করিয়া রাখেন, সহস্র সহস্র দরবার করুন, কখনই তাঁহাদিগের চিত্তকে আর্দ্র করিতে পারিবেন না। তাঁহাদিগের প্রভুভক্তি বদ্ধমূল করা যদি প্রধানপুরুষদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, যাহাতে তাঁহাদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধে সামর্থ্য জন্মে এবং যাহাতে তাঁহাদিগের অন্তর্ভৌম রাজ্য কার্য্যে স্বাধীনতা থাকে, তাহা করুন, তাহা হইলে তাঁহারা কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিবেন সন্দেহ নাই। যাহাদিগের প্রভুভক্তির সংস্থান না হয়, দরবার করিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ত করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা সন্দেহ কি? অতএব দরবারে যদি প্রভুভক্তি বদ্ধমূল করিবার প্রকৃত উপায় না হইল, তদর্থ ব্যয় অপব্যয় সংশয় নাই।

চতুর্থ, রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রিকে ইংলণ্ড হইতে আনয়ন। এই অপব্যয়ের প্রতিবাদার্থই এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। আমরা ক্রমান্বয়ে এদেশে চারি জন রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রির আগমন দর্শন করিলাম, তাঁহাদিগকে যে ব্য দিয়া এদেশে আনয়ন করা হইল, তাহা অনুরূপ যে কি ইষ্টলাভ হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। উইলসন সাহেব এক ইনকমটাক্স প্রবর্ত্তিত করি এদেশের লোকের হৃদয়ে যে বিরাগ উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহার উন্মূল করিতে লেঙ সাহেব ও সরচার্লস ট্রিলিয়ানের সময় অতিবাহিত হইয়াছে মাসি সাহেব যে এক অসমঞ্জস লাইসেন্স টাক্স প্রবর্ত্তিত করিয়া লোকের অসন্তো বর্দ্ধন করিলেন, ইহার সংশোধন হই আর কত কাল অতীত হইবে? এক্ষ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, অতঃ তাঁহারা আর এ অপব্যয়ে না যা এখানে যাঁহারা আর ব্যয় বিষয়ে সু

শিত ও নিপুণ হইতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই লোক মনোনীত করুন, অনেক ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে। সেই ব্যয় দ্বারা অনেক যথার্থ হিতকর কার্য্য হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।

—••—

বজেট।

উইলসন সাহেব অবধি এ পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের যত হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোনটাই মাসি সাহেবের গত মঙ্গলবারের হিসাব অপেক্ষা অধিকতর অসন্তোষ উৎপাদন করিতে পারে নাই। গত বৎসর তিনি যে হিসাব দেন, তাহা কিছু নয় বলিলেই হয়। তখন তিনি নূতন ছিলেন। এবার সে ওজর নাই। ফলতঃ তিনি যে কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছেন, তাহার যোগ্য নহেন। সাধারণে একবাক্য হইয়া যে তাঁহার প্রদত্ত হিসাবের প্রতি দোষারোপ ও বজেরের যে প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহাই তাঁহার অযোগ্যতার পরিচয় দিতেছে।

বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি শ্রোতৃবর্গকে এই বলিয়া সাবধান করেন যে " তিনি যে হিসাব দিতেছেন তাহা যেন তাঁহারা প্রকৃত হিসাব জ্ঞান না করেন। ইহার এই কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে আটটা পৃথক পৃথক স্থানীয় বজেট হইয়া থাকে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এ গুলি প্রস্তুত করেন, তাঁহাদিগকে আবার দূরস্থিত কর্ম্মচারিদিগের উপরে নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এ গুলির রীতিমত তত্ত্বাবধান করিতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন ষ্টেট সেক্রেটারির স্বতন্ত্র ধনাগার আছে। ইহার উপর অত্রত্য গবর্ণমেণ্টের কিঞ্চিন্মাত্র প্রভুত্ব নাই। এতদ্ব্যতিরিক্ত আর একটা গুরুতর কারণ আছে। ভূতপূর্ব্ব ষ্টেট সেক্রেটারি মহাশয় প্রারম্ভে আয় ব্যয়ের হিসাব দিবার জন্য ইংলণ্ডের ন্যায় মার্চ্চমাসে বৎসরের শেষ হিসাব করিতে বলেন। এই সমস্ত কারণে আয় ব্যয়ের প্রকৃত হিসাব হওয়া দুষ্কর।" আমাদিগের জিজ্ঞাস্য এই যদি হিসাব স্থিরই না হইল, তবে অকুলান স্থির করিয়া নূতন কর নির্দ্ধারণ করা কিরূপে সঙ্গত হয়? তিনি কি জন্য আছেন? কি জন্য এত টাকা ব্যয় করিয়া ইংলণ্ড হইতে মুহুরি আনয়ন করা হইয়াছে? হুইকিন ও কষ্টার সাহেব এত টাকা খাইয়া কি কাজ করিয়া গেলেন? ইংলণ্ডীয় রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী যদি মহাসভাকে বলেন, তাঁহার প্রদত্ত হিসাব যথার্থ হিসাব নহে, তাহা হইলে কত দিন তিনি পদস্থ থাকিতে পারেন? ১,২০,০০০ টাকা রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রির বাৎসরিক বেতন দেওয়া হয়। এ ব্যয়ই বা কেন?

মাসি সাহেব গত বৎসরের হিসাবের সংক্ষেপ বর্ণন করিয়া বলেন, গত মার্চ্চ মাসে তাঁহাকে বলা হয়, ৩৩,৬০,০০০ টাকা অকুলান হইবে। কিন্তু প্রায় তিন কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। এই টাকার মধ্যে ১,০২,৮১,৪৯০ টাকা নামমাত্র উদ্বৃত্ত হয়। গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে ব্যাঙ্কে সরকারী ঋণের হিসাব যায়। এই টাকা এক বার ব্যয় আবার জমা হওয়াতে উদ্বৃত্ত বোধ হইয়াছিল। বস্তুতঃ প্রকৃত আয় নহে। এই তিনকোটির ১,৭৭,২০,০০০ টাকা যথার্থ উদ্বৃত্ত। হিসাব অপেক্ষা ইংলণ্ডে ৩৫,০০,০০০ টাকা অল্প ব্যয় হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের সেনাগণের দ্রব্যসামগ্রীর নিমিত্ত যে ১,০৭,১০,০০০ টাকা রাখা হয়, তাহার মধ্যে ৫৬,৫০,০০০ টাকা বাঁচিয়াছে। অপর, বোম্বাই রেলওয়ে কোম্পানি আপনাদিগের চুক্তি অনুসারে গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে টাকা না রাখিয়া গোপনীয় ব্যাঙ্কে ৯৩,৭০,০০০ টাকা জমা রাখেন এ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন। এই সমুদায় ধরিলে তিন কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হয় কিন্তু এ গুলি বাৎসরিক আয় নয় বলিয়া আয় মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। চী[illegible] দেশীয় যুদ্ধ নিবন্ধন ভারতবর্ষ ইংলণ্ডে[illegible] নিকটে যে কয়েক লক্ষ টাকা পান, তাহ[illegible] লেঙ সাহেব আয়ের মধ্যে গণনা করাতে[illegible] লার্ড হালিফাক্সের সহিত মতান্তর হ[illegible] তথাপি ষ্টেট সেক্রেটারি তাহা হিসা[illegible] মধ্যে গ্রহণ করেন। ফলতঃ যে টাক[illegible] লইয়া হিসাবে গোল আছে, তাহা বা[illegible] দিলেও দুই কোটি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে[illegible] সে টাকা কোথায় গেল? কি প্রকারেই[illegible] অকুলান দাঁড়াইল? ভারতবর্ষীয় গব[illegible] মেণ্ট ও অত্রত্য রাজস্ব সংক্রান্ত মন্ত্রী ফি[illegible] ফরাসী বজেট প্রণালী অবলম্বন করিয়া[illegible] ছেন? তথায় প্রতি বৎসর উদ্বৃত্ত টাক[illegible] দেখান হয়; অথচ প্রতি বৎসর ঋণে[illegible] প্রয়োজন হয়। কিন্তু সর জন লরেন্[illegible] তৃতীয় নেপলিয়ন নহেন; মহুর কোলকে[illegible] সহিত মাসি সাহেবের ও তুলনাই হ[illegible] না।

গত বজেটে যে প্রকার হিসাব ধর[illegible] হয়, রাজস্ব তাহার অপেক্ষা বড় অল্প[illegible] হয় নাই। যদিও দুর্ভিক্ষ নিবন্ধন উৎকলে[illegible] ১০,৭৯,৩২৫ টাকা রাজস্ব ত্যাগ কর[illegible] হইয়াছে, তথাপি ভূমির রাজস্ব ১,০৮[illegible] ৩৫০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। আবকারী [illegible] লবণে অধিকতর আয় হইয়াছে। কি[illegible] শুল্কে ১৩,৫৮,৬৮০ ও টাঁকশালে ১[illegible] ০২,০০০ টাকা আয় কমিয়াছে। ধনাগারে[illegible] বিস্তর নগদ টাকা থাকাতে পয়সা মুদ্রি[illegible] হয় নাই। টাঁকশালের প্রকৃত লাভ ইহা[illegible] তেই হয়। কিন্তু বাজারে পয়সা অধি[illegible] নাই, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে[illegible] ইহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, অতএব রাজস্ব[illegible] সংক্রান্ত মন্ত্রির ক্রটিতে এই ক্ষতি হই[illegible] য়াছে বলিতে হইবে। মাসি সাহেবের[illegible] হিসাবানুসারে অহিফেন ও বাজে সাধা[illegible] রণ কার্য্যের আয় অল্প হইয়াছে। অহি[illegible] ফেনে প্রতি সিন্দুকে ১৩০০ টাকার অনুমান[illegible]

া হয়। কিন্তু পড়ে ১২৪৮ টাকা দাঁড়াইয়াছে। আপাততঃ হিসাব অপেক্ষা ৯২,৪৩,০০০ টাকা এ বিষয়ে অকুলান ক্ষতি হয়। কিন্তু মাসি সাহেবের জেট হিসাব ও বর্ণনা অনুসারে ২২,০৩. ০০ টাকা মাত্র কম হইয়াছে। এপ্রেল মাসের অহিফেনের মূল্য ধরা হয় নাই, হা ধরিলে ৬৯,২২,৮৪০ টাকা বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ৯৩,২০.১৬০ টাকা থাকে। এতদ্ভিন্ন ৫৩২০ সিন্ধুক অহিফেন অবিক্রীত আছে। ১২৪৮ টাকার হিসাবে ধরিলে আর ৬৯,১৬,০০০ টাকা বাদ দিতে হয়। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত ৫৩২০ সিন্ধুক হিসাবে ধরিয়া দিতে ভুলিয়াছিলেন, বজেট প্রস্তুত হইলে ইহা ধরা পড়ে। ইহার অপেক্ষা আর কি গোলযোগ হইতে পারে? গর্ব্বিত বাম কি ইহার অন্যতর কারণ নহে?

আমরা উপরে সপ্রমাণ করিলাম এবং মাসি সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন অহিফেনে ২২,০৪,১৬০ টাকা মাত্র অকুলান হইয়াছে। বাজে সাধারণ কার্য্যে যে ৫২ লক্ষ টাকা আয় ধরা হয় এবং যাহা আদায় হয় নাই তাহা নামমাত্র অকুলান। বোম্বাইদ্বীপের পতিতভূমি বিক্রয় করিয়া ৪৬ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে এরূপ অনুমান করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সুবিধার বাজারে বিক্রয় করিবেন বলিয়া ভূমি রাখিয়াছেন, অতএব এ টাকা ক্ষতি নহে। ৬ লক্ষ টাকা বোম্বাইয়ের বজেটে ভুল হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ের অকুলান নামমাত্র হইয়াছে। নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিষয়ে যথার্থ অকুলান হইতেছে:—শুল্কে ১৩,৫৮,৬৮০; টাঁকশালে ১৪,০২,০/০; অহিফেনে ২২,০৪,১৬০; সমুদায়ে ৫১,৬৪,৮৪০ টাকা।

যদিও এদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, যদিও গত বৎসরে বাণিজ্য সম্বন্ধে ক্ষতি হইয়াছে, তথাপি ভারতবর্ষের অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতি হইয়াছে। যে ৫১,৬৪,৮৪০ টাকা অকুলান হইতেছে, এপ্রেল মাস হিসাবে ধরিলে তাহা না হইয়া উদ্বৃত্ত দাঁড়াইত। একথা মাসি সাহেবকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইউরোপীয় সৈন্য দল, ও ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের অকুলানের প্রধান কারণ। গত ১১ মাসে ৩১,৯১,২৫ ৩০০ টাকা আয় ও হিসাবে ৪৪,৩০,৭৭৭৭০ টাকা ব্যয় হইয়াছে, কিন্তু হিসাবে যত টাকা ব্যয় গণনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেক ব্যয় হয় নাই, তাহা হইলে ৫১.৬৪৮৪০ টাকা না হইয়া ২৩,৯,৫২,৪৭০ টাকা অকুলান হইত। গত বৎসর সেনা সম্বন্ধে হিসাবের অপেক্ষা ১৯,৩৯,৮৯০ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সৈন্যদিগকে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইবার জাহাজ ভাড়া ও পাথেয় প্রভৃতিতে ৫৮,১১,২৬০ টাকা পড়িয়াছে। ফলতঃ যে অকুলান দেখান হইতেছে, তাহার দেড়া সৈন্যদিগের বাজে ব্যয় হইয়াছে। সর উইলিয়ম মানসফিলড ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি। তিনি নিজে ৫০০০ ইউরোপীয় সৈন্য কমাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজের সে মত নহে। দেশ উৎসন্ন হইতেছে। লোকে আর কর দিতে পারে না, দরিদ্র পীড়ন করা হইতেছে, ৫০ হাজারের অধিক ইউরোপীয় সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না, তথাপি অধিক সৈন্য রাখিয়া অধিক ব্যয় গ্রস্ত হইতে হইবে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের এই এক চমৎকার রাজনীতি হইয়াছে

বর্ত্তমান বৎসরে ৪৭,৩৪,০৩,৩২০ টাকা আয় ও ৪৭,৩৪,০৬.৩২০ টাকা ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। গত বৎসর সৈনিক ব্যয় ১২,৩৩,৮৯,৫৯০ টাকা দেওয়া হয়, এবার তাহাদিগকে ১২,৬৫,৭৯,২০০ টাকা দেওয়া হইতেছে। অর্থাৎ দরিদ্রের শোণিত শোষণ করিয়া যে টাকা আদায় করা হইতেছে তাহার চারি অংশের তিন অংশ সৈনিক ব্যয় হইতেছে। বারিক প্রভৃতির জন্য এবার ৫৮ লক্ষ টাকা কর্জ্জ করা হইবে। সমুদ বারিকের নিমিত্ত সাড়ে এগার কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এ টাকা সমুদায় কর্জ্জ করা উচিত ছিল। রাজস্ব হইতে ক্রমশ অল্পে অল্পে পরিশোধ করিলে ক্ষতি হইত না। মাসি সাহেব ইহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলেন "সৈন্যদিগের স্বাস্থ্য ও সচ্ছন্দতার উপায় যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল; ইহাই যথার্থ পরিমিতব্যয়িতা।" ভাল বটে, কি দরিদ্র মারিয়া এ কাজ করা উচিত না।

মাসি সাহেব শুল্ক সম্বন্ধে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সন্তোষ নহে। চাউলের রপ্তানীর কর দুই আনা ছিল, তিন আনা হইয়াছে। কিন্তু সো ও কলের শুল্ক উঠিয়া গেল, ইহাতে কর লইলে কাহারও ক্ষতি না সরাপের মাশুল সমান রহিল, খলের কর রহিল। পাটের কর উঠি গেল। হব হাউস সাহেবের ষ্টাম্প বিধিবদ্ধ হইবে, এই স্থির করিয়া ৫০ টাকা ইষ্টাম্প অধিক ধরা হইয়াছে। ৮ মকদ্দমার মধ্যে ৭ লক্ষ মুন্সেফদি আদালতে হইয়াছে। দরিদ্র লো মুন্সেফের আদালতে যান। ইহাদি উপর আবার মকদ্দমার ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। ধনীলোকদিগের ইহাতে ক্ষতি হইবে না। দরিদ্রদিগের অনেক ব্যয়ের ভয়ে ন্যায্য বিষয় হইতে ব

হইতে হইবে বজেটে কেবল একটি আনন্দকর বিষয় আছে। বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ৮২,১৬ ৩৭০ টাকা দেওয়া হইয়াছে গত বৎসর অপেক্ষা ১৪ লক্ষ টাকা অধিক দেখা যাইতেছে। ইংলণ্ডীয় ব্যয় কিঞ্চিৎ কমিয়াছে।

এক্ষণে আমরা মাসি সাহেবের নূতন লাইসেন্স করের বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার "দরিদ্রমারী কর" এই নাম দেওয়া উচিত। ইহাতে কেবল দরিদ্রদিগকে করভারবহন করিতে হইবে। জমীদারী ও গবর্ণমেন্টের কাগজে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা পান, তাঁহাদিগকে কর দিতে হইবে না। মাসি সাহেব বলেন চির স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, অতএব জমীদার দিগের স্কন্ধে আর করভারক্ষেপণ করা অন্যায়। কাগজধারীকেও কর দিতে বাধিত করা অনুচিত। বণিক ও সর্ব্ব প্রকার ব্যবসায়ীকে কর দিতে হইবে। যে সকল সৈনিক ও পুলিষ কর্ম্মচারির বাৎসরিক ৩০০০ টাকার ঊর্দ্ধ আয় হইবে না ও গবর্ণমেন্টের যে সকল ভৃত্য বাৎসরিক ১০০০ টাকার ন্যূন বেতন পান, তাঁহা দিগকে কর দিতে হইবে না। কিন্তু অন্য অন্য ভৃত্য সকলের বাৎসরিক ২০০ টাকা আয় হইলেই কর দিতে হইবে। নিম্ন লিখিত প্রণালী অনুসারে কর আদায় হইবে:—

প্রথম শ্রেণী।

	বাৎসরিক কর।
প্রত্যেক জাইণ্ট ষ্টক কোম্পানি যাঁহাদিগের দশ লক্ষ টাকা মূল ধন প্রদত্ত হইয়াছে	২০০০ টাকা
ঐ ৫ লক্ষ অবধি দশ লক্ষ	১০০০ ঐ
ঐ যাঁহাদিগের ১ লক্ষের অধিক নহে	৫০০ ঐ

দ্বিতীয় শ্রেণী।

যে সকল লোকের বাৎসরিক ১০০০০ টাকা বা তাহার অধিক আয় হয়	২০০ ঐ

তৃতীয় শ্রেণী

" ৫০০০ অবধি ১০,০০০ পর্য্যন্ত	১০০ ঐ

চতুর্থ শ্রেণী।

" ১০০০ অবধি ৫,০০০ পর্য্যন্ত	২০ ঐ

পঞ্চম শ্রেণী।

" ৫০০ অবধি ১০০০ পর্য্যন্ত	১০ ঐ
" ২০০ অবধি ৫০০ পর্য্যন্ত	৪ ঐ

গবর্ণর জেনরল যদি আবশ্যক জ্ঞান করেন কোন কোন ব্যক্তিকে এই কর হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

অবিমৃষ্যকারিতা বিজৃম্ভিত এই কর রাজনীতি, যুক্তি ও ন্যায় বিরুদ্ধ। দরিদ্র দিগকে কষ্ট দেওয়া হইবে বলিয়া লবণের কর হয় নাই। কিন্তু ইহার অপেক্ষা লব ণের কর কি প্রার্থনীয় নয়? ইহার কোন প্রণালী নাই এবং সামঞ্জস্য নাই। ৫০০০ টাকা যাঁহার আয় তিনিও যাহা দিবেন, ৯৯৯৯ টাকা যাঁহার আয় তিনিও তাহা দিবেন। এক জন জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সুন্দরবনের কষ্ট ও পীড়া ভোগ করিয়া বাৎসরিক ১০ ০০০ টাকা পান, তাঁহাকে ২০০ টাকা দিতে হইবে। আর মাসি সাহেব সিমলায় বসিয়া একলক্ষ বিংশতি সহস্র টাকা পান, ও রাজভোগ করেন এবং গবর্ণর জেনরল আড়াই লক্ষ টাকা পান, ও ঐ মনোহর স্থানে থাকেন। তাঁহাদিগকেও ঐ টাকা দিতে হইবে। মাসি সাহেব এরূপ অসমঞ্জস করের সৃষ্টি না করিয়া ৫০০০ টাকার অধিক বার্ষিক আয়বান্ ব্যক্তি মাত্রের উপর ইনকম টাক্স করিলেন না কেন? তাহা করিলে তিনি কখনই এরূপ বিরাগভাজন হইতেন না। যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে সক-লেই ইহার প্রতিবাদ করিবেন সন্দেহ নাই। প্রতিবাদ করিলে তাঁহার মত যে আদৃত হইবে কোনক্রমেই এরূপ বোধ হইতেছে না।

মফস্বলের চৌকীদারী।

ইহার উৎকর্ষ সাধনার্থ নানা প্রক[illegible] কল্পনা ও জল্পনা হইতেছে। না[illegible] মুনি নানা মত করিতেছেন। কিন্তু কে[illegible] লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারিতেছে[illegible] না। ব্যয়সংক্ষেপে যে উৎকর্ষসাধন[illegible] হইবে, তাহাতে অনিষ্ট বিনা ইষ্টলা[illegible] সম্ভাবনা নাই। যদি অধিকতর [illegible] সংস্থান হয়, উৎকর্ষ সাধনের অনেক প[illegible] আবিষ্কৃত হইতে পারে। কোথা হই[illegible] সেই অর্থ সংগৃহীত হয়, অগ্রে সেই চি[illegible] করাই আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট এ নিমি[illegible] অতিরিক্ত অর্থ দিবেন না, তাঁহারাই [illegible] কোথায় পাইবেন? প্রজার নিকট হই[illegible] সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। অনে[illegible] গ্রামের এরূপ অবস্থা আছে যে তথ[illegible] প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ হইবা[illegible] কোনক্রমেই সম্ভাবনা নাই। যে গ্রা[illegible] অর্থ সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে, তত্র[illegible] লোকেরও নূতন করের নাম শুনি[illegible] হৃদয় কম্পিত উদ্বেজিত ও অসুখি[illegible] হইয়া উঠে। অত্যাচারও নানা প্রক[illegible] হয়। মিউনিসিপাল ও চৌকীদারী টা[illegible] তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। অতএ[illegible] যদি এরূপ কোন উপায় থাকে, যে ত[illegible] বলম্বন করিলে প্রজার বিরাগ এবিষ[illegible] সম্ভাবনা থাকে না, তাহারই সরণ লও[illegible] শ্রেয়ঃকল্প। সে উপায় এই:—

এক্ষণে মফস্বলের যেখানে যেরূ[illegible] চৌকীদারীর নিয়ম আছে, সেইখা[illegible] সেইরূপ থাকুক, তাহার বিশেষ পরি[illegible] বর্ত্তের প্রয়োজন নাই, কেবল এই মা[illegible] বিশেষ করা হউক, গ্রামের জমীদার [illegible] মণ্ডল চৌকীদারের প্রভিভূ হইবেন[illegible] চৌকীদার স্বকর্ত্তব্যে উপেক্ষা অথ[illegible] আলস্য করিলে কিম্বা অনুচিত জুলু[illegible] যোগ করিলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ থান[illegible] রিপোর্ট করিবেন, যদি রিপোর্ট [illegible] করেন, তাঁহারা দণ্ডনীয় হইবেন এ[illegible]

তাঁহারা মাসে মাসে গ্রামস্থ লোকের নিকট হইতে নিয়মিতরূপে বেতন আদায় করাইয়া দিবেন। পুলিসের লোকেরা তাঁহাদিগের উপরে ভার সমর্পণ করিয়াই যে নিশ্চিন্ত থাকিবেন তাহাও হইবে না। তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে এবং চৌকীদারেরা বিরূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। গ্রাম মধ্যে চৌর্য্যাদি হইলে চোর ও চৌকীদার কোনরূপে অব্যাহতি না পায়। পুলিস সর্ব্বদা সন্ধান লন, ইহা জানিতে পারিলে চৌকীদার সতর্ক থাকিবে সন্দেহ নাই। যেখানে পুলিসের তত্ত্বাবধান অধিক, সেইখানেই চৌর্য্যাদি প্রাদুর্ভাব অল্প, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। পুলিস যদি তত্ত্বাবধানে অবহিত হন, কোনরূপেই গ্রাম্য চৌকীদারী উৎকর্ষ লাভ হইবে না।

স্কুল ইনস্পেক্টর ডেপুটী ইনস্পেক্টর ও গ্রাম্য বিদ্যালয়।

গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির যে বাঞ্ছানুরূপ উৎকর্ষলাভ হইতেছে না, অনেকে তাহার এই হেতু নির্দ্দেশ করেন, স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা যথাবিধি তত্ত্বাবধান করেন না। এ অভিযোগ অমূলক নহে। আমরা ইহার অনেক প্রমাণ দর্শন করিয়াছি। যে যে কারণে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের উন্নতি অন্তরায় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের তত্ত্বাবধান বিষয়ে অনবধানতা দোষ তাহার অন্যতম সন্দেহ নাই। পাঠকগণ আমাদের দর্শিত করিবেন, এক জন পত্রপ্রেরক এই অভিযোগ করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা এ বিষয়ে প্রধান পুরুষদিগের বিশেষরূপে দৃষ্টিনিক্ষেপের অনুরোধ করিতেছি। ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরেরা যদি নিয়মিতরূপে স্কুলে যান, বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি অচিরকাল মধ্যে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে সন্দেহ নাই। নিম্নে যে একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্দ্বারাই পাঠকগণ স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের দীর্ঘসূত্রতার সবিশেষ পরিচয় পাইবেন।

এদেশে সাহায্যদান প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পরে কয়েক ব্যক্তি যত্নবান ও উদ্যোগী হইয়া "রাজপুর ইংরাজী বাঙ্গলা বিদ্যালয়" নাম দিয়া একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এক কমিটী হইয়া উহার কার্য্য সম্পাদিত হয়, কিছু দিন কাজ সুন্দররূপ হইয়াছিল। কিছু দিন পরে কমিটীর মেম্বরদিগের পরস্পর মনোভঙ্গ হইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বিবাদে স্কুলটী পাছে উঠিয়া যায়, এই শঙ্কা করিয়া কেহ কেহ মধ্যবর্ত্তী হইলেন এবং যিনি বিবাদের প্রধান কর্ত্তা উঁহার হস্তে বিদ্যালয়ের সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলেন। অন্য অন্য মেম্বরেরা উহার সংস্রব পরিত্যাগ করিলেন। তদবধি উহা দুরবস্থাগ্রস্ত হইল। উহার দুরবস্থার বিষয়ে সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, ভারগ্রাহী বরাবর গ্রামস্থ লোকদিগের নিকটে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হইয়া আসিয়াছেন। তিনি মধ্যে একবার একটী সভা করিয়া বিদ্যালয়টীর উন্নতি সাধন চেষ্টা পান, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, শেষে প্রতিবেশিস্থ একটী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ের সহিত উহার যোগ করিয়া কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। কিন্তু সেই উন্নতি দীর্ঘকাল স্থায়িনী হইল না। অধ্যক্ষদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়। বিদ্যালয়ে দুর্নীতি বিস্তৃত করে একটী মারাত্মক দোষ ছিল, উন্মূলন চেষ্টাই এ বিবাদের মূল। ভাগ্যবান ব্যক্তি বিদ্যালয়ের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

২৪ পরগনার মধ্যে রাজপুর হরিনাভি প্রভৃতি পরস্পর সংলগ্ন কয়েকটী গ্রাম আছে, তথায় মধ্যাবস্থ অধিকসংখ্য ভদ্রলোকের বসতি। তাঁহাদিগের অনেকে উক্ত ঘটনায় অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। সন্তানদিগকে ভালরূপে লেখাপড়া শিখান, অনেকের এরূপ ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু রাজপুর বিদ্যালয় পুরাতন অধ্যক্ষের হস্তে থাকিতে যে তথায় ভালরূপ লেখাপড়া হইবার সম্ভাবনা নাই, অনেকের এ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহারা একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। দিন দিন তাহার শ্রীবৃদ্ধি পরিস্ফুটরূপে নয়নগোচর হইতেছে। প্রায় দেড় শত বালক হইয়াছে। বালকদিগের নিকট হইতে এক ও দুই টাকা করিয়া বেতন গ্রহণের নিয়ম করা হইয়াছে।

ইনস্পেক্টর ও ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের দীর্ঘসূত্রতার বিষয় সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত এ প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে, বোধ হয় পাঠকগণ এ কথাটী বিস্মৃত হইয়া যান নাই। এক্ষণে তবে শ্রবণ করুন। নূতন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা ইনস্পেক্টর ও ডাইরেক্টরের নিকটে এই প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহারা ছাত্রদের বেতন ও চাঁদা উভয় একত্র করিয়া মাসে মাসে ২৫০ টাকা দিবেন আর গবর্ণমেণ্ট ১০০ টাকা দিন, এই ৩৫০ টাকা মাসিক ব্যয় হইলে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় হইতে পারে। এক্ষণে রাজপুর প্রভৃতির লোকদিগের যেরূপ বিদ্যোৎসাহিতা জন্মিয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ এরূপ একটী বিদ্যালয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ৩। ৪ মাস অতীত হইয়া গেল, এ পর্য্যন্ত ইহার উত্তর পাওয়া গেল না। পার্শ্বে সাহায্যকৃত বিদ্যালয় রহিয়াছে, তথাপি বালকেরা নূতন বিদ্যা

লয়ে অধিক বেতন দিতে যাইতেছে কেন, ইনস্পেক্টরের এত দিনের মধ্যে ইহারও অনুসন্ধান করিবার অবসর হইল না? যদি বলেন, পার্শ্বস্থ বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করা হইতেছে, পার্শ্বস্থ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বরাবর বিদ্যালয় চালাইয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে কিরূপে বঞ্চিত করেন এবং তাঁহাকেই ইনস্পেক্টর সাহায্য দান করিবেন এইরূপ বচনবদ্ধ হইয়াছেন। ইহার উত্তরদান স্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই, যে উদ্দেশে সাহায্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এগুলি তাহার বিরুদ্ধ কথা। যেখানে জ্ঞান পড়াশুনা না হয়, সেখানে সাহায্যদান করিবার কি নিষেধ নাই? তাদৃশ স্থলে ইনস্পেক্টরের বচনবদ্ধ হওয়া কি উচিত? যে বিদ্যা সাধারণের উন্নতির মূল, যাহাতে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, তদ্বিষয়ে উৎসাহদান কি ইনস্পেক্টরের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে? যাঁহার হস্তে উন্নতিসাধনের ভার সমর্পিত আছে, তিনি যদি সেই উন্নতিপথে কণ্টক রোপণ করেন, তিনি কখন সাধুব্যবহারী বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারেন না। আমরা যে দুই বিদ্যালয়ের কথা উল্লিখিত করিয়াছি, তাহা একজাতীয়ও নহে। নূতনটী ইংরাজী সংস্কৃত ও পুরাতনটি ইংরাজী বাঙ্গালা। যাঁহারা নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারাই পুরাতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অতএব পুরাতন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াও দাওয়া নাই। তবে তিনি অধিক দিন বিদ্যালয় চালাইয়াছেন এই কথা, বলিবেন? এ কি অধোত্তর ভূমি যে ভোগ দ্বারা স্বত্ব প্রমাণ হইবে? যাঁহা হইতে বিদ্যালয়ের উন্নতি হইবে, তিনিই সাহায্য পাইবেন, আর যাঁহা হইতে উন্নতি না হইবে, তিনি পাইবেন না, এই সাহায্য দান প্রণালীর উদ্দেশ্য। বক্র দিকে বিনা পক্ষপাতে এই নিয়মের অনুসরণ করা না হইবে, তত দিন সাহায্যদান প্রণালীর সম্যক ফলোপধায়িনী হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রস্তাবিত বিদ্যালয় দ্বয় ত ভিন্নজাতীয়, এক জাতীয় নিকটস্থ দুটি বিদ্যালয়েও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সাহায্যদান করা হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক আছে, এ ব্যবহারের অনুসারেও করিমাতি বিদ্যালয় সাহায্য লাভে অধিকারী হইয়াছে।

এই প্রস্তাবটী লিখিত হইয়া সীসাক্ষর নিবদ্ধ হইলে পর দেখা গেল উড্রো সাহেব আসিয়া নূতন ও পুরাতন উভয় স্কুলের একতাসম্পাদন চেষ্টা পাইতেছেন। এ বিষয়ে যদি তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, কেবল যে আমাদিগের ক্ষোভ দূরীকৃত হইবে এরূপ নহে, তাঁহা হইতে এ প্রদেশের একটী মহোপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে তিনি এ প্রদেশের লোকদিগের কৃতজ্ঞতা ভাজন ও হৃদয়ে চিরজাগরূক হইয়া থাকিবেন। তিনি চেষ্টা পাইলে উভয় স্কুলের একতাসম্পাদন অসাধ্য হইবে কোনক্রমেই আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। রাজপুর প্রভৃতি যেরূপ স্থান তাহাতে আমরা নিঃসংশয়ে কহিতে পারি, উড্রো সাহেব যদি উল্লিখিত দুটি স্কুলের একতাসম্পাদন করিয়া গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বাধীনে লইয়া যান, উহা গবর্ণমেণ্টের জেলা স্কুলের ন্যায় একটী বৃহৎ স্কুল হইতে পারে।

মুসলমান সাহিত্য সভা।

১৯ এ ফাল্গুন শনিবার রাত্রিতে টৌনহালে মুসলমান সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। এদেশীয় ও ইউরোপীয় অনেক ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। গবর্ণর জেনরল, লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি অনেক প্রধান প্রধান লোকেরাও আগমন করেন। মৌলবী আবদুললতিফের কৃত পা... পাট্য ও শৃঙ্খলা দর্শন করিয়া সকলে... সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যে যে ব্যক্তি দর্শক... গের প্রমোদ বর্দ্ধনের ভার গ্রহণ করে... তাঁহারা সকলেই আপন আপন ক... উত্তমরূপে সম্পাদন করিয়াছেন। আ... বাবু কানাইলাল দের প্রদর্শিত রাস... নিক ও বৈদ্যুতিক কার্য্য দর্শনে সবি... তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। গবর্ণর জেন... একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া মৌলবী আ... দুল লতিফের প্রশংসা ও উৎসাহ ব... করেন। তিনি বলিলেন, মৌলবীর চেষ্টা... সাহিত্য সমাজ স্থায়ী হইলে মুসলমান... গের অসাধারণ হিতসাধন করিবে এ... এজন্য তিনি যে চেষ্টা পাইতেছেন, গ... মেণ্ট তাহা স্বীকার করিয়া পুরস্কারদা... বিমুখ হইবেন না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চ... সৈদ আহম্মদ বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশী... আরম্ভ করিয়াছেন। সৈদ আহম্মদ কেব... মুসলমানদিগের নহে, স্বদেশী। সর... ধর্ম্মাবলম্বির হিতার্থ চেষ্টা পাইতেছেন... কলিকাতার সমাজ কেবল মুসলমানদি... গের নিমিত্ত হইয়াছে, কিন্তু এটীও সাধা... রণের মঙ্গলবিধায়ী হয়, এই আমাদিগে... ইচ্ছা। সৈদ আহম্মদ প্রকাশ্য দরবা... পুরস্কার পাইয়াছেন। এখন আম... মৌলবী আবদুললতিফকে সভাজিত... পুরস্কৃত দর্শন করিলেই পরিতুষ্ট হইব...

পাঁচঘাট।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালাম... পরগণার ভূগোল ও অন্যান্য বি... সংক্রান্ত এক খণ্ড পুস্তক আমাদিগে... হস্তগত হইয়াছে। মেজর জি হণ্টর টী... সন এ খানি লিখিয়াছেন। সাধারণ... পাঠকগণের এতদ্দ্বারা বিশেষ উপকা... দর্শিবার তাদৃশ সম্ভাবনা নাই বটে... কিন্তু যাঁহারা দেশের কোন বিশেষ বিষ... য়ের কর প্রণালী, ভূমির উৎপাদিকা, উ...

দ্রব্য ও পণ্যাদির বিষয় জানিতে
অভিলাষী হন, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা
শেষ উপকারী হইবে। আমরা দুঃখিত
লাম, লেখক তত্রত্য লোকের সামা-
ক অবস্থার বর্ণন করেন নাই। তথা-
র পুর্ব্বতন ইতিহাসেরও উল্লেখ নাই।
বিষ্ণুপুর ও ত্রিপুরা প্রভৃতির রিপোর্টে
আমরা এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া
বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।
কালী করিলে পালামাউ পরগণা
৬৫০ বর্গ মাইল হয়। ইহার মধ্যে ৪৫৬
বর্গ মাইল মাত্র কৃষ্ট, আর ২৩৯৯ বর্গ
মাইল বনপরিপূর্ণ। (বন পরিষ্কৃত
হইলে উত্তম চাষ হইতে পারে) ৬০৮
বর্গ মাইল পর্ব্বতপূর্ণ, এবং ১৮৭ বর্গ
মাইল কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী। এই
পরগণা ২৫ টী মৌজাতে বিভক্ত।
এখানে জমীদারেরা সাধারণে প্রজার
প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। জলবায়ু স্বাস্থ্য
কর নহে। এখানে অধিকপরিমাণে বৃষ্টি
হয়। তন্নিবন্ধন শীত ও গ্রীষ্মকালে জ্বর
ও ওলাউঠার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া
থাকে। বর্ষাকালও নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর।
ভূমি উর্ব্বর। চাউল প্রধান শস্য। খনিজ
দ্রব্যের মধ্যে লৌহ ও কয়লা অধিক পরি
মাণে দৃষ্ট হয়। উত্তম রাস্তা না থাকাতে
সমুদায়ের কার্য্যোপযোগিতা দৃষ্ট হয়
না। মেজর উসলি বলেন ৪৫ ক্রোশ
পর্য্যন্ত কোএল নদের তীরে ক্রমাগত
কয়লা দেখা গিয়াছে। সমুদায় ভারত
বর্ষের বহুকাল এ কয়লায় কাজ হইতে
পারে। উত্তম প্রস্তরও বিস্তর পাওয়া
যায়। এখানে ঔষধের গাছ গাছড়া
বিস্তর দেখা যায়, ইহার মধ্যে ইন্দ্রযব,
রক্তশোচন প্রভৃতি প্রধান। সমুদায়
পরগণায় ১,৫৩,৭৮৩ জন লোকের
বসতি। রজপুত, ব্রাহ্মণ ও কুর্ম্মির
সংখ্যা অধিক। কয়েক সহস্র চিক্ক ও মুক
জাতিরও বাস আছে। ইহারা অধিকাং

দৌরাত্ম্যকারী ও দুষ্ট। পাঁচ অংশের
চারি অংশ লোক কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত
আছে।

পালামাউ এক্ষণে জঙ্গলপূর্ণ বলিয়া
এইরূপ, কিন্তু বন পরিষ্কৃত ও রাস্তা
ঘাট প্রস্তুত হইলে এটি একটী উত্তম স্থান
হইতে পারে। প্রধান শ্রেণীর রেলওয়ে
সমুহ সমাপ্ত হইতে চলিল। অতঃপর
এই সকল স্থানে রেলওয়ে ও রাস্তার
প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। পালা
মাউয়ে এক্ষণে এক জন মুন্সেফ ও এক
জন ডেপুটী কমিসনর কাজ করিতেছেন,
কিন্তু রাস্তা ঘাট ভাল হইলে অন্য অন্য
বিভাগের ন্যায় ইহাতেও অনেক সংখ্যক
কর্ম্মচারির আবশ্যকতা হইবে। গবর্ণমে
ণ্টের অদ্যাপিও যে কত কাজ করিতে
আছে, পালামাউ প্রভৃতি প্রদেশ সকল
তাহা জানাইয়া দিতেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
উপাধিদান সমাজ।

৯ ই মার্চ্চ শনিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটি
কার পর টাউনহল গৃহে কলিকাতা বিশ্ব
বিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাজ হইয়া গি-
য়াছে। সভাস্থলে গবর্ণর জেনরল ও
অন্যান্য অনেক প্রধান ইংরাজ এবং
এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন।
প্রথমে রেজিষ্ট্রার সটক্লিফ সাহেব গত
পরীক্ষার বিবরণ পাঠ করিলেন। তৎপরে
বাইসচান্সেলর নর্ম্মান সাহেব বি এল, এ
এল এম এ এবং বি এ পরীক্ষোত্তীর্ণদিগে
প্রশংসাপত্রিক ও প্রশংসাপত্র প্রদান করি
লেন। উপাধিপ্রদান সমাপ্ত হইলে
নর্ম্মান সাহেব সংক্ষেপে একটী উপদেশ
বক্তৃতা করিলেন। তিনি প্রথমে লর্ড বিশ
প কটনের মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিয়া
তাঁহার নিকট বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ ঋণী
আছেন ও তাঁহার অভাবে ইহার যেরূপ
[illegible]

ডক সাহেবেরও এতদ্দেশ পরিত্যাগ স্ম
করিয়া খেদ প্রকাশ করিলেন। তি
প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্র
লীর যেরূপ ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থা
কেন, এবারেও পুনঃ পুনঃ সেইরূপ ক
লেন। তাঁহার মতে যাঁহারা বর্ত্তমা
শিক্ষা প্রণালীকে দোষ বলিয়া দুষি
করেন, তাঁহারা অতি অন ভিজ্ঞ। ই
সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি কয়েকটি
উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। ১ ম, এক্ষ
কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় গণিতশিক্ষায় ই
লোকের এমন কি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব
ধান বলিলে হয়, কিন্তু এবারে যিনি
এ পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহ
শিক্ষা ক মূলের উচ্চশিক্ষার গুণ ভূ
দেখা গিয়াছে। ২ য় মহা বিজ্ঞানে অক
ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু এব
রে সর্বোৎকৃষ্টরূপে যিনি এম এ পরীক্ষা
প্রথম হইয়াছেন তিনি অক্সফোর্ড বিশ্
বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইলে তথাক
পরম গৌরবের হইত। তিনি অতি প্র
সিদ্ধ ইউরোপীয় শিক্ষাপারদর্শী প
ণ্ডিতদের মধ্যে অবলম্বন করিয়া
একথা বলিয়াছেন। ৩ য়, এবা
যাঁহারা বি এল পরীক্ষা দি
[illegible] (মুন্সেফ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট
[illegible]
[illegible] পুরাতন বিচার
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] নাই বটে, কি
[illegible]
[illegible] হইতেছে। ইহাঁ
[illegible]
[illegible] ইহাঁদিগে
[illegible] এতদ্দেশী
শিক্ষিতেরা ক্রমশঃ ইউরোপীয় কৃতবি

ন। ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি ন। এদেশে পদার্থ বিজ্ঞান অধিক রিমাণে আন্দোলিত ও অধীত হয়, নি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ত্রুটী রেন নাই। পরিশেষে ইংরেজেরা নানা ন হইতে যে উন্নতিলাভ করিয়াছেন বং এদেশীয়দিগকে তদ্দ্বারা উন্নত করি লিতেছেন এজন্য তিনি স্বজাতিব বিবে গৌরবান্বিত হইতে এবং এ দ বে মহৎ পরিবর্ত্তনের আশা করিতে রেন বলিয়া বক্তৃতার উপসংহার করি ন। পরক্ষণেই সভা ভঙ্গ হইল।

নূতন পুস্তক।

১। দুর্ভিক্ষ দমন নাটক। কলিকাত ংস্কৃত কালেজের অন্যতর অধ্যাপক বুক্ত যদুনাথ তর্করত্ন ইহার রচনা করি ছেন। দুর্ভিক্ষ কালে লোকের যে রুণ কষ্ট হয় ইহাতে তাহা বর্ণিত এবং যে কল ব্যক্তি দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি দগের হায্যদান করেন, তাঁহাদিগের নাম রিকীর্ত্তিত ও গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা- ত পদ্যের ভাগ অধিক আছে। গদ্য পদ্য উভয়ই উত্তম হইয়াছে। গ্রন্থখানি টকাকারে রচিত হইয়াছে, কিন্তু দুটী রণে ইহার অভিনয় লোকাতর ব্যাঘাত খা যাইতেছে। প্রথম ইহা রূপকপূর্ণ। নাতন অনশন রোগ শোক প্রভৃতি সেনা পতিগণের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যাঁহারা থোপকথন করিবেন, তাঁহাদি গর বাক্যগুলি নৈসর্গিক বোধে শ্রোতৃগ- ণর হৃদয়গ্রাহী হইবে, আমাদিগের রূপ বোধ হয় না দ্বিতীয়, ইহাতে বহু- পরিমাণে পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। বক্তির স্থলে ... চমৎকারিতা থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

২। ভারত কুমার, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত প্রণীত। সত্য বক্তৃলোকের নিকটে নর্ষিত কেবল গ্রন্থে পাওয়া যায় না, ইহা প্রতিপন্ন করা এবং জাতিভেদের নিন্দা করা ইহার উদ্দেশ্য। লেখা মন্দ হয় নাই। গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যো- পাধ্যায়কে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হই- য়াছে। উহার এক স্থানে লিখিত হইয়াছে, "আমিও কোন একটি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া আপনকার মনস্তুষ্টি সাধন করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া চিন্তা করিতে লাগি- লাম এমন সময় হঠাৎ বিলাতী কটেজের আকার মদীয় মনোমুকুরে আবির্ভাব হয়। অনুচিকীর্ষা বৃত্তিটীও আনুষঙ্গিক বলবতী হওয়ায় তদীয় উহার গঠন কৌ- শল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন করণানন্তর বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে এই সামান্য কু- টীর খান প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।" ম অবলম্বনে ও যেরূপে গ্রন্থখানি প্রণীত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাহা পাঠকগণের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে।

৩। গণিতবিজ্ঞান। শান্তিপুর ইংরা- জীবিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গো- পাল গোস্বামী ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "যদিও ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, তথাপি ইহার অধিকাংশই প্রসিদ্ধ বারনাড স্মি- থের অঙ্কপুস্তক হইতে পরিগৃহীত হই- য়াছে এবং চেম্বর্স ও কলিঞ্জউড পাটী গণিত হইতেও কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে যেসকল প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রায় কপোলকল্পিত, ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ে বারনাড স্মিথ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমি তাঁহাকেই আদর্শ করিয়াছি।" শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারির ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক শব্দ সকলও ইহাতে গৃহীত হইয়াছে।

৪। পাটীগণিত, প্রথমভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় ইহার প্র- ণেতা। ইহাতে অনেকগুলি সহজ ও কৌ- শল রচিত প্রশ্ন আছে। দিন দিন বাঙ্গলা ভাষায় সমুদায় বিষয়েরই গ্রন্থ সংখ্যা বৃ হইতেছে। এবার পাঠকগণ দুইখানি নূতন পাটীগণিত দর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করুন।

৫। দেহ রক্ষক। শ্রীযুক্ত পীতাম্ব সেন কবিরত্ন ইহার সঙ্কলন করিয়াছেন কবিরত্ন চরকাদি নানা গ্রন্থ হইতে ঋতু চর্য্যা প্রভৃতি কয়েকটী দেহ রক্ষার উপ যোগী বিষয় সঙ্কলন করিয়া ইহাতে সন্নি বেশিত করিয়াছেন। মূল হইতে সংস্কৃ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া কবিরত্ন তাহার ব্যা খ্যা করিয়াছেন। মৈথুনাদি দুই একটি বিষয় পরিত্যাগ করিলে ভাল হইত।

৬। মুকুন্দ বিলাপ। গ্রন্থকারের না নাই। কৃষ্ণনগর বঙ্গপুস্তকালয় ইহার প্র কাশ করিয়াছেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (ইহাঁর উপাধি কবি কঙ্কণ) বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা দুরাত্মা মামুদ সরিফের অত্য চারে পীড়িত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্ব পুত্রকলত্রসহ নানা স্থানে ভ্রমণ করেন সেই সময়ে তিনি যে বিলাপ করিয়াছি লেন, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে কবিতাগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

৭। ছাত্রবোধ পদ্যাঙ্কুর। প্রথম ভা শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সেন গুপ্ত ইহার প্র য়নকর্ত্তা। এখানি পদ্যময়। পদ্যগু মধ্যম প্রকার হইয়াছে।

৮। ১৮৬৮ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার অর্থ পুস্তক। শ্রীযু রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য ইহার প্রণয়ন করি ছেন। ইহা ক্রমা ক্রমা প্রকাশ হইতেছে পুস্তকখানি কিছু বৃহৎ হইবে বটে, কি ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশি হইয়াছে। ইহাতে কবিতার অন্বয় তাৎপ ব্যুৎপত্তি কারক সমাস ও প্রত্যয়াদি বি দ করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা যেরূ প্রণীত হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টাক্ষ নির্দ্দেশ করা যায়, ছাত্রগণ এতৎপা বিশিষ্ট উপকার লাভ করিবেন।

—০৮

বিবিধ সংবাদ ।

২১ এ ফাল্গুন সোমবার।

রাজা আনন্দ নাথ রায় বাবু দিগম্বর মিত্র গোপাল ঘোষ ও মুন্সি আমীর আলিকে জানী আদালতে উপস্থিত না হইবার স্বত্ব য়াতে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করেন। জা আনন্দনাথ রায়ের শ্রেণির প্রায় সকলে স্বত্ব পাইয়াছেন। অপর তিনজনই বঙ্গদে-র ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। সর সিসিল বিডন অভিনন্দনের জন্য একাগ্র করিয়াছেন কথা নিতান্ত অন্যায়। তাঁহাকে অভিনন্দন ন এমত লোক এদেশে নাই।

চন্দননগরে এক মিউনিসিপালিটি নিযুক্ত য়াছেন। এটি সময়ের গুণ।

নসরআলী নামক মাদ্রাসার একছাত্র বিশ্ব-দ্যালয়ের পরীক্ষার কাগজ চুরি করাতে সেসি ন তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর য়াদ হইয়াছে।

প্রধান বিচারপতি আজ্ঞা দিয়াছেন। আ-ল বিভাগের যাবতীয় উকীল কলিকাতার ট আদালতে ওকালতি করিতে পারিবেন। গাম সাহেব ইহার যে প্রতিবন্ধকতা কমে, হা অগ্রাহ্য হইয়াছে। এতদিনের পর যথার্থ জ হইল। এপর্য্যন্ত ছোটআদালত ফিরিঙ্গি ও দেশীয়দিগের এক চেটিয়া ছিল।

গবর্ণর জেনরল আলীগড়ের সৈদ আহম্মদকে কলের এক প্রস্থ গ্রন্থ ও একখানি স্বর্ণমে-ল পুরস্কার দিয়াছেন। তিনি স্বদেশীয়দিগের দ্যে বিজ্ঞান চর্চার প্রাদুর্ভাবের চেষ্টা পাওয়াতে কাশ্য দরবারে ইহা প্রদত্ত হয়।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন পঞ্জাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্তৃতা করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছেন। কখানি সংবাদপত্র বলেন তিনি একজন সাধারণ বক্তা নহেন, তাতে অলঙ্কার অল্প কেবল র্থ তর্ক ও অকাট্য প্রমাণাদির প্রতিকর্ষ ণ্ড হয়।

লক ও প্রিন্সেপ সাহেব বঙ্গদেশীয় ব্যব স্থাপক সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করাতে ইন্গ্লাট ন্স ও আর, কক্রেল সাহেব সভ্য হইয়াছেন।

গত ডিসেম্বর মাসের শেষে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে নিম্নলিখিত টাকা জমা ছিল।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট	৫৩,৬৩,৯৭২
বঙ্গদেশীয়	১,১৬,৭০ ৯৯৬
ব্রিটিশ ব্রহ্ম	১৩,৩০,১৫৬
উত্তর পশ্চিমাঞ্চল	১,৯০,২৮,৭২১
অযোধ্যা	৮৩,৪৮,৮৭৪
পঞ্জাব	৯১,৮২,৮৪৩
বোম্বাই	১,৩৪,৭২,৩৬৬
মধ্য ভারতবর্ষ	৬৬,১৩,৮৯৮
দাক্ষিণাত্য	৬৭,১৬,২৫৭
মান্দ্রাজ	১,৫৯,৯৯,০৯৮

মোট টাকা ৮,৬১,৬৩,১৬১ পূর্ব্ববৎসরে এমত সময়ে ১১,৯৫,৬৮,৫২২ ও ১৮৬৪ অব্দে ১১, ১৭ ৮৩,৬৮৭ টাকা ছিল

মর্জ্জিলপুরের শাখা রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর এই রেলওয়ে সাধারণের জন্য খুলিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। আপাততঃ একখানি করিয়া ট্রেণ গমনাগমন করিবে। এখনও উভয়পার্শ্বে বেড়া দেওয়া হয় নাই, এজন্য কলের সম্মুখে গোধাদক রক্ষ ধরিবার যন্ত্র দেওয়া হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্টের সম্মতির অপেক্ষা আছে। বোম্বাই রেলওয়ে কোম্পানি স্বতন্ত্র রেলওয়ে করিতে পারিতেছেন না। বোম্বাই ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে মর্জ্জিলপুরে সংযুক্ত হইলে প্রধান রেলওয়ের শেষ হইল। যতদিন এতদ্দেশীয় শাখা রেলওয়ে না হইতেছে ততদিন যথার্থ কাজ হইবে না।

বাবু মনমোহন ঘোষ বর্ত্তমান সেসিয়নে প্রথম মকদ্দমা পাইয়াছেন। আমরা আহ্লাদিত হইলাম তাঁহার মক্কেল মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় ব্যারিষ্টরদিগের প্রতি ইংরাজ ব্যারিষ্টরদিগের বিদ্বেষ আছে। আমরা অবগত হইলাম বাবু মনমোহন ঘোষ তিনবৎসর টেম্পলে অধ্যয়ন করেন নাই বলিয়া এখানে আপত্তি হয়। অনেক কষ্টে তাঁহাকে আদালতের পুস্তকালয়ের সভ্য হইতে হইয়াছে। এখানকার ব্যারিষ্টরদিগের প্রধান দোষ এই তাঁহারাই জাতিবৈর প্রবল রাখিবার প্রধান উদ্যোগী। আমরা ভরসাকরি এতদ্দেশীয় ব্যারিষ্টরগণ ইঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া যথার্থ ধর্ম্মনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক কাজ করিয়া আপনাদিগের উপযুক্ততা প্রদর্শন করিবেন।

২৪ এ ফেব্রুয়ারি যে সপ্তাহের শেষ হয় তাহাতে ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানির সর্ব্ব শুদ্ধ ৫.৮৩,১০৪।/১০ টাকা আয় হইয়াছে। প্রতিমাইলে ৫১৫।/৫ আয় দেখা যাইতেছে। কোম্পানি যথেষ্ট লাভ করিতেছেন। এক্ষণে তাঁহাদিগের অপব্যয় নিবারণ করিয়া রাজকারি টাকা আদায়ের চেষ্টা পাওয়া গবর্ণমেণ্টের অতি শয় কর্ত্তব্য।

২২ এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

লাড নেপিয়র সংস্কৃত কালেজ দর্শন করিতে আসিয়া অধ্যক্ষকে বলেন কালেজের অধ্যাপকদিগকে তিনি দর্শন করিতে চাহেন। এত দনুসারে পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন ও ভরতচন্দ্র শিরোমণিকে আনয়ন করা হয় উভয়ে শাসন কর্ত্তাকে আশীর্ব্বাদ করেন। লার্ড নেপিয়র আক্ষেপ করেন তিনি সংস্কৃত জানেন না। তাহা হইলে অধ্যাপকদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেন। বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী দ্বিভাষির কাজ করেন লর্ড নেপিয়র বৃদ্ধ পণ্ডিতদিগকে দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়া যান। এ ব্যবহারে শাসনকর্ত্তা ও শাসিত লোকদিগের পরস্পরে সৌহার্দ্দ বিশেষ বৃদ্ধি হয়। সিবিলিয়ান শাসন কর্ত্তাগণ এই হিতকারী ব্যবহার করিতে জানে ন না।

পঞ্জাবের একখানি সংবাদপত্র তত্রত্য বাঙ্গালীদিগের বিষয়ে লিখিয়াছেন সাধারণ হিতকর কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান হইলেই বাঙ্গালীগণ সর্ব্বাগ্রে তাহার অনুমোদন করেন। এখানে বাঙ্গালীর যে বর্ণনা করা হয় আমরা তাহা পঞ্জাবের বাঙ্গালিদিগের মধ্যে দর্শন করি না। তাঁহারা স্বভাবতঃ আলস্য ও আড়ম্বর প্রিয় নহেন। উঁহাদিগের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান লোক দর্শন আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ও পঞ্জাবে বাঙ্গালিদিগের পরস্পরে বন্ধুতা ও সাহায্য বিখ্যাত। ঐ অঞ্চলের যাবতীয় সদনুষ্ঠান বাঙ্গালিদিগের দ্বারা হইতেছে। ভারতবর্ষ বঙ্গদেশের দ্বারা চালিত হইতেছে এটি কেবল ইংরাজ বাঙ্গালি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

২৩ এ ফাল্গুন বুধবার

উইলসন একজন গবর্ণমেণ্ট পঞ্জাবে প্রধানতম বিচারাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

রুশীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্য আসিয়ার যেসকল জাতিকে জয় করিয়াছেন তাহাদিগকে কৃষিকার্য্য করিবার জন্য এক বেসমরি সমাজ স্থাপিত করিয়াছেন। আপাততঃ অলটে পর্ব্বত ও বল্কাস হ্রদের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত জাতিসমূহকে কৃষিজীবী করিবার চেষ্টা হইবে। রুশীয় রাজ্ঞী নিজে ঐ সমাজের অধিষ্ঠাত্রী। ভারতবর্ষীয়গণ পুন ব্রিটিশ ও রুশীয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে প্রভেদ। কল্য যে দেশ জয় করা হইয়াছে

...ত্রেও লোকে পুলিশ কর্তৃক চেষ্টা ...রূপে হইতেছে। আমাদিগের গবর্ণমেন্ট ধর্ম্ম ...কোন ... হস্তক্ষেপ করেন না। ...অবস্থা থাকাতে ... গবর্ণমেন্ট ...দিগকে ... কারণ তাহাদিগের কথায় ... বিশ্বাস করা উচিত।

...বাগানপাতী তত্রত্য লোক ...সম্বন্ধে ... করিয়া আদালতের এক ...স্থান। ... উক্ত পুষ্করিণী আছে ...করিয়া ... প্রণালী সম্বন্ধীয় এক দাব ...জন্য ... করিয়াছেন। ... ...নগরীবাসীগণ ... বিচারালয়ে এক ...আবেদন করিয়া জজদিগকে ... করিবার ...র্থনা করেন। বিচারপতি ... এই প্রার্থনা ...কারণ আক্ষেপ করিয়াছেন ... ...নিকটে না ... ...ষ্টিসেরা ... পুষ্করিণী ... ...র্ব আবশ্যক জ্ঞান করিয়াছেন ... ...লে ব্যবস্থাপক সভায় ... ...উচ্চ ছিল। পুষ্করিণীটি সাধারণ ... ...অতি আবশ্যক। জষ্টিসদিগের ... ...পার্শ্বস্থ কোন ভূমিতে ... ...রেন। এই পুষ্করিণীটি হইলে নিকটবর্ত্তী ...হের বাটীর ভাড়া কমিয়া যাইবে।

গত রবিবার পাথুরিয়া ঘাটায় ভয়ানক ...লাগে। প্রায় তিনলক্ষ টাকার দ্রব্য ও ...অনেক খানি পাকা বাটী নষ্ট হইয়াছে। প্রাতঃ...কাল পর্য্যন্ত আগুন ছিল।

২৪ এ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার।

গত কল্য টেলিগ্রাম আসিয়াছে লার্ড ক্রান...বোরণের সহিত মন্ত্রিবর্গের মহাসভার প্রণালী ...সংশোধন বিষয়ে মতভেদ হওয়াতে তিনি পদ...ত্যাগ করিয়াছেন। লার্ড ক্রানবোরণের পদত্যাগ ...ভারতবর্ষের মঙ্গলের হেতু। তিনি যে অল্পকাল ...ট সেক্রেটারি ছিলেন তাহাতে ... ...মধ্যবিধ ও নিম্নশ্রেণী তাঁহার নিকটে ... ...কার প্রত্যাশা করিতে পারেন। তিনি ... ...মাস পদস্থ থাকিলে কতকই আইন বিধি ...হইত। নাসি সাহেবের দরিদ্র পীড়নকারী ...সায়ের কর লার্ড ক্রানবোরণের উদ্ভাবনী ...র পরিচয় দিতেছে। এক্ষণে যে প্রকার ...জনক ও অত্যাচার মূল আইন হইতে চলিল ...হাতে লার্ড হালিফাক্সের পুনরাগমন প্রার্থনীয় ...তেছে।

...যশোহরে সিবিলিয়ানদের অভাব হওয়াতে গবর্ণমেন্ট কয়েক জন দেশীয়কে বিচার কার্য্যে নিযুক্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

অদ্য ভারতবর্ষীয় সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইবে। সভা বেলা সাড়ে তিন ঘটিকার সময়ে হইবে। আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, এ সময়ে অনেকে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। রাত্রিতে সভা হওয়া কর্ত্তব্য।

২৫ এ ফাল্গুন শুক্রবার।

যশোহরের ছোট আদালতের ক্লার্কের নামে উৎকোচের অপরাধে নালিশ হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেব ও জজ বাবু দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ ইহার অনুসন্ধান করিতেছেন। বিস্তর সাক্ষীর জবানবন্দি হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে প্রত্যেক উৎকোচ গ্রহণ ও মিথ্যা হিসাব লিখিয়াছিলেন। প্রত্যহ বিস্তর লোক অনুসন্ধানের সময়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হন।

এ বৎসর বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞান সমাজে ১১২ জন মাত্র সভ্য হইয়াছেন।

২৬ এ ফাল্গুন শনিবার।

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বলেন, আমীর সিয়ার আলি খাঁর সপক্ষ সর্দার সিয়ার আলি খাঁ আমীরের কৃত প্রস্তাব ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের গোচর করিবার উদ্দেশে করাচিতে উপনীত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। তাঁহার কলিকাতায়ও আগমন বৃথা। গবর্ণমেন্ট এরূপ স্থলে নিরপেক্ষ রাজনীতি পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

উক্ত পত্র বলেন, বিশপ কটনের জীবন চরিত প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হইতেছে। সম্পাদক ই, বি, কাউএল সাহেবকে এ বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোনীত করেন। আমারাও সম্পূর্ণ হৃদয়ে ইহার অনুমোদন করিতেছি। কাউএল সাহেব বিশপ কটনের বিষয় অধিক জানেন।

বোম্বাইয়ের নূতন গবর্ণর রাইট অনরেবল সাইমুর ফিজরাল্ড ২৩এ ফেব্রুয়ারি পঞ্জাব নামক জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সর বার্টল ফ্রিয়ার ৭ ই মার্চ যাত্রা করিয়াছেন।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ১১ ই ফেব্রুয়ারি—ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পার্লিয়ামেন্ট সভার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। রাজ্ঞী যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে সকলে সন্তোষলাভ করিয়াছেন।

রিফরম বিলের বিষয় বিবেচিত হইবে।

আয়র্লণ্ডে হেবিয়স কর্পস আইন স্থ... করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

আমেরিকা ঘটিত অভিযোগ আরম্ভ হইয়া... গবর্ণর আয়ারের বিচার হইবে।

রাজধানীতে পশুর মড়ক নূতন আ... হইয়াছে।

লণ্ডন ২১ এ ফেব্রুয়ারি—বৈকাল। ব্রি... সৈন্যদিগকে ভারতবর্ষে কি কি করিতে হ... তাহার অনুসন্ধানার্থ এক বিশেষ কমিটী ... জেকব আইন মহা সভায় এই প্রস্তাব করি... ছেন।

ভারতবর্ষীয় সৈনিকদিগকে উপনিবেশ... অধীনস্থ দেশ সমূহে প্রেরণ করিবার প্র... হইয়াছে। সেনাপতি পিল বিশেষ কমিটির ... স্থাপনে সম্মত হইয়াছেন, কিন্তু বলিয়াছেন ক... সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ভারতবর্ষে র... আবশ্যক। ব্রিটিশ সৈন্যের পরিবর্ত্তে আসী... সৈন্য লইয়া উপনিবেশীগণ সন্তুষ্ট থাকি... কি না, সেনাপতি তাহা সন্দেহ করিয়াছে... নিয়মিত রেজিমেন্ট সমূহের পরিবর্ত্তে বে... ভারতবর্ষীয়দিগকে রাখা যাইতে পারে। ... প্রস্তাব সংশোধন সমেত গ্রাহ্য হইয়াছে।

গবর্ণমেন্ট রিফরম সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ফিরা... লইয়াছেন, বৃহস্পতিবার বিল সকল আ... হইবে।

আমেরিকার মহাসভা তুলার অত্যন্তরস্থ ... পুনঃস্থাপিত করিয়াছেন।

লণ্ডন ২৮ এ ফেব্রুয়ারি—আমেরিকার সে... সভা প্রতিনিধির বিল অগ্রাহ্য করিয়া আর ... কোটি ডলারের নোট বাহির করিবার অনু... দিয়াছেন বোহিমিয়ার প্রতিনিধি সভা ... হইয়াছে।

লণ্ডন ১ লা মার্চ—হাউস অব কম... কিনার্ড সাহেব লার্ড ক্রানবোরণকে জিজ্ঞা... করিয়াছেন এক্ষণে ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ আ... কিরূপ। লার্ড ক্রানবোরণ প্রত্যুত্তর করিয়াছে... কলিকাতা হইতে এবিষয়ের এক বিল আ... য়াছে, ইহা আইন কমিসনের হস্তে সে... হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, বিলের সর্ব্ব আ... সঙ্গত নহে, এবং ইহা গ্রাহ্য করা পর... সিদ্ধ নয়। কিন্তু তাঁহার বিলের এখনও আ... প্রজা ও নীলকর উভয়ের কষ্ট যায় এ... আইন হইবে।

লণ্ডন ২ রা মার্চ—ফক্রেন সাহেব হাউস ... কমন্সে অনুরোধ করেন, ভারতবর্ষ হইতে ... সকল কুলি প্রেরিত হয় তাহাদিগের ক...

. র মনোযোগী হন। আর্কায়লি সাহেব মন্ত্রি . কর্ত্তৃর কথা অমূলক। পুলিষ প্রথা হেতু সেনা কার্য আবশ্যক তাহার কোন ক্রটী না। °

সভাপতি জনসন দক্ষিণ বিভাগে সৈনিক শাসন প্রণালী স্থাপনের বিষয়ে মন্ত্রিদিগের বিবে র্থে এক বিল অর্পণ করিয়াছেন।

স্পেন ৪ ঠা মার্চ—রিজেন্সির বিষয়ে মন্ত্রি দের পরস্পর মতভেদ হইয়াছে। অধিকাংশ রা প্রতিনিধি মনোনীত করিবার পক্ষ বৃদ্ধি রিবার প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। এ জন্য ন্ত কার্যাধ্যক্ষ লার্ড ক্লারেণ্ডন ও সেনাপতি পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডিউক অব ক্লিয়াণ্ড ল ক্লোটিল্ড নর্থকোট ও সর জন পাকিংটন াঁহাদিগের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কোরি সাহেব পাকিংটনের ও এসবেব সাহেব নর্থ কোটের পদ পাইয়াছেন।

আমেরিকান মহাসভা সভাপতির অসম্মতি অগ্রাহ্য করিয়া দক্ষিণ বিভাগে সৈনিক শাসন প্রণালী স্থাপনের বিল বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

—oo—

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১৮৬৯ সালের বাঙ্গলা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল।

১৮৬৯ অব্দের মধ্যবিভাগস্থ বাঙ্গলা ও ইংরাজী বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল, বহির্গত হইয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর নাম, প্রতিশাখায় প্রাপ্ত সংখ্যা তৎসমষ্টির সহিত, ক্রমানুসারে মুদ্রিত হইয়া এই বিভাগস্থ সমুদায় বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এই বিভাগের ৮৪ টী বিদ্যালয় হইতে ২৮১ টী বালক বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। এই বালকদিগের সহিত যোগ্যতার বা একাগ্রতা দিবার জন্য এই পরীক্ষায় প্রশংসা পত্রার্থী হইয়া অপর একটী লোকও পরীক্ষা প্রদান করেন। তাহাতে সমুদায়ে ২৮৪ টী পরীক্ষার্থী হয়। তাহার মধ্যে ২৬৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, কেবল ১৭ টী বালক উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

এই সকল পরীক্ষোত্তীর্ণ বালককে তিন বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল বালক পূর্ণ সংখ্যার অর্দ্ধ বা তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যা পাইয়াছে, তাহাদিগকে প্রথম বিভাগে যাহারা অর্দ্ধেকের স্থান হইতে দুই পঞ্চমাংশ পর্য্যন্ত রাখিয়াছে, তাহাদিগকে দ্বিতীয় বিভাগে এবং দ্বিপঞ্চমাংশের নিম্ন হইতে এক পঞ্চমাংশ সংখ্যা প্রাপ্ত বালকদিগকে তৃতীয় বিভাগে পরিগণিত করা হইয়াছে। তদনুসারে উল্লিখিত ২৬৭ টী পরীক্ষোত্তীর্ণের মধ্যে ২৪ টী প্রথম বিভাগে ৯২ টী দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১৫১ টী তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পূর্ব্বে এই বিভাগে ৫০ টী চতুর্ব্বার্ষিক ও ৫০টী এক বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু গত বৎসর হইতে উক্ত উভয়বিধ বৃত্তিরই ২ টী গ্রহণ পূর্ব্বক হুগলি জেলার মেদিনীপুরান্তর্গত কাহানা বাদ বিভাগে প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং মধ্যবিভাগে উভয়বিধ বৃত্তির সংখ্যাই ৪৮ টী দাঁড়াই য়াছে। এই মধ্য বিভাগের মধ্যে ২৪ পরগণা বারাসত, হুগলি, হাবড়া, নদীয়া ও মুরসিদাবাদ এই কয়েকটী জেলা আছে। বৃত্তির বণ্টন বিষয়ে ইনস্পেক্টর সাহেব লিখিয়াছেন যে "উপযুক্ত পাত্র পাইলে, বৃত্তিগুলি নিম্নলিখিত বিভাগে এই মত দেওয়া যায়। ২৪ পরগণায় ১০ টী, বারাসতে ১০ টী হুগলিতে ৮ টী, হাবড়ায় ৫ টী, নদীয়ায় ১০ টী, ও মুরসিদাবাদে ৫ টী। মোট ৪৮ টী। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে কার্য্যকালে ঐ নিয়ম প্রতি পালিত হয় নাই। চতুর্ব্বার্ষিক বৃত্তি ৪৮ টীর মধ্যে

২৪ পরগণায়	১০ টীর	স্থলে	৯ টী	
বারাসতের	১০ ঐ	”	৭ ঐ	
হুগলির	৮ ঐ	”	৩ ঐ	
হাবড়ার	৫ ঐ	”	১৪ ঐ	
নদীয়ায়	১০ ঐ	”	১১ ঐ	এবং
মুরসিদাবাদের	৫ ঐ	”	৪ ঐ	
সমুদয়	৪৮ টী		৪৮ টী.	

বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এক বার্ষিক বৃত্তি ৪৮ টীর মধ্যে কেবল কয়েকটী মাত্র প্রদত্ত হই হইল। প্রথমোক্ত বৃত্তিভোগী বালকেরা অন্যতম ইংরাজী বিদ্যালয়ে অথবা মেডিকাল কালেজে এবং এক বার্ষিক বৃত্তিভোগী বালকেরা নর্ম্মাল স্কুলে বিনাবেতনে মাসিক চারি টাকা পাইয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকে। পূর্ব্বে এতৎপরীক্ষোত্তীর্ণ ইংরাজী পাঠার্থী বালকেরা প্রেসিডেন্সি কালেজ ব্যতিরেকে, গবর্ণমেণ্টের ভারতবর্ষস্থিত সমুদায় বিদ্যালয়েই অধ্যয়ন করিতে পাইত, কিন্তু কয়েক বৎসর হইল প্রিন্সিপল সট্‌ক্লিফ সাহেবের অনুগ্রহে ও ডাইরেক্টর সাহেবের সদ্বিবেচনায় হিন্দু স্কুলে ও কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ইহাদিগের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। এ কথা অযথার্থ নয় যে " দাতার ধন ব্যয় দেখিয়া কৃপণ অতিশয় কষ্টানুভব করিয়া থাকে।"

এতদ্ভিন্ন এই বর্ষের কাগজে আঁমি এ নূতন বিষয় দর্শন করিলাম। কোন জিলা বা কোন ডেপুটি ইনস্পেক্টরের অধীনে বালক উত্তীর্ণ হইল তাহা সহজে জানিবার মিত্ত প্রথম বিভাগোত্তীর্ণ একটী ছাত্রকে তৃ বিভাগের তিন জনের সমান এবং দ্বিতীয় বি গোত্তীর্ণকে দুই জনের সমান ধরিয়া উত্তীর্ণ স বালককেই কেবল তৃতীয় বিভাগে পরিবর্ কা হইয়াছে। তাহাতে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা হওয়াতে কৃষ্ণনগর সাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্র ও তন্নিম্নবর্ত্তী ১৪ দ্বারা সেহাখালা আদর্শ বি লয় দ্বিতীয় পদবীতে স্থাপিত হইয়াছে এ তদ্ভিন্ন অপর ৮২ টী বিদ্যালয় পরীক্ষোত্তী সংখ্যানুসারে যথাক্রমে বিন্যস্ত আছে। এইরূপে এক বিভাগে আনীত উত্তীর্ণের সং দ্বারা জানা যাইতেছে যে

১। হাবড়ার ডেপুটি ইনস্পেক্টরের বিভাগে ৯৯

২। নদীয়ার	”	”	” ৬৫
৩। হুগলির	”	”	” ৫৮
৪। শান্তিপুর	”	”	” ৩৯
৫। বারাশতের	”	”	” ৩৮
৬। ২৪ পরগণায়	”	”	” ৩৭
৭। কলিকাতার	”	”	” ৩৬
৮ মুরশিদাবাদের	”	”	” ২৮
সমুদায়ে			৪০০

উত্তীর্ণ হইয়া

কলিকাতার ডেপুটী ইনস্পেক্টরের অধী বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তিতে অল্প ছাত্র উত্তীর্ণ হইয় বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন তাঁহার অধীনে আর প্রকার ছাত্রবৃত্তি আছে, তাহাকে অবৈত ছাত্রবৃত্তি বলে। উহা কেবল কলিকাতার বা বিদ্যালয় সকলের জন্যই নির্দ্ধারিত আ তাহাতেও ৫৭ টী বালক পরীক্ষার্থী হইয়াছি উহাদিগের মধ্যে নয়টী ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে। কতগুলি যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। যদি অনুমিতি সত্য তবে ইহার ৫। ৬ টী ভিন্ন আর সকলেই উ হইয়াছে। সুতরাং তাহা লইয়া গণনা কা এবং এইরূপে তৃতীয় বিভাগে পরিবর্ত্তিত হ কলিকাতা বিভাগে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া উঠে

কতগুলি বালক ইংরাজী বাঙ্গলা (মাই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী হইয়াছিল, কাগজে ত স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই। কেবল এই মাত্র জানা যে, এই পরীক্ষায় নয় জন দ্বিতীয় বিভা ৮৬ জন তৃতীয় বিভাগে সমুদায়ে ৯৫ জন উ হইয়াছে। প্রথম বিভাগে একটীও কৃত

হইতে পারে নাই। এই উত্তীর্ণ বালকদিগের মধ্যে কেবল ৩৩ টী মাত্র ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছে। এই উত্তীর্ণ বালকেরা ৫ টাকা বৃত্তির সহিত অপর কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে (যে সকল বিদ্যালয়ে প্রবেশ [illegible] শিক্ষার পুস্তক অধীত হয় তাহাতে) দুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে পারে কিন্তু সর্ব্বত্রই স্কুলের বেতনস্বরূপ ২ টাকা গ্রহণ করাতে তিন টাকা ইহাদিগের হস্তগত হয়। আমাদিগের দেশের মধ্যবিধ ইংরাজী স্কুল সকলে কিরূপ ব্যয় হইতেছে ঐ কয়েক পরীক্ষার এই বিবরণ দেখিয়া তাহা স্পষ্ট করিতে পারিবেন। ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে, যে অল্প ব্যয়ে অধিক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না যাঁহারা অল্প ব্যয়ে বিদ্যালয় চালাইতে চাহেন তাঁহারা এক বার ইহা অবলোকন করুন। প্রথমোক্ত পরীক্ষার্থীদিগের বয়স অনধিক ১৪ ও শেষোক্তদিগের অনধিক ১৬ বৎসর হওয়া আবশ্যক।

পরীক্ষা বিষয়েও কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। বালকগণ অন্যান্য সকল শাখাতেই আশানুরূপ সংখ্যা রাখিয়াছে, কেবল অঙ্কবিষয়ে ২। ৪ টী ব্যতিরেকে আর কেহই সন্তোষজনক পরীক্ষা প্রদান করিতে পারে নাই। এমন কি যে সকল বালক অন্যান্য বিষয়ে অর্দ্ধেকের অনেক উপর নম্বর পাইয়াছে, তাহাদিগেরও অনেকে অঙ্কে এক তৃতীয়াংশও প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এবিষয়ে কোন রূপেই পরীক্ষার্থীদিগের দোষ দিতে পারা যায় না। ১০। ১২ বর্ষ বয়স্ক সুকুমারমতি বালকদিগের জন্য যেরূপ কঠিন ও অধিক সংখ্যক প্রশ্ন ৩ ঘণ্টার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, অঙ্কে সুশিক্ষিত অধিকবয়স্ক ব্যক্তিরাও ৩ ঘণ্টা সময়ে তাহার সমুদায় কষিয়া উঠিতে পারেন কি না সন্দেহ। সে বিষয়ে বালকেরা যে অসমর্থ হইবে আশ্চর্য্য কি? যে ব্যক্তি পাত্রানুসারে প্রশ্ন প্রদান করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ পরীক্ষক বলা যায়।

পরম্পরা অবগত আছি যে, পূর্ব্বে যখন এই পরীক্ষার ফী ছিল না, সেই সময় অবধি ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসরে এক শত টাকা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। গত বৎসরে পরীক্ষার ফী বর্দ্ধিত হওয়াতে পরীক্ষকদিগের বেতন ও কাগজ কলম ক্রয় বাদেও কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। তাহাতে মধ্যবিধ স্কুল ইনস্পেক্টরের বিবেচনানুসারে উহা পরীক্ষার বিবরণ মুদ্রাঙ্কনে ব্যয়িত হওয়াই পরামর্শ সিদ্ধ হয়। তদনুসারে গত বর্ষ হইতে "ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার ফল" মুদ্রিত হইয়া সাধারণের গোচরীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পরীক্ষার বিবরণ এইরূপে মুদ্রিত করিয়া সাধারণের গোচর করাতে অনেক গুলি উপকার সিদ্ধ হইতেছে। ১ ম যে সকল বিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তম হইয়াছে, তাহারা উৎসাহ পাইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নত হইবার নিমিত্ত অন্ততঃ প্রশংসিত গৌরব রক্ষার জন্যও অধিকতর যত্নসহকারে স্বকার্য্য সম্পন্ন করে। ২ য়, যে সকল বিদ্যালয় সফল প্রকাশ হয় নাই তাহারা যে যে বিষয়ের ন্যূনতার জন্য ঐরূপ নিষ্ফল হইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহা জানিতে পারিয়া তৎসংশোধনে বা উন্নতি করিতে তাহারা চেষ্টা করে। সুতরাং নিকৃষ্ট বিদ্যালয় সকলও ক্রমে উৎকৃষ্ট হইতে থাকে। ৩ য়, ইহার দ্বারা সাধারণেও জানিতে পারেন যে, উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে সে গবর্ণমেণ্ট হইতেও পুরস্কৃত হয়, সুতরাং সকলেই উৎসাহসহকারে বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হয়। ফলতঃ ইহার দ্বারা বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি বিষয়ে অনেক উপকার হয় সন্দেহ নাই।

উপসংহারকালে একটী বিষয়ে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে এই পরীক্ষার সঙ্গে কলিকাতার অন্তর্গত বঙ্গবিদ্যালয় সমূহের জন্য অবৈতনিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাও হইয়া থাকে। ইহাদিগের পাঠ্যপুস্তক মফস্বলের পুস্তক হইতে কয়েক খানি বাদ দিয়া নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং ইহাদিগের প্রশ্নও মফস্বল হইতে নির্বিশেষ। মফস্বলের ন্যায় ইহাদিগকে পরীক্ষার ফীও এক টাকা করিয়া প্রদান করিতে হয়। কিন্তু অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদিগের পরীক্ষার বিবরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় না। অধিকন্তু যে মফস্বলের সহিত ইহারা প্রায় সর্ব্বতোভাবেই অভিন্ন বিনা প্রার্থনায় তাহার পরীক্ষার বিবরণ গেজেটে ও স্বতন্ত্র কাগজে মুদ্রিত হইয়া সাধারণের বিদিত করা হইল, কিন্তু কেহ কলিকাতার নম্বর একবার চক্ষে দর্শনমাত্র করিতে প্রার্থনা করিলেও তাহা নিষ্ফল হয়। যে সকল কারণে মফস্বলের নম্বর মুদ্রিত হইয়াছে, কলিকাতার উপর সেই সকল কারণের সত্তা কি ইনস্পেক্টরের দর্শনে পতিত হইল না? যদি কেহ কহেন যে, কলিকাতায় ঐরূপ বিদ্যালয় অল্প মাত্র আছে। অতএব তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট আর স্বতন্ত্র ব্যয় করিতে পারেন না, এই জন্যই উহা মুদ্রিত হয় না। এই আপত্তি যদি যথার্থ বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তবে কেহ কলিকাতার পরীক্ষার ফল, অনুলিপি করিয়া লইতে অথবা দেখিতে চাহিলে তাহা কি জন্য প্রদান করা হয় না? এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি বোধ হয় না যে [কলি]কাতার পরীক্ষার ভিতর * * আছে? ফলতঃ ইহার ছাত্রবৃত্তি বণ্টন সময়ে কলিকাতা পরীক্ষা পক্ষপাতাদি দোষে দূষিত বলিয়া স্বাক্ষর শূন্য আবেদন হইল, তখন সাধারণের নিকট উহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া সংস্কারের অপনয়ন করাও নিতান্ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে এত সঙ্কোচ ও গুপ্ত রাখিতে এত যত্ন দেখিয়া লোকের সেই সংস্কার বদ্ধমূল হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব সত্বর উহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া সেই বিশ্বাসের অপনয়ন করিতে চেষ্টা পাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

তবদীয় বশংবদ
লেখক।

গত ১৬ ই ফাল্গুন অতি সমারোহে ২৪ পরগণা জেলার অন্তঃপাতি এই মজীলপুর গ্রামে বালিকাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে। এদেশের জমীদার ও উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনারায়ণ দত্ত বালিকাদিগকে স্বর্ণের ও রৌপ্যের অলঙ্কার নানাবিধ দ্রব্য, পুস্তক ও টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। এই পারিতোষিক উপলক্ষে এতদ্দেশের অনেক ভদ্র সন্তান ও ধনবান লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং বারুইপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে বালিকাদিগকে পারিতোষিক দিয়াছেন। এপ্রদেশে কখন পারিতোষিক বিতরণে এরূপ সমারোহ হয় নাই। পারিতোষিকের সমারোহ দেখিয়া সমাগত ব্যক্তিগণ সকলেই পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন। উক্ত ডেপুটি বাবু এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অঙ্গনাগণের বিদ্যাশিক্ষার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। তৎপরে [illegible] চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস দত্ত জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হলধর চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় হেডমাষ্টার ইহাঁরা এক এক বক্তৃতা করেন, প্রায় সকলেরই বক্তৃতা উত্তম হইয়াছিল। অনন্তর পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়া সভা ভঙ্গ হইল।

—:০:—

সবিনয় নিবেদনমিদং—
সম্পাদক মহাশয়! আমরা অনেক বার

অভাবের উল্লেখ করিয়া তুলনী কোথায় আ শাস্তী যে কয়েকটী পরীক্ষার্থি বিদ্যালয় দর্শন করিয়াছি তাহাদিগের অবস্থা অসন্তোষ জনক বটে, কিন্তু ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহোদয়গণ কার্য্যের বিশৃঙ্খলাভাবে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

অনেক স্থানে আমরা ভ্রমণ করি সর্ব তাঁহাদিগের আলস্য ও অযথা বৃত্তান্ত শ্রবণে পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। উক্ত বেতনভোগী হইয়া বিদ্যালয়ের উন্নতির প্রতি কিছু মনোযোগ না করা অবিহিত কার্য্য। কোথাও হয় কোথাও বা এক বৎসর পর্য্যন্ত ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের পদার্পণ হয় না, তাঁহাদিগের কিম্বা আফিস হইতে দূরস্থিত বিদ্যালয়ের কথাই নাই। যদিও অম বশতঃ অথবা দৈবদুর্বি পাকে বহুকালান্তে কোথাও গমন হয়, তা হইলে তথায় ২। ৩ ঘটিকার অধিককাল অ স্থান হয় না, কিন্তু কোথাও একশত কোথাও দেড় শত ছাত্রসংখ্যা ঐ অল্পকালের মধ্যে পরীক্ষাকার্য্য যথাবিধি হওয়া সম্ভাবিত? ঐ শ্রীযুক্ত বাদান্যবর গবর্ণমেন্ট যে মুখ্য উদ্দেশে এই পদ সংস্থাপন করিয়াছেন, যদি তাহাই ঐ মহাত্মাদিগের অমনোযোগিতা বশতঃ বিফলীভূত হইল, রাজধনাগার হইতে এই সমস্ত অর্থ নিরর্থক ব্যয় হয় কেন? এক্ষণে বিনীতভাবে প্রার্থনা যে উক্তপদস্থ মহোদয়গণ তাঁহাদিগের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যাহাতে মাসে মাসে রীতিমত সকল বিদ্যালয়ে ডেপুটী মহোদয়গণের পদার্পণ এবং বৎসরের শেষে বাৎসরিক পরীক্ষা হয়, তাহার বিধান করিয়া আমাদিগের বঙ্গভূমি বিদ্যালয়গুলির ক্রমশঃ উন্নতি সাধন দ্বারা এ দেশের হিত সাধন করুন।

নিতান্ত বশম্বদস্য।

কস্যচিৎ দর্শকস্য।

"গ্রামিণাং প্রধানকিং প্ৰতিজনঃকে পুজ্য কে কচিৎ; ব্যবহারং পবিত্রার্থঃ পুজ্যোঃ স্বয়ং ভবেৎ।"

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, অনেক স্থলে চোয়া মেয়ের সহিত কাণা বর * হইয়া থাকে কে বড়, কে পূজ্য তাহার বিশেষ বিবেচনা হয় না। শ্রেণী বিশেষের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অধিকাংশে অনুকম্পা না হইতে পারেন কিন্তু তাহার ভূমিকা এ অবধি অতুল লোকের আত্মপ্রকাশ, ইহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। আফিসের অধিকাংশ লোক নির্দোষ, বিবাহিত পরিপুষ্ট, স্বভাবত গুণবান বটে, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যেই আবার কোথাও সদৃশ ব্যক্তির কার্য্য

রাছে। কলতঃ মন্দের মধ্যে যে ভালও থাকিতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অধিক প্রমাণ পাইবার আবশ্যকতা রাখে না। যাহা হউক, কি রেলওয়ে সংক্রান্ত, কি পুলিশ সম্বন্ধীয় কি ডাক সম্পর্কীয় কর্ম্মচারী, যাহাদিগের মধ্যে অনেকের সম্বন্ধ আছে, যাহাদিগের একের দোষে কর্ত্তব্যকর্ম্মে মনোযোগ বা শৈথিল্য কারণে অনেকের ইষ্টানিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যে কাহারও যথার্থ দোষ দর্শন করিলে যেমন তাহার নিবারণার্থ সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কর্তৃপক্ষের গোচর করা কর্ত্তব্য এবং সকলেই তদ্বিষয়ে অধিকারী; সেইরূপ উক্ত কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কোন ব্যক্তির কার্য্য কুশলতাদি দর্শনেও সহজাবনত হওয়া উচিত নহে। বিষয়ের অবতারণার্থ এই ভূমিকা, যাহা লিখিত হইতেছে—ডাককর্ম্মচারিদিগের মধ্যে অনেকের দীর্ঘসূত্রতাদি দোষে অনেককে অনেক সময়ে কষ্ট পাইতে হয়, সেই কষ্টহেতু পত্রিকাও মধ্যে মধ্যে দোষপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যথার্থ রোগ নির্ণয় হইলে প্রকৃত ঔষধ ব্যবস্থা হইয়া রোগোপশম হইতে পারিত, ইহাই উক্ত পত্র প্রকাশের মুখ্য উদ্দেশ্য। পরন্তু অনেক স্থলে দোষপ্রকাশরূপ রাজবৈদ্যের সহায়তায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে গোবরডাঙ্গার পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক সুখ্যাতি আছে, তিনি অতিশয় কার্য্যতৎপর। সুতরাং তাঁহার অধীনস্থ স্থান সমূহের লোকেরা পত্রাদি প্রাপ্তিবিষয়ে পরম সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে; তাঁহারা যথাসময়েই সমুদায় পত্রাদি পাইয়া থাকেন। অপরঞ্চ গোবরডাঙ্গার পোষ্ট আফিসে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কার্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। শুদ্ধ সামান্য পত্রের সংখ্যাই দ্বিগুণিত হইয়াছে এমত নহে, রেজিষ্টরী পত্রসংখ্যাও অনেক বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। প্রায় প্রতিদিনই তথা হইতে ২। ১ খানি রেজিষ্টরী পত্র প্রেরিত হইয়া থাকে। এরূপ কার্য্য বৃদ্ধি, পোষ্ট আফিসের উন্নতি ও তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতায় লোকদিগের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে পোষ্টমাষ্টারের বেতন সেই ১৫ পনর টাকাই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এইরূপ অবস্থাপন্ন পোষ্ট আফিসের মধ্যে অনেক স্থানের পোষ্ট মাষ্টারদিগের ২৫ টাকা বেতন দেখা যায়, কিন্তু যদু বাবু তাঁহাদিগের সদৃশ কার্য্যবাহী হইয়াও কি জন্য সমবেতনপ্রাহী হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন বলিতে পারি না। সহজেই বোধ হয়,

ব্যক্তি অপুরস্কৃত রহিয়াছেন। যাহা হউক, শেষে কর্তৃপক্ষের নিকট বক্তব্য এই, যে গোবরডাঙ্গার পোষ্ট আফিসের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যদু বাবু যথার্থ পুরস্কার (বৰ্দ্ধিত (

—:০:—

সবিনয় নিবেদনমিদং—

এই মুক্তাগাছা গ্রামখানিতে অনেক ভূম্যধিকারীর বসতি আছে, কিন্তু গ্রাম প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এরূপ বোধ হয় না মধ্যে এমন একটুকু স্থান নাই যে দর্শন নয়ন ও মনের অণুমাত্র প্রীতি জন্মে। দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিগেই যেন ঘোর প্রতিবিম্ব দেদীপ্যমান দেখা যায় শিও ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট কালি বাবু কতক জঙ্গল কর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র উপকার হয় নাই, বরং যেন সেই জঙ্গল সেই ক্রোধে আরো দ্বিগুণ উঠিয়াছে। এই জঙ্গল অঙ্গনাদির মিশ্রিত হওয়াতে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর হানি প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। এই সময় রজনীতে প্রায় জমীদারদিগের তেজ দর্শন দেয়। রথ্যাদির প্রায় ঐরূপ। উপরি উক্ত মাজিষ্ট্রেট বিষয়ে যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তা প্রকার সার্থকই হইয়াছিল বটে, কিন্তু আর কেহই তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিলেন সুতরাং ক্রমে তাহার দুর্দ্দশা হইতেছে। পথঘাটে কত দিন চলিবে? বর্ষাকালে কি ঘাট সকলই কর্দ্দমে এমত অগম্য হইয়া যে এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে বাদলা হইলে মল্লবেশোপযোগী বস্ত্র করিতে হয়। পয়ঃপ্রণালী অধিক আছে কিন্তু তদ্বারা কোন উপকার হইতে না ঐ সকল মলে এবং কর্দ্দমে এমত যে তাহার জল অন্যের ব্যবহার্য্য নয়, উপায়াভাব, এই নিমিত্ত সকলেই ঐ বিশিষ্ট বারিই ব্যবহার করিয়া থাকেন। দক মহাশয়! সম্যক্রূপে এই গ্রামখানির বর্ণন করিলে প্রায় ২। ৩ সপ্তাহের হয়। কি আশ্চর্য্যের বিষয়!! আবাসগ্রা এত দুর্দশা দেখিয়া জমীদারগণের মনে মাত্র লজ্জা হয় না? তাঁহারা কি প্রদানে অসমর্থ? আমরা ত দেখি

সম্পাদন করিতে পারেন, তবে তাঁহারা না করেন কেন? এ অর্থ ব্যয় কি তাঁহাদিগের নিকট অনর্থ বোধ হয়? তাহাই বা হবে কেন? যাঁহারা কেহই অজ্ঞ নন, আমরা বোধ করি এটীও তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, যে পরিমাণে তাঁহাদের অনর্থ অর্থ ব্যয় হয়, তাহার চারি অংশের একাংশও ইহার নিমিত্ত ব্যয় হইলে এ কর্ম্ম সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে। সেরপুরের বিষয় তাঁহাদের (জমীদারদের) কর্ণগোচর হইয়াও কি মনের কিছু ভাবান্তর হয় না? সেরপুর কি ছিল কি হইয়াছে? ইহারা (অত্রস্থ জমীদারেরা) সেরপুরস্থ ভূম্যধিকারিগণ অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন?

অতএব আমরা এক্ষণকার কৃতবিদ্য কালেক্টর সাহেব মহোদয়কে বিনয় পুরঃসর অনুরোধ করিতেছি, তিনি স্বয়ং অগ্রদেব ন্যায় হইয়া এই গ্রাম খানির দুর্দ্দশাপনয়ন করুন, তাহা হইলে তাঁহার এই মহীয়সী কীর্ত্তি আমাদের অন্তঃকরণে আজীবন পর্য্যন্ত জাগরূক থাকিবে, এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করাই দৈনিক কর্ম্মের মধ্যে আমাদের প্রধান কর্ম্ম হইবে।

সম্পাদক মহাশয়! গ্রামখানির আর একটী অদৃষ্টবৈগুণ্যের কথা শ্রবণ করুন, প্রায় এক বৎসর হইল, এখানে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাতে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যলাভ হইল না। অত্রত্য ডেপুটী ইনস্পেক্টর মহাশয়ও এক বার রিপোর্ট করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, তাহার পর তাঁহার সহিত স্কুলের আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। তাঁহার কি একটু ভালরূপে চেষ্টা দেখা উচিত নয়?

১৮ ই ফেব্রুয়ারি। কস্যচিৎ।
১৮৭১। জনস্য।

-*-*-

সম্প্রতি ঘাটালে একটী অদ্ভুত চুরি হইয়া গিয়াছে। এই ঘাটালের নিকটবর্ত্তী এক মহাজনের এক জন পদাতিক ঘাটালস্থ এক মহাজনের নিকট হুণ্ডীর বরাতি (৪৫০) সাড়ে চারি শত টাকা লইয়া অন্য এক দোকানে যাইয়া লণ্ঠন একটীর দর করিতেছিল, ইতিমধ্যে (দিবা ৯ কি ১০, ঘণ্টার সময়) হঠাৎ এক জন চোর আসিয়া ঐ দণ্ডায়মান পদাতিকের পদতল হইতে টাকার তোড়া লইয়া কোন দিকে পলায়ন করিল, পদাতিক কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ধাবমান হইল, কিন্তু ঠিকানা করিতে পারিল না। পরে সেই দোকানে ফিরিয়া আসিয়া দোকানদারকেই সন্দেহ করিল। পদাতিক বলে " এই দোকানের ভিতর টাকার তোড়া রাখিয়া দোকানদারের সহিত লণ্ঠনের দর করিতেছিলাম, এমন সময়ে তোড়া লইয়া যে পলাইয়াছে, ইহা অবশ্যই দোকানদারের চক্রে ঘটিয়াছে। এ দোকানদার বলে " আদৌ আমি টাকার তোড়া দেখি নাই। এবং তৎকালে দোকানেও কোন লোক ছিল না।" পুলিসের সবইনস্পেক্টর মহাশয় তন্ন তন্ন করিয়া তদন্ত করিতেছেন, কিন্তু অপহৃত টাকার কিছুই ঠিকানা হইতেছে না।

সম্প্রতি দারুণ দুর্ভিক্ষানল নির্ব্বাণ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এ প্রদেশে তদুত্তাপ সম্যকরূপে শীতল হয় নাই। এ প্রদেশে দিন দিন যে প্রকার শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে হয় ত অনতি বিলম্বে আমাদিগকে সেই পাপিষ্ঠ দুর্ভিক্ষের হস্তে পতিত হইতে হইবে। গত পৌষের শেষাবধি মাঘের কিয়দ্দিন পর্য্যন্ত এই ঘাটালে চাউলের মূল্য মণকরা ১৷৷০ টাকা, ১৷০ সাতসিকা ও ১৷৵০ একটাকা চৌদ্দআনা ছিল, তখন আমরা মনে করিতাম ইহার পর ইহা অপেক্ষা অবশ্য কিছু না কিছু সুলভ হইবে। এই প্রত্যাশায় অনেক গৃহস্থ শস্য ক্রয় বিষয়ে ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু এখন সুলভ না হইয়া ২৷৷০ আড়াই টাকা হইয়াছে।

এ বৎসর বঙ্গরাজ্যের কোন অংশেই হৈমন্তিক ধান্যের অসদ্ভাব নাই কেবল আমরাই তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি। গত বন্যার প্রভাবে ঘাটালের শিলাবতী নদীর উভয় তীরবর্ত্তী গ্রামগুলি শস্য শূন্য হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে সেই সকল গ্রামে বোরধান্য উৎপাদনের আশয়ে অত্রত্য ভূস্বামি মহাশয়েরা মিলিত হইয়া উক্ত নদীগর্ভে এক বাঁধ প্রস্তুত করিয়াছেন। ভবিষ্যতে যদি কোন দৈবব্যাঘাত না হয় তাহা হইলে আমরা গত শস্যনাশ জনিত সন্তাপ হইতে যে শান্তিলাভ করিব এমত প্রত্যাশা আছে ইতি।

মহাশয়ের চিরানুগত।
ঘাটালবাসী।

—:*:—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু ভক্তিরাম মজুমদার বড়ুয়া
১৮৭১ মার্চ হইতে আগষ্ট ৭
" " যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সড়াইল (২ কাপি)
১২৭৭ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ ১৪
" রেবরেণ্ড ডবলিউ, হবস যশোহর সাওতা
১৮৭১ ফেব্রুয়ারি হইতে জুলাই ৭
" " ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজার ১০
" " হরিহর মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ৫৷৷০
" " চন্দ্রমাধব ঘোষ ভবানীপুর ১০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫৷৷০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল [illegible] বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০, তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়ারিং চিঠি, মণিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের ডাক ঘরে চিঠি আসিলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৵০ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাংড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবারে প্রকাশিত।

সোমপ্রকাশ

১৮ সংখ্যা

" প্রথম্বসমাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

সিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ | না অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ৫ ই চৈত্র। ১৮৬৭। ১৮ ই মার্চ { মফস্বলে মাসুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

নিউ এপথিকারিস হল।

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল
ন আমাটয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সারি
কাক্তর সুবিধার জন্য নগদ মূল্যে বাজারের
ত কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে
ধের ফর্দ্দ ও তাহার মূল্য স্বরূপ নোট, হুণ্ডী
বরাতী চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি
ঘ্র পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা
নিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের
কট তালিকা পাঠাইব।

আর সি দত্ত কোং।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

——:০:——

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ
হিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক
যুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত।
ঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে।
। ৬ ছয় টাকা।

শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

———

ভূটান পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার
মত্ত আগামী ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল
তে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ পর্য্যন্ত এক
সর মিয়াদে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী
ুক আছেন।

হস্তি ধরিবার নিমিত্ত যত কুন্‌কি নিযুক্ত করা
বে, তাহার কি কুন্‌কি প্রতি ২০ টাকা হারে
ল দিতে হইবে, ধৃত হস্তি সকল ক্রয়
বার অধিকার প্রথমত গবর্ণমেণ্টের থাকি-
, গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে
রণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষর
কারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা
জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস ময়নাগুড়ী। ১২ ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬। } শ্রীযুক্ত জে.এফ. টুইডি সাহেব ডেপুটী কমিসনর

-:০:-

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

বিজ্ঞাপন।

(পীশ্ গুডস) অর্থাৎ বস্ত্রাদির গাঁইট
যাহা উত্তমরূপে বাক্সবন্দি হয়
নাই তাহার বিষয়।

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা
যাইতেছে, যে আগামী ১ লা এপ্রেল অবধি
নীচের লিখিত ভাড়ার পরিবর্ত্তন হইবেক।

পীস গুডস্ অর্থাৎ বস্ত্রাদির বিলাতি প্যাক
করা গাঁইট অথবা এতদ্দেশীয় প্যাক করা গাঁ
ইট কাষ্ঠের বাক্সতে বদ্ধ থাকিলে দ্বিতীয় ক্লাসের
ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি মাইলে ইংরাজি
অর্দ্ধপাই লাগিবেক।

এবং যে সকল পীস্ গুডস্ অর্থাৎ বস্ত্রাদি
বাক্সতে (প্যাক করা) অর্থাৎ যোড়া হয় নাই,
তাহা তৃতীয় ক্লাসের ভাড়া অর্থাৎ মণকরা প্রতি
মাইলে ইংরাজী এক পাইয়ের তিন অংশের
দুই অংশ লাগিবেক।

বোর্ড অব এজেন্সি ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউস কলিকাতা ১৮৬৭। ৭ ই ফেব্রুয়ারি } সিসিল ষ্টিফেন্সন

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত
"প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি
মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে
ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে
শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস দাঁড়ারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্র-
স্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎ-
পত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা
হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—:০:—

বর্দ্ধমানের সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু
ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে
সাধারণজনগণকে এতদ্বারা অবগত করা যাই-
তেছে যে ভবিষ্যতে উক্ত বাবু সবআসিষ্টাণ্ট
সরজনের ভিজিট গ্রহণে চিকিৎসা করিবেন।

শ্রীহীরালাল মল্লী।

———

পাটীগণিত প্রথম ভাগ।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ব্যবহারোপযোগী
হয় এরূপ প্রণালী অনুসারে আমি এক খানি
পাটীগণিত প্রস্তুত করিতেছি। আপাততঃ
উহার প্রথমভাগ মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃতযন্ত্রের
পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। গ্রন্থ মধ্যে বহুল
পরিমাণে সহজ অথচ সুকৌশল-রচিত প্রশ্ন
সকল সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

——০——

বালকদিগের ব্যবহারার্থে "গণিত শিক্ষা"
নামে একখানি অঙ্কপুস্তক শান্তিপুরস্থ ইংরাজী
বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজয়গোপাল গোস্বামী
কর্ত্তৃক প্রণীত ও শ্রী আই সি, বসু কোং দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া বহুবাজারস্থ ১৭২
সংখ্যক ষ্ট্যানহোপ প্রেসে ও কালেজ ষ্ট্রীটে
সংস্কৃত প্রেসের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত
আছে। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা মাত্র।

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে নব প্রণীত ও
নবপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয়
হইতেছে—

...গীত মূল্য
গ্রীসইতিহাস টাকা।
রোমইতিহাস
ভবদনাথ ব্যাকরণ
নীতিসার ১ম ভাগ ৵০
নীতিসার ২য় ভাগ ৶
প্রচারিত।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
...বাংকাগ... পূর্ণ।

সোমপ্রকাশ।

৫ ই চৈত্র সোমবার।

ঢাকাপ্রকাশে দৃষ্ট হইল, পূর্ববিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর শিক্ষকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই নিয়ম করিয়াছেন, উপরের পদ শূন্য হইলে নিম্নপদস্থ শিক্ষককেই অগ্রে তৎপদে মনোনীত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সমুদায় বিভাগে এই নিয়মের অনুসরণ করা উচিত। উপরের পদগুলির উক্ত বেতনের নিয়ম করিয়া যাহাতে সেগুলি লোভনীয় হয়, তাহা করাও কর্ত্তব্য। এবারের বজেটে শিক্ষাসম্বন্ধে দশ লক্ষ টাকা অধিক দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা ইহা ভাগ করিয়া না লইয়া শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করুন। বিশেষতঃ সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলি অতি শোচনীয় অবস্থাগ্রস্ত হইয়া আছে, এক্ষণকার ন্যায় বদ্ধহস্ত না হইয়া অধিক পরিমাণে সাহায্যদান করিয়া ঐ বিদ্যালয়গুলির অবস্থা উন্নত করিয়া তুলা একান্ত আবশ্যক। দেশের লোকেরা অন্যের মুখাপেক্ষা না করিয়া স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া সাহায্যকৃত বিদ্যালয়গুলিকে উন্নত করিয়া তুলিবেন, দেশের মধ্যে আজিও এরূপ লোক অধিক হন নাই।

এক জন পত্রপ্রেরক পণ্ডিতদিগের দুরবস্থার প্রসঙ্গ করিয়া একখানি আক্ষেপ পূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। বেতন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের কোন কর্ম্মচারিরই পণ্ডিতদিগের তুল্য নিকৃষ্ট অবস্থা নয়। অতএব ইহাঁদিগের বিষয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রধান পুরুষদিগের বিশেষরূপে দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।

লাইসেন্স টাক্স।

নূতন লাইসেন্স টাক্সের বিষয়ে সাধারণ মত কি তাহা আর অবিদিত নাই। এতদ্দ্বারা যে দরিদ্র পীড়ন করা হইবে, তদ্বিষয়ে মতভেদ দেখা যাইতেছে না। সংবাদপত্রসমূহ একবাক্য হইয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। যদি ইংলিসম্যানের প্রস্তাব ও প্রেরিতগুলি ইউরোপীয় সমাজের মতসূচক হয়, তাহা হইলে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করা যায়, উল্লিখিত টাক্স ইউরোপীয়দিগের অনুমোদিত নয়। ভারতবর্ষীয় সভা এতদ্দেশীয়দিগের প্রতিনিধি, সভার গত সাম্বৎসরিক অধিবেশন দিবসে সভ্যগণ স্পষ্টাভিধানে ব্যবস্থাপক সভার অবিচারের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যে সকল স্থানে মিউনিসিপাল কর আছে, সেখানে দ্বিগুণ কর হইবে। এক জন সভ্য বলেন, ২০০ টাকা পর্য্যন্তের আয়ের উপরে কর নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু ১৮৬১ অব্দে লার্ড কানিঙের লাইসেন্স টাক্স ১০০ টাকা আয়ের উপরে নির্দ্ধারণ করিবার প্রস্তাব হয়। আর এক জন সভ্য আক্ষেপ করিয়া বলেন, জমীদারেরা কর দিতে বিলক্ষণ সমর্থ, কিন্তু তাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন। সভা গবর্ণর জেনরলের নিকটে এ বিষয়ে যে আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে ঐ করকে অনাবশ্যক, অন্যায় ও রাজনীতিবিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জমীদারদিগকে করের অধীনস্থ করা উচিত কি না, এ বিষয়ের তর্ক হয় নাই বটে, কিন্তু সভা উক্ততর যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কর এদেশের উপযুক্ত নহে।

বর্ত্তমান আইনে ৫০ লক্ষ টাকা ম... সংগ্রহ হইবে, কিন্তু যে পরিমা... লোকের অসন্তোষ জন্মিবে, তাহ... কাছে এ টাকা অতি সামান্য। তাঁহ... প্রস্তাব করিয়াছেন, নিতান্ত অকুল... হইলে সৈনিক টাকার সহিত এ টাঁ... কর্জ্জ করা উচিত ছিল। বস্তুতঃ অহি... নের মূল্য অনেক কম ধরা হইয়াছে; ... লক্ষ টাকা অহিফেন হইতেই পোষাই... পারে।

আইনে কর আদায়ের যে প্রণা... হইয়াছে, তাহা অতি জঘন্য। কালেক্টরে... কর ধার্য্য করিবেন, কাহার অতিরি... কর হইলে তাহার আবেদন কালে... নিজে শ্রবণ করিবেন, তাঁহার নিষ্পত্তি... আপীল কমিসনরের নিকটে হই... কমিসনরের আজ্ঞাই চূড়ান্ত। যাঁহ... চৌকীদারি টাক্স দেন, তাঁহারা সাক্ষ... বেন কর স্থাপন কর্ত্তার নিকটে আবে... করিলে কি ফল হয়? কালেক্টর ও কমিস... রগণের রেবিনিউবোর্ডের প্রশংসার প্র... দৃষ্টি থাকিবে। অতএব আইনে যেরূ... থাকুক না কেন? কার্য্যে গত ইন... টাক্সের ন্যায় ২০০ টাকার স্থানে ২০... টাকা আয় ধরা হইবে সন্দেহ না... আপীল নামমাত্র হইবে। দূর হই... কালেক্টরের নিকটে আসা, অনুমতি প... গ্রহণ ও আমলাদিগের পূজা প্রভৃতির... কথাই নাই। সভা একস্থলে লি... য়াছেন, " সদ্য বিল অর্পণ করিয়া বি... বদ্ধ করিলে সাধারণ মত জানা যায় ... বঙ্গদেশে যদিও কিঞ্চিৎ সময় পাও... যায়, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের পক্ষে সা... রণ মত জ্ঞান সম্ভাবিত নহে। " ... একার্য্যের স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছে... যত আইন হয় তন্মধ্যে কর স্থাপন সং... পেক্ষা সাধারণ মনকে বিচলিত ক... কিন্তু গবর্ণমেণ্টের রাজনীতি তা... স্বীকার করে না। করের বিষয়ে ...

জানিতে পারেন না, রাজাজ্ঞার ন্যায় একবারে এই ব্যবস্থা প্রচার করা হয়, অমুক কর হইল। এটি অতিশয় অন্যায়, ইহা অত্যাচার মাত্র।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, নূতন কর কেবল দরিদ্রদিগকে পীড়ন নিমিত্ত হইতেছে। ইহা নিষ্প্রয়োজন এবং রাজনীতিবিরুদ্ধ। ইহার প্রণালী নাই, এবং মূল অশুদ্ধ। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের সহস্র টাকার ন্যূন আয় হইলে কর হইবে না, কিন্তু অন্য অন্য লোকের ভৃত্যের ২০০ টাকা আয় হইলে কর দিতে হইবে। এক জন জমীদারের বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা আয় তাঁহাকে কর দিতে হইবে না, কিন্তু তাঁহার এক জন ১৭ টাকা বেতনভোগী গমস্তাকে দিতে হইবে। কোন্ রাজনীতি ও কোন রাজস্বপ্রণালী এমত অবিচারের অনুমোদন করিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমরা সর্ব্বসাধারণকে একটী অনুরোধ করিতেছি, সকলে একবাক্য হইয়া টৌনহালে এক সভা করুন। এক্ষণে মহাসভার অধিবেশন হইতেছে, অতএব এই বেলা এক আবেদন করিয়া এই কর উঠাইবার প্রার্থনা করা উচিত। আবেদনে দুইটি বিষয়ের যেন বিশেষ উল্লেখ থাকে, প্রথমতঃ কর স্থাপন করিতে হইলে অন্ততঃ তিন মাস পূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে সংবাদ দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ সৈনিক ব্যয় সংক্ষেপ করা আবশ্যক। সাড়ে এগার কোটি টাকা বারিকে ব্যয় হইবে! গত বৎসর এ জন্য সাধারণ ধনাগার হইতে ১৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। গোপনে এ কাজ হইয়াছে। নূতন বারিক কি আবশ্যক? কবে ইহা স্থির হইল? আমরা দেখিয়াছি এক সেনাপতি একস্থানে বারিক করিলেন, অপর এক জন তাহা ভাঙ্গিয়া দিলেন। কোন্ ব্যক্তি ইহার দায়ী? ফ্রান্স ও প্রশীয়াতেও সৈন্যদিগের জন্য এত অপব্যয় হয় না। অথচ এখানে ৭০,০০০ মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য আছে।

—:০:—

এদেশীয়দিগের স্বদেশহিতৈষিতা ও ইংলিসম্যান।

পনশশ পাইলট যিশু খৃষ্টকে জিজ্ঞাসা করেন "সত্য কি?" কিন্তু তিনি প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা করেন নাই। এই প্রকার সম্প্রতি ইংলিসম্যান এতদ্দেশীয় স্বদেশহিতৈষিতার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত করিবার চেষ্টা পান নাই। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতঃ অলস, অতএব কোন একটী বিশেষ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন না। যখন যে পথ অবলম্বন করিলে সুবিধা হয়, তখন তাঁহারা সেই পথে গমন করেন। এই জন্য ভারতবর্ষীয়দিগের স্বদেশহিতৈষিতার অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, এবং এই জন্যই তাঁহারা স্বকৃত কার্য্যের কোন বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিলে এত অধৈর্য্য হন। যে ব্যক্তি এদেশের যাবতীয় বিনয়ের প্রশংসা করেন, তাঁহাকে বন্ধু বিবেচনা করা হয়, যিনি ভর্ৎসনা অথবা অল্প প্রশংসা করেন, তাঁহাকে শত্রু ও জাতিবৈরী জ্ঞান করা হয়।" আমাদিগের আলস্য একটি প্রধান দোষ বটে, কিন্তু এদেশীয় স্বদেশহিতৈষিরা কখন স্বদেশীয়দিগের পক্ষ পরিত্যাগ করেন না। সেনাপতি মরো যখন নেপলিয়নের উপরে ক্রোধ করিয়া রুশীয়দিগের দলে প্রবিষ্ট হন, তখন আপনার পূর্ব্বতন এক জন সুইজারলণ্ডীয় সৈনিককে ঐ দলে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি আশ্চর্য্য, তুমি আবার কি প্রকারে আমার ন্যায় ফরাশী দল ত্যাগ করিয়া এ দলে আসিয়াছ?" সৈনিক উত্তর করিল, "কিন্তু সেনাপতি! আমি ফরাশী নহি!!" এ দোষ এদেশীয়দিগের নাই। যখন যেমন তখন তেমন এ কথাটি সাধারণে এদেশীয়দিগের উপরে প্রয়োগ করা যায় না। ইহাঁরা গুণ দেখিলেই প্রশংসা করেন এবং দোষ দেখিলেই নিন্দা করেন, এই যুক্তি ধরিয়া চলিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি কদাচিৎ কোন একটি গর্হিত কার্য্য করিলে, তাহার পর তিনি শত শত গুণবৎ কার্য্য করিলেও যে তাঁহাকে একবার নিন্দা করা হইয়াছে বলিয়া চিরকালই তাঁহাকে নিন্দা করিতে হইবে, এদেশীয়েরা এ অদ্ভুত মত শিক্ষা করেন নাই। বোধ হয়, ইংলিসম্যান তাহাতেই এদেশীয়দিগের ব্যবহারে যখন যেমন তখন তেমন দেখিয়া থাকেন। ফলতঃ এদেশীয়েরা বন্ধুর প্রশংসা ও ভর্ৎসনা ও শত্রুর নিন্দার ভেদ বুঝিতে ও করিতে পারেন। ভর্ৎসনা করিলেই শত্রু হয়, এ অতি অকিঞ্চিৎকর বাক্য। যে সকল ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমাদিগের যে সমস্ত গুণ আছে, তাহা দেখিয়াও দেখিবেন না; যাহাদিগের মত এই, এদেশীয়েরা জয়কারী ইংরাজদিগের ক্রীতদাস হইবার জন্যই জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, যাহারা কণ্ট্রাক্ট আইনের সদৃশ অনৌদার্য্য দূষিত ঘৃণিত আইন বিধিবদ্ধ করিবার বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হন, যাঁহাদিগের মতে প্রত্যেক ভারতবর্ষীয় মিথ্যাবাদী, অপবাদী, মিত্রদ্রোহী, ও গুপ্ত রাজবিদ্রোহী; যাঁহারা ৮০,০০০ ইউরোপীয় সৈনিককে এদেশ শাসনের প্রধান উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ভারতবর্ষীয়েরা তাঁহাদিগকে কি প্রকারে বন্ধু জ্ঞান করিবেন? ইংলিসম্যান বলেন, "তিনি (এতদ্দেশীয় স্বদেশহিতৈষী) বলেন, এদেশ কেবল জমীদারদিগের জন্য

থাকুক, তাঁহার কেবল এই এক স্থিরতর [illegible] আছে. তিনি মফস্বলের ইউরোপীয় নীলকর ও তাঁহাদের [illegible] প্রজাপীড়নকারী বলিয়া [illegible] করিয়া থাকেন। ইংরাজি [illegible] জন্য, মানসিক বল [illegible] মানো তাঁহারদিগের [illegible] এই বিষয়ে ইন্ডিয়ানদিগের বিরুদ্ধে যে কিছু বলেন, তাহা [illegible] লিখেন। [illegible] জন্য মফস্বলের লোকের স্বত্ব [illegible] হইয়া জমীদারদিগের স্বত্বই কেবল সমাদৃত হউক, [illegible] কোন ভদ্র লোকের [illegible], তবে বাঙ্গালিদিগের মত [illegible], সওদাগরগণ ও এতদ্দেশ [illegible] রাজপুরুষ [illegible] করিয়া তাঁহাদিগকে [illegible] সাধারণ লোক [illegible] করা কষ্ট, এদেশীয় ভদ্রলোকেরা তাহাতে অনুমোদন করেন না। বিদ্রোহের সময়ে উহার বিস্ময়কর [illegible] করিয়া গবর্ণমেণ্টও এ মতের অনুমোদনে অনুরাগী নহেন। জমীদারেরা অত্যাচার করিলে কে মোনা কব্জী হইয়া থাকে, [illegible] ঘটিত মক দ্দমাকালে কি বাস্তবিক জমীদারদিগের স্বত্ব সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা হয় নাই? তাঁহাদিগের [illegible] কোন্ ভদ্রলোকে [illegible] নীয় মজীদারের [illegible] ধর্ম্মাবলম্বন করেন?

আমেরিকার [illegible] উপলক্ষে এদেশীয় সমাজে [illegible] শাসন কর্ত্তা অথবা [illegible] কর্ম্মচারিদিগের প্রতি [illegible] নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বিষয় কোন ব্যক্তি [illegible] প্রধান প্রধান [illegible] র জন্য চেষ্টা [illegible] কী। সমাজের কয়েক জন প্রধান লোকে লণ্ডনস্থ সভার সাহায্যার্থ চাঁদা। বিদ্রো-

[illegible] দেশ শাসন করা কঠিন কর্ম্ম। [illegible] স্থলে শাসনকর্ত্তাকে অবিচলিত ধৈর্য্য সহকারে ও প্রশান্তভাবে কাজ করিতে হয়। শাসনকর্ত্তা আমার তাহা করিতে পারেন নাই। অকারণ শত শত লোককে বধ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগকে শারীরিক প্রহার করা হইয়াছে। প্রকাশ্যতঃ অপমান ও প্রহার করিবার [illegible] ফাঁশী দেওয়া হইয়াছে। কোন স্থলে [illegible] যথার্থ বিচার হয় নাই। এরূপ শাসন প্রণালীর কার্য্যে অনুমোদন করা উচিত [illegible] গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন [illegible] হইলে অধীনস্থ অন্য [illegible] কর্ত্তারা কি শঙ্কাযুক্ত হইবেন না? ইংলণ্ডের [illegible] বলেন এদেশীয়দিগের মতে ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের সময়ে টেলার, কুপার, হডসন, নীল, নিকলসন ও লরেন্স প্রভৃতি যে কাজ করেন তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের ফৌজদারি দণ্ড হওয়া উচিত। পাটনার টেলারের বিষয় সকলে জানেন, ইনি পদস্থ থাকিলে পাটনায় সাধারণ বিদ্রোহ হইত সন্দেহ নাই, গবর্ণমেণ্ট নিবে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। কুপার ও নিকলসনের বিরুদ্ধে এরূপ কথা কে বলেন না। সেনাপতি নীল নরাকার রাক্ষস ছিলেন। কানপুরে প্রবেশ করিয়া তিনি এক জন ব্রাহ্মণ সুবেদারকে প্রথমতঃ হত ইয়ুরোপীয়দিগের শোণিত প্রক্ষালন করাইয়া পরে ফাঁশী দেন। অথচ সিপাহীরা ধর্ম্মের জন্য অস্ত্র ধারণ করে। তিনি এক লোককে ফাঁশী দেন যে কাশী হইতে বানপুর পর্য্যন্ত একটি বানর কত ব্যক্তিদিগের পদ ধরিয়া ধরিয়া যাইতে পারিত। নীল যদি প্রধান সেনানী হইয়া যুদ্ধ করিতেন তাহা হইলে যে জাতি সাধারণ বিদ্রোহ হইত তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার অবিবেচনামূলক নিষ্ঠুরতায় শীকেরা কাশীতে [illegible]

পাপ হয়। হেনরি লরেন্সের অপে[illegible]
কাহার নাম ভারতবর্ষে সমধিক সমা[illegible]
হয় না। তাঁহার মত প্রথমাবধি অনু[illegible]
হইলে বিদ্রোহ হইত এরূপ বোধ হয়[illegible]
যে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিয়া হডসন[illegible]
নীল বিখ্যাত হইয়াছেন, সব [illegible]
লরেন্স তাদৃশ নিষ্ঠুরতা করিয়া ভা[illegible]
বর্ষের আধিপত্য রক্ষা করা অপে[illegible]
তাহা হইতে বঞ্চিত হওয়া শ্রেয়ো[illegible]
করিতেন সন্দেহ নাই। সর জন লরে[illegible]
আমারের সহিত কোনক্রমেই তু[illegible]
হইতে পারে না। তিনি যদি আমা[illegible]
ন্যায় নিষ্ঠুরকর্ম্মা হইতেন, তাঁ[illegible]
ফৌজদারিতে অর্পণ না করা অধর্ম্ম [illegible]
সন্দেহ কি? শাসনকর্ত্তাদিগের উ[illegible]
শাসন না থাকিলে কি সমাজ চ[illegible]
থাকে? আমারের দণ্ড হয়, এ [illegible]
পাইয়া বাঙ্গালীদিগের প্রকৃত প্র[illegible]
ক্তির অণুমাত্র ত্রুটি হয় নাই, এটী ই[illegible]

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেইন সাহেব।

সে দিবস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ[illegible]
দানকালে মেইন সাহেব এদেশীয় [illegible]
দিগের বিদ্যাপারদর্শিতার স[illegible]
প্রশংসা করিয়া যে আহ্লাদ প্র[illegible]
করেন, তাহা আমরা গতবারে পা[illegible]
গণের গোচর করিয়াছি। তিনি [illegible]
ফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ছাত্রগণের স[illegible]
অত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের তু[illegible]
করিয়াছেন। এটী আহ্লাদের [illegible]
সন্দেহ নাই। এদেশীয়দিগের বিদ[illegible]
বয়ে প্রাধান্যলাভের সীমাকাল বিদ্য[illegible]
প্রায় অবস্থান পর্য্যন্ত হইয়া থা[illegible]
কিন্তু ইউরোপীয় কৃতবিদ্যগণ বি[illegible]
য়ের প্রধানতম পুরস্কার লাভ ক[illegible]
সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন না। বিদ্যা[illegible]
শিক্ষার যথার্থ পাণ্ডিত্যলাভ হয়[illegible]

যথার্থ পারিপক্কতা নিজের চেষ্টাতেই হইয়া থাকে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, গ্রোট, মেকলে, বিক্টর কুজাঁও, প্রভৃতি যদি কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষার উপরে নির্ভর করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নাম তাঁহাদিগের নিবাস পল্লীর সীমা অতিক্রম করিত কি না সন্দেহ স্থল। ইউরোপীয়েরা বিদ্যালয় পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া ত্যাগ করেন না। তাঁহারা আমরণকাল বিদ্যার অর্জ্জন বিষয়ে তুল্যরূপ পরিশ্রম করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে এদেশীয় ছাত্রগণ যত দিন বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করেন তত দিন আহার, নিদ্রা ও আমোদ পরিত্যাগ করিয়া অনবরত পুস্তক লইয়া কালযাপন করেন। অসঙ্গত পরিশ্রম ও জলবায়ুর দোষে অনেকের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন অমনি আমোদ প্রমোদাদির পরিচিত হইয়া আলস্যের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। মেইন সাহেব ভঙ্গীক্রমে আমাদিগের এ দোষের বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সংশোধন চেষ্টা একান্ত আবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কৃতবিদ্যগণ যে অলস হন, তাহার ত্রিবিধ কারণ আছে। প্রধান কারণ এই, আমাদিগের রাজনীতি সম্বন্ধে উন্নতি লাভের অনুমাত্র আশা নাই। মহত্ত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা অনেকের উৎসাহ বহ্নির দারু স্থানীয় হইয়া উঠে। ইংলণ্ডে যাবতীয় ব্যক্তির মহাসভায় প্রবেশের আশা আছে। মহাসভার তুল্য খ্যাতিলাভ স্থান দ্বিতীয় নাই। এখানে সেরূপ সভা নাই। সুতরাং আমাদিগের উন্নতি লাভের আশাও নাই। আমাদিগের সামাজিক কুপ্রথা দ্বিতীয় কারণ। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবামাত্র কৃতবিদ্যের স্কন্ধে পরিবার পালনের ভার প্রায় পড়িয়া থাকে। দরিদ্রতা যাবতীয় উৎসাহের উৎসাদকারিণী। দরিদ্র কৃতবিদ্যেরা পরিবার লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, পক্ষান্তরে ধনবান্ কৃতবিদ্যেরা মহাসভায় প্রবেশাদির সদৃশ [illegible]ের পথ না থাকাতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া আলস্যাসক্ত হইয়া উঠেন। তৃতীয় কারণ অপেক্ষাকৃত গুরুতর। গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভা যত্ন করিলে ইহার উন্মূলন করিতে পারেন। এক্ষণে প্রকৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় না। এতদ্দেশীয়েরা অলস স্বভাব বলিয়া কেবল মানসিক তর্ক করিতেই ভাল বাসেন। এই জন্য ন্যায়, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান এখানে সমধিক আদর প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ উন্নতি প্রকৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রের সবিশেষ অনুশীলন ব্যতিরেকে হয় না। এ বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে সম্পূর্ণ পারদর্শিতা জন্মে না। আমরা স্বভাবতঃ অনুকরণপ্রিয়, বর্ত্তমান বিদ্যা শিক্ষা প্রণালী দ্বারা সেই অনুকরণপ্রিয়তারই বৃদ্ধি হইবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মহাসভার সবিশেষ দৃষ্টিপাত একান্ত আবশ্যক।

সর উইলিয়ম ম্যানসফিল্ড ও ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় সেনাদল।

৮ই মার্চ্চ শুক্রবার সর উইলিয়ম ম্যানসফিল্ড ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারতবর্ষস্থ ইউরোপীয় সেনাদলের প্রসঙ্গ করিয়া এক বক্তৃতা করিয়াছেন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় স্থলেরই মত এই, ভারতবর্ষে অধিকসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু উভয় স্থলের লোকে উভয় প্রকার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ইংলণ্ডস্থেরা বলেন, এদেশে প্রতি বৎসর যে পরিমাণে সৈনিকের প্রাণত্যাগ হয়, সে পরিমাণে লোক প্রেরণ করা ইংলণ্ডের সাধ্যায়ত্ত নহে। ভারতবর্ষীয়েরা বলিয়া থাকেন, এখানকার রাজস্বের প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইতেছে, তথাপি কুলাইতেছে না। এ অকুলানের কারণ কেবল অধিকসংখ্য ইউরোপীয় সৈন্য। রেলওয়ে হওয়াতে এখন এক মাসের পথ এক দিনে যাওয়া যায়। সহসা বিপৎপাত হইলে অনায়াসে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সৈন্য নীত হইতে পারে। অতএব এখন ৫০০০ সৈন্যে পূর্ব্বকার ২০,০০০ সৈন্যের কাজ করিতে পারে। বিশেষতঃ যে নূতন প্রকার বন্দুক হইয়াছে, তাহাতে এখনকার এক জন সৈন্য পূর্ব্বকার পাঁচ জন অস্ত্রধারী সৈন্যের সমান হইয়াছে। তবে এদেশীয় সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইবে এই এক শঙ্কা আছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় সৈন্যগণের উৎকৃষ্ট অস্ত্র পাইবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণকার সিপাহীদিগের শিক্ষাও পূর্ব্বের ন্যায় হইতেছে না। এখনকার কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বে যখন সিপাহীদিগের উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইত, তখনও তাহারা ইউরোপীয় সৈনিকদিগের সম্মুখীন হইয়া সমকক্ষরূপে সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইত না। তখনও দশ সহস্র সিপাহী ৫০০ ইউরোপীয়কে পরাজিত করিতে পারে নাই। কানপুরের সর হিউ হুইলার, লক্ষ্ণৌয়ের সর হেনরি লরেন্স ও সেনাপতি ইঙ্গলিস্, আগরার সেনাপতি গ্রেটহেড, সেনাপতি হ্যাবেলক ও মেজর রেনড, অল্প মাত্র সৈন্য লইয়া সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত সিপাহিকে পরাজিত করিয়াছেন। ঝাঁসির রাণী দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়াও সিপাহিগণ দুই ঘটিকাকাল দশমাংশ ইউরোপীয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই। ফলতঃ বিদ্রোহী সেনাগণের রাজকীয় সৈনিকদিগের সমকক্ষতা আর সচরাচর নয়নগোচর হয় না। ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশের দৃষ্টান্ত

গ্রহণ করিলেও ইহা প্রতিপন্ন হয়। যখন
রুশীয় সম্রাট নিকলাস সিংহাসনে
আরোহণ করেন, তৎকালে সৈন্যগণ
াধারণে তাঁহার বিপক্ষ হইয়াছিল।
কিন্তু কেবল দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য অবল
ন করিয়া তিনি দশ সহস্র বিদ্রো-
হীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহা-
দিগের শিক্ষা ও সাহস কেবল একরূপ
র, তাহারা এক দেশের লোক এবং
ক সেনাপতির নিকটে যুদ্ধ শিক্ষা করি-
াছিল। ফরাশী বিপ্লবের সময়েও রাজার
রীরক্ষক সুইজরলণ্ডীয় সৈন্যগণ
ারিসের সহস্র সহস্র লোক ও বিদ্রোহি
নাকে দূরে নিক্ষেপ করে। সে দিবস
ানের বিদ্রোহি সৈন্যগণ সমান সংখ্যক
ভুক্ত সৈন্যদিগের সমকক্ষতা লাভ
রিতে পারে নাই। কেবল সাহস ও
শিক্ষায় কাজ হয় না, ভাল সেনাপতির
য়োজন। সৈনিক বিদ্রোহে প্রায় উত্তম
নাপতি মিলে না। যদি এরূপ হইল,
ন্য সংখ্যা কমাইলেই যে বিদ্রোহ
টনা হইবে এবং বিদ্রোহীরা কৃতার্থতা
তে সমর্থ হইবে, সে সম্ভাবনা অল্প।
ক্ষণে ভারতবর্ষে পুলিশ প্রহরীদিগকে
ইয়া গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ আড়াই
ক এতদ্দেশীয় অস্ত্রধারী লোক আছে,
হারা যে এককালেই বিদ্রোহী হইবে,
া সম্ভাবিত নহে। হইলেও ৪০,০০০
রোপীয় সৈন্য সহজে ইহাদিগকে দমন
রিতে পারিবে। রেলওয়ে ও নূতন
ুক দ্বারা বিশেষ সাহায্য লাভ
বে সন্দেহ নাই। তবে অধিকসংখ্য
ন্য রাখিয়া ঋণগ্রস্ত হওয়া কেন?

প্রধান সেনাপতি বলেন, "১৮৬১
ব্দ ভারতবর্ষে ৮২,০০০ ইউরোপীয়
ন্য ছিল। এক্ষণে ৬১ ০০০ রহিয়াছে।
দ্রোহের পূর্ব্বে ৪৫,০০০ ছিল।" কাগজে
০০০ ছিল বটে, কিন্তু কার্য্যকালে প্রায়
হাজারের অধিক হইত না। তিনি
আর এক স্থানে বলিয়াছেন "১৮৫৭ অব্দে এতদ্দেশীয়দিগের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ৬১,০০০ সৈন্য অধিক নয়।" ১৮৫৭ অব্দে জাতি সাধারণ বিদ্রোহ হয়, প্রধান সেনাপতি ইতিহাস, ঘটনা, ও গবর্ণমেণ্টের নিজের রিপোর্টের বিরুদ্ধে যদি এ কথা বলেন, তাহা হইলে ৬১,০০০ সৈন্যও পর্য্যাপ্ত নহে, যদি কেবল সিপাহি বিদ্রোহ হয়, এবং সেই বিদ্রোহের কেবল ভয় থাকে, তাহা হইলে ৬১,০০০ প্রয়োজনের অধিক সন্দেহ নাই। প্রধান সেনাপতি এক জন রাজস্ববিৎ তিনি দেখিতেছেন, কত কষ্টে এদেশ হইতে কর আদায় হইতেছে। গত বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, মড়ক প্রভৃতিতে দেশের সৌভাগ্য স্রোত বহুল পরিমাণে রুদ্ধ করিয়াছে। এ অবস্থায় কাল্পনিক ভয়ে রাজস্বের অপব্যয় করা যে যুক্তিসিদ্ধ নয়, একথা তাঁহার অপেক্ষা কেহই অধিক বুঝিতে পারিবেন না। লোকে বারম্বার বলিতেছেন এত সৈন্যের প্রয়োজন নাই। এরূপ স্থলে বিদ্রোহের ভয় ও অবিশ্বাসে প্রজাদিগকে কষ্ট দেওয়া কিপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? দশ সহস্র ইউরোপীয় সৈন্য কমিলে অসঙ্গতি দূর হয়, এটী গবর্ণমেণ্ট বুঝেন না কেন? রাজস্ব প্রণালীর উৎকৃষ্ট অবস্থায় গবর্ণমেণ্টের সম্ভ্রম ও স্থায়িত্ব এবং প্রজাদিগের সৌভাগ্য ও সন্তোষ নির্ভর করে। অতএব যাহাতে সেই উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা করা যে আবশ্যক তাহা বলা বাহুল্য। তিনি স্বয়ংই কহিয়াছেন, ১৮৬১ অব্দে ৮২ হাজার ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, এখন তাহার ২১ হাজার কমিয়াছে। ইহাতে শঙ্কা জন্মিতেছে না, কিন্তু আর ২১ হাজার কমাইলেই যে বিদ্রোহ ঘটিবে তাহার প্রমাণ নাই। আমরা উপরে যেরূপ প্রমাণ করিয়া দিলাম, তাহাতে বাস্তবিক সে ঘটনা হইলেও তন্নিবারণ কষ্টকর হইবার নহে।

সর উইলিয়ম মানসফিলড আর এক বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সৈনিক রাজনীতির সমর্থন করিয়াছেন। সাড়ে এগার কোটি টাকা নূতন বারিকের জন্য ব্যয় করা হইবে। প্রধান সেনাপতি বলেন বারিকের প্রণালী উত্তম হইলে পীড়া অনেক কমে, কলিকাতার দুর্গ তাহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন পেসোয়ারে যে এত পীড়া হয় তাহা বারিকের দোষে নহে, সর্ব্বদা রণক্ষেত্রে থাকিতে হয় বলিয়া পীড়া অধিক হয়। সর চারলস নেপিয়র যখন প্রধান সেনাপতি ছিলেন তখন বারিকের অল্প উচ্চ ঘর সকলের অস্বাস্থ্যের কারণতা বলেন। সর হিউরোজ জলবায়ুর দোষ দেন, স্বাস্থ্যরক্ষণী সভা পরিষ্কারের কথা বলেন। সর উইলিয়ম মানসফিলড রণক্ষেত্র ও অপরিমিত পরিশ্রমের উল্লেখ করিতেছেন। কোন্ মত গ্রাহ্য? আবার সর জন লরেন্স যাইলে যে এই সাড়ে এগার কোটি টাকা অপব্যয় বলিয়া নূতন বারিক হইবে না তাহার প্রতিভূ কি আছে? কিন্তু যে মত গ্রাহ্য হউক, সকলে একবাক্য হইয়া একটী কাজ করিতেছেন:—আমাদিগের রাজস্ব ক্ষয় হইতেছে। সাধারণ অসন্তোষ রাজস্ব সম্বন্ধে গ্রাহ্য হইতেছে না।

আমরা গবর্ণমেণ্টকে এ রাজনীতির উৎকর্ষ সাধন করিতে বলিতেছি। সত্য কথা বলিলে ক্ষতি কি? গবর্ণমেণ্টের সৈনিক রাজনীতি অনুসারে প্রজার বৃথা ধনক্ষয় হইতেছে, সিরাজদ্দৌলার ন্যায় ভূপতিগণ কাড়িয়া লইতেন, প্রভেদ এই মাত্র। সাধারণ ক্ষতি উভয় স্থলে সমান দেখা যাইতেছে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের নিকটে এই দুর্নাম লইতে প্রস্তুত আছেন কি না? প্রশ্ন হইতেছে।

সৎ দৃষ্টান্ত।

ধনবান্ ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তহস্ত হইয়া [illegible]ড়িষ্যার দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যদান [illegible]ন্য, এই অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের গব [illegible] জেনরল সর জন লরেন্স স্বয়ং উপ[illegible]ত থাকিয়া টাউনহলে সভা করিয়া [illegible] সহস্র টাকা স্বাক্ষর করেন। আমরা [illegible] দিবস এই একটী মহৎ দৃষ্টান্ত বর্ণন [illegible]রিয়াছিলাম। সম্প্রতি আন্দিমগরের [illegible]

[illegible]বু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি [illegible]পনার জমীদারীতে গিয়া প্রজাগণকে [illegible]হ্বান করিয়া এক সভা করেন। সেই [illegible]ভায় যে টাকা সংগৃহীত হয়,তাহা [illegible]হাযে প্রেরিত হইয়াছে। পাঠকগণ [illegible]ন্তরিত স্থলে ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত [illegible]র্শন করিবেন। শুনিলাম, তিনি নিজেও [illegible]রো টাকা দিবেন সংকল্প করিয়া [illegible]ছেন। যদি অন্য অন্য জমীদার এই [illegible]ন্তের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন, [illegible]রতবর্ষে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সংগ্রহ [illegible]ওয়া দুরূহ হয় না। ভারতবর্ষেই এ [illegible]র্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে [illegible]হায্যলাভের আশা নাই। ষ্টেটসে[illegible]ক্রটারি লিখিয়াছেন, সেখানেও অন্নকষ্ট [illegible]পস্থিত। ভারতবর্ষেই আবশ্যক অর্থ [illegible]ংগ্রহ করিতে হইবে যখন স্থির হইল, [illegible]খন ভারতবর্ষীয় ধনবান্ ও ঐশ্বর্য্য[illegible]ান ব্যক্তিদিগের ধনপতি সিংহ বাহা[illegible]রের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করাই [illegible]র্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা সহজে সমধিক কৃতা[illegible]র্থতালাভের সম্ভাবনা আছে। উপসং[illegible]হারকালে বক্তব্য এই, গবর্ণমেন্ট সমধিক [illegible]শ্বাসনা করিয়া ধনপতি সিংহ বাহাদু[illegible]রের সদৃশ ব্যক্তিদিগের সমধিক উৎসাহ [illegible]র্দ্ধন করুন। গবর্ণমেন্ট যত উৎসাহ [illegible]র্দ্ধন করিবেন, ততই দিন দিন নূতন [illegible]নূতন ধনপতি সিংহ বাহাদুর আমাদি[illegible]গের নয়নপথে অবতীর্ণ হইবেন।

কোরহাটিস্থ সংবাদদাতা লিখি[illegible] য়াছেন।

১। আমরা দেখিয়া বিস্মিত হ[illegible] পুরস্থ এক জন বিচারক [illegible] মার্চ প্রেরণ প্রভৃ[illegible]ির বিচার করিয়াছিলেন[illegible] [illegible]দের কেজরাদি মাসে তন্নাবে[illegible] লিখিয়া দিতেছেন। শুনিলাম তিনি[illegible] বিক্রমপুরে উপস্থিত [illegible]। মধ্যে [illegible]গিয়া ১০। ১৫টি রায় [illegible] দিয়াছেই ইতিপূর্ব্বে কোন [illegible]পত্রিকা সম্পাদক গবর্ণমেণ্টকে মফস্বল বিচারালয়গুলির জন্য এক জন তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিতে বলিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের এতদ্ বিষয়ে মনোযোগ বিধান করা কর্ত্তব্য।

২। আমরা আহ্লাদিত হইলাম, কীর্ত্তিবাসা গ্রামে তত্রত্য কতিপয় ব্যক্তির ঐকান্তিক যত্ন ও অধ্যবসায়ে তথায় "জ্ঞান প্রকাশিকাশিনী" নাম্নী একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কীর্ত্তিবা সার প্রধান ধনী যুক্ত রাজকুমার বাবুর পুত্র বাবু প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ই না কি সভাস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী।

৩। অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করি তেছি, কতিপয় দিবস হইল, মধমসক বন্দরে অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বন্দরের প্রায় ৫০০ শত খড়ের ঘর ও এক খানা ইষ্টকালয় এবং প্রায় ১২। ১৪ হাজার টাকার দ্রব্য ভস্মী- ভূত হইয়াছে। লঙ্কা দাহনের ন্যায় বন্দর তিন দিবস পর্য্যন্ত জ্বলিয়াছিল। ঘটনাটি নিতান্ত শোচনীয়।

৪। এক জন মুসলমানের সহিত তজ্জাতীয় কোন একটী কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হয়। বিবা হের পূর্ব্ব দিবস কন্যাকর্ত্তা পাত্রী লইয়া পাত্রের বাড়ী যাইতেছিল, ইত্যবসরে পথিমধ্যে অপর এক বিবাহার্থী মুসলমান বলপূর্ব্বক কন্যাটিকে কাড়িয়া লইয়া যায়। ৩ দিন পরে পুলিস কন্যা- টিকে মুক্ত করিয়াছে। অপহরণকারীর বিচার অদ্যাপি হয় নাই।

—••—

ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেনঃ—

দস্যু তস্করগণ আপন আপন দুষ্কর্ম্মজনিত শাস্তিভোগ করিয়া পুনর্ব্বার ঐরূপ অন্যায় কাজে লিপ্ত না হয়, এই উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট বিবিধ শাস্তির নিয়ম বিধান করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দ্বারা যদি কোন উপকার না দর্শিল, তবে উহা থাকার ফল কি? আমরা অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যাহারা কোন দণ্ড ভোগ করিয়া একবার দণ্ডভোগ করি[illegible]য়াছে, তাহারা পুনর্ব্বার অন্য কোন গর্হিত কর্ম্ম করিয়াও শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল দস্যু তস্কর কারাগারে অবস্থিতি করিয়া দণ্ড[illegible] ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদিগের প্রায় অধি[illegible]কাংশ লোকের স্বভাবই নিতান্ত দূষিত থাকিয়া যায়, সংশোধিত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং কারাগৃহ হইতে বিমুক্ত হইলেও পুনর্ব্বার কদ্য [illegible] কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। ইহার কারণ কি? আম[illegible] বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি সদুপদেশের অ[illegible] বেই ঐ সকল কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। য[illegible] কারাগারে নিবদ্ধ কয়েদীদিগকে নানারূপ উপদে[illegible] প্রদান করিয়া তাহাদিগের স্বভাব সংশোধনে চেষ্টা না করা যায় তাহা হইলে কখনও উদ্দেশ[illegible] বিষয় সুসিদ্ধ হইতে পারিবে না। অতএব আ[illegible] মরা দয়াবান ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সমীপে স[illegible] যত্নে প্রার্থনা করিতেছি, যদি প্রজাগণের স্বা[illegible] সুখ বর্দ্ধনের ইচ্ছা হয় এবং দেশ মধ্যে দস্যু তস্কর জনিত ভয় নিবারণ করিয়া শান্তি স্থাপ[illegible] করিতে বাসনা হয় তবে প্রত্যেক স্থানের জে[illegible] খানার কয়েদীদিগকে উপদেশ প্রদান করি[illegible] তাহাদের দুঃস্বভাব শোধন জন্য এক এক [illegible] সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিকে উপদেশকরূপে নিযু[illegible] করুন। এতদ্দ্বারা লোকেরও যেমন চরিত্র শো[illegible] ধিত হইবে, তেমন আবার তৎ সঙ্গে সঙ্গে না[illegible] প্রকার বিশুদ্ধ সুখ প্রবাহও প্রবাহিত হই[illegible] সন্দেহ নাই।

উপরে যে বিষয়ের উল্লেখ করা গেল, আম[illegible] দের গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে যে বড় উদাসীন হ[illegible] নাই। প্রত্যেক জেলখানায় এক এক জন উ[illegible] দেষ্টা রাখিয়াছেন বটে কিন্তু কার্য্যে কিছুই [illegible] দেখে না। আমরা যখন ইহার প্রকৃত কারণ [illegible] সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই তখন উপদেষ্টাদি[illegible] উপদেশ বিষয়ে অমনোযোগ, অবহেলা ও [illegible] লস্য প্রভৃতিই কারণ বলিয়া বোধ হয়। অত[illegible] কর্ত্তব্য পরায়ণ ও সুশিক্ষিত লোকদিগকে [illegible] কার্য্যে নিযুক্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সং[illegible] নাই।

২। অত্রত্য জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত [illegible] সাহেব নানারূপ অন্যায় কাজ করিয়া লো[illegible] অপ্রিয় হইতেছেন। তিনি অনর্থ এক এক জ[illegible] অপমানিত করিয়া থাকেন। সে দিন এক [illegible] দোকানদারকে অন্যায় অপরাধ লগাইতে উদ্য[illegible] তার তাহার নাম জারির দাবীতে উকিল [illegible] কের নিকট অভিযোগ করেন। আসামীর [illegible] পক্ষ ইহা জানিতে পারিয়া জে সাহেবের

কাজের সত্যাসত্যতা প্রমাণার্থ মনোযোগী হই য়াছেন।

৩। এখানে প্রেততত্ত্বাদিগণ লইয়া বড়ই আন্দোলন হইতেছে। মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এক একটী মীটিঙ হইয়া থাকে। তাহাতে কোন কোন পরিচিত ব্যক্তির আত্মা না কি আবির্ভূত হয়। অত্রত্য কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তি এতদ্বিষয়ে মাতিয়া পড়িয়াছেন।

৪। এবার ঢাকা কালেজের মন্দ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। তথা হইতে এবার ছয় ছাত্র বি, এ, পরীক্ষা দিতে যাইয়া তন্মধ্যে চারিটী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং দুটী ছাত্র এম এ, পরীক্ষা দিয়া উভয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছেন। নিতান্ত সুখের বিষয়।

৫। কয়েক দিন যাবৎ এখানে চোরের বড় প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

৬। আমাদের সদরআমীন মহাশয় পীড়িত হইয়া তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। কোন্ ব্যক্তি তৎপদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার পদ, নির্বাহ করিবেন তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতে পারি নাই।

৭। প্রতি বৎসরই এখানে ফাল্গুনমাসের শেষে আগুন লাগিয়া থাকে। এ বর্ষেও এ সময়ে অগ্নির বড় প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে।

৮। অত্রত্য হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভার ক্রমশঃ হ্রাস দেখা যাইতেছে। ত্রিপুরার রাজা বীর চন্দ্র বাহাদুর উহার সাহায্যদানে মনোযোগী হইয়া সম্প্রতি ঐ সমাজে সাত শত টাকা দান করিয়াছেন।

৯। মুন্সীগঞ্জের লাসেল সাহেব বিক্রমপুরবাসিদিগের স্বাস্থ্য সম্পাদন জন্য তথায় মিউনিসিপাল সংক্রান্ত কতিপয় নিয়ম প্রচার করিয়াছেন। যাহারা ঐ সকল নিয়মের অন্যথাচরণ করিবে তাহাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবার অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রায় ব্যক্তি যে ঐ সকল নিয়ম পালনে যে মনোযোগী হইবে তাহাদের এমত ভরসা হইতেছে না।

১০। আমাদের কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। যে দিন এই আদেশ আসিয়াছিল, অত্রত্য নাজির চন্দ্র বন্দুক আমরা অনেক বিষয়ে ক্ষমা করি ছি। কিন্তু কমিসনর সাহেবের পত্রানুসারে ... বিষয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হই ... যত দিন বগুড়ার সদরআমীন ও বিদায় বিষয়ের গোল যে পর্য্যন্ত নিষ্পত্তি না হইবে সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্যে তাহাকে হইতে পারিবেন না। ২৩

...হইল, গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিয়াছেন অত্রত্য বন্দুকে চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেটের পদে বদলী করা গেল।

১১ ই ... দিন হইল, অত্রত্য জেলখানার কয়েক জন চৌকিদার একত্রিত হইয়া এক জন বরকন্দাজকে খুন ...

বিবিধ সংবাদ।

২৮ এ ফাল্গুন ...

বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় ... করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই আসিস্টান্ট সম্পর ডেপুটী কালেক্টরদিগের বিচারের আপীল কালেক্টরের ক্ষমতা সম্পন্ন ডেপুটী কালেক্টরগণ গ্রহণ করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেটদিগের হস্তে যে প্রকার কার্য্যভার, তাহাতে এ প্রথা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এমত স্থলে আপীলগ্রহণকারী ডেপুটী কালেক্টরের সহিত প্রথম ডেপুটী কালেক্টরের যেন পালটি ঘর-না হয়।

বোম্বাইয়ে একটী সামাজিক বিজ্ঞান সভা হইতেছে। দেশের যে অবস্থা তাহাতে একটি সামাজিক বিজ্ঞান সভার সকল ... সভ্য নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। রেলওয়ে দ্বারা প্রধান প্রধান সমুদয় রাজধানীর সহিত সংযুক্ত হইল। ... মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চলিলে কাজ হইবে।

বোম্বাইয়ের একখানি সংবাদপত্র এডেন হইতে জনরবে সংবাদ পাইয়াছেন ডাক্তর লিবিংষ্টোন হত হইয়াছেন। কিন্তু অল্প দিন হইল তৎপ্রেরিতপত্র সকল আসিয়াছে। অতএব নিশ্চয় সংবাদ না পাইলে এ ঘটনা সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

মান্দ্রাজের শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাক্তর আলেকজন্দর হণ্টার বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন শিল্প বস্তু দর্শনার্থ প্রেরিত হন। তিনি জয়পুরে গমন করাতে রাজা তাঁহাকে আপন রাজ্যে এক শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত করিবার অনুরোধ করেন। এই বিদ্যালয় শীঘ্র স্থাপিত হইবে। ডাক্তর হণ্টার রাজাকে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন জয়পুরে চীনের মৃত্তিকা আছে ইহা দ্বারা উত্তম বাসন হইতে পারে। অত্রত্য খনিজ দ্রব্যও প্রচুর। ইহা ব্যতীত ভিন্ন বস্ত্র প্রভৃতিও উত্তম হইয়া থাকে। শিল্পবিদ্যালয় হইলে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার সাহায্য করিবেন। কিন্তু ডাক্তর হণ্টার প্রার্থনা করেন জয়পুরে যে সকল উত্তম দ্রব্য আছে তাহা দিয়া রাজা মান্দ্রাজের সহায়তা করেন, জয়পুরের রাজা এ

সকল বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত করিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। রাজার এ সকল চেষ্টা অতি প্রশংসনীয়। ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, জয়পুর প্রভৃতি প্রদর্শন করিতেছে এতদ্দেশীয় রাজগণ উৎসাহ পাইলে উত্তমরূপে শাসন করিতে পারেন, ... বেনিয়ান লেবেলের এ কথা অমূলক না।

জয়পুরের রাজা মিস কার্পেণ্টারকে ... সাকের স্ত্রী শিক্ষাপ্রণালীর উন্নতি হেতু আহ্বান ... করেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হওয়াতে তিনি তাহা ... করিতে পারেন নাই।

গবর্ণমেণ্ট ... দিগকে ... ছয় টাকা সুদে ৫২ লক্ষ টাকা কর্জ দিতেছেন ... শতকরা ৪ টাকা মাত্র গবর্ণমেণ্ট লইবেন ... আর দুই টাকা জমা হইয়া ক্রমশঃ ঋণ পরি শোধ হইবে। ... ডেটনীয়া আদালত ... দেখিয়া চালাইতেছেন না।

ভারতবর্ষীয় সভার পত্র আবেদন ... পাসি সাহেব দরিদ্রকারী লাইসেন্স বিলের ... কার এক অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন। ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত উর্দ্ধ সংখ্যা ধরা হয়, ইহার পর ২০ ... টাকা স্থির হয়। ১০,০০০ হইতে ২৫,০০০ ... ের ৫০০ টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে। ... কালেক্টরের পর পর্য্যন্ত লোকদিগের ... হইয়াছে। এই নিয়ম ব্যবস্থাপক সভা ... বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের নূতন শাসন কর্ত্তা রাইট অনরেবল সাইমর ফিটজজেরাল্ড সাহেব ৫ ই ... মার্চ্চ উপস্থিত হইয়াছেন। সর বার্টল ফ্রিয়ার ... ৫ ই মার্চ্চ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন।

এপ্রেলের ১৫ ই পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনরল সি... মলায় গমন করিবেন। লোর্ড লরেন্স ও কৌন্সিল ... পূর্ব্বে গিয়াছেন।

ইংলিসম্যান বলেন "ভারতবর্ষের কত ... গুলি সর্দার কয়েক বৎসরাবধি উপহাসাস্পদ ... হইয়াছেন। ইঁহারা প্রতি শীতকালে ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু গ্রীষ্ম আসিব মাত্র সে ইচ্ছা পরিত্যক্ত হয়।" মুরশিদাবাদের নবাব অনেকবার এই ইচ্ছা করিয়া ... কেন। ভূপালের বেগমের ... জাহাজ পর্য্যন্ত ভাড়া করিয়া শেষে ক্ষতি ... করেন। জয়পুরের রাজা ঘোষণা করিয়া ... কাপুরের অনুরোধে ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা ... করিয়াছেন। একটা ... রাজ বটে, কিন্তু পরিবার বর্গ ইংলণ্ডে যাইবার

বিষয়ে এত প্রতিবাদী হন, যে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমস্ত উদ্যোগ করিয়া ও এই ইচ্ছা [illegible] করিতে বাধিত হন।

অত বৃন্দাবনবাব অবধি ইংলিশম্যানে নাইসেন্স টাক্সের বিরুদ্ধে বিস্তর পত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইউরোপীয় সমাজ যে ইহাতে বিরক্ত হইয়াছেন তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। এতদ্দেশীয় মধ্য ও নিম্ন শ্রেণির অসন্তোষের ত কথাই নাই।

সম্প্রতি মহাসভায় এবার্ণস্ট ক্রেব সেশনি সাহেব লার্ড ক্রাণ বোরণকে জিজ্ঞাসা করেন, উৎকলের দুর্ভিক্ষ ক্রমশঃ কি ন্যূনতা দেখিতে পাইতেছেন। তিনি বলেন যে যে স্থানে জলপ্লাবন হইয়াছে তাহা ব্যতীত আর কোন স্থানে কষ্ট নাই। কিন্তু নাড সাহেবের প্রশ্নানুসারে লার্ড ক্রাণ বোরণ বলিয়াছেন দুর্ভিক্ষ অবধারিত না হয় তন্নিমিত্ত যে যে উপায় আবশ্যক তন্নিমিত্ত কমিশন নিযুক্ত হইয়াছেন। ব্রাইট সাহেব কমিশনের এই দোষ ধরিয়াছেন তন্মধ্যে গ্রামপুরবাসীর সভ্য নাই। দুর্ভিক্ষ লইয়া মহাসভায় বিশেষ আন্দোলনের সম্ভাবনা।

২৯ এ ফাল্গুন মঙ্গলবার।

গতকল্য এতদ্দেশগণের নিম্নলিখিত টাকার অঙ্কিতেন বেক্রীত হইয়াছে—

	নিলুক	প্রতিসম্লক	মোট
বেহারের	২০০০১২৭৮/১০	২৫,৫৭,০০০	
কাশীর	২,০০০ ১১৯৯৯০	২০	৯৯,০০০

গবর্ণর জেনরল আজ্ঞা দিয়াছেন কোম্পানির উচ্চ আদালতে অন্যের ডিক্রী হইলে তাহা এতদ্দেশীয় রাজ্যমধ্যে জারি হইতে পারিবে। তদ্দেশীয় নরপতিগণের নকল দিয়া গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করিলে তাহা জারি করা হইবে পূর্বে যে কোন প্রথা থাকুক না কেন, সম্প্রতি ইহা একণে আবশ্যক হইল। ইউরোপীয় জাতির পরস্পর এপ্রকার নিয়ম আছে, অতএব এখানে না হইবে কেন আমরা তাহার কোন কারণ দেখিতেছি না। কিন্তু আমরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় রাজ্যসমূহের আদালতের ডিক্রী যেন এই প্রকারে গবর্ণমেন্টের সীমামধ্যে জারি করা হয়। তুল্যাংশ লইয়া অবশ্যই না হয়ে মকদ্দমা হইতে পারে না।

সুপ্রসিদ্ধ বিখ্যাত মিশনরি ডাক্তর বাকলেন মৃত্যু হইয়াছে।

বিড়াম্বল ও ট্রেবর নামক বাঙ্গালার বাঙ্গালি ছিলেন। তাঁহার যৌবনের প্রধান অংশ ঐ স্থানে অতিবাহিত হয়। বাঙ্গালার বিদ্যালয়, রাস্তা প্রভৃতি তাঁহার যত্নে হয়। বস্তুতঃ উত্তরকালে বর্তমান উন্নত প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় হইয়াছে। "ট্রেবর" সাহেবের নাম না [illegible] এমত লোক নাই, এবং কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক কি বৃদ্ধ কি শিশু কেহই ট্রেবরকে [illegible] ছিলেন না। সম্প্রতি [illegible] বঙ্গ [illegible] বেভিন্স [illegible] সাহেবের কাছে ছিল [illegible] সহিত আলোচনা করিতেন। [illegible] সুপরামর্শ দিতেন। ট্রেবর সাহেব [illegible] "ট্রেবর" দিলেই বাঙ্গালা পূর্ণ হইত। [illegible] তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ [illegible]। সেইজন্য বারাসতের লোকেরা এক সভা করিয়া তাঁহাকে কোন স্মরণার্থ চিহ্ন দিতে প্রস্তুত করিয়াছেন। এক কমিটির সভা হইয়া তিন টাকা উঠিয়াছে। বারাসতের উন্নতের সূত্রপাত কালীকৃষ্ণ দ্বারা হয়। প্রথম কৃষ্ণধন মিত্র ইনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দ্বিতীয় ট্রেবর সাহেব ইনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন। তৃতীয় প্যারীচরণ সরকার, ইনি অন্য কাজে ব্যস্ত। উদ্যোগির মধ্যে একজন কালীকৃষ্ণ রহিয়াছেন। ইহার সাহায্য না পাইলে ট্রেবর সাহেব কোন কাজ করিতে পারিতেন না। এই ব্যক্তি কালীকৃষ্ণ মিত্র। বারাসতের লোকেরা ইহাকে যেন কখন বিস্মৃত না হন।

আমরা ইংলণ্ড ইউরোপীয় কাগজপত্রেতে দর্শন করিলাম সম্প্রতি কয়েকজন রাজাকে এবং করিবার সময়ে সম্রাজ্ঞী করেয়ার কন্যাগণ উপস্থিত ছিলেন, এবং সময়োচিত সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়া গেলেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ পুনঃ প্রাদুর্ভাব হইতেছে এটি কি তাহার চিহ্ন?

আমরা উক্তপত্রে দেখিলাম পোপ নবম পায়সের নিজব্যয় বাবদ প্রত্যহ আড়াই টাকা আয় হয়, পোপের অবশিষ্ট আয় কেবল দান ও ধর্ম কার্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। এটি আশ্চর্যের ও প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই।

৩০ এ ফাল্গুন বুধবার।

সর জর্জ ইউল গবর্ণর জেনরলের কৌন্সিলে প্রবেশ করিয়াছেন। টেম্পল সাহেব হায়দরাবাদের রেসিডেন্ট হইবেন। এইরূপ জনশ্রুতি অযোধ্যার রাজস্ব সংক্রান্ত কমিশনরকে মধ্যভারতবর্ষের প্রধান কমিশনরের পদ দেওয়া হইবে। টেম্পল সাহেব লেপ্টেনান্ট গবর্ণর হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছেন।

অনিকাগ্রা-করেরা গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাদিগের কষ্টের বিষয় জানান। চা চাষের বর্তমান দুরবস্থা কোথা কুলীর সন্দেহ নাই। কুলির উপর অত্যাচারের নিবারণ না হইলে উহার সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইংলিশম্যান প্রকাশ করিয়াছেন, রঙ্গপুর তিস্তা দেশের মধ্যে রেইলওয়ে করিবার জন্য কাউন্সেল উইলসন জরিপ করিতে যাইতেছেন।

উক্ত পত্র ইন্দোর হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, মহারাজ হোলকার কয়েকজন পণ্ডিতকে ইংলণ্ডে আপনার কোন কার্যের নিমিত্ত প্রেরণ করিবেন। ইহাতে জাতিনাশ হইবে কি না তাহার বিবেচনার্থ সম্প্রতি এক সভা হইয়া স্থির হইয়াছে, পণ্ডিতগণ বিদেশ যাইলে পতিত হইবেন। কিন্তু রাজকার্যে যাইতেছেন, অতএব সে দোষ স্পর্শিতেছে না। এটি অতি শুভ লক্ষণ, হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার এইরূপে ক্রমে পরিবর্তিত ও পরিশোধিত হয়, এই আমাদিগের ইচ্ছা।

দুর্ভিক্ষ কমিশনর ম্যাকোনি সাহেব টেলিগ্রাম করিয়াছেন ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উৎকলে তিন লক্ষ মণ চাউল গিয়াছে এবং আড়তায় আড়কাঠি [illegible] রাখা হইয়াছে। গঞ্জাম হইতে চাউল আসিতেছে। গুজরাত ও সম্বলপুরের দুর্ভিক্ষ নিবারণ সভা বলেন তথায় কষ্ট কমিয়াছে, ইহার বৃদ্ধি হয় না। কটকে চাউল ও ডাইল অপেক্ষাকৃত সস্তা হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগকে সুতা কাটিতে দেওয়া হইতেছে। দুর্বলদিগকে [illegible] গুরুতর কাটিতে বয় এবং স্থানে স্থানে দরখাস্ত করিয়া কাজ ও সাহায্য দেওয়া হইতেছে। বালেশ্বরের ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী বিবি মগ্রাথ অনাথদিগের সাহায্য করিয়া রমণী জনসুলভ দয়ার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। অপ্রত্যয় সভা তাঁহার সাহায্যার্থ ২০০ টাকা দিয়াছেন।

বৈদ্যবাটির নিকটবর্তী কয়েকটী গ্রামে অতিশয় মারীভয় হইয়াছে। প্রত্যহ ১০। ১২ জনের মৃত্যু হইতেছে।

গবর্ণমেন্ট হুগলির জজ [illegible] সাহেবকে লিখিয়াছেন তিনি সমস্ত [illegible] কিয়দংশ কাহাকে [illegible] লইয়া অন্য [illegible] করিয়াছেন। কাহারো এ অংশ ত্যাগ করা হইবে।

আমরা দুঃখিত হইলাম অযোধ্যায় যে সকল লোক পতিত ভূমি ক্রয় করিয়াছেন তাঁহারা যথা সময়ে মূল্য দিতে পারিতেছেন না, অথচ পরিষ্কার কার্যে অনেক ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সময় দেওয়া কর্তব্য। এই [illegible] প্রতিজ্ঞা বড় মানুষ হইবার দুরাশায় মুগ্ধ।

ভবিষ্যতে সকল চাষাই [illegible] জন্য দৈনিক নিয়োজিত থাকিবে। ইংলিশ [illegible]

বেতন দেওয়া হইবে। ইংলণ্ডে সৈন্যগণ আয়র্লণ্ডের সময়ে সদাচরণ করে। মেজর রিবিন্ডন, রাজধানী এ কালের সেনাপতির নিকটে আবেদন করেন। প্রোপাগু ওয়েলসলার ইহা অনুমোদন করিয়াছেন।

১ লা চৈত্র বৃহস্পতিবার।

হংকংএর শাসনকর্ত্তা এক শত শীক পুলিস প্রেরণ চাহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত আছেন। কিন্তু সিংহলের পিয়নিয়রদিগের দৃষ্টান্ত যেন মনে থাকে।

কলিকাতার জষ্টিসেরা স্বাস্থ্যরক্ষকের পদ উঠাইয়া অথবা বেতন কমাইয়া দিতে অসম্মত হইয়াছেন। হবহাউস সাহেব বলেন, বেতন কমাইতে হইলে সভাপতির বেতন অগ্রে কমান উচিত। হগ সাহেব তাহাতে নিজ সম্মতি প্রকাশ করেন। পরিশেষে যেমন ছিল সেইরূপকার সকল বিষয় যথাই স্থির হইল। কলিকাতার বর্তমান অবস্থায় স্বাস্থ্য রক্ষকের পদ অনাবশ্যক, এখন ওভরসিয়রের কাজই অধিক। ডাক্তর টি.লয়র উপযুক্ত লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি এ পর্য্যন্ত যথার্থ নর্দামা পরিষ্কৃত করিতে পারিলেন না। পটোলডাঙ্গার নিকটস্থ শম্ভু চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলির ভিতরে যে নর্দামা আছে তাহা দর্শন করিলে কাক উড়িয়া যায়।

দিল্লীর উচ্ছেদের পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যে সকল হস্ত লিখিত এতদ্দেশীয় পুস্তক তথায় ক্রয় করেন তাহা একণে জেল গৃহে নীলামে বিক্রীত হইতেছে। এগুলি চিত্র শালিকায় প্রেরণ করা উচিত ছিল। এপ্রকারে পুস্তক বিক্রয় করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অযোগ্য কাজ।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যে এক সিঙ্কোনা উদ্যান করেন, তাহাতে উত্তম বৃক্ষ হওয়াতে আর একটি উদ্যান করা হইতেছে। তথায় চা হয় কি না এ চেষ্টা পাওয়া হইবে।

কর্ণেল ফেয়ার এককালে ব্রহ্মদেশের প্রধান কমিসনরের পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপাততঃ কলিকাতায় আছেন, অতিশয় দুঃখের বিষয় এমত শাসনকর্ত্তার যথোচিত পুরস্কার হইতেছে না।

১৮৬৫।৬৬ অব্দে নোট প্রচলন জন্য ৮, ৪৫,০৯২ টাকা ব্যয় হয়, ইহার মধ্যে ব্যাঙ্কসমূহ ৩৬৫,১৮০ টাকা কমিসন স্বরূপ গ্রহণ করেন। জাল ধরিবার জন্য ৬০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

৫ [illegible] এতদ্দেশীয় বণিকেরা বদনেরা পর্য্যন্ত এক শাখা রেলওয়ে করিবার মানস করিয়াছেন। তত্রত্য ডেপুটি কমিসনর ও ফুলার বণিক নিকল কোম্পানি তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেছেন। এতদ্দেশীয় বণিকদিগের দ্বারা এ সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, এটি প্রার্থনীয়। কিন্তু সমুদ্র সমুখানে [illegible] দিগের অভ্যাস নাই। হিন্দু লাইক [illegible] কোম্পানি এখন কোন স্থানে বিশ্রাম [illegible], ইহা কোন ব্যক্তি কি বলিতে পারেন?

মধ্য ভারতবর্ষের প্রধান [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন, বাস্তু কারখানা, [illegible] ৩২৫ ঐ প্রকার ভূমি সকলের ২৫ বৎসরের কর একত্রে দিলে ভূমি নিষ্কর হইবে। উত্তম আজ্ঞা হইয়াছে।

যে চারিজন ইউরোপীয় বোম্বাইয়ের দুই জন মাতোয়ালকে বধ করে, ১ লা মার্চ্চ তাহাদিগের ফাঁসী হইয়াছে। ১৮০৩ অব্দ অবধি বোম্বাইয়ে ইউরোপীয়ের ফাঁসী হয় নাই। একজন ইউরোপীয় ফাঁসীর সময়ে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিল, সে নিজে তাহাদিগের ফাঁসী দিবে, কারণ ইউরোপীয়ের ফাঁসী এতদ্দেশীয়ের হস্তে দেওয়া অন্যায়। এ ব্যক্তি যথার্থ জাতি গৌরব বুঝে।

ইণ্ডিয়ান পবলিক ওপিনিয়ন বলেন, কাপ্তেন মিকিম ও কোর্ড সাহেব ভাওলপুরের শাসন উত্তম রূপে করিতেছেন। বর্তমান বর্ষে আয়ের অধিক ব্যয় হইবে না। দেওয়ানী আইন অনুসারে মকদ্দমা হইবে, কিন্তু আইন জটিল নহে। পুলিস প্রণালী উত্তম হইয়াছে। কাপ্তেন কিছু দিনের জন্য ভূমির বন্দোবস্ত করিয়াছেন। গত বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশার সময়ে যে সকল কৃষক পলায়ন করে তাহারা দলে দলে প্রত্যাগমন করিতেছে। ভাওলপুরে বাৎসরিক আয় ১৪,-১০৪৯৫ টাকা। লার্ড ডেলহাউসি যদি রাজনীতি সম্বন্ধে এতদ্দেশীয়দিগের স্বত্ব লোপ না করিতেন তাহা হইলে অযোধ্যা ও নাগপুরের ভবিষ্যদ্বংশীয়রা তাঁহার সম্মানার্থ মন্দির দিতেন। রাজনীতি সম্বন্ধীয় স্বাধীনতার ক্ষতি কিছুতেই পূরণ করিতে পারে না।

উক্ত পত্র বলেন বেয়ানবাজি থাঁর বিস্তর স্ত্রীলোক পুত্রপ্রার্থী হইয়া পূজা দিতে যাইতেছে ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোক আছে। ফিরিঙ্গিরা গৃহে বাঙ্গালা বাহিরে ইংরাজী বলেন। ইউরোপীয় বস্ত্র ইউরোপীয় টুপি জন কিন্তু এতদ্দেশীয় খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করেন। তাঁহারা দুর্দ্দিন দেখিলে নিম্ন শ্রেণীর ইউরোপীয়দিগের তর্জ্জন গর্জ্জন করেন। বলবানের নিকটে ঘাঁসের ন্যায় পদানত। ইহাদিগের সামাজিক স্বাধীনতা ইউরোপীয়দিগের ন্যায়। কি যে ধর্ম্মনীতি দ্বারা ইউরোপীয় স্ত্রীলোকে সতীত্ব রাখেন তাহা নাই। এবিষয়ে লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত মুসলমান শ্রেণি ফিরিঙ্গিদিগের প্রধান নহেন। ইহারা ভারতবর্ষীয়দিগকে ঘৃণা করেন, কিন্তু ইউরোপীয় বলিয়া পরিগণিত হন না। ইউরোপীয়গণ তাঁহাদিগকে সমকক্ষ বলিতে লজ্জিত হন। ধর্ম্ম বিষয়ে ফিরিঙ্গিরা যথা সময়ে বাইবল হস্তে গিরজায় গিয়া থাকেন কিন্তু নিয়মিত শীতলাপূজা ওলাউঠা ঠাকুরাণীর পূজা করিয়া থাকেন। ঔষধের মধ্যে টোটকা ও হাকিমি ঔষধ পাইলে বাদশেটের দিগে যান না। যেব্যক্তি ইহাদিগকে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসি বলেন তাঁহার বড়ই সাহস।

২ রা চৈত্র শুক্রবার।

বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষগণ গতকল্য শীয় শতকরা আর এক টাকা সুদ ও বৃদ্ধি করিয়াছেন। বাণিজ্য পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইতেছে এটি তাহার ফলাফল।

সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনেরা গবর্ণমেণ্টের নিকটে বেতনবৃদ্ধির যে আবেদন করেন বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার অনুমোদন করেন না। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট এই মতে মত দিয়া বলিয়াছেন যেস্থলে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের হস্তে স্বাধীন ভার আছে সেখানে অধিকতর বেতন দেওয়া হয়। ইহাই যথেষ্ট। লাহোর আগারার চিকিৎসা বিদ্যালয় হইতে যেসকল ছাত্র বাহির হইতেছেন তাঁহাদিগের দ্বারা পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের চিকিৎসা কার্য্য উত্তম রূপে হইবে। একারণ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছেন পঞ্জাবে থাইলে সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগকে যে অতিরিক্ত ৫০ টাকা দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করা উচিত। আবেদনকারিরা বলেন বেতন অল্প বলিয়া অনেকে গবর্ণমেণ্টের কাজ লন না। গবর্ণমেণ্ট ইহা স্বীকার করেন নাই। সব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনদিগের বেতনবৃদ্ধি অতি আবশ্যক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসক শিক্ষকদিগের বেতনবৃদ্ধি অপব্যয় জ্ঞান করেন।

৩ রা চৈত্র শনিবার।

পালমাইকেল নামক ভারতবর্ষীয় রেলওয়ের কর্ম্মচারী লিসন নামক অপর এক জনের স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী করে। একদিবস লিসন ও মাইকেল মৃগয়া করিতে যায়। নদীপার হইবার সময় মাইকেল তাহাকে জলে ফেলিয়া দিয়া বধ করে। ভাগলপুরের সেসিয়ন জজ তাহার মৃত্যু দণ্ডের আজ্ঞা দেন। কিন্তু সাক্ষীদিগের বাক্যে গোলযোগ থাকাতে প্রধানতম বিচারালয় তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

গত গেজেটে কয়েকজন নূতন ডেপুটী কালেক্টরের নিয়োগ দেখা গেল। ইহাদিগকে উত্তর অঞ্চলের দুর্ভিক্ষের জন্য সাহায্য তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

সন ১৮৬৭।৬৮ সালে জেলা বর্দ্ধমানে যে সমস্ত নিম্ন লিখিত রোডফণ্ডের কার্য্য হইবে এবং সন ১৮৬৮ সালের ১৫ ই মার্চ্চ তারিখের পূর্ব্বে সমাধা করিতে হইবে সেই সকল কর্ম্মের জন্য সন ১৮৬৭ সালের ৩০ এ মার্চ্চ মোং সন ১২৭৩ সালের ১৮ ই চৈত্র পর্য্যন্ত জেলা বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে বন্দ করা দরের ফর্দ্দ লওয়া যাইবে এবং উক্ত তারিখে বেলা ২ প্রহরের সময় ঐ সমস্ত দরের ফর্দ্দ খোলা যাইবে।

প্রত্যেক দরের ফর্দ্দের সঙ্গে ৫০ টাকা ডিপাজীট দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ডিপাজীট দরের ফর্দ্দ অগ্রাহ্য হইলে ফেরত দেওয়া যাইবে কিম্বা গ্রাহ্য হইলে পর দর দেওনিয়া ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকার হইলে উক্ত আমানত জব্দ করা যাইবে। প্রত্যেক দরের ফর্দ্দে দর দেওনিয়া যে দরে কার্য্য করিতে চাহে তাহা লিখিবে। এক ফর্দ্দের মধ্যে এক কি অধিক রাস্তার দর দেওয়া যাইতে পারিবে।

রাস্তার নাম।	মৃত্তিকার কার্য্য কিউবিক ফুটের হিসাবে	সাবাড় স্কুপার কিশেল ফুটের হিসাবে	চাপড়া স্কুপার কিশেল ফুটের হিসাবে	পাকা গাথনী কিউবিক ফুটের হিসাবে	খোয়ারেটাসিং কিউবিক ফুটের হিসাবে	সাল কাষ্ঠের কর্ম্ম কিউবিক ফুটের হিসাবে
বর্দ্ধমান হইতে শিউড়ী রাস্তা	১৩,৭১,৯৬০	৯,৩২,৫০০	•	৮,৪০০	•	•
ঐ মেদিনীপুর রাস্তা	১১,২৩,২০০	৪,৩৮,০০০	•	৩৬,৫০০	•	•
কাটোয়া হইতে শিউড়ী রাস্তা	১০,৬১,০০০	১৮,১৫,০০০	৭,৫৩,০০০	৩৯,৮০০	৪২৫	৫৩৩
ঐ দেওয়ানগঞ্জ রাস্তা	১,৪০,০০০	১,৩২,৫০০	১,৫০,০০০	৫,০০০	•	•
মোট	৩৬,৯৫,১৬০	৩৪,০৮,০০০	৯,০৩,০০০	৮৯,৭০০	৪২৫	৫৩৩

কেহ অপর বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে অত্র কাছারিতে জানিতে পারিবেন।

বর্দ্ধমান। সন ১৮৬৭ সাল
তারিখ ১১ ই মার্চ্চ

এ, কে, আর, মেনজিজ।
মাজিষ্ট্রেট।

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৮ ই মার্চ—আমাদের ভারতবর্ষীয় সেনাদলের কমিটিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তর লিবিঙষ্টোন হত হইয়াছেন।

ফেনিয়ানেরা টিপায়ারি আক্রমণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেছে। ক্রমসেলে ভয়ানক যুদ্ধ হইয়াছে। বৃহৎ নগর সমূহে শান্তি আছে।

লণ্ডন ৯ ই মার্চ—সেনাপতি পিল অন্য ১০ কার্য্যের জন্য একদল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সৈন্যদিগের আর ছই পেনি বেতন বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। বেহেতু টেলিগ্রাম আসিয়াছে তদনুসারে মন্ত্রিবর্গ নিযুক্ত হইয়াছেন। হারলবেরা মন্ত্রিসভার সভাপতি হইয়াছেন। ফেনিয়ানেরা বিদ্রোহী আছে। কিন্তু সৈন্যদিগকে দেখিলে পলায়ন করে। কামানের লোক ও সাহায্যকারী সেনা ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছে।

১১ ই মার্চ—ফরাসী মহাসভায় সেনাদলের পুনঃ বন্দোবস্তের এক বিল অর্পণ করা হইয়াছে ইহা সাধারণের মনোনীত হয় নাই।

উদ্ধৃত।

(ঢাকাপ্রকাশ।)

"কিছু দিন গত হইল ঢাকা ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের আত্মার উপলক্ষে সাম্বৎসরিক সভা হইয়া গিয়াছে। আমরা এইবারে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। প্রায় আড়াই শত লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে সর্ব্বসম্মতিমতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। তিনি তৎপরে ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়কে বিদ্যালয়ের গত বৎসরের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন রিপোর্ট পাঠ করেন, আমরা স্থানান্তরে ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের বিত্তার্থিগণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশ করিলাম। সম্পাদকের রিপোর্ট পঠিত হইলে সভাপতি বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন ইত্যাদি।"

শিক্ষকদিগের পদোন্নতি সম্বন্ধে ক্লার্ক সাহেবের অভিপ্রায়।

কর্তৃত্বশালী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি যত কেন ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী না হউন অধীন কর্ম্মচারীদিগের প্রতি যদি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি না থাকে, কখনই তিনি যথোপযুক্তরূপে কাজ পাইতে পারেন না। সকলেই কিছু সুমার্জ্জিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রবর্ত্তনায় স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না। ভয় এবং উন্নতি প্রত্যাশাই অধিকাংশ লোককে কর্ত্তব্য কার্য্যে রত করিয়া থাকে। ভয় অপেক্ষা আবার উন্নতি প্রত্যাশার কার্য্যকারিতাশক্তি অধিকতর। শত ভয় প্রদর্শনে যে কার্য্য সমাহিত না হয়, এক উন্নতি প্রত্যাশা তাহা সম্পাদিত করিতে পারে। আক্ষেপ এই, অনেক কর্তৃপক্ষ এইটি বিবেচনা করিয়া কাজ করেন না। তাঁহারা কেবল প্রভুত্ব প্রদর্শন ও কর্কশ শাসনবলে অনুজীবীদিগের দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতে চান। সুতরাং অনেক সময়েই তাঁহাদিগকে অসিদ্ধমনোরথ হইতে হয়, বলা বাহুল্য। যে কার্য্য কেন হউক না, উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত না থাকিলে কখনই অধিক দিন তাহাতে উৎসাহ থাকিতে পারে না। এতদ্দেশীয় শিক্ষকগণ ইহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। সম্প্রতি উচ্চশ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির ব্যবস্থা হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষকদিগের উন্নতি বিষয়ে অদ্যাপি পর্য্যন্ত কোন নিয়ম ব্যবস্থাপিত হয় নাই। চিরকাল পরিশ্রমসহকারে উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেও ৩০। ২৫ টাকার ঊর্দ্ধ বেতনের পদ তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায় ঘটিতে দেখা যায় না। এই নিমিত্ত ইঁহারা কিরূপ অনুৎসাহিত ও বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করেন, যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা অনুভব করিতে পারেন। এতন্নিবন্ধন উদ্দিষ্ট কার্য্যেরও অনেক হানি হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

এবিভাগের ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত আর এস, মার্টিন সাহেবের এই এক মহদ্গুণে সকলেই পরিতুষ্ট ছিলেন, তিনি তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের উন্নতির জন্য সাতিশয় যত্ন করিতেন। কোন উচ্চতর বেতনের পদ শূন্য হইলে তন্নিম্ন পদস্থ ব্যক্তিকে না দিয়া অন্য ব্যক্তিকে প্রায় তাহা প্রদান করিতেন না। বর্ত্তমান স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সি বি, ক্লার্ক সাহেবেরও এই গুণ প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি তিনি তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকদিগের পদোন্নতি বিষয়ে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তিনি তাঁহার ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগকে এতদ্বিষয়ে যাহা জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই—

"শিক্ষাসংক্রান্ত কার্য্যকারকদিগের পদোন্নতি বিষয়ে যতদূর সাধ্য সুশৃঙ্খলা করিতে আমার একান্ত অভিলাষ। আমি আমার ডেপুটী ইনস্পেক্টরদিগের অনুরোধ অনুসারেই প্রায় শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকি। তাঁহারা সাধ… গতঃ একটিংরূপে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া আ… অনুমতি প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। ডেপু… এইরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করিবার কি একটি… রূপে নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত নি… প্রতিপালন করেন, এই আমার বাসনা।

যখন কোন ডেপুটী ইনস্পেক্টর সাহায্য… বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকতায় লোক নিযুক্ত ক… বেন, সেই পদের বেতন যদি মাসিক ৩৫ টা… হয়, তখন তাঁহার এই কর্ত্তব্য হইবে, সেই প্র… যে সকল শিক্ষক ৩০। ২৫ বা তদপেক্ষা … বেতন প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগের … হইতে ব্যক্তি নির্ব্বাচন করেন। শিক্ষা সংক্রা… কার্য্যের অসম্পর্কিত ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা এ… ব্যক্তিকে অধিকতর আদরণীয় বলিয়া … করিতে হইবে। ২৫ টাকা বেতনের কার্য্য … কেও এই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে… নিম্নতর পদের শিক্ষকদিগের পরেই ইংরা… নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রদিগের দাবি গণ্য হইবে… ডেপুটিদের স্মরণ রাখা উচিত, ইংলিসটু… ক্লাসের ছাত্রদিগের দাবি কালেজের ছাত্রদি… দাবি অপেক্ষা বলবত্তর।

"আমার অপর বাসনা এই, প্রত্যেক … দেশের শিক্ষকগণকে তাঁহাদের নিজ অঞ্চলে… উন্নত পদে নিয়োজন করা হয়। কিন্তু যদি ক… কোন শিক্ষক অন্য প্রদেশে যাইতে ইচ্ছা করে… আমি সুযোগ পাইলে তাঁহার সে বাসনা প… করিতেও ত্রুটি করিব না।"

"যখন গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কোন শিক্ষক… পদ শূন্য হয়, আমার বাসনা এই, সাহায্যকৃ… স্কুলের শিক্ষকগণকে তাহা প্রদান করা … যাঁহারা প্রথম আর্টের পরীক্ষায় সম্প্রতি উত্ত… হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা ঐ কার্য্যে … সাহায্যকৃত স্কুলের পুরাতন শিক্ষকগণই অধিকত… আদরণীয়।"

ক্লার্ক সাহেব স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন, … পুটী ইনস্পেক্টরদিগের অনুরোধানুসারে শিক… নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আমাদিগের বিবেচনা… এটী অসঙ্গত নয়। কিন্তু ডেপুটীদিগের কর্ত্তব্য জ্ঞা… এইরূপ প্রবল থাকিলে হয়। তাঁহারা যদি যথে… চিত্ত ধর্ম্মবুদ্ধিসম্পন্ন না হন, অনেক স… তাঁহাদিগের সম্পর্কিত ব্যক্তিদিগকেই শিক্ষক… নিয়োজিত দেখা যাইবে। সাবে… স্কুলের পুরস্কারদান প্রভৃতি সময়ে সময়ে আম… যেরূপ শুনিতে পাই, তাহাতে এরূপ বিশ্বাস … যায় না, সকল ডেপুটী ইনস্পেক্টরই ন্যায়ানুগ… ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করে…

ম আছে, যে সার্কেল পণ্ডিত যথোচিত পার
প্রদর্শন করিবেন, তিন তিন মাস অন্তরে
অনধিক ১৫ টাকা করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত
বেন। আমরা [illegible] সহিত প্রকাশ
দেখি কোন কোন ডেপুটী ইনস্পেক্টর এই
সমুচিতরূপে প্রতিপালন করেন না। সকল
র্কল পণ্ডিত এই নিয়মানুসারে পুরস্কার পাই-
থাকুক, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ একটী
ম প্রচলিত আছে, অনেক উহাও অমূলক
তে নন। অনেকেই বলিয়া থাকেন, "অমুক
র্তীর অধীনস্থ সার্কেল পণ্ডিতদিগের মধ্যে
যাঁহারা তাঁহার আত্মীয় বা কোন প্রকার সম্প-
লোক কেবল তাঁহারাই নির্দ্দিষ্টরূপে পুর
লাভ করিয়া থাকেন, অন্যেরা তাহা অব-
হইতে পারেন না" [illegible] এ কথা যদি
হউক, তথাপি উহা একবারে উপেক্ষণীয়
। এরূপ উক্তি শিক্ষাবিভাগের যার পর নাই
ক্ষাপক সন্দেহ নাই। অতএব আমরা
সাহেবকে অনুরোধ করি, তিনি শিক্ষক-
গণ নিয়োজন ও পদোন্নতি বিষয়ে ডেপুটী
অনুরোধ শ্রবণ করিবেন ক্ষতি নাই কিন্তু
দিগকে এই বিষয়টী সবিশেষরূপে জানাইয়া
ন, কোন শিক্ষকতাপদ শূন্য হইলে যথো-
রূপে ঘোষণা করিতে হইবে তৎপরে যত
প্রার্থী হন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গুণা-
[illegible] উল্লেখ করিয়া কাহার দাবি
[illegible] করেন, [illegible]
[illegible] (ইনস্পেক্টর সাহেব) [illegible]
[illegible] কোন অন্যায়
[illegible] তিনি (ইনস্পেক্টর) তাহা সংশো
[illegible] হইলে আর কাহা
[illegible] না, সুতরাং ডেপুটী
[illegible] বিশেষিত হইবে

[illegible] উন্নত পদে
[illegible] হইবে [illegible]
উৎকৃষ্ট [illegible] নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকদি
বিশেষতঃ [illegible] শিক্ষকগণে
[illegible] নাই, যাঁহার
[illegible] অতএব তাঁহা
[illegible] যে কোন উপায়
বধারিত হউক না সকলেরই সন্তোষজনক
বে সন্দেহ নাই। নিম্ন শ্রেণীস্থ শিক্ষকতা
বে কোন নূতন লোক নিযুক্ত করিতে হইলে
বে ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্রদিগকে
যুক্ত করা হইবে, ক্লার্ক সাহেবের এ অভিপ্রায়
অপ্রশংসনীয়। ইংরাজী নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র

দিগের নিকট হইতে যখন একরার লওয়া হই
য়াছে তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহারা শিক্ষকতা
ভিন্ন অন্য কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন না,
তখন যদি তাঁহাদিগের শিক্ষকতা প্রাপ্তির সুবিধা
করা না হয়—স্কুল পরিত্যাগের পর যদি তাঁহাদি
গের নিজের খাইয়া গৃহে বসিয়া থাকিতে হয়
তাহাদিগকে যার পর নাই অন্যায়গ্রস্ত করা হয়
সন্দেহ নাই। অতএব যেরূপে তাঁহারা স্কুল পরি
ত্যাগ করিবামাত্রই কাজ পাইতে পারেন, কর্ত্তৃপক্ষের
তদুপায় বিধান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কালেজ প্রভৃতির
বর্ত্তমান ছাত্রেরা ক্লার্ক সাহেবের উপরি উক্ত
অভিপ্রায়ে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন যাহেতু সহসা
তাঁহাদিগের বাসনানুরূপ শিক্ষকতা পদ প্রাপ্তির
সুবিধা রহিল না কিন্তু তাঁহারা যদি স্থিরচিত্তে
বিবেচনা করেন, উহাতে অসন্তোষ করিবার
কারণ দেখিতে পাইবেন না। তাঁহারা যখন শিক্ষ
কতায় প্রবেশ করিবা একটুকি পুরাতন হইবেন
তখন তাঁহাদিগের পক্ষেও উক্ত নিয়ম সুবিধা
জনক বোধ হইবে সন্দেহ নাই। অনেকে মনে
করিতে পারেন, আমরা পুরাতন শিক্ষকদিগের
অপেক্ষা অধিকতর সুশিক্ষালাভ করিয়াছি, বিশ্ব
বিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছি
আমরা সমান কোন শিক্ষকতার নিমিত্ত প্রার্থনা
করিলে তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের দাবি
কেন না অধিক হইবে? আমাদিগের বিবেচনায়
এটী গুরুতর আপত্তি নয়। নিরপেক্ষরূপে বিবেচনা
করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে অতি বড়
প্রবীন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র পদে নিয়োজিত করা অনু
চিত। তাহাতে তাঁহাদিগের তাদৃশ উৎসাহ
ও মনোযোগ থাকেনা সুযোগ পাইলেই তাঁহারা
তাহা পরিত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের
দ্বারা প্রত্যাশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না।
তুল্য গুণোপেত হইলে পুরাতন শিক্ষকদিগেরই
দাবি অধিক ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।
অতএব আমরা ক্লার্ক সাহেবের অভিপ্রায়ের সর্ব্ব
থা অনুমোদন করি।

ঐ সংস্কার কালে আমাদিগের বক্তব্য এই,
ক্লার্ক সাহেব যেমন মাষ্টারদিগের পদোন্নতির
শৃঙ্খলা বিধানে মনোযোগী হইয়াছেন, স্কুল
পণ্ডিতদিগের পদোন্নতি বিষয়েও সেইরূপ মনো
যোগ বিধান করুন। গ্রাম্য স্কুলপণ্ডিতদিগের
অপেক্ষা ক্ষুদ্র কর্ম্মচারি শিক্ষা বিভাগে অতি
অল্পই বিদ্যমান আছেন।"

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

আজিমগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় ধনপত সিংহ বাহাদুর সম্প্রতি উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ যে উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আপনার ও আপনার পাঠকগণের গোচর করা যাইতেছে, ইহা সকলের বিদিত হইলে একটী মহৎ উপকার লাভের সম্ভাবনা আছে।

অল্প দিন হইল, উক্ত রায় বাহাদুর পূর্ণিয়া জেলায় স্বীয় জমীদারিতে গমন করিয়া আপনার কাছারিতে এক সভা করেন। সভাস্থলে তাঁহার অধীনস্থ যাবতীয় সম্ভ্রান্ত পত্তনীদার ও প্রজারা উপস্থিত হইলে তিনি উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদিগের দুঃখ মোচনার্থ সাধ্যমত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যদানের অনুরোধ করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিরাও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া স্বীয় স্বীয় জমার শতকরা ॥০ হিসাবে স্বাক্ষর করিলেন এবং সমুদায় টাকা সংগ্রহ করিয়া রায় বাহাদুরের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক এই অনুরোধ জানাইলেন, যে ঐ টাকা তিনি তাহাদিগের নামের ফর্দ্দ সম্বলিত কলিকাতার কমিটিতে প্রেরণ করুন। রায় বাহাদুরও প্রার্থনামত ফর্দ্দ সমেত [illegible] প্রেরণ করিয়াছেন। পূর্ণিয়ার প্রজা [illegible] দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া যদি আর [illegible] প্রজারা সাধ্য মত [illegible] অনুমান [illegible] দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদিগের সাহা [illegible] দেশের লোকের নিকট প্রার্থনা [illegible] ভারতবর্ষের দায় ভারতবর্ষের [illegible] তাহা হইলে ভারত [illegible] থাকিবেন। যাহা [illegible] উপায়ের উদ্ভাবন কর্ত্তাকে [illegible] করি। দুর্ভিক্ষ [illegible] দুঃখ বিমোচনার্থ তাঁহার [illegible] প্রকাশ হওয়াতে আমরা [illegible] করিতেছি, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার [illegible] বিষয়ে অমনোযোগী না থাকেন।

শ্রীধ—

"[illegible] দুঃখ [illegible]
বিবৃতবর [illegible]"

শোক দুঃখ বন্ধু ব্যক্তির নিকট উদঘাটিত হলে লঘু হয়।

অদ্য হতভাগ্য পণ্ডিতদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া পাঠাইতেছি, আপনার দেশহিতৈষী পত্রে

অনুগ্রহ পূর্ব্বক উদিত করিলে পরোপকৃত হইব।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কি প্রধান কি সামান্য সত প্রকার কর্ম্মচারী আছেন সকলেই যথাকালে নিয়মে উৎসাহপ্রাপ্ত হন কিন্তু এখানকার হতভাগ্য কালেজ ও স্কুলের পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে নিতান্ত বঞ্চিত, কালেজে পণ্ডিতদিগের ৫০।৬০, স্কুলে ২৫।৩০, অতি অল্প স্থানে যে কিছু প্রভেদ আছে তাহা গর্ব্বের নহে … বলিলে হয় যদি বলেন … … কর্ম্মে উৎসাহ দেওয়া হয় এ কালেজে প্রাফেসরী দেওয়া হইতেছে সত্য ? সে কজন ? আর পণ্ডিতগণের মধ্যে কত জন পাইয়াছে ? ৫ টী কালেজ আছে ৫ জন পাইলেই যে সাধারণকে উৎসাহ প্রদানের নিয়ম স্থাপিত হইল তাহা বলা যাইতে পারে না। ইহাদের কোন গ্রেড নাই। শিক্ষয়িত্রী অর্থাৎ অন্যাপেক্ষ, অনেক কাল কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া বেতন বৃদ্ধি নিয়ম নাই এবং নিয়োজিত কার্য্যে পরিশ্রম করিয়ে পুস্তকাদি প্রকাশিত হইলে উন্নতি হইবে ইহারও নিয়ম নির্দ্ধারিত নাই সুতরাং ইহারা নিতান্ত হতভাগ্য কিন্তু কি বলা যাইতে পারে যখন প্রজাদিগের … জন … কালেজ প্রভৃতি স্থাপিত হয় তখন হইতে … পর্য্যন্ত যে সকল … নিযুক্ত ছিলেন ও … কাহারও অনুগ্রহভাজন হইয়া কোন সাহায্যক নিয়মে নিয়মিত হয় দুঃখ নিবারণের জন্যই … যেমন পুত্রশোকার্ত্ত ব্যক্তি অন্য মৃতপুত্র লোককে দেখিলে তাহার শোকের হ্রাস হয়, যেমন … অপর কাণা দেখিলে তাহার দুঃখের লাঘব হয়, যেমন … লোক আর এক … দেখিলে তাহার ক্ষোভের অল্পতা হয়, … পারা কি দৃষ্টান্ত দেখিয়া দুঃখ ও ক্ষোভ শূন্য হইবে ? তাহার কিছুই নাই। কালেজ ও স্কুলের পণ্ডিতদের চিরকালই এক অবস্থা, ইহাদের কোন উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন ইহারা যা পাইতেছে তাহাই যথেষ্ট। ভাল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি ইহারা কি এত অপকৃষ্ট স্বতন্ত্র জাতি ? ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদন অসভ্য বন্যজাতীয়দের ন্যায় ? সুতরাং ইহাদের আর দরকার করে না। যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করে সে আপন গুণ ও পরিশ্রমানুসারে তদীয় আবশ্যক ব্যয়োপযোগী পারিশ্রমিক বেতন না পাইলে অসন্তুষ্ট হয়, তাহাতে উচিত বাক্যও হয় না। পূর্ব্বকালে ইজিপ্ট রাজ্যে … কর্ম্মচারিগণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আবশ্যক ব্যয়োপযোগী বেতন দিয়া রাজকীয় কার্য্যে লোক নিয়োগের প্রথা ছিল। তাঁহারা বলিতেন উচিতমত বেতন না পাইলে আবশ্যক ব্যয়ের অভাবে অন্যমনস্কতাপ্রযুক্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। যাহা হউক অন্যের প্রতি দোষ দেওয়া উচিত নয়, একখানি গ্রাম ব্যতীত পার্শ্বস্থ সমস্ত গ্রামে বারি বর্ষণ হইলে কে জলদকে জলদ বলিতে সম্মত হয় ? মনে করুন দুই জন কৃষক আছে তাহাদের মধ্যে এক জন বিলাতী অন্য জন দেশীয় ব্যক্তি। প্রথম ব্যক্তি ত্রিবিধ ফল উৎপাদন করে। দ্বিতীয়, দেশীয় একবিধ ফল উৎপাদন করে। ঐ চতুর্বিধ ফল ভূস্বামীর নিকট উচ্চমূল্যরূপে গণনীয় হইয়া ত্রিবিধ ফলোৎপাদক যে পরিমাণে পারিশ্রমিক পান, দেশীয় কৃষক বিলাতী প্রত্যেক ফলের তুল্যগুণে … উৎপাদিত ফলের মূল্য সমান, এইমাত্র কাণে শুনিল কিন্তু পারিশ্রমিক পাইবার সময় দেশীয় কৃষক বলিয়া … দিলে … তাহা। সেই সময়ে কত দুঃখ হয় বিবেচনা করিবেন। … কৃষক বলিয়া যদি ভূস্বামীর … দিবার অভিপ্রায় থাকে তবে কেন ফলের মূল্য সমান করেন ?

স্থানে স্থানে বিলাতী কৃষক ৪০০।১২০।১৫০ পান, দেশী কৃষক অপেক্ষাকৃত ন্যূন পাইবে … বিবেচ্য হইলেও ৫০।৪০ ৩০।২৫।২০ অস… হয় কি না ? ইহাদের ৭০।৫০।৪০।৩৫।৩০ পাওয়া উপযুক্ত নয়। আর দেখুন পূর্ব্বে কেবল বাঙ্গলা … এখন সংস্কৃত পড়ান হইতেছে। সংস্কৃত অতিশয় কঠিন ভাষা, ইহাদের পূর্ব্বাপেক্ষা অত্যন্ত শ্রম করিতে হইতেছে ইহা কে না স্বীকার করিবেন ? কিন্তু তাহাদের পূর্ব্বেও যা এখনও তাই। যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করিতেছে তাহার উচিত মত বেতন পাওয়া দূরে গেল, তাহাকে গুরুতর শ্রম করান বিচার ও দয়ার কাজ হয় কি ?

কিছু কাল হইল নির্দ্দয় গাড়য়ানেরা গরু ঘোড়াকে অতিরিক্ত শ্রম করাইত, এই দয়ালু সুবিচারক গবর্ণমেণ্ট উহাদের অত্যাচার নিবারণার্থ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করাতে নিরুপায় পশুরা … অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। গাড়য়ানেরা অতিরিক্ত শ্রম করাইত বটে, কিন্তু … পুরিয়া ঘাস দানা দিত। পরের ঘোড়া … নিজের ঘোড়ার কি হইল ? এ … তাহারা উক্ত পশু হইতে হেয় ও অপকৃষ্ট ? যদি বলেন ইহারা কিছু বলে না কেন ? এ বিষয়ে একটী গল্প আছে, একদা বিধাতা আপন সৃষ্টি দর্শন করিতে আসিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ ক… যদৃচ্ছাক্রমে একটী ভেককে হস্তস্থিত যষ্টির … ভাগ দ্বারা বিদ্ধ করিলে ঐ নিরীহ ভেক অতি… ব্যথিত হইয়াও নীরব ও নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি… বিধাতা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন ভেক ? … আঘাত বা আক্রমণ করিলে আর্ত্তনাদ কর… থাক এখন নীরব হইলে কেন ? ভেক বলিতে… হে দীনদয়াময় ! যখন কোন হিংস্র জন্তু ক… আক্রান্ত হই তখন তাহা হইতে পরিত্রাণ … বার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আপনাকে ডাকি… জানাই, কিন্তু যিনি বিচারক ও রক্ষক … আক্রমণ বা অবিচার করিলে কাহাকে জা… আর কাহাকেই বা জানাইব ? বিধাতা ভে… এই উত্তরে লজ্জিত হইয়া তাহাকে যথেষ্ট … দ্রব্য দিয়া মোচন করিয়া দিলেন—দেখুন মহা… কি রাজা কি মজুর কি কৃষক কি কামার সকল… এখনকার সমস্ত দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতানুসারে পূ… পেক্ষা শ্রমের মূল্য বাড়িয়াছে এ হতভাগা… বাড়িবার মধ্যে পরিশ্রম ও নানা বিষয়ে … বাড়িয়াছে। যদি বলেন ইংরাজী মাষ্টারদি… কিছু বৃদ্ধি হয় নাই ত সত্য তাহাদের বে… অধিক এবং শ্রমেরও আধিক্য হয় নাই সুত… তাহাদের কষ্ট ও ক্ষোভের বিষয় কি ? অনে… ইহাদের অবস্থা ও দুঃখ বুঝিতে পারেন না

প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে…
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥

প্রত্যাখ্যান করিতে যাচকের যে অপ্রিয় দু… আর দান দেওয়াতে যে প্রিয়সুখ তাহা ধার্ম্মি… কেরা আত্মদৃষ্টান্তে বুঝিতে পারেন। তাঁহারা … এক অবস্থায় থাকেন শ্রমের উচিত পুরস্কার … পান এবং তাঁহাদের পরিবার পালনে সর্ব্বদা … অভাব হয় তবে তাঁহারা কি বলেন ও কে… সন্তুষ্ট থাকেন বুঝিতে পারা যায়। অবস্থা ভো… না করিলে অবস্থার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না… বন্ধ্যা যেমন প্রসব বেদনা জানিতে পারে না, সু… ব্যক্তি যেমন রোগের যাতনা বুঝিতে পারে … ধনী যেমন অভাবের ক্লেশ অনুভব করিতে পা… না তাঁহারাও তদ্রূপ !!! ফ্রান্সে এক … দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহাতে নিঃস্ব লোকেরা ক্ষু… পিপাসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া হাহাকারে চীৎক… করাতে নৃপনন্দিনী মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসিলেন কিসে… গোলযোগ ? মন্ত্রী কহিলেন দুর্ভিক্ষের। রাজকুমা… বলিলেন দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে ? আমরা অনে… প্রতি যেরূপ ব্যবহার করি, সে যদি আমাদে… উপর ঐরূপ করে তাহা হইলে আমাদের … কিরূপ হয় বর্ণনা এই প্রকার … রাখি…

ব্যাকর্তব্য বুঝিতে পারা যায় যদি বলেন ক্ষকদিগের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির কল্পনা হই-ক তাহা হইলেই তাঁহাদের উৎসাহ দেওয়া বে যাঁহারা উক্ত বেতন পান তাঁহাদের পক্ষেই ন যাহারা ২০। ২৫ পান তাহাদের বর্ষে ১ টাকা হইলেই কি আর না হইলেই কি।

সেক্তব্যো যদি নাববন্মুক্ত.বয়ং
পাথোদ পাথোদবৈ
ত্বয্যাজ্জং পরিষিক্ত কিঞ্চি.দ্রুমে
কালঃ পরিক্রামতি।
মূলেঙ্কুরশে দলে চ বিফলে
শীর্ণেতথা বল্কলে
মন্দাদেশঃ পরিস্থিতেঃ প্রভূ ব্রহোধারাপি
বারাং তব॥

বৃষ্টি না হওয়াতে এক মরুদেশস্থ বৃক্ষ মেঘকে লতেছে হে মেঘ যদি এই মরুদেশস্থ বৃক্ষকে জল া দ্বারা সেক করা উচিত হয় তবে ছল না বয়া জলদান করুন কেন বিলম্ব করিতেছেন? য় অতীত হইতেছে যদি বলেন তাহাতে হানি হানি এই যখন ইহার মূল রসহীন হইবে পত্র ন বিবর্ণ হইবে ছাল যখন শুষ্ক হইবে তখন মার প্রচুর বারিধারা ইহাকে বাঁচাইতে রিবে না।

কাহাকে বলি কেবা শুনে—

মহাশয়! আপনার ২১ এ ফাল্গুনের সোমপ্র শে "বশম্বদ লেখক" স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ রিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলাম। লেখ-কের কি আশ্চর্য্য সাহস! লেখনী হইতে যাহা নির্গত হইয়াছে তাহাই অসঙ্কুচিত চিত্তে সর্ব্ব ক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পরিশোধিত ঠশালা সমূহের উল্লেখ করিয়া লেখেন "যে কল ব্যক্তি ঐ সমস্ত পাঠশালায় অধ্যাপনা র্য্য সম্পন্ন করিতেছেন তাহাদের অধিকাংশই ভূগোল চতুর্থের আর্য্যস্বরূপ কাহারও জ্ঞান ইত সম্পূর্ণ গুরুমহাশয় হইতে সংগৃহীত " হার লেখনী হইতে পূর্ব্বোক্ত অপূর্ব্ব বাক্য নির্গত হইয়াছে তাঁহার সাধুতা ও বুদ্ধির জন্য সহস্র ধন্যবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা য় না!!! পাঠকবর্গ! তাঁহার বুদ্ধির এত শংসা কেন করিতেছি জানেন? তিনি বয়ো-ক্রমে কখন পরিশোধিত পাঠশালা বা গুরু র্ম্মাল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ না করিয়াও কেবল বুদ্ধি লে এতদূর জানিতে সমর্থ হইয়াছেন। বুদ্ধি লে তিনি কিরূপে একবারে এতদূর অবগত ইলেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। বাধ হয় যেমন বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যোগবলে প্রত্যক্ষ

পরোক্ষা পরোক্ষ সমুদায় বিষয় দেখিতে পাই-তেন উক্ত লেখকও সেইরূপে দেখিয়া থাকি-বেন। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে আমাদের অভিনব বশিষ্ঠের সেই নেত্রটী এখনও উন্মীলিত বা পরিষ্কৃত হয় নাই। অতএব আমরা আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতেছি তিনি উক্ত চক্ষুটীর ছানি তোলাইবার চেষ্টা করুন। অন্যথা তাঁহার প্রকৃত দর্শন জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অন্ততঃ যদি তাঁহার চর্ম্ম চক্ষু থাকে একবার পরিশোধিত পাঠশালা ও গুরুনর্ম্মাল সন্দর্শন করিয়া ভ্রম সংশোধন করুন। তিনি নিশ্চয় জানিবেন ঈর্ষ্যাবশতঃ সর্ব্বসাধারণকে অন্ধকূপে পাতিত করিবার চেষ্টা করাতে তাঁহার আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। তিনি অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে সরলান্তঃকরণে ভ্রম স্বীকার না করিলে অভিজ্ঞ মণ্ডলীতে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার অসত্য রচনা ধারণ করাতে নির্দ্দোষ সোমপ্রকাশ কেন দূষিত হয়। তিনি তাহার নির্ম্মল বক্ষঃস্থলে যে কলঙ্কপঙ্ক প্রক্ষেপ করিয়াছেন তাহা তাঁহারই ক্ষালন করা উচিত।

পাঠকবর্গ! আপনারা "বশম্বদ লেখকের" অসহনীয় ধৃষ্টতার আরও কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি স্থানান্তরে লেখেন "যদি এই সকল নিয়ম কেবল মাত্র কাগজের উপর অবস্থিত না হইয়া কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে অতিশয় সুখের বিষয় সন্দেহ নাই" এস্থলে তাঁহার প্রতি আমার এইমাত্র বক্তব্য যে প্রত্যক্ষের অপলাপ করিয়া সর্ব্বসাধারণের অজ্ঞানান্ধকারে গোচরে তিনি স্বীয় বীভৎস মূর্ত্তি যেন সর্ব্বদা প্রকাশ না করেন। তাহাতে তাঁহার কোন ক্ষতিবোধ না হইয়া বরং আনন্দ হয় বটে কিন্তু পাঠকবর্গ তাঁহার ভয়ানক মূর্ত্তি ভাবিয়া সাতিশয় ক্লেশ ভোগ করেন।

তিনি পরিশেষে লিখিয়াছেন "যথার্থই গ্রাম্য পাঠশালা সকলের উন্নতি করিবার বাসনা থাকে তবে গবর্ণমেণ্ট দান ৫ টাকার স্থলে ১০ টাকা করিয়া নর্ম্মালের পরীক্ষোত্তীর্ণ বালকদি-গকে ইহাতে নিযুক্ত করুন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই অনেক ঘোড়া থাকিতেও গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিবার চেষ্টা হইতেছে।" "লেখক" ইচ্ছা পূর্ব্বক ভ্রমে পতিত হইয়া এইরূপ লিখি-য়াছেন। তিনি কি জানিয়াও জানেন না যে তিনি ১০।১৫ টাকাতে যাহাদিগকে ঘোড়া বলিয়া দিতে পারেন তাহারা প্রকৃত অশ্বজাতীয় নহে বেতো ঘোড়া, তাহারা কেবল খুরের ঠক্ ঠকানি। অনুকরণ মাত্র কাহাকে শিখিয়া আইসে।

পরিশ্রমী গর্দ্দভও তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক কার্য্যকারী। পরিশেষে সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এই যে শিক্ষক ও ছাত্রের পরস্পর সম্বন্ধ ব্যাঘ্র ও হরিণের পরস্পর সম্বন্ধের তুল্য বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস আছে তিনি যেন শিক্ষাসংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন।

কস্যচিন্ন্যায়াসহিষ্ণোঃ।

সবিনয় নিবেদনমিদং—

সম্পাদক মহাশয়! গত ২০ এ ফাল্গুন বেলা প্রায় ১১ টার সময় এইখানে একটী বৃহৎ অগ্নি-কাণ্ড হইয়া অনেক গৃহ ও বহুমূল্য দ্রব্য ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে। তিনটী গৃহস্থ একবারে উৎসন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে এক জন উপায় হীন, তিনি যে আপন ক্ষমতায় তাঁহার ধন সম্পত্তি পুনঃ আহরণ করেন এমন আশা নাই। তাঁহার জন্য আমাদিগের দেশস্থ প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু রায় প্রিয়নাথ চৌধুরী মহোদয় দুই খানি ঘর বাঁধিয়া দিবেন স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি অন্যূন ২০০ টাকার ন্যূনে পার পাইতে পারিবেন না। ঐ দুঃখী ব্যক্তির দ্রব্যাদি ও ধান্যাদি পুনঃ সংগ্রহ করিবার জন্য ঐ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীযুক্ত বাবু রায় ভূপেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহোদয় চাঁদা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। বোধ হয় ত্বরায় তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। এক্ষণে আমরা কায়মনবাক্যে পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে উক্ত মহোদয় দ্বয়ের অন্তঃকরণ যেন এই সমুদায় কার্য্যে বিচলিত হয়, তাহা হইলে অনেক দীনহীন ব্যক্তির জীবন রক্ষা হইবে ইতি।

টাকী। একান্ত বশম্বদ।
২৪ এ ফাল্গুন।
১৮৬৭।

-০:-

সবিনয় নিবেদনমিদং-

এখানে দুইখানি নয়, ক্রমে দুইখানি সংবাদ পত্র চলিতেছে. কিন্তু জীবের প্রতি তাঁহাদিগের তেমন দৃষ্টি ... হয় কৈ? প্রাচীনটীর কিঞ্চিৎ দূরদর্শন আছে বটে, কিন্তু সকল সময়ে তাঁহার গতি সমান হয় না। নবীনটীর এখনও পরীক্ষা হয় নাই। তিনি বড় বড় হাকিমদিগের গুণেরই পক্ষপাতী, দোষ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন। তিনি "মুরসিদাবাদের" যে কোন উন্নতি দেখিতেছেন "সে কেবল বিদেশীয় কতিপয় বড় বড় লোকের গুণে" কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বিদেশীয়েরা স্বীয় স্বীয় আহার, বিলাস, এবং পরিবারের অলঙ্কারেরই উন্নতি করিতেছেন।

সম্প্রতি এক জন লোকান্তর গমন করায় প্রকাশ হইয়াছে। তিনি ১৬ সহস্র টাকার কোম্পানির কাগজ, আর ৫। ৭ সহস্রের অলঙ্কার মাত্রের তাঁহার স্ত্রীকে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এতবড় দুর্ভিক্ষ গেল, রাণী স্বর্ণময়ী, বাবু লছমীপৎ, বাবু ধনপৎ, বাবু বুধ সিংহেরা দরিদ্রের জীবন রক্ষা করিলেন, ইহাদের কোনই গুণ নাই, উল্লিখিত শ্রেণীর লোকেরা এক দিন ভ্রমেও এক মুষ্টি অন্নের অপব্যয় করিলেন না, তাঁহাদেরই গুণ দোষ-১ হইল, বিচার এইরূপই বটে! বহরমপুরের কালেক্টরিতে কোন্ দেশী লোক এক বার নয় ২। ৩ বার, রাশি রাশি অর্থোৎসর্গ করিলেন? কে দাতব্য সভা, ও দাতব্য চিকিৎসালয় পোষণ করিলেন? কে এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র আনাইয়া দেশের একটী বিশেষ উপকার করিলেন? বারমাস কাল (কি দুর্ভিক্ষ কি সুসময়) কে সহস্র সহস্র কাঙ্গালীকে অন্নদান করিতেছেন? কোন দেশী লোক মিউনিসিপাল ফণ্ডের দিন দিন উন্নতি করিতেছেন? নবাব নাজিমের অবস্থা মন্দ তথাপি (মরা হাতি সওয়া লাখ) মুরসিদাবাদকে কে আলো করিয়া রাখিয়াছে? তাঁহার অতিথিশালা, তাঁহার কালেজ, দাতব্য স্কুল, তাঁহার চিকিৎসালয়, তাঁহার চতুরশ্র কারখানা কোন দেশের লোকের দ্বারা চলিতেছে? এ সকল বিষয় বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ "ফলেতেই পরিচয় দিতেছে" কিন্তু মুরসিদাবাদ সংবাদদাতারের একটী বিষম ভ্রম ভঞ্জন করা চাই। এই জন্য বলিলাম। আর কথা অনুচিত হইলেই মনোবেদনা পাইতে হয়। এক মনোবেদনার কথা এই পর্য্যন্ত, এখন দ্বিতীয়টী বলি।

মহাশয়! বলিতে পারেন বিদ্যার লক্ষণ কি? আমরা মোটা বুদ্ধি এই জানি, যে বৃক্ষে ফল ধরিলে যেমন উহা অন্তরে সুশোভিত এবং অবনত হয়। মানুষের বিদ্যা হইলেও মানুষকে সেই রূপ করে। কিন্তু কোন কোন স্থানে ইহার বিপরীত দেখিতে পাই কেন? সে কি আমাদের বুঝিবার ভুল? না, আসলেই ভুল? এখানে সুবিখ্যাত বহুজনপালক দয়াবসাগর, দীনের আশ্রয়, সদ্গুণের নিবাস, নের দাস স্বরূপ এক মহাত্মা আছেন। তাঁহার পরিচয় আপনি এবং আপনার পাঠকগণের অগোচর নাই। কোন বিশেষ অনিবার্য্য প্রতিবন্ধক এস্থলে তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত করিল। তাঁহার নিকট গুণের এত আদর যে পণ্ডিত মণ্ডলীর চক্রভেদ করিয়া গুণশূন্য জনেরা তাঁহাকে দেখিবার পথ পায় না। তথায় নানা শাস্ত্রের আলোচনা, নানা দিক দেশীয় পণ্ডিতগণের সমাগমন হইয়া থাকে সেই সভায় একটী লোম হর্ষণ ঘটনা আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়াছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মণ্ডলীর সভা, মহাশয় অনেক দেখিয়াছেন। মুখনাড়া, হাতনাড়া, অভিধমপাত, কাপড় ছেঁড়া, পলিকায় আগুন ফেলিয়া লাফালাফি ও হাতাহাতি, গালাগালি পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকিবেন। কিন্তু কানমলিয়া দেওয়া কি দেখিয়াছেন? বোধ করি না। কেমন করিয়া দেখিবেন? এ যে নূতন! আমাদের কোন বিদ্যাবিশারদ, বিদ্যাভিমানী কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে তাহাও দেখাইলেন। শাস্ত্র, বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রের, বিচারের উপরেই উন্নতি নির্ভর করে। এক্ষেই ত লোকে নানা কারণে বিচার করিতে আর অগ্রসর হয় না এবং নানা কারণে উহার অধোগতিই হইতে চলিয়াছে। তাহাতে যদি বৈদ্য, ব্রাহ্মণের কান মলিয়া দেন, তবে আর কে বিচার করিতে অগ্রসর হইবে? সকল সমাজ সংস্কৃত হইতে চলিয়াছে, আমাদিগের হিন্দু সংস্কৃত সমাজ কবে সংস্কৃত হইবে? আমরা এই একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যাঁহার আলয়ে এই ঘটনা সম্পাদিত হয়, তিনি সে দিন জীবনমৃত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আপনার সোমপ্রকাশ দেশের বিস্তর উপকার করিতেছে। আমাদিগের দেশের পণ্ডিতদিগের সভা ও তথায় বিচার প্রণালীর শোধন বিষয়ের কোন উপায় প্রদর্শন করিতে পারেন? চেষ্টা করিয়া দেখুন দেখি? আমরা তাহা হইলে আপনার নিকট বিশেষ ঋণী হইব। আমাদের স্থানীয় দুইটী সংবাদপত্রই এই গুরুতর বিষয়ে অবাক হইয়া রহিলেন সুতরাং আমরা আপনার শরণ লইলাম যথা কর্ত্তব্য করুন।

২১ এ ফাল্গুন। বহরমপুর।
১২৭৩। জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিতস্য।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন ঘোষ ফরিদপুর
১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৪ ভাদ্র ৭
" " নীলমণি চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ৫।।
" " কালীদাস মুখোপাধ্যায় সেক্রেটার
শাজিহানপুর
১৮৬৭ ফেব্রুয়ারি হইতে ৬৮ জানুয়ারি ১৩
" পেট্রিক স্মিথ বেলেকান্দীকুঠী ১৩
" " সুরেন্দ্রনাথ রায় নদীয়া
১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৪ ফাল্গুন
" " হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী যশোহর
" " মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত
১২৭৩ ফাল্গুন হইতে ৭৪ শ্রাবণ

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাশুল না পাইলে স্থলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ষাণ্মাসিক ৫।।০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩ তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বয়াত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার টিকিট মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিঙ পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাশুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম কিবার প্রতিপংক্তি ৵ আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায়, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

ম ৯ ভাগ। ১৯ সংখ্যা।

" প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।"

সিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ কা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ১২ ই চৈত্র। ১৮৬৭। ২৫ এ মার্চ্চ। { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৸০

বিজ্ঞাপন।

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে নানা প্রকার বাঙ্গলা, বনাগর অক্ষর ও বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুত াছে ও হইতেছে এবং এরূপ বন্দোবস্ত করা াকে যে, গ্রন্থকার যেরূপ ইচ্ছা করেন ঠিক ই সময়ের মধ্যেই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দেওয়া ইতে পারিবে। ছাপা যত উত্তম ও পরিষ্কৃত তে পারে তদ্বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করিব না। র অর্পণ করিলে সমুদায় প্রুফও দেখিয়া তে পারিব, গ্রন্থকারের কোন কর্ম্ম বা পরিশ্রম কার করিতে হইবে না। বন্দোবস্ত করিলে পিও সংশোধন করিয়া দিতে পারি, সংস্কৃত ইংরাজিভাষা হইতে যে কোন গ্রন্থ অনুবাদ রিয়া ছাপাইয়া দিতেও প্রস্তুত আছি, ব্যয়ও দিক হইবে না। যিনি সংস্কৃত বাঙ্গলা বা ক্ষিতে কোন পুস্তক মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা রেন তিনি কলিকাতা, মুজাপুর আমহাউসের কণ ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে থবা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট লোক াঠাইলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

লা চৈত্র ১২৭৩ সংস্কৃত বিদ্যালয় } শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার

-:০:-

নিউ এপথিকারিস হল।

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল নম আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সরি ক্তির সুবিধার জন্য নগদ মূল্যে বাজারের ক কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে র্দ্দেশ ও তাহার মূল্য স্বরূপ নোট, হুণ্ডী বরাতী চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর সি দত্ত কোং।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

মনুসংহিতা।

কুল্লূকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীযদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন।

চুটীয়া পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৬৭ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৬৮ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসর মিয়াদে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

হস্তি ধরিবার নিমিত্ত যত কুনকি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার কি কুনকি প্রতি ২০ টাকা হারে মাশুল দিতে হইবে, ধৃত হস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমত গবর্ণমেণ্টের থাকিবেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে।

অন্যান্য আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস ময়নাগুড়ী। ১২ ই ডিসেম্বর। ১৮৬৬ } শ্রীযুক্ত জে, এফ, টুইডি সাহেব ডেপুটী কমিসনর

—:০:—

বর্দ্ধমানের সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু তারানাথ কবিরাজ মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে সাধারণজনগণকে এতদ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে ভবিষ্যতে উক্ত বাবু সবআসিষ্টাণ্ট সরজনের ভিজিট গ্রহণে চিকিৎসা করিবেন।

শ্রীহীরালাল মল্লী।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমাদিগের সরিকানী বিষয় যাহা তরফ গকুলনগর, বিষ্ণুপুর, বংশীধরপুর এবং সুরপুর সামিল যে সমস্ত টিক। কমী এবং ঝুড়াবঘাটে যে চক আছে ও পরগণে মুক্তাগাছা ইনাৎপুর প্রভৃতি স্থানে যে মহত্রাণ ব্রহ্ম ও ঠিকা প্রভৃতি আছে তাহা আমার অনুপস্থিতে এবং অমতে যদি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রয় করেন এবং যদি কেহ তাহা খরিদ করেন সে বাতিল, নামঞ্জুর এবং অগ্রাহ্য হইবে।

কেন্দ্রী লা মার্চ্চ ১৮৬৭ } জয়নগর নিবাসী শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীধর গোস্বামির টীকা এবং বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত রীত্যনুসারে মুদ্রিত হইয়া ২॥ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, যাহার প্রয়োজন হইবেক তিনি সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পুস্তকাধ্যক্ষের নিকট অথবা প্রাকৃত যন্ত্রালয়ে মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীমধুরানাথ শর্ম্মা।

—:০:—

পাঠসংহিত প্রথম ভাগ।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ব্যবহারোপযোগী হয় এরূপ প্রণালী অনুসারে আমি এক খানি পাঠসংহিত প্রস্তুত করিয়াছি। আপাততঃ উহার প্রথমভাগ মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। এর মধ্যে বহুল পরিমাণে সহজ অথচ সুকৌশল রচিত প্রশ্ন সকল সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়স্য

—:০:—

বিজ্ঞাপন

সন ১৮৬৭।৬৮ সালে জেলা বর্দ্ধমানে যে সমস্ত নিম্ন লিখিত লোকেল ফণ্ডের কার্য্য হইবে এবং সন ১৮৬৮ সালের ১৫ ই মার্চ তারি[খের] পূর্ব্বে সমাধা করিতে হইবে সেই সকল কর্ম্মের জন্য সন ১৮৬৭ সালের ৩০ এ মার্চ মোং সন ১২৭৩ সালের ১৮ ই চৈত্র পর্য্যন্ত জেলা বর্দ্ধমা[নের] শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে বন্দ করা দরের ফর্দ্দ লওয়া যাইবে এবং উক্ত তারিখে বেলা ২ প্রহরের সময় ঐ সমস্ত দরের ফর্দ্দ খো[লা] যাইবে।

প্রত্যেক দরের ফর্দ্দের সঙ্গে ৫০ টাকা ডিপাজীট দাখিল করিতে হইবে। উক্ত ডিপাজীট দরের ফর্দ্দ অগ্রাহ্য হইলে ফেরত দেওয়া যা[ইবে] কিম্বা গ্রাহ্য হইলে পর দর দেওনিয়া ব্যক্তি তদনুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকার হইলে উক্ত আমানত জব্দ করা যাইবে। প্রত্যেক দরের ফর্দ্দে দেওনিয়া যে দরে কার্য্য করিতে চাহে তাহা লিখিবে। এক ফর্দ্দের মধ্যে এক কি অধিক রাস্তার দর দেওয়া যাইতে পারিবে।

রাস্তার নাম	মৃত্তিকার কার্য্য কিউবিক ফুটের হিসাবে	সাবাক স্থপার ফিশেল ফুটের হিসাবে	চাপড়া স্থপার ফিশেল ফুটের হিসাবে	পাকা গাথনী কিউবিক ফুটের হিসাবে	খোয়ামেটাদিং কিউবিক ফুটের হিসাবে	কর্ম্ম	সাল কাষ্ঠে[র] কিউবিক ফু[টের] হিসাবে
বর্দ্ধমান হইতে শিউড়ী রাস্তা	১৬,৬৭,৯৬০	৯,৬২,৫০০	০	৮,৪০০	০		
ঐ মেদিনীপুর রাস্তা	১১,২০,২০০	৪,৬৮,০০০	০	৩৬,৫০০	০		
কাটোয়া হইতে শিউড়ী রাস্তা	১০,৩১,০০০	১৮,১৫,০০০	৭,৫৬,০০০	৩১,৮০০	৪২৫		৫৩৬
ঐ দেওয়ানগঞ্জ রাস্তা	১,৪০,০০০	১,৬২,৫০০	১,৫০,০০০	৫,০০০	০		
মোট	৩৯,৬৫,১৬০	৩৪,০৮,০০০	৯০,৬০,০০	৮১,৭০০	৪২৫		৫৩[৬]

কেহ অপর বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক হইলে কাছারিতে জানিতে পারিবেন।

বর্দ্ধমান। সন ১৮৬৭ সাল
তারিখ ১১ ই মার্চ

এ, জে, আর, বেবরিজ।
মাজিষ্ট্রেট।

[illegible] কর্ত্তৃক
... চক্র প্রেক্ষত্তত্ত্ববিষয়ক প্রস্তাব
প্রতি খণ্ড চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে
যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি ডি রোজারিও
কোম্পানি, সংস্কৃত প্রেস ডিপাজিটরি বা কলুটোলা
ওয়ালিস ষ্ট্রীটে বাবুরুজি আবার ৪৩ কোং ৮১
নং পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

ইণ্ডিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎপ্রণীত ও মৎপ্রকাশিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
মুগ্ধবোধের ব্যাকরণ	।০
নীতিসার (১ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রী দ্বারকানাথশর্ম্মা।

সোমপ্রকাশ।

১২ ই চৈত্র সোমবার।

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যার্থ আজীমগঞ্জের শ্রীযুক্ত রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর দৃষ্টান্তভূত যে সাধু অনুষ্ঠান করেন, গতবারে আমরা তাহা পাঠকগণের গোচর করিয়াছি, এবার সেই প্রকার একটী সদনুষ্ঠান সমাচার তাহাদিগের শ্রবণ গোচর করা যাইতেছে। কৃষ্ণনগর কালেজে একটী সভা হইয়া এতদর্থ কিঞ্চিৎ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। পাঠকগণ প্রেরিত স্থলে তাহা দর্শন করিবেন। স্থানে স্থানে এইরূপ সভা হইয়া অর্থ সংগৃহীত হয়, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

চা-করগণ ও গবর্ণর জেনরল।

নদীর স্রোত নিম্ন দিকেই গমন করে। যদি আমরা উহাকে ঊর্দ্ধ দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা পাই, কেবল যে আমাদিগের কষ্ট, অনর্থ অর্থ ব্যয় ও অন্য অন্য প্রকার অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা আছে এরূপ নয়, অভীষ্টলাভও বিলম্বে ঘটে। ... হয়। স্বাভাবিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে গেলে সর্ব্বত্রই প্রায় এরূপ ঘটিয়া উঠে। বিপদকাল ব্যতিরেকে কৃষি ও বাণিজ্য স্থলে স্বাধীন শ্রম ও স্বাধীন ব্যবহার করিয়া কার্য্য সম্পাদন করাই উচিত, তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হয়, অন্যথা ব্যতিক্রম ঘটে। নীলকরেরা অধিক লাভের আশয়ে এক দাদন প্রথা অবলম্বন করিয়া উৎসন্ন হইয়াছেন, চা-করেরা কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতি কুলির স্বাধীনতাপহারী যত আইনের স্বক্তির চেষ্টা পাইতেছেন, ততই অলাভবান ও বিপদাপন্ন হইতেছেন। তাঁহারা যদি স্বল্প মূল্যে ক্রয় ও অঙ্গদেহ কুলি লইয়া যাইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সবলকায় কুলি লইয়া যান, তাহাদিগকে কণ্ট্রাক্ট আইন দ্বারা বদ্ধ না করিয়া অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া রাখেন, এবং বহুল পরিমাণে তথায় কুলির উপনিবেশ করিয়া স্বকার্য্যসাধন চেষ্টা পান, বিলক্ষণ লাভবান হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বিপরীত বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। তাহার বশবর্ত্তী হইয়া ৩রা চৈত্র শনিবার প্রায় ৫০ জন চা-কর ও তাঁহাদিগের প্রতিনিধিগণ গবর্ণর জেনরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া চায় চাষের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় বর্ণন এবং গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে অনুরোধ করেন। লাণ্ডহোল্ডার্স সভার অধ্যক্ষ বুলেন স্মিথ সাহেব আবেদন পাঠ করিলে তৎপরে কাউন্সিলের মিলার সাহেব চা-করদিগের ক্ষতির বিষয় বাচনিক বর্ণন করিলেন। আবেদনকারিগণ স্বমুখেই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার কয়েকটী কারণ তাঁহাদিগের আপনাদিগের হইতেই ঘটিয়াছে। কিন্তু সেগুলি কি তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট কএকটা ক্ষতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথম, গবর্ণমেণ্ট ... কর ও মজুরের পরস্পর সম্বন্ধ ... করিয়া অন্যায় করিয়াছেন। এক্ষণ ... সাহেব মজুরদিগকে নির্দ্ধারিত ... সংখ্যা বেতন ও টাকায় এক মণ চা ... দিতে হয়। এ বিধিতে ক্ষতি ... বার্য্য। দ্বিতীয়, কুলিরক্ষক নিযুক্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার চা-করদিগের সদ্ব্যবহারের প্রতি অবিশ্বাস করিয়াছেন এবং কুলিরক্ষক, বিশেষতঃ মার্শল সাহেব অনিষ্ট করিতেছেন। তৃতীয়, আসামে রাস্তা ঘাট উত্তম নাই। অতএব তাঁহারা প্রার্থনা করিয়াছেন, বেতন নির্দ্ধারণ চা-কর ও মজুরের পরস্পরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য এবং কুলিরক্ষকের পদ উঠাইয়া দেওয়া ও রাস্তা প্রস্তুত করিবার জন্য অধিক টাকা ব্যয় করা উচিত।

আবেদন পঠিত হইলে মিলার সাহেব গবর্ণর জেনরলকে বলিলেন, মেজর লিজ, ডেপুটী কমিসনর মেজর কোম্বাব, ডেপুটি কমিসনর কাপ্তেন লা..., ডেপুটি কমিসনর কাপ্তেন কোম্ব, ... কাপ্তেন হ্বিস ও ঢাকার কমিসনর বকলাণ্ড সাহেবের রিপোর্টে প্রকাশ হয়, চা-করেরা সাধারণে মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। মধ্যে মধ্যে অত্যাচার হয় বটে, কিন্তু তাহা বিরল উদাহরণ মাত্র। মজুরদিগের উপরে সদ্ব্যবহার করা চা-করদিগের স্বার্থ। তিনি অবিলম্বে কুলি আইন পরিবর্ত্ত করিয়া কেবল চুক্তি ভঙ্গের ফৌজদারি দণ্ড বিধিটি রাখিবার অনুরোধ করেন। তাঁহার মতে কমিসন নিয়োগ হইলে পরীক্ষার ন্যায় হইবে, মৃত্যুর কারণ জানা যাইবে মাত্র, কিন্তু জীবন আর পাওয়া যাইবে না।

গবর্ণর জেনরল ইহার উত্তর পাঠ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন, তিনি যদিও সিবিলিয়ান ও শাসনকর্ত্তা, তথাপি চা কর প্রভৃতির সাহায্য করা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা। তিনি কর্ম্ম শূন্য হইলে নিজে চা কর হইবেন। তাঁহাদিগের ন্যায় তিনিও ভারতবর্ষে অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসিয়াছেন, তিনি নিজে ইংরাজ, অতএব স্বদেশীয়দিগের কষ্ট দূর করা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু ভারতবর্ষবাসী ও রাজ্যের প্রতি তাঁহার এক গুরুতর কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। গবর্ণমেণ্টের নিকটে যেসকল রিপোর্ট আইসে, তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ করে মজুরদিগের প্রতি অত্যাচার করা বিরল উদাহরণ নহে, অনেক স্থলে নিয়মিতরূপ প্রহারও হইয়াছে। এই কারণে মজুরের রক্ষার জন্য বিশেষ আইন হয়। এ আইন রহিত করা তিনি অপরামর্শসিদ্ধ জ্ঞান করেন। পরে প্রত্যুত্তর পাঠ করিয়া বলা হইল, ১৮৬৩ ও ১৮৬৫ অব্দের আইন গুলি অনেক অনুসন্ধান ও সাধারণ সম্মতির পর হয়। আইন দ্বারা চা-করদিগের ক্ষতি হইয়াছে, তাহা তিনি স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। সিংহলের কাফিকর মরিস সাহেব আসামের চা-ক্ষেত্র দর্শন করিতে আইসেন। গবর্ণর জেনরলের অনুরোধে তিনি বর্ত্তমান দুরবস্থার এই কয়েকটি কারণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেনঃ—

প্রথম, যৌথ মূলধন কোম্পানি করিয়া অপরিমিত ভূমি ক্রয় করা হয়। ইহা পরিষ্কৃত ও কর্ষিত করিবার উপযোগী পরিশ্রম ও টাকার সঙ্গতি ছিল না। এতন্নিবন্ধন বিস্তর উদ্যান বন পরিপূর্ণ রহিয়াছে। দ্বিতীয় বঙ্গদেশ হইতে কুলি লইয়া যাইবার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। তৃতীয়, অনেক স্থানে মজুর যায় এবং তাহাদিগের অধিকাংশ পীড়ায় প্রাণত্যাগ করে। ঐ অঞ্চলে পীড়া অতিশয় হয়। চতুর্থ, বিস্তর অনভিজ্ঞ চা তত্ত্বাবধায়ক যাওয়াতে চা উত্তমরূপে প্রস্তুত হয় না। এ জন্য ইংলণ্ডে মূল্য ও কাটতি কম হইয়াছে। পঞ্চম, টাকায় এক মণ চাউল দেওয়াতে ক্ষতি হইয়াছে। ষষ্ঠ, অনেক চা-করের পর্য্যাপ্ত মূলধন নাই। সপ্তম, ইংলণ্ডে অর্থকৃচ্ছ্র হওয়াতে অনেকে টাকা না পাইয়া ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন। মরিস সাহেব অপক্ষপাতী, অতএব গবর্ণর জেনরল বলিলেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ক্ষতির কারণ চা-করেরা আপনারা হইয়াছেন। আইনের দোষ দেওয়া অন্যায়। তাঁহার আজ্ঞানুসারে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল অর্পিত হইয়াছে। ইহাতে ন্যূনসংখ্যা বেতন নির্দ্ধারণ নিয়ম রহিত হইবে। কুলি রক্ষকের পদ উঠান তাঁহার মত নহে। যেখানে কুলি প্রেরিত হয়, সেইখানেই এ বিষয়ের আইন আছে, আসামে উঠাইতে হইলে মরিসস, ডেমেরেরা প্রভৃতি স্থানেও উঠাইতে হয়, কিন্তু তাহা করা অসম্ভাবিত। আসামের আয় ৩৪ লক্ষ টাকা মাত্র। শাসন, বিচার ও সৈনিক ব্যয় বাদে অল্পই উদ্বৃত্ত থাকে। তথাপি এ বৎসর তথায় ৭ লক্ষ টাকা নূতন রাস্তার জন্য দেওয়া হইয়াছে। আর অধিক টাকা সাধারণ রাজস্ব হইতে দিলে অন্য প্রদেশের উপরে অবিচার করা হইবে। পীড়া নিবন্ধন ইঞ্জিনিয়ারগণ আসামে অধিক বেতনেও যাইতে চাহেন না। বিস্তর মজুর ও ওবরসিয়ার প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টেরও সঙ্গতি অধিক নাই, অতএব এ বিষয়ে আপাততঃ আর কিছু করা যাইতে পারে না। অধিকসংখ্যক বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে তিনি শীঘ্র অনুসন্ধান করিবেন বলিলেন।

এই পর্য্যন্ত হইয়া সভা ভঙ্গ হইলে ভাল হইত। কিন্তু শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের যে দোষ আছে, তাহা প্রকাশিত করা হইল। সিলার সাহেব উঠিয়া বলিলেন, মার্শল সাহেব কাছাড়ে চা করদিগের প্রতি স্পষ্ট শত্রুতা প্রদর্শন করিয়া কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার উপরে কাহারও বিশ্বাস নাই। তাঁহাকে পদচ্যুত করা কর্ত্তব্য। হুলেন স্মিথ, মনি, বার্ণি ও ফরগুসন সাহেবও এই প্রকারে মার্শল সাহেবের দোষ দিতে লাগিলেন যে তিনি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত হন, তাঁহার রিপোর্ট বিশ্বাসের যোগ্য নহে, তিনি কুলি ও চা-করদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বাধাইয়া দেন, ইত্যাদি গবর্ণর জেনরল তাঁহাদিগকে বলিলেন, অনুপস্থিত ব্যক্তির নিন্দা করা অন্যায়; তাঁহাকে স্বসমর্থন করিতে দেওয়া উচিত। এটি যথার্থ ভর্ৎসনা হইয়াছে। চা করেরা কে, যে কোন্ কর্ম্মচারিকে রাখা উচিত, আর অনুচিত তাহা গবর্ণমেণ্টকে আজ্ঞাস্বরূপ বলিবেন? তাঁহাদিগের যে অভিযোগ থাকে, তাহাই জানাইবেন; এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কি কর্ত্তব্য তাহা বলা নির্লজ্জতাসূচক অসমসাহস। যে ব্যক্তি দ্বারা আপনাদিগের দোষ প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করা শ্রীবৃদ্ধিকারিদলের যে রোগ আছে, এটি তাহার উদাহরণ মাত্র। মার্শল সাহেবের চরিত্রের অনুসন্ধান হেতু কমিসনর বকলাণ্ডকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু আর এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে ভাল হইত। বকলাণ্ডের উপরে সাধারণের ভক্তি অল্প। জনরব, এইরূপ তাঁহার অনেক টাকা চা কোম্পানির অংশ ক্রয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আমরা মরিস সাহেবের রিপোর্ট অবধানপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলাম, চা-করদিগের আপনাদিগের দোষে ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহারা একবারে সমুদায় আবাদ ক্রয় করিতে চাহেন, এক কালে কত পাইলে কি হইবে? তাহা যে

ব্যবস্থা করিতে হইবে সেটি তাঁহাদিগের স্মরণ ছিল না। সাধ্যাতীত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যে ফল হয়, তাহা ঘটিয়াছে। মজুরদিগের প্রতি সাধারণ্যে অসদ্ব্যবহার হয় তাহা আমরা বলি না; কিন্তু অনেক চা-কর ক্রমশঃ নীলকরদিগের পথ অবলম্বন করিতেছেন। কুলিগণ যথা নিয়মে বেতন পায় না। মরিল সাহেব প্রত্যহ বেতন দিবার কথা বলিয়াছেন। এটির প্রতি যেন ব্যবস্থাপক সভার মনোযোগ হয়। বেতনের হ্রাস সংখ্যা নির্দ্ধারণ অতি আবশ্যক। এ নিয়ম রহিত হইলে এই হইবে, তত্ত্বাবধারকগণ পাঁচটাকার স্থলে এক টাকা দিবেন। গবর্ণর জেনরল নিজে স্বীকার করেন, কুলি নিতান্ত নিরাশ্রয়, কিন্তু তাহার দুরবস্থা প্রস্তাবিত আইনে আরও বৃদ্ধি হইবে। কুলিদিগের চিকিৎসা প্রণালী অতি জঘন্য, তাহা মার্শল সাহেব একাকী বলেন নাই, অন্যস্থানে প্রকাশ হইবে। তাহাদিগের বাস স্থান সাধারণ্যে জঘন্য, খাদ্যের ত কথাই নাই। চা-করেরা এসকল বিষয়ে আপনাদিগের "স্বার্থ ও দয়ার উপর নির্ভর" করিতে বলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি পাগল হয়েন এ কথায় বিশ্বাস করিবেন। যতক্ষণ কুলি পাওয়া যাইবে ততক্ষণ তাহাদিগের জীবনের প্রতি অল্পই দয়া প্রদর্শিত হইবে। যদি বেতন ও খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ পরিশ্রমের নিয়মের উপরে নির্ভর করা হয়, তাহা হইলে কেন বিশেষ কণ্ট্রাক্ট বিধিটি আর না থাকে। নচেৎ সর্ব্বসাধারণে স্থির করিবেন, গবর্ণমেণ্ট চা-করদিগের জন্যে এই অন্যায় আইন করিলেন। যাহা হউক, যত দিন চা-করেরা যথাসাধ্য ন্যায়পর হইবার ইচ্ছা প্রকাশ না করিবেন, যত দিন তাঁহারা মজুরদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার না করিবেন, তত দিন সাধারণের নিকট হইতে সাহায্য পাইবেন না। কেবল তাঁহাদিগের জন্যে আইন হইতে পারে, কুলিদিগের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্ট কঠিনতর আইন করিতে পারেন, কিন্তু কুলি পাওয়া না যাইলে কাহার উপরে ক্ষমতা প্রকাশ করা হইবে? আসামে যে আর মজুর যাইবে না তাহার সূত্রপাত হইয়াছে।

বালিকা বিদ্যালয় ও অলঙ্কার পুরস্কার দান।

আমরা প্রায় অধিকাংশ বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বৃত্তান্ত মধ্যে দেখিতে পাই, অমুক বিদ্যালয়ে অমুক বালিকা অমুক অলঙ্কার পুরস্কার পাইল। আমরা অদ্য এই প্রথাটীর প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। স্ত্রীলোকদিগের যে অলঙ্কার ধারণের রীতি আছে, তাহা শ্রেয়স্কারিণী নহে। ইহা বহু দোষে দূষিত দৃষ্ট হয়। প্রথম, অলঙ্কারা চিত্তসৌন্দর্য্যের অবিশেষ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যিনি যে পরিমাণে অলঙ্কার ধারণ করেন, তাঁহার সেই পরিমাণে গর্ব্ব বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয়, যে স্ত্রীর বাসিতোর্কাঙ্ক্ষা হেতু অলঙ্কারের অল্পতা হয়, তিনি অধিকতর অলঙ্কারভূষিতা প্রতিবেশিনীকে দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হন। তৃতীয়, বাল্যাবধি অলঙ্কার পরিধানের অভ্যাস থাকাতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা এমনি অলঙ্কারপ্রিয় হইয়া উঠেন যে, যে পতি অলঙ্কার দিতে না পারেন, অনেক স্থলে তিনি অপ্রীতি ভাজন হইয়া পড়েন। চতুর্থ, এক সম্প্রদায় লোকের প্রতিপালন ও তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইতেছে। স্বর্ণকারেরাই সেই সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধু নাই বলিয়াই প্রসিদ্ধি হইয়া পঞ্চম, যত দিন অলঙ্কার পরিধানের রীতি থাকিবে তত দিন স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ পারিপাট্য [illegible] নাই। এদেশীয় স্ত্রীলোক বস্ত্র পরিধান করেন, অমনি পরিহিত অলঙ্কার দেখাইবার ইচ্ছা কি তাহার প্রধান কারণ নহে? যে বিষয়ের এত দোষ, পারিতোষিক বিতরণকালে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের তাহাতে উৎসাহ দান করা কি উচিত? পারিতোষিক দিবার কি অন্য দ্রব্য নাই? অতএব আমরা বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা আর বালিকাদিগকে অলঙ্কার পুরস্কার না দেন।

শিক্ষাকর।

সাহায্যদান প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবার পর অবধি নানা স্থানে সাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার অধিকাংশের অবস্থা একান্ত শোচনীয়। এই শোচনীয় অবস্থার যে সমস্ত কারণ নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, মূল ধনের স্বল্পতার তাহার অন্যতর। আমাদিগের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্য্যের প্রধান অধ্যক্ষ ডব্লিউ, এস, আটকিন্সন সাহেব সেই মূলধন সংগ্রহের একটী নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবটী আমরা এডুকেশন গেজেট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"যে যে স্থানে সাহায্যকৃত বিদ্যালয় আছে, তথায় ঐ বিদ্যালয়ের স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টর মহাশয় প্রত্যেক শ্রেণীর পঞ্চায়েত নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং কোন্ কোন্ গ্রাম বা স্থান ঐ পঞ্চায়েতের অধীন থাকিবে তাহাও ধার্য্য করিবেন। এই পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক এক খানি রেটবুক প্রস্তুত করা হইবে। পঞ্চায়েতের অধিকৃত সীমার মধ্যে বাৎসরিক এক শত বিংশতি মুদ্রা বা তাহার অধিক উৎপন্ন হয়, এমত সম্পত্তি যে সকল ব্যক্তির থাকিবে, তাহাদের নাম এবং ঐ সম্পত্তি হইতে তাহাদের বার্ষিক আয় লিখিত হইবে। এই রেটবুক প্রস্তুত হইলে পর সকলের পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত তাহা একটি নির্দিষ্ট স্থানে সংস্থাপিত হইবে। তল্লিখিত আয় নির্দ্ধারণে যিনি অমত প্রকাশ করিবেন, তিনি ঐ জেলার বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল করিলে উহার সংশোধন হইতে পারিবে। রেটবুক সম্পন্ন হওয়ার অন্যূন ১৫ দিবস পরে

যদি ঐ রেজিষ্টরে যত লোকের নাম লিখিত হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক বা তদধিকসংখ্যক লোকের এবং তাহাতে যত আয় সমষ্টি নির্দ্দিষ্ট হইবে তাহার অর্দ্ধেক বা তদধিক আয়বান ব্যক্তির সম্মতি গৃহীত হয়, তাহা হইলেই সেই স্থানে একটী শিক্ষাকর নির্দ্ধারিত ও সংগৃহীত হইবে কি পরিমাণে এবং কত কাল এই কর দিতে হইবে এবং তৎপ্রতি প্রত্যেক করদাতার সম্মতি ঐ রেজিষ্টরেই লিপিবদ্ধ থাকিবে। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবের সম্মতিও ঐরূপে লিপিবদ্ধ হইলে পর কর আদায় হইবে। পরে ঐ আক্টের অধিকারী সমুদায় ব্যক্তি সমবেত হইয়া একটী শিক্ষা বিষয়ক পঞ্চায়েত মনোনীত করিবেন, এবং তন্মধ্য হইতে এক জনকে সম্পাদক মনোনীত করিবেন। ঐ পঞ্চায়েতের অধীন স্থানে যত স্কুল আছে বা স্থাপিত হইবে সকলেরই সম্পাদক তিনিই থাকিবেন। কতগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে ও কি প্রকার বিদ্যালয় হইবে এবং বিদ্যালয় সমূহের কার্য্য প্রণালী সমস্তই ঐ শিক্ষা পঞ্চায়েত কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইবে, সম্পাদক সংগৃহীত অর্থ আপন হস্তে রাখিবেন।

এই শিক্ষা কর সংগ্রহ করিবার জন্য শিক্ষা পঞ্চায়েতই লোক নিযুক্ত করিবেন, এবং কাহারও কাছে তিন মাসের অনধিক অর্থ অনাদায় থাকিলে ঐ পঞ্চায়েত উক্ত ব্যক্তির জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া কর আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

শিক্ষা পঞ্চায়েত প্রতি বৎসর এপ্রেল মাসের পঞ্চদশ দিবসে শিক্ষাসংক্রান্ত ডিরেক্টর সাহেবের নিকট নির্দ্দিষ্ট রীতি অনুসারে আয় ব্যয়ের এক হিসাব পাঠাইবেন।

শিক্ষা পঞ্চায়েত কর আদায়ে অবহেলা করিলে অথবা করদায়ী ব্যক্তিরা পঞ্চায়েত নিযুক্ত না করিলে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে তদ্বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাঁহার অনুমতি ক্রমে আপনি সেই সমুদায় কর্ম্মের ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

শিক্ষাকর যে পরিমাণে আদায় হইবে ডিরেক্টর কর্ত্তৃক তৎপরিমাণের অনধিক গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রদত্ত হইবে. ঐ সাহায্য ডিরেক্টর যখন ইচ্ছা বন্ধ করিতেও পারিবেন। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট সাহায্যাধীন বিদ্যালয়ের সম্পাদক বিদ্যালয়ের কোন সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য বিচারালয়ে অভিযোগ করিতে পারিবেন, এবং অপর ব্যক্তিও তাঁহার নামে অভিযোগ করিতে পারিবে। কারণ তিনি স্থাবর অধিকারী স্বরূপ গণ্য হইবেন। বিদ্যালয় সম্পর্কে কাহারও কিছু প্রাপ্য থাকিলে তিনি সেই সম্পাদককে [illegible] করিয়া অভিযোগ করিতে পারিবেন।

এই সকল বিদ্যালয়ে নিয়মিত ব্যয় হইয়া শেষে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা শিক্ষাসংক্রান্ত ডিরেক্টরের নিকট প্রেরিত হইবে, তৎকর্ত্তৃক বিবেচনা মতে তাহার সদ্ব্যয় হইবে। *

আটকিন্সন সাহেবের অভিপ্রায় ও চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রস্তাবটী ফলাম্বিত হইবে বোধ হইতেছে না। অধিকাংশ পল্লীগ্রামে প্রস্তাব লিখিত আয়বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিবে না। মিলিলেও বিদ্যাবিষয়ে অনুরাগবান অধিকসংখ্য ব্যক্তি মিলা ভার। অধিকাংশ অনুরক্ত না হইলেও পঞ্চায়েত হইবার সম্ভাবনা নাই। কোন স্থানে কথঞ্চিৎ পঞ্চায়েত মিলিলেও এত অধিক অর্থ সংগ্রহ হইবার সম্ভাবনা নাই যে তদ্দ্বারা মূল ধন সংগ্রহ হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট প্রণালীতে কিঞ্চিৎ উচ্চতর বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। আমাদিগের দেশে যে কোন কর করিবার বাসনা করা, বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এরূপ বিষয়ে বল প্রয়োগ একান্ত দূষণীয়। তাহা হইলে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি লোকের বিদ্বেষ জন্মিয়া উঠিবে। যে সমস্ত কর দ্বারা রাজ্য রক্ষা ও আত্মরক্ষার সম্ভাবনা আছে, সেই ইনকম টাক্স মিউনিসিপাল টাক্স ও চৌকিদারী টাক্স দিতে লোকে কত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

এরূপ কর নির্দ্ধারণ করিবার আর আবশ্যকতাও দেখা যাইতেছে না। ইনস্পেক্টরেরা যদি কিছু শক্ত ও শ্রমসহিষ্ণু হন, এক্ষণে যে সাহায্যদান প্রণালী চলিতেছে, ইহাতেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। যখন কোন গ্রামের লোকে সাহায্যার্থী হইয়া আবেদন করিবে, ইনস্পেক্টর স্বয়ং অথবা তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে কোন ডেপুটি ইনস্পেক্টর দ্বারা অগ্রে গ্রামের অবস্থার অনুসন্ধান করিবেন। যদি সেখানে অধিকাংশ সম্পন্ন ব্যক্তি থাকেন এবং অধিকাংশ লোকের বসতি হয়, তাঁহারা ও ছাত্রদের বেতন কত টাকা আদায় হইতে পারে, তাহার অনুমান করিতে হইবে। স্কুলিংরেট কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণেও ধরিতে হইবে। আজি কালি সাধারণের কল্যাণকর কার্য্যে অধিকাংশ লোকের প্রবৃত্তি উৎসাহ ও অধ্যবসায় জন্মে নাই বটে, কিন্তু স্ব স্ব সন্তানগণের উত্তম শিক্ষা লাভ হয়, সাধারণের এ ইচ্ছা জন্মিয়াছে। উত্তম শিক্ষা হইতেছে দেখিতে পাইলে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন দানে লোকে পরাঙ্মুখ হয় না। সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া ডেপুটি ইনস্পেক্টর রিপোর্ট করিলে ইনস্পেক্টর আবেদনকারীকে তাঁহারা সেখানে যে প্রকার স্কুল হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা জানাইবেন এবং তাঁহাকে সেই পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিতে বলিবেন, গবর্ণমেণ্ট হইতেও তাঁহা ও স্কুলের মূল্য সাহায্য দেওয়াইতে হইবে। যিনি যিনি এই নিয়মে বদ্ধ হইয়া সাহায্য গ্রহণে সম্মত হইবেন, তিনি সাহায্য পাইবেন। যে যে ব্যক্তি যে যে আবেদন করিবে ইনস্পেক্টরেরা তাহা গ্রাহ্য না করিবেন [illegible] যদি এই নিয়মে কার্য্য করেন, শিক্ষা কর প্রবর্ত্তিত করিয়া লোকের বিরাগভাজন না হইয়া ডিরেক্টর অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত শিক্ষক রাখিয়া পড়াশুনার উত্তম নিয়ম করিয়া দিলে গণ্ডগ্রামে উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দর্শন দুষ্কর হইবে না। আমরা অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া দেখিয়া শুনিয়া একথা কহিতেছি। ডিরেক্টর [illegible] হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন প্রণালী দর্শন [illegible] [illegible] পাইবেন [illegible]

পঞ্জাবের গোঁড়া দ্বারা আক্রমণের আইন।

একদা এক জন কুলটা আপনার …য়ব করিয়া বলিয়াছিল, এক ব্যক্তি …হার উপরে বলপ্রকাশে উদ্যত হয়, … কেবল যথাসময়ে তাহার প্রস্তাবে …ত হইয়া বল প্রকাশ হইতে দেয় নাই। … দিবস পঞ্জাবের গোঁড়া দ্বারা হত্যার …র বিধিবন্ধনকালে ব্যবস্থাপক সভা …ই প্রকার প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। … দিন ঐ বিল বিধিবদ্ধ হয়, সে দিন …র হেনরি ডুরাণ্ড ও গবর্ণর জেনরল …লেন, গোঁড়ারা সর্ব্বদা আফিসরদিগকে …াক্রমণ করাতে তাঁহারা এত রুষ্ট হই- …য়াছেন যে আইনে ক্ষমতা না দিলে …তাহারা আইন স্বহস্তে লইবেন।" অর্থাৎ …বর্ণমেণ্টের সৈনিক ভৃত্যগণ এত জিদ …করিতেছেন যে, তাহাদিগকে যথাবিধি …আইনের মহিমা পালন করান ভার হইয়া …উঠিয়াছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট ভাবিতে- …ছেন, আইন না করিলে যে কার্য্য অত্যা- …চার ও অসভ্য ব্যবহার বলিয়া বিবেচিত …হইবে, আইন হইলে আর তাহার সেই …রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। এ আইনটী …তবে কেবল সৈনিকদিগের ভয়ে করা …হইয়াছে? বিশুদ্ধযুক্তি ইহার মূল নয়? …ইংরাজজাতি এদেশের অধীশ্বর, আইন …করিয়া হউক, আর বিনা আইনে হউক, …তাঁহারা এদেশের সহস্র সহস্র লোকের …বধ ও বন্ধন করিতে পারেন। যদি করেন, …তাহাতে আমাদিগের হৃদয়ের তাদৃশ …ব্যথা জন্মে না, সভ্য গবর্ণমেণ্ট অসভ্য …রাজার ন্যায় যুক্তি বিরুদ্ধ আইন করিলে …যেরূপ ব্যথা জন্মে। বিলের শেষ তর্কের …দিবসে মেইন সাহেব বলেন, "অনেকে …বলিয়াছেন এই বিলে প্রকাশ করিতেছে …ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট আইন বিরুদ্ধ কাজ …করিবার অনুমতি দিতে উদ্যত হইয়াছেন, …কি… ইহার বিপরীত কথা বলিলে সমস্ত হইত। "পৃথিবীর সমুদায় লোকে যে কথা বলেন, তাহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করা মেইন সাহেবের স্বভাব। যদি কেবল উক্ত মাধে যুক্তিবিরোধ দোষগুণ হইত, তাহা হইলে তাঁহার মতে মত দিয়া আমরা বলিতাম, ষ্ট্রাচেপ্থ সাহে- বের বিল গবর্ণমেণ্টের সভ্যতা ও দয়ার একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু সত্যের অপলাপ করা বড় কঠিন কর্ম্ম।

মেইন সাহেব এই আইন সম্বন্ধে আপীলের বিষয়ে বলেন, সে বিধি করা বৃথা। তাহা করিলে শত শত ক্রোশ দূরস্থিত প্রধানতম বিচারালয়ে রাশীকৃত নিতান্ত অকর্ম্মণ্য কাগজ রাস্তা দিয়া পাঠাইতে হইবে, ইহাতে বিলম্ব হইবে। তাঁহার মতে এই করিলেই যথেষ্ট হইবে লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের সম্মতিক্রমে প্রধান- তম বিচারালয় মধ্যে মধ্যে সরকুলার প্রচার করিয়া কার্য্য বিধি স্থির করিবেন। সরকুলরের কি এরূপ কোন অদ্ভুত গুণ ও ক্ষমতা আছে, যে তাহা বিচারপতি- দিগের ভ্রমপ্রমাদ ও উগ্রতা প্রভৃতির দূরীকরণ করিতে পারে? কাগজ প্রের- ণের ভয়ে আপীল হইবে না? নিয়মবহি- র্ভূত প্রদেশের বিচারপতিরা কি অভ্রান্ত? বঙ্গদেশের শিক্ষিত বিচারপতি- গণ উপযুক্ত উকীল ও জুরির সাহায্য লাভ করিয়াও ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। ইহা কি অবিদিত? সে দিবস জামালপু- রের জজ মাইকেল নামক এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দেন, কিন্তু প্রধানতমবিচারা- লয় উক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়াছেন। আপীলের নিয়ম না থাকিলে যে এক জন নির্দ্দোষের অকারণ প্রাণদণ্ড হইত একথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? মেইন সাহেব ও ব্যবস্থাপক সভা বার- ম্বার আমাদিগকে বলিতেছেন, শীঘ্র দণ্ড না দিলে আক্রমণ নিবারণ হইবে না। কিন্তু আমরা কহিতেছি, ব্যবস্থাপকগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, বন্যগণ অবিলম্বিত দণ্ডকে ভয় করে না, তাহাদি- গের পক্ষে এ আইন কোনক্রমেই ফলো- পধায়ী হইবে না। ইহার ফল এই হইবে রাজ্যের যে কোন একশ্রেণীর প্রজা কোন অত্যাচারকারী ইউরোপীয়ের বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিবে, তাহাকে এই আইন অনুসারে দণ্ড পাইতে হইবে। আপীল… নাই, এবং নিম্নতর বিচারপতিগণ ইউ- রোপীয় অর্থির কথায় অধিক বিশ্বাস করিবেন। "দশ জন দোষী মুক্তি… লাভ করুক, কিন্তু এক জন নির্দ্দোষীর… যেন বৃথা দণ্ড না হয়।" আইনের এই যে… বিশুদ্ধ মূল নিয়ম আছে, তাহা কিছু… কালের নিমিত্ত পঞ্জাবে রহিত থাকিবে… এই মূল নিয়ম হইবে, "দশ জন নির্দ্দোষ… ব্যক্তি বরং দণ্ড পাউক, কিন্তু যেন এক… জন দোষী মুক্তিলাভ না করে।"

প্রেততত্ত্ব।

আমেরিকার অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া… মধ্যে প্রেত সম্ভাষণ একটি প্রধান। অশি… ক্ষিত ও কৃতবিদ্য, বিষয়ী ও বিরাগী, ব্যব… হারাজীব ও সৈনিক, স্ত্রীলোক ও পুরুষ… প্রায় যাবতীয় শ্রেণীর লোকে (সর্ব্ব… বাদিসম্মতরূপে না হউক) এই মতে… আদর করিতেছেন। বঙ্গদেশ অদ্ভু… মানসিক কল্পনার প্রধান স্থান। অতএ… এখানকার অনেকে যে এই মত গ্রাহ… করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে… চিরকাল দেখা যাইতেছে, মানুষের অতী… ন্দ্রিয় পদার্থ নির্ণয়ের বলবতী বাসনা… ইচ্ছা আছে। প্রাচীনকালের ধর্ম্মশাস্ত্র… কারেরা এটা ভাল বুঝিতেন, এই জন্য… যদিও তাঁহারা ঈশ্বরকে নিরাকার… অতীন্দ্রিয় পদার্থ বলিয়া জানিতেন… তথাপি সাধারণের ঐ মনোরথ পূ… করিবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার কে… …তত্ত্বমূলক নানা ধর্ম্ম ও না…

গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। প্রেত সম্ভাবকেরা বলেন, প্রেতের সাহায্যে যথার্থ ঈশ্বর নির্ণয় করা যাইবে। পরকাল কি? সে অবস্থায় কি হয়? তাহা নিশ্চয় জানিতে পারিলে মানুষের জীবন সুখময় হয়। একারণ প্রেততত্ত্ব অবলম্বন প্রার্থনীয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে প্রেততত্ত্ব সত্য কি না? আমেরিকা ও ইউরোপের প্রগাঢ় চিন্তাশীল লোকেরা এক বাক্যে প্রেততত্ত্বের অলীকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সকল সম্প্রদায়ের লোকেই অলৌকিক ঘটনা সকলকে আপনাদিগের মতের যাথার্থ্যের প্রমাণ স্বরূপ প্রদর্শন করেন। প্রেতসম্ভাবকেরা এই সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া বলেন, অনেকে প্রেতের সাহায্যে অজ্ঞাত ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন ও স্বরকথ্য লিখিয়াছেন। এইটি তাঁহাদিগের প্রধান অবলম্বন। যে সমস্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তাহাতে আমাদিগের অবিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে এরূপ হইবার কারণ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। মিসর দেশে এক দল ভোজবাজীকর আছে, দর্শক যাঁহাকে স্মরণ করেন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ইহারা দেখাইয়া দেয়, অথচ ইহারা অলৌকিক ক্ষমতার ছলনা করে না।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, সম্প্রতি প্রেততত্ত্বের বিরুদ্ধে লিখিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক বাবু ভোলানাথ পাল এম, এ, ইহার লেখক। বাবু ভোলানাথ পাল দর্শন শাস্ত্র সুন্দররূপ জানেন। মনের শক্তি কোন্ অবস্থায় কি প্রকার হয়, তাহা তাঁহার অবিদিত নয়। তিনি বলেন, প্রেততত্ত্বের মূলনিয়ম অশুদ্ধ ও অযৌক্তিমূলক। অনেক ইদানীন্তনকালের বৈদিক বিজ্ঞানের যুক্তিকর্তা। তাঁহার মত এই, প্রেততত্ত্ব একটি মানসিক ভ্রম। প্রেতাশ্রিত ব্যক্তি ক্ষণিক উন্মাদে আক্রান্ত হন এই মাত্র। এ বিষয়ের তিনি কয়েকটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠকবর্গ মূল গ্রন্থে তাহা দর্শন করিবেন। তিনি প্রেত সম্ভাবকদিগের একটি প্রধান ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাঁরা প্রেতদিগকে জড় পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু মাগনাটিজমের দ্বারা ভিন্ন প্রেত আইসে না বলেন, জড়ের সাহায্যে অজড় পদার্থের আবির্ভাব হয়, ইহার অপেক্ষা ভ্রম আর কি আছে?

আমরা দুঃখিত হইলাম ভোলানাথ বাবু কেবল দর্শন শাস্ত্রের উপরে নির্ভর করিয়া তর্ক করিয়াছেন। চিন্তাশীল লোকেরা তাঁহার তর্ক অখণ্ডনীয় জ্ঞান করিবেন। কিন্তু প্রেত সম্ভাবকদিগের মধ্যে কত জন এপ্রকার আছেন? মাক্সন জেরিস প্রথমতঃ যখন এই অদ্ভুত মত প্রকাশিত করেন, সেই অবধি এই পর্য্যন্ত প্রেততত্ত্বের সংক্ষেপ ইতিহাস ও তাহা হইতে অবিশ্বাস্য উদাহরণ প্রদর্শন করিলে পুস্তকখানি সাধারণের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইত। তিনি কেবল কৃতবিদ্যদিগের নিমিত্ত লিখিয়াছেন, কিন্তু এদেশে নামে কৃতবিদ্য এক দল লোক আছেন, তাঁহারা যখন যেটী নূতন দেখেন, তখন সেই দিগে ধাবমান হন। তাঁহারা দর্শন শাস্ত্রের বড় ধার ধারেন না। উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগের ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। গ্রন্থমধ্যে দুই এক স্থানে অন্যায় বিদ্রূপ আছে; এ সকল স্থানে গম্ভীর ভাবই আবশ্যক। বিদ্রূপে ভ্রম সংস্কার আরও দুষ্কর হয়।

আমাদিগের কালনার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

গুপ্ত গ্রামের অত্যাচারের বিষয় পূর্ব্বে সোমপ্রকাশে লেখা হইয়াছে। মকদ্দমাটী এক্ষণ বিলক্ষণ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি যে, রাজপুরুষগণের ইহাতে বিশেষ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের মাজি[ষ্ট্রেট] বেনব্রিজ ও ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট কাপ্তেন বার্কসাহেব উক্ত গ্রামে উপস্থিত হই[য়া] বিশেষরূপে তদারক করিয়া কহিয়াছেন, অত্যা[চার] অতি ভয়ানক। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি আসামী ধৃত হইয়াছে। মধুসূদন সরকার … খুদিরাম মিত্র উভয়েই সমান অপরাধী, সকলে হাজতে গিয়াছে। শুনিলাম কাপ্তেন বার্ক মুন্সী নবাবজানের বাটী অন্বেষণ করিয়া অনেক অপ[হৃ]ত দ্রব্য পাইয়াছেন। নবাবজানও তাহার ন[ায়] মঞ্জুর হইয়া হাজতে গিয়াছেন। মকদ্দমা[টী] সেসনে সমর্পিত হইয়াছে। কাউন্সেল ও উকীলে আদালত পরিপূর্ণ। বড় বড় সাহেব বিচা[র] দেখিতে আসিয়াছেন। অত্রত্য ডেপটি মা[জিষ্ট্রেট] পুলিশ ইনস্পেক্টর ফৌজদারি ও রেজিষ্টারি আমলাগণ সাক্ষি স্বরূপ বর্দ্ধমানে গমন করিয়াছেন। অনেকগুলি বিচার্য্য বিষয় উপস্থিত প্রথম, ডাকাইতী, দ্বিতীয়, লুণ্ঠন, তৃতীয় অনধিকার গৃহপ্রবেশ, চতুর্থ বিদ্রোহিতা, পঞ্চম লজ্জাশীলতায় ব্যাঘাত, ষষ্ঠ পুলিশের প্রাপ[্য] অবজ্ঞা। ইহার এক একটী দোষেই দণ্ড। … সকলগুলি প্রমাণ হইলে নবাবজানের কি হইবে বলা যায় না। আমরা অত্যাচারের কথা যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে দোষী ব্যক্তির গুরুদণ্ড হওয়া উচিত। শুনিলে হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে … স্বামীর সাক্ষাতে সাধ্বী স্ত্রীর অপমান, পুত্রের সমক্ষে মাতাকে প্রহার, ইহা কি অল্প আক্ষেপের বিষয়? ইহাতে কি দয়ার উদয় হয়? যাহা হউক এ বিষয়টীর সহজে নিষ্পত্তি হইবে না। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর পর্য্যন্ত ইহাতে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

সম্প্রতি বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা বাহাদুর এখানে আগমন করিয়াছেন। এই বার এখান[কার] … চিকিৎসালয়ের অবস্থা ভাল হইতে পারে। একটী পুস্তক … হইলে বড় উত্তম হয় … রাজা বাহাদুর একদা চিকিৎসালয় দর্শন করিতে গিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহাঁর নিকট আমরা আর একটী প্রার্থনা এই করি, যে ইহাঁর যে কএকটী দীর্ঘী এখানে আছে, সেগুলি … পঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। … … … … পারে।

৩০ এ ফাল্গুন রাত্রি দুই প্রহরের সময় অত্রত্য কাপাশির নিকট একটী ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নি লাগিয়া সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণ কিছুই বাহির করিতে পারেন নাই। মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর তাঁহাকে বস্ত্র ক্রয় করিতে পঞ্চমুদ্রা দান করিয়া গৃহনির্ম্মাণের জন্য তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিব কহিয়াছেন।

অত্রত্য পুলিস ইনস্পেক্টর বসিরুদ্দি সেখ নামান্তরিত হওয়াতে তাঁহার স্থানে বাবু শ্রীরাম চন্দ্র ঘোষ আসিয়াছেন। ইনি পুলিস কার্য্যে এক জন উপযুক্ত লোক বলিয়া গণ্য। ইনি অনেক গূঢ় বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের নিকট বিশেষরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন।

—•—

কাটোয়াস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

মুরশিদাবাদ জেলার মফস্বল স্থান সমূহে বিদ্যার চর্চা অত্যন্ত অল্প। বহরমপুর হইতে নির্গত হইয়া বাড়ইপাড়া, বহরান ও হরিহরপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহে একটীও বিদ্যালয় নাই। এমন কি কোন কোন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। গোয়াস প্রভৃতি অল্প স্থানেই সাহায্যকৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহা হউক, বর্ত্তমান গুরুট্রেনিং স্কুল এ অভাবের অনেক দূর করিবে বলিয়া ভরসা করা যায়।

এখানে কুকের চাষে বিলক্ষণ লাভ আছে, উত্তমরূপ আবাদ করিতে পারিলে প্রতি বিঘায় অনুমান ৫০ টাকা লাভ দেখা যায়।

কাটোয়ায় চাউলের দর মধ্যে চড়িয়াছিল, এক্ষণে মণকরা পাঁচ ছয় আনা কমিয়াছে এবং ২৷৶০ মণ চাউল বিক্রীত হইতেছে।

কাটোয়া বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটী প্রধান স্থান। এখানকার প্রায় সকল লোক বৈষ্ণব মতাবলম্বী এবং কাটোয়ায় মহাপ্রভু অনেক দূর লইয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু কাল পরিবর্ত্তনের কেমন আশ্চর্য্য ভাব! এই কাটোয়াতেই কয়েকটী ব্রাহ্ম হইয়াছেন এবং কৃষ্ণনগর কালেজের ছাত্র যিনি উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার বাড়ী এই কাটোয়ায়।

—•—

ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—

১। গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে মাইনর স্কলার্‌শিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ কালেজাদি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে। এই ছাত্রেরা অতি অল্প সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু কালেজাদি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে সংস্কৃত শিক্ষার আধিক্য হওয়াতে উক্ত ছাত্রেরা তথায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতে সক্ষম হয় না। সুতরাং উহা তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব মাইনর স্কলার্‌শিপ শ্রেণীতে অধিক সংস্কৃত শিক্ষার নিয়ম করা আবশ্যক হইতেছে।

২। অত্রত্য জেলখানায় কয়েকজন কয়েদী এক জন কনষ্টেবলের প্রাণবধ করাতে কর্ত্তৃপক্ষ জেলখানার অধ্যক্ষ সাহেবের কৈফিয়ত তলব করেন। তাহাতে উক্ত সাহেব বলেন যে তিনি তখন জেলখানায় উপস্থিত ছিলেন না। তাহার ভার তথাকার নায়েব দারোগার উপরে ছিল। ইহাতে জেলর উহা হইতে এক প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার (জেলারের) কথার উপরে নির্ভর করিয়াই নায়েব দারোগাকে কর্ম্ম হইতে বরতরফ করিয়াছেন। নায়েব দারোগাকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে পদচ্যুত করা গবর্ণমেণ্টের উচিত কার্য্য হয় নাই।

৩। সুলতানসাদী নামক স্থানে হরানন্দ রায় নামক এক জন জমীদার বাস করেন। তিনি সময়ে সময়ে স্বার্থসাধন জন্য লোকপীড়ন করিয়া আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতেন। কেহ তাঁহার অভিপ্রায় মত কাজ না করিলে তিনি তাহাদিগকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিতেন। এতন্নিমিত্তে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মকদ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি নানা কৌশলে তাহা হইতে রক্ষা পাইতেন। সে দিন অত্রত্য এক জনের নিকট কয়েকটী টাকা চাহিলে ঐ ব্যক্তি তৎপ্রদানে অসম্মত হয়। এজন্য হরানন্দ তাহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত আপন অধীনস্থ এক জন সেখ-আলিকে অনুমতি করেন। তদনুসারে একটী দলা উপস্থিত হইয়া, ঐ ব্যক্তির চারি জন স্বপক্ষীয়ের শরীর ভয়ানকরূপে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়। এতৎসম্পর্কে ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে হরানন্দ রায়ের পাঁচ বৎসর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

৪। ঢাকা কালেজের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত লিবিংষ্টোন সাহেব সুনিয়মে শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তিনি অত্যল্প দিনের মধ্যেই সদাচরণ প্রকাশে ছাত্র মণ্ডলীর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়।

৫। আমাদিগের কমিসনর সাহেব মধ্যে মধ্যে অদ্ভুত আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন। এখানে বিদেশীয় কাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে তিনি তাহাদিগকে এ স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট পত্র লিখেন। তদনুসারে মাজিষ্ট্রেটের আদেশক্রমে পুলিস তাহাদিগকে দূর করিয়া দিতেছে।

৬। অত্রত্য এক জন পুরাণ চোর দুই আনার আটা চুরি করিয়াছিল। এজন্য তাহার সাত বৎসর দ্বীপান্তর কারাবাস দণ্ড হইয়াছে। এই ব্যক্তি যে কেবল দুআনার আটা চুরি করিয়াই এই মহৎ শাস্তিভোগ করিল, পাঠকগণ এমত বিবেচনা করিবেন না। ঐ পূর্ব্বে অনেকবার চুরি করিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে শাস্তিও প্রাপ্ত হইয়াছে। এটী পুনঃ পুনঃ কৃত দুষ্কর্ম্মের ফল।

বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(গত প্রকাশিতের পর)

মন্তুকনাথ বল্লাল সমর নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াও বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে এক আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী আছে। অনেকে বলেন মুসলমানদিগের প্রতি রাজার পূর্ব্বাবধি কিছু আন্তরিক ঘৃণা ছিল (১) একদা বাও আদম নামক কোন যবনপুঙ্গব অমাত্যের এবম মনার ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া প্রস্তরময় মুদ্গার হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বল্লালের বহির্ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয়। বাও আদমের ফকিরী ব্যবসায় ও মহম্মদীয় পন্থে নিতান্ত অনুরাগ ছিল। সে রাজার অনুচরদিগকে মহা আস্ফালন সহকারে বলিল "কোথায় তোদের বল্লাল রাজা? সে বহুকাল হইতে মুসলমান জাতির প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। এই ফকীর বাও আদম তাহারই প্রতিশোধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমার ফকিরালী যায় কি তাহাকেই বল্লালের হার হইতে হয় তাহার স্থিরতা নাই।" প্রতিহারিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া রাজাকে সংবাদ প্রদান করিল। বল্লাল তচ্ছ্রবণে বিস্মিতচিত্তে বিবেচনা করিতে লাগিলেন "আমি নিয়ত প্রজা মণ্ডলীর হিতসাধনে ব্যস্ত থাকি, কেহ কখন মনোবেদনা না পায় আমি এই নিমিত্ত প্রকৃতি

(১) বল্লালের কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিলে এ কথা অমূলক ও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি সহৃদয়তা ও দয়ার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

র্কর মুখাপেক্ষী। বিচার বিষয়েও আমার
সম্বন্ধে কাহার প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করি
ই। অথবা ব্রাহ্মণেরাও আমার সহিত তত
খাইবার জন্য প্রতারণা করিবে তাহাও মনে
রিতে পারি না। এখন নিশ্চয়ই জানিলাম
নি আমার প্রতি আর অনুকূল নহেন। আজি
ই রাজশ্রী বল্লালকে পরিত্যাগ করিয়া যবনা-
তা হইবেন।" এইরূপ চিন্তার পর মহানুভব
ত্তি পুত্র কলত্র দিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলি
ন "অদ্য আমাকে অগত্যা এক যবনের
রে প্রবেশ করিতে হইবে। রাজ্যরক্ষা রাজার
ান ধর্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখন বিদ্রোহ দমন
রিতে না পারিলে কাপুরুষ বলিয়া সর্ব্বত্র
মার অপযশঃ ঘোষণা হইবে। আমি কোন
ৈন্য সঙ্গে নিব না, কারণ উপস্থিত যবন শুনি
ছি একাকী। সুতরাং আমিও একাকী
ব। আমি তোমাদের সমক্ষে এই কপোতটীকে
বস্ত্র মধ্যে করিয়া নিতেছি; যদি জয়লাভ
রতে পারি, তাহা হইলে আমাকে পুরীতে
ষ্ট দেখিতে পাইবে। পরাভূত হইলে মুসল-
ানদিগের আধিপত্য হইবে। তখন তোমাদের
বন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। তো-
া এখন হইতেই এক "অগ্নিকুণ্ড" প্রস্তুত
রিয়া রাখ। যখন দেখিবে এই কপোত
িরিয়া আসিয়াছে তখন, নিশ্চয়ই মনে
রিবে আমার নিধন হইয়াছে। সেই
য়ে তোমরা অপেক্ষা না করিয়া কুণ্ড মধ্যে
বশ পূর্ব্বক হিন্দুবংশের গৌরব বর্দ্ধন ও আপ
দের কীর্ত্তিপতাকা স্থাপন করিবে।"

এই বলিয়া বল্লালসেন অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যা-
র বাও আদমের সমরে যাত্রা করিলেন।
বাটীর অনতিদূরে এক বিস্তৃত উদ্যানে
ই যুদ্ধ হয়। প্রত্যুষ সময়ে যুদ্ধারম্ভ হইল। হিন্দু
যবন উভয়েই মহাবীর্য্য সম্পন্ন ও প্রচুর
ালী। সংগ্রাম চলিতে লাগিল। জয়লক্ষ্মী
ান্ পক্ষাবলম্বিনী হইবেন তাহার স্থিরতা
হল না। আবাল বৃদ্ধ সকলেই বল্লালের প্রজা-
সলতা গুণে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহারই বিজয়
র্থনা করিতে লাগিল। এই সময়ে সর্ব্ব লোক
কাশক মরীচিমালী মস্তকোপরি আরোহণ
রিলেন। অবশেষে বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের
ালে ফকীর সাহেব ধরাশায়ী হইলেন। তখন
লে চতুর্দ্দিগ হইতে জয়ধ্বনি করিতে
াগিল (২)। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়!

(২) ইহাতে বোধ হয়, একমাত্র বাও আদ
বল্লালের অরি ছিল। অন্য মুসলমানেরা
হার সহিত যোগ দেয় নাই।

নৃপচূড়ামণি বল্লাল রণশ্রমে পিপাসাতুর হইয়া জলপান করিতেছেন ইত্যবসরে হঠাৎ কপোতটী মুক্তবস্ত্র হইয়া আকাশপথে উড্ডীয়মান হইল। তখন রাজা ব্যস্ত সমস্ত ও হতাশ হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই কপোত দর্শন করিয়া আত্মীয়েরা অগ্নি প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং বল্লাল পরিজন শোকে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জলন্ত অনলে জীবনাহুতি দিলেন। তাঁহার (বল্লালের) যে শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শিতা ছিল, এই তাহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি আপনার ঐশ্বর্য্যকে তাদৃশ গৌরবের কারণ মনে করিতেন না।

সাধারণ বিবরণ।

"বিক্রমপুরের আকারানুসারে বসতি সংখ্যা অনেক অধিক। এখানে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক হইয়া বাস করিতেছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মানুগামী লোকেরও একেবারে অসদ্ভাব নাই। অন্যত্র পর্ত্তুগিজ সম্প্রদায় উদাহরণ স্থলে উল্লেখনীয়। উহাদিগের (পর্ত্তুগিজদিগের) আদিপুরুষগণ বাঙ্গালার নবাব সায়স্তা খাঁ কর্ত্তৃক মুন্সীগঞ্জের উত্তরাংশে সমানীত হয়। তদবধি সেই স্থান "ফিরিঙ্গী বাজার" বলিয়া অভিহিত হয়। সম্প্রতি ইহারা নানা স্থান বাসী হইয়াছে। দেশীয়দিগের ন্যায় ইহাদিগেরও কৃষিকার্য্য উপজীবিকা। ফিরিঙ্গীদিগের ধর্ম্মানুরাগিতার পরিচয় স্বরূপ কয়েকটী গির্জ্জা সংস্থাপিত আছে। প্রতিদিন সায়ংকালে তাহাদের পাদ্রি (উপদেশক) কর্ত্তৃক ইহাদিগের স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই উপদিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষা বিষয়ে ফিরিঙ্গীরা তাদৃশ উদ্যমনা বলিয়া অনুমিত হয় না।

মুসলমান জাতি হিন্দু জাতির চতুর্থাংশ হইবে। ইহাদের কৃষিকর্ম্ম সাধনই জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। কিন্তু যদিও বাণিজ্য বৃত্তি কথঞ্চিৎ পরিমাণে ইহাদের প্রিয় ব্যবসায় বটে, শিক্ষাভাবে ইহাদিগকে তাদৃশ ধন সম্পন্ন ও ভূমির উর্ব্বরতা বর্দ্ধনোপযোগি গুণশালী বলিয়া বোধ হইতেছে না। অধিকাংশ মুসলমানই অসভ্যাবস্থায় অবস্থিত। বোধ হয় ইহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া অপবিত্রা হইবেন ভাবিয়াই বিদ্যাদেবী ইহাদের প্রতি [illegible]। অপর ইহারা নাগরিক মুসলমানদিগের ন্যায় তাদৃশ ধর্ম্মানুরাগীও দৃষ্ট হয় না। ইহাদিগের দুই তিন বার "নমাজ পড়া" ও "রোজা রাখা" কিন্তু ভিন্ন পদার্থ বিশেষ কোন [illegible] নির্দ্দিষ্ট নাই।

হিন্দুরা বিক্রমপুরের আদিম-নিবাসী। কি
কোন সময়ে তাঁহারা এখানে আগমন করে
নির্ণয় করা দুষ্কর। হিন্দুরা সর্ব্বাংশে বিদ্যা
বুদ্ধি ও চতুরতায় অন্যান্য স্থানবাসিদিগে
অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন প্রতিপন্ন নহে। সু
খ্যাত বল্লাল ভূপতি ইহাদিগের মধ্যে যাহাদি
গকে নবগুণ বিশিষ্ট (৩) বলিয়া জানিতে
তিনি তাহাদিগকে "কুলীন" উপাধি প্রদা
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়
অর্ব্বাচীন হিন্দুগণ তদবধি কৌলীন্য প্রথা
বংশমর্য্যাদার চিহ্ন মনে করিয়া অর্থোপার্জ্জ
নিরত রহিয়াছেন। তন্নিবন্ধন কুলীনগণ অ
গুরু বলিয়া সমাজে পরিচিত। বিক্রমপুরে ব্রা
হ্মণদিগের যেমন চারিমেল আছে, কায়স্থদিগের
সেইরূপ সাড়েতিন ঘর দৃষ্ট হয়। যথা, মা
খা নগর। বসু বংশ। পঞ্চোল বিদ্যার ঘোষ বং
রাইসবরের মজকী এবং কাঠালিয়ার দ
শেখোত্তরা অর্দ্ধ কুলীন বলিয়া সর্ব্বত্র পরি
গণিত।

এই সার্দ্ধত্রি গৃহের সহিত পরিণয়াদি ক্রিয়া
ক্ষান সাধারণের সম্ভাবিত নহে। যিনি ইহা দিগে
উদর পূর্ত্তি করিয়া একটী ক্রিয়া করিতে পা
লেন, তিনি একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি
আপামর সকলের সম্মানভাজন হইলেন, কি
কি ঘৃণার বিষয়! ইহাদের প্রণয় বোধ হয় কে
অর্থের জন্য। সম্প্রতি এই কৌলীন্য প্রথা অ
কের উপজীবিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতন্নি
ভূম ব্রাহ্মণেরা যে বিবাহ-কল উৎপাদন করি
ছেন, তাহা যার পর নাই শোকাবহ ও ঘৃণাক
এক এক কুলাভিমানী উচ্চমার্গজাত ব্র
ধনলোভে বিমোহিত হইয়া শত শত প
মালার পাণি গ্রহণ করিয়া অচিরকাল প
তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিণয়া
অনুসন্ধান করিতেছেন। পরে জীবনাকেও উ
দের তত্ত্ব লওয়া ঘটিয়া উঠে না। কৌলী
প্রথার প্রাধান্য মনে করিয়া কুলজ অপেক্ষ
অনেক ব্রাহ্মণ পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা
অশীতিবর্ষীয়ের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন
এক দুঃখের বৃত্তান্তে শত শত [illegible] এ
কালে বৈধব্যদশায় নিপতিত হইতেছে। স্ব
হাৎ আশাবিষ ব্যক্তিগণ লোকের তাহারা কেন
উদ্ধার করিয়া ফেলিবে কিন্তু, কি? আম

(৩) আচারো বিনয়ো বিদ্যা
প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপো দানং
নবধা কুললক্ষণং।

ন্দর বাদের ঘটক সম্প্রদায় আছে। ইহারা কেবল ঘটক পদের জোগাড় করে বিলক্ষণ পটু। ইহাদিগকে পুজা দিতে পারে, ইহারা তাহাকে চৌদ পুরুষ সহ স্বর্গগামী করিয়া দেন।

দিন দিন বিক্রমপুরে বিদ্যার সমধিক প্রচার হইতেছে। এখানে এম, এ, বি, এ, প্রভৃতি প্রধান উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের অভাব নাই। এই অল্প পরিসর বিক্রমপুরে সম্প্রতি ষোড়শটী ইংরাজী বঙ্গবিদ্যালয়, বিংশতিটী বঙ্গবিদ্যালয় এবং মাইজপাড়া, কোরহাটী, বোলঘর, ঝাউরঙ্গী, কুমারভোগ, আউটশাহী প্রভৃতি স্থানে এবং সুনাকাঠী গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য প্রাপ্ত ইংরাজী বিদ্যালয় মধ্যে কালীপাড়া, শ্রীনগর, তেরাড়া এবং লোহজঙ্গ স্কুল প্রধান। উল্লিখিত বিদ্যালয় ব্যতীত কয়েকটী প্রাইবেট (গুপ্ত) স্কুল এবং বজ্রযোগিনী গ্রামে একটী অনতিপ্রধান যুবতীবিদ্যালয় ও স্থানে স্থানে কতকগুলি হিতৈষিণী বিদ্যোন্নতিসাধিনী সাপ্তাহিক সভা সংস্থাপিত আছে। তন্মধ্যে কালীপাড়ার "জ্ঞানদায়িনী" ও কোরহাটীর "জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিনী" সভা প্রধান। বিক্রমপুরে অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেক প্রবীণ লোকও [illegible] করিতেছেন।

বিক্রমপুরে শ্রীনগর, কালীপাড়া, ভিহুনিয়া, কোরহাটী, মাইজপাড়া, বোলঘর, বহরবাগানী, লখামগর, কুমারভোগ, বজ্রযোগিনী, [illegible], মালখানগর, কনকসার, কার্ত্তিকপুর, [illegible], লোহজঙ্গ, এবং বহর এই কয়েকটী গ্রাম গণ্ড গ্রাম নামে পরিচিত হইতে পারে।

শ্রীনগরের পূর্ব্ব নাম ভাইসবং। অনেকে বলেন তত্রত্য জমীদার মৃত রাজা কীর্ত্তি নারায়ণ কর্ম্মোপলক্ষে আপনার ভৃত্যকে রাজনগরের (৪) রাজবাটীতে প্রেরণ করেন। ভৃত্য উপস্থিত হইলে মৃগসুন্দর রাজবল্লভ তাহাকে সমাদর না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে ভৃত্যবর! তুমি কোথা হইতে আসিলে?" ভৃত্য বলিল মহারাজ! শ্রীনগর হইতে এ দাসের আগমন। রাজা কহিলেন শ্রীনগর আর ভাইসবং কত অন্তর! ভৃত্য চতুর ও সাহসী ছিল। সে বলিল মহাশয়! বলিতে ভয় হইতেছে! কিন্তু রাজকিয়া রাজনগর যত দূর, ভাইসবং শ্রীনগরও তত দূর। রাজা অন্য হইলে ক্রোধ পরবশ না হইয়া ভৃত্যকে বহুমূল্য এক জোড়া শাল খেলাত দিলেন।

(৪) রাজনগরের প্রাচীন নাম ছিল দাক্ষিণ।

আদেশে লালা বাবুও তাহাকে এক পরিচ্ছদ দেন। বো! হস্ত রাজনগরের উন্নতি সুখদে, শ্রীনগরের অনেক খ্যাতি ছিল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

—•—

বিবিধ সংবাদ

৫ ই চৈত্র সোমবার।

প্রিন্স অব ওয়েলস বৎসরের কিয়দংশ আয়ার লণ্ডে অতিবাহিত করিবেন। এজন্য এক রাজবাটী প্রস্তুত হইতেছে। আইরিশদিগের অন্য অন্য আক্ষেপের মধ্যে এই একটী গুরুতর আছে রাজ্ঞী ৩০ বৎসরের রাজত্বের মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ ১২ মাস আয়ারলণ্ডে অতিবাহিত করেন নাই। রাজবংশের কেহ কখন ভারতবর্ষ দেখিলেন না।

পাঠকদিগের স্মরণ আছে, আমেষ্টি সাহেবের প্রস্তাবানুসারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট লক্ষীরাম কেমজিকে অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের শ্রেণি হইতে বহিষ্কৃত করেন। লক্ষীরাম আপনার কৈফিয়ত দিয়াছেন। ইহা তুষ্টিকর হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিয়াছেন।

সত্যপ্রকাশের সম্পাদক বাবু করশনদাস মূলজি পুনর্ব্বার ইংলণ্ডে যাইতেছেন। কাঠিওয়ারের যাত্রে কর উঠান তাঁহার ইংলণ্ড যাত্রার উদ্দেশ্য। এবিষয়ে বোম্বাইয়ের লোকেরা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক প্রধান।

বণিক সম্প্রদায় ও বাণিজ্য সমাজ গবর্ণমেণ্টে পুনর্ব্বার গঙ্গার সেতুর জন্য আবেদন করিয়াছেন।

বিচারপতি কেম্বেল বঙ্গ্যভারতবর্ষের কমিসনর হইবেন।

বোম্বাই ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। এই ব্যাঙ্ক অনেক কাজের ক্ষতি করিয়াছেন। মান্দ্রাজের ব্যাঙ্কের আজও ক্ষতি হয় নাই, [illegible] তুষ্টিকর নহে। গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন এই দুই ব্যাঙ্ককে বঙ্গদেশীয় ব্যাঙ্কের সহিত একত্রিত করিবার মানস করিয়াছেন। কলিকাতায় প্রধান ব্যাঙ্ক ও স্থানে স্থানে শাখা এবং উইলসন সাহেব সাধারণ তত্ত্বাবধায়ক হইলে যথার্থ কাজ হইবে।

গবর্ণর জেনেরল ভারতবর্ষীয় সভাকে জানাইয়াছেন তাঁহারা লাইসেন্স টাক্স সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন বিল বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাহা বিবেচনা করিবার সময় আর নাই। কিন্তু সভার কয়েকটী প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বেই নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বতন অ্যাসেসরদিগের মধ্যে কয়েক অনেকে নূতন কর [illegible] আদায়ের ভার

দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্ট আপনার কার্য্য আপনারা যে প্রকারে বর্ণন করিলেন, তাহা তাঁহাদিগের বিলক্ষণগণও করিতে পারেন না। এত তাড়াতাড়ী আইন হইল যে কলিকাতার লোকে রাও মত প্রকাশ করিবার সময় পাইলেন না।

বালেশ্বরের ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন তথায় আরও চাউল প্রেরণ করা কর্ত্তব্য পীড়া সঞ্চার হইয়াছে। অধিকাংশ লোক রাস্তায় মজুরি করিতেছে, কিন্তু যাহারা দুর্ব্বল তাহাদিগের সহায় কে? আমরা সংবাদ পাইতেছি যাহাদিগের প্রতি তাহাকেও অন্ন দেওয়া হইতেছে না। দুর্ব্বলগণের মৃত্যু নিকট দেখা যাইতেছে। হর্বেল সাহেব বলেন মেদিনীপুরে চাউলের মূল্য কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। জমীদার ও মহাজনেরা আপনাদিগের টাকা আদায়ের জন্য অতিশয় পীড়াপীড়ি করিতেছেন, ইহাতে যাহার যে চাউল ছিল তাহা বাজারে বিক্রয়ার্থ আনিতেছে। জমীদারেরা অতি অন্যায় কাজ করিতেছেন।

১ লা মে অবধি লাইসেন্স টাক্স আদায় হইতে থাকিবে। গবর্ণমেণ্টের ভৃত্যদিগের ১ লা [illegible] প্রদত্ত বেতন হইতে একবারে এক বৎসরের টাকা কাটিয়া লওয়া হইবে। এটী অতিশয় অন্যায়। প্রথমতঃ একবারে এত টাকা অনেকে দিতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ যদি কাহার কর্ম্ম যায় অথবা মৃত্যু হয় তাহা হইলে এ টাকা আদায় হইবে না। তিন মাস অন্তর লওয়া কর্ত্তব্য।

এমত জনশ্রুতি গ্রে সাহেব লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হইলে রাজধানী বিভাগের কমিসনর ডাম্পিয়র সাহেব সেক্রেটারি হইবেন। ইডেন সাহেব অভ্যন্তরীণ গবর্ণমেণ্টের কোন বিভাগের সেক্রেটারি হইবেন। তিনি আপাততঃ ১৫ মাসের বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে গমন করিবেন। ইতিমধ্যে [illegible] বেল সাহেব সেক্রেটারির কার্য্য করিবেন।

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বলেন, যে জাহাজে [illegible] সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবেন সেই জাহাজে ডাক্তর বাবুমহেন্দ্র ইংলণ্ডে যাইবেন। ইনি ভারতবর্ষের এক জন অকৃত্রিম ও অসাধারণ বন্ধু। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইবার জন্য তিনি এদেশে সম্প্রতি পুনর্ব্বার আসিয়াছিলেন। ডাক্তর রামমোহনের ন্যায় লোক অনেক কাজ করিতে পারেন।

এমত জনশ্রুতি সর জন লরেন্স আগামী শীতকালের শেষে পদত্যাগ করিবেন এবং

পিয়র গবর্ণর জেনরল হইবেন। লার্ড নেপিয়র ই জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু ়া জনশ্রুতি মাত্র।

৬ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

আমরা অবগত হইলাম, গ্রে সাহেব লেপ্টনন্ট র্ণরের শপথ গ্রহণ না করিলে গবর্ণর জেনরল মলায় গমন করিতেছেন না। সর জন লরেন্স প্রেলের শেষ অংশে কলিকাতা ত্যাগ করিতে রেন।

গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, সাধারণ কার্য্যো- লক্ষে যে সকল কর্ম্মচারী রেলওয়েতে গমন রিবেন তাঁহাদিগের নিকটে দ্বিতীয় শ্রেণীর াকা লইয়া প্রথম শ্রেণীতে লইয়া যাইতে বে-। এ আজ্ঞাটি তুষ্টিকর নহে।

প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক এচ, এক, ওডকাক্ট সাহেব বঙ্গদেশের ঋতুনিরূপক হই ন। তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যের সহিত এ কাজ রিবেন। এজন্য ৩০০ টাকা অতিরিক্ত বেতন । বঙ্গদেশীয় সেক্রেটারির আফিসে এক যব ওয়া হইবে। বাবু গোপীনাথ সেন কো- ্র?

ইংলিসম্যান বিশ্বস্ত লোকের নিকটে অবগত ়াছেন, ত্রিহুতের নীলকর ও কৃষকদিগের ়াদ শেষ হইতেছে। ত্রিহুতে নীলকরেরা প্রতি হার নীলের জন্য এককালে টাকা দেন। ফসল ্ হউক আর অধিক হউক তাহাতে কৃষকেরা ীনহে কিন্তু ত্রিহুতের এক বিঘা এক একারে ূল্য। টাকা অগ্রেই দেওয়া হয় এবং আমরা যে জ সংবাদ পাইতেছি তাহাতে বিবাদ অব- ্ শীঘ্র সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। কৌক ীতে অসংখ্য মালীশ ও কৃষকদিগের মোয়াদ ও ়াধা হইতেছে।

বোম্বাই গেজেট বলেন, বেরুচ ব্যাঙ্কের তিন ্ অধ্যক্ষ ব্যাঙ্কের টাকা অপহরণ করাতে িদিগের মালীশ অনুসারে আমেদাবাদের জজ ্াদিগের কঠিন পরিশ্রমের সহিত তিন বৎসর াক দিয়াছেন।

উক্ত পত্র বলেন, সালারজঙ্গের নিজামের ্ বিবাদ কেবল টাকা লইয়া হয় নাই। সালারজঙ্গ পদস্থ থাকেন ইহা অনেক আমীর ও ্লাকের ইচ্ছা নহে। নিজাম এই পদ নবাব ্সুরল ওমরাও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিতে চাহিয়াছি ্, কিন্তু বার্দ্ধক্য নিবন্ধন তিনি আপনাকে ্যাই অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া নিলিয়াছেন ্ালারজঙ্গ না হইলে দাক্ষিণাত্যের সুশাসন ্বে না। মন্ত্রির সহিত নবাবের মনোভঙ্গ হই ্াত্র রোহিলাগণ লুঠ আরম্ভ করে, অনেক চেষ্টায় তাহারা শাসিত হইয়াছে। নবাব অনেক সময়ে বালকের ন্যায় কাজ করেন।

বোম্বাইয়ের সংবাদপত্র সমূহ একবাক্য হইয়া মাসি সাহেবের লাইসেন্স টাক্সের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

রেঙ্গুন টাইমসের আম্রাপুরস্থিত সংবাদ- দাতা বলেন, উক্ত দেশে একখানি সংবাদপত্র শীঘ্র বাহির হইবে। এজন্য রাজা নিজ ব্যয়ে অক্ষর, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আনাইয়াছেন। প্রথম সংখ্যায় কেবল রাজা ও তৎকর্ম্মচারিদিগের প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব লিখিত হইবে। এটি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রুষিয়াতে অদ্যাপিও প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রশ্নোত্তর পুস্তকে সম্রাটের প্রতি ভক্তির উপদেশ দেওয়া হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকল ব্যক্তি বিশেষের প্রশংসা বা নিন্দা ও শ্রাদ্ধ প্রভৃতির বর্ণনায় পরিপূর্ণ হইত। অনুষ্ঠান হইলে ক্রমশঃ কাজ ভাল হইতে থাকিবে।

উক্ত পত্রপ্রেরক আরও বলেন, সম্প্রতি রাজার আজ্ঞানুসারে তিন জন পুরুষ ও এক জন স্ত্রীলোককে বধ করা হইয়াছে। রক্তপাত বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের গলায় লগুড়াঘাত করিয়া তাহাদিগকে বধ করা হয়। এক জন মোগল বণিকের শস্য রাজার সৈন্যগণ আহার করাতে তিনি মূল্য চাহেন, কিন্তু প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন এ স্থলে মূল্য চাহিলে মৃত্যু দণ্ড হয়।

৭ ই চৈত্র বুধবার।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা হইতে ৩৫, ৯৭,৫১৫৪/১৫ টাকার দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে।

আমরা দুঃখিত হইলাম, ডবলিউ, এল, হিলি সাহেব পীড়া নিবন্ধন বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে যাইতে বাধিত হইতেছেন।

গত রবিবার হাবড়ার ঘাটের একখানি নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। আরোহিমাত্রেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মাঝি ও দাঁড়িগণ বাঁচিয়াছে। অপরিমিত লোক লওয়া এই সকল দুর্ঘটনার কারণ।

রাণী স্বর্ণময়ী দুর্ভিক্ষে যে সাহায্য করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত রেবিনিউবোর্ড তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। ফরিদপুর, হুকাহারা ও পাটিকাবাড়িতে রাণীর গমস্তাগণ প্রজাদিগকে অন্নদান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত কাশিমবাজারের বাটিতে প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক আহার পাইয়াছে। রাণী স্বর্ণময়ী ও বাবু হীরালাল শীলের ্যাত্রা এ বিষয়ে কেবল আমাদিগের দেশের ্ সকল স্থানের ধনীলোকদিগের আদর্শ স্বরূপ।

৮ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে সমুদায় ভারত ৮,৮৭,৩২,৫৫০ টাকার নোট প্রচলিত ছি বোম্বাই ব্যাঙ্কের উপরে সাধারণের অবিশ্বাস ্য়াতে বোম্বাইয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প নোট প্র লিত হয়।

পুরীর কালেক্টর রিপোর্ট করিয়াছেন ক ্ হইতে অদ্যাপিও চাউল আসিতেছে। এ সকল স্থানে টাকায় ১০।১১ সের চাউল পাও যাইতেছে। কিন্তু ক্রয় করিতে সমর্থ এমত লো অল্পই আছেন। দরিদ্রদিগের দুরবস্থা বৃদ্ধি হউক তাহাদিগের উন্নতি অল্পই দেখা য ্েছে। জমীদারেরা কৃষকদিগের বীজধানে জন্য জামীন হইতে চাহেন না। তাঁহারা গত সরের জলপ্লাবনের আশঙ্কা করিতেছেন। চিল ্কুদের নিকটস্থ স্থান সমূহে কষ্ট সমান রহিয়াছে যাহারা কর্ম্মক্ষম তাহারা প্রায় সকলেই ্ পাইতেছে। কিন্তু দুর্ব্বলদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। গবর্ণমেণ্টের গোলায় চাউল অ ্ বিক্রীত হইয়াছে। ক্রয় করে কে?

বালেশ্বরের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলে ্ তথায় শস্য ভাল জন্মে নাই। লোকেরা অতি ্ কষ্ট নিবন্ধন নিয়মিত চাষ করিতে পারিবে না।

গবর্ণর জেনরল বিচারপতি ফিয়ারকে কলি ্ কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইসচান্সেলর নিযু ্ করিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদের নিজাম গবর্ণর জেনরলের ্ রোধে সর আর্দ্দ ইউল ও নবাব সালারজঙ্গ ্ তারকখচিত হীর প্রদান করিয়াছেন। এ উ ্ লক্ষে দরবার হইয়াছিল।

সিবিলমেলেটের কাবুলস্থিত সংবাদদ ্ বলেন, আফজুল খাঁ সিয়ারআলী খাঁকে বি ্ করা ও বন্দিভাবে বিচার রাখিয়াছেন। আফ ্ খাঁ সিয়ারআলীকে একবারে সর্ব্বস্বান্ত করি ্ চাহেন। ইতিমধ্যে কাইম বল্লভ খাঁ খাক্ হই ্ ক্রমশঃ অপ্রসন্ন হইয়াছেন। আজিম খাঁকে কাবু ্ প্রত্যাগমন করিবার আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট প্রত্যে ্ পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে আবশ্যকে দুর্গে ্ রেজিষ্টারী করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। দুর্গা ্ লের টিকিট ও রেজিষ্টারী কী হইবে। ইহাতে ্ কাজ হইবে?

বোম্বাইয়ের নুতন শাসনকর্ত্তা এদেশে আসি কিছু দিন পরেই পুনাতে গমন করিয়াছি-। উক্ত নগরে শাসনকর্ত্তার যে বাটি হই ছ, তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত তিনি ায় গমন করেন। সংবাদপত্র সমুহ বলেন নি গ্রীষ্মকালে মাঠেরিয়ানে বাস করিবেন। নাওলা যেমন যায়, পাছুমাওলা তেমনই ।

লাগুলোলডার্ণ সভার অধ্যক্ষ মুলেন স্মিথ হেব শুডএমক সাহেবের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

৯ ই চৈত্র শুক্রবার।

গবর্ণমেণ্ট উৎকলের জমীদারদিগকে বলি-তেন যাহারা বিনা মূল্যে বীজধান দিবেন না। মীদারদিগকে এ কাজ করিতে হইবে। যাহারা জ ক্রয় করিতে অসমর্থ, তাঁহারা গবর্ণ ণ্টের নিকটে ধান্য পাইবেন। কিন্তু ধান মূল্য ক্রমশঃ বাকী-রাজস্বের মধ্যে আদায় বে। এজন্য জমীদারদিগকে একবার লিখিয়া তে হইবে। যে সকল জমীদার কৃষকদিগকে জধান দিবেন না, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ রাজস্ব তে হইবে।

উৎকলে কয়েকজন বিশেষ ডেপুটী কালেক্টর চিকিৎসক সেলিরিটি তাহাকে প্রেরিত হই-য়াছেন। সবআসিষ্টাণ্ট সর্জ্জনদিগের সংখ্যা অতিশয় কম হওয়াতে কলওয়ার্থ নামক এক জন অফিসারি ও চারি জন বাঙ্গলা শ্রেণীর চিকিৎ-সককে প্রেরণ করা হইয়াছে। এতদ্দেশীয় চিকিৎসকগণ নিয়মাতিরিক্ত ১০ টাকা অধিক বেতন পাইবেন।

রেঙ্গুণের লোকেরা বর্ণেল ফেয়ারকে অভি-নন্দন দিবার সময়ে প্রার্থনা করিয়াছেন যাহাতে স্বাধীন ব্রহ্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ হয়, তিনি যেন সে চেষ্টা পান। বর্ত্তমান গৃহ গোল-যোগে ব্রিটিশ বণিকেরা মান্দালাইয়ে অনেক ক্ষতি সহ করিয়াছেন। তথাপি অভিনন্দন দাতৃগণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।

ভুটানে গৃহবিবাদ হইতেছে। ধর্ম্মরাজের পদ ছাড়িয়া দিয়াছে। তথাপি টঙ্গুপেনলো এক বালককে ধর্ম্মরাজ নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত টাকা লইয়া সর্দ্দারগণ পরস্পর বিবাদ করিতেছেন। হইলে গবর্ণমেণ্ট এক কাজ করুন, তাঁহারা নুন কোন ব্যক্তি সমুদায় টাকা পাইবার উপ-যুক্ত এটি যত দিন স্থির না হইবে তত দিন আর টাকা দেওয়া হইবে না।

তিন জন মহারাষ্ট্রীয় বোম্বাইয়ে বিস্তর ১০০০ টাকার নোট জাল করিয়া লোককে ঠকায়। সম্প্রতি পুলিষ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট এডিঙ-টন সাহেব তাহাদিগকে ধৃত করিয়াছেন। এক জন পুলিষ চর কয়েকখানি আসল নোট লইয়া জালকারিদিগকে তদনুরূপ দশ খানি করিয়া দিতে বলে। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট নিকটবর্ত্তি এক গৃহে লুকাইত ছিলেন। জাল নোট বাহির করিবামাত্র তিনি অপরাধিদিগকে ধৃত করিলেন। দুই তায় ফলকে জলের কাগজ ও লেখা অক্ষর জাল করা হয়। অপরাধিদিগকে পুলিষে অর্পণ করা হই-য়াছে।

লণ্ডনের ঠিকা গাড়ীর ভাড়া আইনে নির্দ্ধারিত করাতে একণে তথায় অতি অসভ্য ভাড়ুড়িয়া গাড়ী লক্ষিত হয়, এই জন্য এক কমিসন সাধারণ বাণিজ্যের নিয়মের উপরে নির্ভর করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কলিকাতায় যখন এই প্রথা প্রচলিত হয়, আমরা প্রতিবাদ করিয়াছিলাম।

১০ ই চৈত্র শনিবার।

বালেশ্বরের মাজিষ্ট্রেট সম্পুাট সাহেব পীড়িত হইয়া বিদায় লইতেছেন। ইনি ও ইহার স্ত্রী দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে যাহার পর নাই সাহায্য ও পরিশ্রম করিয়াছেন। পীড়া তাহার ফল হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি সম্পুাট সাহেব শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিয়া এদেশে প্রত্যাগমন করেন। লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর সিসিল বীডন ও কমিসনর রেবেনসার অধীনে এ প্রকার কর্ম্মচারী দর্শন বিশেষ সুখের বিষয়

উড হাউস সাহেব সম্প্রতি মাতলা রেলওয়ে শকট হইতে নামিবার সময়ে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি তন্নিমিত্ত ৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ চাহিয়া রেলওয়ে কোম্পানির নামে নালিশ করেন। ২৪ পরগণার জজ রোবর্ট সাহেব তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। প্রধানতম বিচারালয়ে আপীল হইতেছে

গত বৃহস্পতিবার বাবু কুমার স্বামী মুদলিয়ার বেথন সোসাইটিতে নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করেন। তিনি বলিলেন একণে যেমত প্রদেশভেদে জাতিভেদ আছে তাহা গিয়া ভারতবর্ষীয়ের জাতিসাধারণ একতা হয় ইহা প্রার্থনীয়। এজন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান দর্শন করিয়া পরস্পরের পরিচিত হওয়া অতিশয় আবশ্যক। ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় জাতিসাধারণ উন্নতি আপন আপন ক্ষমতা ও গুণের উপরে নির্ভর করিতেছে। তিনি বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত বিক্টরজুকাতের সহিত আলাপের কথা বলিয়া কহিলেন কুজাঁও বলিয়াছিলেন গঙ্গাতীরে একটী সর্ব্বপ্রধান সংস্কৃতকালেজ স্থাপিত করা কর্ত্তব্য। কাশীর কালেজ এই পদবীতে আছে। তিনি কাশী ও রোমের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কুমারস্বামী আক্ষেপ করিলেন জাপানীয় ও তুরকগণ আমাদের কাপ্তেন হইয়াছেন, কিন্তু কোন হিন্দু ঐরূপ ষ্টীমনিয়ার বা জাহাজচালক হন নাই। সমুদ্রে গমন ও দেশভ্রমণ ব্যতীত সাধারণ উন্নতি হইবে না।

নিম্নলিখিত মূল্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজ বিক্রীত হইতেছে:—

৪ টাকার সিক্কা	৮৬৬০—৮৬৮৵০
৪ " কোং	৮৭।০—৮৭৷৷০
৫ " পবলিকওয়ার্ক	১০৩৵০—১০৩।৵০
৫ " কোং	১০৪৷৷৵০—১০৪৸৵০
৫৷৷০ " কোং	১০৯—১০৯৷০

-:o:-

ইউরোপীয় সমাচার।

ওয়েলসের রাজকুমারী ও তাঁহার সদ্যঃপ্রসূত সন্তান ভাল আছেন।

মহীসুরের উত্তরাধিকার লইয়া হাউস অব কমন্সে তর্ক হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন রাজার মৃত্যু হইলে মহীসুর আত্মসাৎ করিবেন না। দত্তকপুত্র রাজ্যভার পাইবেন কি না সেটি তাহার বিদ্যাশিক্ষার উপরে নির্ভর করিবে।

কোর্কে ফেনিয়ান বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে বিফল চেষ্টা হইয়াছে। কতকগুলি বিদ্রোহী বন্দীভূত হইয়াছে।

হঙ্গারির পূর্ব্বতন শাসনপ্রণালী পুনঃস্থাপিত হওয়াতে তত্রত্য লোকেরা বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিয়াছেন।

ফরাসী সেনাদলের পুনঃ বন্দোবস্তের প্রস্তাব কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত হইয়াছে

এতদ্ শুনাগিয়াছে স্পেনের রাজ্ঞীর স্বামী রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করাতে তাঁহাকে দেশ বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে আমেরিকার মহাসভা প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিবার প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছেন। ডবলিনে লার্ড মেয়রের ভোজ উপলক্ষে কার্ডিনাল কলেন ফেনিয়ানদিগের কার্য্যের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। শাসনকর্ত্তা তথায় উপস্থিত ছিলেন। কেরিতে সামরিক আইন প্রচলিত হইয়াছে। বিদ্রোহী সর্দ্দারদিগকে ধৃত করিবার পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে।

এক জনও ফরাসী সৈন্য আর মেক্সিকোতে নাই। মেক্সিকোর সম্রাটের পদস্থ থাকা সংশয়া-ত্মক

প্রেরিত।

মানাবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদনমিদং —

গত ১২ ই মার্চ বেলা ৩ টার সময় কৃষ্ণনগর কালেজে এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় এখান কার প্রধান প্রধান সাহেব জেলার কোন কোন জমীদার মহাশয় ও অন্যান্য বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। উড়িষ্যায় গত বৎসর যে দুর্ভিক্ষ হয় এবং যাহা অদ্যাবধি সেখানে প্রবল আছে, তাহার নিবারণ জন্য চাঁদা করা ঐ সভার উদ্দেশ্য।

প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের এক্টিং কমিসনর শ্রীযুক্ত আর, পি, চেপমান সাহেব সভার সভাপতি হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। তিনি উপস্থিতে যে উৎকৃষ্ট একটী বক্তৃতা করিলেন তাহার মূল তাৎপর্য্য এই "মহাশয়গণ! আপনারা যে অদ্য এস্থানে এই সভায় আহূত হইয়াছেন তাহা কালেক্টর সাহেবের নিমন্ত্রণপত্রে অবগত আছেন। গত বৎসর উড়িষ্যা প্রদেশে যে প্রকার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহার বিবরণ আপনারা সম্যক্রূপে [illegible] সমুদায় জ্ঞাত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। [illegible] ও [illegible] অবস্থা এত মন্দ যে [illegible] কোন সাহায্য ব্যতীত নিজ নিজ পরিশ্রম দ্বারা অন্ন প্রাপ্ত হইতে পারে না। গত বৎসরে যে সকল লোক ঐ দুর্ভাগ্য দেশে অনাহারে ও রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহাদের কেহ কেহ পুত্র কন্যা রাখিয়া গিয়াছে তাহাদিগের অন্ন দিবার কেহ নাই এবং বয়ঃপ্রাপ্ত অনেক স্ত্রী পুরুষ আছে যাহারা বাস্তবিক নিজ [illegible] সংস্থান নাই। এই দ্বিবিধ প্রাণিগণের যাহাতে প্রাণ রক্ষা হয় তাহা করা সাধ্যানুসারে সকলেরই কর্ত্তব্য এ কথা অবশ্য আপনারা সকলে স্বীকার করিবেন। ইতিপূর্ব্বে এই মহৎকার্য্য সম্পাদনার্থ কলিকাতা নগরে গত ফেব্রুয়ারি মাসে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে বিদিত হইয়াছে যে উড়িষ্যার প্রকৃত উপকারের জন্য বিশ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এত অধিক টাকা চাঁদা করিয়া তোলা অসাধ্য এবং টাকা হইলেও গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত সামান্য লোকের পক্ষে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া দশা বিতরণ করা [illegible] অনুচিত। অতএব গবর্ণমেণ্ট দশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন এবং আপনাদিগের কর্ম্মচারী দ্বারা চাউল প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী উড়িষ্যা প্রদেশের লোকদিগকে বিতরণ করিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন। অবশিষ্ট দশ লক্ষ টাকা ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা করিয়া না জমাইলে বিশেষ উপকার হয় না। এ জন্য কলিকাতায় ঐ সভায় শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর স্বয়ং দশ হাজার টাকা এককালে দান করিয়াছেন এবং সভাস্থলেই [illegible] ১২। ১৫ জন প্রধান প্রধান মহাশয়েরা [illegible] টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সাহেব ও বাঙ্গালী যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়াছেন। এই জেলার লোকের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা নিজ নিজ সাধ্যানুসারে এই মহৎকার্য্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন। অন্নহীন ব্যক্তিকে অন্নদান করা যে পুণ্য কর্ম্ম তাহা হিন্দুশাস্ত্রের প্রচারক [illegible] নিরূপিত আছে। আমাদিগের শাস্ত্রে "[illegible] দান করা [illegible] তাহার তাৎপর্য্য এই যে ব্যক্তি অনাথগণের উপকার করেন তিনি ঈশ্বরের [illegible] হয়েন। আমি বোধ করি সংসারে এমত কোন ধর্ম্ম প্রচলিত নাই যাহাতে দান করা সুকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ এমত বলিতে পারেন যে উড়িষ্যা প্রদেশের অন্নাভাব নিবন্ধন দুঃখ নিরাকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সমুদায় টাকা গবর্ণমেণ্টের দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু যদিও এ কথা গ্রাহ্য হইলেও আমি বিবেচনা করি অর্দ্ধেক টাকা চাঁদা দ্বারা উঠাইবার প্রস্তাবে এই হইবে যে এদেশের কি বাঙ্গালী কি ইংরাজ সমুদায় লোক নিজ নিজ ভাণ্ডার হইতে কিছু কিছু দান করিয়া আপন আপন ধর্ম্মানুসারে পুণ্য করিবেন। একটা মহৎ বিপদ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন কোন সাধারণ বিপদ না ঘটে যখন সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকেন যখন চতুঃপার্শ্বে কাহাকেও সাহায্য করিবার আবশ্যকতা না থাকে তখন কে কেমন লোক বুঝা যায় না বোধ হয় সকলেই স্বার্থপর, সকলেই সামান্য ব্যক্তি। কিন্তু যখন প্রকাণ্ড সাধারণ বিপদে লোকে হাবুডুবু খায় যখন চতুর্দ্দিকে কেবল হাহাকার শব্দ শ্রবণপথে পতিত হয় যখন সংসারে কেবল নিরানন্দ, কোন ব্যক্তির বদনে সুখের চিহ্ন পাওয়া যায় না তখন আমাদিগের মহত্বের পরিচয় দিবার সময়। গত বৎসরে আকালের সময় যখন কলিকাতায় চারিদিক হইতে নিরন্নগণ আসিয়াছিল তখন কলিকাতার বাঙ্গালি মহাশয়েরা কি মহৎ কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সে সময়ের পূর্ব্বে ইংরাজেরা কখন ভাবেন নাই যে বাঙ্গালিরা অকেশে এত অন্নদান করিতে পারেন।

সাধারণ বিপদে আর এক উপকার হয়, [illegible] জাতীয় লোকের মনে অপর জাতীয়ের [illegible] অশ্রদ্ধা থাকে না। সকল জাতি একমনা [illegible] বিপদের নিরাকরণ চেষ্টা করেন এই জন্য [illegible] বিবেচনা করি যে গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধেক টাকা [illegible] দিতে স্বীকার করিয়া উত্তম করিয়াছেন। [illegible] কোন কোন ব্যক্তি ভাবিতে পারেন যে [illegible] সার লোকে অন্নাভাবে মারা পড়িতেছে [illegible] জন্য আমরা টাকা দিব কিন্তু যদি গত বৎস[illegible] মত আহারের দ্রব্যের মূল্যের আধিক্য [illegible] এই জেলায় আবার দীনদুঃখী লোকের [illegible] তাহা হইলে তজ্জন্য চাঁদা করিবার প্রয়ো[illegible] হইবে। যাঁহারা এরূপ ভয় করেন তাঁহারা [illegible] না যে গত বৎসর এই জেলার জন্য গবর্ণ[illegible] অনুমান এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন। অতএব [illegible] দুর্ভাগ্য বশতঃ এ বৎসর পুনরায় এখানে লো[illegible] কষ্ট হয় তবে অবশ্যই গবর্ণমেণ্ট সাহায্য [illegible] বেন কিন্তু আমি এ বিষয়ে অনেক অনুস[illegible] করিয়া দেখিয়াছি এ জেলার কষ্টের সম্ভা[illegible] নাই। জেলার অনেক মজুর লোক কুষ্টিয়া[illegible] রেলওয়ের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে এবং স[illegible] মধ্যেও অনেক সাধারণ কর্ম্ম আরম্ভ হইয়া[illegible] তাহাতে যাহারা পরিশ্রম করিতে পারে তা[illegible] অন্ন পাইবে এরূপ বোধ হইতেছে, আর [illegible] পেক্ষা চাউলের মূল্য ক্রমশঃ কমিতেছে, ইহা[illegible] আমার কখনও এমত জ্ঞান হয় না যে গত বৎস[illegible] মত এখানে এ বৎসর আবার দীনদুঃখী লো[illegible] অত্যন্ত কষ্ট হইবে।" কমিসনর সাহেবের বক্তৃ[illegible] পর কৃষ্ণনগর কালেজের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত [illegible] উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভায় বাঙ্গালি মহা[illegible] দিগের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এই বক্তৃ[illegible] মূল মর্ম্ম বাঙ্গলাভাষায় বলিলেন। তাহার [illegible] এই জেলার এক্টিং জজ শ্রীযুক্ত মেকড[illegible] সাহেব প্রস্তাব করিলেন " এই সভার [illegible] সমাধানের জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত হয়। [illegible] কমিটিতে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য হ[illegible] এবং তাহারা আপন আপন ক্ষমতানুসারে [illegible] আদায় করেন ও কমিটির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি [illegible] বার ক্ষমতাও ঐ কমিটির উপর অর্পিত হয়[illegible] তদনন্তর এক্টিং এডিসনল জজ সাহেব প্র[illegible] করিলেন যে সভাপতি মহাশয়কে ধন্য[illegible] দেওয়া যায় এবং কালেক্টর সাহেব প্রস্তাব [illegible] লেন যে কালেজ ঘরে সভা করিবার অনু[illegible] দিবার জন্য প্রিন্সিপল সাহেবকে ধন্যবাদ দে[illegible] যায়। ইহার পর পশ্চাল্লিখিত মহাশয়েরা [illegible] লিখিতরূপে স্বাক্ষর করিলে সভা ভঙ্গ হইল।

কমিটির সভ্যগণের নাম।

লার্ড ইউলিক ব্রোণ, মেঃ মেকডনেল, মহা-জ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর, মেঃ বেল, মেঃ লড, মেঃ স্মিথ, মেঃ ওয়েষ্টলেণ্ড, শ্রীযুক্ত বাবু র্ব্বজ্ঞ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বাদুনাথ রায়, বাবু লিদাস মুখোপাধ্যায়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বু দ্বারকানাথ দে।

দাতাদিগের স্বাক্ষর।

যুক্ত মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	২৫০
ঐ মে, আর, বি, চেপমান	২৫০
ঐ ডবলিউ, এফ, মেকডনেল	১৫০
ঐ লার্ড ইউলিক ব্রোণ	১০০
ঐ এচ, বেল	১০০
ঐ এস, এচ, বীডন	১০০
ঐ বাবু বামনদাস মুখোপাধ্যায় (উলা)	১০০
ঐ ঐ অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০০
ঐ ঐ বৃন্দাবনচন্দ্র সরকার চৌধুরী	১০০
ঐ ঐ শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী	১০০
ঐ মে, মিডাথস	১০০
ঐ ঐ উমেশচন্দ্র দত্ত	১০০
ঐ ঐ গৌরমোহন রায়	৭৫
ঐ ঐ গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৬০
ঐ মে, সি. ডি, ফিলড	৫০
ঐ এ, স্মিথ	৫০
ঐ ঐ পরমেশ্বর পালচৌধুরী	৫০
ঐ ঐ সুরেন্দ্রনাথ রায়	৫০
ঐ ঐ শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়	৫০
ঐ মে, জে, ওএষ্টলেণ্ড	৫০
ঐ ঐ ঈশানচন্দ্র রায়	৫০
ঐ ঐ কৈলাসচন্দ্র পালচৌধুরী	৫০
ঐ ঐ শ্রীহরি রায়	৫০
ঐ ঐ শ্রীকৃষ্ণ মল্লিক	৫০
ঐ ঐ বামনদাস মুখোপাধ্যায় (দেবগ্রাম)	৫০
ঐ ঐ যদুনাথ রায়	৫০
ঐ ঐ জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
ঐ ঐ সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৪০
শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী দাসী	২৫
যুক্ত বাবু দীনদয়াল প্রামাণিক	২৫
ঐ ঐ প্রসন্নকুমার বসু	২৫
ঐ ঐ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৫
ঐ ঐ হৃষিধন মিস্ত্রী	২৫
ঐ ঐ দ্বারকানাথ দেবাহাদুর	২৫
ঐ মে, কে, জি, বোরণ	২০
ঐ ঐ রমাকান্ত মুখোপাধ্যায়	২০
ঐ ঐ নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	২০
ঐ ঐ গুরুচরণ দাস	২০
ঐ ঐ মৃত্যুঞ্জয় রায়	২০
ঐ মে, আর, ক্রেগ	১৬
ঐ ঐ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	১৫
ঐ মে, জে, সিমিয়ন	১০
ঐ ঐ জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১০
ঐ ঐ ভূপতি চট্টোপাধ্যায়	১০
ঐ ঐ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
দশ টাকার ন্যূন সমষ্টি	৫১
	২৭৪৭

মহাশয়! গত কল্য উত্তরপাড়া গবর্ণমেণ্ট ইংরাজি বিদ্যালয়ের ১৮৬৬। ৬৫ অব্দের ও বঙ্গবিদ্যালয়ের ৬৬। ৬৭ অব্দের পারিতোষিক কার্য্য নিম্ন লিখিতরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

পারিতোষিক সভাটী বড় মন্দ হয় নাই, সেটী উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়েই হইয়াছিল, গৃহের চতুর্দ্দিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানচিত্র সুশোভিত ছিল। এতন্নগরবাসী প্রায় সমুদায় ভদ্রমণ্ডলী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এচ, উড্রো ইনস্পেক্টর মহোদয় অনুপস্থিত থাকাতে সভ্যগণের প্রস্তাবানুসারে শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে আ-সীন হন। ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু বনমালী মিত্র মহাশয় বিদ্যালয়ের ১৮৬৪। ৬৫ খৃঃ অব্দের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিয়া উক্ত শ্রেণীস্থ বালকগণের মধ্যে, এতক্গুলিকে আদেশ করাতে তাহারা ক্রমান্বয়ে ৩।৪ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক বিদ্যাসংক্রান্ত অভিনয়ক্রিয়া সম্পন্ন করিল ও বঙ্গবিদ্যালয়ের ছোট ছোট বালকগণ দুইটী সুললিত পদ্য পাঠ করিল। অনন্তর সভাপতি মহাশয় স্বহস্তে ক্রমান্বয়ে উক্ত দুই বিদ্যালয়ের পারিতোষিকযোগ্য বালকদিগকে আহ্বান করিয়া পারিতোষিক প্রদান করিলেন, এবং অঙ্ক ও রচনাদি নানা বিষয়ের উত্তরলেখক বালকদিগকে অত্রস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত অর্থ প্রদান করিলেনঃ—

-:০:-

সম্পাদক মহাশয়! তিন বৎসর গত হইল ভবানীপুর ও কালীঘাটের মধ্যস্থলে শ্রীযুক্ত বাবু রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে "চক্র ভাঙ্গা শিশুসুবোধ বঙ্গবিদ্যালয়" নামে একটী বাঙ্গলা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। উক্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের যত্নে উহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনিই উহার সম্পাদক হইয়াছেন। দুই বৎসর হইল বিদ্যালয়টী গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে তিনটী শিক্ষক ও একটী সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এক্ষণে ইহাতে ১১৯ এক শত উনিশটী শিশু অধ্যয়ন করিতেছে এবং অধ্যাপনাদিও মন্দ হইতেছে না।

গত কল্য রবিবার এই বিদ্যালয়ের তৃতীয় সাম্বৎসরিক পরীক্ষার পারিতোষিক প্রদানোপলক্ষে একটী সভা হয়। ইহাতে গ্রামস্থ অনেকগুলি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন এবং ২৪ পরগণার প্রধান সদরআমীন শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র দেব রায় বাহাদুর, অতিরিক্ত সদরআলা শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় প্রধান ব্যক্তিও সভার শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ কালীঘাট ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণের পরীক্ষা গ্রহণেচ্ছু হইয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের পাঠ শ্রবণানন্তর ২৪ পরগণার উকীল (সংস্কৃত কালেজের পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ ছাত্র) শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করাতে তিনি কয়েকটী প্রশ্ন দ্বারা তাহাদিগকে পরীক্ষা করিলেন। যদিও গিরিশ বাবুর প্রশ্নগুলি সুকুমারমতি বালকগণের পক্ষে নিতান্ত সহজ হয় নাই তথাপি তাহারা সেই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া দর্শকবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। অনন্তর সম্পাদক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণ পাঠ করিলেন। তদনন্তর ছাত্রদিগকে পারিতোষিক প্রদান করা হইল। ৩৯ টী বালক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইল। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় বাহাদুর স্বহস্তে পারিতোষিকগুলি বিতরণ করিলেন। কিন্তু তিনি এরূপ উৎসাহ প্রদর্শন না করিয়া যদি অস্মদ্দেশীয় ব্যবস্থাপক সভার মৌনব্রতী সভ্যগণের ন্যায় কেবল সভার শোভা সম্পাদন কার্য্যেই বিরত থাকিতেন তাহা হইলে ভাল হইত, কারণ বিতরণকালে তিনি এমনই গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং এমনি বিশৃঙ্খল ব্যবহার করিয়াছিলেন যে উহা সন্তোষকর না হইয়া বরং অনেকের বিরক্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, পরিশেষে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি সুদীর্ঘ সরস বক্তৃতা দ্বারা বিদ্যাশব্দের অর্থ, বাঙ্গলাশিক্ষার প্রয়োজন, আধুনিক বঙ্গভাষায় প্রকৃত বিদ্যোপযোগী পুস্তক সকলের অসদ্ভাব বিষয় এবং বিদ্যালয়ের স্থায়িত্বের উপায় প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া সভার কার্য্য শেষ করি

লেন। গিরিশ বাবুর বক্তৃতাটী যে যথার্থ বাগ্মিতাপরিপূর্ণ, মনোযোগিনী এবং হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। সভাস্থ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া গৃহে গমন করিলেন।

ভবানীপুর। শ্রী ... শর্ম্মা।
৫ ই চৈত্র ১২৭৩।

সবিনয় নিবেদন —

যদি কোন গবর্ণমেণ্ট আফিস এক স্থান হইতে দূরে নীত হয়, তাহা হইলে সেই আফিসের কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা কত দূর ন্যায়ানুগত তাহা প্রায় সকল বিজ্ঞ লোকে অবগত আছেন। সকল আফিসের কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে স্বদেশ হইতে বিদেশে যাইতে হইলে ব্যয়ের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইটী বাঙ্গালিদিগের পক্ষে যত দূর সত্য, ইংরাজদিগের পক্ষে তত দূর নহে। ইংরাজেরা প্রায় বাটী ভাড়া করিয়া অবস্থিতি করেন, অতএব তাঁহাদিগকে স্থানান্তরিত হইতে হইলে তাহারা অনায়াসে ভাড়াটিয়া বাটী ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বাটী ভাড়া করিয়া সপরিবারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা প্রায় নিজ আবাসে বাস করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে বিদেশে যাইতে হইলে তাহারা নিজ আবাস ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। তাহাদিগের অনুপস্থিতে সেই সকল আবাস রক্ষা আবশ্যক। সুতরাং অল্প বেতনভোগী বাঙ্গালীরা সপরিবার সমভিব্যাহারে দূরদেশে যাইতে অক্ষম। পরিবারের কেহ কেহ স্বীয় আবাসে বাস করে। সুতরাং কাহাকে বিদেশে যাইতে হইলে তাহাকে দুই স্থানে ব্যয় করিতে হয়। যেখানে তাহার ৩০ টাকায় চলিত, এখন ৫০।৬০ টাকায় স্থানে চলিতে পারে না।

রেলওয়ে সংক্রান্ত দুই এক আফিস দূরে যাওয়ায়, তত্রস্থ কর্ম্মচারিদিগের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। রেলওয়ে ট্রাফিক আডিট আফিস জামালপুরে উঠিয়া আসিবার পূর্ব্বে আসিষ্টাণ্ট আডিটর সাহেবেরা তাহাদিগের কর্ম্মচারিদিগকে এই আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক এখানে আনিয়াছেন যে তাঁহারা তাহাদিগের বেতন জামালপুরে বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। এ পর্য্যন্ত কেবল এই মাত্র অবগত করা গিয়াছে যে যিনি উপযুক্ত পাত্র হইবেন, তাহাদিগের বেতন জুলাইমাসে কিছু কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। ইহা অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

এরূপ অনেক লোক আছে যে, তাহারা ভাল লেখাপড়া না জানিয়াও সাহেবদের সহিত আনুগত্য করিয়া তাহাদের প্রিয়পাত্র হয়েন। আবার এরূপ অনেক লোক আছেন যে, তাহাদের কার্য্যে সাহেবদের সহিত কথাবার্ত্তা আবশ্যক করে না। সুতরাং তাহারা তাহাদের নোটিসে শীঘ্র আসিতে পারেন না। তাহাদিগের দুর্গতির সীমা থাকে না। আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, কয়েকজন কর্ম্মচারী ২।৩ বৎসর এক বেতনে কর্ম্ম করিতেছেন। তাহারা কি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন না? অপর সকলের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাদিগের কি হইতে পারে না? যদি তাহারা কার্য্যাক্ষম হয়, তবে তাহাদিগকে কার্য্যচ্যুত করাই শ্রেয়ঃ। আডিটর সাহেবেরা তাহাদিগের প্রিয়পাত্রদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া অপর সকলের বৃদ্ধি না করিয়া তাহাদিগকে কি মনোবেদনা দিতেছেন না? এই কি তাঁহাদিগের উচিত কর্ম্ম? যাহারা সাহেবদের প্রিয়পাত্র কেবল কি তাহাদিগের বেতন জুলাই মাসে বৃদ্ধি হইবে? না যাহারা নিজ নিজ কার্য্য (যেরূপ কার্য্য হউক না কেন) উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম? যদি প্রথমোক্তদিগের হয়, তাহা হইলে যে রেলওয়ে কোম্পানিকে ঘোরতর পক্ষপাতদোষে দূষিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই। আমার বিবেচনায় এইরূপ করা উচিত,—বিদেশে আগাতে ব্যয়ের বৃদ্ধি নিবন্ধন সকলেরই বেতন বৃদ্ধি হয় একটী নিয়ম হউক যে সকলেরই ১০।১৫ টাকা করিয়া বৃদ্ধি হয়। উপযুক্ত লোকদিগের পক্ষে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থাতে সৎগুণ ও ধর্ম্মের পুরস্কার আবশ্যক।

বরাহনগর নিবাসী।
একজন পাঠক।

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র হাটখোলা
১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৪ ভাদ্র ৫॥০
" " যদুনাথ রায় রামপুরহাট
১২৭৩ চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ ৩৮০
" " শিবচন্দ্র শীল চুঁচুড়া
১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৪ ফাল্গুন ১০
" " দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী শ্রীর...
" " চন্দ্রকুমার মিত্র ...পুর
" " দীননাথ ঘৃষ সুরতিরবাগান ১০
" আসিষ্টাণ্ট কমিসনর সাহেব বারাহয়ার
১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৪ জ্যৈষ্ঠ ৩৮০

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটী বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে মফস্বলে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং যাণ্মাসিক ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, যাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৮০ তিন মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না। হুণ্ডি, বরাত চিঠি, মনিঅর্ডর, নোট, ও ষ্টাম্প টিকিট, ইহার অন্যতর যাহাতে যাহার সুবিধা হয়, তিনি সেই উপায় দ্বারা মূল্য প্রেরণ করিবেন।

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও রসীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন যিনি মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠান হইবে।

মাতলা রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি গ্রহণ করা যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ৫০ আনা তাহার পর /১০ আনা দিতে হইবে। যিনি অধিককাল বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব ... রেলওয়ের সোনাপুর ষ্টেসনের ... পোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার প্রাতঃকালে প্রকাশিত হয়।

সোমপ্রকাশ

... ভাগ। ২০ সংখ্যা।

"প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুতিমহতী ন হীয়তাং।

...সিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ ...টা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ১৯ এ চৈত্র। ১৮৭১। ১ লা এপ্রেল { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১... টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮...

বিজ্ঞাপন।

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে নানা প্রকার বাঙ্গলা, ...বনাগর অক্ষর ও বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুত ...হে ও হইতেছে এবং এরূপ বন্দোবস্ত করা ...আছে যে, গ্রন্থকার যেরূপ ইচ্ছা করেন ঠিক ...ই সময়ের মধ্যেই পুস্তকমুদ্রিত করিয়া দেওয়া ...ইতে পারিবে। ছাপা যত উত্তম ও পরিষ্কৃত ...তে পারে তদ্বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করিব না। ...র অর্পণ করিলে সমুদায় প্রুফও দেখিয়া ...তে পারিব, গ্রন্থকারের কোন কর্ম্ম বা পরিশ্রম ...কার করিতে হইবে না। বন্দোবস্ত করিলে ...পিও সংশোধন করিয়া দিতে পারি, সংস্কৃত ... ইংরাজিভাষা হইতে যে কোন গ্রন্থ অনুবাদ ...রিয়া ছাপাইয়া দিতেও প্রস্তুত আছি, ব্যয়ও ...ধিক হইবে না। যিনি সংস্কৃত বাঙ্গলা বা ...লিতে কোন পুস্তক মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা ...রেন তিনি কলিকাতা, মৃজাপুর আমহার্ষ্টের ...ক্ষিণ ৩২।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে ...থবা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট লোক ...ঠাইলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন

...১ লা চৈত্র ১২৭৭ } শ্রীজগমোহন তর্কালঙ্কার
...সংস্কৃত বিদ্যালয়

-:o:-

ভারতবর্ষ হইতে শ্রীল শ্রীমতী মহারাণীর ...প্রতিকৌন্সিলে আপীল সম্বন্ধে যে কোন ...ক্রিয়া নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবকে ভারার্পণ ...রিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা তৎসম্বন্ধে তাঁহার ...মে পত্র লিখিয়া ... নিকট পাঠা... ...বেন অথবা ... (অর্থাৎ পুরা... ...ন) পোষ্টআফিস ষ্ট্রীটে ২ নং ভবনে যেশার্স ...গ্রাহাম এণ্ডকো সাহেবদের কেরাণের ...র্থাৎ নিকট পাঠাইলে তাঁহারা উক্ত সাহেবের ...ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

জনিলাইন এক ওয়াটকিন্স সাহেব
১ নং মিট্রি কোর্ট চেম্বর,
লণ্ডন।

—:o:—

নিউ এপথিকারিস হল।

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল নূতন আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সরি প্রভৃতির সুবিধার জন্য নগদ মূল্যে বাজারের অতি কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে ঔষধের ফর্দ্দ ও তাহার মূল্য স্বরূপ নোট, হুণ্ডী বা বরাতী চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি সত্বর পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর সি দত্ত কোং।

বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

-:o:-

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৩ তিন টাকা।

নাথ ন্যায়পঞ্চানন।

ভুটান পশ্চিম দ্বারসমূহে হস্তি খেদা করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৭১ অব্দের ১ লা এপ্রেল হইতে ১৮৭৪ অব্দের ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক ...জন বিস্তারে পাট্টা দিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী ইচ্ছুক আছেন।

হস্তি ধরিবার নিমিত্ত যত কুন্কি নিযুক্ত করা যাইবে, তাহার কি কুন্কি প্রতি ২০ টাকা হারে মাশুল দিতে হইবে। ... হস্তি সকল ক্রয় করিবার অধিকার প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের থাকি— বেক। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হইলে সাধারণ ব্যক্তিগণ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে। ... আবশ্যক বিবরণ নিম্ন স্বাক্ষর...কারীর নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কি পত্র দ্বার... জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারিবে।

ডেপুটী কমিসনরী আফিস } শ্রীযুক্ত জে, এ...
ময়নাগুড়ী। } টুইডি সাহেব
১২ ই ডিসেম্বর। ১৮৭০। } ডেপুটী কমিসন...

—:o:—

বর্দ্ধমানের সুবিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বা... ভোলানাথ কবিরাজ মহাশয়ের অনুমত্যানুসা... সাধারণজনগণকে এতদ্দ্বারা অবগত করা যাই... তেছে যে ভবিষ্যতে উক্ত বাবু সবআসিষ্টা... সরজনের ভিজিট গ্রহণে চিকিৎসা করিবেন...

শ্রীহীরালাল নন্দী।

—•—

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে ... আমাদিগের শরিকানী বিষয় যাহা তরফ গড়ু... নগর, বিষ্ণুপুর, বংশীধরপুর এবং সুরপুর সামি... যে সমস্ত টীকা জমী এবং বুড়ারঘাটে যে ... আছে ও পরগণে মুক্তাগাছা ইনাৎপুর প্রভৃ... স্থানে যে মহত্রাণ স্বত্ব ও ঠিকা প্রভৃতি আ... তাহা আমার অনুপস্থিতে এবং অমতে ... আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রয় করেন এবং ... কেহ তাহা খরিদ করেন সে বাতিল, নামঞ্জ... এবং অগ্রাহ্য হইবে।

ক্ষেত্রী } জয়নগর নিবাসী
১ লা মার্চ্চ ১৮৭১ } শ্রীপ্রসন্নকুমার দা...

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল, শ্রীধর গোস্বামির টী... এবং বাঙ্গলা অনুবাদের সহিত রীত্যনুসা... মুদ্রিত হইয়া ২॥ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতেছ... যাঁহার প্রয়োজন হইবেক তিনি সংস্কৃত য... পুস্তকালয়ে পুস্তকাধ্যক্ষের নিকট অথবা কাব্য... যন্ত্রালয়ে মূল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইতে পা... বেন।

শ্রীমথুরানাথ শর্ম্মা।

-•o•-

পাটীগণিত প্রথম ভাগ।

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই ব্যবহারোপযোগী হয় এরূপ প্রণালী অনুসারে আমি এক খানি পাটীগণিত প্রস্তুত করিতেছি। আপাততঃ উহার প্রথমভাগ মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃতযন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রীত হইতেছে। ইহার মধ্যে বহুল পরিমাণে সহজ অথচ সুকৌশল-রচিত প্রশ্ন সকল সংগৃহীত হইয়াছে। মূল্য দশ আনা।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল এম, এ, কর্ত্তৃক ইংরাজিভাষায় বিরচিত প্রেতত্তত্ত্ববিষয়ক প্রস্তাব প্রতি খণ্ড চারি আনা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি ডি রোজারিও কোম্পানি, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি বা কর্ণ ওয়ালিস ষ্ট্রীটে বাবু মতি আদার এণ্ড কোং ৮৬ নং পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

শ্রীযুক্ত রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "প্রকৃতিবাদ" নামে একখানি অভিধান সংপ্রতি মুদ্রিত হইয়া সংস্কৃত যন্ত্রালয়ের পুস্তকালয়ে ও শাঁখারিটোলা মাখনওয়ালার গলিতে শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মাষ্টারের স্কুলে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। ইহাতে প্রায় প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ ধাতু প্রত্যয় সমাসাদির উল্লেখ করা হইয়াছে।

মূল্য ৫ পাঁচ টাকামাত্র।

—:০:—

চৈতন্যমিত্রা সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত	মূল্য
গ্রীসইতিহাস	১ টাকা
রোমইতিহাস	১ "
ভূগোলসার ব্যাকরণ	।০ "
নীতিসার (১ম ভাগ)	৶০
নীতিসার (২য় ভাগ)	৶০
প্রচারিত।	
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	৸০

শ্রী দ্বারকানাথ শর্ম্মা।

কয়েক মাস অতীত হইল, কলিকাতাস্থ মিস নর্ম্যাল স্কুল হইতে যে আবেদন পত্রিকায় পারিতোষিকের এক সংবাদ প্রকাশিত হয়, যাঁহারা তাঁহাতে প্রতিযোগিতা করাইতে চাহেন তাঁহা-দিগকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত পরীক্ষা আগামী ৬ই ও ৭ই মে কলিকাতা মির্জাপুর কুলি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ে হইবে। ২০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরীক্ষার্থীদিগের নাম গৃহীত ও রেজিষ্টরীতে লিখিত হইবে। পরীক্ষার্থী বাস্তবিক এক জন ছাত্র এবং ফাষ্ট আর্টের পরীক্ষা দেন নাই এই মর্ম্মে তাঁহার স্কুল কিম্বা কলেজের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরিত এক খানি সার্টিফিকেট আনয়ন করিতে হইবে, এবং নাম রেজিষ্টরী করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষার ফি ৷৷০ আনা জমা দিতে হইবে। ৬ই মে প্রাতঃকালে ৯৷৷০ টার সময় পরীক্ষার্থীদিগকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কাগজ কলম এবং কালী প্রদান করা যাইবে।

ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন
কলিকাতা মার্চ্চ ১৮৬৭

জন ডি ডেন
কলিকাতাস্থ বিশনরী সভার সম্পাদক।

সোমপ্রকাশ।

১৯ এ চৈত্র সোমবার।

গত বুধবারে কলিকাতা টাউন হালে মাসি সাহেবের লাইসেন্স টাক্সের প্রতিবাদার্থ এক বৃহতী সভা হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে ডইন ও পিটরসন সাহেব এই দুই জন বারিষ্টর উপস্থিত ছিলেন। মাসি সাহেবের লাইসেন্স টাক্স যে লোকের একান্ত বিদ্বিষ্ট হইয়াছে, ঐ দুই বারিষ্টরের বক্তৃতা, তদ্বিষয়ে সভাস্থদিগের অকপট অনুমোদন ও উচ্চতর প্রশংসাধ্বনি তাহা প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছে। সেদিনের সভাধিরোহণ আর গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে প্রতিবাদার্থ প্রজার অভ্যুত্থান একই কথা। এ অভ্যুত্থান হয় কেন? গবর্ণমেণ্ট প্রবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন। অস্মত্তা গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ভাবুন, আমরা অনেক কার্য্যেই দেখিতে পাইতেছি, ইহা ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের ছায়া। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট সকল বিষয়েই বিশেষতঃ নূতন কর নির্দ্ধারণ বিষয়ে প্রজার একান্ত পরতন্ত্র। অস্মত্তা গবর্ণমেণ্ট স্বতন্ত্র হইয়াও আত্মবিস্মৃতি পূর্ব্বক সময়ে সময়ে নিতান্ত স্বতন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাতেই প্রজ... গণের ক্রোধে পতিত হন। গবর্ণমে... প্রস্তাবিত লাইসেন্স টাক্সটী রাজাগ্রা... বিধিবদ্ধ না করিয়া যদি উইলসন সা... বের ইনকম টাক্সের ন্যায় সর্ব্বজন বিদি... করিয়া করিতেন, কেবল যে উহার অ... মঞ্জস্য দোষ সংশোধিত হইত এরূপ ন... সর্ব্বসাধারণে না করুন, ইউরোপীয়... গবর্ণমেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিতেন... সন্দেহ নাই। যাহা হউক, প্রস্তাবিত স... ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট এক আবে... করিতেছেন, আমরা তাহার ফল দ... প্রতীক্ষায় রহিলাম।

মহীসুর।

পার্লিয়ামেণ্ট সভায় সম্প্রতি মহী... রের বিষয়ের এক প্রকার সিদ্ধান্ত হ... গিয়াছে, কিন্তু আমাদিগের চিত্ত ... সিদ্ধান্ত বাক্য শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইল ... ইহা পূর্ব্বে যে প্রকারের সংশয় ... অনুভব করিতেছিল, তাহা অপনোদি... হইল বটে, কিন্তু প্রকারান্তরের সং... উপস্থিত হইল, ঐ দিবস লার্ড ক্র... বোরণ বলেন মহীসুরকে ব্রিটিশ সা... জ্যের অন্তর্গত করা হইবে না। রা... যত দিন জীবিত থাকিবেন, তত দি... ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ তাঁহার নামে রা... শাসন করিবেন। রাজার দত্তকপুত্রে... বিদ্যাশিক্ষার ভার গবর্ণমেণ্ট নিজে ল... তেছেন। এই বালক যদি অতঃপর সু... ক্ষিত এবং শাসনক্ষম হন, তাহা হই... তাঁহার হস্তে শাসনকার্য্য সমর্পিত হইবে... মহীসুর প্রদেশ রাজ্যের অভিষেক ম... সন্ধি ও ভারতবর্ষের সর্ব্বসাধারণের ম... এই। লার্ড ক্রাণবোরণ ইহার অনুমো... করিয়া যেমন সকলের চিত্তরঞ্জন করিতে... তেমনি আবার বাক্যের শেষাংশ... দ্বারা বিষম শঙ্কার উদয় করিয়া দি...

য়েন। রাজার পুত্র যদি "সুশিক্ষিত ও শাসনক্ষম" হন তাহা হইলেই কেবল তাঁহার হস্তে শাসনভার প্রদত্ত হইবে; কিন্তু সেই সুশিক্ষা ও শাসনক্ষমতার পরিমাণ কি? কোন্ ব্যক্তিই বা তাহার নির্ণয় করিবেন? লার্ড ডেলহাউসি সেতারা গ্রহণকালে সিদ্ধান্ত করেন, নিঃসন্তান হইয়া কোন রাজার মৃত্যু হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবেন। আপা সাহেবের দত্তক গ্রহণের বিষয়ে তিনি বলিয়াছিলেন "রাজা নিজে সেতারা উত্তমরূপে শাসন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার পুত্র যে সেই প্রকার করিবেন তাহার প্রতিভূ কি?" এই প্রকারে মহীসুরের রাজার মৃত্যুর পর যদি কোন গবর্ণর জেনরল এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যুবক রাজকুমার যে রাজ্য শাসন করিতে পারিবেন তাহার প্রমাণ কি? এই প্রশ্ন করিয়া যদি তাঁহাকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করেন, কে তাহার নিবারণ করিবে?

বস্তুতঃ আমরা লার্ড ক্রানবোরণের শেষ উদ্দেশ্যবোধে অক্ষম হইতেছি। মহীসুর হয় এককালে প্রত্যর্পিত হউক, নচেৎ স্পষ্টরূপে বলা হউক ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এক বার যাহা অধিকার করেন, তাহা উদ্ধিরণ করেন না। এই দুই রাজনীতির অন্যতর অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ, কিন্তু লোকের মনকে সংশয়সাগরে মগ্ন করিয়া রাখা উচিত হয় না। লোকে ইহাকে কপট ব্যবহার জ্ঞান করিতে পারে।

৩২ বৎসরের অধিককাল হইল মহীসুর ইংরাজ শাসনের অধীন হইয়াছে এবং অনেক উন্নতিলাভও করিয়াছে। এই উন্নতি এদেশীয় রাজার অধীনে থাকিবে কি না, অনেকের সংশয় হইতে পারে। কিন্তু যদি গবর্ণমেন্ট রাজকুমারের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যথোচিত যত্ন লইয়া সুশিক্ষিত করিয়া তুলেন কেন যে তাঁহার অন্যথা হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ত্রিবাঙ্কুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এ আশঙ্কার অলীকতা প্রতিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। এদেশীয় রাজগণের বিষয়ে যে রাজনীতি অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা স্ফুটাক্ষরে বুঝাইয়া দেওয়াই উচিত; তাহা হইলে লোকে সেই রাজনীতির উপযোগিতা ও রাজনীতিজ্ঞের আশয়ের ঔদার্য্যাদিবোধে সমর্থ হইয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইবেন, অন্যথা কপটতা বোধ করিবেন। মহীসুরের বর্ত্তমান রাজতনয়কে রাজ্য দেওয়া হইবে, স্পষ্টবাক্যে এই ঘোষণা করিয়া দিয়া যদি গবর্ণমেণ্ট রাজকুমারের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন এবং সচ্চরিত্র মহাশয় কার্য্যদক্ষ লোক নিয়োজিত করিয়া তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা ও রাজকার্য্যাদি শিক্ষার উপায় করিয়া দিতেন, তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্ট সমধিক শ্রদ্ধাস্পদ হইতেন না? তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্টের অধিকতর উদারতা প্রকাশ পাইত না? এদেশীয় রাজগণ সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র ও রাজকার্য্যে দক্ষ হইলে এদেশীয়েরা যেরূপ ঔৎসুক্য ও আনন্দ সহকারে তাঁহাদিগের অধীনতা যোক্ বহন করিতে অগ্রসর হন, বিদেশীয়ের পরাধীনতা স্বীকারে সেরূপ হন না। কে সাহেব বলেন "আমাদিগের এই সংস্কার আছে, ভারতবর্ষীয়েরা স্বদেশীয় রাজার শাসন অপেক্ষা আমাদিগের শাসনের সমধিক পক্ষপাতী, এটী ভ্রম ও বৃথা জাত্যভিমান মাত্র।" লার্ড ডেলহাউসি নেপোলিয়নের ন্যায় গর্ব্ব করিয়া গিয়াছেন "ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমার রাজনীতির সুন্দর ফল দর্শন করিয়া কৃতজ্ঞ হইবেন।" যদি রাজনীতিসংক্রান্ত স্বাধীনতা অবিলুপ্ত থাকিত, তাহা হইলে এ গর্ব্ব শোভমান হইত। ডেলহাউসি অযোধ্যার শাসন দোষ সংশোধন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শাসন... লোকের রাজনীতি সংক্রান্ত স্বাধীন... এককালে নষ্ট হইয়াছে। কেবল সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা এই ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না।

মিউনিসিপাল অত্যাচার।

যাঁহারা যে বিষয়ে অনভ্যস্ত নন, শিখি... লভাবে ক্রমে তাঁহাদিগকে তাহাতে অভ্যস্ত করিয়া তুলা আবশ্যক, কি... মিউনিসিপাল পঞ্চায়েতেরা সেটী বুঝি... তেছেন না, সমধিক উৎসাহ বশত... তাঁহারা এদেশীয়দিগকে এককালে উচ্চ... তর সোপানে অধিরোহিত করিবা... চেষ্টা পাইতেছেন, তাহাতেই নান... প্রকার অত্যাচার ঘটিতেছে। সেদি... কালীঘাট ও ভবানীপুরবাসিদিগের প্রতি... অত্যাচারের বিষয় এই সোমপ্রকাশে... বর্ণিত হইয়াছিল, বোধ হয় পাঠকগণের... স্মরণ থাকিবে। অন্য স্থানের কথা কি ... কলিকাতার সাধারণ মত এত প্রবল... তথাপি মিউনিসিপাল অত্যাচারে লোকে... "পালাই পালাই" করিতেছেন। এক... কালে দুর্ব্বহ করভার স্কন্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে কিন্তু কোন বিষয়েই তাহার অনুরূপ উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে না। সেই পূতিগন্ধি নর্দ্দামা, সেই সেকেলে ময়লার গাড়ী, সেই সেকেলে ধাঙ্গড়েরা দুই তিন দিবস পরে এতদ্দেশীয় বিভাগের ময়লা পরিষ্কৃত করিয়া যায়। বাটীর কর, আলোর কর, ব্যবসায়ের কর, গাড়ী ঘোড়ার কর, করে করে লোকে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাস্থ্য ও শান্তি রক্ষার অনুরোধে মিউনিসিপাল কর লোকে সহ্য করেন। কিন্তু তাহা লইয়া যত দূর করা আবশ্যক কলিকাতা ও মফস্বলের মিউনিসিপালিটি তাহার কোন ধার ধারেন না। কোন ব্যক্তির সম্পত্তির অনুরূপ কর প্রায় নির্দ্ধারিত হয় না। দশ টাকা তা-

র স্থানে ৫০ টাকা ভাড়ার কর দিতে
। সম্প্রতি কলিকাতার সহকারী সভা-
ত ডেবিস সাহেব কর আদায়ের সর
য়ের পদ উঠাইয়া দিয়া আজ্ঞা দিয়া-
র নগরবাসিরা আপন আপন কর
রা যাইবেন, নিয়মিত দিবসে না দিলে
ত্যাকের এক টাকা " খরচা " (জরি
না) লাগিবে। এককালে বিস্তর লোক
ন, যাঁহাদিগের সুপারিস অথবা অর্থের
তা আছে, তাঁহারা যাইবামাত্র বিল
ন, দরিদ্রদিগকে কার্য্য ক্ষতি করিয়া
চারি দিন হাঁটিতে হয়। হয় ত জরি
না দিতে হয়। কর দাখিল করিবার
কিঞ্চিৎ ব্যয়ও আছে। মিউনিসিপাল
ন্দমার বিচার নাই। কি রাজধানী
মফস্বলের মিউনিসিপালিটির কোন
র্ম্মচারী কোন ব্যক্তির নামে কোন
নয়ে নালীশ করিলে তাহাকে প্রায়
জহস্তে আদালত হইতে ফিরিয়া আ-
তে হয় না। নামমাত্র বিচার হয়, স
র প্রমাণ দিলেও জরিমানার হাত
তে কেহই রক্ষা পান না। ইহাতে কি
বস্থা দাঁড়াইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট কি তাহা
নিতে চাহেন? সকলেরই প্রায় নিয়
ত করেন উপর কর্ম্মচারিদিগকে কি-
ৎ কিঞ্চিৎ অধিক দিতে হয়। যিনি
দেন, তাঁহার নামে নালীশ ও জরি
না নিশ্চিত হয়। ময়লা সমান রহি
ছে, স্বাস্থ্যরক্ষা নামমাত্র, কেবল প্রজা
ড়নই সত্য হইয়াছে।

যাঁহারা ১৮৫৬ অব্দের ২০ আইন
নুসারে চৌকিদারী ট্যাক্স দেন, তাঁহাদি-
রও কষ্টের সীমা নাই। আমরা পঞ্চা-
তদিগের অত্যাচারের সহস্র সহস্র উদা-
রণ দিতে পারি। সোদপুরের নিকটে
টাগোড়িয়া গ্রামের বাবু কৈলাসচন্দ্র
গু মাসিক ছয় আনা কর দিতেন। মা-
সিক ১০।৵ টাকা পেন্সন উহাঁর জীবিকা
নির্ব্বাহের উপায়। ইহাঁর উপরে মাসিক

২।৵০ দুই টাকা ছয় আনা কর ধার্য্য হইয়াছে। ২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট ও কমিসনর আপীলে উহা অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াছেন। অনেক গ্রামে এই প্রকার অনেক উদাহরণ আছে।

১৮৬৪ অব্দের ৩ আইন অনুসারে যত মিউনিসিপালিটি হইয়াছেন, ইহাঁরা সাধারণের কর্ম্মঠ নহেন। প্রায় তিন বৎসরাবধি ইহাঁরা নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়া গেজেটের অর্দ্ধাংশ পরিপূর্ণ করিতেছেন, কিন্তু ইহাঁদিগের দ্বারা অদ্য ভত কর সংগ্রহ ভিন্ন আর কোন কার্য্য হইতেছে না। স্বাস্থ্যরক্ষার কোন চেষ্টা প্রায় দৃষ্ট হয় না। যেখানে হয় সেখানে এতন্নিবন্ধন এত অত্যাচার ও এমত অদ্ভুত প্রণালী অবলম্বিত হয় যে, লোকে পূর্ব্বাবস্থারই প্রার্থনা করে। হুগলী একটী প্রধান জেলা ও রাজধানীর নিকটবর্ত্তি স্থান। এখানকার করের ত কথাই নাই। যাহার হস্তে কর নির্দ্ধারণের ভার তিনি সাধারণের বিশ্বাসের পাত্র নহেন, এবং কার্য্য দেখিয়া প্রকাশ হইতেছে তিনি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। সম্প্রতি আজ্ঞা হইয়াছে কোন বাটীর জল সরকারি নর্দামায় আসিতে পারিবে না। লোকে তন্নিমিত্ত বাটীর জল বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধিত হইয়াছেন। ইহাতে কি পীড়া হইবে না? যদি নর্দামায় জল না গেল, তবে নর্দামার প্রয়োজন কি? যদি ময়লা জল নর্দামায় ফেলিতে না পারেন, লোকে কি জন্য কর দিতেছেন? চুচুড়ার শিবিরের নিকটে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদিগকে এ জন্য বাস উঠাইতে হইতেছে। নালীশ ও জরিমানার কথা নাই বাটীতে যিনি অকারণ ময়লা করেন, তিনিই দণ্ডনীয়। কিন্তু হুগলীর মিউনিসিপালিটি দোষী ভাড়াটিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া নির্দোষ দূরবাসী অধিকারির দণ্ড করিতেছেন। ১৫। ২০ টাকা জরি

মানা প্রভৃতি কথায় হয়। যিনি মাসিক
৫ টাকা ভাড়া পান তাঁহার বাৎসরিক
তিন বার জরিমানা হইলেই নিজ তহ
বিল হইতে আবার কিছু দিতে হয়।
কার্য্যতঃ ইহা হইতেছে। ইহার বিচার
নাই, কেহ কোন কথাই শ্রবণ করেন না।
এ অত্যাচারগুলির নিবারণ করা একান্ত
আবশ্যক।

রামকুমার ও বরদচন্দ্র বসু।

ঢাকার কালেক্টরের নাজীর বা
বরদচন্দ্র বসুর আত্মসমর্থনপত্র আমাদি
গের হস্তগত হওয়াতে অদ্য এই অপ্রীতি
কর বিষয়টীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে
হইল। যদি পত্রখানি আমাদিগের হস্তে
না আসিত, সমধিক আহ্লাদের হইত
সন্দেহ নাই। অনেক দিন হইল, এ বিষয়
আমাদিগের শ্রবণ পথে প্রবিষ্ট হইয়াছে,
কিন্তু কোন্ পক্ষ বাস্তবিক দোষী, তদ্বিষয়ে
দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবাতে আমরা ইহা
প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। ডে
পুটী কালেক্টর বাবু রামকুমার বসু এক
জন শিক্ষিত লোক, কিন্তু তিনি বরদচ
বাবুর সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া
ছেন, এক জন কৃতবিদ্য লোকে যে ত
দূর করিতে পারেন, আমাদিগের এরূ
বিশ্বাস ছিল না। সমর্থন পত্র দ্বারা জা
যাইতেছে, বরদচন্দ্রের সহিত রামকুমারে
দলাদলি ঘটিত বিরোধ আছে। রাম
মার বসু কৃতবিদ্য হইয়া ও তদর্থ
নির্যাতনার্থী হইয়াছেন। ঔদার্য্য
গুণ সুশিক্ষিতকেই আশ্রয় করে। এ
কি ঔদার্য্যের কার্য্য হইয়াছে? বরদ
বসু তাঁহার সহিত সামাজিক ব্যবহ
করেন না, ইহা তিনি সহ্য করিতে পা
লেন না। ইহার তুল্য অবারকার পা
ভূ আর কি আছে? তাঁহার শিক্ষ
সহিষ্ণুতা কোথায় গেল? এক্ষণে স্থূল
পাঠকগণের কোমল স্বভাব যাইতেছে

১৮৬৬ অব্দের অক্টোবর মাহুল বজচন্দ্র বসু বিদায় লইয়া যখন বাটীতে ছিলেন, সেই সময়ে বাবু রামকুমার বসু নায়েব নাজিরের নিকট হইতে কয়েকটী নথি লইয়া বজচন্দ্রের দোষানুসন্ধান করেন। এ বিষয়ে তিনি কালেক্টরের অনুমতি লন নাই। কালেক্টর লিবিন সাহেব ময়মনসিংহের প্রদর্শন হইতে প্রত্যাগমন করিলে রামকুমার বাবু তাঁহাকে এক নামশূন্য আবেদন প্রদান করেন। এই আবেদন ১০ ই নবেম্বরে রামকুমার বাবুর হস্তগত হয়। ইহাতে নাজিরের বিরুদ্ধে নানা বিষয়ের অভিযোগ ছিল। কালেক্টর নাজিরকে কর্ম্মে স্থগিত করিয়া অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা দিলেন। তাঁহাকে ফৌজদারিতেও অর্পণ করা হইল। কিন্তু শপথ পূর্ব্বক কেহ অর্থী হইয়া না আসাতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট হারিস সাহেব মকদ্দমা ডিসমিস করিলেন। বজচন্দ্রকে দ্বিতীয়বার ফৌজদারিতেও দেওয়া হয়। কালেক্টরির কয়েকজন আমলা তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন, কিন্তু ইহাতেও নাজির মুক্ত হন। নাজিরের বিরুদ্ধে যে কয়েকটী অভিযোগ করা হয়, তাহা এই—

প্রথম, তিনি পেয়াদার তলবানা হইতে নিজে ৪১৶০ টাকা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়, ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন অনুসারে যত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রীত হয়, তাহার প্রতি টাকায় তিনি এক আনা করিয়া গ্রহণ করেন। তৃতীয়, তিনি অহিফেনের শূন্য বাক্স সকল নিজে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য আত্মসাৎ করেন। চতুর্থ, নাজির আইনে নিষেধ থাকিলেও প্রকাশ্য নীলামে আপন স্ত্রীর নামে সম্পত্তি ক্রয় করেন। পঞ্চম, তিনি নিজের কার্য্যে সরকারি পেয়াদাদিগকে খাটাইয়া থাকেন।

নাজির ইহার যে উত্তর দেন, তাহা এই—তিনি তলবানার ৪২।৶০ ব্যাঙ্কে প্রেরণ করিয়াছিলেন, বাকী টাকা তিনি প্রাপ্ত হন নাই নায়েব নাজির ভ্রমক্রমে খাতায় জমা করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ২৬ বৎসর সুখ্যাতি সহকারে কার্য্য করিতেছেন তিনি দুই চারি টাকা চুরি করিবেন ইহা সম্ভাবিত নহে, এই বিবেচনা করিয়া মাজিষ্ট্রেট এ বিষয়ে তাঁহাকে নির্দ্দোষী করিয়াছেন। ১০ আইন অনুসারে অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে নাজির টাকায় অঙ্কে এক আনা মজুরি পাইতেন তাহা গবর্ণমেন্টের অবিদিত ছিল না। ১৮৬২ অব্দ অবধি তাঁহাকে ইহা লইতে নিষেধ করা হয়, তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন সেই অবধি আর লন নাই। অহিফেনের শূন্য বাক্সগুলি বাবু রামকুমার বসুর নিজের অধীনে থাকিত। তিনি আবকারী বিভাগের তত্ত্বাবধারক। বাক্স বিক্রীত হইলে টাকা নাজিরের হস্ত দিয়া ব্যাঙ্কে যাইত এই মাত্র। এ বিষয়েও নাজির আপন নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। স্ত্রীর নামে বিনামী তালুক ক্রয় করিবার বিষয়ে নাজির উত্তর দিয়াছেন নন্দকুমার নামক এক ব্যক্তি নীলামে তালুক ক্রয় করেন, তৎপরে প্রায় এক বৎসরের পর তাঁহার স্ত্রী নন্দকুমারের নিকটে তাহা মূল্য দিয়া লন। ইহার দলীল দাখিল করা হইয়াছে।

বজচন্দ্র বসু মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অব্যাহতি পান, কিন্তু কমিসনর বকলাণ্ড সাহেব তাঁহাকে অসৎ ও বিশ্বাসের অযোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া পদচ্যুত করেন। তিনি আপীল করাতে রেবিনিউ বোর্ড তাঁহাকে পুনর্ব্বার পদস্থ করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

নাজির যে প্রকারে আত্ম সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন করা হইয়াছে রামকুমার বসু বজ... মূলক বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহার বিরুদ্ধ আ... রণ করিয়াছেন। তিনি ১০ ই নবেম্বরে যে নাম শূন্য আবেদন প্রদর্শন করা... নাজির তাহার যাথার্থ্য বিষ... সন্দেহ করিয়াছেন। ২১ এ নবেম্বর কা... ক্টর ময়মনসিংহে গমন করেন। নাজি... কালেক্টরের অধীনস্থ আমলা, নাজিরে... বিরুদ্ধে আবেদন করিলে কালেক্টরে... নিকটে করিতে হয়। আবেদন কি অ... রামকুমার বাবুর হস্তে গেল? তি... তাহা পাইয়া কি জন্য তৎক্ষণাৎ কালে... ক্টরের হস্তে দিলেন না? তিনি বাটীতে নথি লইয়া যান। হারিস সাহেব নথি তলব করিবার রুবকারী প্রেরণ করিবা... পূর্ব্বে রামকুমার বাবু কাগজগুলি তাঁ... হার নিকটে প্রেরণ করেন। রামকুমা... বাবু একদা কমিসনর বকলাণ্ডের অগ্রে নাজিরের দোষোল্লেখ করেন, ইহাতে বকলাণ্ড সাহেব বলিয়াছিলেন "বিচারের পূর্ব্বে তাঁহার মনে কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া অনুচিত।" বকলাণ্ড সাহেব তখন নাজির ও রামকুমার বাবুর পরস্পর সম্বন্ধ জানিতেন না।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, নাজির আইন অনুসারে দোষী হন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার নামে যে যে বিষয়ের অভিযোগ হয়, সে সমুদায়গুলি অমূলক আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না। সমূলক হইলেও রামকুমারের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে তাহা অমূলক হইয়া উঠিয়াছে এবং লোকের মনও বজচন্দ্রের দিকে পক্ষপাতী হইয়াছে। প্রথম অপরাধির অপরাধ যদি লঘু হয়, আর দ্বিতীয় অপরাধির অপরাধ গুরু হয়, দর্শকেরা প্রথম অপরাধকারী বাস্তবিক দোষী হইলেও তাহার পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন, এটী মানুষের স্বভাব। যাঁহার সহিত রামকুমারের বিবাদ চলিতেছিল, তাঁহার

দমা স... ...ন করিয়া গুরুতর অপ রাধী হইয়াছেন। বকলাণ্ড সাহেব বজ্ঞেকে স্থানান্তরিত করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমাদিগের বিবেচনায় তাহা যুক্তিসহ হইতেছে না। বজ্ঞচন্দ্র যখন নির্দোষ হইলেন, তখন তাঁহার দণ্ড কেন? যদি তাঁহাকে অসৎ বলিয়া বিবেচনা ..., যদি তাঁহাকে অসৎ বলিয়া বিম... স্বভাবের সংস্কার জন্মিয়া থাকে, স্থানান্তরিত করিলেই যে তাঁহার দোষ সংশোধন হইবে, সে সম্ভাবনা অল্প। এরূপ স্থলে ...ক পেন্সন দিয়া একবারে বিদায় দেওয়াই উচিত ছিল।

—০০—

গু... ও নর্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্র।

আমাদিগের দুই জন পত্রপ্রেরক বিবাদমল্ল ... রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক জন গুরুট্রেনিঙবিদ্যালয়ের ছাত্রের, অপর ব্যক্তি নর্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। নর্মাল বিদ্যালয় পক্ষপাতী পত্রপ্রেরক গুরুমহাশয়দিগের দোষকীর্তনে পরাঙ্মুখ হন নাই। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় সংস্কৃতাসংস্কৃত উভয়বিধ গুরুমহাশয়ের প্রতিই সাধারণ্যে এ দোষার্পণ যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। ... প্রামাণিক লোকমুখে শুনিতে পাইয়াছি, যাঁহারা গুরুট্রেনিঙ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহারা অশিক্ষিত গুরুমহাশয়দিগের অপেক্ষা বহু অংশে শ্রেষ্ঠতালাভ করিতেছেন। উভয়ের এরূপ বৈলক্ষণ্য হওয়া ন্যায়সিদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা কর্তব্য, তাঁহার. নর্মালবিদ্যালয়ের ছাত্রের তুল্য অথবা তদপেক্ষা সমধিকগুণশালী ইহা কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যাদৃশ কারণে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় গুরুমহাশয়ের বৈলক্ষণ্য ঘটিতেছে, গুরুট্রেনিঙ ও নর্মালবিদ্যালয়ের ছাত্রের বিষয়েও তাদৃশ কারণের সদ্ভাব আছে।

নর্মালের ছাত্রেরা গুরুট্রেনিঙের ছাত্রদিগের অপেক্ষা অধিককাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। অল্পকাল অধ্যয়নকারী অপেক্ষা দীর্ঘকাল অধ্যয়নকারী সমধিক ব্যুৎপন্ন হইবেন, সে বিষয়ে সংশয় কি? তবে যদি কেহ কোন গুরুট্রেনিঙ বিদ্যালয় ও কোন নর্মালবিদ্যালয়কে উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া এরূপ প্রমাণ করিয়া দেন যে গুরুট্রেনিঙের ছাত্রেরা নর্মালের ছাত্রদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে স্থলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, নর্মালবিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধারকগণ স্বকর্তব্য সাধনে যথোচিত যত্নবান্ নহেন।

একণে নর্মালছাত্রপক্ষপাতী পত্রপ্রেরকের লিখিত একটী বিষয়ের বিশেষ রূপে বিবেচনা করা আবশ্যক। তিনি তালপত্রাদিতে লিখনাদিরূপ পূর্ব্ব প্রণালীর যে দোষ কীর্তন করিয়াছেন, তাহা অযথার্থ নহে। উহার অবয়বে এরূপ সাংঘাতিক দোষ সমূহ অনুস্যূত রহিয়াছে যে তাহা প্রণালীর উন্মূলন ব্যতিরেকে সংশোধিত হইবার নহে। এদেশের লোকেরা ভাল বাসেন বলিয়া যাঁহারা এ প্রণালীর প্রতি পক্ষপাত করেন, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এদেশীয়দিগের স্বভাব এই, যে বিষয় এক বার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল চলিয়া আইসে, ইহাঁরা তাহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, তাহার কি গুণ দোষ আছে, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া এক বারও তাহা দর্শন করেন না। কিন্তু যাঁহাদিগের বিবেচনার উপরে এদেশের শুভাশুভ নির্ভর করে, তাঁহাদিগের গড্ডালিকা প্রবাহ অবলম্বন বিধেয় হইতেছে না। এদেশের যাবতীয় ভাবী উন্নতি শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষের একান্ত পরায়ত্ত, এ কথা সর্ব্বদা তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে রাখা উচিত। এখন এদেশীয়দিগের সকল বিষয়ের পরিবর্ত হইতেছে,

তখন কেবল এক গুরুমহাশয়দিগের পাঠনা প্রণালীর অপরিবর্তন বিষয়ে এত আগ্রহ কেন? এদেশীয়েরা কি কখন বিলাতী মিউনিসিপাল টাক্স ও ইনকম টাক্স প্রভৃতিতে অভ্যস্ত ছিলেন?

আমাদিগের বিবেচনায় নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাজ করিলে দেশের সমধিক সৌভাগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে। প্রথম, গুরুট্রেনিঙ বিদ্যালয়গুলি উঠাইয়া দিয়া উহাতে যে ব্যয় হইতেছে, সেই টাকা নর্মাল বিদ্যালয়ে দেওয়া হউক। তাহা হইলে তাহার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইবে। এক্ষণকার অপেক্ষা পড়া শুনার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হইতে পারিবে। নর্মাল ছাত্রদিগের অধ্যয়নকালেরও সীমা বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে নানা বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সুন্দর শিক্ষালাভ হইবে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়, গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে অর্দ্ধ সাহায্য লইয়া ও গবর্ণমেণ্ট দিকে অর্দ্ধ সাহায্য দিয়া মডেল স্কুলের রীতি অনুসারে গ্রামে গ্রামে এক এক পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করুন। আমরা মফস্বলবাসিদিগের মনের ভাব যত অবগত আছি, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বলিতে পারি, গ্রামবাসিরা যদি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় পান, কখন জঘন্য গুরু পাঠশালার নিমিত্ত অনুরাগ বা অনুরোধ করিবেন না। ভাল পাইলে কে মন্দ চায়? গুরুপাঠশালা ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় নয় যে লোকে ইহার বিপ্রতিপন্ন হইবে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কিছু অধিক ব্যয় হইবে, আমরা স্বীকার করি, কিন্তু কাজ অধিক হইবে। এক্ষণে শিক্ষা সম্বন্ধে দশ লক্ষ টাকা অধিক দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্য হইতে এ বিষয়ে কিছু দিলে এবং গুরুট্রেনিঙ সংক্রান্ত ডিপুটি ইনস্পেক্টরের পদ উঠাইয়া দিলে অর্থের বড় অসঙ্গতি হইবে না।

দুর্ভিক্ষ কমিটির সাহায্য প্রার্থনা।

আমরা কলিকাতা দুর্ভিক্ষ কমিটির
...সরকুলার দেখিয়া বিশেষ পরি-
...তোষ লাভ করিলাম। তাঁহারা উড়িষ্যার
...দুর্ভিক্ষ পীড়িতের নিমিত্ত সাধারণের
...নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা
...দিকে ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা আছে।
...দেশের ধনবানেরা দানশক্তিশূন্য নহেন।
...ন্তু ইঁহারা উত্তেজিত ও অনুরুদ্ধ না
...ইলে প্রায় সেই শক্তির পরিচয়দানে
...মর্থ হন না। আমরাও কমিটী ও দুর্ভিক্ষ-
...পীড়িতদিগের প্রতিনিধি হইয়া স্বদে-
...শীয় ধনবানদিগকে অনুরোধ করিতেছি,
...াহারা এ সময়ে মুক্তহস্ত হইয়া ভারত-
...র্ষের চিরপরিচিত দাতৃনাম সমুজ্জ্বল
...রিয়া তুলেন। রায় ধনপতি সিংহ
...াহাদুর স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ জমীদা-
...তে একসহস্র অর্থ সংগ্রহ করিয়া কমি-
...র নিকটে প্রেরণ করেন। তাহাতেই
...মিটী প্রোৎসাহিত হইয়াছেন। অতএব
...মিটি এ বিষয়ে যদি কৃতকার্য্য হন, রায়
...নপতি সিংহ বাহাদুর ইহার মূল বলিয়া
...ধিক পুণ্য ও যশোভাগী হইবেন
...ন্দেহ নাই। এস্থলে গবর্ণমেণ্টের নিকটে
...মাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য উপস্থিত
...ইতেছে। আমরা দেখিতেছি, দুর্ভিক্ষের
...রম্ভ অবধি কলিকাতার বাবু রাজেন্দ্র
...লিক ও আজীমগঞ্জের বাবু ধনপতি
...হ এ বিষয়ে অকাতরে সাহায্যদান
...রিতেছেন। কলিকাতা টাউনহালে
...ব্রুয়ারি মাসে যে সভা হয়, তাহাতেও
...জেন্দ্র মল্লিক পাঁচ হাজার টাকা দিয়া
...। ধনপতি সিংহও স্বতঃপরতঃ নানা
...চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু ইঁহাদি-
...কে যে উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা
...ইয়াছে, তাহা ইঁহাদিগের অনুরূপ হয়
...। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম, এবা-
...কহিতেছি, অনেক রাজকর্মচারীও
...বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন। অত-
এব আমাদিগের অনুরোধ এই, এ দীন উপাধি রহিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর ও রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুরকে রাজাবাহাদুর উপাধি দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। তাহা হইলেই আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যেমন গুণের উৎসাহদাতা ও ইঁহারা যেমন দাতা, তাহার অনুরূপ হয়।

উপসংহারকালে আমাদিগের দেশীয় তিনটী ব্যক্তিকে বিশেষরূপে কিছু বলা আবশ্যক হইল। যদর্থ এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে, মুরশিদাবাদেই তাহার সূত্রপাত হইয়াছে। অতএব রাণী স্বর্ণময়ী ও বাবু মহীপৎ সিংহের এ বিষয়ে বিশেষরূপে হস্তাবলম্বন করিয়া ঐ নগরের মুখ সমধিক সমুজ্জ্বল করিয়া তুলা উচিত। তাঁহারা অগ্রসর হইলে অনেকেই তাঁহাদিগের অনুসরণ করিবেন সন্দেহ নাই। কলিকাতার বাবু শ্যামাচরণ মল্লিক এ সময়ে কোথায় গেলেন? তাঁহার নাম যে ক্রমে নিবিয়া গেল। "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ" মৃত্যু কর্ত্তৃক কেশে গৃহীতের ন্যায় ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে। মৃত্যুকালে কেবল এক ধর্ম্মই সহচর হইবে, বক বাড়ী বক জুড়ি প্রভৃতি সমুদায়ই পড়িয়া থাকিবে, এ কথাটি শ্যাম বাবুর সদৃশ ব্যক্তিরা যেন মধ্যে মধ্যে স্মরণ করেন।

উল্লিখিত কমিটীর ধন রক্ষক কমিটীর আজ্ঞানুসারে যে সরকুলার প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই:—

" মহাশয়!

উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও অনাথাশ্রয় ফণ্ডের কার্য্যসম্পাদক কমিটী ইহার সহযুক্ত ১২ ই ফেব্রুয়ারির টাউনহালের প্রকাশ্য সভার মুদ্রিত কার্য্য বিবরণের একখণ্ড আপনার নিকটে উপস্থিত করিতে আদেশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধি ও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল ঐ সময়ে সভাপতির আস... গ্রহণ করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ... পীড়িতদিগের নিমিত্ত সাধারণের ব... ও সমদুঃখসুখতার উপরে নির্ভর করি... তিনি এই আশা করিয়াছেন যে রাজক... সরদারগণ ও জমীদার ও বাণিজ্য... স্বদেশীয়দিগের এই দুঃসময়ে সাহায্য... সার্থে অগ্রসর হইবেন এবং তাঁহার বিশ্বা... এই, ভারতবর্ষীয়দিগের দাতা বলিয়া যে চিরসুখ্যাতি আছে, যে সকল ব্যক্তি... অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের নিমিত্ত একান্ত কষ্ট পাইতেছে, মুক্তহস্তে তাহাদিগকে দান করিয়া সেই খ্যাতি রক্ষা করিবেন।

এই বিষয় আপনার গোচর করিয়া কমিটি এই আশা করিতেছেন, আপনি যত পারেন, টাকা সংগ্রহ করিয়া কমিটির সাহায্য করিবেন এবং কমিটি এই অবসরে আপনাকে এই অনুরোধ করিতেছেন, রায় ধনপৎ সিংহ বাহাদুর কমিটির অধ্যক্ষকে যে পত্র লিখিয়াছেন ও অধ্যক্ষ তাঁহাকে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন, আপনি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

কমিটী নিশ্চয় বোধ করিতেছেন, আপনি উদারভাবে এই প্রার্থনার পরিপূরণে পরাঙ্মুখ হইবেন না, এবং আপনি সাধ্যানুসারে যা কিছু সাহায্য করিবেন, তাঁহারা আহ্লাদ সহকারে তাহা গ্রহণ করিবেন।"

—:০:—

নূতন পুস্তক।

১। সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ইহার কঠিন কঠিন পদ ও বাক্যগুলির টীকা করিয়া দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।

২। বাদিবিবাদভঞ্জন। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকু-

রের অনুমতি অনুসারে ইহার সংকলন করিয়াছেন। মন্বাদি শাস্ত্রে ব্যবহার দর্শনের (মকদ্দমা করিবার) যে বিধি আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া ইহা সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে মূল সংস্কৃত বচন ও তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য এই অনুবাদ করিয়াছেন।

৩। কাশীখণ্ডের বাঙ্গলা অনুবাদ। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুবাদ করিয়াছেন।

ঢাকাস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন।

১। কতিপয় দিবস অতীত হইল, অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাতে এখানকার অনেক বিজ্ঞ মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন। সভা আরম্ভ হইলে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সেন মহাশয় সমাজের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। তৎপরে অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত কয়েকটী হিতকর বিষয়ের প্রসঙ্গ হইলে তৎসংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত করা হয় এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে এখানকার ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও পাগ্‌লা ফাটকের নেটিব ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন মহাশয় দ্বয় উপাসনা সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহের (উপাচার্য্যের) ভার প্রাপ্ত হয়েন, আর ঢাকা কালেজের অন্যতর শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার সেন উভয়েরা ওয় সম্পাদকের পদে ও ঢাকা ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু অনাথ বন্ধু মৌলিক মহাশয় সহকারী সম্পাদকের পদে মনোনীত হয়েন। অনন্তর কয়েকটী সারগর্ভপূর্ণ সদুপদেশ প্রদান করা হইলে সভা ভঙ্গ হয়।

২। গত ৮ ই চৈত্র বুধবারে সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে প্রেম বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা স্থলে স্ত্রী পুরুষ ৫০। তিন শত লোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতাটী সকলেরই অত্যন্ত মনোরঞ্জক হইয়াছে।

৩। আমরা গতবারে অসাবধানতঃ লিখিয়াছিলাম, অত্রত্য জেলখানায় কয়েক জন কয়েদী একবারে হইয়া এক জন বরকন্দাজকে খুন করিয়াছে। বাস্তবিক তাহাদের বিদ্রোহিতা দ্বারা বরকন্দাজ বধ হয় নাই। এক জন কয়েদীই প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

৪। ঢাকা কালেজের ছাত্রগণ বাইবলের কঠিন কঠিন স্থানগুলি বুঝিবার জন্য প্রার্থনা করাতে তথাকার হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত লিবিংষ্টোন সাহেব উহাতে সম্মত হয়েন, এবং বলেন যে আমি যাহা বলিব তাহাতে কেহ তর্ক উপস্থিত করিতে পারিবে না। তদনুসারে তিনি প্রতিদিন ছুটির পর চর্চ্চে যাইয়া পাঁচটা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে বাইবল বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

৫। এখানে চুরির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কয়েক দিন হইল, বাবুর বাজারের অন্তর্গত পুরাতন হাঁস্পাতালের গলির এক জন ধনাঢ্য মুসলমানের গৃহ হইতে পাঁচশত সাড়ে ছাপান্ন টাকা অপহৃত হইয়াছে।

৬। বাঙ্গলা স্কুলের যে সকল ছাত্র বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকাকালেজে ইংরাজী অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তাহাদের প্রায় অধিকাংশই দরিদ্র সন্তান। তাহাদের প্রায় অনেকেই প্রাপ্ত বৃত্তি দ্বারা বাসা খরচ প্রভৃতি নির্ব্বাহ করিয়া অতি কষ্টে কালযাপন করিতেছে। কিন্তু ছাত্রগণ প্রায় প্রত্যেক মাসের বৃত্তিই অসময়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন সময় বা ৩। ৪ মাস পরেও পায়। তাহাতে তাহাদিগকে সময়ে সময়ে অতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। নিয়মিত সময়ে ঐ বৃত্তি দিবার কি ব্যবস্থা করা যায় না?

৭। অত্রত্য ওভরসিয়র মহাশয় সরকারী কার্য্যে আলস্য ও অনেক টাকা বৃথা ব্যয় করা অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন।

৮। সে দিন অগ্নি লাগিয়া ইসলামপুরের অনেক গৃহ ও দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। আমাদের কমিসনর ও আইট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং পুলিস ইনস্পেক্টর ও ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আর অন্যান্য কতিপয় ইংরাজ আর্ম্মাণি ও দেশীয় ভদ্র লোক অগ্নি নির্ব্বাণার্থ অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন।

৯। এক্ষণে দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হইবার কারণ দেখা যাইতেছে। জমীদার ও তালুকদারেরা প্রজাদিগের প্রতি ভূমির কর বৃদ্ধি করাতে তাহারা অধিক মূল্যে শস্যাদি বিক্রয় করিতেছে।

১০। গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয়দিগকে অনেক বিষয়ে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিতেছেন। এক বিষয়ে তাঁহার অনুৎসাহ দৃষ্ট হওয়াতে দুঃখিত হইতেছি। নি... আছে বঙ্গ বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র সমষ্টি... তিন ভাগের এক ভাগ নম্বর প্রাপ্ত হইবে, তা... রাই বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই... পারিবে। কিন্তু ঐ বিভাগের অনেক ছাত্র উ... রূপ নম্বর প্রাপ্ত হইতেছে। অনেকে অধিক... উপরও নম্বর পাইতেছে। কিন্তু নিয়মিত বৃ... প্রাপ্ত ছাত্র ভিন্ন আর কেহই সার্টিফিকেট প্রা... হয় না। অতএব অবশিষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদি... গকে এক একখান সার্টিফিকেট প্রদানের নি... প্রবর্ত্তিত করা হইলে তদ্দ্বারা অনেক উপকা... প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

তমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন...

পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ওভরসি... ও আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়র উভয়ের বিবাদ উপ... হইয়া অত্রত্য কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত হই... বিচারে আসিষ্টাণ্ট সাহেবের ৫০ টাকা অর্থ... হইয়াছে। সেই অভিযোগের বিচারকালে... ওভরশিয়ার শ্রীযুক্ত মনীরাম মুন্সী (ইনি... জন সম্ভ্রান্ত হিন্দুস্থানী) যথার্থ সাক্ষ্য প্রা... করাতে সাহেব মহোদয় তদবধি তাঁহার উ... খড়্গহস্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সামান্য... দোষে দোষ করিয়া একখানি রিপোর্ট এক্‌জি... কিউটিব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিকট প্রেরণ করি... মনিরাম বাবুকে সস্পেণ্ড করিয়াছেন।

২। এখানে একটী মাত্র রাজপথ। তা... সংস্কারার্থ ইষ্টক প্রভৃতি প্রায় ৪ বৎসর হ... প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কার্য্য... রম্ভ হইল না। আর কিছু দিন গেলে সেই স... দ্রব্যের অস্তিত্বের যে চিহ্ন মাত্র থাকিবে এ... বোধ হয় না। এক্ষণেই তাহার বহুলাংশ ভূগ... নিহিত হইয়া গিয়াছে। এই পথ তমোলুক হ... মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যদ্যপি ইহা সং... স্কৃত থাকিত তবে কি গত বর্ষে দুর্ভিক্ষকালে গব... মেণ্ট স্থলপথে তণ্ডুল রপ্তানির অসুবিধা জন্য... জলপথের মহান্ অনিষ্ট সহ্য করিতে হয়... হতভাগ্য উড়িষ্যাবাসী প্রজাগণকে দারুণ অ... হারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়? আমা... প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট কবে এই সকল বি... বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৎসংশোধনে যত্ন... হইবেন বলা যায় না।

৩। ১৩ ই মার্চ্চ পাঁচপলা কাশীযোড়ার ... গ্রামস্থ শীতলচন্দ্র গায়েন নামক এক জন ... দৈবক্রমে তাঁহার বাটীতে অগ্নি লাগিয়া অনেক ক্ষতি ...

বহুবাজারের দীঘীর নিকটবর্ত্তি স্থান ...দের লোকেরা উক্ত পুষ্করিণী না বন্ধ হয় এ ...য় গবর্ণর জেনরলের নিকটে আবেদন করি-য়াছেন। তাঁহারা বলেন, এস্থানে তাঁহারা প্রত্যহ ...নু সেবন করেন ঐ প ... জল প্রায় ...০০ লোক পান করেন। পুষ্করিণী বন্ধ ...রিলে অতিশয় অনিষ্ট হইবে। আমরা আবেদন ...রিদিগের প্রার্থনায় অনুমোদন করিতে পারি-লাম না। কর্ত্তৃপক্ষগণ পুষ্করিণীটি আচ্ছাদিত ...রিয়া তন্মধ্যে পয়নালা দিয়া বিশুদ্ধ জল ...নয়ন করিবেন। এক স্থল জল লইবার জন্য ...আচ্ছাদিত থাকিবে। আপাততঃ পুষ্করিণীর ...ড়ে কেবল ভ্রমণ করা যায়, কিন্তু আচ্ছাদিত ...লে ভ্রমণের স্থান আরও অধিক হইবে। কিছু ...ন কষ্ট হইবে সত্য, কিন্তু যখন সাধারণ উপ-...র লইয়া কথা তখন নূতন স্থান ক্রয় করিবার ...য় ৩। ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা যায় না, এবং ...রা হইলেও পয়ঃপ্রণালীর বিলম্ব পড়ে।

...মাসি সাহেবের লাইসেন্স করের প্রতিবাদ ...রিবার জন্য টৌনহালে এক সভা হইতেছে। ...মরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় ... উভয়ে বহুসংখ্যক হইয়া সভায় গমন ...রিবেন।

...ইংলিসম্যানের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, ...ত শনিবার এক ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় সভায় ...রা অনুরোধ করিয়াছিলেন সর সিসিল বীড-...কে একখানি অভিনন্দন দিবার জন্য তিনি চেষ্টা ...রিতেছেন। অতএব সভার এ বিষয়ে যাহায় ... উচিত। তাঁহাকে বলা হইয়াছে সভা তাহা ...দিতে পারেন না।

...প্যারিসের প্রেমারা খেলায় অনেকে সর্ব্বস্বান্ত ...। সম্প্রতি সাবিলবো নামক এক জন যুবক ...ক এক রাত্রিতে ৩,২০,০০০ টাকা হারিয়া-...ন। এক জন ফরাসী আমীর এক রাত্রিতে ...,০০০ টাকা হারিয়া আপনার পুস্তকালয়, ...দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে বাধিত হইয়াছেন। ...পি দ্যূত ক্রীড়ার কি আকর্ষণ, যাহারা ইহা ...নে তাহারা লোভ ত্যাগ করিতে পারে না।

...বঙ্গদেশের জেল ইনস্পেক্টর জেনরল ডাক্তর ...এট প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

...সম্প্রতি মান্দ্রাজের এক জন চিকিৎসক করে... কেউটিয়া সর্প দ্বারা কয়েকটী কুক্কুর ও মুর-...কে দংশন করান। প্রথমে কামড়াইবা মাত্র ...গুলি দ্রুত প্রাণত্যাগ করে। বারম্বার দংশন ...ইলে সর্পের বিষ যায়। সর্পগণ পরস্পরকে ...দংশন করিলে কোন অনিষ্ট হয় না। পরীক্ষক ...ন্যাতর, নীল ও ইসের মূল ব্যবহার করেন, কিন্তু কিছুতেই বিষের সাংঘাতিক ফল নিবারিত করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি বলেন, রক্তের সহিত বিষ না মিশ্রিত হইলে মৃত্যু হয় না। যে সকল স্থানে ইহা হয় না, তথায় ঔষধ দেওয়া হয়, সে আরোগ্য, ঔষধের গুণের পরীক্ষা নহে। সর্প দংশনের প্রকৃত ঔষধ নাই।

হিন্দু পেট্রিয়ট জনরবে শ্রবণ করিয়াছেন ই, বি, কাউএল সাহেব কালেজের অধ্যক্ষ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিতেছেন। কাউএল সাহেবের এ দেশত্যাগ আমরা সাধারণ দুর্ভাগ্য বলিয়া জানিতাম।

সর উইলিয়ম মুইরের উপযুক্ততা লইয়া ইংলিসম্যান ও পিয়নিয়রের মধ্যে বিবাদ হইতেছে। পিয়নিয়র সর উইলিয়ম মুইরের কোন দোষ দেখেন না, ইংলিসম্যান বলেন, রেবিনিউ বোর্ডের সভ্য থাকিবার সময়ে মুইর সাহেব যাবতীয় কার্য্যভার এক জন সহকারীর উপরে দিতেন। কাজ সহকারী করিতেন নাম তাঁহার নিজের হইত। বিদ্রোহের সময়ে যখন আগরায় অন্য অন্য লোকে কোন দ্রব্য দুর্গ মধ্যে আনিতে পারেন নাই, মুইর সাহেব আপনার প্রায় সমুদায় দ্রব্য আনিয়াছিলেন। বিদ্রোহীদিগের সংবাদ রাখা তাঁহার কাজ ছিল, কিন্তু তিনি তাহা এত মন্দরূপে করেন যে বিদ্রোহিয়ার ব্রোটবেড হঠাৎ আক্রান্ত হন। রেবিনিউ কার্য্যে সর উইলিয়ম মুইরের গুণ অস্বীকার করা অন্যায়। বিদ্রোহ উপলক্ষে তাঁহার কাজ সকল প্রশংসনীয় নহে, তাঁহার নিজের রিপোর্ট হইতে প্রকাশিত হইবে।

বেথুন সোসাইটির গত অধিবেশন দিবসে সভ্যদিগের অনুরোধে বাবু কুমার স্বামী মুদলিয়র আপন ভ্রমণ বৃত্তান্তের বিষয়ে এক উপদেশ দেন। আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, বাবু লালবিহারী দে তাঁহাকে অন্যায় বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করিয়াছেন। এমত জনশ্রুতি কুমার স্বামী বলিয়াছেন যদি বেথুন সোসাইটি কলিকাতার সমাজের আদর্শ হন তাহা হইলে বঙ্গদেশীয় উন্নতি কেবল সংবাদপত্র মাত্রে আছে। এক জনের দোষে সভার এই অপবাদ হইতেছে। রসিকতা ও বিদ্রূপের অনেক প্রভেদ আছে। রসিকতায় আমোদ হয়, বিদ্রূপে মনে কষ্ট প্রদান করে। কেবল লোককে হাসাইতে পারিলে যদি রসিকতা হইত তাহা হইলে যাবতীয় মাতাল ও গুলিখোর রসিক হইত। স্থান ... বিশেষে বিদ্রূপও ভাল লাগে, কিন্তু যাঁহারা বিদ্রূপ গুণের প্রধান পরিচয় জ্ঞান করেন, তাঁহারা সাধারণের নিকটে মস্তিষ্ক শূন্য ফাঁক বলিয়া পরি-গণিত হইলে যেন আক্ষেপ না করেন।

১৩ ই চৈত্র মঙ্গলবার।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে উৎকলে ৪০,০০০ ম... চাউল নানাস্থান হইতে রপ্তানি হইয়াছে। ... পুরে রাজস্ব ত্যাগ করাতে কৃষকদিগের এ... স্বচ্ছন্দতা হইয়াছে যে টাকায় ॥৪ সের চাউল বিক্রীত হইতেছে। যে সকল স্থানে জলপ্লাবন হয় সেইখানেই কষ্ট রহিয়াছে।

পঞ্জাবের জমীদার প্রতাপ সিংহ ডেপুটী কমি... সনর লিউসের নামে বলপূর্ব্বক চাঁদা আদায়ের... যে নালীশ করিয়াছিলেন, প্রধানতম বিচারাল... আপীলে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

জব্বলপুর কমার্শিয়াল অ্যাডবর্টাইজার বলেন, বোম্বাই রেলওয়ের নানা আড্ডায় বিস্তর তুলা জমা হইয়া রহিয়াছে। সম্প্রতি ভূসাবলে ৫০... বস্তা তুলা দগ্ধ হইয়াছে। কোন দুশ্চেষ্টিত ব্যক্তি... দ্বারা এ কাজ হইয়াছে সন্দেহ হওয়াতে অনুস...ধান হইতেছে। বোম্বাই রেলওয়েতে যত অ... হয় এমত আর কুত্রাপি হয় না।

বাঙ্গালোর হেরাল্ড বলেন, সম্প্রতি অত্র... এক ব্যক্তি বিচার সংক্রান্ত কমিসনরকে ৬০০... টাকা উৎকোচ দিতে চাহিয়া প্রার্থনা করে, ক...মনর তাহার একটী মকদ্দমায় তদীয় অনুকূ... নিষ্পত্তি করেন। এ ব্যক্তিকে ফৌজদারীতে স...র্পণ করা হইয়াছে।

উক্ত পত্র বলেন, সম্প্রতি এক জন সরকা... ১,৫০০ টাকা লইয়া ২৩ গণিত গোলন্দাজদলে... সৈনিকদিগের বেতন বণ্টন করিতে যাইতেছিলে... এমত সময়ে কয়েক জন ইউরোপীয় ঐ টাকা লুঠ করিয়াছে। ইহা সৈনিকদিগের কাজ।

কৃষ্ণা নদীর নিকটে কয়েকটি কয়লার খনি প্রকাশিত হইয়াছে। এ সকল স্থানে রেলওয়ে হইলে ভারতবর্ষের কয়লা রপ্তানী হইতে পারিবে।

সংবাদ আসিয়াছে। আমীর সিয়া... আলী খাঁ সৈন্য সংগ্রহার্থ বিস্তর চেষ্টা পাইতেছেন। তিনি সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশা অদ্যাপিও ত্যাগ করেন নাই, এবং হিরাটের লোকেরা তাঁহার পক্ষে আছে। আব্দুল রহমন খাঁ কান্দাহারের শাসনকর্তা হইয়াছেন। কাবুলে আফজুল খাঁ এত অত্যাচার করিতেছেন, যে লোকে নগর ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন।

ইংলিসম্যান সংবাদ পাইয়াছেন সেইকশে... রুশীয় সেনাপতি অবগত করেন, যে ব্রিটিশ গবর্ণ...মেন্ট বোখারার বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না,

তাৎকলাৎ তিনি রাজাকে যাবতীয় ক্ষমতা ও সম্মান হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে এক জন প্রধান রুশীয় কর্ম্মচারির মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। রুশীয়া বোখারার বাহিরে আপাততঃ অগ্রসর হইতেছেন না, কিন্তু সংবাদের পূর্ব্বযুক্ত দর্শনাথ এক দল সৈন্য সীমায় থাকিবে। কিরাট না লইলে গবর্ণমেণ্ট পা নাড়িতেছেন না।

উক্ত পত্র বলেন, কসাইয়ার সর্দ্দারদিগের সহিত গবর্ণমেণ্টের কি সম্বন্ধ থাকিবে তাহা বিবেচনা করা হইতেছে। খাইঙের সর্দ্দারের রাজা উপাধি রহিত করিয়া তাঁহাকে " সিম " উপাধি মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে সর্দ্দারগণ যথাবিধি কাজ করিবেন কি না ?

উক্ত পত্র ভুটান হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, টঙ্গুপেনলো পুনাখা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। পাঁচ ছয় জন সর্দ্দার তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সাহায্যকারী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। দেবরাজ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্য না পাইয়া তিব্বতের সাহায্য চাহিয়াছেন।

ডিরেক্টরের অনুরোধানুসারে গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের কয়েকটী সিনিয়র ছাত্র বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রতি মাসে আর ৫৭৪ টাকা এ জন্য দেওয়া হইবে।

হিন্দু স্কুলের অনেকগুলি ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়াতে প্রধান শিক্ষক বাবু মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৫০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর অন্যতর শিক্ষক বাবু ভোলানাথ পাল ছাত্রদিগের জন্য অল্প পরিশ্রম করেন নাই।

আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট বাবু প্যারীচরণ সরকারকে পঞ্চম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন। এটী যোগ্যতা ও সাধুতার যথার্থ পুরস্কার হইয়াছে।

ওয়াটগঞ্জে তিন জন ইউরোপীয় নাবিক এক জন এতদ্দেশীয় বণিকের বাটীতে চুরি করিয়া ধৃত হইয়াছে। আলিপুরের মাজিষ্ট্রেট ইহাদিগের বিচার করিবেন।

১৪ ই চৈত্র বুধবার।

রুষিয়া অবধি টিহারণ পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফ হইয়াছে। শীঘ্র বুসারার পর্য্যন্ত হইবে। আমাদিগের টেলিগ্রাফের তার সর্ব্বদা ছিন্ন হয়, রুশীয় তার অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে রক্ষিত হওয়াতে ঐ টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণে তাদৃশ রাহাজানির আশঙ্কা নাই।

আস্ত্রেকান খোকেন্দ প্রভৃতি স্থানে পীরজাদা করিবার জন্য রুশীয় সম্রাট আপন রাজ্যের যাবতীয় স্থানে চাঁদা করিবার আজ্ঞা দিয়াছেন। রুশীয় গবর্ণমেণ্ট মধ্য আসিয়াস্থিত প্রজাদিগকে খৃষ্টীয়ান করিবার যথোচিত চেষ্টা পাইতেছেন। মুসলমান ও রুশীয়দিগের মধ্যে প্রভেদ এই রুশীয় প্রণালী স্থায়ী ও ব্যক্তিবিশেষের জীবনের উপরে নির্ভর করে না। অত্যাচার প্রায় সমান। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রুশীয় গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা স্বদেশীয়দিগকে দর্শন করিতে বলিতেছি।

সোমবার রাত্রিতে বড়বাজারে এক জন ধনী বণিকের যোড়শবর্ষীয় পুত্র বিষ পান করে। মেডিকেল কালেজের চিকিৎসালয়ে লইয়া যাইলে ডাক্তার ইওয়াট মাকেঞ্জি ও যাবতীয় চিকিৎসক তাহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা পান, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। হতভাগ্য শিশু এত কাটবিষ খাইয়াছিল যে তাহাতে ২০ জনের মৃত্যু হয়। মৃত দেহ বরণাপরের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রায় এ সকল ঘটনা হইয়া থাকে। অতএব পুলিষ যেন ইহার মূল অনুসন্ধান করেন। আর বাজারে বিষ বিক্রয়ের বিষয়ে আইন কবে হইবে ?

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি ভারতবর্ষীয় সভা মাকনীল সাহেবের প্রস্তাবিত পল্লীগ্রামের চৌকীদারি প্রণালীর বিষয়ে যে পত্র গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন তাহার একখণ্ড নকল পাইয়াছি। অবসর ক্রমে আমরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিব।

মিস কার্পেণ্টর বোম্বাইবাসীদিগের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরদান উপলক্ষে বলিয়াছেন যদিও অনেক খৃষ্টীয়ানের সহিত তাঁহার মতভেদ আছে তথাপি তিনি খৃষ্টীয়ান। মিসনরিগণ এদেশে অনেক কাজ করিতেছেন। ইংলণ্ডীয় লোকেরা ভারতবর্ষের বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। পরিশেষে বলা হইয়াছে " কলিকাতা ভারতবর্ষের আদর্শ নহে, ইহা বঙ্গদেশেরও আদর্শ নয়। দশ বৎসর—দশ বৎসর কেন ?—পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখানে ক্রমে উন্নতি হইতেছে, এই উন্নতি বোম্বাইয়েও দৃষ্ট হইতেছে। মিস কার্পেণ্টর এদেশের সাধারণ মতের আকর চিনিতে পারেন নাই। যেমত পারিস ফ্রান্সের মুখপাত্র, কলিকাতা তাদৃশ ভারতবর্ষের মর্ম্ম প্রকাশ করে। এ অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া সর্ব্বত্র সাধারণ মত প্রবল হয় এটী প্রার্থনীয়। লণ্ডন যেমত ইংলণ্ড নহে, কলিকাতাও তাদৃশ হইবে। কিন্তু ইংলণ্ডের মফস্বলের ন্যায় এখানে উন্নতি না হইলে এ অবস্থা দর্শন করা যাইবে না।

আগামী সেপ্টেম্বর মাস অবধি আমেরিকা মহাসভা তুলার কর উঠাইয়া দিবেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের তুলার কম লাভ হইবে। তুলার এত চাষ কি বন্ধ হইবে ? না বণিকগণ এখনও বুদ্ধিমান হইয়া বস্ত্রের কল করিবেন ... ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের ... খামাধরা, ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট মাঞ্চেষ্টরকে ... করেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এদেশে বস্ত্রের ক... করিয়া উৎসাহ দিতে পারেন না।

কাবুল হইতে সংবাদ আসিয়াছে আফ... খাঁ ফইজ মহম্মদ খাঁর সহিত সন্ধি করিবার চে... পাইয়াছেন। ফইজ মহম্মদ সম্প্রতি কাবুল হই... ১৮ ক্রোশ দূর চারিয়ার গ্রামে আফজল খ... সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। তিনি ক্র... কাবুলের দিকে আসিতেছেন। সিয়ার আলী ... ফইজ মহম্মদের সহিত একত্রিত হইবার চে... পাইতেছেন। ফইজ মহম্মদের মাতাকে আফ... খাঁ তাঁহার নিকটে প্রেরণ করিয়া প্রস্তাব করে... তাঁহাকে বাকের চিরস্থায়ী শাসনকর্ত্তা ... হইবে। কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই ... এখনও সিয়ার আলী খাঁর সিংহাসন লাভে... সম্ভাবনা আছে।

মফস্বলাইট বলেন, দিল্লী অবধি গাজিয়াবা... পর্য্যন্ত রেলওয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছে। সম্প্রতি ... খানি কল ঐ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। অবচিকিৎ... দিরাট ও মুরুদ্বি পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকট চলিবে...

আমরা অবগত হইলাম, সর সিসিল বী... বারাসত ও যশোহরে শাখা রেলওয়ে শীঘ্র ... বার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই শাখাটী হই... বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান ও উর্ব্বর চাক্লিটি ... বাণিজ্য পূর্ব্ব বাঙ্গলা রেলওয়ে কোম্পানির ... চটিয়া হইবে। দারজিলিঙের শাখা এক... ফেলিয়া রাখিয়া এই শাখা করিলে কাজ হই...

আমরা অবগত হইয়া বলিতেছি লাড কে... যত শীঘ্র ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল হইবে... এ সংবাদ মিথ্যা। সর জন লরেন্স সম্পূর্ণ পা... বৎসর এদেশে থাকিবেন।

১৫ ই চৈত্র বৃহস্পতিবার।

১৮৬৯ অব্দে আসিয়াটিক সোসাইটীর ১... জন সভ্য ছিলেন, গত বৎসর ৩৭৩ এবং ... মান বর্ষে ৩৯১ জন হইয়াছেন। সভার গত ... বে এর হিসাবে আকাও. কতক অবধে মনোনী... করা হইয়াছে। গত বৎসর সভার ১৪,৯১... টাকা আয় ও ৬,২৭২ টাকা ব্যয় হয়। ...

খানি উত্তম এক প্রকাশ করিতেছেন। আব-
হাকিম ফুর্ত্ত শাজিহানের ইতিহাস, দ্বিতীয়
ইন আকবরি। উভয় গ্রন্থই উত্তম এবং সুক-
ক সাহেব মুদ্রাঙ্কনের ভার লইয়াছেন। গবর্ণ
ট এ বিষয়ে ৫০০০ টাকা সাহায্য দিতেছেন।
তয় পুস্তক বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে অনুবাদ
া কর্ত্তব্য। ব্যবহারাজীবদিগের পক্ষে আক-
রর আইন সংগ্রহ বিশেষ উপকারী হইবে।

উৎকলের বিচারপ্রণালীর উৎকর্ষের জন্য
রতটী উপবিভাগ করা হইয়াছে। ঢাকায় এই
কাব হইতেছে।

মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সৈনিক সেক্রেটারি
জব জেনরল মার্শাল দীর্ঘকাল উত্তমরূপে
খারণ কার্য্য করাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ পেন্সন
ওয়া হইয়াছে।

গঞ্জাম প্রভৃতি স্থান হইতে এত চাউল আম-
নী হইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের চাউল অপেক্ষা
আর সস্তা দাঁড়াইয়াছে। কর্ম্ম প্রায় সকলেই
হইতেছে। কমিসনর মলোনি প্রস্তাব করিয়া-
ন, ১৫ দিন অন্তর প্রত্যেক দরিদ্রকে চাউল
ওয়া উচিত। এ জন্য টিকিট দেওয়া হইবে।
হারা কখন আশ্রয় লইতে আইসে নাই অথচ
াশ্রয়ের উপযুক্ত তাহারা গ্রামের মণ্ডলের
টিকিকেট আনিলে সাহায্য পাইবে। স্ত্রীলোক
শিশুদিগকে তুলা কাটা তুলা বাছা ও নারি-
কেলের দড়ি পাকাইতে দেওয়া হইতেছে।
হ্মণ প্রভৃতি যাঁহারা আত্মাভিমান করিয়া
ক করিবেন না তাঁহারা সাহায্য পাইবেন না।
মিসনর বলেন, অবস্থা অনেক ভাল হইতেছে।
ন্তু আমরা এরূপ সংবাদ পাইতেছি না।
সত্রে প্রত্যহ অধিক সংখ্যক লোক আসি-
ছে। বসন্ত স্থানে স্থানে হইতেছে।

সম্প্রতি বিচারপতি কেম্প ও মার্কবির নিকটে
টে নাগপুরের বিচার সংক্রান্ত কমিসনরের এক
াজ্ঞার আপীল হয়। এক ব্যক্তির পুত্রের
ীড়া হওয়াতে এক জন গণক তাহাকে বলে,
খিলা নামক ওঝা পীড়ার কারণ। ইহাতে
মিথিলাকে বলিল তুমি যদি আমার সন্তানের
তি কুদৃষ্টি ত্যাগ না কর তাহা হইলে আমি
াকে হত্যা করিব।" সন্তানটির মৃত্যু হও-
তে ঐ ব্যক্তি মিথিলাকে বধ করে। বিচার
ংক্রান্ত কমিসনর এ ব্যক্তির ফাঁসির আজ্ঞা
ন, কিন্তু বিচারপতি কেম্প ও মার্কবি বলি
াছেন, যখন অজ্ঞতা ও উপধর্ম্ম হত্যার কারণ
খন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস উপযুক্ত দণ্ড
ইবে। জানিয়া শুনিয়া হত্যার সহিত এ হত্যার
ভেদ প্রভেদ আছে। চারি বৎসর হইল ইহল

যে এক ব্যক্তি এইরূপ সংস্কার নিবন্ধন হত হয়।
এই সংস্কার শীঘ্র পৃথিবীকে ত্যাগ করি-
তেছে না।

১৩ ই চৈত্র শুক্রবার।

আমরা বিস্মিত হইলাম, কোচিনের রাজা
নিয়ম করিয়াছেন আদালতে নীচজাতীয়েরা
উচ্চজাতীয়দিগের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া
নালিশ করিতে পারিবে না। কোচিন ও ত্রিবা
ঙ্কুর এতদ্দেশীয় রাজ্য সমূহের আদর্শ। অতএব
এ নিয়ম শীঘ্র রহিত হয় ইহা প্রার্থনীয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের পুলিসের ইনস্পেক্টর
জেনরল সাম্বৎসরিক রিপোর্টে বলেন, বালিকা-
দিগকে বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বন করাইবার জন্য
বিক্রয় ও চুরি করা বিরল উদাহরণ নহে। আগরা
বিভাগে ইহা সর্ব্বদা হয়, কিন্তু ভরতপুর ও ঢোল
পুরের পুলিস ইহার নিবারণার্থ সাহায্য করেন
না। গোয়ালিয়র ভরতপুর ও ঢোলপুরে এ প্রথা
অতিশয় প্রচলিত আছে। কাশ্মীরের ত কথাই
নাই। আমরা উত্তমরূপে অবগত হইয়া বলি-
তেছি, কাশ্মীরে অর্থ ব্যয় করিলে যে সে পরি-
বারের স্ত্রীলোক পাওয়া যায়। সত্য কথা বলিতে
কি? লক্ষ্নৌএ অস্বাভাবিক রিপু চরিতার্থ
করিবার জন্য প্রকাশ্যরূপে বালকদিগকে
বেশ্যাবৎ রাখা হয়। তাহাদিগের পিতামা-
তারা এই পাপের সহায়তা করে। গবর্ণমেণ্ট
বিশেষ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন।
কিন্তু এ অনুসন্ধান হওয়া কঠিন। সকলেই
জানেন পূর্ব্ববাঙ্গলায় ক্রীতদাসী রাখিবার প্রণালী
আছে, কিন্তু পুলিস কিছুই করিতে পারেন না।

গবর্ণর জেনরল গেজেটে এক বিজ্ঞাপন দিয়া
কর্ণেল ফেয়ারের প্রশংসা করিয়াছেন। কর্ণেল
ফেয়ারের দ্বারা ব্রিটিশ ব্রহ্মের লোক সংখ্যা ও
রাজস্ব দ্বিগুণ হইয়াছে। বিদ্যা শিক্ষা ও বাণিজ্য
কর্ণেল ফেয়ারের নিকটে ঋণী আছে, তবে
কর্ণেল ফেয়ারের শাসনের এক দোষ এই ছিল,
তিনি ডেলহাউসির প্রণালীর সহায়তা করিয়া
ব্রহ্মের অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিবার পরামর্শ
সর্ব্বদা দিয়াছেন।

উৎকলে চাউল লইয়া যাইবার জন্য গবর্ণ
মেণ্ট ১,১০,০০০ টাকা দিয়া দুইখানি বাষ্পীয়
জাহাজ ক্রয় করিয়াছেন।

হায়দরাবাদের নিজামকে গাজী দেওয়া অনে-
কের স্বভাব আছে। নিজাম তাঁর চিহ্ন তুচ্ছ জ্ঞান
করেন এ কথা আমরা অনেকবার শ্রবণ করি।
কিন্তু সম্প্রতি তিনি সর জর্জ ইউল ও নবাব সালা
রজঙ্গের মহাসমারোহ করিয়া এই চিহ্ন গবর্ণর

জেনরলের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন
ঐ উপলক্ষে তিনি নিজে তাঁর ধারণ করিয়া
লেন। সালারজঙ্গের সহিত নিজামের মনোম
লিন্য আর নাই।

কমিসনর মলোনী বলেন, উৎকলের জমী
দারগণ বীজধান ধার লইতে চাহেন না। জমী
দারদিগের এটি অতিশয় অন্যায়। এই জন্য আম
বারবার প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোব
করিতে বলিতেছি। জমীদারগণ বুঝিবেন যে
কৃষির উন্নতি সাধন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১৭ চৈত্র শনিবার।

কলিকাতার পুলিসের ডেপুটী কমিসনর মে
জর রিবলি পুলিস প্রহরী, কনষ্টেবল ও ইনস্পে
ক্টরদিগের সন্তানগণের শিক্ষার্থ একটী পুলি
বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি নিজে
ব্যয়ে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পুস্তক প্র
ভৃতি ক্রয় করিয়াছেন। রাজধানী ও উপনগরে
পুলিস কর্ম্মচারিদিগের পুত্রগণ সহজে বিদ্যাল
করে মেজর রিবলির এই ইচ্ছা। মেজর রিবলি
একার্য্য অতি প্রশংসনীয়। তিনি কর্ম্মটাবুল
পুলিসের যখন ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনরল ছি
লেন তখন ২৪ পরগণায় এই প্রকার একটি বিদ
লয় স্থাপিত করেন। ইহাতে কাজও হইয়া
ছিল। কিন্তু অনুপযুক্ত হীক সাহেব এটি উঠা
ইয়া দেন।

বাঁকুড়ার বাবু গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ভিক্ষ
দরিদ্রদিগের বিশেষ সহায়তা করাতে তাঁহা
রায়বাহাদুর উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

সম্প্রতি কর্ণেল ডালটন গবর্ণমেণ্টের নিক
মানভূমের এক জমীদারের এক প্রস্তাব প্রে
করিয়াছেন। জমীদার বলেন যে সকল ভূম
কারী আপন আপন জমীদারির কৃষিকার্য্যে
উন্নতি হেতু খাল প্রভৃতি করিবার জন্য টা
কর্জ চাহিবেন গবর্ণমেণ্টের অল্প সুদে ত
দেওয়া উচিত। দশবৎসরের মধ্যে টা
আদায় হইবে। আকবরের ভূমিসংক্রা
রাজনীতি এই প্রকার ছিল। ব্রিটিশ গব
মেণ্ট ইহার অনুকরণ করিলে উত্তম কার্য্য ক
বেন। কিন্তু কথা হইতেছে কয়জন জমীদা
খাল খনন করিবেন?

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ৭ ই মার্চ—দক্ষিণ আয়ারলণ্ডে ফেনি
য়ানদিগের গোলযোগ ক্রমশঃ ভয়ানক হই
তেছে। অনেক পুলিস থানা আক্রান্ত হইয়াছে
রেল খুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ—হিন্দুস্থান, চীন
জাপান ব্যাঙ্কের পরিশোধক বিজ্ঞাপন দি

ছেন মাসে মহাজনদিগকে শতকরা ২৫ টাকা দেওয়া হইবে।

প্রুশীয়ার ওয়ার্টমবর্গের সহিত এক সন্ধি হইয়াছে; ইহাতে উভয় রাজ্য পরস্পর রক্ষা ও যুদ্ধার্থ সাহায্য করিবেন।

লণ্ডন ১০ ই মার্চ—স্পেনে সামরিক আইন হুক্ত হইয়াছে

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়া তুরস্কের বিষয়ে পরস্পর কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছেন। কান্ডার যাবতীয় প্রদেশ একত্রীভূত হইবে এ জন্য আমেরিকার মহাসভা ইউনাইটেড ষ্টেটসের বৈদেশীয় সম্বন্ধ বিবেচনার্থ এক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

মহাসভা দক্ষিণ বিভাগের পুনঃ বন্দোবস্তের বিল বিধিবদ্ধ করিয়া প্রদেশীয় সেনাপতিদিগকে বর্দ্ধিত ক্ষমতা দিয়াছেন। সভাপতি জনসন মিলেটারি বিল অনুসারে কাজ করিতে প্রস্তুত হইতেছেন।

ইটালীয় মহাসভার নুতন সভ্য গণ গবর্ণমেণ্টের পোষকতা করিবেন।

লণ্ডন ১৩ ই মার্চ—ক্রিটিয়ান দৌরাত্ম্য শেষ হইয়াছে। বিদ্রোহিগণ কতক যুদ্ধে প্রত্যাগমন কতক দেশ ত্যাগ করিতেছে।

লণ্ডন ১৪ ই মার্চ—মেক্সিকোতে একটী যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়াছে; সাধারণতন্ত্রপ্রিয় দল ওরিজাবা অধিকৃত করিতেছেন।

সেণ্ট পেট্রিক পর্ব্ব উপলক্ষে ডবলিনে গোলযোগ হইবে আশঙ্কা করা হইতেছে

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

১। আমী পল্লীগ্রামের অবস্থা দর্শনেচ্ছু হইয়া কয়েকটী গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ স্থানে পুরাতন জ্বর, প্লীহা এবং যকৃৎ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধিরই বিশেষ প্রাবল্য লক্ষ হইল। আমি ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, জলাভাব ভিন্ন আর কিছুই [illegible] যদিও দয়ালু গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে নিম্নশ্রেণীস্থ পুলিস কর্ম্মচারীরা সময়ে সময়ে জঙ্গল পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে পরওয়ানা জারী করিয়া থাকেন, তথাপি অভিলাষানুরূপ ফল লাভ হয় না। ইহার কারণ কি? জিজ্ঞাস্য হইতে জলাভাব রোগের আতিশয্য বশতঃ গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সৌহার্দ্দ রাখাই তাহার এক মাত্র উত্তর। পাবনা জেলার অন্তঃপাতী বাড়, কাশীনাথপুর, দোগাকোলা, কাশারি কোপা পাংশা প্রভৃতি স্থান, এবং নদীয়া জেলার অধীন গৌরী নদীর উভয় তীরস্থ স্থানগুলি দিনে দুই প্রহরে দর্শন করিলে কাহার মনে না আতঙ্কের উদয় হয়। অতএব উচ্চপদস্থ শান্তিরক্ষক মহাশয়দিগের নিকট সবিনয়ে প্রার্থনা, তাঁহারা কেবল থানার কর্ম্মচারীদিগের উপর হুকুম দান না করিয়া স্বয়ং মফস্বলে আগমনপূর্ব্বক অবস্থা দর্শন করিয়া তৎপরিষ্কারে মনোযোগী হউন। নতুবা বিচারাসনে বসিয়া " অমুক স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে, অবশিষ্ট স্থানগুলির শীঘ্র হইবে " এপ্রকার রিপোর্ট শুনিয়া তুষ্ট হইয়া থাকিলে অধিকাংশ উৎকোচগ্রাহীর উদরপূরণ ও তজ্জন্য মফস্বলস্থ দুঃখী প্রজাপুঞ্জের সমূহ কষ্ট এবং বৃথা অর্থ ব্যয় ভিন্ন অন্য কোন ফল দর্শিবে না।

২। আহা! সার্কেল পণ্ডিতদিগের দুর্দ্দশার কথা মনে করিলে পরিতাপের আর শেষ থাকে না, বেচারারা নিযুক্ত ২। ৩ বিদ্যালয়ে গমনাগমন করিয়া মেঠো আমীনের ন্যায় কত প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে। অথচ বেতন পোনের টাকা মাত্র। তাঁহারা প্রথম পুরস্কারস্বরূপ অমৃত ফল অবলোকন পূর্ব্বক অতিরিক্ত লাভ প্রত্যাশায় আগ্রহাতিশয় সহকারে কর্ম্মেতে নিযুক্ত হয়েন পরে তাহার অত্যল্প ভাগ পরিশুদ্ধ দেখিয়া নিরাশা সাগরে নিমগ্ন হন, তখন চোরের কীলের ন্যায় সহিতেও পারেন না, বলিতেও পারেন না। ইহার মধ্যে যিনি বৎসরে একবার পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ভাগ্যবান্ পুরাতন কথায় প্রয়োজন নাই। নুতন একটী খেদের বিষয় এই সার্কেল পণ্ডিতদিগের মানসিক উন্নতি লাভের নিমিত্ত তাঁহাদের পুরস্কারের টাকার মধ্য হইতে কিছু কর্ত্তন করিয়া অল্পমূল্যের একখানি সংবাদ পত্রিকা প্রদত্ত হইত, সম্প্রতি ভাগ্য দোষে তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলেন। কোন্ সহিবেকী শ্রীবুদ্ধিকারী ব্যক্তি কি যুক্তিতে এ প্রকার দীর্ঘ কালাগত কথঞ্চিৎ সুখোৎপাদিকা লতার উপর নির্দ্দয় বজ্রাঘাত করিয়া সমূলে নির্ম্মূল করিলেন আমরা তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু কথা হইতেছে পত্রিকার মূল্য স্বরূপ যে টাকাগুলি থাকিয়া যাইবে তাহা পণ্ডিতগণের প্রাপ্য কি না? যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা তাঁহাদেরই প্রাপ্য। যেহেতু উহা তাঁহাদের পুরস্কারের অন্যরূপ মাত্র। পরিশেষে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন আপনি এ হতভাগ্য পণ্ডি[illegible] গের প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ[illegible] এতৎসম্বন্ধে দুই একটী দুঃখের কথা জানাইবে[illegible]

৪ ঠা চৈত্র } নিতান্ত বশ[illegible]

১২৭' } দীনঃ-

সম্মান পূর্ব্বক নিবেদন মিদং—

মহাশয়! ১৬ ই মাঘের সোমপ্রকাশ প[illegible]কায় শ্রীঃ খাঃ স্বাক্ষরিত যে পত্রিকাখা[illegible] লিখিত আছে তাহাতে ফুলে বেলগড়ে প্রভৃ[illegible] ৫ খানি গ্রামে জলাশয় না থাকাতে তত্রাবস্থ[illegible] পদবাসী ব্যক্তিদিগের অতিশয় কষ্ট হইতে[illegible] এবং তত্রস্থ সম্পদশালী মহাত্মারা কিছুম[illegible] উপায় করিতেছেন না। ইহা পাঠ করিয়া আ[illegible] যার পর নাই দুঃখিত হইলাম, কিন্তু আমাদে[illegible] দুঃখই সার, আমরা ত তাঁহাদের সে দুঃখে[illegible] প্রতিকার করিতে সক্ষম নহি। যাহাতে দেশে[illegible] অভ্যুদয় সাধন হয়, গ্রামের সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধি [illegible] লোকের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, বালকগণের স্ফুর্তি[illegible] হয়, এবং সাধারণের জল কষ্ট দূর হয়, তাদৃ[illegible] মহৎ কার্য্য সম্পাদন করা ধনশালী মহাত্মাদিগে[illegible] পরম গৌরবের বিষয়। এসকল সৎকার্য্যে পরা[illegible]মুখ হইলে তাঁহাদের অর্থের কি সার্থকতা হইবে[illegible] যে অর্থ পরোপকারে ব্যয়িত না হয় সে অ[illegible] থাকায় না থাকায় বিশেষ কি? যাঁহারা অ[illegible] সত্বে সাধ্যানুসারে পরোপকার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা স[illegible]লের নিকট কৃপণ বলিয়া ঘৃণিত হয়েন। ফুলে বেলগড়িয়া প্রভৃতি পল্লীবাসীদিগের নিকট এ[illegible] প্রার্থনা করিতেছি যদ্যপি কোনরূপ অপম[illegible] বোধ না করিয়া মুরসিদাবাদের অন্তর্গত কাশি[illegible] বাজার নিবাসিনী, পরম পরহিতৈষিণী রা[illegible] স্বর্ণময়ী সন্নিধানে তাঁহারা আপনাদিগের অ[illegible] প্রায় জ্ঞাপক আবেদন পত্রিকা প্রেরণ করে[illegible] তাহা হইলে বোধ হয় অনায়াসে কৃতমনোর[illegible] হইতে পারেন। রাণী যেরূপ পরদুঃখকাত[illegible] তাহাতে যে তিনি তাঁহাদের জল কষ্ট সম্ভূ[illegible] ক্লেশের বিষয় জ্ঞাত হইয়া সুস্থির থাকিবে[illegible] এমত বিবেচনা হয় না, অবশ্যই তাহার প্রতি[illegible]কারের বিধান করিবেন তাহার সংশয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ সম্পাদক মহাশয়। আপনা[illegible] পত্রিকা পাঠে অবগত হইলাম, গবর্ণমেণ্ট ম[illegible] ময় পঞ্জাবের রণস্থল সকল চিরস্মরণীয় করিবা[illegible] জন্য তত্তৎপ্রদেশে এক একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপ[illegible] করিবেন, এরূপ মন্ত্রণা হইতেছে। এটী উত্ত[illegible] কার্য্য তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগে[illegible] বিবেচনা হয় যে, যে স্থানে মহাত্মা ক্লাইব সাহে[illegible]

সোমপ্রকাশ

৪ র্থ ভাগ। ২১ সংখ্যা

"মনস্বী প্রতিনিধিকাষ বাধিষঃ . সরস্বতী সুনিমন্ত্রী না দীয়তাং।"

বার্ষিক মূল্য ১ টাকা, অগ্রিম বার্ষিক ১০ টাকা অগ্রিম ষাণ্মাসিক ৫॥ টাকা। } সন ১২৭৩। ২৬ এ চৈত্র। ১৮৬৭। ৮ ই এপ্রেল { মফস্বলে মাশুলসমেত অগ্রিম বার্ষিক ১৩ টাকা ষাণ্মাসিক ৭, ও ত্রৈমাসিক ৩৮৫

বিজ্ঞাপন।

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে নানা প্রকার বাঙ্গালা, দেবনাগর অক্ষর ও বিবিধ সরঞ্জাম প্রস্তুত আছে ও হইতেছে এবং এরূপ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যে, গ্রন্থকার যেরূপ ইচ্ছা করেন ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। ছাপা যত উত্তম ও পরিষ্কৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নের ত্রুটি করিব না। ভার অর্পণ করিলে সমুদায় প্রুফও দেখিয়া দিতে পারিব, গ্রন্থকারের কোন কর্ম্ম বা পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে না। বন্দোবস্ত করিলে কাপিও সংশোধন করিয়া দিতে পারি, সংস্কৃত বা ইংরাজিভাষা হইতে যে কোন গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া ছাপাইয়া দিতেও প্রস্তুত আছি, ব্যয়ও অধিক হইবে না। যিনি সংস্কৃত বাঙ্গলা বা দেবনাগর অক্ষরে কোন পুস্তক মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করেন তিনি কলিকাতা, মৃজাপুর আমহাউসের ... ৩৪।১ নং ভবনে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে অথবা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আমার নিকট লোক পাঠাইলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

...শা চৈত্র ১২৭৩ } শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার
সংস্কৃত বিদ্যালয়

—:০:—

ভারতবর্ষ হইতে প্রীভি কৌন্সিল শ্রীমতী মহারাণীর প্রিভিকৌনসিলে আপীল সম্বন্ধে যে কোন ... নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবকে ভারার্পণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ... পত্র লিখিয়া সরাসর তাঁহার নিকট পাঠাইবেন অথবা কলিকাতার ওল্ড (অর্থাৎ পুরা...) পোষ্টআফিস ষ্ট্রীটে ২ নং ভবনে মেসার্স ... টকিন এণ্ড কো সাহেবানের কেয়ারে ... নিকট পাঠাইলে তাঁহারা উক্ত সাহেবের ... পাঠাইয়া দিবেন।

জনিলাইন এন্ড ওয়াটকিন্স সাহেব
৫ নং কিঙ্গ কোর্ট চেম্বর
... লণ্ডন

নিউ এপথিকারিস হল

আমরা বিলাত হইতে উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল নূতন আনাইয়াছি এবং পল্লীগ্রামের ডিস্পেন্সারি প্রভৃতির সুবিধার জন্য নগদ মূল্যে বাজারের অতি কম দরে বিক্রয় করিতেছি। মফস্বল হইতে ঔষধের ফর্দ্দ ও তাহার মূল্য স্বরূপ নোট, হুণ্ডী বা বয়ারিং চিঠি পাঠাইলে আমরা ঔষধ অতি সত্বর পাঠাইতে পারি। ঔষধের মূল্য যাঁহারা জানিতে চাহেন, আমরা ডাকযোগে তাঁহাদিগের নিকট তালিকা পাঠাইব।

আর সি দত্ত কোং।
বহুবাজার ষ্ট্রীট নং ৩২ বাটী।

—:০:—

মনুসংহিতা।

কুল্লুকভট্টকৃত টীকা ও বাঙ্গালা অনুবাদ সহিত, সংস্কৃত কালেজের স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সংশোধিত। ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ আছে। মূল্য ৬ ছয় টাকা।

শ্রীবরদানাথ ন্যায়পঞ্চানন।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমাদিগের সরিকানী বিষয় মাহা তরফ চকুল-নগর, বিষ্ণুপুর, বংশীবেপুর এবং হুরপুর সামিল যে সমস্ত ঠিকা জমী এবং ঘুড়াঘাটে যে চক আছে ও পরগণে মুক্তাগাছা কনাংপুর প্রভৃতি স্থানে যে মহত্রাণ ব্রহ্ম ও ঠিকা এজ্মালি আছে তাহা আমার অনুপস্থিতে ১৫০ আমতে যদি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিক্রয় করেন এবং যদি কেহ তাহা খরিদ করেন সে বাতিল, নামঞ্জুর এবং অগ্রাহ্য হইবে।

ফেরী } অমুনগর নিবাসী

কয়েক মাস অতীত হইল, কলিকাতায় ব্রি... নবী সভা হইতে যে বাইবেল পরীক্ষার পারি... তোষিকের এক সংবাদ প্রকাশিত হয়, যাঁহারা তাহাতে প্রতিযোগিতা দর্শাইতে চাহেন তাঁহা... দিগকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত পরী... ক্ষা আগামী ৬ ই ও ৭ ই মে কলিকাতা মির্জ্জাপুর তলা ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ে হইবে। ২০ এ এপ্রেল পর্য্যন্ত নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পরীক্ষার্থীদিগের নাম একটী রেজিষ্টরীতে লিখিত হইবে। পরীক্ষার্থী ... বিক এক জন ছাত্র এবং ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষা ... দেন নাই এই মর্ম্মে তাঁহার স্কুল কিম্বা কলেজের প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষরিত এক খানি সার্টি... ফিকেট আনয়ন করিতে হইবে, এবং নাম রেজি... ষ্টরী করিবার পূর্ব্বে পরীক্ষার ফি ॥০ আনা জমা দিতে হইবে। ৬ ই মে প্রাতঃকালে ৬॥০ টার সময় পরীক্ষার্থীদিগকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কাগজ, কলম, এবং কালী প্রদান করা যাইবে।

ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন } জন ডি ডিন
কলিকাতা মার্চ্চ ১৮৬৭ } কলিকাতাস্থ ব্রিটিশ... সভার সম্পাদক

—:০:—

ঠনঠনিয়া সংস্কৃত পুস্তকালয়ে মৎ প্রণীত ও মৎপ্রচারিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিক্রয় হইতেছে—

প্রণীত — মূল্য
গ্রীসইতিহাস — ১ টাকা
রোমইতিহাস
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ
নীতিসার (১ ম ভাগ) — ৶
নীতিসার (২ য় ভাগ) — ৶
প্রচারিত।
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ

শ্রীতারানাথ শর্ম্মণঃ

রাজসাহী, দিনাজপুর ও রঙ্গপুরস্থ বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শনার্থ তিন জন ডেপুটী ইনস্পেক্টর শীঘ্র নিযুক্ত করা হইবে। প্রত্যেকে মাসিক বেতন ৭৫, টাকা এবং পরিদর্শনার্থ নিয়মিত পাথেয় ব্যয় পাইবেন। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট স্ব স্ব আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন।

শ্রীকালীকান্ত মুখোপাধ্যায়।
পাঠশালা সমূহের ইনস্পেক্টর

বোয়ালিয়া।
১ লা এপ্রিল
১৮৭১ সন।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে গুড্ ফ্রাইডের দিন রবিবারের ন্যায় গাড়ী সকল চলিবে।

বোর্ড অব এজেন্সী
ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
কলিকাতা ৫ ই এপ্রেল
১৮৭১।

} সিসিল ষ্টিফেন্সন
১৩০৫৮

ইষ্টইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ে
বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে, গুড্ ফ্রাইডের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া ১৮ ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার কলিকাতা কিংবা হাবড়ার ষ্টেসনে যে রিটরন্ টিকিট দেওয়া যাইবে, তাহা দ্বারা ২২ এ এপ্রেল সোমবার দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন করিলে চলিবে।

বোর্ড অব এজেন্সি
ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ে
কলিকাতা ৫ ই এপ্রেল
১৮৭১।

} সিসিল ষ্টিফেন্সন

একণে পুরাণ রত্নাকরের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল, প্রতিমাসে এই গ্রন্থের এক এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে, অতএব যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে বাসনা করেন, তাঁহারা আমার নিম্নলিখিত আফিসে অথবা শ্যামবাজা রস্থ বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পত্র লিখিয়া উহাতে বাসস্থান ও বাটীর নম্বর নির্দ্দেশ করিয়া দিলে পুস্তক প্রেরণ করা যাইবে। বিদেশীয় গ্রাহকগণ উপযুক্ত মাশুল দিয়া অগ্রিম বার্ষিক কিংবা ষাণ্মাসিক মূল্য প্রেরণ করিলে প্রতি মাসে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ইহার মাসিক মূল্য ৷৹ আট আনা অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৫ পাঁচ টাকা ও অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য ২৸ দুই টাকা আট আনা মাত্র। যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত না হইবেন তাঁহাদিগকে প্রতি খণ্ড ৷৶০ দশ আনায় ক্রয় করিতে হইবে।

১২৭৭ সাল
২০ এ চৈত্র

} শ্রীরামসেবক বিদ্যারত্নস্য
যোগল কুঁড়িয়া
হরিশ্চন্দ্র বসুর ৫। ১ নং
ভবন পুরাণরত্নাকর আফিস

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, সন হালের ২০ এপ্রেল তারিখে বেলা ১১ ঘণ্টার সময় মোকাম বর্দ্ধমানের একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার স'হেবের আফিসে রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী বাঁধ ও গাইঘাটা নামক খালের সন ১৮৭১ সালের ১ লা মে অবধি সন ১৮৭৮ সালের ৩১ মার্চ পর্য্যন্ত ১১ মাসের নিমিত্ত মাশুল আদায়ের ইজারা প্রকাশ্য নিলামে বিলি করা যাইবে

প্রত্যেক নিলাম ডাকনীয় ব্যক্তিকে নিলাম আরম্ভের পূর্ব্বে ১০০ শত টাকা আমানত করিতে হইবে, এবং যাহাদিগের ডাক অগ্রাহ্য হইবে তাহাদিগের আমানতী টাকা ফেরত দেওয়া যাইবে, এবং উক্ত পণের নিলাম ডাকনীয়া ব্যক্তির আমানতী টাকা ইজারার প্রথম কিস্তীর পরিমাণে জামিনী টাকা আদায় দিলে ফেরত দেওয়া যাইবে। উপরিউক্ত বিষয়ের অন্যান্য সংবাদ নিম্ন স্বাক্ষরিত সাহেবের সমীপে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত এফ্ এম্ এবারণ সি, ই,
একটীং একজিকিউটীব ইঞ্জিনিয়র,
দামোদর ডিবিজান।

সোমপ্রকাশ।

২৬ এ চৈত্র সোমবার।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রণালী।

ভূমি। প্রথম প্রস্তাব।

গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব প্রণালীর উপরে কেবল দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও লোকের সৌভাগ্য নয়, ধর্ম্মনীতিও অনেক অংশে নির্ভর করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট যেখানে ভূমিয় কর আদায় করেন, এবং যেখানে নিয়মিত আয় অপেক্ষা অধিক ধরিয়া কর নির্দ্ধারিত হয়, তথায় লোকে প্রকৃত আয় গোপন করে। গত ইনকম টাক্স দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য প্রণালীই সাধারণের এই মিথ্যা প্রবৃত্তির মূল, একথা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন? যেস্থলে অন্যতররূপ দ্রব্যের শুল্ক গৃহীত হয়, সেইখানেই চোরাই বাণিজ্য হইয়া থাকে, যে দেশের ভূম্যধিকারীরা যতদূর পারেন শুষিয়া কর গ্রহণ করেন, সেখানকার কৃষকেরা দরিদ্র ও অসৎ হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমাদিগকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয়, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংক্রান্ত রাজনীতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে লোকের বহুতর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সংগ্রহের এই কয়েকটী প্রধান উপায়— ভূমি, শুল্ক, আবকারী, লবণ, অহিফেন, ষ্টাম্প বস, ও লাইসেন্স কর। মিউনিসিপাল করের বিষয় এস্থলে বিবেচিত হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের ভূমি সংক্রান্ত রাজনীতি সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় নহে। বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়াছেন, কিন্তু অন্য অন্য প্রদেশে মিয়াদি বন্দোবস্ত রহিয়াছে। জমীদারদিগকে ভূস্বামিত্ব প্রদান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ১৭৯৩ অব্দের ১৯ আইনের হেতুবাদে স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, তাঁহারা নিষ্কর ভিন্ন যাবতীয় ভূমির উপস্বত্বের অংশ পাইতে পারেন। প্রকৃত অধিকারী গবর্ণমেণ্ট, তাঁহারা এই অধিকার নী মাবদ্ধ করিয়া জমীদারদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। যে স্থলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেইখানেই জমীদারদিগের কতক ভূস্বামিত্ব অর্থ হইয়াছে। যত দিন তাঁহারা সরকারী রাজস্ব দিবেন, তত দিন জমীদারী ভোগ করিতে পারিবেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ১৮১৯ অব্দের ৮ আইন অনুসারে চিরস্থায়ী করে জমীদারি পত্তনী দিতে পারেন।

...১৪ অব্দের ১৯ আইনের মর্ম্ম এই, জমীদারীর অনেক অধিকারী হইলে তাঁহারা তাহা নানা অংশে বিভক্ত করিয়া লইতে সমর্থ হইবেন। এ প্রণালীতে দেশের অনেক মঙ্গল হইয়াছে, আমরা স্বীকার করি, কিন্তু ইহা দেশ সাধারণের উপকারকারিণী হয় নাই। ভূমির শ্রীবৃদ্ধি মুখ্যরূপে কৃষকের পরিশ্রমের উপরে নির্ভর করিতেছে। লার্ড কর্ণওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন ভূমির উন্নতি সাধন বিষয়ে জমীদারদিগকে কোন প্রকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়াছেন নাই। যেস্থলে প্রজার সহিত মৌরসী বন্দোবস্ত নাই, সেস্থলে জমীদার যতদূর পারেন করলন। ১৮৫৯ অব্দের ১০ আইন কৃষকদিগের সুবিধার নিমিত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাহারা লাভবান্ হয় নাই। করবৃদ্ধি সম্বন্ধে তাহাদিগের দুরবস্থা সমান রহিয়াছে। প্রজার যত্ন পরিশ্রমে ভূমির মূল্য, উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে কর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রেইলওয়ে প্রভৃতি হইলে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয় যথার্থ, কিন্তু প্রজার চেষ্টা ব্যতিরেকে উৎপাদিকা শক্তির প্রায় বৃদ্ধি হয় না। অপর, দেশের বাণিজ্যের উপরে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ভর করে বটে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রজার চেষ্টাই ইহার মূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জমীদারেরা এ পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্যের কোন উন্নতি করেন নাই, অনেক স্থলে উঁহাদিগকে কর দিয়া ক্ষমতা দেওয়াতে অনিষ্ট ঘটিতেছে। কৃষকগণ এতদিন কেবল কর্জ্জ করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছে, সম্প্রতি দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি হওয়াতে অনেকে কিছু কিছু মূল ধন সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু জমীদারেরা কর বৃদ্ধি করিতে পারেন বলিয়া তাহারা এই মূল ধন বিনিয়োজিত করিয়া ভূমির উন্নতি সাধন করিতে সাহসী হয় না। বোধ কর এক ব্যক্তি বিস্তর ব্যয় করিয়া বাটী, বাগান, পুষ্করিণী প্রভৃতি করিয়া ভূমির উন্নতি সাধন করিল, কিন্তু জমীদার তৎক্ষণাৎ কর বৃদ্ধি করিলেন। যদ্যপি আপাততঃ প্রজাদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা অভিমত না হয়, তথাপি এই নিয়ম করা উচিত, যে স্থলে জমীদার সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভূমির উন্নতিসাধন না করিবেন, সেখানে কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এপ্রকার নিয়ম না থাকাতে জমীদারেরা অলস হইয়া কেবল করের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আছেন, প্রজারাও করবৃদ্ধির ভয়ে তত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতেছে না। আদালতের রেজিষ্টরি দেখিলে স্পষ্ট জানা যায়, কর বৃদ্ধির নালীশ হইলে অনেকেই এক কালে ২০ বৎসরের দাখিলা দিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায়। আমরা উত্তমরূপে অবগত হইয়া বলিতেছি, এরূপ স্থলে জাল দাখিলা বিস্তর মকদ্দমার উপস্থিত হয়। আইনের দোষে লোকের যে এই স্বভাব হইতেছে তাহার সন্দেহ কি? এক ব্যক্তি সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া ইমারত ও উদ্যান প্রভৃতি করিল, তাহার পর কর বৃদ্ধি হইল, তখন কেবল ইট ও কাষ্ঠের মূল্য মাত্র থাকিল, সুতরাং আত্মরক্ষা ও স্বার্থরক্ষার জন্য নানা অসৎ উপায় অবলম্বিত হয়।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, উৎকল, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে মিয়াদি বন্দোবস্ত আছে। সচরাচর ৩০ বৎসর অন্তর বন্দোবস্ত হয়। পাছে রাজস্ব বৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে জমীদারেরা বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পূর্ব্বাবধি ভূমি পতিত করিয়া রাখেন। ইহাতে কৃষি ও বাণিজ্যের অতিশয় ক্ষতি হয়, তাহা বলা বাহুল্য। বন্দোবস্ত হইবার সময়ে মিথ্যা কথা, মিথ্যা মাপ, মিথ্যা হিসাব ও উৎকোচ প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। হয় ত যেখানে কর বৃ... হওয়া উচিত, সেখানে কমিয়া যা... যেখানে হওয়া উচিত নয়, সেখানে বৃ... হয়। এটী শোচনীয় অবস্থা। ইহা... কৃষক ও জমীদার উভয়েরই যাহার প... নাই কষ্ট ও অর্থ ক্ষতি হয়। অসৎ ব্যক্তি... রই লাভ; অতএব গবর্ণমেণ্টের রাজ... প্রণালী হইতেই অসাধুতার বৃদ্ধি হ... তেছে এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলা যাই... পারে। রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত স্থ... কৃষকেরা সাক্ষাৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে ক... দেয়। মান্দ্রাজেও গবর্ণমেণ্টের খাসমহ... সমূহে এই বন্দোবস্ত আছে। সেখানক... কৃষকদিগেরও দুরবস্থার সীমা না... তাহারা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ ক... এই মাত্র। তবে যাহারা শস্য লুকাই... পারে, অথবা উৎকোচ দেয় তাহাদি... বই রক্ষা, দরিদ্র ও সৎ কৃষকের কষ্টে... সীমা থাকে না। এই অসাধুতা কো... হইতে উৎপন্ন হইতেছে?

লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার প্র... লীর বিষয় অনেকবার সোমপ্রকা... আন্দোলিত হইয়াছে। একদ্বারা ১৮... অব্দের বিদ্রোহের অনল্প সাহায্য ... এখো অনেকেই স্বীকার করিয়াছে... গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে লাখেরাজ বাজেয়... করিবার [illegible] বার্য্যতঃ ত্যাগ করিয়... ছেন বটে. [illegible] ১৮৫২ অব্দের ১১ আই... অদ্যাপিও [illegible] রহিয়াছে। বোম্বা... [illegible] এবং বঙ্গদেশ ও উ... পশ্চিমাঞ্চলে [illegible] জমদ্ধ করিবার প্রণা... কত অনিষ্ট [illegible] করিয়াছে ও ক... [illegible] তাহা [illegible] যায় না। লাখেরা... বাজেয়াপ্ত হ[illegible] জমীদার প্রজা... নিকটে নূতন ক[illegible] প্রার্থনা করেন। পূ... সদর আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছিলে... লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হইলে কি মৌর... কি মিয়াদী সব প্রজারই স্বত্ব লো... হইবে। ইহাতে বিস্তর লোকে ক্ষতিগ্র...

ও সাধারণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হন। তাহাতে ১৮৫৫ অব্দের ১০ ই জুন প্রধানতম বিচারালয়ের পাঁচ জন বিচারপতি সিদ্ধান্ত করেন, লাখেরাজ বাজে অপ্ত হইলে প্রজার স্বত্ব লোপ হইবে না। কিন্তু তাঁহারা অস্পষ্টভাবে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন সরকারী রাজস্বটী প্রজার দেওয়া কর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা কর ভার শেষ দরিদ্রের স্কন্ধেই পতিত হয়। সম্প্রতি বিচারালয় পুনর্ব্বার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অবধি যে প্রজা এক হারে কর দিতেছে, তাহার আর করবৃদ্ধি হইতে পারিবে না। এইটী যথার্থ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এটী স্থিরতর করিয়া রাখা উচিত।

আমরা এতক্ষণ যে কথা কহিলাম, তাহার উপসংহার এই, সাকল্যে বিবেচনা করিলে ভূমিসংক্রান্ত রাজস্বপ্রণালী প্রশংসনীয় নয়। কর ভার বাহুল্য রূপে দরিদ্রের স্কন্ধে পতিত হয়। স্বত্বের সুন্দররূপ নির্ণয় নাই। অন্যায় ভার প্রশ্রয় হইতেছে। আমরা বারম্বার বলিতেছি, ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় আইন একত্র করিয়া গবর্ণমেণ্ট জমীদার ও প্রজার পরস্পর সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারণ করুন। করবৃদ্ধির বিষয়ে প্রধানতম বিচারালয় ত্রৈরাশিকের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের অনুমোদিত নয়। কিন্তু কর বৃদ্ধি স্থলে স্পষ্টরূপে নিয়ম করিয়া দেওয়া উচিত জমীদার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূমির উন্নতির সাহায্য না করিলে কর বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। এই উপায় অবলম্বন না করিলে তাহাদিগকে কৃষিকার্য্যে অনুরক্ত করা যাইবে না ও প্রজার সুখ স্বচ্ছন্দ হইবে না। সম্পত্তির মূল্য ও তাহার সহিত সাধারণ রাজস্ব বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা নাই। কর স্থির করিয়া দিলে কেবল যে ভূমির মূল্য বৃদ্ধি হয় এরূপ নয় রসুমেও বিস্তর টাকা সাধারণ ধনাগারে আসিতে পারে।

শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব।

"আশা হি পরমং দুঃখং
নৈরাশ্যং পরমং সুখং।"

যে সমস্ত শিক্ষক বেতন বৃদ্ধি হইবে বলিয়া আশাগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে ছিলেন, তাঁহারা এই শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিয়া চিত্তকে নির্ব্বৃত করুন। আমাদিগের এক জন পত্রপ্রেরক বলেন, (পাঠকগণ প্রেরিত স্থলে দর্শন করিবেন) শিক্ষাকার্য্যের ডিরেক্টর আটকিন্সন সাহেব শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির নিমিত্ত ৫০ হাজার টাকা চাহিয়াছিলেন, বজেটে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। অগ্রাহ্য হইবার কারণ কি? পত্রপ্রেরক তাহা কহিতেছেন না। বোধ হয়, ডিরেক্টর যথাবিধি কার্য্য না করাতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি সামান্যতঃ ৫০ হাজার টাকা না চাহিয়া যদি শিক্ষকদিগের শ্রেণী বিভাগপূর্ব্বক যত লাগিবে তাহা ধরিয়া প্রার্থনা করিতেন, প্রার্থনা পূর্ণ হইত সন্দেহ নাই। আমাদিগের বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তাঁহার এক আলস্য দোষে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

এক্ষণে বক্তব্য এই, এ বৎসর যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ডিরেক্টর যেন এ বিষয়ে উদাসীন না হন। উচ্চতম শিক্ষকদিগের শ্রেণীবিভাগ হইয়া বেতন বৃদ্ধির নিয়ম হইল, যদি অধস্তন শিক্ষকদিগের এইরূপ নিয়ম না হয়, কেবল যে পক্ষপাত দোষে দূষিত হইতে হইবে এরূপ নয়, এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের বাঞ্ছানুরূপ উন্নতি লাভ সম্ভাবনা নাই। যে হেতুক উর্দ্ধতন শিক্ষকদিগের শ্রেণী বিভাগ আবশ্যক বলিয়া অবধারিত হইয়াছে, অধস্তন শিক্ষকদিগের বিষয়েও

সেই হেতুর সম্পূর্ণ সদ্ভাব আ…
মফস্বলের উন্নতি অধস্তন শিক্ষকদি…
উন্নতিরই একান্ত পরতন্ত্র। অনেকে সা…
দানপ্রণালীর নিতান্ত পক্ষপাতী হ…
ছেন। ইহাতে কিছু কাজ হইতেছে…
একথা আমরা কহিতেছি না। …
ইহাতে যে ব্যয় হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট নি…
যদি স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতি…
ও বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির নিয়ম ক…
ভাল ভাল শিক্ষক নিয়োজিত করিতে…
সেই ব্যয়ে অনেক অধিক কাজ হ…
সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সাহায্যদান প্র…
অনেকগুলি ধর্ম্মনীতি বিরুদ্ধ ব্যবহারে…
উৎসাহদান করিতেছে। অনেক স্থলে…
শিক্ষকদিগের বেতনের অল্পতা ও …
ভাব ইহার এক উদাহরণ। যাবৎ গ…
মেণ্ট নিজে বিদ্যালয়ের ভার না লই…
ছেন, তাবৎ এদোষের নিবারণ সম্ভা…
নাই। গবর্ণমেণ্ট নিজে ভার গ্রহণ ক…
যদি উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ ক…
অনেক স্থলে ছাত্রেরা আহ্লাদিত চি…
অধিক বেতন দিতে পারে। ইহা বি…
লয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের একটী প্র…
উপায় হয়। এক্ষণকার মত এত ইনস্পে…
ক্টর ও ডেপুটি ইনস্পেক্টর রাখিবা…
প্রয়োজন হয় না, তাহাতেও প্রস্তা…
বিদ্যালয় ব্যয়ের যথেষ্ট আনুকূল্য …
অতএব গবর্ণমেণ্টকে যে এতদর্থ অ…
নিমিত্ত অধিক বিব্রত হইতে হয় না…
কথা বলা বাহুল্য। এস্থলে কেহ …
এ কথা বলিবেন, এদেশীয়েরা কি চি…
কাল বালকের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের মু…
পেক্ষী হইয়া থাকিবেন? গবর্ণমেণ্ট…
চিরকাল ইহাঁদিগের সর্ব্বনিষ্পত্তি ক…
বেন? তাহার উত্তরদানস্থলে বক্তব্য …
গবর্ণমেণ্টকে আরো কিছু দিন এ …
গ্রহণ করিতে হইবে। আজিও ইহাঁ…
এ বিষয়ের ভার গ্রহণে সম্পূর্ণ সমর্থ…
নাই। সেই নিমিত্তই সাহায্যকৃত বি…

লয় সকলে অনেকবিধ দোষ দৃষ্টিগোচর হয়। গবর্ণমেণ্টকে আরো কিছু দিন এ ভার বহন করিতে হইবে।

মাংসভোজন।

আমাদিগের দুই পত্রপ্রেরক পুরাণ বিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন। এক জন কহিতেছেন, মাংস ভোজন করা উচিত, আর এক জন কহিতেছেন, উচিত নহে। অন্য অন্য যুক্তি পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সচরাচর মাংস ভোজন করে তাহাদিগের সহিত যাহারা মাংস ভোজন করে না, তাহাদিগের তুলনা করা যায়, মাংস ভোজন যে একান্ত আবশ্যক, তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। হিন্দুরা সচরাচর মাংস ভোজন করেন না, মাংসভুক ইউরোপীয়দিগের সহিত ইহাঁদিগের তুলনা করা দূরে থাকুক, মুসলমানদিগের সহিতও তুলনা হয় না। আমরা অনেক স্থলে মুসলমানদিগকে হিন্দুদিগের পার্শ্বে কর্ম্ম করিতে দেখিয়াছি। মুসলমানেরা যেরূপ উৎসাহসহকারে ও যত শীঘ্র কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, হিন্দুরা তত পারে না। ইহারা শীঘ্র শ্রান্ত হইয়া পড়ে। হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানদিগের সাহস ও বলবীর্য্যাদি সমুদায়ই অধিক। আমরা বঙ্গদেশের নিম্ন প্রদেশস্থ হিন্দু ও মুসলমানের কথা বলিলাম। আমাদিগের এরূপ সংস্কার আছে, মাংস ভোজনই এই বৈলক্ষণ্যের কারণ। মাংসভক্ষণ ব্যবহার কোন দেশে এককালে রহিত নয়। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা অবৈধ মাংস ভোজনের নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু বৈধ মাংস ভক্ষণের বিধি দিয়া গিয়াছেন। মাংস অধিকতর পুষ্টিকর, ইহাতে মানুষের অধিকতর প্রবৃত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধ ও ঘৃত মাংসের ন্যায় পুষ্টিকারী বলিয়া ইহা জনসমাজে অধিকতর আদরণীয় হইয়াছে। যাহার এত গুণ, যাহাতে বলবীর্য্যাদি সমুদায়ের বৃদ্ধি হইয়া জীবনকাল দীর্ঘ ও সুখে অতিবাহিত হয়, তদ্ভক্ষণ যে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, ইহা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। যিনি একবার বাঙ্গালিদিগের দৌর্ব্বল্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন, এবং উদ্ভিদজীবী দুর্ব্বল বাঙ্গালিদিগকে দেখিয়া যাঁহার হৃদয়ে শোকের উদয় হইয়াছে, তিনি কখন আমিষ ভোজনের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন, আমাদিগের এরূপ বোধ হয় না।

পল্লীগ্রামে ইউরোপীয়দিগের উপদ্রব।

পল্লীগ্রামবাসীদিগের দস্যু তস্করাদির উপদ্রবের ন্যায় ইউরোপীয়দিগের কৃত একটী নূতন প্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা প্রায়ই মৃগয়ার্থী হইয়া পল্লীগ্রাম মধ্যে প্রবেশ করে, এতন্নিবন্ধন তাহাদিগের সহিত গ্রামবাসীদিগের বিবাদ ও তন্নিবন্ধন হত্যাদি ঘটনার সমাচার সচরাচর আমাদিগের শ্রুতিগোচর প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। সে দিন চন্দ্রগ্রামে এইরূপ একটী ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি তাহার বিচার শেষ হয় নাই। এ উপদ্রবের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। দিন দিন এদেশে ইউরোপীয় সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাদিগের পল্লীগ্রামে প্রবেশের নিবারণ নাই। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডেশ্বরীর শাসন প্রণালীর গুণে পল্লীগ্রামবাসীদিগেরও স্বাধীনতাজ্ঞান মার্জ্জিত ও সাহসগুণ বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয়েরা গ্রাম মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইলে তৎক্ষণাৎ গ্রামবাসিরা তাহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হয়। কাজে কাজেই বিবাদ হইয়া উঠে। ইউরোপীয়দিগের শরীরে অধিক বল

আছে, তাহারা আপনাদিগকে এদেশ
দিগের পূজ্য জ্ঞান করে, সুতরাং এ
শীয়দিগের কৃত প্রতিবাদ তাহাদিগে
একান্ত অসহ্য হয়। কোপাগ্নি
প্রদীপ্ত হইয়া হিতাহিত জ্ঞানকে
করিয়া ফেলিলে হত্যাদি ঘটনা হই
অসম্ভাবনা কি?

ইহার নিবারণ একান্ত আবশ্য
কিন্তু তাহার উপায় কি? ইউরোপী
যেমন অন্যায়ে প্রবৃত্ত হয়, অমনি এ
শীয়েরা যদি বল দ্বারা তাহার নিব
করিতে পারে, তাহা হইলে ইউরো
য়েরা পুনর্ব্বার সে পথে যায় না, তাহা
নিবারণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু
স হজ ও অভীষ্ট নয়। এদেশী
আছেন, ইহারা যে ইউরোপীয়
গের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হ
সে সম্ভাবনা অল্প। সমর্থ হইলেও
উপায় অবলম্বন করিলে এক পক্ষে
অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে।

অদ্য আমরা যে সহজ উপায়
নির্দ্দেশ করিতেছি, আপাততঃ তা
হই অবলম্বন শ্রেয়স্কল্প। যখন
ইউরোপীয়ের কোন পল্লীগ্রামে মৃগ
অথবা অন্য কোন কার্য্যার্থ গমন ক
বার ইচ্ছা জন্মিবে, তাহাকে নিক
পুলিসে সমাচার দিতে হইবে। পু
ত তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবা তাহার
তিনি তাহাকে বিবেচনাপূর্ব্বক এক
সাধক পুলিস কর্ম্মচারী নিয়োজিত ক
দিবেন। ঐ পুলিস কর্ম্মচারী সঙ্গে থাকি
যাহাতে গ্রামবাসীদিগের সহিত বি
না হয় এরূপে ইউরোপীয়কে চা
লাইতে পারিবে। যদি কোন প্র
বিবাদ হয়, আর সমভিব্যাহারী পু
কর্ম্মচারী যদি আত্মশুদ্ধির প্রমাণ দি
না পারে দণ্ডনীয় হইবে, এ নিয়ম হ
পুলিস কর্ম্মচারীর লোভাদিস্

আশঙ্কিত অনিষ্টের নিবারণ হইবে সন্দেহ নাই।

উপনিবেশ রক্ষার্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্য প্রেরণ।

সম্প্রতি মেজর আজানের প্রস্তাবানুসারে হাউস অব কমন্স এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় শীক ও বেলুচীদিগকে উপনিবেশসমূহ রক্ষার ভার দেওয়া উচিত কি না সভা বিবেচনা করিবেন। ইউরোপের অন্য অন্য দেশে আইনঅনুসারে লোকদিগকে সৈনিক কার্য্য করিতে হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে সৈনিক হওয়া না হওয়া স্বেচ্ছাধীন। বাণিজ্য ও শিল্পের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হওয়াতে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সৈনিক কর্ম্মের অপেক্ষা উহাতে অধিক উপার্জ্জন করে। ব্রিটিশ সেনাদলের বেতনও অধিক নহে। সামান্য সৈনিককে বন্দুক স্কন্ধে করিয়াই জীবন ক্ষয় করিতে হয়। সহস্র সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও তাহারা আফিসরের পদ পাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়াতে গিয়া বাস করিলে উপার্জ্জনের সহজ উপায় হয়। এই সকল কারণে সৈন্য ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। ইংলণ্ডেশ্বরী এত টাকাও দিতে পারেন না যে লোকে এই সকল সুবিধা ত্যাগ করিয়া সৈনিক জীবন অবলম্বন করিবে। একে বেতন অল্প, তাহাতে ভবিষ্যতে উন্নতি লাভের কোন আশা নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছে। উপনিবেশ ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ এ সমুদায় রক্ষার উপযোগী ইউরোপীয় সৈনিক পাওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছে। যদি ইউরোপে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডকে বহিস্থ উপনিবেশ ইউরোপীয় সৈন্যশূন্য করিতে হয়। ইংলণ্ডীয় লোকেরা সৈন্য সংখ্যা ও সৈনিক ব্যয় বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাবেরও অনুরাগী নহেন। এই সকল কারণে চিন্তাশীল লোকেরা আন্দোলন করিতেছেন, ইংলণ্ডে সম্মান ও উপনিবেশ রক্ষা হয়, এত সৈন্য কোথায় ও কিরূপে সংগৃহীত হইবে?

মেজর আজান ও তাঁহার সহকারিরা বলেন, যদি শীকদিগকে উপনিবেশে প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে অল্প ব্যয়ে উত্তম সৈন্য মিলিতে পারে। রুষিয় কসাক ও ফরাশী তুরস্ক সৈন্য অপেক্ষা শীকেরা অনেকগুণে উৎকৃষ্ট। ইহারা পদাত ও অশ্বারোহকতা উভয় কার্য্যেই পটু। পূর্ব্বতন সিপাহিদিগের দেশান্তর গমনের যে আপত্তি ছিল, তাহা শীকদিগের নাই। এক্ষণে সৈন্যসংগ্রহের নিয়মানুসারে তাহারা সর্ব্বত্র গমন করে। বেতনের লোভ থাকিলে তাহারা কানাডা, নিউজিলাণ্ড, উত্তমাশা অন্তরীপ, মালটা প্রভৃতি স্থানে আহ্লাদ পূর্ব্বক গমন করিতে পারে। মেজর আজান আরও বলেন ইংলণ্ডেও শীকদিগকে আনয়ন করা যাইতে পারে। তথায় তাহারা যদি জেতৃজাতির বল ও ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া স্বদেশে গিয়া গল্প করে তাহাতে লোকের মনে ব্রিটিশ প্রভাবের প্রতি অধিকতর ভয় ও ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা আছে। এ প্রণালীতে আর একটী উপকার এই হইবে অধিকসংখ্য এতদ্দেশীয় সৈন্য উপনিবেশে থাকিলে এখানকার লোকে তাহাদের অনিষ্ট শঙ্কায় বিদ্রোহী হইতে পারিবে না। এই সমস্ত সৈন্য ভারতবর্ষের বিশ্বস্ততার প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে। পক্ষান্তরে এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধেও অনেকবিধ তর্ক করা হইয়াছে, শীকেরা সর্ব্বত্র গমনে সম্মত হইলেও যে স্থলে কেবল ইউরোপীয়ের বসতি, তথায় জাতিবৈর নিবন্ধন সর্ব্বদা তাহাদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিবে। আমিরার সেনাগণের সহিত ইউরোপীয় উপনিবেশির কখন সৌহার্দ্দ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। নিউজিলাণ্ডে এক বার শীক সৈন্য প্রেরণ করিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু লার্ড পামরষ্টন তাহা রহিত করেন।

মেজর আজানের প্রস্তাব ভারতবর্ষেও যে অনুমোদিত হইবে এরূপ বোধ হইতেছে না। এদেশীয়েরা স্বদেশ ত্যাগে স্বভাবতঃ অনিচ্ছু। এডেন ও সিঙ্গাপুর সিপাহী দ্বারা রক্ষিত হয়, চীনে এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ গমন করিয়াছে সত্য, কিন্তু এ গুলি ভারতবর্ষের নিকটস্থ, এবং ইহার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে জাতি ঘটিত অনেক বাধাও জন্মিবে।

অপর, স্বদেশে অল্প উপার্জ্জনেও সন্তুষ্ট হইয়া থাকা এতদ্দেশীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ। কলিকাতায় যিনি এক শত টাকা পান, তিনি আলাহাবাদে ২০০ টাকায় যাইতে চাহেন না। শীকদিগেরও এ স্বভাব আছে। পূর্ব্বে মিসর প্রভৃতি স্থানে সিপাহিরা গমন করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে কিছু দিনের জন্য মাত্র। যাহা হউক, সমুদায়ে কয় রেজিমেণ্ট মাত্র ব্রিটিশ সৈনিকের কার্য্য শীকদিগের দ্বারা হইতে পারে। হঙকঙ, মরিসস, নিউজিলাণ্ড, উত্তমাশা অন্তরীপ ও সিরাকিউজে যদি শীক সৈন্য প্রেরিত হয়, তাহা হইলে পাঁচ সহস্র ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় বাঁচিতে পারে, কিন্তু আজানের প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করা শ্রেয়স্কর কি না, তাহাও একবার বিবেচনা করা আবশ্যক। রোমকেরা সাম্রাজ্যের যাবতীয় স্থানে সৈন্য সংগ্রহ করিত। কিন্তু যেক্ষণে রোমকেরা স্বয়ং সৈনিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইতে আরম্ভ করে, সেই অবধি সাম্রাজ্যের অবস্থার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। বিদ্রোহের সময়ে

রেজিমেণ্টের পর রেজিমেণ্ট ইউরোপীয় সৈন্য আগমন করে, তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয়েরা ভীত ও বিস্মিত হন। বর্ত্তমান প্রস্তাবের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, এই বলা হইতেছে "আমরা রাজ্য এত বৃদ্ধি করিয়াছি যে উপনিবেশ রক্ষা করে এমত সৈন্য ইংলণ্ডে নাই।" ইহাতে ব্রিটিশ জাতির সম্ভ্রম ও মহিমার অনেক হানি হইবে। অপর "আমরাই কোম্পানির অস্তিত্বের মূলাধার" এই সংস্কার জন্মিবাতে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল, শীকদিগের কি এই সংস্কার হইবে না? পাতিয়ালার মত রাজা শীক ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন অধিক পরিমাণে শীক সৈন্য রাখিলে তাহারাও সিপাহিদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। সত্য কথা বলা উচিত। শীকদিগের এই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে এক শ্বেতাঙ্গ সেনাপতির অধীনে তাহারা দিল্লী অধিকার করিবে। কিন্তু পরে সেই সেনাপতি তাহাদিগের অধীনস্থ হইবেন। বিদ্রোহের সময়ে তাহারা এই জন্য এত আগ্রহ সহকারে দিল্লী আক্রমণ করিতে আইসে। যদি সর জন লরেন্স দিল্লী গ্রহণের পর শীকদিগকে মধ্য ভারতবর্ষে না পাঠাইতেন তাহা হইলে তাহারা নিঃসংশয় বিদ্রোহী হইত। কয়েক সহস্র শীক উপনিবেশে থাকিলে শীকজাতি বিশ্বস্ত থাকিবে, এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ভারতবর্ষীয়েরা বিদ্রোহোন্মুখ হইলে এ সকল বিবেচনা করে না। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহ তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। অপর, শীকেরা বিদ্রোহী হইলে গবর্ণমেণ্ট কি উপনিবেশস্থিত শীকদিগকে অগ্নিমিত্ত বধ করিতে পারিবেন? ইহা যে কখনই হইবে না তাহা কি এতদ্দেশীয়েরা জানেন না?

-০০-

৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ।

বঙ্গদেশ আর একটী পণ্ডিতরত্ন হারা হইলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অলঙ্কারশাস্ত্রাধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এই সমাচার লিখিতেছি, কেবল যে আমাদিগের নয়নযুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইতেছে এরূপ নয়, যাঁহারা এ সমাচার পাঠ করিবেন, যাঁহারা এ সমাচার শ্রবণ করিবেন, সকলকেই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও অশ্রুমোচন করিতে হইবে। আধিকালি ইহাঁর তুল্য সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লোক মিলা ভার। ইহাঁর অলঙ্কার শাস্ত্রে মার্জ্জিত বিদ্যা ও বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি ছিল। কালিদাসাদির ন্যায় ইহাঁর কৃত কবিতা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ইহাঁর তুল্য ভাবুক অল্প লোক আমাদিগের নয়নগোচর হইয়াছেন। "কাব্যশাস্ত্র বিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" ইনি এই শ্লোকার্দ্ধের প্রকৃত উদাহরণ স্থল ছিলেন। একক্ষণও ইহাঁর শাস্ত্রালোচনায় বিরতি ছিল না। ইনি নিয়তকাল ছাত্রদিগকে অধ্যয়নকার্য্যে উৎসাহদান করিতেন। কেহ একটী ভাল কবিতা করিলে কিম্বা ভাল রচনা করিলে ইহাঁর আনন্দের পরিসীমা থাকিত না।

ইহাঁর আর কতকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল, সেগুলি স্মৃতিপথে উদিত হইলে চিত্ত একান্ত আর্দ্র হইয়া উঠে। তাঁহার যেরূপ দয়া বিনয় সৌজন্য ও ঔদার্য্য ছিল, তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকের সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিনয়ের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ তেজস্বিতাও ছিল। তিনি দীনবচনে কখন কাহার উপাসনা করেন নাই। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। কপট ব্যবহার তাঁহার নিকটে কখন স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

৪ বৎসর অতীত হইল, তিনি কালেজের
অধ্যাপনা পদ পরিত্যাগ করিয়া কাশী-
ধামে বাস করিয়াছিলেন। এ অবস্থাতে
তাঁহার অধ্যাপনার বিরাম ছিল না। প্রতি
দিন ৩০। ৩২ জন ছাত্র তাঁহার নিকটে
অধ্যয়ন করিত। ১০ ই চৈত্র ওলাউঠা
রোগ হয়। ১ ই চৈত্রে উক্ত কাশীধামে
তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত থানা রায়
নার দক্ষিণ শাকনাড়া গ্রাম ইহাঁর জ
ভূমি। ইনি ১৭২৭ শকের বৈশ
মাসের ২ য় দিবসে জন্ম গ্রহণ করেন
ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই প্র
সংস্কৃত শাস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। তন্ম
এক এক জন এক এক বিষয়ে অদ্বি
পণ্ডিত হইয়া যান। ইহাঁর বৃদ্ধ প্রপি
মহ মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ স্মৃতি, ন্যা
ও অলঙ্কার শাস্ত্রে অতিশয় পা
ছিলেন।

উক্ত মুনিরামের সহোদর রাম
তর্কবাগীশ অলঙ্কার ও দর্শন শাস্ত্রে প্র
পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাহিত্য
নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা ক
সেই টীকা বঙ্গদেশ হিন্দুস্থান প্রভৃতি
প্রদেশে সমাদৃত হইয়াছে। এখন
স্কর বিদ্যা ইহাঁদের সিদ্ধ বিদ্যা ব
অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।
গীশ মহাশয়ের প্রপিতামহের ভ্রাতা
কান্ত তর্কালঙ্কার নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ
পন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ ব্যাকরণ
তাঁহার সদৃশ লোক তৎকালে অ
ছিল। ইহাঁদের রচিত অলঙ্কার ও
শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ছিল, কিন্তু
গীরদিগের উৎপাতে (যাহাকে
হাঙ্গামা বলে) এবং বন্যার উপদ্র
দায় গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে। রাম
ভট্টাচার্য্য তর্কবাগীশ মহাশয়ের
তিনিও সংস্কৃত ব্যবসায়ী ছিলেন

অল্পকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার অধ্যয়নের ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তাদৃশ বিদ্বান ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি অতিশয় দয়ালু মিষ্টভাষী পরোপকারী ও নম্রস্বভাব এবং অতিথিসেবায় সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। স্বগ্রামস্থ হউক, কি ভিন্ন গ্রামস্থ হউক, দুই প্রহরের পর বাটীতে আসিলে তাহাকে অভুক্ত জানিলেই অতিথি বোধে যথাশক্তি অন্ন প্রদান করিতেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের উপাখ্যানে এক অদ্ভুত ঘটনা হয়। নসীরাম ভট্টাচার্য্য নামক ইহাদিগের এক জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁহার সহিত ইহাঁর পিতার শত্রুতা ছিল। তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের জন্মকালে তিনি লগ্ন স্থির করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, আমাদিগের গোত্রে দ্বিতীয় কালিদাস জন্ম গ্রহণ করিল। তদবধি নসীরাম শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তর্কবাগীশের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকটেই তর্কবাগীশের বিদ্যারম্ভ ও সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের কিয়দংশ অধ্যয়ন হয়। তৎপরে জাহানাবাদ পরগণার অন্তর্গত রঘুবাটী গ্রামে সীতারাম ন্যায়বাগীশের নিকটে ব্যাকরণের মূল পাঠ হয়। পরে মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত বাটি গ্রামবাসী অশেষ গুণরাশি জগন্মোহন তর্কভূষণের নিকট সমগ্র টীকা পড়েন। কয়েক সর্গ এবং অমরকোষ অধ্যয়ন হয়। তর্কবাগীশ মহাশয় বুদ্ধিমত্তা ও মিষ্টভাষিতাদি গুণে তর্কভূষণের অতি প্রিয়পাত্র হন। তিনি ইতস্ততঃ নিমন্ত্রণে যাইবার সময়ে তর্কবাগীশকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে এক এক সমস্যা দিতেন, তর্কবাগীশ শ্লোক রচনা করিয়া সমস্যা পূরণ করিতেন। এইরূপ অল্পকালের মধ্যেই কবিতা রচনা করা অভ্যাস হয়।

তর্কবাগীশ মহাশয় ২০।২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃতকালেজে অধ্যয়ন করিবার মানসে কালেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ উইলসন সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। সাহেব তাঁহার মস্তকদর্শনে তাঁহাকে বুদ্ধিমান জানিতে পারিয়া কৌতুকাবিষ্ট হই[য়া] শ্লোক রচনা করিতে বলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় অতি অল্পকাল মধ্যেই ১ শ্লোকে কালেজের অপর ৩ শ্লোকে সাহেবের বর্ণনা করিলেন। তাহাতে সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বাবোর গৃহ অধ্যয়নার্থ নিয়োজিত করিলেন। তিনি কালেজে ৪ বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেই কাব্য অলঙ্কার ও স্মৃতি পড়েন। ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। এমত সময়ে অলঙ্কারের অধ্যাপক নাথুরামশাস্ত্রী অবকাশ লইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। উইলসন সাহেব তর্কবাগীশমহাশয়কে তাঁহার পদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিলেন। নাথুরাম শাস্ত্রির কাশীপ্রাপ্তি হইলে তৎপদে তর্কবাগীশ মহাশয় স্থায়ী হইলেন। তিনি উক্তপদ পাইয়াও অধ্যয়নে বিরত হয়েন নাই। কালেজের অলঙ্কার পাঠনা যথাসময়ে করিয়া প্রাতে ও রাত্রিতে ন্যায় ও স্মৃতি বেদান্ত অধিকরণমালা প্রভৃতি ৯।১০ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে মল্লিনাথকৃত রঘুবংশের টীকা কালেজে ছিল না। এজন্য উইলসন সাহেবের আদেশানুসারে প্রথম রামগোবিন্দ পরে নাথুরাম তাহার রচনায় প্রবৃত্ত হন, শেষে তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার শেষ করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বনৈষধ রাঘবপাণ্ডবীয় অ[illegible]মকুমার সপ্তশতীসার (যাহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর সার সংগৃহীত হইয়াছে) চাটুপুষ্পাঞ্জলি মুকুন্দমুক্তাবলি এই গ্রন্থের টীকা করিয়া উক্ত গ্রন্থগুলি সর্ব্বত্র প্রচলিত করিয়াছেন। দণ্ডাচার্য্যকৃত কাব্যাদর্শ নামক প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থ এক প্রকারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তর্কবাগীশ মহাশয় বিস্তারিত ও বিমল বৃত্তি করিয়া সেখানি পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। শকুন্তলা উত্তরচরিত ও অনর্ঘরাঘবের টীকা করিয়া পাঠকের ও পাঠার্থির পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কয়েকখানি নূতন গ্রন্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। শালিবাহনচরিত প্রথম, ইহা মহাকাব্য হইত, ইহার চতুর্থসর্গপর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় নানার্থ সংগ্রহ নামক অভিধান। ইহাতে অকারাদি ক্রমে মকারাদি শব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে। সংপ্রতি এক খান নূতন অলঙ্কার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার দুই পরিচ্ছেদ মাত্র লিখিত হইয়াছে।

তাঁহার ৬১ বৎসর বয়স হইয়াছিল, কিন্তু শরীর বিলক্ষণ সবল ছিল। তিনি কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি ছিলেন, কিন্তু অবয়ব সুগঠিত ছিল। বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম, ললাট উন্নত, ও আকৃতি লাবণ্য পূর্ণ। ফলতঃ তাঁহার মুর্ত্তিটী অতিশয় সৌম্য ছিল, তদ্দর্শনে অপরিচিত ব্যক্তিরও অন্তঃকরণে স্নেহার্দ্রভাবের উদয় হইত। কখন তাঁহার বদন বিরস ও অন্তঃকরণ বিষণ্ণ দেখা যায় নাই। বারাণসীতে বাসকালে তাঁহার এই সকল গুণে বশীভূত হইয়া হিন্দুস্থানীয় ছাত্রেরা বাঙ্গালির প্রতি স্বভাবজাত ঘৃণা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার একটী ছাত্র তাঁহার মৃত্যুর সমাচার শ্রবণে দুঃখিত হইয়া বিলাপ ষটক নামে যে ছয়টী উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা ও আর এক ছাত্র বাঙ্গলায় তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

বিলাপষট্কম্।

পীতং যয়া সুধা সুখাদ্বিগলিতং
শ্রোত্রৈর্জনৈঃ চেতসাং
সানন্দং কবিতামৃতং মধুরগোষ্ঠীষ্বনেকশঃ পুরা।
পাদাম্বুজে গোবর্দ্ধনাক্রমকুসুমৈরর্চ্চকৈর্বন্দিতঃ

বয়ং প্রেমমগ্না নিবির্যাবিরোধ প্রচেতো নিশি
সুটিকা পুনঃ নয়ন্ শশধর শিরোধান বসত
নবোদিতা কেটিঃ কথমপি কিন্তু ব্রতঃ।
হারাম্মা নবং বত বিলপন্তঃ শোকবিধুরা-
ননাঃ বায়ো মে কুরু শুভ নিরং নিরুপহব॥
প্রাপ্তাঃ ত্বমাধ সকলে স্বমনঃপ্রবৃত্তং
বিদ্যালয় ত্বমসি যে মুখিতৈনরস্য।
যাতে ত্বয়ো দিবমপেতকচি শরবাম্ভা-
লঙ্কারা বে বত পুরা কমলঙ্কারাবি॥
হায়াৰ্থং কলবিহ বসন্ ঘন শখ্যাস্তুরোধাৎ
জালম্ব বিবিধবিরুতৌ যে কবিত্বাদ লম্বং।
স্মিন্ যাতে তব সহচরে স্কু সুখীতন চৌ
শাদস্মাকমনমলুনা কো নিরোক্ষ করন্তে।
কবৌ তাবদেশে গতবতি তবতীহ নামশেষং স
ধুরা গতৈব বাণী শশধর ইব কৌমুদী শেষং॥
যাঃ পরম গতস্য তত্ পদমারাধ্যপদেন্দুসত্ত্বঃ।
যেব বিলপপুষ্পাটে জ্ঞানপরী তোতৃকলাঞ্জলি

মুখ বিগলিত যাঁর কবিতা অমৃতধার
নবরসে পীযুষ সমান,
চিত্তের উল্লাস কর মনদুঃখ নিরন্তর
সর্ব্বজনে করিয়াছে পান,
যাঁর পদ অনুক্ষণ ভক্তিবাসী দ্বিজগণ
সেবিয়াছে মিলিয়া সকলে,
এই সেই গুণধর ভাজি শেষ সুধাকর
পশ্চিমেতে যান অস্তাচলে।
যবে তুমি মুক্তি আশে ছিলে দেবকাশীবাসে
ছিনু শোক নিবোধিয়া মনে।
বিরহ বিধুর করে কোথা গেলে পরিহরে
আমা সবে বল না কেমনে?
রসিকতা বল আর আশ্রয় লইবে কার
হারাইলে আজিরে শরণ,
বিদ্যালয় আজি তোর সুখনিশি হলো ভোর
হারাইলি অমূল্য রতন।
চারি দিক শূন্য করে ভবধাম পরিহরে
গেছে গুরু অমর সদন
বল তুমি অলঙ্কার হবে কার অলঙ্কার
কে বা তোকে করিবে ধারণ?
যাঁর অনুরোধে তুমি আলো করে বঙ্গভূমি
কবিয়ে ছিলে কিছু ক্ষণ,
হয়েছিলে স্থিরতর আদরে যাঁহার কর
নিরন্তর করিয়ে ধারণ,
আজি সেই সহচর ত্যজিলেন কলেবর
শূন্য করে গেলেন সকল।
তুমিও যাইবে শেষ পরিহরি এই দেশ
রাখে তোমা কার হেন বল?
কবিকুল শিরোমণি রসিকের চূড়ামণি
তুমি হেন নাম শেষ হলে
ভারতী মুদবে হায় কুমুদী মলায়ে যায়
শশী যথা গেলে অস্তাচলে।
অতএব উথাপিয়ে মোহপাশ কাটাইয়ে
গেলে দেব অমর সদনে
কবিতা কুসুম হার গাঁথি দিনু উপহার
অবসানে যুগল চরণে।

জমোলুকস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন

বসন্তাগমের সঙ্গে সঙ্গেই এপ্রদেশে দক্ষিণানিল প্রবলবেগে প্রবহমান হইয়া থাকে। বায়ুর সাহায্যে নদ নদী সকল উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া ভীষণাকার ধারণ করে। নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার শোভা সন্দর্শন করিলে এরূপ অনুভব হয় যেন সর্ব্বজীবের আনন্দ প্রদ, মানসপদ্ম বিকাসক মলয়ানিলের আগমনে হর্ষবিহ্বল হইয়া বক্ষস্থল স্ফীত করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই কারণে প্রতি বৎসর অসংখ্য নৌকা নদীগর্ভে প্রবেশ করে। এবৎসর বসন্তের প্রারম্ভেই ৩।৪ খানি নৌকা এই নদীতে মগ্ন হইয়া অনেক আরোহীর প্রাণনাশ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে একখানি নৌকাতে অত্রস্থ পুলিশের একজন জমাদার ও একজন চাপরাশী গবর্ণমেণ্টের প্রায় ২৫০ টাকা লইয়া মেজখালির তহসিলদারের নিকটে যাইতেছিল। এখান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্তের ষ্টীমার খানি নির্ব্বিঘ্নরূপে পরিচালিত হইলে এপ্রদেশের অনেক লোক যে এইরূপ মৃত্যু ও ক্ষতি হইতে বিমুক্ত হইত তাহার সন্দেহ নাই। কত আক্ষেপের বিষয় এই এপর্য্যন্ত এখানকার সকল মহাজন জাহাজ দ্বারা মাল আনি জাদির প্রতি বিশেষ যত্নবান হইতেছেন না।

২। গত বুধবার এখানে শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।

৩। এখানে দিন দিন বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে। তাহাতে সকলেই আনন্দিত আছেন কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই এপর্য্যন্ত একটী সভা স্থাপিত হইল না। পূর্ব্বে একটী পুস্তকালয় ছিল, তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। আমরা ভরসা করি ইংরাজীবিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিশিষ্টরূপে যত্নবান হইয়া আমাদের উক্ত দুটী অভাবের পূরণ করিয়া দিবেন। তাঁহার উদ্যোগ নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ সকলেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি শিক্ষা ও যো

শকারিবা গণের বশীভূত ও তাঁহার সদুপদেশের অনুগত।

বিবিধ সংবাদ।

১৯ এ চৈত্র সোমবার।

বাবু কেশবচন্দ্র সেন লাহোরে বিশেষ সম্মা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত নগর পরিত্যাগ করিবা পূর্ব্বে লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর সর ডনাল্ড মাকলিয় তাঁহার সম্মানার্থ এক ভোজ দেন। ঐ উপলক্ষে নগরের অনেক দেওয়ানি ও সৈনিক কর্ম্মচারী আহূত হইয়াছিলেন। এ সকল কার্য্য শাসনকর্ত্তা দিগের পক্ষে অতি প্রশংসনীয়।

ভারতবর্ষ বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে ইংলণ্ডে আদর্শ হইতেছেন। সম্প্রতি সর রাউণ্ডেল পাম মহাসভায় এক বিল অর্পণ করিয়া প্রস্তাব কি য়াছেন, হাউস অব লার্ডকে প্রধান আপীলে বিচারালয় না করিয়া আপীল শ্রবণার্থ এক প্রধানতম বিচারালয় করা কর্ত্তব্য। ইহা এখানকার প্রধানতম বিচারালয়ের ন্যায় আপী শ্রবণ করিবেন। এক বিচারপতির হস্তে অধি ক এ হইলে মকদ্দমা অপর এক বিচারপতি হস্তে দিতে পারেন। দুবিচার ভিন্ন চলিত কা সকল বিচারালয়ের কার্য্যের দ্বারা হইবে। ৫০ টাকার নীচের মকদ্দমা এই বিচারালয়ে আসি না। আপাততঃ ইংলণ্ডে মকদ্দমা করি বিস্তর ব্যয় ও বিলম্ব হয়। এখানকার প্রণা অবলম্বন করিলে এই অসুবিধা থাকিবে না।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট মফস্বলের যাবতী চিকিৎসককে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাঁহারা বৃ ও উত্তাপের হিসাব রাখিয়া প্রতি মাসে তা কলিকাতায় ঋতু পরীক্ষক সভার নিক প্রেরণ করিবেন।

সম্প্রতি লাহোরের জন লরেন্স বাটীতে দেশীয় ও ইউরোপীয় সমাজ একত্র ভো করিয়াছেন। মুসলমান ও ইউরোপীয়গণ মেজে আহার করেন। হিন্দুদিগের পৃথক আ হয়।

বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাবু প্রসন্নকু সর্ব্বাধিকারী কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের স সভার সভ্য হইয়াছেন। দুই জনই উপ পাত্র। বাবু প্যারীচরণ সরকার এ সম্মান হইবার যোগ্য।

সর সিসল বীডন কয়েকটী ভূতন উপবি গের সৃষ্টি করিয়াছেন। বাকরগঞ্জে চারিটী, পুরে দুটী, ঢাকায় তিনটী, ময়মনসিংহে চ ইহতে চারিটী নালেশ্বরে দুটী, কটকে চা

এবং পুরীতে দুটি উপবিভাগ হইয়াছে। বিচার সম্বন্ধে এক্ষণে বিশেষ উপকার হইবে।

বাবু রামাইলাল দে আগ্রা প্রদর্শনে যে সকল এতদ্দেশীয় শিল্প ও দ্রব্য প্রেরণ করেন তাহাতে প্রদর্শনী সভা তাঁহাকে ৫০ টাকা পুরস্কার ও একখানি রৌপ্য মেডেল পারিতোষিক দিয়াছেন। বাবু রামাইলাল দের দৃষ্টান্ত যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অনুকরণ করা উচিত।

নূতন বৎসর উপলক্ষে কলিকাতার কয়েক জন ভদ্রলোক চৈত্র সংক্রান্তির দিবস একটি জাতীয় মেলা করিবেন। ঐ উপলক্ষে অনেক আমোদ হইবে। সর্ব্বসাধারণে মেলা দর্শনার্থ যাইতে পারিবেন। এজন্য এক চাঁদা হইতেছে। এপ্রকার সামাজিক প্রথা এতদ্দেশীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রতিবৎসর ইহা করিতেন। তাঁহার মৃত্যু অবধি নূতন বৎসর উপলক্ষে কোন উৎসব হয় নাই।

এমত জনশ্রুতি দুর্ভিক্ষ কমিসনের রিপোর্ট একবারে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইবে। এটী অতি অন্যায়। এদেশ সংক্রান্ত বিষয় সকল পূর্ব্বে এতদ্দেশীয়দিগের গোচর করা আবশ্যক।

অযোধ্যাকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধীনস্থ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তথাকার বিচারের বিচারালয় আগরার প্রধানতম বিচারালয়ের অধীনস্থ হইবে। নিয়মবহির্ভূত প্রণালী রহিত করা অতিশয় আবশ্যক। কিন্তু অযোধ্যা অতিশয় বিস্তৃত স্থান এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের হস্তে এত কার্য্য যে অযোধ্যাকে তাঁহার হস্তে প্রদান মাত্র করিলে আশানুরূপ উন্নতি হইবে না। অযোধ্যায় এক জন পৃথক লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের প্রয়োজন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল মধ্য ভারতবর্ষ ও অযোধ্যাকে বিভাগ করিয়া দুই জন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরের অধীনস্থ করাই পরামর্শসিদ্ধ।

আমরা দুঃখিত হইলাম, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান এতদ্দেশীয় সভ্য সামাজিক বিজ্ঞান সভা ত্যাগ করিয়াছেন। সামাজিক বিজ্ঞান সভা অপেক্ষাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে সামাজিক বিষয়ের প্রধান উদ্যোগী। ত্যাগ করুন। সাবধানে ও সমস্ত বুঝিয়া এ কার্য্য করিতে হইবে।

কলিকাতার নূতন বিশপ উপনীত হইয়াছেন।

একটী বৃদ্ধ স্ত্রীলোক গত শুক্রবার এক গাড়ির চাকায় পড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে। অতিশয় বেগে গাড়ি চালান এরূপ দুর্ঘটনার কারণ, কিন্তু পুলিস কিছুই করেন না। ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে পুলিসের কিছু বলিতে সাহসও হয় না।

২০ এ এপ্রেল গবর্ণর জেনরল কলিকাতা ত্যাগ করিবেন। নূতন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর দার্জিলিঙে যাইতেছেন না।

২০ এ চৈত্র মঙ্গলবার।

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট রেবেনিউ বোর্ডের দ্বারা আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন ১৮৫৭ অব্দের পূর্ব্বে যাঁহারা পতিত ভূমি ক্রয় করিয়াছেন এবং যে সকল ভূমির মূল্য ও সুদ না দেওয়াতে ক্রেতৃগণ দায়ী আছেন, সেই সকল ভূমির ক্রেতৃগণ ইচ্ছা করিলে ত্যাগ করিতে পারেন। পরন্তু ভূমির জন্য যে টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অনাভূমির হিসাবে গ্রহণ করা হইবে। যাঁহারা ভূমিত্যাগ করিবেন তাঁহাদিগকে ১ লা জুলাইয়ের পূর্ব্বে আবেদন করিতে হইবে। জরিপ প্রভৃতির জন্য যে ব্যয় হইয়াছে, তাহা যেন আদায় করা হয়; চা-করদিগের সুবিধার জন্য এ নিয়মটি হইল। এটি করা আবশ্যক, নচেৎ অনেককে এক কালে উৎসন্ন হইতে হইবে। বাগানের ভূমি এক কালে লইয়া রাতারাতি বড় মানুষ হইবার চেষ্টার এই ফল।

গেজেটে সম্প্রতি বহুবিবাহনিবারণ ও অন্তর্জ্জলের বিষয়ে যাবতীয় পত্র ও রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। অন্তর্জ্জল উঠিবে না। বহুবিবাহ নিবারণ সম্বন্ধে হস্তার্পণ করা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে।

সম্প্রতি চট্টগ্রামে যে বার জন নাবিক পল্লী গ্রামবাসিদিগের সহিত দাঙ্গা করিয়া দুই জনকে বধ করে, তাহাদিগকে প্রধানতম বিচারালয়ে অর্পণ করা হইয়াছে। এখানে তাহাদিগের মুক্তি নিশ্চয়। জুরি অবশ্যই বলিবেন "হঠাৎ বন্দুক ছুটিয়া গিয়াছিল। পীহা ও হঠাৎ বন্দুক ছোড়া দুই পাকা কথা আছে।

ইংলিসম্যান এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিষয়ে বলিয়াছেন 'ইহারা সাধারণতঃ সতী। সংস্কৃত ভাষায় যে সকল মনোহর গল্প আছে তাহাতে স্ত্রীলোকের সতীত্বের বিষয়ে যে বর্ণনা আছে, তদপেক্ষা চিত্ত আকর্ষণকারী গল্প আর কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। সহধর্ম্মিণী কথাটি অতি সুন্দর। এখানকার স্ত্রীলোকেরা স্বামির প্রতি কেমন অনুরক্ত, তাহা ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে।' ইংলিসম্যান স্বীকার করেন এদেশে যত সুন্দরী স্ত্রীলোক আছেন এত আর কোন দেশে দেখা যায় না। ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয় না। ইহাঁরা অন্তঃপুরে থাকেন কিন্তু ইহাঁদিগকে ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করা হয় ও ইহাঁদিগের কোন স্বাধীনতা নাই, এ কথা মিথ্যা। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অল্পই পাপ করেন। সাধারণতঃ ভারতবর্ষীয় স্ত্রীগণ ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা গুণবতী। তবে ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী না হওয়াতে স্বামীর তত সুখ হয় না। আমরা আহ্লাদিত হইলাম ইউরোপীয়েরা আমাদিগের স্ত্রীলোকের গুণ স্বীকার করিতেছেন। মনক্রিফ সাহেব কোথায়? যাঁহারা এক কালে অন্তঃপুর প্রণালীর পরিবর্ত্ত করিয়া রুশীয় প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন তাঁহারা ইংলিসম্যানের প্রস্তাবটি পাঠ করিবা যেন কিঞ্চিৎ শীতল হন।

উইলসন হোটেলের উইলসন সাহেব তত্ত্বাবধায়ক কালডারের অন্যায় নিন্দা করাতে তিনি লাইবেলের জন্য ৫০,০০০ টাকার দাবি দিয়া নালীশ করেন। বিচারপতি ফিয়ার ১০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ ও যাবতীয় ব্যয় দিবার আজ্ঞা দিয়াছেন।

রাজপুতনার ভীল ও মিনাজাতীয়দিগের নিয়ম আছে, এক ব্যক্তিকে অপর এক জন চুরির সময়ে বধ করিলে তাহার উত্তরাধিকারীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটি মহিষ অথবা ৫।৩ টাকা দিতে হয়। পঞ্চায়েত ইহা নির্দ্ধারিত করেন, পঞ্চায়েতের সুরা ও আহারীয় দিতে হয়। সম্প্রতি এ বিষয় এককালে স্থির করিবার জন্য এজেন্ট কর্ণেল ইডেনের নিকটে ভীলেরা আবেদন করে। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন ইহাতে হস্তার্পণ করিবেন না। গবর্ণমেণ্টেরও এই মত।

২২ এ চৈত্র বুধবার।

শেঠ আপ্‌কার সাহেব ভারতবর্ষস্থিত পারসবাসিদিগের উপকার করিয়াছেন বলিয়া পারস্যের রাজা তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণির ষ্টার চিহ্ন প্রদান করিয়াছেন।

সম্প্রতি বর্দ্ধমানের কমিসনর বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টকে জিজ্ঞাসা করেন যে সকল লোককে কোন স্থানের মিউনিসিপাল কমিসনর নিযুক্ত করা হয়, তাঁহাদিগের কেহ দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর প্রত্যাগমন করিলে পুনর্ব্বার মিউনিসিপাল কার্য্য করিতে পারেন কি না? লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর "পারেন" এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে এই নিয়ম হইবে কমিসনরেরা যতদিন স্থায়িরূপে একস্থানে থাকিবেন, ততদিন সেখানকার কার্য্য করিতে পারিবেন।

ইংলিসম্যান শ্রবণ করিয়াছেন ত্রিহুতে রবিশস্য উত্তম জন্মিয়াছে, চাউলের মূল্য কমিতেছে। এবৎসর লোকের অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্ট হইবে।

[illegible] বিখ্যাত আমেরিকান গ্রন্থকার আর্টিমস ও[illegible] র মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন [illegible] ক লেখক ছিলেন।

[illegible] বল্সারির এটা। হেজ রাজবংশ। [illegible] রাজে তাঁহাদিগের হীরক, মুক্তা বস্ত্র প্রভৃতি [illegible] নে বিক্রয়ার্থ আছে। এক এক [illegible] স হীরক ও মুক্তায় পরিপূর্ণ। একটি [illegible] র কর্দ্দমের হীরক আছে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় [illegible] টাকার হীরক প্রভৃতি হইবে। [illegible] র হোজ মুক্তা ও হীরক ক্রয় করিয়া [illegible] কোটি টাকা কর্জ্জ করিয়া যান। [illegible] ওর অনেক রাজা এ বিষয়ে ইহার নিকটে [illegible] পান।

[illegible] বোম্বাইয়ের নায় [illegible] বাঙ্গালী [illegible] প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] জ্ঞান হইতেছে না।

[illegible] বোম্বাই গবর্ণমেন্ট [illegible] প্রচার করিয়াছেন, দক্ষিণ [illegible] বাইতে এবার গতবৎসর অপেক্ষা ৯১,৪০০ [illegible] অধিক তুলার চাষ হইয়াছে। ইহা হইতে [illegible] পাউণ্ড অধিক তুলা হইবে। [illegible] তুলার [illegible] উঠিয়া গেলে [illegible] বাড়িবে সন্দেহ নাই। [illegible] দেশের সৌভাগ্য [illegible] উপর নির্ভর করে, তা [illegible] আশা করা যায় না।

[illegible] প্রধান [illegible] কাল [illegible] করিবেন। [illegible] জেনেরল [illegible] সাহেবের [illegible] উক্ত [illegible] দ্বিতীয় [illegible] বোধ হয় [illegible] এবং [illegible] করেন। অন্য সেক্রেটারি ও বেঙ্গা[illegible] দেশ শাসন করিবেন। এমত [illegible] নাই, এখন [illegible] হইবে না।

[illegible] রাম নির [illegible] প্রায় এক লক্ষ [illegible] হইয়াছে। ইনি [illegible] বাহাদুর [illegible] বলিয়া বেড়াই[illegible] ছেন। [illegible] মুর্শিদ [illegible] লোকেরা তাঁহাকে [illegible] করিতে আসিয়া, কিন্তু পুলিস কর্ম্মচারীরা [illegible] হইতে দেন নাই। পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট [illegible] শুরুকে রক্ষা করিতেছেন।

২২ এ চৈত্র বৃহস্পতিবার।

[illegible] দিনাজপুরে পুনর্ব্বার ৩৮ টি হস্তী ধরা হই[illegible] য়াছে। গবর্ণমেন্টের অন্ন, জল, খাবার বড় কম হইতেছে না।

আফজুল খাঁর অত্যাচার কাবুলের লোক[illegible] দের অসহ্য হইতেছে। [illegible] কত [illegible] এক মিথ্যা অপবাদ [illegible] সেই [illegible] হইবেন। এই অত্যাচার [illegible] অনেক [illegible] হয়, কিন্তু তাহা বৃথা হইয়াছে। [illegible] আপনার বশম্বদতা জানাইবা[illegible] জন্য [illegible] প্রত্যেক [illegible] ২৫ টাকা [illegible] করেন। আবদুল রহমন খাঁ [illegible] খাঁ [illegible] সহিত মনান্তর হইয়াছে এবং শীঘ্র যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। [illegible] খাঁ আফজুল খাঁর [illegible] হইবার আশা করেন, কিন্তু উক্ত আফ[illegible] জুল ও আবদুল রহমন তাহাতে সম্মত নহেন।

ফেব্রুয়ারিমাসে কলিকাতার টাকশালে ৩০,২২,২৯৭ টাকা, মান্দ্রাজের টাকশালে ১০, ৩২৫ টাকা এবং বোম্বাইয়ের টাকশালে ৬ ১৯, ৪৩৬ টাকা মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ মাসের শেষে ভিন্ন ভিন্ন ধনাগারে ১০ ৮১,১১,৪৮০ টাকা জমা ছিল। পূর্ব্ব বৎসরে ১১,৮৬ ৩১ ৬৫০ টাকা থাকে। [illegible] সাহেবকে [illegible] করা এস হইয়াছে।

বিচারপতি [illegible] নানা কার্য্যে বিব্রত হও[illegible] য়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাসভার [illegible] পদ ত্যাগ করিয়াছেন। [illegible] কেহ কেহ [illegible] সাহেবের [illegible] হওয়া নির্ব্বাচন হইয়াছে বলিতেছেন। বিচা[illegible] রপতি [illegible] এত সম্মান [illegible] বয়ে [illegible]।

[illegible] ও [illegible] ভূতপূর্ব্ব [illegible] রাজার [illegible] বন্দক রাখিলা ৯০,০০০ টাকা [illegible] করেন। [illegible] এই দুই ব্যক্তি [illegible] [illegible] সমুদয় [illegible] মহারাজা [illegible] ১০ ০০০ টাকা [illegible] তাঁহারা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে [illegible] জন্য নালিশ করেন। [illegible] প্রধান বিচা[illegible] রপতি [illegible] করিয়াছেন, [illegible] নির্ব্বাচন [illegible] করিয়াছে[illegible] তদ্বিষয়ে বিচারালয়ে [illegible] হইতে পারে না। এই দুই ব্যক্তি [illegible] টাকা পাইতে পারেন না।

সম্প্রতি [illegible] পুরের [illegible] আপনার উপন[illegible] য়ন উপলক্ষে ১০,০০০ ব্রাহ্মণভোজন করা[illegible] ইয়াছেন।

[illegible] বীডনকে অভিনন্দন প্রদান [illegible] বার জন্য সম্প্রতি মৌলবী [illegible] বাটীতে এক সভা হয়। এক দল বলেন, [illegible] নর্ গবর্ণর মুসলমানদিগের [illegible] এক দল তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন, [illegible] জন সাধারণ মুসলমান [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] আছেন। ইহাদিগেরও দুই জন সামান্য [illegible] নিযুক্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষ [illegible] তাঁহার যে দুর্নাম তাহাতে অভিনন্দ[illegible] দেওয়া যায় না। তৃতীয় দল নিরপেক্ষ ছিলেন[illegible] পরিশেষে এক জন বক্তা বলিলেন শাসনকর্ত্তা [illegible] আবশ্যক। শেষ যাঁহার [illegible] তিনি স্বাক্ষর করিবেন বলিয়া অভিনন্দন [illegible] দেওয়া হইল। এ অভিনন্দনের মূল্য কি? [illegible] সিল বীডনকে তাঁহার আপনার আত্মা [illegible]।

বিচারপতি [illegible] পদত্যাগ করিলে [illegible] সাহেব প্রধানতমবিচারালয়ে প্রবেশ [illegible] ন। এমন জনশ্রুতি এই উপলক্ষে [illegible] জন এতদ্দেশীয় বিচারপতি নিয়োগের [illegible] ২৪ পরগণার জজ [illegible] সাহেবের [illegible] স্বীকার করা উচিত। তিনি [illegible] যথার্থ উপযুক্ত।

[illegible] মহারাজ [illegible] ঘোষণা করিয়াছেন। [illegible] ভূমি করিবেন [illegible] নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত [illegible] হইবে, [illegible] হইবে। যাঁহারা [illegible] করিবেন না তাঁহাদিগের হস্ত হইতে [illegible] হইবে। রাজা [illegible] দীর্ঘ [illegible] বন্দোবস্ত করিয়াছেন। [illegible] আদেশ করিয়াছেন, [illegible] অধিকাংশ, [illegible] আপন [illegible] এ জন্য ব্রাহ্মণের [illegible] পাওয়া যায় না। [illegible] হইবার [illegible] একটি [illegible] দিতেছেন। [illegible] হইলে তাহাকে কোন [illegible] হইবে। [illegible] হইলেই [illegible] মহারাজ [illegible] যেছেন। [illegible] ও কলিকাতা [illegible] উপ[illegible] বাহাদুর [illegible]

২৪ এ চৈত্র শুক্রবার।

ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে কোম্পানি ইংলণ্ড হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণির ষ্টেসন মাষ্টার আনাইতে চেষ্টা। ১০০৲ হইতে ২০০৲ টাকা না দিলে তদ্রূপ লোক পাওয়া যাইবে না। কোম্পানি কার্য্যের প্রভুত্ব হইতে লোক লইয়া গেলে তবে কার্য্য সম্পন্ন হইবে লোক পাইবেন। কিন্তু প্রণালী হইবোধ্য শুন অসং অতন্ত্র।

অরেঞ্জমান হইল গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা দেন যাহা। স্বভাবতঃ দোষ নহে, কিন্তু চাকর দিগকে যার পাপ করিয়াছে তাহাদিগকে মুক্ত করা হইবে। সম্প্রতি এই সকল লোকের বিরুদ্ধে যেসকল মকদ্দমা আছে তাহা বন্ধ করিবার আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে।

রাজসাহীতে এক পীড়া হইতেছে যে ধান কাটিবার লোক নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এ বিষয়ের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করা হয় নাই। সর্ জেট একজন তত্ত্বাবধায়ক কমিসনরকে রিপোর্ট দিতে বলিয়াছেন। সর্ সিসিল বিডন আর দুই সপ্তাহ পরে পদত্যাগ করিবেন। অতএব এ রিপোর্ট পরে জানিবেন তাঁহার শাসনে আর একটি বড় অনিষ্ট হইয়াছে।

লার্ড নেপিয়র সম্প্রতি মান্দ্রাজের এক চিকিৎসালয় দর্শন করিয়া তাহার বন্দোবস্তের দোষে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ বিষয় লার্ড ক্যানিংয়ের গোচর আছে তিনি সাধারণ চিকিৎসকদিগের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিতে বলেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ষ্টেটসেক্রেটারির পত্র প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন চিকিৎসকেরা যে সকল রিপোর্ট করিয়াছেন তাহা কাগজেই রয়। সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে গ্রাহ্য হইবে না। এই অবিশ্বাস প্রকাশ করাতে চিকিৎসকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। বস্তুতঃ এটি লার্ড নেপিয়রের ভুল। জাতীয় দণ্ড দাও, কিন্তু অনর্থক কর্ম্মচারিদিগের প্রতি অবিশ্বাস করিলে কাজ হয় না।

ইণ্ডিয়ান মিরর বলেন সম্প্রতি নদীয়াতে নীল সম্বন্ধীয় কোন নূতন মকদ্দমা উপস্থিত হয় নাই। নীলকরগণ হইতেছে চুপ করিয়া বসিয়া। উপযুক্ত মূল্য দিলে কোন গোলযোগ হয় না। সেই জন্য নীলকরগণকে নদীয়া ও যশোহরের নীলকরদিগের সমান বলা কাহারও উচিত নহে।

২৫ এ চৈত্র শনিবার।

চাউলের এক আনা পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে রেঙ্গুন ও মুলতানের বণিকেরা আহার প্রতিবন্ধ করিয়াছেন।

চম্পারণ ও এছলো কালেক্টরী হইতে তাহাদিগের বিভাগে কয়েকটি শস্য হইতেছে, লোকের কষ্টের কোন সম্ভাবনা নাই।

মিস্টর, স্মিথ, মাহি সিপাহিতারও, আইনস বিল এবং জজ হবি এট, ঈমন এবং তিকক নামক ব্যক্তিগণ ভাগলপুরে জানকী নামী এক বেশ্যার বাটীতে মদ্যপান করিতেছিল। স্মিথ ও তিকক বিবাদ হইয়া অন্যেরা মারামারি করে। তিকক তাহাতে মৃত্যু হয়। মাজিষ্ট্রেট তাহার হত্যা প্রমাণ করিবার জন্য জানকীকে এক গৃহে লইয়া রাখে। মাতাল হইয়া হঠাৎ তথায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে ইহা প্রমাণ করা আসামীদিগের উদ্দেশ্য ছিল। পরে ভাগলপুরের সেসিয়ন জজ ঈমনকে সাক্ষী ও লোকদিগকে মুক্ত করেন। স্মিথের দশ বৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হয়, অপর দুইজনের তিন বৎসর করিয়া মেয়াদ হয়। যে সময় জজ বিচারালয় বসিয়াছেন হঠাৎ এক মুন্সিফের মৃত্যু হইয়াছে অতএব তাঁহাকে গুরুতর আঘাতে বলা যায় না। স্মিথের এক বৎসর কারাবাস ও আর তিন জনের ২১ মাস করিয়া মেয়াদ হইয়াছে।

———•○•———

ইউরোপীয় সমাচার।

লণ্ডন ২০ এ মার্চ্চ—যুদ্ধ ও আয় ব্যয়ের সম্বন্ধে সহায়তা করা হইবে বলিয়া গত আগষ্ট মাসে প্রশিয়া, বেডেন ও বাবেরিয়া যে সন্ধি হয় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

জার্ম্মানীর মহাসভা স্থির করিয়াছেন শাসন প্রণালীর প্রথম তিন ধারাগুলি অগ্রাহ্য করা উচিত।

দক্ষিণ বিভাগের পুনঃ বন্দোবস্ত বিষয়ক নূতন সংশোধিত বিল সভাপতির অমত গ্রাহ্য করিয়া মহাসভা বিবেচনা করিয়াছেন।

লণ্ডন ২১ এ মার্চ্চ—টাইম অব ইণ্ডিয়া চর্চ রেট (ধর্ম্মালয় রক্ষার কর) উঠাইয়া দিয়াছেন।

লণ্ডন ২৩ এ মার্চ্চ—ইটালীয় মহাসভা খুলিয়াছে। রাজার বক্তৃতা কেবল রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার বিষয় হইয়াছে।

প্রশীয় রাজার কর্ম্মচারিগণ উহাদিগকে যে দণ্ড দান হয়, তাহাতে তিনি করাসী দূতের নিকটে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

হাউস অব কমন্সে রিফরম বিল অর্পণ করা হইয়াছে। মিঃ বাইন্স বিলে বহু দিনের নিবাস হেতু বাসিয়া মত দিতে পারেন প্রস্তাব হইয়াছে। দুই বৎসর বাস করিলে ও সাক্ষাৎসম্বন্ধে ২০ সিলিঙ কর দিলে অতিরিক্ত মত দিবার ক্ষমতা হইবে। কাউন্টিতে ১৫ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিলে মত দিবার ক্ষমতা হইবে। মারকুইস ও লোকদিগের প্রতিযোগিত্বে আপত্তি করিয়াছেন। যদিও হাউস অব কমন্স সেনাদলে শারীরিক দণ্ড উঠাইয়া দিয়াছেন, তথাপি সর জন প্যাকিংটন বিদ্রোহ দমনীয় বিলে এই দণ্ডের প্রস্তাব করিয়া বিল অর্পণ করিয়াছেন। পোপ তাঁহার নিজ ও ইটালীয় সৈন্যদিগকে স্বীয় রাজ্যাক্রান্ত দস্যুদিগকে দমন করিতে আদেশ দিয়াছেন।

হাই ইণ্ডিয়া কাম্পানির প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পুলিসের অত্যাচার।

মহাশয়! দোলযাত্রার সময়ে কর্ত্তাভজাদিগের প্রধান স্থান ঘোষপাড়ায় প্রতি বৎসর এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলায় ন্যূনাধিক পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হয়। এ বৎসর আমরা কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হইয়া ঐ মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। তথায় অন্যান্য যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করি, তন্মধ্যে পুলিসের অত্যাচারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। আনন্দময় দুর্গোৎসবের অবসানে যেমন বিজয়ার বিষাদ উপস্থিত হইয়া থাকে, এবার কর্ত্তাভজাদিগের মেলায়ও সেইরূপ তিন দিন আনন্দময় উৎসবের পর চতুর্থ দিবসে ঘোরতর নিরানন্দ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ত্তার আনন্দধাম নিরানন্দবেশ ধারণ করিতে আরম্ভ করিল। যে সমস্ত পুলিস কর্ম্মচারী ঐ বৃহৎ মেলার শান্তি রক্ষার্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ মাত্র তিন দিন নিরন্তর দক্ষিণ হস্তের সঙ্কেতে শান্তি সম্ভবের হিত সাধনে তৎপর ছিলেন, তাঁহারা কুপথ অবলম্বন করিয়া অকস্মাৎ বক্র হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং তাঁহাদিগের অনুকম্পায় আশ্রিত কর্ত্তার প্রতি একেবারে বিমুখ হইয়া বসিলেন। দেখিতে দেখিতে আনন্দধাম ঠাকুর বাটীর সকল দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত হইল এবং পুলিসের বিনানুমতিতে তন্মধ্যে যাত্রিকারও গমনাগমনের সাধ্য রহিল না। দুর্দ্দশাগ্রস্ত যে সকল অন্ধ খঞ্জ ও

জীর্ণ শীর্ণ রোগগ্রস্ত এবং বিপদাপন্ন ও শোকার্ত্ত লোক নিজ নিজ রোগশান্তি ও বিপদ ভঞ্জনের প্রত্যাশায় সতীমার সুপ্রসিদ্ধ দাড়িম্ববৃক্ষতলে ঢিলা দিয়াছিল, যমদূতসম পুলিস প্রহরীদিগের ভয়ঙ্কর শব্দাঘাতে তাহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল এবং নিশাচর তুল্য ঐ নির্দ্দয় প্রহরিগণ তাহাদিগের কাহারও হস্ত ধারণ কাহারও কেশাকর্ষণ ও কাহারও গ্রীবাতে হস্তার্পণ পূর্ব্বক একে একে বাটীর বাহির করিতে আরম্ভ করিল এবং বাটীর মধ্যস্থিত আর আর বালক বৃদ্ধ ও যুবক যুবতী প্রভৃতি ভগবজ্জনের * ও ঐ দশা করিতে লাগিল। বহির্ব্বাটীস্থ যে সকল যাত্রী মেলাবসানে স্ব স্ব স্থানে গমনোন্মুখ হইয়া হরিধ্বনি পূর্ব্বক কর্ত্তার নিকট বিদায় হইতে বাটীর মধ্যে গমন করিতেছিলেন, প্রহরিগণ তাহাদিগের গতিরোধ করিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই কর্ত্তার আনন্দ ভাণ্ডার ভয়ানক কারাগার সদৃশ হইয়া উঠিল। কোন স্থানে ধর, ধর, মার, মার, শব্দ হইতে লাগিল, কোথায় বা চর্ম্মপাদুকার চট্ চট্ ধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল এবং কোন স্থান হইতে "মলাম মলাম, বাই, বাই, রক্ষা কর, রক্ষা কর, দোহাই, দোহাই" ইত্যাদি আর্ত্তনাদ শুনিতে পাওয়া গেল। আমরা দেখিলাম কোন শিশু আপন মাতাকে হারাইয়া ব্যাকুল হইয়া সাশ্রুনয়নে ভ্রমণ করিতেছে এবং কোন জননী আপন পুত্রকে না দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া অস্থির হইতেছে, কোন স্বামী আপন প্রণয়িনীর মান ও লজ্জা রক্ষা করণার্থ দুর্দ্দান্ত পুলিস প্রহরিদিগের চরণ ধারণ করিতেছে এবং কোন স্ত্রী স্বীয় স্বামীর দুর্গতি দেখিয়া হাহাকার শব্দে বিলাপ ও আর্ত্তনাদ করিতেছে, কত স্ত্রীপুরুষ স্নান করিয়া বাটীর মধ্যে নিজ নিজ বাসায় যাইবার জন্য দ্বারে আসিয়া দয়াশূন্য দুরাত্মাদিগের নিকট আর্দ্রবস্ত্রে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া করপুটে বিনতি করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগের পাষাণ হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইতেছে না। যাত্রীদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া দোকানিরা সকলেই দোকান বন্ধ করিয়া প্রস্থানের চেষ্টা করিতে লাগিল এবং অপরাপর দর্শক ও ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই পলায়নতৎপর হইল, কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সকলে দস্যুদিগের করাল কর হইতে রক্ষা পাইতে পারিল না। অনেকের অনবেক্ষিত মিষ্টান্ন আপনা হইতে [illegible] হইতে লাগিল এবং অনেক ক্রেতার যত্নরক্ষিত ধন তাহার দক্ষিণার স্বরূপ হইল। এক দণ্ড পূর্ব্বে যে স্থানে নানাপ্রকার গীত বাদ্য ও আনন্দ ধ্বনি হইতেছিল সেই স্থান হইতে অনবরত হাহাকার ও আর্ত্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। নিজ ঠাকুর বাটীর এইরূপ অবস্থা করিয়া পুলিস দস্যুরা ক্রমে প্রতিবাসিদিগের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল। কাহারও খিড়কী সদর রুদ্ধ করিয়া স্নান আহার বন্ধ করিল এবং কোন কোন ভদ্রলোকের বাটীর দ্বার ভগ্ন করিয়া অন্তঃপুর পর্য্যন্ত প্রবেশ পূর্ব্বক নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুরবর্ত্তিনী লজ্জাশীলা কুলকামিনীদিগের প্রতি বিনয়বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতে ভীত কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইল না প্রত্যেক গৃহের কবাট ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিল এবং বড় বড় সিন্দুকের মধ্যে আসামী আছে এই ছল করিয়া তাহা ভগ্ন ও বিদারণ করিতে লাগিল। অনন্তর সকলে একত্রিত হইয়া পুনর্ব্বার নিজ ঠাকুর বাটীর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কর্ত্তাভজাবলম্বী সহস্র সহস্র লোকের ভক্তির পরম পবিত্র ঠাকুর ঘরের দ্বার ভগ্ন করিয়া তথায়ও নানাপ্রকার অত্যাচার করিল এবং পরিচারক ও পূজারীও অতিশয় অপমান করিল, কিন্তু তাহাতেও পূর্ণমনোরথ হইতে না পারিয়া অবশেষে কর্ত্তার নিজ অন্তঃপুর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল, এবং সেখানেও দেশ বিদেশাগত বহুতর লোকের কুলস্ত্রী ও কুলকন্যার প্রতি অপমান ও অত্যাচার করিতে লাগিল। আমরা এই সকল ব্যাপার সন্দর্শন পূর্ব্বক হতবুদ্ধি হইয়া কারণানুসন্ধানের নিমিত্ত চঞ্চল হইলাম। বিস্তর অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলাম যে ঘোষপাড়ার বর্ত্তমান কর্ত্তা ঈশ্বরচন্দ্র পালের নামে কলিকাতার হাইকোর্টের এক দেওয়ানী ডিক্রীজারির সহায়তা করণোপলক্ষে মফস্বল পুলিস এইরূপে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন। ঈশ্বরকে ধৃত করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, কিন্তু অপরাহ্ন ৫টা পর্য্যন্ত তাহারা নানা স্থানে এইরূপ দৌরাত্ম্য করিল, আসামিকে প্রাপ্ত হইল না। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসামির নিজ অন্দরের [illegible] কবাট ভাঙ্গিয়া তাহাকে দস্যু তস্করের ন্যায় ধৃত করিয়া আনিল।

মফস্বলের পুলিস সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা আমরা পূর্ব্বাবধিই জানি এবং অনেক স্থলে পুলিসের নানা প্রকার দৌরাত্ম্যও দেখিয়াছি, কিন্তু এত সামান্য কারণে এত দূর পর্য্যন্ত গুরুতর ব্যাপার আমরা কখন দেখি নাই। তাহাদিগের কার্য্য দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল [illegible] দস্যুদল গৃহস্থের ধন প্রাণ হরণে [illegible] হইয়াছে। এই পুলিস দলের প্রধান [illegible] পরিচয় না লইয়া আমরা স্থির [illegible] না। তিনের মধ্যে রাণাঘাটের [illegible] বাবু সর্ব্ব প্রধান। ইনি অতি [illegible] এবং বিনীত কথাবার্ত্তা শুনিলে [illegible] আইনজ্ঞ ও উপযুক্ত পুলিস [illegible] বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে ইনি [illegible] ঐ দিকে [illegible] ২০ টাকা বেতনে মুহুরিগিরি কর্ম্ম করিতেন, সরকার বাহাদুর ইঁহার যোগ্যতা দেখিয়া [illegible] শত টাকা বেতনের এই উচ্চপদ প্রদান করিয়াছেন। বেণী বাবু বোধ হয় ইংরাজী জানেন, কথায় কথায় দুই এক বার ইংরাজী শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পর [illegible] ইন্স্পেক্টর যদু বাবু, ইঁহার মূর্ত্তিটী কিছু ভীষণ [illegible] যদু বাবুর বড় রাগভাবী, ইঁহার সহিত আলাপ করিতে আমাদিগের সাহস হইল না। আর করিব কি, মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইতেই পারিলাম না। যাহা হউক, ইনি এখানে যে কার্য্য করিয়াছেন ইহাতে শীঘ্র পদ বৃদ্ধি হইলে ভাল দেখায় না। তৃতীয় [illegible] হেড কনষ্টেবল অর্থাৎ [illegible] জমাদার, ইনিও ভদ্রসন্তান, কিন্তু [illegible] পারিলে ঠিক জমাদারের মত দেখায়। ইনি [illegible] অপরাধে একবার দুই বৎসর [illegible] লেন, কিন্তু তজ্জন্য ইঁহাকে কেহ কয়েদখালাসি মনে করিতে পারেন না তাহা হইলে আমা[illegible] সরকারের কর্ম্মই বা পাবেন কেন? ইঁহারা [illegible] সকলেই একবাক্য হইয়া আমাদিগকে বলিলেন ঈশ্বর পালকে ধরিবার উপলক্ষে তাঁহারা [illegible] কার্য্য করিয়াছেন, আইন অনুসারে ইহার [illegible] করিতে পারেন। কিন্তু যাহাদিগের উপর ঐ সকল অত্যাচার হইয়াছে, তাহারা উহা [illegible] ন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ মনে করিয়া, বিচারের জন্য রাণাঘাটের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত [illegible] মহিমচন্দ্র পালের নিকট নালীশ করিয়াছে শুনা যাইতেছে। এক্ষণে তিনিই দেখিবেন যে [illegible] অন্যায় কি ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। এবিষয়ে উক্ত বাবু যে প্রকার বিচার করেন মহাশয়ের পাঠকগণকে আমরা তাহা অবগত করাইতে ক্রটি করিব না।

* ঘোষপাড়ার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আপন মতাবলম্বী লোকদিগকে ভগবজ্জন বলিয়া উল্লেখ করেন।

-১০ -

জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী [illegible] নিবাসী বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কাশীনাথ [illegible]

[illegible] হালী জিলা সম্পাদক প্রভৃ বড়-[illegible] নিবাসী পাবতী শর্মা ও গোপাল [illegible] তদন্তের জমীদারি লাটাবন্দি [illegible] নিলাম মাবফিল এই জিলা [illegible] ১৬ই চৈত্র [illegible] উক্ত সালীকে পত্র [illegible] আদালত হইতে [illegible] করিয়া [illegible] তক অধিকার [illegible] লম হইয়াছে। যদি তাহা [illegible] আসিয়া দখলকার [illegible] আসামীগণের [illegible] আসামী গোপাল [illegible] স্বীকার করে।

[illegible] পুত্রের [illegible] বিদ্যালয় সম-[illegible] আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে [illegible] অন্যায়ানে [illegible] তিনি যে [illegible] চমৎকার [illegible] করিয়াছেন, [illegible] বিদেশবাস বোধ হইতেছে [illegible] পোর্টও উহার [illegible] সামান্য [illegible] মাত্র, এবং [illegible] থাকে, তথাপি [illegible] না। ” সম্পাদক মহাশয়! [illegible] বিদ্যার্থী কেমন [illegible] ইহাতে ডেপুটি সাহেব [illegible] ও বিদ্যার ক্ষমতার পরিচয় [illegible] সম্মুখে [illegible] উপস্থিত [illegible] কেহ কেহ [illegible] করিল, [illegible] আদালত [illegible] নিষ্পত্তি [illegible] বিষয় সামান্য বলিয়া [illegible] ডেপুটী সাহেব তাঁহাকে [illegible] আমরা বুঝিতে পারিলাম না! [illegible] বলিয়াই [illegible] হইবে বা [illegible] হইল? যদি কেহই [illegible] না হইবে [illegible] কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইল? আমরা [illegible] প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

[illegible] অর্থ্যন সাহেব বলেন, [illegible] নিবাস কাৰ্য্যে প্ৰবৃত্ত হইবার [illegible] তাঁহার [illegible] সাধারণ কর্ত্তৃক যে [illegible] [illegible] হয়, তাহা সম্যক্‌রূপে [illegible] করা [illegible] বিবেচনা [illegible] কর্ত্তব্য, যে তাঁহার হস্তে যে ভারটী সমর্পিত হইল, তাহা অন্য কাহারও হস্তে সমর্পিত হইলে তিনি কি প্রকার সবিচার প্রতীক্ষা করেন। যদি ডেপুটী সাহেবের কোন আত্মীয় এপ্রকারে হত হইতেন তাহা হইলে দোষিগণকে অব্যাহতি দিলে তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন? অথবা যে বিচারক এরূপ সিদ্ধান্ত করিতেন তাঁহাকে [illegible] বাতুল বলিয়া স্থির করিতেন ও তাঁহাকে [illegible] বিবেচনা করিতেন?

সম্পাদক মহাশয়! দণ্ডবিধিতে কি এমন [illegible] আইন নাই যাহাতে উক্ত হইয়াছে (কাই [illegible] ৩৯ ১০৮) যে যদি কেহ কোন পাত্রী [illegible] অথবা অপ্রাপ্তবয়স্কের অবস্থায় থাকেন, [illegible] কোন প্রকার [illegible] অথবা আঘাত করিয়া [illegible] সম্পাদন করে, তাহা হইলে [illegible] জীবন [illegible] হইবে? তবে আসামী-[illegible] অব্যাহতি দিবার পূর্ব্বে তিনি [illegible] কি বিবেচনা করিলেন না যে, এত-[illegible] সম্পূর্ণ প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।

[illegible] বাবু কি রিপোর্ট করিয়াছেন, তাহার [illegible] এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু জন-[illegible] বড় ভাল শুনা যাইতেছে না। যাহা হউক এ বিষয় আগামী বারে আমরা সাধারণের [illegible] করিব।

[illegible]
১২৭৩ সাল
২৫ই চৈত্র।
}
[illegible]
অন্যায়াসক্তি
[illegible]।

—•◦•—

মহাশয়, আমরা সহরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে বাস করিয়া [illegible] সহরের [illegible] এবং দক্ষিণাঞ্চ-[illegible] প্রতি বিশেষ ঘৃণা করিয়া [illegible] আমাদিগের গ্রামে অনেকগুলি ভদ্র-[illegible] এবং ঈশ্বর প্রসাদে [illegible] উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু [illegible] আমরা [illegible] কর্ম্মচারি একজন [illegible] হইয়া আমা-[illegible] করিবার জন্য [illegible] বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং [illegible] উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্য [illegible] করিয়াছেন। এক্ষণে এদেশের একজন [illegible] হস্তে বিদ্যালয়টী অর্পিত হইয়াছে। [illegible] কিছুই নাই। যা কিছু বিষয় আছে [illegible] সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে-ছেন। [illegible] ইনি বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সম্পূর্ণ [illegible] কিন্তু ইহঁার আন্তরিক ইচ্ছা সেরূপ নহে। ইনি মাতৃ পিতৃ দায়ে বিব্রত কিম্বা কন্যা-[illegible] বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত নিরন্তর সকলের উপাসনা করিতেছেন। বলিতে কি আপনিও এবিদ্যালয়ের বিষয় কিছু কিছু অবগত আছেন। এক্ষণে গ্রামের অন্য একজন হিতৈষী ব্যক্তি (তিনি কঠোর পরিশ্রমে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এক্ষণে একরূপ বিষয় কর্ম্ম করিতেছেন) সম্পাদকের সহিত যুক্তি করিয়া যাহাতে এই বিদ্যালয়ের উন্নতি হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত আছেন। গ্রামের অ-নেকে এবিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা এই যে তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইহার সহায়তা করুন। তাহা হইলে গ্রামের অনেক বালককে বর্ণজ্ঞান বিহীন হইয়া হীনাবস্থায় থা-কিতে হইবে না। সম্পাদক মহাশয়! এই প্রে-রিত পত্রটী আপনার নিকটে পাঠাইলাম ইহাতে গ্রামের বা স্কুলের সম্পাদকের নামোল্লেখ নাই বলিয়া মুদ্রিত করিতে বিমুখ থাকিবেন না। যদি এই সামান্য বিদ্যালয়টীর বিশেষ উন্নতি হইত তাহা হইলে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া মনোদুঃখ নিবারণ করিতাম।

[illegible] এপ্রেল }
সহরের সন্নিহিত স্থানবাসী—
নিতান্ত হতভাগ্য

সম্পাদক মহাশয়! কলিকাতা [illegible] বিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষক, [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় উক্ত বিদ্যালয়ের অধীনস্থ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালার পণ্ডিত মহোদয়গণ প্রত্যেকে গবর্ণমেণ্ট হইতে চারি চারি মাসের বেতন পুরস্কার পাইয়াছেন। ইহাতে গোপাল বাবু ও প্রধান-তম ইনস্পেক্টর উড্রো মহাশয় [illegible] অনুকম্পা প্রকাশ হইয়াছে এবং তাঁহারা যে, [illegible] তব কোষ্ঠেষু মা প্রযাচ্ছেৎ। [illegible] [illegible] ভগবদ্গীতার অন্তর্গত এই [illegible] যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন তদ্বিষয়ে [illegible] নাই। এক্ষণে উল্লিখিত পাঠশালার [illegible] মহাশয়দিগের প্রতি আমার বক্তব্য, এই যে [illegible] তাঁহারা [illegible] সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য [illegible] করিয়া উক্ত প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে সন্তুষ্ট [illegible] এবং তাঁহাদের ছাত্রগণ যাহাতে অপেক্ষাকৃত [illegible] ও সুশিক্ষিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনো-যোগী হউন, তাহা হইলে উৎকৃষ্টতর পুরস্কার লাভে [illegible] সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

গত ১ মার্চ ২৯এ চৈত্র মঙ্গলবার বেলা ৫॥০ টার সময় হাওড়ার হাটে এক ব্যক্তি আসিয়া উর্দ্ধোখিত স্বরে কি ওদিকে আগুন লাগিয়াছে লাগরায় ভাগনায় * এইরূপ ২।৩ বার বলাতে হাটের ব্যবসায়িগণ, ত্রস্ত ও চকিতহইয়া স্ব স্ব বিক্রেয় দ্রব্যাদি আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইলে উক্ত মহাপুরুষ, সুযোগ পাইয়া এক ব্যবসায়ীর এক থলি টাকা লইয়া এবনবেগে জনতা মধ্যে প্রবেশ করিল কেহেই তাহাকে ধরিতে পারিল না। কোথায় এক-কৌর বঞ্চনা, কোথায় বা আর্ত্তের করুণ স্বর!!

২২এ চৈত্র শিবপুর

—○○—

ঘোগাপাড়ে ব্যবহার

সম্পাদক মহাশয়! ইংলহোবা [illegible] বালকে এবৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে তন্মধ্যে ১ জন স্কলারশিপ পাওয়াতে [illegible]রকে ৩০ ও ইংরাজী স্কুলের পণ্ডিতকে ৩০ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। এবং বাঙ্গলা স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ৮ জন উত্তীর্ণ ও তন্মধ্যে ১ জন ছাত্রবৃত্তি পাওয়াতে প্রথম ও দ্বিতীয় পণ্ডিত যথাক্রমে ৪০ ও ৩০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূর্ব্ব বৎসরেও ইংরাজী স্কুলের ৫ জন পাস হওয়াতে ও বাঙ্গলা স্কুলের ৩ জন ছাত্রবৃত্তি পাওয়াতে উক্তরূপ পারিতোষিক প্রদত্ত হইয়াছিল। এইরূপ পুরস্কৃত শিক্ষকেরা যে সবিশেষ উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এক জন হেডমাষ্টারের ভাগ্যে এ বার পারিতোষিক লাভ ঘটিতেছে না। হেডমাষ্টার বাবু গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ১ বৎসর মাত্র কর্ম্ম করিয়া গত মাসে পদত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু সর্ব্বেশ্বর মজুমদার তৎপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। একণে এই নবাগত বাবু পূর্ব্বতন হেডমাষ্টারগণের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মে যথোচিত ন করিলে দুঃখের বিষয় হয়। আর সম্পাদক মহাশয়েরা যদি শিক্ষকগণের ন্যায় ছাত্রগণের জন্য ঐরূপ বাৎসরিক পারিতোষিকের বিধান করেন তবে অচিরাৎ বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত উন্নতি দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু ঐ কার্য্য অর্থসাধ্য। অতএব গ্রামস্থ অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হইলে ঐ কার্য্য অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার অমৃতময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও কেন যে এ বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন বলা যায় না। তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া মনোযোগী হইলে স্কুলের পাকা বাটী প্রস্তুত হইতে কত বিলম্ব লাগে? যাহা হউক, এক্ষণে যে চারি জন সম্পাদক ঐকান্তিকমনে অহরহঃ স্কুলটির শুভ কামনা করেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। তাঁহারা এ বিষয়ে অনেকের আদর্শ স্বরূপ হইতে পারেন তাহার সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিলে দেশের বহুবিধ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

২৯ এ মার্চ্চ বনবন

১৮৭৭। শ্রীউমাচরণ ভট্টাচার্য্য।

——○○○——

সম্পাদক মহাশয়! অদ্য আপনাকে একটি শুভ সংবাদ প্রেরণ করিতেছি। আমাদিগের আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার উচ্চতম শিক্ষকদিগের শ্রেণীর শেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন আগামী ১ লা এপ্রেল হইতে তিনি ৫০০ টাকা বেতন পাইবেন। প্রতি বৎসর ৫০ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়া ৭৫০ টাকা পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন হইবে। ইনি তৃতীয় বাঙ্গালী শ্রেণীভুক্ত হইলেন। যে তিন জন বাঙ্গালী ঐরূপ শ্রেণীভুক্ত হইলেন তাঁহারা সকলেই উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টদিগের একটী ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে। এই ভ্রম উপলক্ষে আমার আর একটী ঘটনা স্মরণ হইল, এক জন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে সমস্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে বহুগুণ ও বংশজ ব্রাহ্মণদিগকে বাটী বিতরণ করিয়াছিলেন, ইহাতে শেষোক্ত ব্রাহ্মণেরা অসন্তুষ্ট হন। কিছু দিন পরে ঐ ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার কোন আত্মীয়ের বাটীতে আদ্য শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অধ্যক্ষতা করেন, নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ সকল জলপান করিতে বসিলে সকল ব্রাহ্মণের পাতে লুচি দেওয়া হইলে এক জন বংশজ ব্রাহ্মণ (যে পূর্ব্বে বাটী পাইয়াছিল) অধ্যক্ষ মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনি এ কর্ম্মে অধ্যক্ষ থাকিতে এরূপ অবিচার! তিনি, কি অবিচার হইয়াছে বাপু জিজ্ঞাসা করিলে, সেই বংশজ ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, মহাশয় অধ্যক্ষ থাকিতে মহামান্য কুলীন ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের পাতে লুচি, আর এই সব বংশজ ব্রাহ্মণদিগের পাতেও লুচি? ইহাদিগের জন্যে চিড়ের ব্যবস্থা কেন করেন নাই, বড় অবিচার হইয়াছে। আমাদিগের রাজপুরুষদিগেরও সেইরূপ অবিচার দেখিতেছি। তাঁহারা প্রথমে উচ্চতম ইউরোপীয় শিক্ষকদিগের শ্রেণী বিভাগ করিলেন, এত [illegible] শ্রেণীকে স্পর্শ করিলেন না, তাহাই করিয়াছিলেন [illegible] বাঙ্গালীকে সেই শ্রেণীভুক্ত [illegible] কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ দেখিতেছি।

মহাশয়! আর শুনি শিক্ষকদিগের শ্রেণী বি[illegible]ছেন। যে বিষয় উপলক্ষে সম্পাদক মহাশয় এত কথা আশ্বাস দিয়াছিলেন, যে সাহেব মহাশয় "বড় ব্যস্ত জানেন লোকে বলে" কিন্তু দেখুন বাহাদুরে সাহেব মহাশয় বহু বিধো বেতন বৃদ্ধির জন্য যে ৫০ ছিলেন তাহা বজেটে বাদ" এক আঁচড়েই সকল শেষ কেন আমাদিগের রাজপুরুষেরা চক!! তেলা মাথায় তেল অভ্যাস আছে। হা! তোমরা যে এত আশা কা বিফল হইল। তোমরা এই মা শয় কোন প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ এই সংবাদদাতার প্রতি তোমরা যে এত আশা করি দিগের দোষ, তোমরা শুন নাই যে "কাহার হবে [illegible] বালি" কিন্তু তোমাদিগের এডুকেশন গেজেট সম্পাদ[illegible]কের এত আশা উদ্দী[illegible] নতুবা তোমরা এক্ষণে [illegible] হতাশ হইতে না। তাঁহারা যেমন শুনিয়াছিলেন, সেই রূপ লিখিয়াছিলেন, তিনি উদ্দেশেই লিখিয়াছিলেন [illegible] কোন দোষ নাই এবং তিনি ছাড়েন বলিয়া যে তোমা[illegible] হইবেন আমাদিগের ক[illegible] তিনি অতি সদাশয় ব্য[illegible] শ্রেণী বিভাগ না হওয়াতে [illegible] হয় তোমাদিগকে এ অ[illegible] যাহা হউক, আমার [illegible] কপালের দোষেই এ [illegible] তোমরা আপন আপন [illegible] ভোগ কর, আর কাহার [illegible]

২৭ এ মার্চ্চ

১৮৭৭।

লেখকে প্রার্থনা
সুবিধানু
নাম
কোন
মু
সোনিজিয়াছেন
নিতান্ত
কাছে
জেলা
হইতে আনিয়া
কিরিয়া
হইলে কি
তাহার
আমি লেখ-
দেখা যায়
প্রাণী
ও মাস
বিশুদ্ধ
কিছুই
আপন উদর
প্রাণী
লেখক মনে করুন
কোন প্রকার
বাহ্য
অনেকেই
হইতে
মনুষ্যেরা
কেন না স্বীকার করি-
কোন প্রাণীকে বধ করা
আহার এবং শরীরের
এমন মনুষ্য কে আছে যে
কোন প্রাণী
অনেকেই কেন প্রায় সকলে
লোপ হইয়াছে, কিন্তু
হইতে

এক এক এই একপথের পথিক হইয়াছেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে যাঁহারা নিরামিষ আহার, তাঁহারা ইহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা কিছু লোকের নিকট বলিয়া ব্যক্ত হইবার নিমিত্ত এরূপ করেন নাই।

লেখক এক বার বিবেচনা করুন যে জগৎ উদ্ভিজ্জ এবং জন্তুর বই, উদ্ভিদ্-দিগের জীবন আছে। উহারাও আহার করে। জীবিত ও বর্দ্ধিত হয় এরূপ আমাদের ন্যায়। অতএব, উহারাই কি তাহাদিগকে (উদ্ভিজ্জ) বধ করিয়া আপনার উদর পূর্ণ করিবেন? এক নিরামিষাশীতেই নানা প্রকার পাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জীবহিংসা, ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন। একটি জীবের জন্য শত শত জীব নষ্ট করা কি উচিত? কখনই নয়। আমি লেখককে অনুরোধ করি যেন তিনি এক বার দর্শন করিবেন। তাহা হইলে প্রতিবাদ করিবার... আমাদের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আমাদের তাহা বলিতে হইল না।

শাস্ত্রকারেরা মাংস ভোজন ... শাস্ত্রে লেখক মহাশয় এক বার এই আহারের... দেখিবেন তাঁহাদিগকে কিরূপ ভাব হয়।

এক্ষণে এইটিই প্রধান কথা যে বস্তুর ব্যবহার ত্যাগ করিতে পারা যায় তাহাতে যথোচিত চেষ্টা করা উচিত। বোধ হয় এখন আর বিশেষ কিছু বলিবেন না।

বিশেষতঃ প্রাণিদের আহারে কয়েকটি দোষ এই যে ইহাতে কাম, ক্রোধ এবং মোহ অত্যন্ত প্রশ্রয় পায়, ইহাও কম নয়। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে তিনি সকলকেই এরূপ মতি দেউন যাহাতে সকলেই শীঘ্র নিরামিষভোজী হন।

প্রতিবাদী—

—•—

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রায় ধনপতি সিংহ বাহাদুর, মুরশিদাবাদ ১২৭৪ বৈশাখ হইতে চৈত্র
প্রধান ইং স্কুলের হেডমা... ১২৭৩ চৈত্র হইতে ৭৪ ... হরগঞ্জ
শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ দে... কোন্নগর ১২৭৪ বৈশাখ হইতে

" " ... মুন্সেফ, ... দেওয়ানপুর ... ১২৭৪ সাল হইতে আশ্বিন
" " শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী, ...
" নবীনচাঁদ ঘোষ, ...

—•—

সোমপ্রকাশসংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম।

অগ্রিম মূল্য ও ডাক মাসুল না পাইলে ... কে সোমপ্রকাশ প্রেরণ করা যায় না।

ইহার অগ্রিম মূল্য বার্ষিক ১০ এবং ... ৫॥০ টাকা, মফস্বলে ডাকমাসুল সমেত বার্ষিক ১৩, ষাণ্মাসিক ৭ এবং ত্রৈমাসিক ৩৸০ ... অগ্রিম মূল্য লওয়া যায় না ... বন্দ, ... মণিঅর্ডর, ... ও ... যে উপায় দ্বারা মূল্য ...

যাঁহারা ষ্টাম্পটিকিট পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন এক অথবা আধ আনার অধিক মূল্যের ও বর্গীদের টিকিট প্রেরণ না করেন।

যখন ভিন্ন মফস্বল হইতে সোমপ্রকাশের মূল্য পাঠাইবেন, তাহা যেন রেজিষ্টরি করিয়া শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে পাঠাইয়া দেন।

যাঁহাদিগের মূল্য দিবার সময় অতীত হইয়া আসিবে, এক মাস পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে চিঠি লিখিয়া জানান যাইবে, কাল অতীত হইয়া গেলেও একবার চিঠি লেখা হইবে, তাহার পর এক মাসকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাগজ বন্ধ করা যাইবে। শেষ বারের পত্র বেয়ারিং পাঠা...

মাতলা রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের ডাকঘরে চিঠি আইলে আমরা শীঘ্র পাইব।

যাঁহারা মাসুল না দিয়া পত্রাদি প্রেরণ করি... বেন, তাঁহাদিগের সেই পত্রাদি এবং ... যাইবে না।

কেহ সোমপ্রকাশে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে প্রথম তিনবার প্রতিপংক্তি ... আনা তাহার পর ৴১০ আনা দিতে হইবে। ... অধিককাল বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহার সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইবে।

এই পত্র কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্ব, ... রেলওয়ের সোনারপুর ষ্টেশনের দক্ষিণ চাঙ্গড়িপোতায় শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বাটীতে প্রতি সোমবার ... প্রকাশিত ...